ঈশান অনুবাদমালা ১

জৈন আগম-শাস্ত্রের অন্তর্গত ভদ্রবাহু-রচিত

বঙ্গাক্ষরে মূল অর্ধমাগধী, বঙ্গানুবাদ, ভূমিকা ও
টীকা-টিপ্পনী সহ শব্দসূচী সংবলিত

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম. এ.,
ভূতপূর্ব অধ্যাপক, কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
কর্তৃক প্রণীত

[ঈশানচন্দ্র ঘোষ নিধির প্রথম পুস্তক]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

মূল্য—১০৷৵ আনা
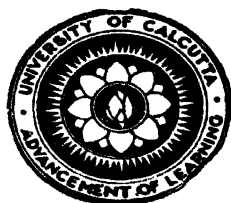
১৯৪৬

মুদ্রাকর—শ্রীকালিদাস মুন্সি
পুরাণ প্রেস
২১, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪
ভারতে মুদ্রিত
কলিকাতা ইউনিভার্সিটী প্রেসের স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট
শ্রীশিবেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত

বঙ্গমাতার শিক্ষাব্রতী সুসন্তান,
যাঁহার পদপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া পাঠলাভে
বহু কৃতী বঙ্গবাসী ধন্য হইয়া গিয়াছেন,

মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সেবক,
শিক্ষাসংস্কৃতিপূত বাঙ্গালীদের অগ্রণী
স্বর্গত ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়,

মহাভারতের অনুকল্প বৌদ্ধ শাস্ত্র
পালি জাতক-গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া
যিনি বঙ্গভাষার গৌরব-বৃদ্ধি
করিয়া দিয়াছেন,

তাঁহার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে
এই জৈন কল্পসূত্র গ্রন্থ
উৎসর্গীকৃত হইল।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩,

সূচীপত্র

১। পরিচায়িকা ... ... এক

২। অনুবাদকের নিবেদন ... ... দশ

৩। অবতরণিকা

ক। প্রাচীন সাহিত্যে জৈনধর্মের মৌলিক উপাদান ৴০

খ। জৈন সাহিত্য : আগম ও আগম-বহির্ভূত ... ... ১।৵০, ২।৶০

গ। অর্ধমাগধী ভাষা ৪৸৶০

৪। ভূমিকা

ক। কল্পসূত্রকার ভদ্রবাহু ৬৵০

খ। তীর্থংকরগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ... ৭৶০

গ। তীর্থংকর শিষ্য গৌতম ও সুধর্মা ... ৭৸৵০

ঘ। সুধর্মার পরবর্তী কয়েকজন বিখ্যাত ধর্মাধিনায়ক ৮৵০

ঙ। কল্পসূত্র ... ... ৮।৵০

চ। মহাবীর স্বামী ... ... ৮॥৶০

৫। মূলগ্রন্থ ও বঙ্গানুবাদ ১-৩১১

৬। বর্ণানুক্রমিক শব্দসূচী ও টীকা ... (৩)

পুনরুক্ত বাক্যাবলী ... ... (১২৩)

পরিচায়িকা

জৈন সম্প্রদায়ের প্রাচীনতম এবং সর্বমান্য ধর্মগ্রন্থ-সমূহ "আগম" অথবা "সিদ্ধান্ত" নামে পরিচিত। ৪৫ খানি বিভিন্ন গ্রন্থের সমবায়ে এই "জৈনাগম" বা "জৈন-সিদ্ধান্ত", শ্বেতাম্বর শাখার জৈনগণের মধ্যে প্রামাণিক শাস্ত্র রূপে প্রচলিত আছে। এই ৪৫ খানি গ্রন্থ কয়েকটী শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা ১১টী "অঙ্গ", ১২টী "উপাঙ্গ", ১০টী "প্রকীর্ণক", ৬টী "ছেদগ্রন্থ", ২ খানি বিশেষ গ্রন্থ "নান্দীসূত্র" ও "অনুযোগদ্বার", এবং ৪টী "মূলসূত্র"। এই গ্রন্থগুলি অর্ধমাগধী প্রাকৃতে রচিত; এগুলির সংগ্রহের সময় খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের মধ্যভাগে। এগুলিতে, জৈন মতের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারক জিনগণের জীবন-চরিত (বুদ্ধদেবের সম-সাময়িক বর্ধমান মহাবীর স্বামী, খ্রীষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতক, ইঁহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন), জৈন আধ্যাত্মিক বিচার ও দর্শন, জৈন যতি বা সন্ন্যাসীদিগের জীবন-চর্য্যা বিষয়ে শিক্ষা, জৈনমার্গ-বিরোধী কতকগুলি অন্য সম্প্রদায়ের আলোচনা, বিভিন্ন জৈন মহাপুরুষ ও শ্রেষ্ঠ নারীদের উপাখ্যান, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় লইয়া আলোচনা আছে। ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক মতবাদ এবং যতিগণের জীবন-চর্য্যা প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে স্বয়ং মহাবীর স্বামীর উপদেশই এই "জৈনাগম" গ্রন্থাবলীর মুখ্য আধার। উপরন্তু, পরবর্তী জৈন আচার্য্যগণের রচিত বিভিন্ন আলোচনাও এই "আগম" শাস্ত্রের মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

প্রস্তুত পুস্তক "কল্পসূত্র" হইতেছে এই জৈনাগমের অন্তর্ভুক্ত অন্যতম লোক-প্রসিদ্ধ শাস্ত্র। ইহা আগমান্তর্গত ছয়টী ছেদ-

সূত্রের মধ্যে চতুর্থ "আয়ারদসাও (=আচারদশকাঃ)" অথবা "দশাশ্রুতস্কন্ধ" গ্রন্থের অষ্টম পরিচ্ছেদ, এবং এই "আয়ারদসাও", খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতকে বিদ্যমান জৈনাচার্য্য ভদ্রবাহুর রচিত বলিয়া স্বীকৃত। এইজন্য এই শাস্ত্রকে "ভদ্রবাহু-বিরচিত কল্পসূত্র" বলা হয়।

প্রস্তুত গ্রন্থের "অবতরণিকা"তে জৈন আগম তথা ভদ্রবাহু ও তাঁহার কৃতি এই গ্রন্থ সম্বন্ধে পূর্ণ আলোচনা পাওয়া যাইবে। মহাবীর স্বামী-প্রমুখ জৈন সম্প্রদায়ের কতকগুলি মহাপুরুষের চরিত-কথা লইয়া এই "ভদ্রবাহু-রচিত কল্পসূত্র।"

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, আবশ্যক ভূমিকা, শব্দসূচী ও টীকাটিপ্পনী যোজনা করিয়া অর্ধমাগধী প্রাকৃতে রচিত এই মূল "কল্পসূত্র" বঙ্গানুবাদের সহিত প্রকাশিত করিলেন। বঙ্গীয় বাঙ্ময়ের ইতিহাসে, বঙ্গ-ভাষায় প্রাচীন - ভারত - বিদ্যা অনুশীলনের ইতিহাসে, এই প্রকাশনকে আমি একটী লক্ষণীয় ঘটনা বলিয়া মনে করি। এবং ইহার জন্য, এ যুগে বঙ্গভাষী জনগণের মানসিক সংস্কৃতির মুখ্য পরিপোষক বিধায়, পুস্তকের প্রকাশক কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়, বাঙ্গালী জাতির তথা জৈন সমাজের নিকট হইতে অভিনন্দন ও সাধুবাদ পাইবার মত কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া মনে করি। প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়, ছাত্রাবস্থায় যাঁহার শিষ্যত্ব লাভের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল, পিতা স্বনামধন্য স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের স্মৃতি-রক্ষার্থ ও বাঙ্গালা সাহিত্যের পোষণার্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট ১৯৩৫ সালে "ঈশানচন্দ্র ঘোষ ফণ্ড্" নামে ৪০,০০০ টাকার একটী নিধি

অর্পণ করেন। এই নিধি-জাত অর্থ হইতে, ভাষান্তর হইতে উপযোগী ও শ্রেষ্ঠ পুস্তকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করার ব্যবস্থা আছে। "ভদ্রবাহু-কৃত কল্পসূত্র" এই নিধির প্রথম পুস্তক রূপে প্রকাশিত হইল। বাঙ্গালা ভাষায় যে বিরাট্ জৈন সাহিত্য এতাবৎ এক প্রকার উপেক্ষিতই রহিয়াছে, তাহার এক প্রাচীন এবং প্রামাণিক শাস্ত্র-গ্রন্থের অনুবাদকে অবলম্বন করিয়া এই নিধিকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিতব্য গ্রন্থমালার সূত্রপাত হইল, ইহা বিশেষ আনন্দের কথা। এই নিধিদ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যের একটী অপূর্ণ দিকের পূরণ করিবার কার্য্য আরব্ধ হইল।

প্রাচীন ভারতের হিন্দু জাতি ও হিন্দু সভ্যতা, অনার্য্য দ্রাবিড়, নিষাদ ও কিরাত এবং আর্য্য জাতির, ও এই জাতিগণের মধ্যে বিকশিত ভাষা-সভ্যতার মিশ্রণের ফল। আর্য্য ও অনার্য্য-বংশ-জাত মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস কর্তৃক বেদ ও পুরাণ সংকলনের কালের পূর্ব হইতেই, অর্থাৎ মহাভারতের যুদ্ধের কালের পূর্ব হইতেই, আর্য্যদের ইরান হইতে ভারতে আগমনের সময় হইতেই, এই মিশ্র প্রাচীন-ভারতীয় হিন্দু জাতির উৎপত্তির সূত্রপাত হইয়া গিয়াছে। আর্য্যেরা বাহির হইতে যে ধর্ম এবং ধর্মানুষ্ঠান লইয়া আসিল, তাহার স্বরূপ অনেকটা বৈদিক সাহিত্যে—ঋক্‌সংহিতায়, যজুঃসংহিতায় ও অথর্বসংহিতায়—রক্ষিত আছে; কিন্তু ভারতে সংহিতা-সংকলনের কালেও তাহাতে অনার্য্য প্রভাব পঁহুছিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। ভারতবর্ষে প্রাগ্-আর্য্য যুগের কিরাত, নিষাদ ও দ্রাবিড় (দাস-দস্যু) অধিবাসীদের মধ্যে যে ধর্ম ও অনুষ্ঠান ছিল, তাহা লোপ পায় নাই, তাহা আর্য্য ধর্ম ও অনুষ্ঠানের সঙ্গে মিলিত হইয়া হিন্দু ধর্ম ও ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যেই পরিবর্তিত রূপে বিদ্যমান আছে।

আধ্যাত্মিক দর্শন বিষয়ে আর্য্যদের বিচার ও চিন্তাধারা এবং বিভিন্ন জাতির অনার্য্যদের মধ্যে প্রচলিত নানা বিচার ও চিন্তা-ধারার ঘাত-প্রতিঘাতে, এখন হইতে তিন হাজার বছর পূর্বেই, আর্যভাষা-ভাষী এই নবীন মিশ্র ভারতীয় জাতির মধ্যে নানা প্রকারের দার্শনিক মতবাদের উদ্ভব হইল। ব্রাহ্মণ্য অর্থাৎ আর্য্য-প্রধান বৈদিক মতবাদ, যাহার সহিত ধীরে-ধীরে কতক-গুলি প্রাগ্-আর্য্য চিন্তা ও অনুষ্ঠান সম্মিলিত হইয়া গেল, এই-সমস্ত মতবাদের মধ্যে একটী বিশিষ্টতা লাভ করিল—একই মিশ্র সভ্যতার ছায়ায় ক্রমবর্ধমান প্রাচীন ভারতের জনগণের মধ্যে এই ব্রাহ্মণ্য চিন্তারই মুখ্য স্থান হইল। ব্রাহ্মণ্য চিন্তার উদ্ভবের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই জৈন চিন্তাধারার-ও বিকাশ হইল; জৈনমতাবলম্বীদের মধ্যে প্রচলিত ইতিহাস অনুসারে, বাসুদেব বাষ্ণেয় কৃষ্ণের পিতৃব্যপুত্র অরিষ্টনেমি বা নেমিনাথ ছিলেন অন্যতম জিন বা তীর্থঙ্কর অর্থাৎ জৈনমতের স্থাপয়িতা, এবং নেমিনাথের শিষ্যপরম্পরায় আমরা পাই আর দুই তীর্থঙ্করকে—পার্শ্বনাথ, ও মহাবীর বর্ধমান, যিনি বুদ্ধের সমকালীন ছিলেন। বৌদ্ধ মতবাদ খ্রীষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই ভাবে, অর্বাচীন নাম "হিন্দু" যাহাদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে, এরূপ প্রাচীন ভারতের আর্য্যভাষী মিশ্র জনগণের মধ্যে, তিন প্রকারের মুখ্য ধর্ম্মমত ও ধর্মানুষ্ঠান নিজ নিজ স্থান করিয়া লয়—ব্রাহ্মণ্য, জৈন ও বৌদ্ধ। আরও কতকগুলি দার্শনিক মতবাদের বা সম্প্রদায়ের এবং এইসব বিভিন্ন মতের প্রচারক নানা গুরুর বা উপদেশকের নাম ও পরিচয় ব্রাহ্মণ্য, জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যে পাওয়া যায়—যেমন আজীবিক, লোকায়ত বা চার্বাক, দণ্ডহস্ত প্রভৃতি। এগুলি এখন অবলুপ্ত,

অথবা এগুলির বিচার-ধারা পরবর্ত্তী কালের অন্য নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়া পরিবর্তিত আকারে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। প্রাচীন ভারতকে সম্যক্ রূপে বুঝিতে হইলে, এবং প্রাচীনের উপরে আধারিত আধুনিক ভারতকেও জানিতে হইলে, প্রাচীন ভারতধর্ম্মের প্রকাশ-ক্ষেত্র এই-সমস্ত সম্প্রদায়, দার্শনিক মতবাদ, বিচার-ধারা ও অনুষ্ঠানাদিকে যথাযোগ্য আমাদের পরিচিত করিয়া লইতে হইবে। এই পরিচয়ের সাধন বিভিন্ন প্রাচীন আর্য্য ভাষায় রক্ষিত হইয়া আছে—যেমন বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃত, পালি, অর্ধমাগধী ও অন্য নানা প্রাকৃত, ও বৌদ্ধ সংস্কৃত। বাঙ্গালা ভাষার মাধ্যমে এই-সমস্ত সাধন লইয়া আলোচনাকে আধুনিক বঙ্গীয় সংস্কৃতির-ই একটী আবশ্যক প্রকাশ-ভূমি বলিতে হয়। ইংরেজী ভাষা, আধুনিক বিশ্ব-সভ্যতার প্রধান বাহন বলিয়া, ইতিমধ্যেই অনুবাদ ও বিচার-বিশ্লেষণাত্মক সাহিত্যের সহায়তায় এই ভাবে সংস্কৃতি-চর্চার প্রধানতম ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্রাহ্মণ্য দর্শন ও চিন্তাধারার আলোচনায় আধুনিক কালে বাঙ্গালা ভাষা লক্ষণীয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে, যদিও প্রধানতম শাস্ত্রগ্রন্থগুলির অনুবাদ ও সেইগুলির বিচারকে লইয়া বাঙ্গালায় এযাবৎ যাহা করা হইয়াছে তাহাকে পর্য্যাপ্ত বলা চলে না। বৌদ্ধ শাস্ত্রও বাঙ্গালা ভাষায়, মুখ্যতঃ চট্টগ্রামের বাঙ্গালী বৌদ্ধগণের কল্যাণে তাহার সম্মানিত স্থান করিয়া লইয়াছে—বৌদ্ধ পালি পিটকের একটা বড় অংশ বঙ্গাক্ষরে ও বঙ্গানুবাদের সহিত প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। স্বয়ং ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সমগ্র পালি জাতক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষার সাহিত্য-সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ্য, জৈন ও বৌদ্ধ, এই ত্রয়ীর

মধ্যে কেবল জৈন শাস্ত্র ও বাঙ্ময়ই বাঙ্গালা ভাষায় অবহেলিত রহিয়াছে।

অথচ প্রাচীনত্বে, প্রসারে, মূল্যবত্তায় এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে জৈন সাহিত্য বৌদ্ধ সাহিত্য অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নহে, এবং ভারতের সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিপূর্তি ইহার অভাবে সম্ভবপর নহে। এখন জৈন সম্প্রদায়, যাহার মধ্যে নানা বিপর্য্যয় সত্ত্বেও এই সাহিত্য রক্ষিত ও পরিবর্ধিত হইয়া আছে, সংখ্যায় বিশেষ লক্ষণীয় নহে—সমগ্র ভারতে জৈনগণের সংখ্যা এখন ১৫ লাখের অধিক নহে, এবং সমগ্র ভারতময় জৈনগণ জাতি হিসাবে আর সর্বত্র প্রসৃত নহে—জৈনগণের ব্যাপকভাবে বাস, মাত্র কর্ণাটকে, গুজরাটে ও রাজস্থানে, এবং কিছু পরিমাণ পূর্ব-পাঞ্জাবে পাওয়া যায়; এবং দেশের কতকগুলি প্রান্তে এখনও ক্বচিৎ স্থানীয় সম্প্রদায় হিসাবে জৈনমতাবলম্বী লোক কিছু কিছু বিদ্যমান আছে—যেমন মানভূমের সরাকী (বা শ্রাবক) নামধারী বঙ্গভাষী জাতির কথা বলা যায়। কিন্তু এক সময়ে জৈনগণ সমগ্র উত্তর-ভারতে ব্রাহ্মণ্য-মতাবলম্বী ও বৌদ্ধগণের প্রতিস্পর্ধী বা সমকক্ষ ও কুত্রচিৎ সর্বাপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় রূপে অবস্থান করিত। মথুরা এক সময়ে জৈনদের একটী লক্ষণীয় কেন্দ্র ছিল। বাঙ্গালা দেশে জৈনদের অস্তিত্ব ক্রমে একেবারে লোপ পাইয়া যায়—এখন বাঙ্গালার জৈনগণ গত ২।৩ শত বৎসরের মধ্যে পাঞ্জাব ও রাজস্থান হইতে ব্যবসায়-সূত্রে আসিয়া বসবাস করিতেছেন মাত্র, এবং তাঁহাদের সাংস্কৃতিক যোগ ঐ-সমস্ত অঞ্চলের সঙ্গে এখনও অটুট আছে। কিন্তু এই বাঙ্গালা দেশেই এক সময়ে, এখন হইতে দেড় হাজার বৎসর পূর্বে, জৈনগণ বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বৌদ্ধ "দিব্যাবদান"

গ্রন্থ-মতে, মহারাজ অশোকের সময়ে খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতকে উত্তর-বঙ্গে পৌণ্ড্রবর্ধনে জৈনদিগের প্রভাব খুবই ছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে উত্তরবঙ্গে জনৈক ব্রাহ্মণ ও তাঁহার স্ত্রী জৈন মন্দিরে নিয়মিত ভাবে প্রতি সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালাইবার জন্য অক্ষয়-নীবী রূপে ভূদান করিতেছেন, তাহা পাহাড়পুর লেখ হইতে জানা যায়। বাঙ্গালা দেশে জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তির অসদ্ভাব নাই—পাল ও সেন যুগের যথেষ্ট তীর্থঙ্কর মূর্তি ও অন্য জৈনমূর্তি বঙ্গদেশের প্রায় সর্বত্র পাওয়া গিয়াছে। জৈনগণের দ্বারায় অনুপ্রাণিত সাহিত্য অবশ্য বঙ্গভাষায় উপলব্ধ হয় নাই। কারণ খ্রীষ্টীয় ১০০০ এর পরে যখন বাঙ্গালার ভাষা নিজ বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিল, তাহার পূর্বেই জৈন সম্প্রদায় বাঙ্গালা দেশ হইতে বিলুপ্ত-প্রায়—অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ অনুপ্রবিষ্ট হইতেছিল ইহা অনুমান করা যায়। কিন্তু বাঙ্গালার বাহিরে, রাজস্থান-গুজরাটে, কর্ণাটকে ও তমিল্-নাডুতে জৈনদের অপ্রতিহত প্রভাব বহু শতক ধরিয়া ছিল। প্রাচীন, মধ্যকালীন ও আধুনিক কানড়ী সাহিত্যের অনেকটা অংশ, জৈন লেখকদের রচনা জুড়িয়া আছে। প্রাচীন তমিল্ সাহিত্যেরও তেমনি একটী লক্ষণীয় অংশ জৈন কবি ও আচার্য্যদের রচনা লইয়া। গুজরাট ও রাজস্থানের প্রাচীন ও অর্বাচীন সাহিত্যের বিস্তর শ্রেষ্ঠ রচনা জৈনদেরই কীর্ত্তি। কেবল “আগম” বা “সিদ্ধান্ত” লইয়া নহে—জৈন সাহিত্য সংস্কৃতে, বিভিন্ন প্রাকৃতে ও অপভ্রংশে, এবং তমিলে ও কানড়ীতে বিদ্যমান, এবং ভারতীয় বাঙ্ময়ের একটা মুখ্য অংশ জৈন কবি ও ধর্মগুরুদের রচনা লইয়া বিরাজমান।

এই বিরাট্ জৈন সাহিত্যের প্রাচীন অংশের একখানি লোক-প্রিয় শাস্ত্র-গ্রন্থের সহিত, বঙ্গাক্ষরে মূল ও বঙ্গানুবাদের মাধ্যমে,

বাঙ্গালী পাঠক প্রস্তুত পুস্তকে প্রথম পরিচয় করিবার সুযোগ পাইলেন। আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি—৪৫ বৎসরের অধিক কাল হইল যখন শ্রদ্ধেয় চারুচন্দ্র বসু মহাশয় বাঙ্গালা অক্ষরে মূল পালি, সংস্কৃত ছায়া ও বঙ্গানুবাদের সহিত বৌদ্ধ গ্রন্থ "ধম্মপদ" প্রকাশিত করেন, তখন আমার পালি ভাষার প্রতি অনুরাগ ও পালি ভাষায় প্রথম প্রবেশ এই বাঙ্গালা ধম্ম-পদকে আশ্রয় করিয়াই হইয়াছিল। আমার মত অনেকেরও এইরূপ অভিজ্ঞতা হইয়াছিল, ইহা নিঃসন্দেহ ;—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রীত হইয়া সাধুবাদ দান করিয়া এই সংস্করণের সমালোচনা লিখিয়াছিলেন। তাহার পরে ধীরে-ধীরে স্বর্গীয় বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের "থেরীগাথা", ও বাঙ্গালী বৌদ্ধ সমাজের প্রকাশিত নানা পিটক-গ্রন্থ বা গ্রন্থাংশ বঙ্গাক্ষরে ও বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশনের ফলে, পালির চর্চা বঙ্গদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। আজ শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবু যে অর্ধমাগধী কল্পসূত্র বঙ্গানুবাদের সহিত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ করিলেন, তাহা ভবিষ্যতের বিরাট্ সম্ভাবনার সূচনা করিতেছে। এখন সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই, যাঁহারা তত্ত্বকামী ও তথ্যকামী এবং সংস্কৃতিকামী, তাঁহারা প্রস্তুত এই সুন্দর সংস্করণের দ্বারা মূল অর্ধমাগধী পাঠে আকৃষ্ট হইবেন, এবং আগ্রহান্বিত হইবেন। শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবুর ও তাঁহার অনুগামী যে সমস্ত নবীন আলোচক ও গবেষক তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিবেন, তাঁহাদের চেষ্টায়, এবং আশা করা যায় স্বধর্ম-নিষ্ঠ জৈন সম্প্রদায়ের ভাগ্যবান্ শেঠ, সাহুকার ও জমীদারদের সহযোগে ও আর্থিক সহায়তায়, ক্রমে বঙ্গাক্ষরে বঙ্গানুবাদের সহিত অন্ততঃ মৌলিক জৈনাগম গ্রন্থগুলি প্রকাশিত

হইয়া যাইবে, ও এইভাবে বঙ্গভাষী জনগণ উপকৃত হইবেন, জৈনমতের প্রচার ও তাহা লইয়া বিচার বাঙ্গালা ভাষার মাধ্যমে সম্ভবপর হইবে, এবং বঙ্গভাষীদের মধ্যে জৈন সম্প্রদায় ও ইহার ধার্মিক পরিস্থিতির সম্বন্ধে স্থায়ী ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিবার পথ নির্ধারিত হইয়া যাইবে। এইরূপে জ্ঞানের আশ্রয়ে ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিবে - জাতীয় জীবনে ইহা বিশেষ রূপে অপেক্ষিত। সেই শুভদিনের দিকে চাহিয়া, বিশেষ আনন্দিত চিত্তে আমি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত ও তাঁহার কৃত অনুবাদ সহিত এই "ভদ্রবাহু-রচিত কল্পসূত্র" গ্রন্থের আন্তরিক স্বাগত করিতেছি, এবং এই কামনা করিতেছি যে, এই গ্রন্থ যেন যথাসম্ভব শীঘ্র আমাদের উচ্চ সংস্কৃতিময় জীবনে ইহার উপযুক্ত স্থান করিয়া লইতে পারে—ইহার বহুল প্রচার হয়, ও অনুরূপ অন্য গ্রন্থ প্রকাশনের পথও উন্মুক্ত হইয়া যায়। ইতি।

"সুধর্ম্মা"
১৬ হিন্দুস্থান পার্ক,
কলিকাতা।
৪ঠা বৈশাখ ১৩৫৩,
১৭ই এপ্রিল ১৯৪৬।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

অনুবাদকের নিবেদন

পরলোকগত হের্‌মান্‌ য়াকোবি জৈনসাহিত্যচর্চার স্বনামধন্য পথিকৃৎ। ১৩ খানি পুথির পাণ্ডুলিপি দেখিয়া ও তন্মধ্যে ৭ খানির পাঠ মিলাইয়া পাদটীকায় বহু. পাঠান্তরের ইঙ্গিত সহ ভদ্রবাহুর কল্পসূত্র গ্রন্থখানি সম্পাদন করিয়া তিনি ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অনুবাদের জন্য আমি তাঁহারই ধৃত পাঠ যথাসম্ভব পাঠান্তর বর্জন করিয়া গ্রহণ করিয়াছি। বাঙ্গালা-ভাষী সাধারণ পাঠকের জন্য উদ্দিষ্ট আমার এই অনুবাদ গ্রন্থখানিকে পাঠান্তর-ভারে ভারাক্রান্ত করি নাই। সাধারণ পাঠকের সুবিধার জন্য বামদিকের পৃষ্ঠায় মূল পাঠ ও দক্ষিণ দিকের পৃষ্ঠায় অনুবাদ সামনা-সামনি মুদ্রিত হইয়াছে। বঙ্গানুবাদের মধ্যে প্রযুক্ত সংস্কৃত শব্দের সাহায্যে (যথাসম্ভব মূল প্রাকৃতের সংস্কৃত প্রতিরূপই বঙ্গানুবাদে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া) বঙ্গানুবাদটি অনেক স্থলে সংস্কৃত 'ছায়া'-র কার্য্য করিবে। মূল পাঠ বঙ্গাক্ষরেই মুদ্রিত হইয়াছে। বর্গীয় 'ব'-কারের স্থানে পেট-কাটা 'ৱ' (অসমীয়া ভাষার 'ৱ') অক্ষরের ব্যবহার করিয়াছি।

লেখকের পরিশ্রম-লাঘবের উদ্দেশ্যে জৈন সাহিত্যের লিপিকরগণ পূর্বানুবৃত্ত বাক্য বা বাক্যসমূহের বর্জন করিয়া থাকেন। এরূপ স্থলে বাক্যের প্রথম পদটি বা প্রথম দুই-তিনটি পদ লিখিয়া তাহার পরে একটি 'জাব' (=যাবৎ) লিখিয়া তাহার পরে সর্বশেষ পদটি লিখিয়া থাকেন।*

* এ বিষয়ে উৎসুক পাঠক 'ৱন্নও (বর্ণক)' শব্দের টীকা দেখিবেন।

সাধারণ পাঠকের সুবিধার জন্য আমি এই পরিত্যক্ত পাঠাংশগুলির মধ্যে যেগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট সেগুলিকে পুনরুক্ত বাক্য (পু° বা°) নাম দিয়া তাহাদের একটি তালিকা শব্দ-সূচির শেষে সংযোজিত করিয়াছি। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ পাঠাংশগুলির মধ্যে বহুবিধ জটিলতা থাকায়, কয়েকটি দীর্ঘ পরিশিষ্ট অনুবাদসহ গ্রন্থমধ্যে সংযোজিত হইয়াছে। প্রধানতঃ বঙ্গ-ভাষী সাধারণ পাঠকের জন্য গ্রন্থখানি অভিপ্রেত হইলেও, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি বা ইতিহাস-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অনুসন্ধান-কারিগণেরও এই গ্রন্থ পাঠে অনেক শ্রম-লাঘব হইবে বলিয়া আশা করি।

যে পট-ভূমিকার উপর সাধারণ জৈন সাহিত্য উদ্ভূত ও বিকাশ-প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার একটি স্থূল বিবরণ এই গ্রন্থের 'অবতরণিকা'য় প্রদত্ত হইয়াছে এবং 'ভদ্রবাহুর কল্পসূত্র' গ্রন্থের সম্পর্কে মুখ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি 'ভূমিকা'য় দেওয়া হইয়াছে। অর্ধমাগধী ব্যাকরণ লইয়া একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনাও অবতরণিকায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই ব্যাকরণের উদাহরণগুলি কল্পসূত্র হইতেই সংকলিত হইয়াছে।

অনুবাদ সাহিত্যের যে একটা বিশিষ্ট মূল্য আছে তাহা অনুধাবন করিয়াছিলেন বঙ্গমাতার সুসন্তান পরলোকগত ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়। সেই হেতু তিনি নিজে পালি ভাষায় লিপিবদ্ধ বিশাল গ্রন্থ জাতকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই অনুবাদ-গ্রন্থ পাঠ করিয়া বহু কবি, সাহিত্যিক ও গবেষণাকারী উপকৃত হইয়াছেন। সেই পরলোকগত ঈশানচন্দ্রের অপূর্ণ কামনাকে সক্রিয় করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার সুযোগ্য সন্তান পরলোকগত অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের হস্তে 'ঈশান অনুবাদমালা অর্থ-ভাণ্ডার' নামে ৪০,০০০ টাকার একটি ন্যাস-ভাণ্ডার অর্পণ করেন। সেই 'ঈশান অনুবাদমালা'র প্রথম গ্রন্থ হইল এই জৈন কল্প-সূত্রের অনুবাদ। এজন্য পিতা পুত্র উভয়ের নিকট সমগ্র বঙ্গবাসী জনগণ তথা বর্তমান অনুবাদক চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন কর্ণধার বঙ্গজননীর সুসন্তান ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম. এ., বি. এল., বার. এট-ল., ডি. লিট. (অধুনা এম. পি.) মহাশয় 'ঈশান অনুবাদমালা'র প্রথম গ্রন্থ হিসাবে এই 'কল্পসূত্র' গ্রন্থখানির নির্বাচন করিয়া আমাকে অনুবাদ-কার্যের ভার দিয়াছিলেন। এজন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ অনুজকল্প শ্রীমান্ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, এম. এ., পি-এইচ. ডি., মহাশয় আমার লেখা গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি আদ্যন্ত দেখিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

এই গ্রন্থের মুদ্রণ-কার্য্য ত্বরান্বিত করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের মধ্যে যাঁহারা তাঁহাদের বহুমূল্য সময় ব্যয় করিয়া আমার সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নিকট আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এই প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাহায্য পাইয়াছি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ডক্টর শ্রীযুক্ত স্নেহময় দত্ত ডি.এস-সি. মহাশয় ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রণশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল মহাশয়ের নিকট।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরলোকগত রেজিস্ট্রার যোগেশ চন্দ্র চক্রবর্তী এম. এ. মহাশয় আমাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের গ্রন্থগুলি ব্যবহার করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার পরলোকগত আত্মার নিকট আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

এই গ্রন্থখানির মুদ্রণে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ও অসাধারণত্ব থাকায় পুরাণ প্রেসের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কালিদাস মুন্সি মহাশয় মুদ্রণ-বিষয়ে নানা আপত্তি তুলিয়া প্রথম দিকে অনেক সময়ের অপব্যয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অবশেষে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া আমার সহিত অকৃত্রিম বন্ধুত্ব স্থাপনপূর্বক মুদ্রণ-কার্য্য ত্বরান্বিত করিয়া দিয়াছেন এবং এইরূপে প্রায় দুই বৎসর কাল বৃথা বাদানুবাদে নষ্ট হইবার পর আট-দশ মাস সময়ের মধ্যে গ্রন্থ-খানির মুদ্রণ-কার্য্য শেষ করিয়া দিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে আমার হার্দিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। ঐ প্রেসের অক্ষর-সংযোজক শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার গ্রন্থের মুদ্রণ-কার্য্যে বিশেষ তৎপরতা অবলম্বন করিয়া আমার ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এবং প্রেসের কর্মচারী শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী চম্পটি মহাশয়ও নানাভাবে আমার পুস্তক-মুদ্রণের সাহায্য করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকেও আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, আমার শ্রদ্ধেয় সুহৃৎ ও প্রতিবেশী ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, এম্. এ., পি. আর. এস. (কলিকাতা), ডি. লিট. (লণ্ডন), এফ. এ. এস., অধুনা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্বের 'সম্মানিত' অধ্যাপক, এসিয়াটিক সোসাইটীর সভাপতি ও পশ্চিম-বঙ্গ বিধান-পরিষদের সভাপতি, আমার

এই গ্রন্থের সম্পাদন, অনুবাদ ও মুদ্রণ প্রভৃতি নানা বিষয়ে অশেষ-ভাবে উপদেশ ও উৎসাহ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন, ও প্রবন্ধাকারে একটি 'পরিচায়িকা' লিখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ অপরিশোধ্য।

১২২।এ বালিগঞ্জ গার্ডেন্‌স্
কলিকাতা—১৯।
১৯ বৈশাখ ১৩৬০,
২ মে ১৯৫৩।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

অবতরণিকা

১। প্রাচীন সাহিত্যে জৈনধর্মের মৌলিক উপাদান

২। জৈন সাহিত্য ঃ

[ক] জৈন আগম সাহিত্য

[খ] আগম বহির্ভূত জৈন সাহিত্য

৩। অর্ধমাগধী ভাষা

ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে জৈনধর্মের মৌলিক উপাদান

বেদ আর্যগণের সর্বপ্রাচীন সাহিত্য ও ধর্মগ্রন্থ। কিন্তু বেদের মধ্যে আমরা কোনও যুগবিশেষের সভ্যতা দেখিতে পাই না। ব্যাসদেব যিনিই হউন না কেন, তিনি কেবল বেদমন্ত্রসমূহ একত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার সংগ্রহই যে সমগ্র বেদ, তাহাও স্বীকার করা যায় না; হয় তো বহু মন্ত্র ব্যাসদেবের অগোচরেই বিলুপ্ত হইয়াছে। ইহা একপ্রকার অবিসংবাদিত সত্য যে ব্যাস-দেবের যুগেই বেদমন্ত্রসমূহ রচিত হয় নাই। বেদ রচনা বা বৈদিক সভ্যতা প্রণয়নের দেশ-কাল-নির্ণয় এখন অসম্ভব। আমরা এইমাত্র জানি যে বেদ বিভিন্নদেশীয় ও বিভিন্নকালীয় ঋষি সম্প্রদায়ের নিকট সংরক্ষিত ছিল। কোনও বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইলে সেই সকল বিভিন্নদেশীয় ও বিভিন্নকালীয় মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির নাম উল্লেখ করিতে হয়। সুতরাং বেদমন্ত্র সমূহে যে সভ্যতার নিদর্শন সংরক্ষিত আছে তাহা এক যুগেরও নহে, এক দেশেরও নহে, এক সম্প্রদায়েরও নহে। এই এক বেদের মধ্যেই বহু যুগের, বহু স্থানের ও বহু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মত একত্র সংগৃহীত রহিয়াছে। বহু স্থলেই মতের বিভিন্নমুখিতা সুপ্রতীয়মান। ফল কথা ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্মবিশ্বাসের ইতিহাসে জটিলতা ও বিভিন্নমুখিতার অবধি নাই। কিন্তু তথাপি অতি সূক্ষ্ম আলোচনার সাহায্যে এই সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে আমরা কয়েকটি মৌলিক ও সাম্প্রদায়িক উপাদান লক্ষ্য করিতে পারি। সেই উপাদানগুলির কোনও কোনও অংশ

অতি প্রাচীন ও কোনও কোনও অংশ তৎপরবর্ত্তী যুগের। এই সকল সাম্প্রদায়িক মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনা ব্যতীত অধুনা প্রচলিত ভারতীয় ধর্মবিশ্বাস সমূহের ইতিহাস আবিষ্কার করা অসম্ভব।

প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক সাহিত্য ও সভ্যতার বিশ্লেষণ করিলে আমরা দ্বিবিধ উপাদান লক্ষ্য করিতে পারিব, কেননা ইরাণীয় আর্যসভ্যতা ও ভারতীয় চিন্তাধারার মিলনে এই সাহিত্য ও সভ্যতা রচিত হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্য ও সভ্যতার কোন্ অংশগুলি ইরাণীয় সাহিত্যের সহিত অভিন্ন ও কোন্গুলি পরবর্ত্তী যুগে রচিত তাহার বিচার ও বিশ্লেষণ করিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমে ইরাণীয় আবেস্তা সাহিত্যের মৌলিক লক্ষণগুলি জানিতে হইবে। ইরাণীয় আর্যগণ ও আমাদের আর্য পূর্বপুরুষগণ অতি প্রাচীন কোনও কালে এক দেশে এক রাষ্ট্রীয় জাতিরূপে বসবাস করিতেন এবং এক অভিন্ন সাহিত্য ও সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কোন্ দেশে এবং কোন্ কালে তাঁহাদের মিলনাত্মক সাহিত্য ও সভ্যতার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা এখন আমরা জানিনা এবং সে সাহিত্য ও সভ্যতার সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই। এখন আমরা এইমাত্র নিঃসংশয়ে জানি যে তাঁহারা দুই শাখায় বিচ্ছিন্ন হইবার পর এক শাখা ইরাণ দেশে তাঁহাদের আবেস্তা সাহিত্য ও জরথুস্ত্রীয় ধর্ম লইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং অপর শাখা বেদ ও বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান লইয়া ভারতবর্ষের শিক্ষা, সভ্যতা ও ভবিষ্যৎ চিন্তা ধারার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। এক-রাষ্ট্রীয় জাতিরূপে এক দেশে একত্র বসবাসকালে তাঁহাদিগের মধ্যে একটা বিবাদ সংঘটিত হইয়াছিল, যে বিবাদের ফলে এক সম্প্রদায় গিয়াছেন

পশ্চিম মুখে ইরাণ বা পারস্য দেশে, আর অপর সম্প্রদায় আসিয়াছেন পূর্বমুখে ভারতবর্ষে। এই বিবাদের মূলকারণ ধর্ম বিশ্বাসে মতভেদ। ভারতীয় আর্যগণ যে মত পোষণ করিয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহাদের ভবিষ্যৎ বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্ ও অন্যান্য দর্শনাদির বীজ নিহিত ছিল। এই ক্ষণকালের সম্পর্কে সম্পর্কিত দৃশ্যমান জগৎকে তাঁহারা আত্মীয় ভাবিতে পারেন নাই। সাংখ্য দার্শনিক প্রকৃতির আকর্ষণে নির্লিপ্ত পুরুষকে তাঁহারা বন্দী করিতে রাজি হন নাই। পরম পুরুষকে নির্লিপ্ত রাখিয়াই তাঁহাদের ধর্মবিশ্বাসের মূলসূত্র পরিকল্পিত। তাই তাঁহারা এই দৃশ্যমান জগৎকে অলীক মায়া বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু ইরাণীয় আর্যগণ একথা মানিলেন না। তাঁহাদের মতে এ জগৎ মানবের উপভোগের জন্য সৃষ্ট, সুতরাং অলীক নহে। এই যে ফুল ফুটিতেছে, নদী ছুলিতেছে, বায়ু বহিতেছে, ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির নানাবিধ রূপ-পরিবর্তন ঘটিতেছে, ইহা কি উপভোগ্য নহে? ভারতীয় ঋষি বলিলেন'—'না, এই আধিভৌতিক জগতের পরে আর একটা আধ্যাত্মিক জগৎ আছে, সেই জগতের আনন্দই প্রকৃত আনন্দ, তাহাই উপভোগ্য, কারণ সে আনন্দ ক্ষণস্থায়ী নয়, সে আনন্দ সনাতন। এই মতভেদের ফলে দুই সম্প্রদায় পরস্পরের সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন। প্রাচীন আর্যজাতির 'দেব' (দএব) শব্দ ঐ ইরাণীয়গণের ভাষায় দেব-দ্বেষী দৈত্য শব্দের বাচক হইল। আমাদের ইন্দ্র তাঁহাদের ঐ 'দএব'-গণের অন্তর্ভুক্ত হইলেন। আমাদের 'অসুর' শব্দের অর্থ ছিল 'বলবান্, বীর্যবান্'। এই অর্থে এই শব্দ ঋগ্‌বেদে বরুণাদি দেবতার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত আছে। 'অসু' শব্দের 'প্রাণ' অর্থ অতি প্রাচীন। অস্তিত্ববাচী

'অস্' ধাতু আমাদের শ্বাস-ধ্বনির অনুকরণে জাত অতি প্রাচীন ধ্বন্যাত্মক ধাতু। শ্বাসক্রিয়াই প্রাচীন মানবের নিকট জীবনের পরিচায়ক চিহ্ন ছিল। নাকে হাত দিয়া অথবা সন্দেহের স্থলে নাকে তূলা দিয়া দেহে জীবন আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার পদ্ধতি অতি প্রাচীন। সুতরাং 'অস্' ধাতু ও 'অসু' শব্দও অতি প্রাচীন। এই 'অসু' শব্দের উত্তর '-র' প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন 'অসুর' শব্দের মৌলিক অর্থ 'প্রাণবান্' বা 'শক্তিমান্'। কিন্তু এ শক্তি ঐহিক শক্তি বা দৈহিক শক্তি; -- আধ্যাত্মিক বা মানসিক শক্তি নহে। তাই ঐহিক সম্ভোগকামী ইরাণীয়গণ তাঁহাদের উপাস্য দেবতাকে 'অহুর' (< অসুর) শব্দে অভিহিত করিলেন এবং তাঁহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা হইলেন 'অহুরো মজ্‌দা'। অপর পক্ষে ভারতীয় আর্যগণ 'অসুর' শব্দকে দেবতার শত্রু অর্থাৎ দৈত্য শব্দের বাচক করিয়া লইয়া দেব অর্থে একটি নূতন শব্দ সৃষ্টি করিলেন—'সুর'। ধাতু প্রত্যয় দ্বারা এ শব্দ নিষ্পন্ন হয় না, অন্যান্য আর্যভাষাতেও এ শব্দ নাই। এ শব্দের উৎপত্তি একটা বিস্মৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐ প্রাচীন 'অসুর' শব্দের প্রথম অ-কারটিকে নঞর্থক অ-কার ধরিয়া লইয়া, তাহার বর্জনে এই 'সুর' শব্দের উদ্ভব। কিন্তু এ 'সুর' শব্দ আজ পর্যন্ত আমাদের ভাষায় সজীব। সে যাহাই হউক, এই শব্দটি আমাদের প্রাচীন যুগের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের সনাতন সাক্ষীরূপে বর্তমান।

বেদে দুইটি শব্দ আছে,—'ঋত' ও 'সত্য'। দৃশ্যমান প্রাকৃতিক জগতের নিয়ামক শক্তি 'ঋত' এবং আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জগতের নিয়ামক শক্তি 'সত্য'। ইরাণীয়গণ এই ঋত (বা 'অষ') শক্তিকে দেবতার ন্যায় গণ্য করিয়া ইহার সর্ব্বশক্তিমত্তা

স্বীকার করিয়াছেন। ইহাও তাঁহাদের ঐহিকতার আর একটি প্রমাণ। এই 'অষ' শক্তিকে দেবতার ন্যায় গণ্য করিয়া ইহার নাম দিয়াছেন,—'অষো বোহিষ্ত'। এই 'অষো বোহিষ্ত' দেবতার প্রভাবে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা-সমন্বিত বিশ্ব স্বনিয়মের বশবর্তী হইয়া অবিশ্রান্ত কার্য করিতেছে। এই শক্তির প্রভাবেই অগ্নির দাহিকা শক্তি ও জলের শীতলতা সম্ভবপর হইয়াছে। এই শক্তি আছে বলিয়াই মেঘ বৃষ্টি দান করে। ইহারই প্রভাবে ঋতুগণের ক্রমান্বয়ে আবির্ভাব হয়। এক কথায় সমস্ত জড় জগতের ইহাই নিয়ামক শক্তি। স্বয়ং 'অহুরো মজ্দা'ও এই শক্তির প্রভাবেই শক্তিমান্। ইরাণীয়গণ এই প্রাকৃতিক শক্তির বশে যে সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার ফলেই আজ পারসীগণ এই সংসারে সমৃদ্ধিশালী। আর ভারতীয়গণ যে কারণে তাঁহাদের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন তাহার ফলেই আজ পর্যন্ত তাঁহারা ভাবপ্রবণ ও আধ্যাত্মিকতাবাদী।*

বৈদিক ভারতীয়গণ যে সভ্যতা লইয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহারই মধ্যে দুইটি উপাদান লক্ষ্য করা যায়,—একটি ইরাণীয়গণের সভ্যতার সহিত অভিন্ন এবং অপরটি ইরাণীয়গণের সহিত বিরোধের হেতু স্বরূপ। ইরাণীয় 'অষ'

---

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ অনুজ-কল্প সুহৃৎ ডক্টর শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায় এম. এ, পি. আর. এস, পি. এইচ, ডি. মহোদয় এই প্রসঙ্গে আমাকে জানাইয়াছেন যে "ঋগ্‌বেদে ও কর্মকাণ্ডে বৈরাগ্যের কথা নাই,—আরণ্যক ও উপনিষদেই বৈরাগ্যের কথা পাওয়া যায়।" অন্য কথায় বলিতে গেলে তাঁহার কথায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে বৈরাগ্যের কল্পনা ও সাধনা ভারতভূমিতেই জাত; উত্তরাধিকার-সূত্রে আগত নহে।

শক্তির প্রভাব যে সকল ক্ষেত্রে স্বীকৃত হইয়াছে, ভারতীয় সভ্যতার সেই সকল উপাদান প্রাগ্‌-ভারতীয় বা ইরাণীয় যুগের এবং যে সকল উপাদান আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবণতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তাহাই ভারতীয় বৈদিক ধর্মের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং বৃষ্টি-নিয়ন্তা ইন্দ্র, জলরাশির পরিচালক বরুণ প্রভৃতি যে সকল দেবতার স্তোত্রে 'অষ' শক্তি বা ঋত শক্তির মাহাত্ম্য ঘোষিত, সেই স্তোত্র ও তদ্দ্বারা উপাস্য দেবতাই প্রাগ্‌ভারতীয় বা ইরাণীয় যুগের। ঐহিক 'অষ' শক্তিতে শক্তিমান্ বরুণ দেবতাই ইরাণীয়-দিগের শ্রেষ্ঠ দেবতা 'অহুরো মজ্‌দা' রূপে পরিণত হইয়াছেন বলিয়া আবেস্তা সাহিত্যের পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। ভারতীয় অগ্নি দেবতা ইরাণীয়গণেরও দেবতা। সুতরাং এই সকল দেবদেবীর কল্পনা বা তাঁহাদের স্তোত্র রচনায় কোনও ভারতীয় বৈদিক ঋষির নূতন প্রতিভা নিহিত আছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ভারতে প্রবেশের পূর্ব হইতেই ধর্ম-বিশ্বাসের এই সকল উপাদান বৈদিক সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং হয় তো বা ভারতে প্রবেশের পরেও কোনও কোনও বৈদিক ঋষি ঐ সকল প্রাচীন বিষয়ের পুনরাবৃত্তি দ্বারা কতিপয় বেদমন্ত্র রচনা করিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু তাহাতে ভারতীয় ঋষির অভিনব চিন্তাবৃত্তির কোনও বিশিষ্ট ছাপ নাই। হিংসামূলক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান অতি প্রাচীন যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে; ইরাণীয় 'যশ্ন' শব্দই তাহার প্রমাণ। কিন্তু ভারতে প্রবেশের পর বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা ভিন্নভাবে কল্পিত হইয়াছে। ঐহিক ভোগপরায়ণতা বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। পারত্রিক মঙ্গলসাধনই যজ্ঞানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। হিংসামূলক পুরুষমেধ,

অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের পর 'সর্বমেধ' যজ্ঞের বর্ণনা বাজসনেয়ি সংহিতায় স্থান পাইয়াছে। এই যজ্ঞে যজমান রাজা তাঁহার সর্বস্ব পুরোহিতকে দান করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। এই যজ্ঞকে দান যজ্ঞ বলা যায়। ইহা অহিংসারই নামান্তর। সুতরাং যজ্ঞ শব্দের প্রাচীন অর্থের বিপরীত অর্থেই 'যজ্ঞ' শব্দ এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ঋগ্‌বেদ সংহিতায় ইন্দ্র-বরুণাদি ঋত-দেবতার নামে যে সকল অসংখ্য স্তোত্র স্থান পাইয়াছে তাহাতে এই সকল দেবতার প্রতি বৈদিক আর্যগণের অচলা নিষ্ঠা ও ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এই মন্ত্রগুলির পরে রচিত কতকগুলি মন্ত্রে দেখা যায় যে এই সকল দেবতার প্রতি বৈদিক ঋষিদের বিশ্বাস হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাঁহাদের অন্তঃকরণ সংশয়াকুল হইয়া পড়িয়াছে। এই শেষের যুগের বৈদিক ঋষিগণ বহু দেবতা ত্যাগ করিয়া একজন অদ্বিতীয় দেবতাকে খুঁজিয়াছেন। মনে হয় বহু দেবতায় বিশ্বাসবান্ আর্য-সমাজে সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করিয়াছে। প্রাচীন বেদবাক্যে অবিচলিত বিশ্বাস রাখিতে না পারিয়া কোনও কোনও ঋষি দেবতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে নূতন তথ্য আবিষ্কার করিবার চেষ্টায় উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছেন। বৈদিক সভ্যতার এই কালটিতে ধর্মমত বিষয়ে যুগান্তর সৃষ্টির পূর্বসূচনা দেখা যায়; ভারতীয় নূতন দার্শনিক চিন্তার প্রথম উন্মেষ এই কালেই হইয়াছে। একজন ঋষি বলিয়া উঠিলেন:

কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ?

কোন্ দেবতাকে হবি দান করা হইবে ? কোন্ দেবতার নামে যজ্ঞ উৎসৃষ্ট হইবে ? এই সন্দেহের বশবর্তী ঋষি জগতের সৃষ্টি-কর্তা হিরণ্যগর্ভ দেবতাকেই সর্বোচ্চ আসন দান করিয়াছেন।

এই যুগে ঋষিগণের নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বোচ্চ দেবতা নির্বাচনের জন্য যেন একটা প্রবল চঞ্চলতা পরিলক্ষিত হয়। সম্প্রদায় ভেদে একেশ্বর-বাদিত্বের এইটিই পূর্বলক্ষণ। সম্প্রদায় ভেদে নির্বাচনের ফলে 'পুরুষ দেবতা,' 'বিশ্বকর্ম দেবতা,' 'রুদ্র দেবতা' প্রভৃতি বহু নূতন দেবতার স্তোত্র বৈদিক মন্ত্রসংহিতায় স্থান পাইয়াছে। সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে অভিনব দার্শনিক বা অর্ধ-দার্শনিক মত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ঋগ্‌বেদীয় নাসদীয় সূক্তে (১০।১২৯) নূতন দার্শনিক মতের আভাস সুপরিস্ফুট হইয়াছে।

জগৎ-সৃষ্টির পূর্বকালে 'সৎ' ছিল না, 'অসৎ'ও ছিল না। 'অন্তরীক্ষ' ছিল না, 'আকাশ'ও ছিল না। এই প্রপঞ্চ জগতের আবরণ, আশ্রয় বা আধার কি ছিল? অতল-স্পর্শ জলরাশিই কি ছিল? মৃত্যু ছিল না, অমৃতও ছিল না। দিন ও রাত্রির মধ্যে কোনও প্রভেদ ছিল না। এই সব 'ছিল-না'র মধ্যে তিনি ছিলেন,—নিজেই নিজের অবলম্বন ও আশ্রয়। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। তাঁহার উপরে কিছুই ছিল না। অন্ধকার অন্ধকারেতেই আচ্ছন্ন ছিল। জল ও স্থলে কোনও পার্থক্য বা ব্যবধান ছিল না। শূন্য ও অভাবের মধ্যে যিনি প্রচ্ছন্ন ছিলেন, তিনিই তপঃপ্রভাবে স্বয়ংপ্রকাশ হইয়া আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার মধ্যে সর্বপ্রথমে ইচ্ছা জাগরিত হইল, সেই ইচ্ছাতেই মুনিগণের অনুসন্ধিৎসা জাগরিত হইয়াছে। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে শূন্যের মধ্যেই সদ্‌বস্তুর বীজ নিহিত রহিয়াছে। তখন সেই অব্যক্ত তত্ত্বদর্শনের পথে আলোকপাত হইল এবং বীজ ও শক্তি উদ্ভূত হইল। নিম্নে আত্মশক্তি ও ঊর্দ্ধে ইচ্ছাশক্তি প্রকটিত হইল। কিন্তু কে জানে এই সৃষ্টিরহস্য? দেবতারা নিশ্চয় সৃষ্টির পরে আবির্ভূত হইয়াছেন।

তবে কে জানে, কেমন করিয়া ও কোন্ বস্তু হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে? হয় তো তিনিই জানেন, যিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তিনিই যে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারই বা প্রমাণ কি? আর তিনিই যে জানেন তাহারই বা প্রমাণ কি?

"দেবতারা নিশ্চয় সৃষ্টির পরে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারা এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন নাই, তাঁহারা অনাদিও নহেন, অনন্তও নহেন"—এই সকল মতবাদ যে সমাজে প্রকাশ্যে ঘোষিত হয়, সে সমাজ যে দেবতার প্রতি আস্থা হারাইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বহু পরবর্তী (বৌদ্ধ ও) জৈন সাহিত্যে দেবতার প্রতি এই অনাস্থার পূর্ণ পরিণতি দেখা যায়।

ঋগ্‌বেদ সংহিতার এই যুগে, যখন আর্য ঋষিগণের মধ্যে 'দেবতায় বিশ্বাস' টলটলায়মান, সেই যুগে, তাঁহাদের সভ্যতা, শিক্ষা, দীক্ষা ও সাহিত্য-দর্শনাদির বিষয়ে আরও অনেক পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে। সমাজের শিক্ষা- ও দীক্ষা-গুরু ব্রাহ্মণের মর্যাদা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই সকল বিষয়ে ব্রাহ্মণের উপর স্থানে স্থানে ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য দেখা দিয়াছে। পরবর্তী ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের যুগে ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য সুপরিলক্ষিত হয়। কেবল যে বিশ্বামিত্র ঋষি স্বীয় তপস্যার বলে ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিয়াছেন এবং সারা জীবন বশিষ্ঠের সহিত কলহ করিয়া কাটাইয়াছেন, তাহা নহে। বহু স্থলেই ক্ষত্রিয়গণ তত্ত্বদর্শন-শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছেন এবং অনেক ক্ষত্রিয় রাজার নিকট ব্রাহ্মণগণ তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়াছেন। শতপথ ব্রাহ্মণে (১১) দেখা যায় যে রাজর্ষি জনক শ্বেতকেতু, সোমশুষ্ম ও যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিকে 'অগ্নিহোত্র' বিষয়ে উপদেশ

দিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ (৫।৩) ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের (৬।২) প্রামাণ্যে জানা যায় যে শ্বেতকেতুর পিতা গৌতম জন্মান্তররহস্যে জ্ঞানলাভার্থ রাজা প্রাবাহণ জৈবলির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৌতম তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন: "এ-সব রহস্য ব্রাহ্মণদিগের মাথায় প্রবেশ করে না বলিয়াই জগতের আধিপত্য ক্ষত্রিয়ের ভাগ্যে পড়িয়াছে।" ছান্দোগ্য উপনিষদ (৫।১১) ও শত-পথব্রাহ্মণ (১০।৬।১) হইতে অবগত হওয়া যায় যে রাজা অশ্বপতি কৈকেয় আত্ম-তত্ত্ব বিষয়ে প্রথম ও প্রধান শিক্ষক ছিলেন। পাঁচজন উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মণ এই বিদ্যা লাভ করিবার ইচ্ছায় আসিয়াছিলেন উদ্দালক আরুণির নিকট। কিন্তু আরুণি ভাবিলেন: এই-সব বড় বড় পণ্ডিত আমাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন বর্ষণে জর্জরিত করিয়া ফেলিবেন, আমি সকল প্রশ্নের সম্যক্ সমাধান করিতে পারিব না। এই ভাবিয়া তিনি ঐ পাঁচজন ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয় নরপতি অশ্বপতির নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া অশ্বপতি ঐ পাঁচজন জিজ্ঞাসু ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। কৌষীতকী উপনিষদে (১।১) লিখিত আছে যে সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত উদ্দালক আরুণির শিক্ষক ছিলেন ক্ষত্রিয় নৃপতি চিত্র গাঙ্গায়নি। কৌষীতকী (৪) এবং বৃহদারণ্যক (২।১) উপনিষদের বিবরণ হইতে জানা যায় যে গার্গ্য বালাকি কাশীরাজ অজাত-শত্রুর নিকট আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্ম ব্যাখ্যা বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। কৌষীতকী ব্রাহ্মণে (২৬।৫) রাজা প্রতর্দন যজ্ঞকালে তাঁহার পুরোহিতদিগের সহিত তর্ক ও বিচার করিতেন।

এই সকল ও আরও অনেক উদাহরণ হইতে প্রতীয়মান হয় যে ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের যুগে বহু ক্ষত্রিয় নরপতি ব্রাহ্মণ-দিগের শিক্ষা ও দীক্ষাগুরুর স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা কেহ ব্রাহ্মণের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেন নাই। ধেনুদান, হিরণ্যদান, মাল্যভূষণাদিদান এবং নানাবিধ পুরস্কার ও উপহার দান করিয়া তাঁহারা ব্রাহ্মণের মর্যাদা রক্ষা করিতেন ও ব্রাহ্মণকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন। শ্বেতকেতু, সোমশুষ্ম ও যাজ্ঞবল্ক্যকে রাজর্ষি জনক অগ্নিহোত্র বিষয়ে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দান ও দক্ষিণাদি দ্বারা তিনি তাঁহাদের সকলকেই পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (রাজর্ষির নিজের বিচারে শ্রেষ্ঠ) যাজ্ঞবল্ক্যকে শতধেনু দান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণকে ধেনুদান ও হিরণ্যদান এযুগে রাজন্যগণের নিকট রাজগৌরব বলিয়া পরিগণিত ছিল। পরমাত্মতত্ত্ব, কর্মতত্ত্ব, জন্মান্তরতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণায় নিরত থাকিয়াও সেকালের রাজন্যগণ প্রাচীন সমাজের আচার-ব্যবহার ত্যাগ করেন নাই। বৈদিক যুগের সর্ববিধ ক্রিয়াকলাপ ও যজ্ঞানুষ্ঠানাদিতে তাঁহারা কিছুমাত্র অবহেলা করেন নাই। এক কথায় বলিতে গেলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে জ্ঞানচর্চায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকিলেও বিরোধ ছিল না; কেবল জ্ঞানচর্চার অভাবে বিদ্যাশূন্য ব্রাহ্মণের সংখ্যা বাড়িতেছিল এবং প্রবল আগ্রহের সহিত জ্ঞানচর্চার ফলে ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে বিদ্বান্ ও তত্ত্বদর্শী লোকের সংখ্যা বাড়িতেছিল।

যেখানে ধনসম্পত্তি সেইখানেই চাটুকার ও স্তাবকের সমাবেশ। রাজারা বিদ্বান্ ও বদান্য হইলে তাঁহাদের প্রশংসা

ও গুণগান করিবার লোকের অভাব কখনও হয় না। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে যে-সকল ক্ষত্রিয় রাজা সেকালে ব্রাহ্মণদিগকে তত্ত্ববিদ্যা ও যজ্ঞানুষ্ঠানাদি বিষয়ে উপদেশ দিতেন তাঁহাদের নিশ্চয়ই স্তাবক ও অনুগৃহীতের দল ছিল। এই স্তাবক দলের দিন দিন সংখ্যাবৃদ্ধিও সহজেই অনুমিত হইতে পারে। ইহারা সকলেই যে ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি হারাইতেছিল তাহাতেও সন্দেহ করিবার হেতু নাই। কাজেই ব্রাহ্মণদিগের সহিত ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের প্রকাশ্য বিরোধ না থাকিলেও ভিতরে ভিতরে এক একটি বিরুদ্ধ দল বা সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও সংখ্যাবৃদ্ধি হইতেছিল।

যে আরণ্যক ও উপনিষদের যুগে ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ তত্ত্ব-বিদ্যার ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন সেই যুগে বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসধর্মেরও প্রভাব ও প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। অনেক রাজা সর্বমেধ যজ্ঞে রাজ্য, সম্পদ্ ও ধনরত্ন বিলাইয়া দিয়া অরণ্যবাসী যাযাবর সন্ন্যাসী হইয়া মোক্ষসাধনে নিযুক্ত হইতেন। ইহারা যদিও আত্মোন্নতি ও মোক্ষলাভের জন্য সাধারণতঃ তপশ্চর্যাতেই নিযুক্ত থাকিতেন, তথাপি সমবেত নরনারীর নিকট তত্ত্বব্যাখ্যায় বিরত থাকিতেন না। বৃক্ষমূলে বসিয়া যখন এই সকল সর্বত্যাগী অনাশ্রমী সন্ন্যাসী তত্ত্ববিদ্যার ব্যাখ্যা করিতেন তখন তাঁহাদের অসাধারণ ত্যাগগুণে আকৃষ্ট শ্রাবকের দল ধীরে ধীরে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধমতাবলম্বী হইয়া উঠিতেছিল। এইভাবে ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক মতের বিভিন্নমুখিতার উদ্ভব ও বিকাশ হইতেছিল,—কিন্তু সামাজিক ব্যবস্থা ও আচার-ব্যবহার এবং যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান পূর্ববৎ সমাজে চলিতেছিল। তবে হিংসা-

মূলক যজ্ঞানুষ্ঠান ও অন্ধ ধর্মকর্মের প্রতি অনাদর ও অশ্রদ্ধারও বৃদ্ধি ও বিকাশ হইতেছিল। কালক্রমে এই অশ্রদ্ধা হইতে বৈদিক আর্যধর্মের বিরুদ্ধে একটা ধূমায়মান বিদ্বেষবহ্নির সৃষ্টি হয়। ধূমায়মান বহ্নি চিরকাল ধূমায়মান থাকে না। একদিন না একদিন জ্বলিয়া উঠিবেই। কিন্তু সংখ্যাবাহুল্যের অভাবে অথবা শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রচারের অভাবে এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ আর্যবিদ্বেষ বহুকাল ধূমায়মান ছিল, জ্বলিয়া উঠে নাই।

ব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধে এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবহ্নি কোন্ কালে ও কোন্ দেশে প্রথম ধূমায়মান হইয়াছিল এবং ইহার প্রথম কার্যক্রম কিপ্রকার ছিল তাহা যথাযথভাবে নির্ণয় করা এখন একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ যে এককালে জাগিয়াছিল এবং তাহার প্রভাব যে প্রবল ও স্থায়ী হইয়াছিল তাহার আভাস আমাদের পৌরাণিক সাহিত্যের কিংবদন্তীসমূহে সংগৃহীত রহিয়াছে। পরশুরাম ভার্গব কোন্ কালে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা একরূপ অসম্ভব ব্যাপার, কিন্তু তিনি বৈদিক যুগের পরে এবং জৈন ও বৌদ্ধযুগের পূর্বে কোনও কালে ক্ষত্রিয় শোণিতে ধরিত্রী কলঙ্কিত করিয়াছিলেন সে বিষয়ে একরূপ নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। পরশুরাম যে একলাই একখানা পরশু হাতে করিয়া একুশবার ধরাকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন তাহা বিশ্বাস করা যায় না, নিশ্চয়ই তাঁহার দলবল ছিল, এবং নিশ্চয়ই তিনি সমগ্র পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিতে পারেন নাই। হয় তো একুশবার তিনি সদলবলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত্রিয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে ব্রাহ্মণ্য সমাজে

নারায়ণের সপ্তম অবতাররূপে প্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত হইয়াছেন। কোনও পরাক্রান্ত রাজার বিরুদ্ধে পরশুরামের অভিযান হইয়া থাকিলে ঐ রাজার নাম বিলুপ্ত হইয়া যাইত না। বোধ হয় ব্রাহ্মণবিরোধী মতপ্রচারক ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধেই পরশুরামের অভিযান হইয়াছিল। যাহাই হউক **ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রবল বিরোধের এইটিই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।** এই সময়ে বা ইহারই পরে দেখা যায় ব্রাহ্মণ সন্তান দ্রোণাচার্য যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ হইয়াছেন, কিন্তু ক্ষত্রিয় রাজার অধীন হইয়া কার্য করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় ব্রাহ্মণ্য সমাজে তাঁহার যোগ্য সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই। নিষাদতনয় একলব্যের উপাখ্যানে তিনি নিন্দিত হইয়াছেন। তাঁহার পুত্র অশ্বথামা হীন কর্মের জন্য শাস্তি লাভ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বিরোধ যে বহুকাল চলিয়াছিল তাহা মানিয়া লইবার বিপক্ষে যুক্তি নাই। খুব সম্ভবতঃ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই বিরোধের অবসান করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মিলন ঘটাইয়া সমগ্র ভারতবর্ষে এক ধর্মরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। বিষ্ণু দেবতার অবতারভূত ক্ষত্রিয় নৃপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্রোধোন্মত্ত ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া সনাতন কালের মানবের নিকট ধর্মভ্রষ্ট ব্রাহ্মণের ধর্মহীনতা ও জ্ঞানহীনতার পরিচয় রক্ষা করিয়াছেন এবং জাতি-ধর্মনির্বিশেষে পতিতের উদ্ধার সাধন করিয়া তাহাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। হয় তো এইরূপ সাম্প্রদায়িক বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য যুগে যুগে বহুবার তাঁহাকে অবতার গ্রহণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু তথাপি এ বিরোধ সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে এই বিরোধ কোথায় প্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল তাহা আবিষ্কার করা অতি দুরূহ ব্যাপার সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার প্রভাব যে সমগ্র আর্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের কিয়দংশ পর্যন্ত দেশে অনুভূত হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। আর্যাবর্তের পূর্বাঞ্চলে অর্থাৎ অঙ্গ-বঙ্গ - কলিঙ্গ-মগধে এই বিদ্বেষবহ্নি প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল। আর্যকৃষ্টির বহির্ভুক্ত এই সকল দেশের অধিবাসিগণ আর্যসভ্যতায় নবদীক্ষিত হইবার পরও বহুকাল মধ্যদেশবাসী আর্যগণ কর্তৃক অবজ্ঞাত হইয়াছে। আর্য ব্রাহ্মণদিগের শাস্ত্র অনুসারে এদেশে পদার্পণ করিলে নিষ্ঠাবান্ আর্যসন্তানকে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। শুধু তাহাই নহে, এদেশের ভাষাগুলিও আর্যদিগের নিকট বরাবর অবজ্ঞাত হইয়াছে। অতি প্রাচীনকালে একবার “হে অরয়ঃ” স্থানে “হে অলয়ঃ” এই প্রাচ্যদেশের উচ্চারণ আর্য ব্রাহ্মণগণের বেদমন্ত্র দূষিত করিয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। পরবর্তী যুগের নাটকাদিতেও মাগধী ভাষা চোর, লম্পট, ধীবর, ভৃত্য প্রভৃতি হীন পাত্রের ভাষা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে প্রাচ্যদেশবাসী অনার্যগণ আর্য-কৃষ্টি-ভুক্ত হইয়াও বহুকাল আর্য সভ্যতার সর্ববিধ অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। কিন্তু তথাপি এই প্রাচ্যদেশবাসিগণ আর্য সভ্যতা ও আর্য সভ্যতার সহিত আগত সংস্কৃত ভাষাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়াছে। আর্য ভাষার আদর্শে প্রাচ্য ভাষারও সংস্কার হইয়াছে। অতি প্রাচীন কালে,—আরণ্যক ও উপনিষদের যুগে মিথিলার বদান্য নৃপতি রাজর্ষি জনকের আশ্রয়ে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ রচিত হইয়াছে। নানা দিগ্‌দেশ হইতে

চিন্তাশীল ঋষিগণ জনকের রাজসভায় সমবেত হইয়াছেন। এই সকল সম্মানার্হ অতিথির অভ্যর্থনা ও পুরস্কারের জন্য জনকের রাজ-কোষ মুক্ত ছিল। পূর্ব ও পশ্চিমের শুভ মিলনে জনকের রাজধানী পুণ্যভূমি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। প্রাচীন কালের মিথিলাকে এই হিসাবে আর্য সভ্যতার একটি বড় বিশ্ববিদ্যালয় বলা যায়। তর্কে পরাজিত ব্রাহ্মণেরাও জনকের পুরস্কার ও দক্ষিণাদি লাভ করিতেন। কিন্তু তথাপি এই দানশীল রাজর্ষির তিরোধানের পর এদেশের অধিবাসিগণ মধ্যদেশবাসী আর্যগণ-কর্তৃক অনাদৃত ও অবজ্ঞাত হইয়াছে। ফলে ব্রাহ্মণদিগের ধর্মানুষ্ঠান ও যজ্ঞকর্মাদির নিন্দায় এই দেশের অধিবাসিগণের চিত্ত বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল বিদ্বেষ-বিষাক্ত-চিত্ত জন-গণের মুখপাত্ররূপে মহাবীরস্বামী ও বুদ্ধদেব হিংসামূলক বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া দুইটি নূতন ধর্ম প্রচার করিয়াছেন। উভয় ধর্মেরই মতে হিংসা অধর্ম, অহিংসাই পরম ধর্ম। হিংসামূলক বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান ধর্মকর্ম নহে, অধর্ম; পুণ্য নহে, পাপ। ফলে এদেশে বৈদিক যজ্ঞা-নুষ্ঠানের বিরুদ্ধে জনমত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে ঃ এত কাল যাহারা মুখ ফুটিয়া বেদ-বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে পারে নাই, তাহারা মুক্তকণ্ঠে প্রাণ খুলিয়া অহিংসা মন্ত্র প্রচার করিতে লাগিয়াছে। যে ব্রাহ্মণগণ যজমানকে যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্রতী করিয়া পরকালে স্বর্গলাভের প্রলোভন দেখান, তাঁহারা নিজেরাই অন্ধ; পরকে পথ দেখাইবেন কেমন করিয়া? যজ্ঞে পশুবধ করিলে যদি সেই পশুর স্বর্গলাভ ঘটে, তবে কেন পুরোহিত যজ্ঞে পিতৃবধ করিয়া আপন পিতাকে স্বর্গে প্রেরণ করেন না? যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলে যজমান যে স্বর্গ লাভ করিবে

বলিয়া পুরোহিত তাহাকে প্রলুব্ধ করেন, সে স্বর্গ কি পুরোহিত নিজে দেখিয়াছেন? দেবতা ও পুণ্যাত্মাদিগের বিলাসভূমি এই স্বর্গনামক দেশ কি তাঁহাদের স্ব-কপোল-কল্পিত আকাশ-কুসুম নয়? তাঁহাদের এই সমস্ত কর্ম কেবল জীবিকা অর্জনের জন্য প্রবঞ্চনামূলক উপায় মাত্র নয়? যে যজমান পুরোহিতকে যত বেশি দক্ষিণা দান করিতে পারে, তাহার তত বেশি প্রশংসা হয়।

ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের এইসকল বিষয় সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বৌদ্ধ ও জৈন-ধর্মের প্রাদুর্ভাবের পূর্বকালে মগধদেশের ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য জাতিসমূহের মধ্যে হিংসামূলক বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান ও সমাজে ব্রাহ্মণ জাতির অযৌক্তিক প্রাধান্যের বিরুদ্ধে একটা প্রবল জনমত উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই বেদবিরোধী জনগণের মুখপাত্ররূপে মহাবীর স্বামী [ও পার্শ্বনাথ] মণ্ডপতলে সমাগত সহস্র সহস্র শ্রবণোৎসুক জনগণের মধ্যে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া যে ধর্মব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার স্ব-কপোল-কল্পিত আবিষ্কার নহে, তাহা ঐসকল জনগণের উর্বর মানস-ক্ষেত্রে বহু পূর্ব হইতেই বীজরূপে উপ্ত ও অঙ্কুরিত হইয়াছিল। মহাবীর স্বামীর মুখনিঃসৃত অমৃতবাণী সেচনে সেই-সকল অঙ্কুরিত বীজ বিকাশ লাভ করিয়াছিল। এবং কালক্রমে সেইসকল বীজ হইতে উদ্গত ধর্মবৃক্ষ বহু শাখা-প্রশাখায় বিস্তার লাভ করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে এবং ভারতের বাহিরে বহু দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

জৈন ধর্মের আবির্ভাবের পূর্বে ভারতীয় জনগণের মনোমধ্যে জৈনধর্মের যেসকল মৌলিক উপাদান নিহিত ছিল, সেগুলি সংক্ষেপে এই:

১। বৈদিক দেবতার প্রতি বিশ্বাস হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

২। ব্রাহ্মণের উপর ক্ষত্রিয়ের প্রভাব বর্তিয়াছে এবং ক্ষত্রিয়েরা তত্ত্বজ্ঞান ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

৩। কর্মফলে দৃঢ় বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে।

৪। কর্মফল-জন্য জন্মান্তরে বিশ্বাস জন্মিয়াছে।

৫। অহিংসা পরম ধর্ম, হিংসা মহাপাপ এই বিশ্বাস প্রচারিত হইয়াছে।

৬। পশুমেধ যজ্ঞের বিরুদ্ধে অহিংসার প্রভাব আসিয়াছে; দান যজ্ঞ ও সর্বমেধ যজ্ঞ তাহার পরিণতি।

৭। দেবগণের সৃষ্টি-কর্তৃত্বে সংশয় জাগিয়াছে: তাঁহারাও সৃষ্ট জীব বলিয়া প্রচারিত হইয়াছেন।

৮। দেবতারাও কর্মফলের অধীন।

৯। কর্মফল খণ্ডনের উপায় তপস্যা ও কৃচ্ছ্র সাধন।

১০। সংসারত্যাগ ও সন্ন্যাস ধর্মে আস্থা বিস্তার পাইয়াছে।

১১। সর্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্বক ক্ষত্রিয় রাজন্যগণের সংসার ত্যাগ ও সন্ন্যাস গ্রহণ বহু স্থলে সংঘটিত হইয়াছে।

১২। ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসী কর্তৃক ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা ও পশুমেধ যজ্ঞের নিন্দা হইয়াছে।

১৩। পরশুরাম প্রমুখ ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়ের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ক্ষত্রিয় ধর্মব্যাখ্যাতৃগণের বিরুদ্ধেই পরশুরামের অভিযান ঘটিয়াছিল।

মগধ বা পূর্বভারতের ব্রাহ্মণেতর আর্যগণের মনোমধ্যে যে-সকল ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম-বিরুদ্ধ মতবাদ, বিশ্বাস ও সংশয় বহুকাল ধরিয়া সঞ্চিত ও পুষ্ট হইতেছিল অরণ্যচারী ক্ষত্রিয়-সন্ন্যাসিগণের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও আলোচনার ফলে তাহাদের যে পরিণতি

ঘটিয়াছিল তাহাই জৈন ধর্মের মূল ভিত্তি। আরণ্যক ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসীরা সমাগত শ্রাবকমণ্ডলীর নিকট যে অহিংসা ধর্ম ও কর্মফল খণ্ডনের উপদেশ দিতেন তাহাই মহাবীর স্বামীর নিকট সুনিয়ন্ত্রিত ও শাস্ত্র-নিবদ্ধ হইয়া জৈন ধর্মরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

জৈন সাহিত্য

জৈনসাহিত্য সাধারণতঃ জৈনদিগের ধর্মসাহিত্য। জৈন ধর্মসাহিত্যকে সাধারণতঃ 'আগম' নামে অভিহিত করা হয়। এই আগম গ্রন্থগুলি **'অঙ্গ'** ও **'অঙ্গ-বাহিরিয়'** ভেদে দ্বিবিধ। অঙ্গবাহিরিয় গ্রন্থগুলি আবার **'অঙ্গপ্‌পবিট্‌ঠ'** ও **'অণঙ্গপ্‌পবিট্‌ঠ'** ভেদে দ্বিবিধ। 'আগম' গ্রন্থগুলির সংখ্যা ৪৫। ১১খানি 'অঙ্গ', ১২খানি 'উবঙ্গ' (উপাঙ্গ)' ১০খানি 'পইন্ন' (দশ প্রকীর্ণকাঃ), ৬খানি 'ছেয়সুত্ত' ('ষট্ ছেদসূত্রানি), ২খানি বিশিষ্ট গ্রন্থ এবং ৪ খানি **'মূলসুত্ত'** (মূলসূত্র) লইয়া ৪৫খানি আগম।

একাদশ অঙ্গঃ (১) আয়ারংগ (আচারাঙ্গ), (২) সূয়গড়ংগ (সূত্রকৃতাঙ্গ), (৩) ঠাণংগ (স্থানাঙ্গ), (৪) সমবায়ংগ (সমবায়াঙ্গ), (৫) ভগবতী বিয়াহাপন্নত্তি (ব্যাখ্যা প্রজ্ঞপ্তি) (৬) নায়াধম্মকহাও (জ্ঞাতাধর্মকথাঃ), (৭) উবাসগদসাও (উপাসকদশাঃ), (৮) অন্তগড়দসাও (অন্তকৃদ্দশাঃ), (৯) অণুত্তরোববাইয়াদসাও (অনুত্তরোপপাতিক দশাঃ), (১০) পণ্‌হাবাগরণাইং (প্রশ্নব্যাকরণানি), (১১) বিবাগসূয়ং (বিপাকশ্রুতম্) [এবং অধুনালুপ্ত (১২) দিট্‌ঠিবায় (দৃষ্টিবাদঃ)]।

দ্বাদশ উপাঙ্গঃ (১) উববাইয় (ঔপপাতিক), (২)

রায়পসেণইজ্জ বা রায়পসেণইয় (রাজপ্রশ্নীয়), (৩) জীবাভি-গম, (৪) পন্নবণা (প্রজ্ঞাপনা), (৫) সূরপন্নত্তি বা সূরিয়-পন্নত্তি (সূর্যপ্রজ্ঞপ্তি), (৬) জম্বুদ্দীবপন্নত্তি (জম্বুদ্বীপ-প্রজ্ঞপ্তি), (৭) চন্দপন্নত্তি (চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তি), (৮) নিরয়াবলী, (৯) কপ্পাবড়ংসিআও (কল্পাবতংসিকাঃ), (১০) পুপ্ফি-আও (পুষ্পিকাঃ), (১১) পুপ্ফচূলিআও (পুষ্পচূলিকাঃ) (১২) বণ্হিদসাও (বৃষ্ণিদশাঃ)।

দশ প্রকীর্ণকঃ (১) চউসরণ (চতুঃশরণ), (২) আউর-পচ্চক্খাণ (আতুরপ্রত্যাখ্যান), (৩) ভত্তপরিন্না (ভক্ত-পরিজ্ঞা), (৪) সংথার (সংস্তার), (৫) তন্দুলবেয়ালিয় (তন্দুলবৈতালিক), (৬) চন্দাবিজ্ঝয় (চন্দ্রাবিধ্যক) বা চন্দাবীজ বা চন্দাবিজ্জা (চন্দ্রবিদ্যা), (৭) দেবিন্দত্থঅ (দেবেন্দ্রস্তব), (৮) গণিবিজ্জা (গণিতবিদ্যা), (৯) মহাপচ্চক্-খাণ (মহাপ্রত্যাখ্যান), (১০) বীরত্থঅ (বীর স্তব)।

ষট্ ছেদ গ্রন্থঃ (১) নিসীহ (নিশীথ), (২) মহানিসীহ (মহা-নিশীথ) (৩) ববহার (ব্যবহার), (৪) আয়ারদসাও (আচারদশাঃ), (৫) কপ্প (বৃহৎকল্প), (৬) পঞ্চকপ্প (পঞ্চকল্প)। মতান্তরে (৪) দসসুয়ক্খন্ধ (দশশ্রুতস্কন্ধ), এবং (৭) জীয় কপ্প (জিতকল্প)।

বিশিষ্ট গ্রন্থদ্বয়ঃ নন্দী বা নন্দিসুত্ত (নান্দীসূত্র), (২) অণুওগদার (অনুযোগদ্বার)।

চতুর্মূল সূত্রঃ (১) উত্তরজ্ঝয়ণ (উত্তরাধ্যয়ন), (২) আবস্সয় (আবশ্যক), (৩) দসবেয়ালিয় (দশবৈকালিক), (৪) পিণ্ডনিজ্জুত্তি (পিণ্ডনির্যুক্তি)। মতান্তরে (৩) ওহনিজ্জুত্তি (ওঘনির্যুক্তি), ও (৪) পক্খী (পাক্ষিকসূত্র)।

মহাবীর স্বামীর উপদেশ চৌদ্দটি 'পুব্ব' (চতুর্দশ পূর্ব) বা প্রাচীন শাস্ত্রে নিবদ্ধ ছিল। এই 'পুব্ব'গুলি মহাবীর স্বামীর নিজের শিষ্য ও গণধরগণ জানিতেন। এই চতুর্দশ পূর্ব যাঁহাদের কণ্ঠস্থ ছিল তাঁহারা 'চতুর্দশ-পূর্বী' বলিয়া কথিত হন। এখন 'পূর্ব'গুলি বিলুপ্ত হইয়াছে। খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে স্থূলভদ্র স্থবিরের অধিনায়কত্বে পাটলিপুত্র নগরে যে প্রথম জৈন মহাসংঘের অধিবেশন হয় তাহাতে চৌদ্দটি পূর্ব শাস্ত্রের সার লইয়া দ্বাদশখানি অঙ্গগ্রন্থ সংকলিত হয়। সেই বারোখানি অঙ্গগ্রন্থের সর্ব শেষ গ্রন্থ 'দৃষ্টিবাদ (দিট্‌ঠিবায়)' আবার কালক্রমে লুপ্ত হইয়া যায়। ফলে দেবর্ধিগণী ক্ষমা-শ্রমণের অধিনায়কত্বে বলভীনগরে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকে যে মহাসংঘ আহূত হয় তাহাতে ৪৫খানি 'আগম' পুনঃ-সংস্কৃত ও পুস্তকাকারে লিখিত হয়। দেবর্ধিগণীর পূর্বে 'আগম' সমূহ লিখিত বা গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হয় নাই। ৩২ অক্ষরে এক একটি 'গ্রন্থ' (বা শ্লোক) ধরিয়া এই আগম-গুলির অক্ষর-সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। লিখিত পুথিগুলিতে এবং অধুনা মুদ্রিত পুস্তকসমূহে এই 'গ্রন্থ'সংখ্যা (যেমন: 'গ্রং ১২০৩') দেওয়া থাকে।

জৈন আগমগুলির এই ইতিহাস হইতে প্রতীয়মান হয় যে চৌদ্দটি পূর্বে মহাবীর স্বামীর মুখনিঃসৃত বাণী নিবদ্ধ ছিল। মহাবীর স্বামীর শিষ্যগণ এই পূর্বগুলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণাদির দ্বারা ও তৎসহ আখ্যায়িকাদি জুড়িয়া ৪৫খানি আগম প্রণয়ন করিয়াছেন। কোনও কোনও আগমের রচয়িতার নাম জানা আছে: ৪র্থ উপাঙ্গ পন্নবণা শ্যামার্য-প্রণীত, ৩য় মূলসূত্র 'দসবেয়ালিয়' (দশবৈকালিক) শয্যংভব

রচিত, ৩য় ও ৪র্থ ছেদসূত্র 'ব্যবহার' ও 'দশাশ্রুতস্কন্ধ' ভদ্রবাহু-বিরচিত, ১ম প্রকীর্ণক 'চউসরণ' বীরভদ্রকথিত, ছেদ-সূত্র 'জিতকল্প' জিণভদ্র-সংরচিত, নান্দিসূত্র দেবর্ধি-বিরচিত। ইহা ছাড়া অধিকাংশ আগমই অজ্জ সুহম্ম (আর্য সুধর্মা) কর্তৃক জম্বুস্বামীর নিকট বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং মহাবীর স্বামীর মুখনিঃসৃত বাণী অবলম্বন করিয়া রচিত হইলেও আগমগুলি মহাবীর স্বামীর রচনা নহে।

ভদ্রবাহু বিরচিত কল্পসূত্র গ্রন্থখানি মূলতঃ আগম-বহির্ভূত গ্রন্থ হইলেও দেবর্ধির বলভী সংঘে এটি আগম-প্রবিষ্ট হইয়াছে। ইহার মধ্যে (থেরাবলীতে) দেবর্ধিগণী ক্ষমাশ্রমণের নাম ও প্রশংসা আছে।

আগম সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

আচারাঙ্গঃ দুই খণ্ডে বা শ্রুত-স্কন্ধে বিভক্ত। প্রথম শ্রুতস্কন্ধে আত্মা, কর্ম, সংসার, জীব, অহিংসা, মুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ ও তৎসম্পর্কিত দার্শনিক আলোচনা আছে। এই সব জানা চাই এবং জানিয়া তদনুসারে কাজ করা চাই। দ্বিতীয় শ্রুতস্কন্ধের প্রথম খণ্ডে ভক্ত (অন্ন), শয্যা, বাক্য, বস্ত্র, ভিক্ষাপাত্র ও পরিগ্রহ বিষয়ে উপদেশ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে মহাবীর স্বামীর সংক্ষিপ্ত জীবনকথা আছে। এই জীবন কাহিনী অবলম্বন করিয়া ভদ্রবাহু তাঁহার কল্পসূত্রে জিনচরিত্র লিখিয়াছেন। গদ্য-পদ্যে মিশ্রিত অতি প্রাচীন রচনা সুহম্ম কর্তৃক তৎশিষ্য জম্বুস্বামীকে উক্ত। সংসারত্যাগ ও সন্ন্যাস গ্রহণের উপদেশে গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ। য়াকোবি এই গ্রন্থের মূল ও অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

(২) **সূয়গড়ংগঃ** জৈন মতের বিরুদ্ধে যে সকল ধর্মমত সেই সময়ে প্রচারিত হইয়াছিল সেই সকল তীর্থিক-মতের বিরুদ্ধ সমালোচনা এবং তরুণ নিগ্রন্থগণকে এই সকল মতবাদীদিগের কবল হইতে মুক্ত থাকিবার উপদেশে এই অঙ্গ দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। সংসারের নানাবিধ প্রলোভন এবং নারীর প্রলোভন হইতে মুক্ত থাকিবার উপদেশ এবং সংক্ষেপে নরক-বর্ণনা ইহাতে আছে। শীলাঙ্কাচার্য কৃত টীকাসহ বোম্বাই আগম-সংগ্রহ গ্রন্থ-মালায় প্রকাশিত, ১৯১৭।

(৩) **ঠাণংগঃ** ১ হইতে ১০ পর্যন্ত সংখ্যায় নানাবিধ তথ্যের আলোচনা এবং দৃষ্টিবাদ নামক অধুনালুপ্ত দ্বাদশ সংখ্যক অঙ্গ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সূচি এই গ্রন্থে আছে। আগম সংগ্রহ গ্রন্থমালায় ৩য় গ্রন্থরূপে প্রকাশিত, বারাণসী ১৮৮০। এই সংস্করণে একটি সংস্কৃত ও প্রাকৃত টীকা আছে। অভয়দেব সূরির টীকাসহ ১৯১৮-২০ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাই নগরে মুদ্রিত আর একটি সংস্করণ আছে।

(৪) **সমবায়ংগঃ** স্থানাঙ্গসূত্রের সংখ্যাগত বহু বিষয়ের আলোচনায় এই গ্রন্থের অধিকাংশই কাটিয়াছেঃ লক্ষাধিক সংখ্যার ব্যবহার হইয়াছে। দ্বাদশ অঙ্গ ও চতুর্দশ পূর্বের সংক্ষিপ্ত সূচি লইয়া গ্রন্থারম্ভ হইয়াছে। ১৮ প্রকার ব্রাহ্মী লিপির কথা এই গ্রন্থে থাকাতে কেহ কেহ মনে করেন যে গ্রন্থখানি অধিক প্রাচীন নহে। বারাণসী নগরে ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে এবং অভয়দেব সূরির টীকাসহ আগম সংগ্রহ গ্রন্থমালায় বোম্বাইনগরে ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

(৫) **ভগবভী বিয়াহা পন্নত্তিঃ** মহাবীর স্বামীর ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা বিষয়ে প্রজ্ঞপ্তি বা শিক্ষা; গৌতম ইন্দ্রভূতির

প্রশ্ন ও মহাবীর স্বামীর উত্তর সমূহ লইয়া এই প্রকাণ্ড গ্রন্থ সংকলিত। বহু আগম গ্রন্থের তত্ত্ব ও তথ্যের ব্যাখ্যা এবং মহাবীর স্বামীর জীবনী এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। মহাবীর স্বামীর পূর্বপুরুষগণের বিবরণ, পার্শ্ব, জামালি ও গোসাল মক্‌খলিপুত্ত ও তাহাদের ধর্মমতের সমালোচনা, কর্মবন্ধন, সংসার, মুক্তি প্রভৃতি দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা, স্বর্গ, নরক প্রভৃতির বিবরণ ইত্যাদিতে গ্রন্থখানি বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে। আগম সংগ্রহ গ্রন্থমালায় বারাণসী নগরে ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে এবং অভয়দেব সূরির টীকাসহ বোম্বাই নগরে ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। 'উবাসগদসাও' গ্রন্থের পরিশিষ্টে হোআর্ন্‌লি এই গ্রন্থের ১৫শ খণ্ড হইতে গোসাল মক্‌খলিপুত্তের বিবরণ অনুবাদ করিয়াছেন। বেণীমাধব বড়ুয়া কলিকাতা রিভিউ পত্রিকায় (১৯২৭ জুন ৩৫৫ পৃঃ) এবিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন।

(৬) **নায়াধম্মকহাঃ** নানাবিধ ধর্মকাহিনীতে পরিপূর্ণ দুই খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথমখণ্ডের ৮ম পরিচ্ছেদে ঊনবিংশ তীর্থংকর মিথিলা-রাজকুমারী মল্লীর বিবরণ আছে। দিগম্বরেরা ইহাকে নারী বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহাদের নিকট এই তীর্থকরের নাম 'মল্লীনাথ'। তাঁহাদের মতে কোনও নারী জন্মান্তর পরিগ্রহ না করিয়া মুক্ত হইতে পারেন না। অভয়দেব সূরির টীকাসহ আগম সংগ্রহ গ্রন্থমালায় বোম্বাই নগরে ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এই অঙ্গে কালী দেবীর কাহিনী একটি ধর্মকথারূপে বিবৃত হইয়াছে।

(৭) **উবাসগদসাওঃ** দশজন উপাসক বা গৃহী জৈনের জীবনকথা। জম্বুস্বামীর নিকট আর্য সুহম্ম এই কাহিনীগুলি

বিবৃত করিয়াছেন। ৭ম পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে যে গোসাল মক্‌খলিপুত্তের কুম্ভকার শিষ্য সদ্দালপুত্ত মহাবীর স্বামীর উপদেশ পাইয়া মোক্ষলাভ করিয়াছিল। অভয়দেবের সংস্কৃত টীকা ও ইংরেজি অনুবাদসহ হোআর্ন্‌লি এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন (Calcutta Bib. Ind. 1885-88)। আগমোদয় গ্রন্থমালায় অভয়দেবের টীকাসহ বোম্বাই নগরে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে আর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

(৮) **অন্তগড়দসাও**ঃ জীবনান্তকারী পরমপবিত্র সাধু-গণের কাহিনী লইয়া দশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত অঙ্গগ্রন্থ; এক্ষণে আট অংশে বিভক্ত। অভয়দেব সূরির টীকাসহ ৮ম, ৯ম ও ১১শ অঙ্গ একখণ্ডে বোম্বাই আগমোদয় গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইয়াছে। বার্নেট (L. D. Barnett) অন্তগড়দসা ও অণুত্তরোববাইয়দসাঁর অনুবাদ করিয়াছেন (Oriental Translation Fund, London, 1907).

(৯) **অণুত্তরোববাইয়দসাও**ঃ যাঁহারা সাধনপ্রভাবে অনুত্তর বিমান লাভ করিয়াছেন সেই-সব পরমপবিত্র সাধুগণের কাহিনী লইয়া রচিত দশ পরিচ্ছেদ, এক্ষণে তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ। গৌতম সুহম্মের বাল্যকথা ও দ্বারবতীনগরীর যাদব নৃপতি কৃষ্ণের কাহিনী মহাভারতের অনুরূপ ভাবেই প্রদত্ত হইয়াছে, কেবল কৃষ্ণকে জৈন করিয়া লওয়া হইয়াছে। প্রায়োপবেশন দ্বারা মোক্ষ লাভের বহু কাহিনী এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে।

(১০) **পণ্‌হা-বাগরণাইং**ঃ প্রশ্নসমূহ ও তাহাদের ব্যাকরণ বা ব্যাখ্যা এই দশ দ্বার বা পরিচ্ছেদে রচিতঃ অঙ্গগ্রন্থ। প্রথম পাঁচটি 'দ্বারে' পঞ্চমহাব্রত ও পরবর্তী পাঁচটি দ্বারে পঞ্চমহাব্রত জন্য পুণ্য আলোচিত হইয়াছে। বোম্বাই আগমোদয় গ্রন্থ-

মালায় অভয়দেব সূরির টীকাসহ ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(১১) **বিবাগসুয়ং (বিপাকশ্রুতম্):** সৎকর্ম বিপাকের অর্থাৎ কর্মপরিণতির দশটি ও অসৎকর্ম বিপাকের দশটি কাহিনী। অভয়দেব সূরির টীকাসহ আগমোদয় গ্রন্থ-মালায় বোম্বাই নগরে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত।

(১২) দ্বাদশ সংখ্যক অঙ্গ **'দৃষ্টিবাদ'** লুপ্ত হইয়াছে। (দৃষ্টি = মত, ধর্মমত)। বিভিন্ন ধর্মমতের আলোচনা এই অঙ্গে ছিল। দৃষ্টিবাদ অঙ্গ পাঁচ ভাগে বিভক্ত: (১) পরিকম্মং বা আগম সূত্র হৃদয়ংগম করিবার জন্য আবশ্যক ষোড়শবিধ পূর্বকৃত্য। (২) সুত্তাইং—৮৮টি সূত্রে তীর্থিক মতসমূহের খণ্ডন। (৩) পুব্বগএ—চতুর্দশ পূর্ববিষয়ক বিবরণ। (৪) অনুযোগ বা তীর্থকরগণ ও অন্যান্য সাধুগণের বিষয়ে পৌরাণিক কাহিনী। (৫) চূলিয়া (চূলিকা) বা পরিশিষ্ট।

উবঙ্গ (উপাঙ্গ): প্রত্যেক অঙ্গের একখানি করিয়া উপাঙ্গ আছে।

(১) **উববাইয় (উপপাদিক):** দুই খণ্ড: প্রথম খণ্ডে কুণিয় ভিম্ভাসারপুত্ত পুন্নভদ্দ স্তূপে মহাবীর স্বামীর বাণী শ্রবণ করেন; পাপপুণ্যের ফলভোগ জন্য চারি গতিতে (নারকগতি, তির্যগ্‌গতি, মনুষ্যগতি, ও দেবগতি) জন্মগ্রহণের বিষয়ে বক্তৃতা। দ্বিতীয় খণ্ডে গৌতম ইন্দ্রভূতির প্রশ্ন ও মহাবীর স্বামীর উত্তর,—এইরূপ প্রশ্নোত্তরছলে পুনর্জন্ম ব্যাখ্যা। যে যে উপায়ে দেবগণের বিমানলোকে উপপাত (অবস্থান, স্থান

লাভ) হইতে পারে ষোড়শধা তাহার বর্ণনা। লেউমান ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে মূলগ্রন্থ শব্দসূচিসহ প্রকাশ করেন। আগমোদয় গ্রন্থমালায় উপাঙ্গ সমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় উপাঙ্গে **'বর্ণক'** (পুনরুক্ত বাক্য) সমূহের পূর্ণ ব্যাখ্যা আছে।

(২) **রায়পসেণইজ্জ (রাজপ্রশ্নীয় সূত্রম্)ঃ** স্থবির কেসী ও রায়পএসী—এই দুই জনের মধ্যে প্রশ্নোত্তর ক্রমে আত্মার স্বরূপ বর্ণনা। দেহ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ আত্মা এই কথা কেসী প্রমাণ করিতে চাহিলে পএসী বলিলেন যে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত চোরের দেহ কাটিয়া কুটিয়া তিনি তাহা হইতে আত্মা বাহির করিতে পারেন নাই। তাহাতে স্থবির বলেন দাহ্য কাষ্ঠ-খণ্ড কুটি কুটি করিয়া কাটিলে তাহার মধ্যে অগ্নির খোঁজ পাওয়া যায় না। মলয়গিরির টীকাসহ আগমোদয় গ্রন্থমালায় ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত।

(৩) **জীবাজীবাভিগমঃ** জীব ও অজীবের জ্ঞানঃ ইন্দ্রভূতি গৌতম ও মহাবীর স্বামীর মধ্যে কথোপকথনঃ ২০ খণ্ডে সমাপ্ত। ভূগোল—দ্বীপ, সাগর ইত্যাদির বর্ণনা। সংক্ষেপে নাম জীবাভিগম। বোম্বাই শেঠ দেবচাঁদ লালভাই জৈন পুস্তকালয় হইতে মলয়গিরির টীকা সহ ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত।

(৪) **পন্নবণা (প্রজ্ঞাপনা)ঃ** আর্য সাম বিরচিত ৩৬ পরিচ্ছেদে বিভক্ত জীবগণের শ্রেণীবিভাগ। আর্য ও ম্লেচ্ছ জাতির উল্লেখ আছে। মলয়গিরির টীকা ও নারকচন্দ্রকৃত সংস্কৃত অনুবাদসহ পন্নবণা ভগবতী, কাশী ১৮৮৪। বোম্বাই আগমোদয় গ্রন্থমালায় ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে শ্যামাচার্য-দৃব্ধং শ্রীমন্-মলয়-গির্যাচার্য-বিহিত-বিবরণযুতং শ্রীপ্রজ্ঞাপণো পাঙ্গম্।

(৫) **সূরপন্নত্তি (সূর্য প্রজ্ঞপ্তি)ঃ** জৈন জ্যোতিষ গ্রন্থ, দ্বাদশ রাশি, চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্রের বিবরণসহ। স্থানাঙ্গ মতে 'অঙ্গ-বাহিরিয়' গ্রন্থ। মলয়গিরির টীকাসহ আগমোদয় গ্রন্থমালায় ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিতঃ সূর্য প্রজ্ঞপ্তি-উপাঙ্গম্।

(৬) **জম্বুদ্দীপ-পন্নত্তি (জম্বুদ্বীপ প্রজ্ঞপ্তি)ঃ** ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণের অনুরূপ ভূগোলগ্রন্থ ঃ জম্বুদ্বীপ বর্ণনা। ভারতবর্ষ বর্ণনায় রাজা ভরতের কাহিনী। স্থানাঙ্গমতে 'অঙ্গবাহিরিয়'। বোম্বাই জৈন পুস্তকালয় হইতে শান্তিচন্দ্রের টীকাসহ প্রকাশিত।

(৭) **চন্দ পন্নত্তি (চন্দ্র প্রজ্ঞপ্তি)ঃ** সূর্য প্রজ্ঞপ্তির ন্যায় জৈন জ্যোতিষগ্রন্থ। স্থানাঙ্গমতে 'অঙ্গবাহিরিয়'।

(৮) **নিরয়াবলিয়াও (নিরয়াবলিয়াসুত্তং = নিরয়াবলিকসূত্রম্)ঃ** চম্পা রাজ্যের রাজা কুণিয় (কুণিক) অজাতশত্রুর দশ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তাঁহাদের মাতামহ বৈশালীর রাজা চেটক কর্তৃক নিহত হইয়াছিল এবং নিরয় বাস করিয়াছিল। চন্দ্রসূরির টীকাসহ আহমদাবাদ আগমোদয় গ্রন্থমালায় ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত।

(৯) **কপ্পাবড়ংসিআও (কল্পাবতংসকাঃ)ঃ** ৮ম অঙ্গে বর্ণিত দশ রাজপুত্রের কাহিনী। সন্ন্যাস গ্রহণের ফলে তাহারা বিমানলোক প্রাপ্ত হয়। সেই-সব বিমানলোকের বর্ণনা।

(১০) **পুপ্‌ফিয়াও (পুষ্পিকা)ঃ** পুষ্পকারোহণে যে-সকল দেব-দেবী মহাবীর স্বামীকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার জন্য আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগের পূর্বেতিহাস মহাবীর স্বামী ইন্দ্রভূতিকে বলিতেছেন।

(১১) **পুপ্‌ফচূলিয়াও (পুষ্পচূলিকা)** ঃ ১০ম উপাঙ্গের পরিশিষ্টস্বরূপ দশটি অনুরূপ কাহিনীর সমাবেশ।

(১২) **বণ্‌হিদসাও (বৃষ্ণিদশাঃ)** ঃ অরিষ্টনেমি বর্ণিত ১২ জন বৃষ্ণিবংশীয় রাজপুত্রের দীক্ষার কথা।

দস পয়ন্না (দশ প্রকীর্ণকাঃ) ঃ দশ প্রকীর্ণক গ্রন্থ আগমের পরিশিষ্ট স্বরূপ।

(১) **চউসরণ** ঃ অর্হৎ, সিদ্ধ, সাধু ও ধর্ম—এই চতুঃশরণের স্তুতি, ৬৩ শ্লোকে। বীরভদ্র ইহার রচয়িতা।

(২) **আউরপচ্‌চক্‌খাণ (আতুরপ্রত্যাখ্যান)** ঃ এবং (৯) **মহাপচ্‌চক্‌খাণ (মহাপ্রত্যাখ্যান)** ঃ কবিতায় নিবদ্ধ সংসারাতুর মৃত্যুকাঙ্ক্ষী সন্ন্যাসীর সংসারসুখ-প্রত্যাখ্যানের কথা। 'বালমরণ' বা অজ্ঞজনের মৃত্যু প্রাকৃতিক নিয়মে অবশ্যম্ভাবী। সে মরণে পতন অর্থাৎ পুনর্জন্মও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ভক্তত্যাগপূর্বক ইচ্ছামৃত্যু পুনর্জন্মনিবারণ করে। সূতায় গাঁথা ছুঁচ যেমন আবর্জনাস্তূপে পড়িলেও হারাইয়া যায় না সেইরূপ জ্ঞানীর আত্মা সংসারে হারাইয়া যায় না। শুষ্ক অস্থি লইয়া চর্বণ করিবার সময়ে ভ্রান্ত কুকুর যেমন মনে করে যে সে সারবস্তু পাইয়াছে তেমনি নির্বোধ সংসারী মনে করে যে সে সুখ ভোগ করিতেছে। নারীসঙ্গ-সুখে সুখ নাই, অবসাদ আছে। আত্ম জীবনের পাপ কাহিনী গুরুকে শুনাইয়া যে পাপী ইচ্ছামৃত্যু বরণ করে সে ভার-বিহীন ভার-বাহীর ন্যায় লঘু। এইরূপ বহু নীতি কথা ও উপদেশ এই দুই গ্রন্থে আছে।

(৩) **ভত্ত পরিন্না (ভক্ত পরিজ্ঞা)** ও (৪) **সস্থার (সংস্তার)**—এই দুই গ্রন্থে অসংখ্য পাপীর প্রায়শ্চিত্তের কথা বর্ণিত আছে। ভত্তপরিন্না = আহার ত্যাগ। সংস্তার = তৃণাস্তরণ শয্যা।

(৫) **তন্দুলবেয়ালিয়া (তন্দুলবৈচারিকা)ঃ** বিজয়বিমলসূরি গ্রন্থখানির নিম্নরূপ নাম ব্যাখ্যা করিয়াছেনঃ "তন্দুলানাং বর্ষশতায়ুষ্ক-পুরুষ-প্রতিদিন-ভোগ্যানাং সংখ্যা-বিচারেণোপলক্ষিতং তন্দুলবৈচারিকং নামেতি," (বর্ষশতায়ুষ্ক পুরুষের খাদ্য তন্দুল বা চাউলের সংখ্যাবিচার দ্বারা উপলক্ষিত গ্রন্থ)। মহাবীর ও গৌতমের কথোপকথনে গ্রথিত গ্রন্থ গদ্য-পদ্যময়। ভ্রূণোৎপত্তি হইতে ক্রমে ক্রমে মানবশিশুর বিকাশ পর্যবেক্ষণ ও দেহবিজ্ঞান। আগমোদয় গ্রন্থমালায় প্রকাশিত। বোম্বাই জৈন পুস্তকালয়ে ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিতঃ প্রত্নপূর্বধর-নির্মিতং শ্রীতন্দুলবৈচারিকং শ্রীমদ্-বিজয়-বিমল-গণি-দৃব্ধ-বৃত্তি-যুতম্ সাবচূর্ণিকং চ চতুঃশরণম্।

(৬) **চন্দাবিজ্ঝয় (চন্দ্রাবেধ্যক)ঃ** গুরুশিষ্যের মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার বিধান।

(৭) **দেবিন্দত্থয় (দেবেন্দ্রস্তব)ঃ** দেবরাজগণের শ্রেণীবিভাগ ও বাসস্থান।

(৮) **গণিবিজ্জা (গণিতবিদ্যা)ঃ** জ্যোতিষ বিষয়ক গণিত।

(১০) **বীরথঅ (বীরস্তব)ঃ** মহাবীরের স্তব ও বিভিন্ন নাম।

[প্রকীর্ণক গ্রন্থ অসংখ্যঃ নান্দী সূত্র মতে ৮৪০০০। ৮৪০০০ ঋষভশিষ্যের প্রত্যেকের নিকট এক একখানি ছিল। **গচ্ছাচার**

পন্নন্না ('গচ্ছ' অর্থাৎ মঠে অবস্থানকালে পালনীয় আচার বিষয়ে প্রকীর্ণগ্রন্থ), আচার্য, উপাধ্যায়, নিগ্র্ন্থ ও নিগ্র্ন্থী-দিগের জন্য পালনীয় নিয়মাবলী। **মরণ সমাহী** (মরণ সমাধি) মরণের জন্য সমাধি বা ধ্যান। আগমোদয় গ্রন্থ-মালায় চউসরণ, আউরপচ্চক্‌খাণ, মহাপচ্‌চক্‌খাণ, ভত্তপরিন্না, তন্দুলবেয়ালিয়া, সন্থার, গচ্ছায়ার, গণিবিজ্জা, দেবিন্দত্থয় ও মরণসমাধি আছে। ভাবনগরে প্রকাশিত সংস্করণে চউসরণ, আউর-পচ্‌চক্‌খাণ, ভত্তপরিন্না, ও সন্থার আছে।]

ষট্‌ ছেদসূত্র : ছেদশব্দের জৈন পরম্পরাগত অর্থ জানা যায় নাই। তবে এগুলি সবই জৈন সন্ন্যাসধর্মে পালনীয় আচার-বিধি ও শৃঙ্খলাবিধি। সম্ভবতঃ এগুলি সংকলিত গ্রন্থ, পরবর্তী সংযোজন, অর্থাৎ আগম-প্রবিষ্ট। ছেদগ্রন্থ-গুলির মধ্যে তিনটি নাম (দসা-কপ্‌প - ববহার) একসূত্রে গ্রথিত ও এক শ্রুতস্কন্ধে সন্নিবেশিত পাওয়া যায়। 'নিসীহ' (নিষেধ) ও 'মহা-নিসীহ' বোধ হয় পরবর্তী সংযোজন। 'দসা,' 'আয়ার-দসাও' বা 'দসাসুয়ক্‌খন্ধ' প্রবাদ অনুসারে ভদ্রবাহুর রচনা। এই 'দসা' গ্রন্থের অষ্টম পরিচ্ছেদ **ভদ্রবাহুর কল্পসূত্র** নামে পরিচিত। কল্পসূত্রবিষয়িণী আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য। পঞ্চম ছেদগ্রন্থ বৃহৎকল্পসূত্র বা বৃহৎ-সাধুকল্পসূত্রই প্রকৃত এবং প্রাচীন কল্পসূত্র। অনেকে মনে করেন যে ভদ্রবাহুর নামে প্রচলিত পৃথক কল্পসূত্রখানি বলভী মহাসংঘে দেবর্ধিগণী ক্ষমাশ্রমণ কর্তৃক আগম-প্রবিষ্ট। ছেদ গ্রন্থসমূহের মধ্যে তিনটি তিনটি 'কপ্প' পাওয়া যায় : 'কপ্‌প' (বৃহৎকল্প), 'পঞ্চকপ্প' ও 'জীয়কপ্প' (জিতকপ্‌প)।

এইগুলির মধ্যে কেবল জিতকল্প জিনভদ্র বিরচিত। অন্যগুলি সম্ভবতঃ ভদ্রবাহুরচিত। কল্পসূত্রগুলিতে সন্ন্যাসীদিগের পালনীয় আচার ও শৃঙ্খলা বিষয়ে বিধিবিধান আছে। ব্যবহার সূত্র এই বিধানাবলীর পরিশিষ্ট স্বরূপ। কল্পসূত্রে যে শাস্তির ব্যবস্থা আছে, ব্যবহারসূত্রে তাহারই প্রয়োগ ব্যবস্থা আছে। 'নিসীহ' (নিষেধ) গ্রন্থে দৈনন্দিন ত্রুটি-বিচ্যুতি ও নিয়মভঙ্গ-জন্য অপরাধের শাসন ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ব্যবহার গ্রন্থেই এই সকল শাসন ব্যবস্থা বিহিত থাকায় অনেকে 'নিসীহ' গ্রন্থ-খানিকে পরবর্তী রচনা বলিয়া মনে করেন। 'আয়ারংগ' গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় চূলা বা পরিশিষ্ট অবলম্বন করিয়াই এই সকল বিধি-নিষেধ সংগৃহীত হইয়াছে। 'পঞ্চকপ্‌প' গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে। জিনভদ্র কৃত জিতকল্পকে যেমন কেহ কেহ ষষ্ঠ ছেদগ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করেন, তেমনি আবার কেহ কেহ 'পিণ্ড-নিজ্জুত্তি' ও 'ওহ-নিজ্জুত্তি' নামক আচার ও শাসন-ব্যবস্থাবিষয়ক দুইখানি গ্রন্থকেও ছেদগ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করেন। প্রাচীন 'মহানিসীহ' গ্রন্থখানিও সম্ভবতঃ বিলুপ্ত। প্রচলিত গ্রন্থখানি প্রাচীন গ্রন্থের স্থানে উত্তর কালে গৃহীত। কর্ম-বন্ধন-জনিত দুঃখকষ্টের বিষয়, ব্রতভঙ্গজনিত পাপ, পাপস্বীকার ও প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি বহু বিষয়ের আলোচনা 'মহানিসীহ' গ্রন্থে আছে। হিন্দু পুরাণ হইতে গৃহীত বহু কাহিনী এবং নবরচিত বহু কাহিনী এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভাষা ও ভাবে এ গ্রন্থ আধুনিকত্ব-গন্ধী।

'নন্দী' ও 'অণুওগদার' কখনও কখনও প্রকীর্ণ গ্রন্থ মধ্যে পরিগণিত হইলেও এ দু'খানি প্রকীর্ণ গ্রন্থ নয়ঃ দুই খানিই

প্রকাণ্ড গ্রন্থ। জৈন আগম ও জৈন ধর্মাবলম্বীর জ্ঞাতব্য বিষয় সমস্তই এই দুই গ্রন্থে সংক্ষেপে বর্ণিত আছে। নন্দী (শুভ পূর্বাভাষ) গ্রন্থখানি জৈন প্রবাদ অনুসারে দেবর্ধিগণী ক্ষমা-শ্রমণ-প্রণীত। বোম্বাই আগমোদয় গ্রন্থমালায় ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে এ গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে: "নন্দীসূত্রম্, শ্রীমন্-মলয়-গির্যাচার্য-প্রণীত-বৃত্তি-যুতং শ্রীমদ্ দেব-বাচক-ক্ষমাশ্রমণ নির্মিতম্।" ঐ আগমোদয় গ্রন্থমালায় 'অনুযোগদ্বার'ও ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছে: "অনুযোগদ্বারাণি হেমচন্দ্র সূরি নির্মিত-বৃত্তি-যুতানি।" নন্দীর আরম্ভে মহাবীর স্বামীর স্তোত্র ও তৎপরে চতুর্বিংশতি তীর্থকর, একাদশ গণধর, পরে থেরাবলী (দেবর্ধি-গুরু 'দূসগণী' পর্যন্ত) আছে। এই দুইখানি গ্রন্থকে জৈন বিশ্বকোষ বলা যায়। জৈন ধর্ম ছাড়াও অনেক বিষয় এই দুই গ্রন্থে সন্নিবেশিত আছে। মিথ্যাশ্রুতম্ (মিচ্ছাসুঅং, পরধর্ম), লৌকিক (লোইএ) জ্ঞান-বিজ্ঞান, মহাভারত (ভারহ), রামায়ণ প্রভৃতির বিবরণ উভয় গ্রন্থেই আছে। তাছাড়া কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (কোডিল্লং), বাৎস্যায়নের পূর্বাচার্য ঘোটকমুখের কামসূত্র (ঘোড়য়মুহং), বৈশেষিকদর্শন (বইসেসিয়ং), বুদ্ধশাসন, কপিলের দর্শন (কাবিলং), পুরাণ, পাতঞ্জলশাস্ত্র (পাঅংজলি), গণিতশাস্ত্র (গণিঅং), ভাগবত-পুরাণ (ভাগবয়ং), নাটক (নাড়য়াই) এবং সাঙ্গোপাঙ্গ বেদচতুষ্টয়ের কথা আছে। ইহা ছাড়া আছে কাব্যরস, আদিরস, ব্যাকরণ, সমাস, কাল-বিভাগ ইত্যাদি।

মূলসূত্র চতুষ্টয়:

মূলসূত্র চতুষ্টয় মধ্যে উত্তরজ্ঝয়ণ বা উত্তরাধ্যয়নসূত্রই প্রধান। ৩৬ অধ্যায়ে এই বিরাট গ্রন্থ বিভক্ত। কর্ম, পাপ,

পুণ্য, জ্ঞানীর ইচ্ছামৃত্যু, অজ্ঞানীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মৃত্যু, সাধু সন্ন্যাসী, ভণ্ড সন্ন্যাসী, রত্ন চতুষ্টয় (মনুষ্যকুলে জন্ম, জৈন ধর্মে দীক্ষালাভ, জৈন ধর্মে বিশ্বাস ও আত্মসংযম) প্রভৃতি নানা বিষয়ে উপদেশ আছে। সমগ্র গ্রন্থখানি মহাবীরের উক্তি হইলেও অষ্টম অধ্যায়টী কপিলের এবং আলোচনাটি 'কাবিলিয়ং' বলিয়া বর্ণিত। যোড়শ অধ্যায় বহু কাহিনীতে পরিপূর্ণ ঃ অনেক কাহিনীই হিন্দু সাহিত্য হইতে গৃহীত। ২৩শ অধ্যায়ে তর্ক দ্বারা একজন পার্শ্ব শিষ্য ও একজন মহাবীর শিষ্য উভয়ের গুরু প্রবর্তিত ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করিতেছে। ২২শ অধ্যায়ে কৃষ্ণ ও বৃষ্ণি বংশের কথা আছে। গল্পটি সংক্ষেপে বিবৃত হইল ঃ

সূর্যপুর নগরে দুইজন প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। প্রথম বসুদেবের দুই পত্নী ঃ রোহিণী ও দেবকীর গর্ভে রাম ও কেশব নামে দুই পুত্র জন্মে। দ্বিতীয় সমুদ্রবিজয়ের পত্নী শিবার গর্ভে অরিষ্টনেমির জন্ম হয়। অরিষ্টনেমির সহিত বিবাহ দিবার জন্য কেশব চাহিলেন রাজকন্যা রাজীমতীকে। রাজীমতীর পিতা সম্মত হইলে অরিষ্ট জাঁকজমকের সহিত বিবাহ করিতে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে অসংখ্য পিঞ্জরাবদ্ধ পশু দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে তাঁহার বিবাহ-উৎসবে এইগুলিকে বধ করা হইবে। করুণায় অভিভূত অরিষ্টনেমি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এ কথা শুনিয়া শোক-বিহ্বলা রাজীমতীও কাঁদিতে কাঁদিতে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণের প্রতিজ্ঞা করিলেন। সন্ন্যাসিনী হইয়া পর্যটনকালে একদিন বৃষ্টির সময় রাজীমতী আর্দ্রবস্ত্রে একটি গুহায় আশ্রয় লইলেন। সেখানে অন্য কেহ নাই ভাবিয়া তিনি তাঁহার

বস্ত্রখানি অঙ্গ হইতে মোচন করিয়া লইয়া শুকাইতে লাগিলেন। অরিষ্টনেমির অগ্রজ রথনেমি ইতিপূর্বে ঐ গুহায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। রাজীমতীর নগ্নদেহের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন। রাজীমতী তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেনঃ একের নিষ্ঠীবন অন্যের খাদ্য হওয়া উচিত নয়। তাঁহার এই তীব্র তিরস্কারে রথনেমির জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, অঙ্কুশ-তাড়িত হস্তীর ন্যায় তিনি ধর্ম-পথে প্রত্যাবর্তন করিলেন। [চার্পেন্টিয়ারের অনুবাদসহ ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে আপসালা নগরে 'উত্তরাধ্যয়ন' মুদ্রিত হইয়াছে। শান্তি আচার্যের টীকাসহ জৈন পুস্তকালয় হইতে তিন খণ্ডে এবং আগমোদয় গ্রন্থমালা হইতেও এই গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯২৩-২৭ খ্রীস্টাব্দে আগ্রা নগরে তিন খণ্ডে, উপাধ্যায় কমলসংযমের টীকাসহ, বিজয় ধর্মসূরির শিষ্য মুনি শ্রীজয়ন্ত বিজয় কর্তৃক খরতর গচ্ছের পক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। য়াকোবির ইংরেজি অনুবাদ আছে (S. B. E. Vol. 45)। মহাবীর প্রদত্ত ৩৬টি অপৃষ্ট প্রশ্নের উত্তর লইয়া এই ৩৬ অধ্যায়ে নিবদ্ধ উত্তরাধ্যয়ন গ্রন্থ।]

দ্বিতীয় মূলসূত্র **আবস্সয় (আবশ্যক বা ষড়া-বশ্যক)।** ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাই আগমোদয় গ্রন্থমালায় শ্রুতকেবলী শ্রীভদ্রবাহু স্বামীর নির্যুক্তি সহ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

তৃতীয় মূলসূত্র **দাসবেয়ালিয়** (দশবৈকালিক সূত্র) সেজ্জংভব প্রণীত। কথিত আছে যে তীর্থকরের মূর্তিদর্শনে সেজ্জংভবের বৈরাগ্য-সঞ্চার হইলে তিনি অন্তঃসত্ত্বা পত্নীকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন। যথাকালে প্রসূত

পুত্র 'মানক' পিতার উদ্দেশে গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়া পিতার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পুত্র ছয় মাস মাত্র জীবিত থাকিবে জানিয়া পিতা সেজ্জংভব এই 'দসবেয়ালিয়া' গ্রন্থ রচনা করিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া জ্ঞানী পুত্র ধ্যানাসনে বসিয়া দেহত্যাগ করিয়া বিমানলোকস্থ হন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে রাজীমতীর গান আছে। এই গানে উদ্‌ভ্রান্ত রথনেমিকে তীব্র তিরস্কার করা হইয়াছে। কথিত আছে বীর নির্বাণের ৯৮ বৎসর পরে মানকের নির্বাণ ঘটে। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাই নগরে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে।

চতুর্থ মূলসূত্র **পিণ্ডনিজ্জুত্তি (পিণ্ডনির্যুক্তি):** ভদ্রবাহু স্বামি-প্রণীত। ভদ্রবাহুবিরচিত ওহনিজ্জুত্তি ও পিণ্ডনিজ্জুতি গ্রন্থদ্বয়কে কেহ কেহ ছেদসূত্রের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া থাকেন। ধর্মজীবন ও ধর্মজীবনের শাসনবিধান এই দুই গ্রন্থে বর্ণিত আছে। 'পক্‌খি' বা পাক্ষিক সূত্রও এইসঙ্গে আসে, পক্ষ-ব্যাপী স্বীকারোক্তির বিধান। "ভদ্রবাহু স্বামি-প্রণীতা পিণ্ডনির্যুক্তিঃ মলয়গির্যাচার্যবিবৃতা" বোম্বাই জৈন পুস্তকালয় হইতে ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত। "ওঘনির্যুক্তিঃ, ভদ্রবাহু স্বামি বিরচিতনির্যুক্তিঃ, শ্রীমৎ পূর্বাচার্য বিরচিত ভাষ্যযুতা, শ্রীমদ্‌ দ্রোণাচার্য সূত্রিত বৃত্তিভূষিতা" আগমোদয় গ্রন্থমালা, ১৯১৯। পাক্ষিকসূত্রম্—যশোদেব সূরির টীকাসহ জৈন-পুস্তকালয়ে মুদ্রিত, ১৯১১।

দিগম্বর জৈনদিগের আগমচতুষ্টয়

চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, 'বেদচতুষ্টয়' নামে অভিহিত, দিগম্বরদিগের কতকগুলি গ্রন্থ। এইগুলির নাম 'অনুযোগ'

বা পশ্চাৎ সংযোজিত আগমগ্রন্থ। **প্রথমানুযোগ** গ্রন্থমালায় আছে বহুবিধ পুরাণগ্রন্থ। অধিকাংশই হিন্দু সাহিত্যের বিকৃতি। পদ্মপুরাণ (রামায়ণ), হরিবংশ (বৃষ্ণিবংশ বা মহাভারত), ত্রিষষ্টি লক্ষণপুরাণ (৬৩ জন মহাপুরুষের পুণ্যকাহিনী)' মহাপুরাণ, উত্তরপুরাণ।

করণানুযোগ গ্রন্থমালায় আছে সূর্যপন্নত্তি, চন্দ্রপন্নত্তি ও জয়ধবলা।

দ্রব্যানুযোগ গ্রন্থমালায় আছে দার্শনিক তত্ত্বসমূহের বিবরণ। কুন্দকুন্দ রচিত দর্শনগ্রন্থ, উমাস্বাতিরচিত তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র এবং সমন্তভদ্রকৃত আপ্তমীমাংসা।

চরণানুযোগ গ্রন্থমালায় আছে আচারগ্রন্থ। বট্টকের প্রণীত মূলাচার ও ত্রিবর্ণাচার এবং সমন্তভদ্রকৃত রত্নকরণ্ড-শ্রাবকাচার।

আগম-বহির্ভূত জৈনসাহিত্য

ভাষাঃ জৈন আগম সাহিত্যের ভাষা সাধারণতঃ অর্ধ-মাগধী (বা হেমচন্দ্রমতে 'আর্ষ') ভাষা বলিয়া পরিচিত। কিন্তু আগম-বহির্ভূত জৈনসাহিত্য নানা ভাষায় লেখাঃ (১) সংস্কৃত, (২) প্রাকৃত, (৩) অপভ্রংশ প্রাকৃত, (৪) গুজরাটী, (৫) কন্নড় ও (৬) হিন্দী। যদিও জৈন সাহিত্যের ভাষা সাধারণভাবে প্রাকৃত ভাষা এবং প্রদেশ বিশেষের কথ্য প্রাকৃত ভাষা, তথাপি খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতক হইতে পরবর্তী যুগের সাহিত্যে অথবা তৎপূর্ববর্তী যুগের দর্শনসাহিত্যে অনেকেই সংস্কৃত ব্যবহার করিয়াছেন। টীকা রচনায় (অতি প্রাচীন টীকাকার ভিন্ন) প্রায় সকলেই সংস্কৃত ব্যবহার করিয়াছেন।

খ্রীষ্টীয় নবম শতক বা তৎপরবর্তী যুগের সাহিত্যে অনেকে আধুনিক ভারতীয় (গুজরাটী, কন্নড় বা হিন্দী) ভাষার ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং আগম-বহির্ভূত জৈন সাহিত্যে নানা দেশে নানা ভাষার ব্যবহার হইয়াছে।

বিষয়বস্তু : রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, জ্যোতিষ অলঙ্কার, আয়ুর্বেদ, ছন্দ, উপাখ্যান প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের প্রায় সকল বিষয়বস্তুই জৈনসাহিত্যে রূপান্তরিত বা পরিবর্তিত আকারে (জৈন মনোবৃত্তির অনুকূল আকারে) স্থান পাইয়াছে। তীর্থংকরদিগের কাহিনী, স্তোত্র, অভিনব জৈন পুরাণ বা সৃষ্টিতত্ত্বের কথা, জৈন সাধুপুরুষদিগের জীবনী, স্থবিরাবলী, পট্টাবলী, এবং অনেক অভিনব জৈনকাহিনী জৈনসাহিত্যের বিশিষ্ট মর্যাদা রক্ষা করিয়াছে। বৌদ্ধ জাতকের ন্যায় জৈন কথাসাহিত্য সুবিস্তৃত এবং এই সাহিত্যে অন্য সাহিত্যের বহু আখ্যান জৈন রূপ গ্রহণ করিয়া স্থান পাইয়াছে। এমন কি কালিদাসের শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী ও মেঘদূতেরও অনুকরণ হইয়াছে। বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রও বাদ যায় নাই। কিন্তু সকল প্রকার রচনাতেই একটি জৈন ধর্ম বা জৈন মনোবৃত্তির অনুকূল ছাপ পড়িয়াছে।

জৈন রামায়ণ (পদ্ম পুরাণ, বা পদ্ম চরিত > পউম চরিউ): বাল্মীকির রামায়ণের মূল আখ্যানটিকে জৈন ছাঁচে ঢালিয়া রূপান্তরিত করিয়া জৈন পদ্মপুরাণ বা জৈন রামায়ণের আখ্যান রচিত হইয়াছে। রাম, লক্ষ্মণ, রাবণ, সুগ্রীব, হনুমান প্রভৃতি সকলকেই জৈন করিয়া লওয়া হইয়াছে। দু'একটি নামেও পরিবর্তন আছে: রামের নাম 'পদ্ম,' রামের মায়ের নাম 'অপরাজিতা'। বানরেরা বানর নয়, 'বিদ্যাধর'।

রাক্ষসেরাও বিদ্যাধরের বংশ। কুম্ভকর্ণের নাম 'ভানুকর্ণ,' শূর্পণখার নাম 'চন্দ্রমুখা'। প্রথমে কৃতযুগে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র তিন বর্ণ ছিল। বিদ্যাধরও ছিল; কিন্তু ব্রাহ্মণ ছিল না। সকলেই ছিল জৈন, সমস্ত জগৎটাই জৈন। ব্রাহ্মণেরা পরে উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহারাই যজ্ঞ ও জীবহিংসা প্রবর্ত্তিত করিয়াছে।

রামায়ণ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ বিমল সূরির 'পউম চরিয়' বীর নির্বাণের ৫৩০ বর্ষ পরে (খ্রীষ্টীয় ৪ অব্দে) প্রাকৃত ভাষায় আর্যা ছন্দে লিখিত। য়াকোবি সম্পাদিত সংস্করণ, ভাবনগর, ১৯১৪। মহাবীর স্বামীর অভিন্নাত্মা শিষ্য গৌতম ইন্দ্রভূতি এই কাহিনীর বক্তা (ইনি মহাবীর স্বামীর নিকট ইহা শুনিয়াছিলেন)। শ্রোতা মগধাধিপতি শ্রেণিক বিম্বিসার। সারাংশ নিম্নে সংগৃহীত হইল।

মগধের রাজধানী রাজপুর নগরে মহারাজ শ্রেণিক যখন রাজা ছিলেন, সেই কালে কুণ্ডগ্রাম নগরে মহারাজ সিদ্ধার্থের ঔরসে রাজ্ঞী ত্রিশলার গর্ভে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের জন্ম হয়। ৩০ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া কেবলী হন। একদিন 'বিপুল' পাহাড়ে দেব, মনুষ্য ও সর্বজীব সমক্ষে মহাবীরস্বামী 'আত্মা,' 'কর্ম' 'জন্মান্তর,' 'কর্মমুক্তি' ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা করিতেছিলেন। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে মহারাজ শ্রেণিক (বিম্বিসার) উপস্থিত ছিলেন।

বক্তৃতা শুনিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পরও মহারাজ শ্রেণিক মহাবীর স্বামীর বাণী ভুলিতে পারিলেন না। রাত্রিকালে চিন্তালস চিত্তে তিনি শয়ন করিলেন। নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নযোগে তিনি ভাবিতে লাগিলেন পূর্বজন্মের কর্মফলে যদি

জীব অলৌকিক শক্তি ও নানাবিধ সদ্‌গুণের অধিকারী হয়, তবে অশেষ শক্তিশালী রাক্ষসরাজ রাবণ নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে অনেক সৎকর্ম করিয়া থাকিবেন এবং সেই সৎকর্মের ফলেই তিনি রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি তিনি মাংসাহার করিতেন কেন? তাঁহার ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ (বা ভানুকর্ণ) বৎসরে ছয়মাস ঘুমাইয়া থাকিতেন এবং তারপর জাগরিত হইয়া হস্তী প্রভৃতি বহু জীবের মাংস আহার করিয়া আবার ছয় মাসের জন্য ঘুমাইয়া পড়িতেন কেন? আবার যে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার প্রবল প্রতাপে স্বর্গে দেবগণের উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকেন তিনিই বা কেন রাবণের নিকট বন্দী হইলেন? সিংহ কি হরিণের নিকট বন্দী হয়? মদমত্ত হস্তী কি কুকুরের নিকট পরাজিত ও লাঞ্ছিত হয়? রামায়ণের উপাখ্যান নিশ্চয়ই মিথ্যা কথার সমষ্টি!

নিদ্রাভঙ্গের পর প্রাতঃকালে মহারাজ সদলবলে মহাবীর-শিষ্য গৌতমের (গোয়মের) নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন রামায়ণের এইসব অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য কথা সত্য হইল কি প্রকারে? ইহা শুনিয়া গৌতম মহাবীর স্বামীর নিকট যেমন শুনিয়াছিলেন সেইরূপই উত্তর দিলেন ও বলিলেন: সৎকবি সত্য কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু অসৎ কবির রচনায় মিথ্যা কথা স্থান পায়। রাবণের বিষয়ে বাল্মীকির কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি আপনাকে মহাপুরুষদিগের সত্য জীবনকথা শুনাইব।

বিশ্ব ও বিশ্বসৃষ্টি বর্ণনা এবং কৃতযুগের প্রথম তীর্থংকর ঋষভদেবের জীবনচরিত বর্ণনার পর গৌতম বলিলেন:

কৃত যুগে কেবল ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণ

ছিল। ব্রাহ্মণ ছিল না। সকলেই জৈন ধর্ম মানিত। তারপর ইন্দ্রজাল-বিদ্যাবিৎ বিদ্যাধরগণের উদ্ভব হয়। তারপর ইক্ষ্বাকু বংশ ও চন্দ্র বংশের উদ্ভব হয়। এইকালে দ্বিতীয় তীর্থংকর অজিতনাথ প্রাদুর্ভূত হন। বানর দ্বীপে কিষ্কিন্ধ্যাপুর নামে এক নগর আছে। বানরেরা পশু নহে, বিদ্যাধর। তোরণে, পতাকায়, গৃহচূড়ায়, রথশীর্ষে বানরের চিহ্ন ব্যবহার করার জন্য তাহাদিগের নাম বানর বা বানর-ধ্বজ।*

লঙ্কা দ্বীপে রাবণ, রাবণ-ভগিনী চন্দ্রমুখা, রাবণ-ভ্রাতা ভানুকর্ণ এবং বিভীষণের জন্ম হয়। তপস্যা প্রভাবে ইহারা সকলেই অলৌকিক-শক্তি-সম্পন্ন ও ইন্দ্রজাল-বিদ্যাবিৎ হয়। যে বংশে রাবণ জন্মগ্রহণ করে সেই রাক্ষস বংশীয়গণ নরখাদক ছিল না, তাহারা ছিল বিদ্যাধর। রাবণের গর্ভধারিণী বিচিত্রশক্তি-সম্পন্ন মুক্তার মালা রাবণের গলায় জড়াইয়া দিয়াছিলেন। সেই সকল মুক্তায় রাবণের মস্তকের প্রতিবিম্ব পড়ায় সেই প্রতিবিম্বিত মুক্তাগুলি এক একটি মস্তকের মত দেখাইত। এইরূপে নয়টি প্রতিবিম্ব রাবণের মস্তক বেষ্টন করিয়া দেখা যাইত বলিয়া রাবণের নাম হয় 'দশানন', বস্তুতঃ পক্ষে রাবণের মাথা একটাই ছিল। মহারাজ রাবণ পরম জৈন ছিল, জৈন সাধুদিগের সৎকার করিত এবং বহু জৈন মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিল। এইকালে ব্রাহ্মণদিগের উৎপত্তি হয় এবং জৈনদিগের সহিত তাহাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরব্ধ হয়। এক ব্রাহ্মণের 'পর্বত' নামে এক পুত্র ও 'নারদ' নামে এক

*পশ্চিম মহা পর্বতে স্থিত 'বনবাস' নগরের 'কদম্ব' রাজগণ ৫৬৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহাদের রাজ-পতাকায় বানর-চিহ্ন ব্যবহার করিতেন এবং 'বানর-ধ্বজ' নামে বিদিত ছিলেন।

শিষ্য ছিল। গর্হিতভাবে সন্ন্যাসধর্ম পালন করায় (অর্থাৎ জৈন আচার না মানিয়া ব্রাহ্মণের আচার পালন করায়) পর্বত নরখাদক রাক্ষস বংশে জন্মগ্রহণ করে এবং ইন্দ্রজাল প্রভাবে ব্রাহ্মণের আকার ধারণ করিয়া যজ্ঞ ও জীব হত্যার বিধান দেয়। কিন্তু পরম জৈন নারদ এই যজ্ঞ ও জীব হত্যার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া বলেন: যজ্ঞীয় পশু অর্থে কাম-ক্রোধাদি রিপু্ বুঝিতে হইবে; দক্ষিণা অর্থে সত্য, ক্ষমা ও অহিংসা এবং যজ্ঞফল অর্থে 'স্বর্গ' নয়, 'নির্বাণ' বুঝিতে হইবে। যজ্ঞে যে পশু হত্যা করে সে ব্যাধের মতই নিরয়গামী হয়। পূর্বজন্মে একজন নির্গ্রন্থের নিগ্রহ করার অপরাধে দেবরাজ ইন্দ্রকে রাবণের নিকট পরাজিত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু রাবণ তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখে নাই, জাঁক-জমকের সহিত লঙ্কায় আনিয়াই তাঁহাকে মুক্ত করা হইয়াছিল।

পরম জৈন রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠা মহিষী অপরাজিতার পুত্র পদ্ম, মধ্যমা সুমিত্রার পুত্র লক্ষ্মণ এবং কৈকেয়ীর পুত্র ভরত ও শত্রুঘ্ন। দশরথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অনন্তরথ রাজ্য ত্যাগ করিয়া নির্গ্রন্থ হইয়া গেলে দশরথ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। একটি জৈন মন্দিরে রাজা দশরথ পুত্রগণের সহিত অষ্টাহ ব্যাপী জিনার্চনা ও স্নান বন্দনা করেন। অবভৃথ স্নানের পর নারীদের স্নানের জন্য তীর্থোদক পাঠাইয়া দেওয়া হয়। জ্যেষ্ঠা মহিষী স্নানের জল না পাইয়া রুষ্ট হন এবং আত্মহত্যার উদ্যোগ করেন। রাজা যখন তাঁহার সহিত আলাপে নিযুক্ত, সেই সময়ে কঞ্চুকী জল লইয়া গিয়া রাণীর মস্তকে ঢালিয়া দেয়। ইহাতে রাণীর রোষশান্তি হয়। বিলম্বের কারণ

জিজ্ঞাসা করায় কঞ্চুকী বলেঃ আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার দেহ গো-শকটের ন্যায় ধীর গতিতে চলে। শিথিলাগ্রহ সখার মত চোখ দুটি ভাল কাজ করে না। অসৎ পুত্রের ন্যায় কান দুটি কথা শুনেনা। চক্রনেমির ন্যায় দাঁতগুলি স্খলিত হইয়াছে। দংশনে অসমর্থ গজ-দন্তের ন্যায় হাত দুটি শিথিল-কর্মা। অসতী নারীর ন্যায় পা-দুটি সৎ পথে চলে না। এই লাঠিখানিই এখন আমার প্রিয়তম বন্ধু এবং একমাত্র অবলম্বন।

জনক রাজার মহিষীর নাম বিদেহা। বিদেহার কন্যা সীতা বৈদেহী পরম রূপবতী। দশরথপুত্র পদ্ম অর্ধ-বর্বর দেশের ম্লেচ্ছদিগের বিরুদ্ধে জনকরাজার পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়া ম্লেচ্ছ-দিগকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। 'পদ্ম'কুমারের বল-বীর্য ও সদ্‌গুণে সন্তুষ্ট হইয়া রাজা জনক সীতার সহিত পদ্মকুমারের বিবাহ দেন। সীতার পাণিপ্রার্থী বিদ্যাধরগণ আপত্তি করিয়া একখানি ধনুক আনিয়া বলে যে এই ধনুকে যে গুণ দিতে পারিবে তাহারই হস্তে সীতাকে সমর্পণ করিতে হইবে। পদ্ম ভিন্ন আর কেহই সে ধনুক নোয়াইতে পারে নাই।

কালক্রমে দশরথ বার্ধক্য দশায় উপনীত হন এবং পদ্ম-কুমারকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া সংসার ত্যাগপূর্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবার জন্য উৎসুক হইয়া পড়েন। ভরতও প্রব্রজ্যা গ্রহণে উৎসুক হন, কিন্তু পদ্ম ও কৈকেয়ীর অনুরোধে বিরত হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন। কিন্তু জৈন সাধু 'দ্যুতি'র সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করেন যে পদ্ম প্রব্রজ্যা হইতে ফিরিয়া আসিবা-মাত্র রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে যাইবেন। লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত পদ্ম বনে গেলেন। সর্ব বাসনা ও ভোগ বর্জন করিয়া

পরম পবিত্র জৈন শ্রাবকের মত ভরত রাজকার্য পরিচালন করিতে লাগিলেন।

জৈন মতে পদ্ম-লক্ষ্মণাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় বিষ্ণুর অংশভূত অবতার নহেন। তাঁহারা 'কারণ পুরুষ' অর্থাৎ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহাদের জন্ম। লক্ষ্মণ পদ্ম অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ও মেধাবী। লক্ষ্মণই কৃষ্ণ, কেশব বা অচ্যুত, অষ্টম বাসুদেব। 'পদ্ম' উপাখ্যানের যত মহৎ কর্ম, সবই লক্ষ্মণের শক্তিতে সম্পন্ন হয়। লক্ষ্মণের অস্ত্রেই রাবণ নিহত হয়।

পদ্ম, সীতা ও লক্ষ্মণের বনবাস কাহিনী প্রায় বাল্মীকির কাহিনীরই অনুরূপ। লোভ মহা পাপ। প্রলোভনমুগ্ধা সীতার দুর্গতি জৈন নীতিসম্মত। রাবণ কর্তৃক সীতাহরণের পর কিষ্কিন্ধ্যাপুরে 'বানর-ধ্বজ' সুগ্রীব, হনুমান প্রভৃতি বিদ্যাধর-গণের সহিত পদ্ম ও লক্ষ্মণের মিলন হয়। তারপর লঙ্কায় যুদ্ধ।

*   *   *   *

লক্ষ্মণের ক্ষত সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হওয়ার সংবাদ পাইয়া রাবণ একান্ত বিহ্বল হইয়া পড়িল, কিন্তু আশা ছাড়িল না। রাবণের পাত্রমিত্রগণ তাহাকে সদুপদেশ দিল। বলিল: পরম জিনভক্ত পদ্ম অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন। তাঁহার সহিত বিরোধ সমীচীন নয়। সীতা পরম পবিত্রা, তাঁহাকে আর নিগ্রহ করা উচিত নয়। সীতা প্রত্যর্পণপূর্বক পদ্মকুমারের সহিত সন্ধি স্থাপনই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু দুর্বিনীত ইন্দ্রজিৎ রাবণ আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়া এ উপদেশ গ্রহণ করিল না। ঘোর ঘটা করিয়া ষোড়শ তীর্থংকর শান্তিনাথের মন্দিরে পূজা-

বন্দনা করা হইল। লঙ্কা রাজ্যে জীবহত্যা নিষেধ করিয়া রাজ-আদেশ বাহির হইল। সৈন্যগণকে যুদ্ধে বিরত থাকিতে আদেশ দেওয়া হইল। তারপর শান্তিনাথের মন্দিরে পরম পবিত্র অন্তঃকরণে পদ্মাসনস্থ হইয়া রাবণ ধ্যানে মগ্ন হইল। উদ্দেশ্য,—তপস্যা প্রভাবে বহুরূপিণী ইন্দ্রজালবিদ্যা লাভ করিয়া মানব-শত্রুকে নাশ করিতে হইবে।

বিভীষণ এ সংবাদ অবগত হইয়া পদ্মকুমারকে বলিল: তপোভঙ্গ না করিলে রাবণ অজেয় হইবে। পুণ্যকর্মরত রাবণকে বিরক্ত করিতে পদ্মকুমার রাজি হইলেন না। তখন অনন্যোপায় বিভীষণ কুমার অঙ্গদের সহিত পরামর্শ করিলেন। স্থির হইল যে পদ্মকুমারের অজ্ঞাতসারেই রাবণের তপোভঙ্গ করিতে হইবে। বাঙ্গালা রামায়ণের অঙ্গদ-রায়বারের অনুরূপ ছায়া এইখানে দেখিতে পাওয়া যায়।

কুমার অঙ্গদ লঙ্কাভিমুখে যুদ্ধাভিযানে নির্গত হইল। কোটি কোটি 'বানরধ্বজ' সৈন্য লঙ্কায় প্রবেশ করিল। ক্ষেত নষ্ট করিল, শস্য নষ্ট করিল। মুখবিকৃতি পূর্বক লাফাইয়া লাফাইয়া গ্রাম্য বালিকাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিল। সমগ্র লঙ্কায় বিভীষিকা লাগিয়া গেল। শত শত, সহস্র সহস্র বানরধ্বজ সৈন্যের কোলাহলে নগর মুখরিত হইয়া উঠিল। শান্তিনাথের মন্দিরে শত শত বজ্রনাদের ন্যায় ভয়ংকর শব্দ ও কোলাহল উত্থিত হইল। কিন্তু তথাপি রাবণের ধ্যানভঙ্গ হইল না। পদ্মাসনে উপবিষ্ট রাবণ প্রস্তর নির্মিত বিরাট মূর্তির ন্যায় অচল অটল ও নিস্পন্দ রহিল। মন্দির-রক্ষক যক্ষগণ আসিয়া অঙ্গদকে এইসকল দুষ্কর্ম হইতে বিরত হইতে বলিল। অবশেষে দুই পক্ষের সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে রাবণের জীবন নাশ না

করিয়া এবং মন্দির ও রাজপ্রাসাদের কোনও ক্ষতি না করিয়া রাবণের ধ্যানভঙ্গ করিবার জন্য যাহা আবশ্যক অঙ্গদ তাহা করিতে পারিবে।

হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া কুমার অঙ্গদ নগর ভ্রমণে নিষ্ক্রান্ত হইল। বানরধ্বজ সৈন্যগণ দলে দলে বালক, বালিকা ও নারীগণকে ভাবকি দেখাইয়া ফিরিতে লাগিল। নারীদিগের দুই-দুই জনকে ধরিয়া চুলে চুলে বাঁধিয়া দিয়া মজা দেখিতে লাগিল। কিন্তু কেহ কাহাকেও অস্ত্র প্রহার করিল না। নগর ভ্রমণের পর শান্তিনাথের মন্দিরে আসিয়া কুমার অঙ্গদ ভক্তিভরে শান্তিনাথকে প্রণাম করিল। তারপর কোলাহল করিয়া রাবণকে তিরস্কার করিতে লাগিল: তপস্বীর বেশে তুমি ভণ্ড, তুমি তোমার পবিত্র বংশে কলঙ্ক আনিয়াছ, সাধুর শাস্তি দিয়াছ, অসাধুর প্রশ্রয় দিয়াছ, লোভে ও পাপে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়াছ; শান্তিনাথের পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার তোমার মত পাষণ্ডের নাই। দূর হও, অপবিত্র। ইত্যাদি।

কিন্তু কিছুতেই রাবণের ধ্যানভঙ্গ হইল না। পাষাণের মূর্তির ন্যায় রাবণ অসাড়, অনড় অবস্থায় বসিয়া রহিল। কুমারের অনুচরগণ কোলাহল করিতে লাগিল।

এমন সময়ে বিদ্যুতের ন্যায় আকাশপথ বিদীর্ণ করিয়া ইন্দ্রজাল বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী এক যক্ষিণী আসিয়া রাবণকে বলিলেন 'উঠ, আর তপস্যা করিতে হইবে না, আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, বর চাও'। রাবণ 'শত্রুনাশ' বর প্রার্থনা করিল। যক্ষিণী বলিলেন পরম জৈন পদ্ম ও লক্ষ্মণের অথবা বানরধ্বজ বিদ্যাধরদিগের কোনও ক্ষতি তুমি করিতে পারিবে না। আর অন্য কেহ তোমার কোনও ক্ষতি করিতে পারিবে না। হতাশ

মনে রাবণ বলিল : 'হায়! তাহারাই যদি থাকিল, তবে আমার লাভ কি হইল?'

অতঃপর লক্ষ্মণের হাতে রাবণ বধ, সীতা উদ্ধার, অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন, রাজ্যত্যাগ পূর্বক ভরতের প্রব্রজ্যা গ্রহণ, সীতার চরিত্রে প্রজাগণের সংশয়, প্রজা-মনোরঞ্জনের জন্য সীতার নির্বাসন, সীতার শোকে পদ্মকুমারের বিলাপ, বনে কুশ ও লবের জন্ম ইত্যাদি সবই বাল্মীকির আখ্যানের অনুরূপ। তবে মধ্যে মধ্যে চমৎকারিত্ববিহীন জন্মান্তরকাহিনী ও কর্ম-ফলের উদাহরণে অসংখ্য কাহিনী স্থান পাইয়াছে।

পদ্মপুরাণ বা জৈনরামায়ণের অন্য কয়েকখানি বই :

রবিসেন লিখিত পদ্মপুরাণ (সংস্কৃত) ৮ম শতক।

হেমচন্দ্র কৃত রামচরিত্র (ত্রিষষ্টি-শলাকা পুরুষ চরিত্রের ৭ম পর্ব) সংস্কৃত ভাষা, ১৩শ শতক।

রাজবিজয় সূরির শিষ্য দেববিজয় গণীর রামচরিত্র (সংস্কৃত গদ্য) হেমচন্দ্র অবলম্বনে ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত।

কন্নড় দেশের কবি পম্পা বিরচিত কন্নড় ভাষায় গদ্য-পদ্যময় পম্পা-রামায়ণ। দ্বাদশ শতক।

কুমুদেন্দু রচিত ষট্‌পদী ছন্দে কন্নড় ভাষায় লিখিত কুমুদেন্দু-রামায়ণ। ১৩শ শতক।

চন্দ্রশেখর ও পদ্মনাভ প্রণীত 'রামচন্দ্র চরিত্র' (কন্নড়) ১৭০০-১৭৫০ খ্রীঃ।

দেবচন্দ্র কৃত রামকথাবতার (কন্নড়) ১৮৩০ খ্রীঃ। পম্পা-রামায়ণ অবলম্বনে রচিত।

কৃষ্ণদাস কৃত পুণ্যচন্দ্রোদয়-পুরাণ (সংস্কৃত)।

জৈন মহাভারতঃ

জৈনদিগের হাতে পড়িয়া বাল্মীকির রামায়ণের যে প্রকার বিকৃতি ঘটিয়াছে, মহাভারতের উপাখ্যানে সেরূপ বিকৃতি দেখা যায় না। কেবল জৈন আবেষ্টনের মধ্যে সকলকে টানিয়া লওয়া হইয়াছে এবং জৈনমতে বিশ্বের বিবরণ ইহাতে স্থান পাইয়াছে। বক্তা মহাবীরশিষ্য গৌতম এবং শ্রোতা মগধাধিপতি শ্রেণিক (বিম্বিসার)। গ্রন্থের নাম হরিবংশ-পুরাণ। কৃষ্ণের খুল্লতাত ভ্রাতা অরিষ্টনেমির কাহিনী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। কৌরব, পাণ্ডব, কর্ণ প্রভৃতি সকলেই জৈন।

কয়েকখানি গ্রন্থের নামঃ

জিনসেন বিরচিত হরিবংশ পুরাণ (৬৬ সর্গে, সংস্কৃত ভাষায়) ৭৮৩ খ্রীঃ।

সকলকীর্তির হরিবংশ (৩৯টি সর্গ। প্রথম ১৪ সর্গের পরবর্তী অংশ জিনদাস বিরচিত) ১৫শ শতক।

মলধর দেবপ্রভ সূরি রচিত পাণ্ডবচরিত (১৮ সর্গ, ১২০০ খ্রীঃ)।

শুভচন্দ্র রচিত পাণ্ডবপুরাণ বা জৈন মহাভারত (১৫৫১ খ্রীঃ)।

বাদিচন্দ্র কৃত পাণ্ডবপুরাণ (১৮ সর্গ)।

রাজ্যবিজয় সূরি কৃত গদ্য গ্রন্থ, দেবপ্রভ-কৃত কাব্য-গ্রন্থ হইতে সংকলিত। ১৬০৪ খ্রীঃ।

গুণবর্ম (৮৮৬-৯১৩ খ্রীঃ) কৃত হরিবংশ বা নেমিনাথচরিত। কন্নড় ভাষা।

পম্পাকবি (জন্ম ৯০২ খ্রীঃ) কৃত পম্পা ভারত। কন্নড় ভাষা।

[দ্রৌপদী অর্জুনের পত্নী, পঞ্চ পাণ্ডবের পত্নী নহে। অর্জুনই কাব্যের নায়ক; সুভদ্রা-সহ তিনিই হস্তিনাপুরে রাজা হন।]

অমিতগতি-প্রণীত (সংস্কৃত) ধর্ম পরীক্ষা (১০১৪ খ্রীঃ) গ্রন্থে মহাভারতের কথা :

"ব্যাস নিশ্চয়ই জানিতেন যে তাঁহার কাব্য মিথ্যা কথায় ভরা; কিন্তু তথাপি তিনি তাঁহার অসঙ্গত, অদ্ভুত, অর্থহীন কাব্যখানি বিশ্বের মানব সমাজে সাহস করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কেননা তিনি পরীক্ষাদ্বারা জানিয়াছিলেন যে মানবজাতি অতি নির্বোধ। গঙ্গাগর্ভে একটি বস্তু রাখিয়া তদুপরি বালুকা স্তূপীকৃত করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে বহু লোক তাঁহার অনুকরণ করিয়া বালি ফেলিতে লাগিল। তাঁহার বস্তুটি কোথায় রক্ষিত হইয়াছিল তাহার নিদর্শন অত্যল্পকাল মধ্যেই বিলুপ্ত হইয়া গেল। এই রূপই মানবজাতির প্রকৃতি।

জিনপুরাণ বা তীর্থংকরগণের কাহিনী :

কয়েকখানি গ্রন্থের নাম :

ভদ্রবাহু কৃত জিনচরিত্র (কল্পসূত্রের অন্তর্গত)।

জিনসেন কৃত আদিপুরাণ (ঋষভদেব বা আদিনাথের ইতিহাস আছে) নবম শতক।

হেমচন্দ্র কৃত ত্রিষষ্টি শলাকা পুরুষ চরিত। ১৩ শতক।

গুণচন্দ্র গণীর মহাবীর চরিয়ম্। ১০৮২ খ্রীঃ। আগমোদয় ১৯২৯।

দেবেন্দ্র গণী বা নেমিচন্দ্র কৃত মহাবীর চরিয়ম্। ১০৮৫ খ্রীঃ।

সূরাচার্য কৃত নেমিনাথ চরিত (সংস্কৃত)। ১১ শতক।

মলধারি-হেমচন্দ্র কৃত নেমিনাথ-চরিত (সংস্কৃত)। ১১৫৯ খ্রীঃ।

হরিভদ্র কৃত নেমিনাহ চরিউ। ১৩ শতক।

হরিভদ্র কৃত মল্লীনাথ চরিত। ১৩ শতক।

বাগ্‌ভট কৃত নেমিনির্বাণ (সংস্কৃত)। ১১-১২ শতক।

বিক্রম কৃত নেমিদূত (মেঘদূতের অনুকরণে)।

জিনসেন কৃত পার্শ্বাভ্যুদয়। ৯ শতক।

ভবদেব সূরির পার্শ্বনাথ চরিত্র। ১৩ শতক

বাদিরাজ কৃত পার্শ্বনাথ চরিত্র। ১০২৫ খ্রীঃ।

মাণিক্যচন্দ্র কৃত পার্শ্বনাথ চরিত্র। ১২২৭ খ্রীঃ।

সকলকীর্তি কৃত পার্শ্বনাথ চরিত্র। ১৫ শতক।

পদ্মসুন্দর কৃত পার্শ্বনাথ চরিত্র। ১৫৬৫ খ্রীঃ :

উদয়বীর্য গণি কৃত পার্শ্বনাথ চরিত্র।

মাণিক্যচন্দ্র কৃত শান্তিনাথ চরিত্র। ১৩ শতক।

সকলকীর্তি কৃত শান্তিনাথ চরিত্র। ১৫ শতক।

দেবসূরি কৃত শান্তিনাথ চরিত্র (সংস্কৃত)। ১২৮২ খ্রীঃ।

অজিতপ্রভ কৃত শান্তিনাথ চরিত্র (সংস্কৃত মহাকাব্য)। ১৩ শতক।

সোমপ্রভ কৃত সুমতিনাথ চরিত (প্রাকৃত)। ১২ শতক।

অসগ কৃত শান্তি পুরাণ। কাল অজ্ঞাত।

লক্ষ্মণ গণি কৃত সুপাসনাহ চরিয়ম্। (প্রাকৃত মহাকাব্য)। ১১৪৩ খ্রীঃ।

কৃষ্ণদাস কৃত বিমল-পুরাণ।

হরিচন্দ্র কৃত ধর্ম শর্মাভ্যুদয় (ধর্মনাথের জীবনী লইয়া মহাকাব্য)। ৯ শতক।

বর্ধমান সূরি কৃত বাসুপূজ্য চরিত্র।

মেরুতুঙ্গ কৃত মহাপুরুষ চরিত্র (ঋষভ, নেমি, শান্তি, পার্শ্ব ও বর্ধমান) সংস্কৃত মহাকাব্য। পঞ্চসর্গাত্মক। ১৩০৬ খ্রীঃ।

পম্পাকৃত আদিপুরাণ (ঋষভ চরিত,—কন্নড় ভাষা)। ১০ শতক।

পোন্না কৃত শান্তিপুরাণ (কন্নড় ভাষা) ১০ শতক।

রন্না কৃত অজিত পুরাণ (কন্নড় ভাষা) ১০ শতক।

চাবুণ্ড রায় কৃত চাবুণ্ডরায় পুরাণ (২৪ জন তীর্থংকরের কথা, কন্নড় ভাষা) ৯৭৮ খ্রীঃ।

নাগচন্দ্র কৃত মল্লীনাথ পুরাণ (কন্নড় ভাষা)। ১২ শতক।

নেমিচন্দ্র কৃত নেমিনাথ পুরাণ (কন্নড় চম্পূ)। ১১৭০ খ্রীঃ।

অগ্গল কৃত চন্দ্রপ্রভ পুরাণ (কন্নড় চম্পূ)। ১১৮৯ খ্রীঃ।

আচ্ছন্ন কৃত বর্ধমান পুরাণ (কন্নড় চম্পূ)। ১১৯৫ ,,।

বন্ধুবর্ম কৃত হরিবংশাভ্যুদয় (নেমিনাথ চরিত, কন্নড় চম্পূ)। ১২০০ খ্রীঃ।

পার্শ্বপণ্ডিত কৃত পার্শ্বনাথ পুরাণ (কন্নড় চম্পূ)। ১২০৫ খ্রীঃ।

জন্ন কৃত অনন্তনাথ পুরাণ (কন্নড় চম্পূ)। ১২৩০ খ্রীঃ।

গুণবর্ম কৃত পুষ্পদন্ত পুরাণ (কন্নড় চম্পূ) ১২৩৫ ,,।

কমলভব কৃত শান্তীশ্বর পুরাণ (কন্নড় চম্পূ) ১২৩৫ ,,।

মহাবল কবি কৃত নেমিনাথ পুরাণ (কন্নড় চম্পূ) ১২৫৪ খ্রীঃ।

মধুর কৃত ধর্মনাথ পুরাণ (কন্নড় চম্পূ) ১৩৮৫ খ্রীঃ।

মঙ্গরস কৃত নেমিজিনেশ (কন্নড় চম্পূ) ১৫০৮ খ্রীঃ।
শান্তিকীর্তি কৃত শান্তিনাথ পুরাণ (কন্নড় চম্পূ) ১৫১৯ খ্রীঃ।
দোড্ডয্য কৃত চন্দ্রপ্রভ পুরাণ (কন্নড় চম্পূ) ১৫৫০ খ্রীঃ।
দোড্ডনাঙ্ক কৃত চন্দ্রপ্রভ পুরাণ (কন্নড় চম্পূ) ১৫৭৮ ,, ।

কথা সাহিত্য ঃ

ধর্মকুমার কৃত **শালিভদ্র চরিত** (১২৭৭) একখানি সংস্কৃত মহাকাব্য। ইহারই অনুকরণে অলঙ্কার-বহুল সংস্কৃতে প্রত্যুম্ন সূরি **দানধর্মকথা** (১৩ শতকের শেষ ভাগে) লিখেন। ইহারই নামান্তর **দানাবদান।** শালিভদ্রের কাহিনী জৈন-সাহিত্যে সুপরিচিত। সংক্ষেপে সংগৃহীত হইল।

পূর্বজন্মে শালিভদ্র এক দরিদ্র বিধবার পুত্র ছিলেন, নাম ছিল 'সংগম'। মেষ-পালন কার্যে নিযুক্ত থাকিয়াও সংগম অনেক সময় ধ্যানস্থ থাকিতেন। কোনও এক উৎসবের দিনে সকল গৃহস্থের বাড়ীতেই নানা সুখাদ্য প্রস্তুত হইতেছে দেখিয়া সঙ্গম তাঁহার মাতাকে ভাল খাদ্য প্রস্তুত করিতে বলিলেন। অনেক কষ্টে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া সঙ্গমের দরিদ্র বিধবা মাতা যে খাদ্য প্রস্তুত করিলেন সঙ্গম তাহা নিজে না খাইয়া একজন আগন্তুক সন্ন্যাসীকে দান করিলেন। অতিথি তাহাই খাইয়া উপবাসের পর পারণ করিলেন। জৈন ধর্মমতে নিজে না খাইয়া অতিথিকে খাদ্য দান মহা পুণ্য কর্ম। ইহা অপেক্ষা বড় দান আর নাই। এই পুণ্যের ফলে সঙ্গম রাজগৃহ নগরে গোভদ্র নামক এক ধনীর ভার্যা ভদ্রার গর্ভে 'শালিভদ্র' নামে জন্মগ্রহণ করেন। নানা সুষমায় বিমণ্ডিত দেহ ও অশেষ সদ্‌গুণের আধার চিত্ত লইয়া তিনি জন্ম গ্রহণ করেন।

যৌবনকাল উপস্থিত হইলে গোভদ্র ৩২ জন সুন্দরী কন্যার সহিত শালিভদ্রের বিবাহ দিয়া নিজে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং প্রায়োবেশন দ্বারা ইচ্ছামৃত্যু বরণ করেন। এইরূপ মৃত্যুর পুণ্যে গোভদ্র বিমানলোকে দেবতা হইয়া স্থান পান। দেবতার অশেষ ক্ষমতা। সেই দৈব শক্তির বলে দেবতারূপী গোভদ্র তাঁহার পুত্রের জন্য রাশি রাশি ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়া দেন। ফলে শালিভদ্র অশেষ ধনশালী হইয়া পড়েন। শালিভদ্রের মতো ধনী জগতে আর কেহ নাই। একদিন মহারাজ শ্রেণিককে দেখিয়া তাঁহার এই দিব্যজ্ঞান হইল যে ধনসম্পদ বা রাজশক্তি থাকিলেও মানুষ মানুষই থাকিয়া যায়, কারণ রাজা হইয়াও শ্রেণিক একজন জরা-মৃত্যুর অধীন মানব মাত্র। এই জ্ঞান লাভ করিয়া শালিভদ্র প্রত্যেক-বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন এবং তাঁহার গুরু ধর্মঘোষের উপদেশ মতে সংসার ত্যাগ করিয়া দেবগণের ভোগ্য বিমানলোক প্রাপ্ত হইলেন।

চন্দ্রপ্রভ-প্রণীত **প্রভাবকচরিত** ১২৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রদ্যুম্ন সূরি কর্তৃক সংস্কৃত হইয়া একখানি অলঙ্কার-বহুল সংস্কৃত মহাকাব্যে পরিণত হয়। ইহাতে ২২ জন জৈন গুরুর এবং কবি, গ্রন্থকার, লেখক প্রভৃতির জীবন কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। হরিভদ্র, সিদ্ধর্ষি, বপ্‌পভট্টি, মানতুঙ্গ, শান্তি সূরি, হেমচন্দ্র প্রভৃতি ইতিহাসবিশ্রুত মহাপুরুষগণের জীবনী থাকায় গ্রন্থ-খানির ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

মেরুতুঙ্গ কৃত **প্রবন্ধচিন্তামণি** (১৩০৬ খৃঃ) ও রাজশেখর কৃত **প্রবন্ধকোষ** (১৩৪৯ খৃঃ) দুইখানি ঐতিহাসিক বা অর্ধ-ঐতিহাসিক জীবনচরিতের সংগ্রহ। মহারাজ ভোজ,

মহারাজ বিক্রমাদিত্য, শীলাদিত্য, বরাহমিহির, মহারাজ নন্দ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গের সহিত সম্পর্কযুক্ত বহু গল্প, কাহিনী, উপাখ্যান, প্রাচীন কথা প্রভৃতি প্রথম গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। হেমচন্দ্র ও কুমারপাল এবং বহু রাজসভা তর্ক-সভার বিবরণও আছে। প্রবন্ধকোষে হেমচন্দ্র, হরিহর, শ্রীহর্ষ, অমরচন্দ্র, দিগম্বর মদনকীর্তি প্রভৃতি ২৪ জন মহাপুরুষ ও ৭ জন রাজার কথা আছে।

পাদলিপ্ত [বা পালিত্ত] সূরি কৃত (২, ৩ শতক) তরঙ্গবতী নামক ধর্মকথা গ্রন্থ লোপ পাওয়ায় সহস্র বৎসর পরে তাহারই বিষয় অবলম্বন করিয়া ১৬৪৩ প্রাকৃত শ্লোকে নিবদ্ধ **তরঙ্গলোলা** বিরচিত হয়। যে প্রণয় কাহিনী লইয়া এই গ্রন্থ তাহা সংক্ষেপে এইরূপ :

কোনও এক ধনী বণিকের অতিসুন্দরী কন্যার জীবন কাহিনী বা পূর্বজন্ম-কাহিনী এই গ্রন্থে পল্লবিত বর্ণনায় স্থান পাইয়াছে। এই বণিক কন্যা সন্ন্যাসিনী বা নির্গ্রন্থী। সরোবরে হংসমিথুন দেখিয়া একদিন সে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে; কারণ পূর্বজন্মে সে হংসী ছিল। ব্যাধের শরে তাহার প্রণয়ী হংসের মৃত্যু হওয়ায় সে স্বেচ্ছায় সহমৃতা হইয়া পুড়িয়া মরিয়াছিল। পূর্বকথা স্মরণ হওয়াতে সে স্মৃতির সাহায্যে হংসমিথুনের চিত্র অঙ্কিত করে। এই চিত্রের সাহায্যে বহু বিরহ-বিচ্ছেদ ও বহু দুঃখ-কষ্টের পর তাহার পূর্বজন্মের স্বামীর সহিত তাহার মিলন ঘটে। উভয়ে পলাইয়া যাইবার পথে তাহারা দস্যু হস্তে ধৃত হয়। দস্যুরা তাহাদিগকে কালীমন্দিরে বলি দিবার জন্য লইয়া যায়। সেখান হইতে তাহারা

কৌশলে পলাইয়া আসে। বণিক্ পিতার গৃহে ঐ সন্ন্যাসিনী প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহার এই পূর্ব জন্মের স্বামীকে বিবাহ করিতে চায়। বিবাহে পিতামাতা সম্মতি দান করেন। বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। অল্পকাল পরে একজন জৈন সন্ন্যাসী আসিয়া তাহাদিগকে জৈনধর্ম বিষয়ে উপদেশ দিতে থাকে। এই সন্ন্যাসী পূর্ব জন্মে ব্যাধরূপে হংসমিথুনের মধ্যে হংসটিকে বধ করিয়াছিল। বণিকের জামাতা তাহাকে চিনিতে পারে এবং তাহার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু এই সব কর্মের ফলে তাহাদের বৈরাগ্য জন্মে এবং তাহারা উভয়েই নির্গ্রন্থ ও নির্গ্রন্থী হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া যায়।

হরিভদ্র কৃত **সমরাইচ্চ-কহা** (সমরাদিত্য কথা) খ্রীস্টীয় দশম বা একাদশ শতকে লেখা একখানি ধর্মকথা ও প্রাকৃত মহাকাব্য।* ১২১৪ খ্রীস্টাব্দে প্রদ্যুম্নসূরি এই বিরাট গ্রন্থের সংক্ষেপ করেন।† নারীর নিন্দা, জন্মান্তরের কথা, অদ্ভুত প্রণয়কাহিনী, প্রণয়ের ব্যর্থতা, নৌকাডুবি, প্রণয়ে অবিশ্বাস প্রভৃতি নানা কাহিনীতে গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ। গদ্য-পদ্যে লেখা। জৈন মহারাষ্ট্রী ভাষা। বহু নায়ক-নায়িকা ও প্রতিনায়ক-প্রতিনায়িকার নানা জন্মের ভিতর দিয়া কর্মফল-ভোগের কাহিনীতে পূর্ণ।

সিদ্ধর্ষি রচিত **উপমিতি-ভব-প্রপঞ্চা কথা** (৯০৬ খ্রীঃ) একখানি গদ্য-পদ্যে মিশ্রিত সংস্কৃত ভাষায় লেখা ধর্মকথা, রূপক বর্ণনার চরম নিদর্শন। [শেঠ দেবচাঁদ লালভাই জৈন পুস্তকোদ্ধার

* Edited by H. Jacobi in Bib. Indica (1908), 1926.

† সমরাদিত্য সংক্ষেপ—Edited by H. Jacobi, Ahmedabad 1905.

৪৬ ও ৪৯ সংখ্যা, ১৯১৮ ও ১৯২০ খ্রীঃ।] এই বিরাট 'সংসার-নাটকে' মানবের নানা চিত্তবৃত্তি আরোপিত-ব্যক্তিত্ব হইয়া পাত্র-পাত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে। অতি-পাণ্ডিত্য-পূর্ণ সংস্কৃত রচনা, পণ্ডিতজনের জন্য লিখিত। অশিক্ষিত সাধারণ পাঠকের জন্য লিখিলে তিনি প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করিতেন। ভূরি ভূরি গল্প ও উপাখ্যান উপযুক্ত স্থলে ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তথাপি সাধারণ পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিবে। উপমিত অর্থাৎ রূপক কাহিনী দ্বারা ভবপ্রপঁঞ্চ অর্থাৎ জন্মান্তর বাহুল্যের বর্ণনা লইয়া এই গ্রন্থ।

এই গ্রন্থে কবির নিজের জীবনের রূপক-কাহিনী বর্ণিত আছে: দুঃখ-দারিদ্র্য এবং নানা ব্যাধিতে পীড়িত 'নিষ্পুণ্যক' নামে একজন ভিক্ষুক 'স্বকর্মোদ্‌ঘাটক' নামক দ্বারপালের সাহায্যে দৃঢ়স্থিতি রাজার রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া 'ধর্মবোধক' নামক পাচকের কন্যা 'তৎকরুণা'র হাতে 'শ্রেষ্ঠমঙ্গল' নামক খাদ্য 'সত্যানন্দ সৃষ্টি' নামক লালারসের সাহায্যে খাইয়া 'পূতদৃষ্টি' নামক নেত্রাঞ্জন চক্ষে লাগাইয়া শনৈঃ শনৈঃ আরোগ্য লাভ করিয়া 'পুণ্য-সমৃদ্ধ' ঋষিতে পরিণত হইয়াছিলেন এই 'সিদ্ধর্ষি'। তারপর বহু পল্লবিত বহু-বিস্তৃত রূপক কাহিনীতে তিনি 'সংসারী জীব' নামক পর্যটকের নানা জন্মান্তরের মধ্য দিয়া সংসার-যাত্রার কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন।

তাঁহার এই 'সংসার নাটক' জৈনগণের মধ্যে বহুসমাদৃত হইয়াছে। বর্ধমান (১০৩২ খ্রীঃ), দেবেন্দ্রসূরি ও হংসরত্ন এই গ্রন্থের অংশ বিশেষের আলোচনা করিয়াছেন। হেমচন্দ্রও তাঁহার 'পরিশিষ্ট পর্বে' সিদ্ধর্ষির গ্রন্থের পাত্র-পাত্রীর নাম ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

ধনপাল (ধণবাল) কৃত **ভবিসত্ত-কহা** (ভবিষ্যদত্ত কথা) একখানি অপভ্রংশ কাব্য। এটি একটি রূপকথা। নানা চাঞ্চল্যকর দুর্ঘটনার মধ্য দিয়া চলিয়া ভবিষ্যদত্ত তাহার বিশ্বাস-ঘাতক বৈমাত্রেয় ভাই কর্তৃক একটি নির্জন দ্বীপে পরিত্যক্ত হয়। সেখানে দেবানুগ্রহে ভবিষ্যদত্ত একটি পরিত্যক্ত নগরের পরিত্যক্ত প্রাসাদে পৌঁছিয়া একটি অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী রাজকন্যাকে দেখিতে পায় ও তাহাকে বিবাহ করে। সুখে ১২ বৎসর কাটে। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য যখন তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, তখন আবার সেই বৈমাত্রেয় ভাই নৌকা লইয়া আসে। তাহার নৌকায় দেশে ফিরিবে ভাবিয়া ভবিষ্যদত্ত সস্ত্রীক নৌকায় উঠিতে যায়। কিন্তু তাহার পত্নী নৌকায় উঠিবামাত্র বিশ্বাসঘাতক নৌকা ছাড়িয়া দেয় এবং ভবিষ্যদত্তের পত্নীকে হরণ করিয়া পলায়ন করে। ভবিষ্যদত্ত পুনরায় ঐ নির্জন দ্বীপে নির্বাসিত হয়। অনুকম্পাবান্ একজন যক্ষের সাহায্যে দৈব বিমানে আরোহণ করিয়া ভবিষ্যদত্ত স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে সমর্থ হয় এবং ঠিক সময়ে উপস্থিত হইয়া তাহার সতী সাধ্বী পত্নীর সহিত মিলিত হয়। তারপর বহু যুদ্ধ বর্ণনা ও বহু ব্যক্তির জন্ম-জন্মান্তরের কাহিনীতে গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ। [দালাল ও গুণে কর্তৃক সম্পাদিত ও বরোদা হইতে প্রকাশিত, ১৯২৩।]

মলয়-সুন্দরী-কথা একখানি চাঞ্চল্যকর উপন্যাসের কাব্যরূপ। প্রাকৃত ভাষায় লেখা। ১৫ শতকে মাণিক্য-সুন্দর এই কাব্যের অনুকরণে **মহাবল-মলয়-সুন্দরী-কথা** লিখিয়াছেন। তদনুকরণে জয়তিলক সংস্কৃত কবিতায় **মলয়-সুন্দরী-চরিত্র** লিখিয়াছেন। শেষ গ্রন্থের অনুকরণে ১৮ শতকে একখানি গুজরাটী কাব্য রচিত হইয়াছে। পবিত্র

ও জনপ্রিয় জৈন রূপকথাটি এইরূপ: রাজকুমার মহাবল ও রাজকুমারী মলয়-সুন্দরী রহস্যাচ্ছন্ন উপায়ে বারে বারে মিলিত ও বারে বারে বিচ্ছিন্ন হয়। এইসব মিলন ও বিচ্ছেদের সূক্ষ্ম হেতু বিশ্লেষণ করিয়া পূর্বজন্ম-বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। সর্বশেষে মহাবল সর্বজ্ঞত্ব লাভ করে এবং মলয়-সুন্দরী যশস্বিনী সন্ন্যাসিনী হয়।*

দিগম্বর জৈন সোমদেবসূরি কৃত **যশস্তিলক চম্পূ** ৯৫৯ খ্রীস্টাব্দে লিখিত, গদ্য ও পদ্যে মিশ্রিত [বোম্বাই কাব্যমালা ৭০, ১৯০১]। সংস্কৃত ভাষা। যৌবন-মদমত্ত বিলাস-মগ্ন রাজা মারিদত্তকে তাঁহার কুলপুরোহিত বলিলেন যে কুলদেবতা চণ্ডমারিদেবতার নিকট সর্বজাতীয় জীবের এক একটি মিথুন বলি দিতে হইবে, একটি নরমিথুনও বলি দিতে হইবে এবং রাজাকে স্বহস্তে বলিদান কর্ম করিতে হইবে। নরবলির জন্য একজন সন্ন্যাসী ও একজন সন্ন্যাসিনী আনীত হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া মারিদত্ত ভাবিতে লাগিলেন, "আমার ভগিনীর যে যমজ সন্তান জৈন ধর্মে দীক্ষা লইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছে, ইহারা কি তাহারাই?" জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানা গেল যে তাহাই সত্য। তখন ভাবান্তর-প্রাপ্ত মারিদত্ত ও তাঁহার কুলদেবতা সকলেই জৈন হইয়া পড়িলেন। প্রসঙ্গক্রমে ভারবি, ভবভূতি, ভর্তৃহরি, গুণাঢ্য, ব্যাস, ভাস, কালিদাস, বাণভট্ট প্রভৃতি বহু কবির নাম গ্রন্থমধ্যে স্থান পাইয়াছে। তাঁহারা সকলেই জৈনধর্মে অনুরাগ দেখাইয়াছেন। গ্রন্থখানি বাণভট্টের কাদম্বরীর আদর্শে রচিত।

---

* ধর্মচক্র লিখিত 'মলয়সুন্দরী কথোদ্ধার' (১৪ শতক) একখানি সংস্কৃত গদ্য-গ্রন্থ; মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত ও প্রাকৃত শ্লোক উদ্ধৃত রহিয়াছে।

৯৭০ খ্রীস্টাব্দে বা নিকটবর্তী কালে শ্বেতাম্বর জৈন ধনপাল কর্তৃক রচিত **তিলক-মঞ্জরী** [বোম্বাই কাব্যমালা ৮৫, ১৯০৩ খ্রীঃ] ও ১১শ শতকে দিগম্বর বাদীভসিংহ কর্তৃক লেখা **গদ্যচিন্তামণি** [সংস্করণ, কুপ্‌পুস্বামী শাস্ত্রী, মাদ্রাজ ১৯০২] এই দুইখানি গ্রন্থে 'জীবন্ধর'-কাহিনী বিবৃত হইয়াছে।*

রাজপুর নগরের রাজা সত্যন্ধরের মহিষী বিজয়া দেবী স্বপ্ন দেখিলেন যে তাঁহার জীবনে সুখ ও দুঃখ চক্রাবর্তক্রমে পুনঃ পুনঃ আসিবে। কিছুদিন পরে তিনি আবার স্বপ্ন দেখিলেন যে দেবতাদের বিমানলোক হইতে এক জীব তাঁহার গর্ভমধ্যে প্রবেশ করিল, মনে হইল যেন পদ্মসরোবরে একটি অতি সুন্দর সারস পক্ষী অবতরণ করিল। তারপর একদিন বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী কাষ্ঠাঙ্গারক রাজাকে রাজ্য-চ্যুত ও নিহত করিল। দয়াবতী এক যক্ষীর সাহায্যে রাণী রক্ষিত হইয়া এক শ্মশানে গিয়া এক পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। দেখিয়া মনে হইল যেন অঙ্গার-কৃষ্ণ আকাশে চন্দ্রোদয় হইল। সন্তানটির প্রতি ভূতপ্রেতাদির আক্রমণ নিবারণার্থে যক্ষী সেখানটি মণিদীপে আলোকিত করিয়া রাখিল এবং শোকাকুলা রাণীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব বিষয়ে এবং জৈন ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে নানা কথা শুনাইতে লাগিল।

গন্ধোৎকট নামক বণিকের পত্নী যখন অন্তঃসত্ত্বা, তখন এক সন্ন্যাসী গণনা করিয়া বলেন যে যে সন্তান প্রসূত হইবে সে শৈশবেই মারা যাইবে, তবে জন্মমাত্র যদি তাহাকে ত্যাগ করা হয় তবে গন্ধোৎকটের একটি দীর্ঘজীবী গুণী পুত্র লাভ হইবে। শ্মশানের নিকট দিয়া যাইবার সময় গন্ধোৎকট বিজয়ার

* গুণভদ্র প্রণীত উত্তর পুরাণে 'জীবন্ধর' কাহিনী বর্ণিত আছে।

সদ্যোজাত পুত্রের ক্রন্দন শুনিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "জীব, জীব,"। ফলে সত্যন্ধর-পুত্রের নাম হইল "জীবন্ধর"। বণিক্ গন্ধোৎকটকে চিনিতে পারিয়া শোকাকুলা রাণী তাঁহারই হস্তে জীবন্ধরকে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন এবং ছেলেটিকে যত্ন করিবার জন্য বারবার তাঁহাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। জীবন্ধরকে লইয়া গিয়া গন্ধোৎকট তাঁহার পুত্রশোকাতুরা পত্নী নন্দার কোলে দিলেন। চোখ মুছিয়া নন্দা জীবন্ধরকে আদর করিতে লাগিলেন।

রাণী বিজয়া যক্ষীর সাহায্যে একটি জৈন মঠে নীত হইলেন। সেখানে মঠ-নিবাসী সন্ন্যাসীদিগের নিকট নানা ধর্মকথা শুনিয়া তিনি কাল কাটাইতে লাগিলেন।

রাজা সত্যন্ধরের আরও দুইটি রাণী দুইটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। রাজার বিশ্বাসী পাত্রদিগেরও চারিটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। গোপনে সকলকেই গন্ধোৎকটের গৃহে লইয়া যাওয়া হইল। নন্দারও একটি পুত্র হইল, তাহার নাম হইল নন্দাঢ্য। জীবন্ধরের সহিত তাহারা সকলে মানুষ হইতে লাগিল।

শৈশবেই জীবন্ধর অসাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে লাগিলেন। একদিন গন্ধোৎকটের গৃহে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং জীবন্ধরের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার কথা শুনিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে অত্যুষ্ণ খাদ্য মুখে পূরিয়া জীবন্ধর কাঁদিয়া উঠিলেন। ইহা দেখিয়া সন্ন্যাসী তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "বুদ্ধিমান্ ছেলে কাঁদে না।" জীবন্ধর তৎক্ষণাৎ নিজের ক্রন্দন সমর্থন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কান্নাই তো এ অবস্থায় বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। কাঁদিলে চক্ষু পরিষ্কার হয়, লালারস ক্ষরণ হয়,

উষ্ণ খাদ্যের উষ্ণতা প্রশমিত হয়।" সন্তুষ্ট হইয়া সন্ন্যাসী জীবন্ধরের শিক্ষক হইলেন।

বিদ্যাধরদিগের রাজা গরুড়বেগের পরম রূপবতী কন্যা গন্ধর্বদত্তার বিবাহের বয়স হইলে গরুড়বেগ স্বয়ংবর-প্রথায় বিবাহের ব্যবস্থা করিলেন। গন্ধর্বদত্তা যেরূপ ষট্‌তন্ত্রী বাজাইয়া গান করিতে পারিত সেকালে সেরূপ আর কেহ পারিত না। তাই স্থির হইল যে ষট্‌তন্ত্রী বাজাইয়া যে তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে সেই তাহাকে বিবাহ করিবে। জীবন্ধর স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত হইয়া ষট্‌তন্ত্রী বাজাইতে লাগিলেন, কিন্তু ষট্‌তন্ত্রী গন্ধর্বদত্তার মত বাজিল না। সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ দ্বারা তিনি জানিলেন যে গন্ধর্বদত্তার ষট্‌তন্ত্রীর মত ষট্‌তন্ত্রী সেখানে আর নাই। তাই তিনি সেইটিই চাহিয়া লইয়া বাজাইতে লাগিলেন। সকলে মুগ্ধ হইল। গন্ধর্বদত্তার সহিত জীবন্ধরের বিবাহ হইয়া গেল।

সুরমঞ্জরী ও গুণমালা নাম্নী দুই কুমারী কন্যার মধ্যে তাহাদের ব্যবহৃত গন্ধদ্রব্যের উৎকর্ষাপকর্ষ লইয়া বিরোধ হইলে জীবন্ধর অসাধারণ বুদ্ধিবলে তাহার মীমাংসা করিয়া দেন। ঐ দুই জনের গন্ধদ্রব্য লইয়া তিনি দুই জায়গায় ছড়াইয়া দিলেন। সুরমঞ্জরীর গন্ধদ্রব্যে মৌমাছি আসিয়া বসিতে লাগিল। ফলে সুরমঞ্জরীর গন্ধদ্রব্যই অধিক সুগন্ধযুক্ত বলিয়া স্থির হইল। তাঁহার বুদ্ধি-বলে আকৃষ্টচিত্তা সুরমঞ্জরীকে তিনি বিবাহ করিলেন।

রাস্তায় বালকের দল একদিন একটি কুকুরের উপর নানারূপ অত্যাচার করিতেছিল। তাহা দেখিয়া জীবন্ধর বালকদিগকে তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দিলেন, কৃতজ্ঞ

কুকুরটি তাঁহার বশীভূত হইল। কুকুরটি পূর্বজন্মে যক্ষ ছিল, কর্মফলে কুকুর হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। এখন তাহার কুকুর-জন্ম হইতে মুক্তিলাভ হইল। স্বমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া যক্ষ জীবন্ধরকে একটি মন্ত্রপূত আংটি দিল। ঐ আংটি হাতে থাকিলে জীবন্ধর ইচ্ছামত রূপ ধারণ করিতে পারিবেন। যক্ষের সঙ্গেও তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল।

রাজা ধর্মপতির কন্যা পদ্মোত্তমা সর্পদষ্ট হইলে যক্ষ-বন্ধুর সাহায্যে জীবন্ধর তাহাকে আরোগ্য করেন। ফলে পদ্মোত্তমার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল।

বণিক্ সুভদ্রের কন্যা ক্ষেমসুন্দরী পরম রূপবতী। কিন্তু তাহার বিবাহ হয় না। লক্ষণ দেখিয়া এক সন্ন্যাসী বলিয়া গেলেন যে, যে ব্যক্তির উপস্থিতিতে তাহাদের জৈন মন্দিরের চাঁপাগাছে ফুল ফুটিয়া উঠিবে, কোকিল কূজন করিয়া উঠিবে, সরোবরের জল নির্মল হইয়া উঠিবে, প্রস্ফুটিত পদ্মে সরোবর সুশোভিত হইয়া উঠিবে, ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি পদ্মমধু-পানে রত হইবে এবং মন্দিরের দরজাগুলি আপনা হইতে খুলিয়া যাইবে, সেই ব্যক্তিই ক্ষেমসুন্দরীর পতি। জীবন্ধর ঐ মন্দিরে যাইবামাত্র সেখানে পূর্বোক্তরূপ পরিবর্তন সংঘটিত হওয়াতে সুভদ্র জীবন্ধরের হস্তে তাঁহার কন্যা সমর্পণ করিলেন।

স্বয়ংবর-সভায় লক্ষ্যবেধ করিয়া জীবন্ধর রাজকন্যা হেমাভার পাণিগ্রহণ করেন।

সরোবরে ক্রীড়ারত ঘুঘুমিথুন দেখিয়া রাজকুমারী শ্রীচন্দ্রা মূর্ছিত হইয়া পড়িল। পূর্বজন্মে সে ঘুঘু হইয়া জন্মিয়া ব্যাধের শরে নিহত তাহার স্বামীর শোকে অত্যন্ত আকুল হইয়া

সহমরণে মরিয়াছিল। অকস্মাৎ সেইকথা স্মরণ হওয়াতে আজ তাহার এই মূর্ছা। লক্ষণজ্ঞগণের গণনায় স্থির হইল যে তাহার পূর্বজন্মের স্বামীকে পাইলেই তাহার মূর্ছা-ভঙ্গ হইবে। জীবন্ধর গণনা করিয়া জানিলেন যে গন্ধোৎকটপুত্র নন্দাঢ্য তাহার পূর্বজন্মের স্বামী। সুতরাং নন্দাঢ্যকে তাহার সম্মুখে আনা হইল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীচন্দ্রার মূর্ছাভঙ্গ হইল। নন্দাঢ্য ও শ্রীচন্দ্রার বিবাহ হইয়া গেল।

পূর্বজন্মে জীবন্ধর একটি সারস শাবককে ১৬ দিন মাতা-পিতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছিলেন। সেই পাপে এজন্মে তাঁহাকে ১৬ বৎসর মাতৃবিচ্ছেদ সহ্য করিতে হইল। ১৬ বৎসর পরে মাতাপুত্রে শুভমিলন সংঘটিত হইল। মাতা পুত্রকে জানাইয়া দিলেন যে তিনি রাজা সত্যন্ধরের পুত্র এবং বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী কাষ্ঠাঙ্গারক তাঁহাকে বধ করিয়া রাজা হইয়া আছে। জীবন্ধর কাষ্ঠাঙ্গারককে বধ করিয়া যথাসময়ে রাজ্য পুনরুদ্ধার করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন।

দৈবজ্ঞেরা গণনা করিয়া রাজপুরের বণিক্ সগরদত্তকে জানাইয়াছিলেন যে জীবন্ধর তাহার কন্যার পূর্বজন্মের স্বামী। সেইজন্য জীবন্ধরের সহিত তাহার বিবাহ হইল।

মন্ত্রপূত আংটির প্রভাবে ব্রাহ্মণ পর্যটকের ছদ্মবেশে জীবন্ধর রাজপুরের রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার পিতৃঘাতী রাজা কাষ্ঠাঙ্গারক তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া প্রকৃত ব্রাহ্মণ ভাবিয়া তাঁহার যথোচিত সম্মান ও অভ্যর্থনা করিল।

জীবন্ধরের বিচারে তাহার গন্ধদ্রব্যের অপকর্ষ স্থির হওয়ার পর হইতে গুণমালা পুরুষ জাতিকে ঘৃণা করিতে লাগিল, খুব তার্কিক হইয়া পড়িল আর প্রতিজ্ঞা করিল যে তাহার

প্রশ্নের যথাযথ উত্তর যে দিতে পারিবে তাহাকেই সে বিবাহ করিবে, নতুবা কাহাকেও বিবাহ করিবে না। ইহা শুনিয়া বৃদ্ধবেশী জীবন্ধর তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। গুণমালা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা হইতে আসিতেছ, কোথায় যাইবে?" জীবন্ধর বলিলেন, "আমি পরে আসিয়াছি এবং পূর্বে যাইব।" কথা শুনিয়া দাসীরা হাসিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "বুড়া হইলে বুদ্ধির ঠিক থাকে না, তোমাদের কি কখনও সে অবস্থা আসিবে না?" গুণমালা আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথায় যাইতেছ?" জীবন্ধর বলিলেন, "আমি ততক্ষণ চলিব যতক্ষণ না একটি যোগ্যা কুমারীর সাক্ষাৎ পাই।" একথা শুনিয়া গুণমালা হাসিয়া বলিল, "ইনি বাহিরে বৃদ্ধ হইলেও অন্তরে যুবক।" তারপর তাঁহার উপযুক্ত সম্মান দেখাইয়া আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বলিল, "যেখানে যাইতে চাও, এখন তাড়াতাড়ি সেইখানে যাও।" ইহা শুনিয়া জীবন্ধর বলিলেন, "বেশ কথাটি তোমার।" এই বলিয়া লাঠিতে ভর দিয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়াই বসিয়া পড়িলেন; যেন গুণমালা তাঁহাকে থাকিতেই বলিয়াছে। "ধৃষ্টতা দেখিয়া গা জ্বলিয়া যায়" বলিয়া দাসীরা তাঁহাকে তাড়াইয়া দিবার উপক্রম করিতেই গুণমালা তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া বলিল, "উনি থাকিলে তোমাদের ক্ষতি কি? জাননা উনি ব্রাহ্মণ আর উনি আমার অতিথি।" জীবন্ধর সেইখানেই থাকিলেন এবং রাত্রিকালে সুললিত কণ্ঠে যে গান করিলেন তাহা শুনিয়া গন্ধর্বদত্তার বিবাহে জীবন্ধরের গীতবাদ্য গুণমালার মনে পড়িয়া গেল। তারপর তাঁহার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশিত হইলে গুণমালার মাতাপিতা তাঁহারই সহিত গুণমালার

বিবাহ দিলেন। গন্ধোৎকটের গৃহে ভোজের অনুষ্ঠান হইল।

বিদেহরাজের কন্যা রত্নবতীর ধনুকভাঙ্গা পণ ছিল; একটি প্রকাণ্ড ধনুকে যে গুণ দিতে পারিবে তাহারই সহিত রত্নবতীর বিবাহ হইবে। সেই ধনুকে গুণ দিয়া জীবন্ধর রত্নবতীকেও বিবাহ করিলেন। জৈনেরা বলেন যে পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে জীবন্ধরের অষ্টপত্নী-লাভ হইয়াছিল।

এই সময়ে কাষ্ঠাঙ্গারক জীবন্ধরের সহিত যুদ্ধ করিয়া রত্নবতীকে কাড়িয়া লইতে আসিল। জীবন্ধর তাঁহার পিতার পাত্রমিত্রগণের নিকট আত্মপরিচয় দিয়া তাঁহাদের সাহায্য চাহিলেন এবং তাঁহাদের সাহায্যে কাষ্ঠাঙ্গারককে হত্যা করিয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিলেন এবং শুভদিনে শুভক্ষণে রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। মাতা, ভ্রাতা, অষ্টপত্নী ও বন্ধুবান্ধব লইয়া বহুকাল সুখে রাজত্ব করিলেন। পূর্বজন্মের সৎকর্মের ফলে তাঁহার এই সুখ-সম্ভোগ। শেষ জীবনে কিন্তু তাঁহারা সকলেই জৈন ধর্মের বিধান অনুসারে সংসার ত্যাগ করিয়া যান।

জৈন কথা-সাহিত্যে 'জীবন্ধর'-কাহিনী বহু সমাদৃত।

কালকাচার্য কথানক—গদ্য-পদ্যময় প্রাকৃত। কল্পসূত্র পাঠের পর নির্গ্রন্থগণ আবৃত্তি করিয়া থাকেন। অতি প্রাচীন কথা। গল্পটি এই:

রাজপুত্র 'কালক' জৈন ধর্মে দীক্ষিত হইয়া মঠে থাকেন এবং নিজগুণে উন্নতি লাভ করিয়া আচার্য হন। তাঁহার ভগিনী নির্গ্রন্থী "সরস্বতী" উজ্জয়িনীরাজ গর্দভিল্ল কর্তৃক অপহৃত ও উজ্জয়িনীর অন্তঃপুরে নীত হইলে কালক উন্মাদ-

গ্রস্ত হইয়া গর্দভিল্লের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ করিবার জন্য দেশের লোককে উত্তেজিত করেন এবং শককুলে যাইয়া সেখানকার 'শাহী' রাজাদিগকেও উজ্জয়িনীরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য প্ররোচিত করেন। ফলে উজ্জয়িনীরাজ পরাজিত ও উজ্জয়িনী বিজিত হয় (৭৪-৬১ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ)। এই গ্রন্থের রচয়িতার নাম জানা যায় নাই। ১০২টি প্রাকৃত শ্লোকে নিবদ্ধ আর একখানি "কালকাচার্যকথানক" লিখিয়াছেন ভাবদেব সূরি।

জৈন কথাসাহিত্যের অন্ত নাই। অনেক প্রকাশিত হইয়াছে, অনেক হয় নাই। বাহুল্যভয়ে সে-সব সাহিত্যের বিবরণ দেওয়া হইল না।

নাটক ঃ

নাট্যসাহিত্যেও জৈনগ্রন্থের অপ্রাচুর্য নাই। কয়েকখানির নাম মাত্র সংগৃহীত হইল।

যশশ্চন্দ্রকৃত **মুদ্রিত কুমুদচন্দ্র প্রকরণ** (কাশী যশোবিজয় জৈন গ্রন্থমালা, ১৯০৫)। এই পঞ্চাঙ্ক নাটকে গুজরাটের রাজা জয় সিংহের (১০৯৪—১১৪২ খ্রীঃ) রাজসভায় তর্কে শ্বেতাম্বর আচার্য দেবসূরি কর্তৃক দিগম্বর আচার্য কুমুদচন্দ্রের পরাভবের বিবরণ আছে। ১১২৪ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। দ্বাদশ শতকের লেখা।

সিদ্ধপালের পুত্র বিজয়পাল-কৃত **দ্রৌপদী স্বয়ংবর** (জৈন আত্মানন্দ সভা, ভাবনগর ১৯১৮)। কুমারপালের সমসাময়িক বিজয়পাল মহাভারতের কথা অবলম্বন করিয়া এই নাটক রচনা করিয়াছেন।

দাক্ষিণাত্যবাসী হস্তিমল্ল (১২৯০ খ্রীঃ) কৃত **বিক্রান্ত-**

কৌরব নামক ষড়ঙ্ক ও **মৈথিলীকল্যাণ** নামক পঞ্চাঙ্ক নাটক (মাণিকচন্দ্র দিগম্বর গ্রন্থমালার ১ ও ২সং গ্রন্থ) যথাক্রমে মহাভারত ও রামায়ণ অবলম্বনে রচিত নাটক।

জৈন কবি জয়সিংহ (১২২৯ খ্রীঃ) লিখিত **হম্মীর-মদ-মর্দ্দন** (গায়কোয়াড় ওরিয়েণ্টাল সিরিজ ১০ সংখ্যা, দালাল, বরোদা, ১৯২০) একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক। হম্মীর বা আমীর শিকার বা সুল্‌তান্‌ শামস্‌-উদ্‌-দুনিয়ার গুজরাটে পরাভবের কাহিনী।

যশঃপাল (১২২৯—৩২) লিখিত **মোহরাজ-পরাজয়** (দালাল, বরোদা, ১৯১৮) একখানি পঞ্চাঙ্ক রূপক নাটক। রাজা কুমারপালের জৈন ধর্মে দীক্ষার (অথবা মহারাজ জ্ঞানের কন্যা কৃপাসুন্দরীর সঙ্গে বিবাহের) কথা। 'মোহ' শব্দের অর্থ 'মুগ্ধতা' বা 'অজ্ঞান-মদ-মত্ততা'। রাজা কুমার পালের 'মোহ' বিদূরিত হইলে তিনি জৈন ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং 'জ্ঞান' বা 'সত্য ধর্ম জ্ঞান' রূপ রাজার কন্যা 'কৃপা সুন্দরীকে' লাভ করেন।

রামভদ্র মুনি (১২ শতক) কৃত **প্রবুদ্ধ-রৌহিণেয়** (জৈন আত্মানন্দ গ্রন্থমালা ৬০, ভাবনগর ১৯১৭) একখানি ষড়ঙ্ক নাটক। দিগ্‌বিজয়ী দস্যু রৌহিণেয় অভয়দেব কর্তৃক পরাজিত হইয়া তাঁহারই অনুগ্রহে মহাবীর স্বামীর দর্শন লাভ করিয়া মুক্ত হইয়াছিল। চাহমান নরপতি সমর সিংহ (১১৮৫) কর্তৃক ঋষভদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় অভিনীত।

বালচন্দ্র কৃত **করুণাবজ্রায়ুধ** (জৈন আত্মানন্দ গ্রন্থ-রত্নমালা, ৫৬, ভাবনগর ১৯১৬) শিবি উপাখ্যান অবলম্বনে

রচিত। 'শিবি'র স্থানে এখানে জৈন নৃপতি 'বজ্রায়ুধে'র করুণা কীর্তিত হইয়াছে।

মেঘপ্রভাচার্যকৃত **ধর্মাভ্যুদয়** (জৈন আত্মানন্দ গ্রন্থ-রত্নমালা, ৬১, ভাবনগর, ১৯১৮) জিন পার্শ্বনাথের মন্দিরে অভিনীত ছায়া নাটক।

খণ্ড কাব্য বা স্তোত্র কাব্য অসংখ্য। কয়েকটির নাম:

ভদ্রবাহুকৃত **উবসগ্‌গহর স্তোত্র** পার্শ্বনাথের পঞ্চ শ্লোকাত্মক প্রাকৃতস্তোত্র।

মানতুঙ্গকৃত **ভক্তামর-স্তোত্র** (কাব্যমালা ৭ সংখ্যায় মূল) শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু-প্রচলিত স্তোত্র। শৃঙ্খলাবদ্ধ মানতুঙ্গ রুদ্ধ গৃহ হইতে এই স্তোত্র প্রভাবে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আসিয়া ভোজরাজকে জৈন ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

সিদ্ধসেন দিবাকর কৃত **কল্যাণ-মন্দির-স্তোত্র** (কাব্য-মালা ৭)। এই স্তোত্রটিও দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অতিপ্রিয় স্তোত্র। ৪৭টি অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ শ্লোকে নিবদ্ধ। এটি পার্শ্বনাথের স্তোত্র।

তাঁহারই লিখিত বর্ধমান মহাবীরের স্তোত্র **দ্বাত্রিংশিকা-স্তোত্র** বা **বর্ধমান দ্বাত্রিংশিকা** (ভাবনগর ১৯০৩)।

সমন্তভদ্র-কৃত **বৃহৎ স্বয়ম্ভু স্তোত্র** বা **চতুর্বিংশতি জিন স্তবন** (কাশী দিগম্বর জৈন গ্রন্থভাণ্ডার ১৯২৪—২৫)।

বিদ্যানন্দিকৃত **পাত্রকেসরিস্তোত্র** (কাশী দিগম্বর জৈন-গ্রন্থ ভাণ্ডার), ইহারই নামান্তর **বৃহৎ পঞ্চ নমস্কার স্তোত্র**। এটি মহাবীর স্বামীর স্তোত্র, ৫০ শ্লোক।

বপ্পভট্টিকৃত (৮-৯ শতক) **চতুর্বিংশতিজিনস্তুতি** (নির্ণয় সাগর প্রেস ১৯১২) ৯৬ সংস্কৃত শ্লোকে নিবদ্ধ ২৪ জন তীর্থংকরের স্তব। কান্যকুব্জাধিপতি যশোবর্ম দেবের পুত্র রাজা 'আমরাজ'কে বপ্পভট্টি জৈন ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

দশম শতকের 'শোভন' কবি-লিখিত **শোভনস্তোত্র** (কাব্যমালা ৭) ২৪ জন তীর্থংকরের স্তোত্র। অতিপাণ্ডিত্য-পূর্ণ সংস্কৃত ভাষা। শোভনের ভ্রাতা ধনপাল প্রাকৃত ভাষায় ৫০ শ্লোকে **ঋষভপঞ্চাশিকা** (কাব্যমালা ৭) লিখিয়াছেন।

নন্দিসেন (৯ শতক) কৃত **অজিয়-সংতি-থয়** (অপ্রচলিত ছন্দে প্রাকৃত ভাষায় ৯ শতকে লেখা)।

দ্বিতীয় তীর্থংকর অজিতনাথ ও ১৬শ তীর্থংকর শান্তিনাথের আরও কয়েকটি স্তোত্র:

জিনবল্লভ কৃত (১২ শতক) **উল্লাসিক্কম-থয়** (বরোদা ১৯২৭), বীরগণি কৃত **অজিয়-সংতি-থয়**, জয়শেখর কৃত **অজিত-শান্তি-স্তব** (সংস্কৃত) এবং শান্তিচন্দ্র গণিকৃত **অজিত-শান্তি-স্তব** (১৬ শতক)। অভয়দেব (১১ শতক) কৃত **জয়-তিহুয়ণ-স্তোত্র** (আমেদাবাদ ১৮৯) পার্শ্বনাথের স্তব। বাদিরাজ (১১ শতক) কৃত দার্শনিক স্তোত্রত্রয়: **জ্ঞানালোচন স্তোত্র** (মাণিকচন্দ্র দিগম্বর গ্রন্থমালা ২১), **একীভাব স্তোত্র** (কাব্যমালা ৭) এবং **অধ্যাত্মাষ্টক** (মাণিকচন্দ্র দিগম্বর গ্রন্থমালা ১৩)। হেমচন্দ্রকৃত **বীতরাগ স্তোত্র** (নির্ণয় সাগর ১৯১১) কুমারপালের আদেশে লিখিত। ধর্মঘোষ কৃত **ইসিমংডল (ঋষিমণ্ডল) স্তোত্র** জম্বুস্বামী, শয্যম্ভব, ভদ্রবাহু প্রভৃতি আচার্যগণের প্রশংসায় প্রাকৃত শ্লোকে রচনা।

ষড় ভাষা স্তোত্রঃ

ধর্মবর্ধন (১২ শতক) কৃত **ষড়্‌ভাষানির্মিত পার্শ্ব-জিনস্তবন**। এই স্তোত্রে সংস্কৃত, মহারাষ্ট্রী, মাগধী শৌরসেনী, পৈশাচী এবং অপভ্রংশ এই ছয় ভাষা ক্রমান্বয়ে ব্যবহৃত হইয়াছে।

জিনপদ্ম কৃত (১৪ শতক) **ষড়্‌ভাষা বিভূষিত শান্তিনাথ স্তবন**। এই স্তোত্রেও ঐ ছয় ভাষার ব্যবহার হইয়াছে।

জৈন দর্শন

জৈন দর্শনের বৈশিষ্ট্য ইহার 'স্যাদ্‌বাদ' বা 'সপ্তভঙ্গ নয়'। প্রাচীন মত খণ্ডনের জন্য অমোঘ অস্ত্ররূপে জৈনেরা তাঁহাদের এই 'স্যাদ্বাদ' বা 'সপ্তভঙ্গ নয়' ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই বিচারের প্রথম এবং প্রধান কথা আপেক্ষিকত্ব। দ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল ও ভাবের বিভিন্নতা অনুসারে প্রত্যেক বস্তুরই আপেক্ষিক বিভিন্নতা ঘটিতে পারে। এক লক্ষ্য লইয়া বিচার করিলে যেমন কোনও বস্তু আছে [স্যাদস্তি] বলা যায়, অন্য লক্ষ্য লইয়া বিচার করিলে আবার সেই বস্তু নাই [স্যান্নাস্তি] বলা যায়। বিভিন্ন পর্যায়ে একই বস্তু আছেও বলা যায়, নাইও বলা যায় [স্যাদস্তি-নাস্তি]। সর্বাবস্থায় সর্ব পর্যায়ে কোনও বস্তু আছে বা নাই বলা যায় না। পুদ্‌গল সমূহের পর্যায়ক্রমিক মিলন ও বিচ্ছেদে জগতের সদা-পরিবর্তন-শীলতা এই 'স্যাদ্বাদ' নামক জৈন বিচারপদ্ধতিতে স্বীকার করা হইয়াছে। 'স্যাদ্বাদ' নামক বিচারপদ্ধতিকে 'অনেকান্ত-বাদ'ও বলা হয়, কারণ 'একান্ত-বাদ' মতের খণ্ডনের জন্যই এই মত আবিষ্কৃত হইয়াছে। অদ্বৈতবাদী বলিলেন, 'আত্মা

সৎ, অন্য সকল দৃশ্যমান পদার্থ অসৎ; আত্মা নিত্য, অন্য সকল বস্তু অনিত্য।' ক্ষণিকবাদী বলিলেন, 'অনিত্য পদার্থ কিছু নাই, সবই ক্ষণিক; প্রত্যেক পদার্থেরই উৎপত্তি, বিকাশ ও ক্ষয় আছে।' অদ্বৈতবাদীর মতে আত্মা ব্যতীত সকল পদার্থই 'অ-সৎ' অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে 'অস্তিত্ববিহীন'। মৃত্তিকার বিকার 'ঘট' অ-সৎ পদার্থ, কারণ ঘট ভাঙ্গিলে তাহাতে মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য কিছু থাকে না। সুতরাং 'ঘট', প্রভৃতি বস্তু মৃত্তিকারই সাময়িক অনিত্য রূপ। স্যাদ্বাদী বলিবেন, দ্রব্য-গতভাবে ঘট ঘটই, অন্যকিছু নহে; ভাঙ্গিয়া না যাওয়া পর্যন্ত ঘটের অস্তিত্ব স্বীকার্য; কিন্তু এরূপ অস্তিত্বকে তাঁহারা 'স্যাদস্তি-ত্ব' বলিবেন। পর্যায়-গত পরিবর্তন ঘটিলে ভাঙ্গা ঘটকে আর ঘট বলা যায় না, তখন তাহাকে অ-সৎ পদার্থ না বলিয়া 'স্যান্নাস্তিত্ব'-বান্ পদার্থ বলা যায়। আবার পর্যায়ক্রমে অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব যাহাতে আরোপ করা যায় তাহা 'স্যাদস্তি-নাস্তি'। সকল কালে সকল পর্যায়ে ঘটকে নিত্য পদার্থ বলিবার সময় স্যাদ্‌বাদী বলিবেন তাহা হইতে পারে না; চিরকাল একভাবে কোনও কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না।

বস্তু-সত্তার আপেক্ষিকত্ব বা সদাপরিবর্ত্তনশীলতা বুঝাইবার জন্য জৈনগণ তাঁহাদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান বা নির্ণয়ের সঙ্গে "স্যাৎ" এই পদটি জুড়িয়া দিয়া থাকেন। তাঁহাদের 'স্যাদস্তিত্ব' আপেক্ষিক সত্তার বোধক; 'স্যান্নাস্তিত্ব' আপেক্ষিক অনস্তিত্বের বাচক। দ্রব্যাপেক্ষা, কালাপেক্ষা, ক্ষেত্রাপেক্ষা ও ভাবাপেক্ষায় বস্তু-সত্তা আপেক্ষিক। কালাপেক্ষায় বর্তমান মুহূর্ত্তে যে বস্তু সত্তাবান্, পরমুহূর্তেই তাহা অ-সত্ত্ববান্ বা পরিবর্তিত হইতে

পারে। প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত বস্তুর সত্তা জৈনগণ অস্বীকার করেন না; তাঁহাদের সর্ববিধ সত্তাই আপেক্ষিক সত্তা বা "স্যাদস্তিত্ব"বান্। প্রত্যক্ষীভূত বস্তু মাত্রই "স্যাদস্তিত্ববান্"। দিবাভাগে 'সূর্য্য' স্যাদস্তিত্ববান্, রাত্রিভাগে স্যান্নাস্তিত্ববান্। আবার পর্য্যায়ক্রমে অর্থাৎ প্রতিদিবস দিবাভাগে স্যাদস্তিত্ববান্ ও রাত্রিভাগে স্যান্নাস্তিত্ববান্ বলিয়া সূর্য্যকে স্যাদস্তিনাস্তিত্ববান্ বলা যাইতে পারে। তর্কশাস্ত্র অনুসারে 'বন্ধ্যা-সুত' শব্দে প্রকাশ্য ভাবটি মিথ্যা হইলেও কল্পনার সাহায্যে 'বন্ধ্যা' ও 'সুত' শব্দে প্রকাশ্য ভাব দুইটির সম্পর্ক অনুভূতি-গম্য এবং সেইজন্য স্বীকার্য্য। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিন্দুর ছেলে' তাহার উদাহরণ। সুতরাং জৈনদর্শনের মতে 'বন্ধ্যা-সুত' স্যাদস্তিত্ববান্।

মানুষের ভাষায় প্রত্যেকটি বস্তুর এক-একটি নাম (বা শব্দ) আছে। কিন্তু একটি নামে একাধিক বস্তু এককালে বুঝায় না। পৃথক্ পৃথক্ বস্তুর জন্য পৃথক্ পৃথক্ নাম বা শব্দ আবশ্যক। গোরু শব্দে আমরা পশু-বিশেষকেই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু জ্ঞানহীন মূর্খ মানুষ-বিশেষকেও কখনও কখনও 'গোরু' বলা হয়। কিন্তু সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত 'গোরু' শব্দের অর্থ ও এই বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত 'গোরু' শব্দের অর্থ অভিন্ন নহে। এই প্রসঙ্গভেদ বশতঃ এখানে অর্থভেদ সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও উদ্দেশ্য-ভূত বিশিষ্ট বা নির্দিষ্ট ব্যক্তি এবং বিধেয়-ভূত 'গোরু' শব্দে অর্থবিভিন্নতা স্বীকার্য। সুতরাং তাহাদের মধ্যে অভিন্নতা-রূপ সম্পর্ক কেমন করিয়া স্বীকার করা যায়? তর্কশাস্ত্রের যুক্তি দ্বারা কিংবা ভাষাপ্রকাশ্য শব্দের দ্বারা উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের অভিন্নতা প্রতিপাদিত হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে অনুভূত প্রত্যক্ষীকৃত অভিন্নতাকে জৈনদর্শন অসত্য

বলিতে পারে না। তবে সর্বতোভাবে সত্য জৈনমতে নাই। জৈনমতে সকল জ্ঞান বা সকল নির্ণয়ই আপেক্ষিক। ভাষা দ্বারা অপ্রকাশ্য এই অভিন্নতা সম্পর্ককে তাঁহারা 'স্যাদবক্তব্য' অর্থাৎ আপেক্ষিক ভাবে সত্য বলিয়া স্বীকার করেন। এই 'স্যাদ-বক্তব্য' সম্পর্কের সঙ্গে 'স্যাদস্তিত্ব' জুড়িয়া 'সাদস্তি অবক্তব্য', 'স্যান্নাস্তিত্ব' জুড়িয়া 'স্যান্নাস্তি অবক্তব্য' এবং 'স্যাদস্তিনাস্তি' জুড়িয়া 'স্যাদস্তিনাস্তি অবক্তব্য' এই তিনটী বিচারক্রম বা ভঙ্গীও জৈনগণ স্বীকার করিয়াছেন।

এই সাত প্রকার 'ভঙ্গ' বা 'ক্রমে' যে বিচারপদ্ধতি (বা নয়), তাহাকে 'সপ্তভঙ্গ নয়' বা 'সপ্তভঙ্গী' বলে। পদার্থ বিচার করিবার পদ্ধতি দুইটি : দ্রব্যার্থিক ও পর্যায়ার্থিক। দ্রব্যার্থিক পদ্ধতিতে অর্থাৎ দ্রব্যমাত্রের চিন্তা দ্বারা বিচার করিলে যে বস্তুর সত্তা (যেমন 'ঘট') স্বীকার করা যায় (স্যাদস্তি), পর্যায়ার্থিক পন্থায় অর্থাৎ কালান্তরে বা অবস্থান্তরে অবিকৃতভাবে ঐ বস্তু থাকিবে না একথাও স্বীকার করা যায় (স্যান্নাস্তি)। স্যাৎ, অস্তি, নাস্তি, অবক্তব্য—এই চারিটি পরিভাষার যোগে সপ্তভঙ্গ নয় : (১) স্যাদস্তি, (২) স্যান্নাস্তি, (৩) স্যাদস্তি-নাস্তি, (৪) স্যাদবক্তব্য, (৫) স্যাদস্তি অবক্তব্য, (৬) স্যান্নাস্তি অবক্তব্য, (৭) স্যাদস্তিনাস্তি অবক্তব্য। এই সপ্তভঙ্গ নয় প্রভাবে জৈনগণ অতি সহজে বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করিতে পারিয়াছিলেন।*

---

* ভঙ্গাঃ সত্তাদয়ঃ সপ্ত সংশয়াঃ সপ্ত তদ্গতাঃ।

জিজ্ঞাসাঃ সপ্ত, সপ্ত স্যুঃ প্রশ্নাঃ, সপ্তোত্তরাণি চ॥ সপ্তভঙ্গী তরঙ্গিণী।

বস্তু বিচার বা বস্তূপলব্ধির সত্তাদি [১। স্যাদস্তি, ২। স্যান্ন্যাস্তি, ৩। স্যাদস্তিনাস্তি, ৪। স্যাদবক্তব্য, ৫। স্যাদস্তি অবক্তব্য, ৬। স্যান্নাস্তি

মৌলিক দর্শন-গ্রন্থ বেশি নাই। কিন্তু দর্শনগ্রন্থের টীকা ও ব্যাখ্যা অনেক। কুন্দকুন্দ-কৃত **পঞ্চত্থিয় (পঞ্চাস্তিক্য) সংগহ**, বট্টকের-কৃত **মূলাচার**, কার্তিকেয় স্বামী কৃত **কত্তিগেয়াণুপেক্‌খা**, উমাস্বামী (উমাস্বাতী) কৃত **তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র**, সিদ্ধসেনদিবাকর কৃত **ন্যায়াবতার**, সমন্তভদ্র কৃত **আপ্তমীমাংসা**, অকলঙ্ক কৃত **ন্যায়বিনিশ্চয়**, বিদ্যানন্দ কৃত **প্রমাণনির্ণয়**, প্রভাচন্দ্র কৃত **ন্যায়কুমুদ চন্দ্রোদয়**, শুভচন্দ্র কৃত **জ্ঞানার্ণব** বা **যোগপ্রদীপাধিকার**, হরিভদ্র কৃত **ষড়্‌দর্শন সমুচ্চয়** (বৌদ্ধ, ন্যায়, সাংখ্য, বৈশেষিক ও জৈমিনীয় দর্শনের সার-সংগ্রহ), অমৃতচন্দ্র কৃত **তত্ত্বার্থসার**, দেবসেন কৃত **দর্শনসার**, চামুণ্ডরায় কৃত **দব্বসংগহ** (দ্রব্য সংগ্রহ) ও **গোম্মটসার**, জিনচন্দ্রগণী (বা দেবগুপ্ত) কৃত **নবতত্ত্ব প্রকরণ**, হেমচন্দ্র কৃত **প্রমাণমীমাংসা**, মল্লিসেন কৃত **স্যাদ্বাদমঞ্জরী**, বিমলদাস-কৃত **সপ্তভঙ্গীতরঙ্গিণী** প্রভৃতি গ্রন্থই জৈন দর্শনের প্রধান গ্রন্থ।

স্মৃতি গ্রন্থ বা আচার গ্রন্থ ঃ

আচার-বিধি বা চরিত্র-নিয়ন্ত্রণের নিয়মাবলী লইয়া জৈন গ্রন্থ অনেক আছে। কয়েকখানির বিবরণ নিম্নে সংগৃহীত হইল।

অবক্তব্য, ৭। স্যাদাস্তিনাস্তি অবক্তব্য] সাতটি ভঙ্গ বা ক্রম। কারণ মানুষ মাত্রেরই মনে এবিষয়ে সাতটি সংশয় থাকে, জানিবার ইচ্ছা সাত প্রকারেই হয়, প্রশ্নও সাতটি এবং উত্তরও সাতটিই হইয়া থাকে।

হরিভদ্র (৬ শতক) কৃত **শ্রাবকপ্রজ্ঞপ্তি (সাবয় পন্নত্তি)।** জৈন শ্রাবক বা গৃহীদিগের পালনীয় নিয়মাবলী প্রাকৃত ভাষায় লেখা (প্রেমচাঁদ সম্পাদিত, বোম্বাই ১৯০৫)।

সমন্তভদ্র (৮ শতক) কৃত **রত্নকারণ্ড শ্রাবকাচার** [ইংরেজি ও হিন্দী অনুবাদসহ চম্পৎরায় জৈন সম্পাদিত, আরা, ১৯১৭। প্রভাচন্দ্রের টীকাসহ মূল, মাণিকচন্দ্র দিগম্বর গ্রন্থমালা, ২৪ সং। কাশী দিগম্বর জৈন গ্রন্থমালা, মূলমাত্র ১৯২৪-২৫]। ১৫০টি সংস্কৃত শ্লোকে নিবদ্ধ।

হরিভদ্র (৬ শতক) কৃত **ধর্ম্মবিন্দু** [আগমোদয় সমিতি, আমেদাবাদ, ১৯২৪] তিন খণ্ডে বিভক্ত আচার গ্রন্থ: শ্রাবকাচার, শ্রমণাচার ও নির্বাণ।

দেবসেন (৯ শতক) কৃত **শ্রাবকাচার** ও **আরাধনাসার** (মাণিকচন্দ্র দিগম্বর জৈন গ্রন্থমালা, ৬ সং, বোম্বাই ১৯১৬)।

চামুণ্ডরায় (১০ শতক) কৃত **কন্নড় ভাষায় লেখা চামুণ্ডরায় পুরাণ**। দিগম্বর জৈনদিগের পালনীয় নিয়ম ও ব্রতাদির পূর্ণ বিবরণ।

আশাধর (১৩ শতক) কৃত **ধর্ম্মামৃত**ঃ সাগারধর্মামৃত ও অনাগার ধর্মামৃত নামে দুই খণ্ড। গ্রন্থ অমুদ্রিত।

সকলকীর্তি (১৫ শতক) কৃত **প্রশ্নোত্তরোপাসকাচার।** জৈন গৃহীদিগের পালনীয় বিধি প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সংনিবদ্ধ।

মানবিজয়-কৃত এবং যশোবিজয়-সংস্কৃত **ধর্মসংগ্রহ** [জৈনপুস্তকোদ্ধার সংগ্রহ ২৬ ও ৪৫ সংখ্যা, বোম্বাই ১৯১৫, ১৯১৮।] জৈন গৃহী ও শ্রমণের পালনীয় বিধি বিষয়ে বিরাট সংগ্রহগ্রন্থ। ১৬৮১ খ্রীস্টাব্দে সম্পাদিত। বহু প্রাচীন গ্রন্থ হইতে বহু অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।

অন্যান্য বিষয়ে গ্রন্থ ঃ দর্শন, ব্যাকরণ, কোষ, অলঙ্কার, গণিত, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি সকল বিষয়েই জৈনদিগের দান আছে। তাছাড়া অনেক **আধুনিক ভাষার** উন্নতি সাধনেও জৈনদিগের বিশিষ্ট কৃতিত্ব দেখা যায়। গুজরাটী, হিন্দী, তামিল ও কন্নড় ভাষায় বহু জৈনগ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

অর্ধমাগধী ভাষা

বৌদ্ধ ত্রিপিটকের ভাষার নাম পালি ভাষা। কিন্তু বৌদ্ধগণ ইহাকেই 'মাগধী' ভাষা বলিয়াছেন: "সা মাগধী মূলভাসা নরা যায়াদিকপ্পিকা। মানুসা চ'স্সুতালাপা সংবুদ্ধা চাপি ভাসরে॥" [সেই মাগধীই মূলভাষা অর্থাৎ আদিভাষা, যে ভাষায় আদিকল্পের মনুষ্যেরা, এবং যাঁহারা অন্য কোনও ভাষায় আলাপ শুনেন নাই তাঁহারা, এবং সংবুদ্ধেরা কথোপকথন করিতেন।] অন্য কথায় বলিতে গেলে মাগধী অর্থাৎ মগধ দেশের ভাষাকেই বৌদ্ধগণ আদি ভাষা এবং সর্বসাধারণের ভাষা বলিয়াছেন। অতি প্রাচীন কাল হইতে মাগধী ভাষার যে তিনটি বৈশিষ্ট্য আমাদের নিকট সুপরিচিত [কর্তৃকারকের একবচনে এ বিভক্তি, তালব্য শ-কারের ব্যবহার এবং 'র' স্থানে ল-কারের ব্যবহার], সেই তিনটি বৈশিষ্ট্যের একটিও পালি ভাষায় রক্ষিত হয় নাই। [কর্তৃকারকের একবচনে 'ও' বিভক্তি, দন্ত্য স-কারের ও র-কারের ব্যবহার পালি ভাষায় যথানিয়মে দেখা যায়।] ইহার কারণ এই যে সমগ্র ভারত-বাসীর নিকট বোধগম্য করিবার জন্য মাগধীর বৈশিষ্ট্য পরিত্যাগ-পূর্বক ভাষাটির সংস্কার করিয়া লওয়া হইয়াছে। জৈনদিগের 'অর্ধমাগধী' নামটির মধ্যেই সংস্কারের ইঙ্গিত দেখা যায়। মগধ দেশের ভাষার অর্ধেক ও ভারতের অন্য প্রদেশের ভাষার অর্ধেক লইয়া কৃত্রিম উপায়ে এই অর্ধমাগধী ভাষা রচনা করিয়া লওয়া হইয়াছে। যে দেশে মাগধী ভাষা প্রচলিত ছিল সেই দেশেই [অর্থাৎ বিহার প্রদেশেই] বৌদ্ধ ও জৈন উভয় ধর্মের প্রথম প্রচার হইয়াছিল বলিয়া 'মাগধী' নামটি

উভয় ধর্মের ভাষাতেই জড়িত হইয়া গিয়াছে [যদিও মাগধী, অর্ধমাগধী এবং পালি এই তিনটি ভাষাই পরস্পর বিভিন্ন আকারে আমরা পাইতেছি]। "ভগবং চ ণং অদ্ধমাগহীএ ভাসাএ ধম্মমাইক্‌খই।" [ভগবান্ মহাবীর অর্ধমাগধী ভাষাতেই তাঁহার ধর্ম ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।—সমবায়াঙ্গ।] "সা বি য় ণং অদ্ধমাগহা ভাসা তেসিং সব্বেসিং আরিয়মণারিয়াণং অপ্পণো স-ভাসাএ পরিণামেণং পরিণমই।" [সেই অর্ধ-মাগধী ভাষা পরিণামে আর্য ও অনার্য সকল জাতিরই আপন ভাষায় পরিণত হইয়াছে। ঔপপাতিক।] এই সকল প্রাচীন উক্তি হইতে বুঝা যায় যে মাগধী ভাষার এমন ভাবে সংস্কার করা হইয়াছিল যে যে-সকল দেশে জৈন ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল, সেই-সকল দেশের আর্য ও [আর্য-সভ্যতা-প্রাপ্ত] অনার্য জাতিগণের সকলেই এটিকে সাধারণভাবে আপন ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।

কর্তৃকারকের একবচনে এ বিভক্তিযুক্ত পদই অর্ধমাগধী ভাষায় পাওয়া যায়ঃ **সমণে** ভগবং **মহাবীরে পংচ-হত্থুত্তরে** হোত্থা [শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর পঞ্চহস্তোত্তর হইয়াছিলেন]। বংভদত্তে গচ্ছই [ব্রহ্মদত্ত যাইতেছে]। তুমং **কে** অসি ? [তুমি কে ?] অহং **সমণে** ভিক্‌খু [আমি একজন শ্রমণ ভিক্ষু]। **যে গুণে সে মূলট্‌ঠাণে, জে মূলট্‌ঠাণে সে গুণে** [যাহা গুণ তাহাই মূলস্থান, যাহা মূলস্থান তাহাই গুণ]। এই একটিমাত্র মাগধীর বৈশিষ্ট্য অর্ধমাগধীতে পাওয়া যায়, অন্য কোনও বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না। আবার অনুরূপ স্থলে বিকল্পে ক্বচিৎ 'ও' বিভক্তিও দেখা যায়ঃ এসো পঞ্চ নমোক্‌কারো

সব্বপাপপ্‌পণাসণো [এই পঞ্চ নমস্কার সর্বপাপ-প্রণাশন]। সংস্কৃতের অনুকরণে বহুবচনেও কোনও কোনও স্থলে 'এ' বিভক্তি দেখা যায়ঃ জে য় দাণং পসংসন্তি বহমিচ্ছংতি পাণিণং। জে য় ণং পড়িসেহংতি বিত্তিচ্ছেয়ং করংতি তে॥ [যাঁহারা দানের প্রশংসা করেন, তাঁহারা প্রাণিবধে মত দেন। আর যাঁহারা প্রতিষেধ (নিষেধ) করেন, তাঁহারা (লোকের) বৃত্তিচ্ছেদ করেন॥ সূত্রকৃতাঙ্গ ১।১১]। মাগধী ভাষার অন্য দুইটি বৈশিষ্ট্য [তালব্য শ-কারের ব্যবহার ও র স্থানে ল] অর্ধমাগধী ভাষায় নাই।

অর্ধমাগধী বর্ণমালাঃ ঋ, ঌ, ঐ, ঔ, শ্‌ ষ্‌ এবং ঃ অর্ধমাগধীতে নাই।

ঋ>ইঃ ঋদ্ধি>ইড্‌ঢি ; বৃত্তি>বিত্তি ; মৃগ>মিয় ; ধৃতি>ধিই। হিয়য়<হৃদয় ; উক্কিট্‌ঠ<উৎকৃষ্ট।

ঋ>উঃ ঋতু>উউ ; বৃষভ>উসভ ; নির্বৃত> নিব্বুয় ; পৃষ্ট>পুচ্ছিয়। বুট্‌ঠি<বৃষ্টি ; বুড্‌ঢ<বৃদ্ধ।

ঋ>অঃ তৃতীয়>তইয় ; কৃত্বা>কট্টু ; কৃত>কড় ; কয় ; মৃত>মড়। হড়<হৃত ; হট্‌ঠ<হৃষ্ট।

ঋ>রুঃ বৃক্ষ>রুক্‌খ।

ঋ>রিঃ ঋজু > রিউ ; ঋগ্‌বেদ > রিউব্‌বেয় ; ঋক্ষ>রিক্‌খ।

ঐ>এঃ ভৈরব > ভেরব ; বৈশ্রবণ > বেসমণ ; চৈত্য>চেইয় ; বৈশালী>বেসালি। এরাবণ<ঐরাবণ।

ঐ>ইঃ ঐক্ষ্বাক>ইক্‌খাগ ; চিত্ত (চেত্ত)<চৈত্র ; তিল্ল<তৈল।

এ>ইঃ গেবিজ্জ<গ্রৈবেয় ; ইক্কারসী<একাদশী।

ঔ>ও ঃ গোয়ম < গৌতম ; কোসংবী < কৌশাম্বী ; কোউয় < কৌতুক ; কোডিন্ন < কৌণ্ডীন্য । সোডীর < শৌণ্ডীর ।

ঔ>উ ঃ কুচ্ছ < কৌৎস্য ; মুট্‌ঠিয় < মৌষ্টিক ; সুক্‌খ <সৌখ্য ।

ও>উ ঃ পউট্‌ঠ <প্রকোষ্ঠ ; কুডুংবিয় <কৌটুম্বিক ।

অব>ও>উ ঃ উগ্গহ < ওগ্‌গহ < অবগ্রহ ; উবয়ংত < ওবয়ংত <অবপতৎ ।

অনাদি অযুক্ত ক্ চ্ ত্ প্ গ্ জ্ দ্ ব্ লুপ্ত ঃ মউড় <মুকুট ; মই <মতি ; মিউ <মৃদু ; রইয় <রচিত ; রাজি>রাই ; সুই <শুচি ; বউল <বকুল ; বিপুল>বিউল ; শকুন>সউণ ; আলইয় <*আলগিত <আলগ্ন ।

অনাদি অযুক্ত ক্ চ্ ত্ গ্ জ্ দ্ ব্> য়্ ঃ আহয় < আহত ; ইয়াণিং < ইদানীম্ ; উইয় < উদিত ; এয়ারিস < এতাদৃশ ; ওয় < ওজস্ ; কয়ংবুয় < কদম্বক ; গোয়র <গোচর ; গোয়ম <গৌতম ; সুয় <শ্রুত ; ছেয় <ছেক ।

অনাদি অযুক্ত ক্ চ্ ত্ প্ গ্ জ্ দ্ ব্ অপরিবর্তিত ঃ অগার ; অদিট্‌ঠ <অদৃষ্ট ; আকুল ; আগম ; ককুহ <ককুদ ; কপোল ; কেবলী ; ততে <ততঃ ; দেব ; নগর [নয়র] ; ভগবং <ভগবান্ ; ভব ; রাগ [রায়] ; বিদেহ ; উবচিয় < উপচিত ; উজু <ঋজু ।

অনাদি অযুক্ত ক্ চ্ ত্ প্ > গ্ জ্ দ্ ব্ ঃ আগর < আকর ; উজুবালিয়া < ঋজুপালিকা ; উববায় < উপপাত ; এগে <একে ; কলাব <কলাপ ; কারগ <কারক ; চবল < চপল ; দগ < * দক <উদক ; নীব <নীপ ।

অনাদি অযুক্ত জ>য়ঃ পূয়া <পূজা, পওয়ণ < প্রয়োজন।

অনাদি অযুক্ত ট>ড়ঃ কড়ি <কটি ; কড়ুয় < কটুক ; কড়গ<কটক।

অনাদি অযুক্ত ঠ>ঢ়ঃ পাঢ়গ<পাঠক ; পীঢ়<পীঠ।

অনাদি অযুক্ত খ, ঘ, থ, ধ, ভ >হঃ মুহ<মুখ ; মেহ<মেঘ ; মেহাবী<মেধাবী ; কহা <কথা ; সোহা < শোভা ; সোহংত<শোভমান ; সুহ<সুখ ; সিহী<শিখী।

অনাদি অযুক্ত খ ঘ ধ ভ অপরিবর্তিতঃ সুভ< শুভ ; উসভ<ঋষভ ; লাঘব ; অধরিম ; আধার ; জঘণ< জঘন ; দধি।

অনাদি অযুক্ত থ>ঢ়ঃ পুঢ়বী<পৃথিবী।

অনাদি অযুক্ত দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ হয়ঃ সমণে, পিণিদ্ধ, পাঈণ, নগর, নমো, নব, নরিংদ, ধণিয়, ধরণি, নিভেলণ। কিন্তু যুক্তবর্ণে হয় না, পুন্ন (<পুণ্য), ধন্ন (<ধান্য)।

ও < অবঃ ওগ্‌গহ < অবগ্রহ ; ওহি < অবধি: ওবয়ংত < অবপতৎ।

আদিস্বর লোপঃ তি < ইতি, ব < ইব, দক < উদক, পিণিদ্ধ < [অ] পিনদ্ধ।

যুক্তবর্ণ

পদাদিতে থাকে নাঃ খণ < ক্ষণ ; খংত < ক্ষান্ত ; খয় < ক্ষয় ; খীণ < ক্ষীণ ; গহ < গ্রহ ; গাম < গ্রাম ; গিম্‌হ < গ্রীষ্ম ; ঠিই < স্থিতি ; তেরস < ত্রয়োদশ ; থণ < স্তন ; থের < স্থবির ; পইট্‌ঠা < প্রতিষ্ঠা ; ফাস < স্পর্শ।

যুক্ত বর্ণের য র ল ব লোপ পায় ও অবশিষ্ট-ভূত অনাদি বর্ণের দ্বিত্ব হয়; কোহ < ক্রোধ; গঙ্গাবত্ত < গঙ্গাবর্ত; গজ্জিয় < গর্জিত; গত্ত < গাত্র, গর্ত; গলগ্গহ < গলগ্রহ; চত্তারি < চত্বারি; জচ্চ < জাত্য; দব্ব < দ্রব্য; দিব্ব < দিব্য: অজ্জ < অদ্য; অপ্প <অল্প; কপ্প < কল্প: সুত্ত < সূত্র; পেসুন্ন < পৈশুন্য।

উষ্মবর্ণ-সম্পৃক্ত যুক্ত বর্ণে উষ্ম বর্ণের লোপ হয় এবং অবশিষ্ট অনাদি বর্ণের দ্বিত্ব ও মহাপ্রাণতা হয়ঃ কোট্ঠাগার < কোষ্ঠাগার; খণ < ক্ষণ: অট্ঠ < অষ্ট; জেট্ঠ < জ্যেষ্ঠ; নত্থি < নাস্তি; পচ্ছিম < পশ্চিম; পুপ্ফ < পুষ্প। ফংদমাণ < স্পন্দমান। ফাস < স্পর্শ। থোব < স্তবক। খমাসমণ < ক্ষমাশ্রমণ।

অনাদি অযুক্ত য় < ত্র, ত্ম (বিকল্পে)ঃ সূত্র > সূয় (বিকল্পে, সুত্ত); আত্মা > আয়া (বিকল্পে, অপ্পা, অত্তা)। সূয়গড় < সূত্রকৃত; সুয়ক্খংধ < শ্রুতস্কন্ধ; বিবাগসুয়ং < বিপাকশ্রুতম্। অভিন্নায়া < অভিন্নাত্মা [অভিজ্ঞাতা]। গায় < গাত্র।

সন্ধিঃ সংস্কৃতে সন্ধি - করা শব্দ বা পদ উপযুক্ত ধ্বনিপরিবর্তনসহ অর্ধমাগধীতে বহুশঃ ব্যবহৃত হইলেও [দেবাণুপ্পিয়া, সব্বালংকারভূসিএ, অংগোবংগ < অঙ্গোপাঙ্গ, অপ্পা + উপলংভ = অপ্পোপালংভ; ইত্যাদি] দুই-একটি প্রাকৃত বিধানে সন্ধিও দেখা যায়।

স্বর-সন্ধির অতি সাধারণ নিয়ম এই যে সন্নিহিত স্বর-দ্বয়ের একতরের লোপ হয়: তস্স + এব = তস্সেব; জেণ + এব = জেণেব; তেণেব; ইহ + এব = ইহেব; লদ্ধ পঞ্চ +

ইংদিয়ে = লদ্ধ পংচিন্দিয়ে ; কাঅ + উসগ্গং = কাউসগ্গং ; অদ্ধ + অট্‌ঠম = অদ্ধট্‌ঠম ; পুরিস + উত্তম = পুরিস্‌সুত্তম ; হত্থা [< হস্তা] + উত্তরা = হত্থুত্তরা ; মাণ + উম্মাণ = মাণুম্মাণ ।

সন্ধিজাত ঐ-কার ও ঔ-কার স্থানে যথাক্রমে 'এ' এবং 'ও' হয় ; তেণেব < তেনৈব ; তওয় < ততৌজস্ । চাউলোদণে < তণ্ডুলোদনম্ । অহরোট্‌ঠা < অধরৌষ্ঠৌ ; উত্তরোট্‌ঠা < উত্তরৌষ্ঠাঃ ।

স্বরবর্ণ পরে থাকিলে অনুস্বার স্থানে 'ম্' হয় ; সমাসেও অনেক- ক্ষেত্রে 'ম' কারের বা অনুস্বারের আগম হয় ; হট্‌ঠ-তুট্‌ঠ-চিত্তম্ আনন্দিয়া : অন্নমন্নং । তীয়-পচ্চুপ্পন্নমনাগয়াণং ; মজ্‌ঝংমজ্ঝেণ ।

শব্দরূপ : [দ্বিবচন নাই]

অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ ; প্রথমার একবচন—সমণে < শ্রমণঃ, গোয়মে < গৌতমঃ, মহাবীরে < মহাবীরঃ । সম্বোধনে—দেবাণুপ্পিয়া, ভংতে < ভদন্ত । বহুবচনে—থেরা, আয়রিয়া, গণহরা । দ্বিতীয়ার একবচন—গোয়মং । বহুবচন—সমণা, সমণে । তৃতীয়ার একবচন—সমণেণ (ং) । তৃতীয়ার বহুবচন—সমণেহি (ং) < শ্রমণেভিঃ । চতুর্থী ও ষষ্ঠীর একবচন—সমণস্‌স, [চতুর্থী বিভক্তিতে বিকল্পে 'আয়রিয়ায়'] । বহুবচনে—সমণাণং (ণ) । পঞ্চমীর একবচনে, সমণাও, সমণা । বহুবচনে—সমণেহিংতো । সপ্তমীর একবচনে সমণংসি, সমণে । বহুবচনে—সমণেসু ।

ইকারান্ত ও উকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ ঃ—অর্ধমাগধীতে অধিকাংশ শব্দই অকারান্ত ; ইকারান্ত ও উকারান্ত শব্দ অল্পই ব্যবহৃত হয় । মুণি, রবি, বিণ্‌হু, হরি প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ

পাওয়া যায়। ইন্-ভাগান্ত কয়েকটি শব্দের সহিত ইকারান্ত শব্দগুলির রূপ মিশিয়া গিয়াছে। যেমন : সেট্‌ঠিণো, মুণিণো বিকল্পে সেট্‌ঠিস্‌স, মুণিস্‌স।

প্রথমার একবচনে—রবী, বিণ্‌হূ। বহুবচনে—মুণী, মুণিণো, সাহূ, সাহুণো, সাহবো < সাধবঃ।

দ্বিতীয়ার একবচনে—মুণিং, বিণ্‌হুং। বহুবচনে—মুণিণো, মুণী, সাহূ, সাহুণো, সাহবো।

তৃতীয়ার একবচনে—মুণিণা, সাহুণা। বহুবচনে—মুণিহিং, সাহূহিং [হি]। চতুর্থী ও ষষ্ঠীর একবচনে—মুণিণা, মুণিস্‌স ; সাহুণো, সাহুস্‌স। বহুবচনে—মুণীণং সাহূণং।

পঞ্চমীর একবচনে—মুণিণো, মুণীও, সাহুণো, সাহূও।

বহুবচনে—মুণীহিংতো।

সপ্তমীর একবচনে—মুণিংসি, সাহুংসি।

বহুবচনে—মুণীসু, সাহূসু।

অকারান্ত, ইকারান্ত ও উকারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দ : সাধারণতঃ পুংলিঙ্গ শব্দের ন্যায়ই ইহাদের রূপ ; কেবল প্রথমা ও দ্বিতীয়ায় ভিন্ন রূপ, খীরং, দহিং, মহুং ; জলাইং, জলাণি, দহীইং, দহীণি, মহূণি, মহূইং।

স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ : স্বরান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ তৃতীয়া, চতুর্থী, ষষ্ঠী ও সপ্তমীর একবচনে অভিন্ন-রূপ হইয়া পড়িয়াছে : মালাএ, তিসলাএ, দেবাণংদাএ। লচ্ছীএ, তংতীএ, ভগিণীএ। বহূএ। অন্য বিভক্তির একবচনে : প্রথমায়—তিসলা, লচ্ছী, বহূ। দ্বিতীয়ায়—দেবাণংদং, লচ্ছিং, বহুং। পঞ্চমীতে—তিসলাও। সপ্তমীতে—লচ্ছিংসি, ধেণুংসি পাওয়া যায়। বহুবচনে : প্রথমা দ্বিতীয়া—ভগিণীও, ভগিণী, মালাও, মালা, বহূও, বহূ।

তৃতীয়ায়—মালাহিং, বহূহিং, ভগিনীহিং; -হি। চতুর্থী-ষষ্ঠী—-ণং, ণ [পূর্বস্বর দীর্ঘ] ; -পঞ্চমী— -হিংতো [পূর্বস্বর দীর্ঘ] ; সপ্তমী - সু [পূর্বস্বর দীর্ঘ]।

ঋ-কারান্ত সংস্কৃত শব্দের প্রাকৃত রূপ ঃ

পিতা > পিয়া ; পিতরঃ > পিয়রো, পিতরম্ > পিয়রং পিতরি > পিয়রি, পিতৃষু > পিঈসু, পিউসু ; পিতৃভিঃ > পিউহিং, পিঈহিং, -হি ; পিতৃণাম্ > পিউণং, পিঈণং, -ণ ; *পিতৃণা [পিত্রা] > পিউণা ; *পিতৃণঃ [< পিতুঃ] > পিউণো, পিউস্‌স [*পিতৃষ্য]। পিউহিংতো, পিঈহিংতো। মাতা > মায়া, মাতরঃ > মায়রো ; মাতরম্ > মায়রং। [মাতৃ > মাউ] ; মাউ-এ [<মাত্রে, মাতুঃ] ; মাউণা [<মাত্রা > মাতৃণা] ; মাউএ [< মাতরি] ; মাউহিং মাঈহিং, মায়াহিং -হি [< মাতৃভিঃ], মাউসু, মাঈসু, [মাতৃষু]। মাউণং, মাঈণং [< মাতৃণাম্]। ভায়া (< ভ্রাতা), ভায়রং, ভায়রো [<ভ্রাতরঃ] ; ভাউণো, ভাইস্‌স, ভায়রা, ভায়রো, ভায়রে, ভাউণং, ভাউণং, ভাঈণং, -ণ ; ভাউহিং, ভাইহিং। ধূয়া [<দুহিতা], ধূয়রং, ধূয়রাহিং।

অন্য কয়েকটি শব্দ ঃ

রায়া [রাজা] ; রায়ং [রাজানম্ >] রায়াণং ; রায়া, [রাজানঃ >] রায়াণো, রাইণা, রন্না, রায়েণ, রন্নো, রায়স্‌স, রাঈণং, রাঈহিং, রাঈসু।

আত্মা > আয়া, অপ্‌পা, অত্তা ; আয়াণং, অপ্‌পাণং, অত্তাণং ; অপ্‌পণো, অপ্‌পণা, আয়ও, অত্তএ। আত্মানঃ > অপ্‌পাণো ; আয়াসু। তেজসা > তেয়সা। বচসা > বয়সা। তেয়েণং <তেজসা, বয়েণ <বচসা। তবেণ, তবসা < তপসা।

অরহা, অরহং, অরহংতে ঃ ভগবং, ভগবংতে ; ভগবও, অরহও। ভগবংতস্স, অরহংতস্স্। ভগবংতেণং, ভগবয়া।

সংখ্যা শব্দের ব্যবহারে শৃঙ্খলার অভাব ঃ অম্হং সুমিণসত্থেসু বায়ালীসং সুমিণা [অস্মাকং স্বপ্নশাস্ত্রেষু দ্বাচত্বারিংশৎ স্বপ্নাঃ], তীসং মহাসুমিণা [ত্রিংশৎ মহাস্বপ্নাঃ], বাবত্তরিং সব্ব-সুমিণা পন্নত্তা [দ্বাসপ্ততি সর্ব স্বপ্নাঃ প্রজ্ঞপ্তাঃ], [আমাদের স্বপ্ন শাস্ত্রে ৪২টি স্বপ্ন, ৩০টি মহাস্বপ্ন ও ৭২টি সর্বস্বপ্ন (অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে ৭২টি স্বপ্ন) প্রজ্ঞাপিত হইয়াছে।] তীসাএ বাসসহস্সেসু [ত্রিংশৎসু বর্ষসহস্রেষু] [ত্রিশ সহস্র বৎসরে] ছত্তীসং অজ্জিয়াসাহস্সীও [ষট্‌ত্রিংশৎ আর্যিকা-সাহস্রিকাঃ] [৩৬০০০ আর্যা], অট্ঠসয় [অষ্টাশতম্] [১০৮], চত্তারি তীসে জোয়ণসএ [চত্বারি ত্রিংশদ্ যোজনশতম্] [৪৩০ যোজন]। কোড়াকোড়ী [১০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০] ; দস কোড়াকোড়ী [১০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০]। পূর্ণ সংখ্যার পরবর্তী সংখ্যার সহিত 'অর্ধ' শব্দের যোগ হয়। দ্বি+অর্ধ=দ্ব্যর্ধ > দিবড্ঢ [> দেড়] ; অর্ধ তৃতীয় > * অড্ঢতইয় > অড্ঢাইজ্জ > [আড়াই, আড়াই] ; অর্ধ চতুর্থ > অদ্ধুট্ঠ [প্রাচীন বাঙ্গালা আহুট, আউট] ইত্যাদি। দিবড্ঢ [১৷৷] আঢাইজ্জ [২৷৷] ; অদ্‌ধুট্ঠ [৩৷৷] ; অদ্ধপংচম [৪৷৷] ; অদ্ধছট্‌ঠ [৫৷৷] ; অদ্ধসত্তম [৬৷৷] ; অদ্ধট্‌ঠম [৭৷৷] ; অদ্ধনবম [৮৷৷]। সইং [< সকৃৎ]। দুখুত্তো, দুক্‌খুত্তো [< দ্বিকৃত্বঃ], দোচ্চং। তিখুত্তো, তিক্-খুত্তো, তচ্চং। সত্তখুত্তো, তিসত্তখুত্তো [ত্রিসপ্তকৃত্বঃ]। অণেগসয়সহস্সখুত্তো। অণংতখুত্তো।

সর্বনাম শব্দ ঃ পুরুষবাচক ঃ

উত্তমপুরুষ ঃ অহং, হং। অম্হে, বয়ং। মং, মমং।

অম্‌হে, ণে। মএ। অম্‌হেহি। মম, মে, মমং। অম্‌হং, ণো। মমাহিংতো। মমংসি, মঈ। অম্‌হেসু।

মধ্যমপুরুষ ঃ তুমং, তং। তুম্‌হে, তুব্‌ভে। তুমং। তুম্‌হে, তুব্‌ভে, ভে। তুমে। তুব্‌ভেহিং। তব, তে, তুব্‌ভ। তুব্‌ভং, তুম্‌হং, ভে, বো। তুমংসি, তঈ। তুব্‌ভেসু।

প্রথম পুরুষ ঃ একবচনে ঃ সে, সো [ক্লীবলিঙ্গে তং, স্ত্রীলিঙ্গে সা]। তং। তেণং [স্ত্রীলিঙ্গে তীএ, তাএ]। তস্‌স, সে [স্ত্রী° তীসে]। তাও। তংসি. তংমি [স্ত্রী° তীসে]। বহুবচনে ঃ তে [ক্লীবলিঙ্গে তাইং, তাণি ; স্ত্রীলিঙ্গে তাও]। তেহিং [স্ত্রী° তাহিং]। তেসিং [স্ত্রী° তাসিং]। তেসু [স্ত্রী° তাসু]।

এসে, এসো [ক্লীব এয়ং, স্ত্রী° এসা]। এয়ং। এএণং [স্ত্রী° এয়াএ]। এয়স্‌স [স্ত্রী° এয়াএ]। এয়ংসি, এয়ংমি [স্ত্রী° এয়াএ]। এএ [ক্লীবলিঙ্গে এয়াইং, স্ত্রী° এয়াও]। এএহিং [স্ত্রী° এয়াহিং]। এএসিং [স্ত্রী° এয়াসিং]। সমাসে ঃ এয়ারূবে [এতদ্‌রূপঃ]।

অয়ং, ইমে [ক্লীবলিঙ্গে ইমং ইদং। স্ত্রীলিঙ্গে ইয়ং, ইমা]। দ্বিতীয়ায় ইমং। তৃতীয়ায় ইমেণং, ইমিণা [স্ত্রী° ইমাএ]। চতুর্থী ও ষষ্ঠীতে অস্‌স, ইমস্‌স [স্ত্রী° ইমীসে, ইমাএ]। ৫মী ইমাও। ৭মী ইমংসি, ইমংমি, অস্‌সিং [স্ত্রী° ইমীসে, ইমাএ]॥ বহুবচন ঃ ইমে [ক্লীবলিঙ্গে ইমাইং। স্ত্রীলিঙ্গে ইমাও]। ইমেহিং ইমাহিং]। ইমেসিং [স্ত্রী° ইমাসিং]। ইমেসু [স্ত্রী° ইমাসু]॥

কে [ক্লীবলিঙ্গে কং। স্ত্রীলিঙ্গে কা]। কিং। কেণং [স্ত্রী°কাএ]। কস্‌স [স্ত্রী° কীসে]। কাও। কংসি, কস্‌সিং, কংমি [স্ত্রী° কীসে]॥ কে [ক্লীবলিঙ্গে কাইং। স্ত্রীলিঙ্গে কাও]। কেহিং [স্ত্রী° কাহিং]।

কেসিং [স্ত্রী⁰ কাসিং]। কেহিংতো [স্ত্রী⁰ কাহিংতো] কেসু [স্ত্রী⁰ কাসু]॥

জে—'কে' শব্দের ন্যায়।

অন্ন [অন্য], অবর, ইয়র, এগ [কেহ কেহ]; কয়র, পর, সব্ব প্রভৃতি শব্দের রূপ 'কে' শব্দের ন্যায়।

কিংচি, কিংপি [< কিংচিৎ, কিমপি]—অব্যয়।

ক্রিয়াপদ [কাল, বচন ও পুরুষ ভেদে ভিন্ন রূপ]ঃ

বর্ত্তমান কাল একবচনঃ প্রথম পুরুষঃ করেই, জাণই, গচ্ছই, জিণই, পাসেই, পাসই। অত্থি। মধ্যমপুরুষঃ করেসি, গচ্ছসি, পাসসি। অসি, সি। উত্তমপুরুষঃ করেমি, গচ্ছামি, পাসামি। অংসি, মি॥

বহুবচনঃ করেংতি, জাণংতি, পাসংতি, গচ্ছংতি। সংতি। করেহ, গচ্ছহ, পাসহ। থ। করেমো, গচ্ছামো, পাসেমো। মো॥

অতীতকাল প্রথম পুরুষঃ একবচনঃ করেত্থা, করিত্থা, পাসিত্থা, হোত্থা।

বহুবচনঃ করিংসু, পাসিংসু, গচ্ছিংসু। বয়াসী ['বলিল'], অকাসী ['করিল']।

ভবিষ্যৎকালঃ একবচনঃ প্রথমপুরুষঃ করিস্সই, গচ্ছিস্সই, পাসিস্সই, পাসিহিই, কাহিই, কাহী। মধ্যমপুরুষঃ করিস্সসি, পাসিস্সসি, কাহিসি, পাসিহিসি। উত্তমপুরুষঃ করিস্সামি, কাহিমি, পাসিস্সামি, পাসিহিমি॥

বহুবচনঃ করিস্সংতি, কাহিংতি, পাসিস্সংতি, পাসিহিংতি। করিস্সহ, কাহিহ, পাসিস্সহ, পাসিহিহ। কবিস্সামো, কাহিমো, পাসিস্সামো, পাসিহিমো॥ বোচ্ছং, সোচ্ছং, করিস্সং

প্রভৃতি বিকল্পে 'বক্ষ্যামি', 'শ্রোষ্যামি', 'করিষ্যামি' স্থানে ব্যবহৃত হয়।

অনুজ্ঞা : একবচন : প্রথমপুরুষ : করেউ, অথু, পাসউ, গচ্ছউ। মধ্যমপুরুষ : করেহি, পাস, পাসাহি, গচ্ছাহি, জিণাহি, করসু, কহসু। [উত্তমপুরুষ : করোমি, পাসামি, প্রভৃতি বর্তমান কালের রূপ ব্যবহৃত হয়।]॥

বহুবচন : করেংতু, পাসংতু, সন্তু। করেহ পাসহ, হোহ। [উত্তমপুরুষে : করেমো, পাসামো প্রভৃতি বর্তমানের রূপ]।

বিধিলিঙ্‌ : একবচন : প্রথমপুরুষ : পাসেজ্জা, করেজ্জা, পাসে, করে, গচ্ছে, কুজ্জা, সিয়া। মধ্যমপুরুষ : পাসেজ্জা, পাসেজ্জাসি, পাসেজ্জাহি। উত্তমপুরুষ : পাসেজ্জা, পাসেজ্জামি।

বহুবচনে : প্রথমপুরুষ : পাসেজ্জা। মধ্যমপুরুষ : পাসেজ্জাহ। উত্তমপুরুষ : পাসেজ্জাম।

নামধাতু : উচ্চারেই, পাসবণেই, সদ্দাবেই [＜ উচ্চার, পাসবণ, সদ্দ]।

ণিজন্তধাতু : ঠাই — ঠাবেই ; গ্‌হাই — গ্‌হাবেই, গহাবেই। করেই—করাবেই ; কপ্পই [＜ কপ্পতে]—কপ্পাবেই। মরই—মারেই, পড়ই—পাড়েই।

ভাবকর্মবাচ্যের ক্রিয়া : পুচ্ছই—পুচ্ছিজ্জই ; কহই—কহিজ্জই ; সুণই—সুণিজ্জই। লব্‌ভই [＜ লভ্যতে], মুচ্চই [＜ মুচ্যতে], ভুজ্জই [＜ ভুজ্যতে], ভিজ্জই ＜ ভিদ্যতে], দিজ্জই [＜ দীয়তে], নজ্জই [＜ জ্ঞায়তে], [বুচ্চই ＜ উচ্যতে], করিজ্জই, কীরই [＜ ক্রিয়তে]।

নিষ্ঠাপ্রত্যয় যোগে : হসিয় [＜ হসিত],

[< পৃষ্ট], রক্‌খিয় [<রক্ষিত]। গয় [< গত], কড় [<কৃত], মুয়, মড় [<মৃত]। রক্‌খিয়বংত [< রক্ষিতবান্‌], হসিয়বংত [<হসিতবান্‌]।

শতৃ > অংত : পাসংত, চিট্‌ঠংত চরংত। করিজ্জংত, দিজ্জংত।

শানচ্‌ > মাণ : পাসমাণ, চিট্‌ঠমাণ, চরমাণ। করিজ্জমাণ, দিজ্জমাণ।

অসমাপ্ত কর্মপ্রবাহে লিপ্ততা বুঝাইতে **সমাণ** [**-ণী**] যোগ হয় : ওহীরমাণী সমাণী ; অব্‌ভণুন্নাএ সমাণে।

ঈয়, ণিজ্জ, তব্য > অব্ব : বংদণিজ্জ, জাণিয়ব্ব। কায়ব্ব [< কর্তব্য], পেজ্জ [< পেয়]।

অসমাপিকা ক্রিয়া :

-ইত্তা [< ইত্বা, য] : করিত্তা [< কৃত্বা], গচ্ছিত্তা, পাসিত্তা।

-ইত্তাণং : পাসিত্তাণং [দেখিয়া], চইত্তাণং [ছাড়িয়া]।

-উণং : দাউণং [দিয়া], বংধিউণং [বাঁধিয়া], নাউণং [জানিয়া], কাউণং [করিয়া]।

-ইত্তু : জাণিত্তু [জানিয়া], বংধিত্তু [বাঁধিয়া]।

-ট্টু : কট্টু [কৃত্বা], সাহট্টু [সংভর্য, সংভৃত্তু]।

-চ্চা : কিচ্চা [কৃত্বা], চিচ্চা [ত্যক্ত্বা], নচ্চা [জ্ঞাত্বা], সোচ্চা [শ্রুত্বা]।

-য [সংস্কৃত] নিশম্য > নিসম্ম, অভিগম্য > অভিগম্ম। পরিন্নায় < পরিজ্ঞায়, সমাদায় < সমাদায়।

উদ্দেশ্যবাচক অসমাপিকা ক্রিয়াঃ

-ইত্তএ ঃ করিত্তএ [কর্তুম্। কর্তবৈ।], গচ্ছিত্তএ [গন্তবৈ]।

উং, ইউং [ব তুম্]ঃ কাউং [ব কর্তুম্], গিণ্হিউং, দাউং।

সমাসঃ

দ্বন্দ্ব ঃ গামনয়রেসু [গামেসু য় নয়রেসু য়]ঃ অন্নপাণং, ভত্তপাণং, অম্মাপিয়রো।

দ্বিগু ঃ দুপ্পয় [দ্বিপদ], চউপ্পয় [চতুষ্পদ], বে-ইন্দিয়, পঞ্চিংদিয়।

অব্যয়ীভাব ঃ অণুগুণং, অণুগংগং, অণুপুব্বিং, অজ্ঝথিএ।

তৎপুরুষ ঃ গিহগএ [গিহং গএ], জাই-অংধে [জাইএ অংধে], রুক্খপড়িএ [রুক্খাও পড়িএ], গাণকুসলে [গাণংসি কুসলে], রায়কুমারে [রন্নো কুমারে]।

কর্মধারয় ঃ নীলুপ্পলং [নীলং উপ্পলং], সেয়রত্তে [সেএ রত্তে, শ্বেতরক্তে]।

বহুব্রীহি ঃ জিয়কোহে [জিএ কোহে জেণং], সয়দুবারে [সয়ং দুবারাইং জস্স]।

তদ্ধিত প্রত্যয় ঃ স্ত্রীপ্রত্যয় ঃ দারয়—দারিয়া, ভুংজমাণী, পংচমী।

ভাব প্রত্যয় ঃ আয়রিয়ত্তণং, তক্করত্তণং।

বিশেষণ প্রত্যয় ঃ বাহিরিল্ল, গামিল্ল, গুণবংত, বিজ্জামংত।

ভূমিকা

১। কল্পসূত্রকার ভদ্রবাহু

২। তীর্থংকরগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

৩। তীর্থকর শিষ্য গৌতম ও সুধর্মা

৪। সুধর্মার পরবর্তী কয়েকজন বিখ্যাত ধর্মাধিনায়ক

৫। কল্পসূত্র

৬। মহাবীর স্বামী

- ক। শুভস্বপ্ন দর্শন
- খ। জন্মোৎসব ও বাল্যজীবন
- গ। বিবাহ
- ঘ। সন্ন্যাস গ্রহণ
- ঙ। তপস্যা বা সাধনা
- চ। ধর্মপ্রচার ও নির্বাণ

কল্প-সূত্রকার

ভদ্রবাহু

অভ্রভেদী বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করিয়া অগস্ত্য ঋষি সদল-বলে দাক্ষিণাত্যে উপনিবেশ স্থাপন-পূর্বক তামিল-ভাষী দ্রাবিড়-গণের শিক্ষা-দীক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন,—এ-কথা এখন সর্বজন-বিদিত ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু এই সত্য পূর্বকালে আর্যাবর্তবাসী আর্যগণের জানা ছিল না। অগস্ত্য ঋষির বিষয়ে পুরাণকারেরা নানা-রূপ অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য গল্পের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহার একমাত্র কারণ এই যে, আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আকাশে মাথা তুলিয়া সুবিস্তৃত বিন্ধ্য পর্বতমালা ভারতবর্ষের এই দুই অংশের মধ্যে এমন একটা ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল যে, এক অংশের লোকে অন্য অংশের লোকের কোনও খবর পাইত না। ফলে, কল্পনার আশ্রয়ে নানা-রূপ প্রবাদ ও গল্প-গুজবের উদ্‌ভব হইত। আধুনিক যুগে ভারতের সর্বত্র রেলপথের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় উত্তর-ভারত ও দক্ষিণ-ভারতের ব্যবধান কাটিয়া গিয়াছে। এখন হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত যাতায়াত করিতে লোকের কোনও কষ্ট হয় না। তা'ছাড়া, দৈনিক সংবাদপত্রের অনুগ্রহে একপ্রান্তে সংঘটিত ঘটনা অন্য-প্রান্তে পৌঁছিতে বেশি বিলম্ব হয় না। কিন্তু তথাপি বিন্ধ্যাচলকৃত ব্যবধানের ফলে প্রাচীনকাল হইতে যে-সকল ঐতিহাসিক ঘটনা প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, সে-বিষয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে আধুনিক-যুগেও আশানুরূপ আলোকপাত হইতেছে না। তামিল সাহিত্যের আলোচনা হইতে আমরা যেমন অগস্ত্য ঋষির উপনিবেশের কথা ও তামিল-ভাষা-ভাষীদিগের শিক্ষা-দীক্ষা

ও আর্যসভ্যতা-গ্রহণের কথা জানিতে পারিয়াছি, কন্নড়-[Kanarese] সাহিত্যের আলোচনা করিয়া আমরা সেইরূপ আর-একজন আর্যাবর্তবাসী ঋষির কন্নড়-দেশে উপনিবেশ-স্থাপনের কথা জানিতে পারি। হিন্দু পুরাণে দাক্ষিণাত্য-প্রবাসী অগস্ত্য ঋষির বিষয়ে যেমন নানা অলীক গল্প কল্পনা বলে উদ্ভাবিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত বিবরণ আর্যাবর্ত-বাসীর জ্ঞান-গোচর হয় নাই,—কন্নড়-দেশপ্রবাসী এই ঋষিটির বিষয়েও আর্যাবর্তবাসী একাল যাবৎ কিছুই জানে না। ইতিহাস লইয়া যাঁহারা আলোচনা করিতেছেন, সেই-সব বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিতগণও এই ঋষির বিষয়ে আলোচনা করিতে গিয়া উত্তর-ভারতে প্রাপ্ত অসম্পূর্ণ ও অপরিস্ফুট উপকরণ ও কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়াছেন। এই কন্নড়- [কর্ণাট] দেশ-প্রবাসী ঋষিটির নাম ভদ্রবাহু। ইনি শ্রমণ ভগবান্ বর্ধমান মহাবীর স্বামীর শিষ্য-পারম্পর্যে ষষ্ঠ-স্থানীয় এবং সর্বশেষ চতুর্দশপূর্বী ও সকল-শ্রুত-জ্ঞানী ['অপচ্ছিম-সয়ল-সুয়-নাণি'] ছিলেন।

কন্নড় সাহিত্য ও কন্নড়-দেশীয় প্রাচীন কিংবদন্তী হইতে আমরা জানিতে পারি যে, অতি প্রাচীনকালে, যখন পাটলীপুত্রে মৌর্য-নৃপতি চন্দ্রগুপ্ত রাজা ছিলেন, সেইকালে জৈন গণধর ভদ্রবাহু অসংখ্য শিষ্য সঙ্গে লইয়া কন্নড়-দেশে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, এবং তথায় দেবতুল্য সম্মান লাভ করেন। কন্নড় দেশে সংস্কৃত ও কন্নড় ভাষায় যে বিরাট সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা জৈন সাহিত্য। এই সাহিত্যের গ্রন্থাবলী হইতে জানা যায় যে, নৃপতি চন্দ্রগুপ্ত ভদ্রবাহুর অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন, এবং পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে খ্রীস্ট-পূর্ব চতুর্থ শতকে তিনি গুরু ভদ্রবাহুর সহিত কন্নড় দেশে গিয়া নিগ্রন্থ ধর্ম অবলম্বন করিয়া শেষজীবন যাপন করিয়াছিলেন। সে-দেশে "শ্রাবণ-

বেলগোলা” নামে যে পর্বত আছে, সেই পর্বতে চন্দ্রগুপ্ত জৈন-ধর্মানুমোদিত “সল্লেখনা” অর্থাৎ অনশন-ব্রত অবলম্বন করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ঐ শ্রাবণ বেলগোলা* পর্বতে বর্তমান অসংখ্য জৈন মন্দির ও জৈন শিলালিপি অদ্যাপি সেখানকার জৈন অভ্যুদয়ের সাক্ষ্য দিতেছে। ঐ-সকল মন্দিরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দির হইল চন্দ্রগুপ্তের নামে প্রতিষ্ঠিত মন্দির। উক্ত শ্রাবণ-বেলগোলা পর্বতটি অদ্যাবধি ধর্মপ্রাণ জৈনদিগের মহা-তীর্থস্থান। এখানে পাহাড় কাটিয়া ৫৭॥ ফুট উচ্চ একটি নগ্ন জৈন সাধুর প্রস্তর-মূর্তি ৯৮৬ খ্রীস্ট-অব্দে নির্মাণ করা হইয়াছে। এই জৈন সাধুটির নাম গোম্মট। ইনি আদি তীর্থংকর ঋষভ দেবের পুত্র এবং ভারতবর্ষের রাজা ভরতের ভ্রাতা বলিয়া সে-দেশে পরিচিত। সন্ন্যাসী হইবার পূর্বে ইঁহার নাম ছিল বাহুবলি। শ্রাবণ বেলগোলায় গোম্মট-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কারকল ও য়েনূর পর্বতে আর-দুইটি গোম্মট-মূর্তি উত্তর-কালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কারকল পর্বতের মূর্তিটি ৪১ ফুট উচ্চ এবং ১৪৩২ খ্রীস্ট-অব্দে প্রতিষ্ঠিত। য়েনূর পর্বতের মূর্তিটি ৩৫ ফুট উচ্চ এবং ১৬০৪ খ্রীস্ট-অব্দে প্রতিষ্ঠিত। সুদীর্ঘ কালের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় সহ্য করিয়া দণ্ডায়মান এই মূর্তিগুলি এবং তত্রত্য পর্বতগাত্রে প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য মন্দির ও শিলালিপি আজ-পর্যন্ত দর্শকগণের নিকট কর্ণাট দেশে জৈন ধর্মের অভ্যুদয়-বার্তা এবং গণধর ভদ্রবাহুর মাহাত্ম্য

*‘শ্রমণ’ [-জৈন সন্ন্যাসী] শব্দের বিশেষণের বিকৃত উচ্চারণে “শ্রাবণ” শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে এবং জৈন নিগ্রন্থদিগের আবাসস্থল মহীশূর রাজ্যের এক প্রান্তে অবস্থিত এই ক্ষুদ্র পাহাড়টির (শ্রাবণ বেলগোলা) নামের পূর্বে বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ঘোষণা করিতেছে। খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত এই দেশের নানা-বংশীয় রাজগণ জৈন-ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তালকাড় প্রদেশের গঙ্গরাজগণ, মান্যখেট প্রদেশের রাষ্ট্রকূট ও কলচুরীয় রাজগণ, মাতুরার পাণ্ড্য রাজগণ সকলেই জৈন ছিলেন। কদম্ব ও চালুক্য-বংশীয় রাজারা ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী থাকিলেও জৈন-ধর্মের প্রতি আস্থা-সম্পন্ন ছিলেন এবং অর্থ ও বৃত্তিদান-পূর্বক জৈন লেখকগণকে উৎসাহিত করিতেন। কিন্তু, পল্লব ও চোল রাজগণ জৈনধর্মের বিরোধী ছিলেন। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন-দেশীয় পর্যটক হিউএন্-ত্সাঙ এই দেশে অসংখ্য জৈন ধর্মাবলম্বী নর-নারী দেখিয়া গিয়াছেন। এই-সকল প্রমাণ পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে নিঃসংশয় হওয়া যায় যে, মৌর্য-নৃপতি চন্দ্রগুপ্তের গুরু জৈন গণধর ভদ্রবাহু এই-দেশে সাফল্যের সহিত জৈনধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, এবং সেই জৈনধর্ম দেড় হাজার বৎসর ধরিয়া সে দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এখনও অনেক ধর্মপ্রাণ জৈন নিগ্রর্ন্থ সে-দেশের তীর্থগুলিতে গুহায় বাস করিতেছেন।

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর স্বামী মগধ-দেশে জৈনধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, এবং মগধ-দেশস্থিত 'পাবা' নগরে পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। চব্বিশজন তীর্থংকরের মধ্যে আরও কুড়ি জন মগধ দেশের সুমেতশিখর [আধুনিক পরেশনাথ পাহাড়] নামক স্থানে পরিনির্বৃত হন। মৌর্য নৃপতি চন্দ্রগুপ্ত মগধদেশে পাটলীপুত্রে রাজা ছিলেন। মহাবীর স্বামীর শিষ্য গণধরগণ ও ভদ্রবাহু মগধের অধিবাসী ছিলেন। এমত অবস্থায় পাঠকের মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, ভদ্রবাহু স্বীয় জন্মস্থান মগধ-দেশ ত্যাগ করিয়া দুর্লঙ্ঘ্য বিন্ধ্যাচল লঙ্ঘনপূর্বক দাক্ষিণাত্যে কর্ণাট-প্রদেশে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন

করিলেন কেন ? এ-বিষয়ে একটি প্রাচীন কিংবদন্তী আছে। মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব-কালে উত্তর-ভারতে তথা মগধ-দেশে দ্বাদশবর্ষ-ব্যাপী এক ভয়ানক দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, জ্যোতির্বিৎ ভদ্রবাহু জ্যোতিষিক গণনা-দ্বারা পূর্ব হইতেই এই ভাবী দুঃসময়ের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন এবং দুর্ভিক্ষ হইতে আপনার শিষ্যমণ্ডলীকে রক্ষা করিবার জন্য দক্ষিণাভিমুখে পর্যটন করিয়াছিলেন ; কারণ, দক্ষিণ-দেশে এই দুর্ভিক্ষের আক্রমণ হয় নাই। আবার কেহ কেহ তাঁহার জ্যোতিষিক গণনার বিষয় আদৌ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইবার পর দুর্ভিক্ষ-পীড়িত শিষ্যমণ্ডলীকে লইয়া তিনি দক্ষিণ দেশে যাত্রা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর সকলেই তাঁহার সহিত দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করেন নাই। যে সকল জৈন নর-নারী দুর্ভিক্ষ-গ্রস্ত মগধদেশে থাকিয়া গেলেন, তাঁহারা জৈন নিগ্রন্থদিগের জন্য নির্দিষ্ট আচার অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন নাই,—আচার-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্বেত বস্ত্র ধারণের প্রথা প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। ফলে, উত্তরকালে জৈনদিগের মধ্যে দুইটি শাখার প্রবর্তন হয় : [১] শ্বেতাম্বর ও [২] দিগম্বর। উত্তর ভারতে যাঁহারা রহিয়া গেলেন, তাঁহারা হইলেন শ্বেতাম্বর ; এবং ভদ্রবাহুর সহিত যাঁহারা দাক্ষিণাত্যে গমন করিলেন, তাঁহারা হইলেন দিগম্বর।

এই প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক, ভদ্রবাহু জ্যোতিষ শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন কিনা। 'ভাদ্রবাহবী সংহিতা' নামে একখানি জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থ আছে। সম্ভবতঃ এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া অর্বাচীন শ্বেতাম্বরদিগের মধ্যে একটি অদ্ভুত পৌরাণিক গল্প আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, প্রতিষ্ঠান

[গোদাবরী - তীরস্থিত পৈথানা]-নগর-বাসী ভদ্রবাহু ও বরাহমিহির দুই সহোদর ছিলেন। ভদ্রবাহুর গুরু যশোভদ্র তদীয় শিষ্য সম্ভূতবিজয় ও ভদ্রবাহুকে আচার্য পদে প্রতিষ্ঠিত করায় বরাহমিহির ক্রুদ্ধ হইয়া জৈনধর্ম ত্যাগ করেন। 'বৃহৎ সংহিতা' নামক বিখ্যাত জ্যোতিষশাস্ত্রের গ্রন্থ রচনা করিয়া বরাহমিহির বিদর্ভ দেশে বিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। সেই দেশের অশিক্ষিত জনগণের মনোহরণ করিবার জন্য তিনি প্রচার করিলেন যে, সূর্যদেবের আহ্বানে তিনি [বরাহমিহির] সৌর রথে আরোহণ করিয়া সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এবং সকল গ্রহ-নক্ষত্র দেখিয়া আসিয়াছেন। এই প্রচারকার্যের ফলে ঐ দেশের রাজা বরাহমিহিরের প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং তাঁহার পরামর্শক্রমে উক্ত দেশের জৈনদিগকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন। জৈনদিগের এই দুর্দশা দেখিয়া ভদ্রবাহু তাঁহার অলৌকিক জ্যোতিষ শাস্ত্রের জ্ঞান দ্বারা তর্ক যুদ্ধে তাঁহার সহোদর বরাহমিহিরকে পরাজিত করেন। ক্ষোভে ও ক্রোধে বরাহমিহির পঞ্চত্ব লাভ করিয়া একটি 'দুষ্টব্যন্তর' অর্থাৎ অনিষ্টকারী অপদেবতা রূপে আবির্ভূত হইয়া জৈনদিগের ঘরে ঘরে নানাবিধ রোগের বীজ ছড়াইয়া দেন। এই বিপদ হইতে জৈনদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ভদ্রবাহু উপসর্গহর স্তোত্র রচনা করিয়া পার্শ্বদেবের স্তব করেন। তাহাতে এই বিপদের শান্তি হয়। এই উপসর্গহর স্তোত্রটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"উবসগ্গহরং পাসং বংদামি কম্ম-ঘণ-মুক্কং।
বিসহর-বিস-নিন্নাসং মংগল-কল্লাণ-আবাসং ॥ ১ ॥

বিসহর-ফুলিংগ-মংতং কংঠে ধারেই জো সয়া মণুও।
তস্স গহ-রোগ-মারী-দুট্‌ঠ-জরা জংতি উপসামং ॥ ২ ॥

চিট্‌ঠউ দূরে মংতো তুজ্‌ঝ পণামো বি বহুফলো হোই।
নর-তিরিএস্সু বি জীবা পাবংতি ন দুক্‌খ-দোহগ্‌গং ॥ ৩ ॥

তুহ সম্মত্তে লদ্ধে চিংতামণি-কপ্‌প-পায়বব্‌ভহিএ।
পাবংতি অবিগ্‌ঘেণং জীবা অয়রামরং থাণং ॥ ৪ ॥

ইঅ সংথুও মহায়স ভত্তি-ব্‌ভর-নিব্‌ভরেণ হিঅএণ।
তা দেব দেস্সু বোহিং ভবে ভবে পাস জিণচংদ ॥ ৫ ॥"

[উপসর্গহর পার্শ্বদেবের বন্দনা করি। কর্মঘনমুক্ত পার্শ্বদেবের বন্দনা করি। বিষধর-বিষ-নাশক পার্শ্বদেবের বন্দনা করি। মঙ্গল ও কল্যাণের আবাস-ভূত পার্শ্বদেবের বন্দনা করি ॥ ১ ॥

যে-সকল মানব সর্বদা তোমার এই বিষহর মন্ত্র ও স্ফুলিঙ্গ-[অগ্নি] -মন্ত্র কণ্ঠে ধারণ করে, তাহাদের সেই মন্ত্রের প্রভাবে গ্রহ, রোগ, মারী ও দুষ্ট জরা উপশমপ্রাপ্ত হয় ॥ ২ ॥

মন্ত্রের কথা দূরে থাকুক, তোমাকে প্রণাম করিলেই বহু ফল লাভ হয়। মনুষ্য, তির্যক - যোনি-সম্ভূত অপদেবতা ও অন্যান্য জীবগণ [তোমাকে প্রণাম করিয়া] দুঃখ ও দুর্ভাগ্য-গ্রস্ত হয় না ॥ ৩ ॥

চিন্তামণি ও কল্পপাদপ অপেক্ষা অধিক তোমাকে সম্যক্ অবগত হইলে জীবগণ বিনা বিঘ্নে জরা-মরণ-বর্জিত স্থান লাভ করে ॥ ৪ ॥

হে মহাযশাঃ! এইভাবে ভক্তি-ভর-নির্ভর হৃদয়ে তোমার স্তব করিতেছি। হে জিণচন্দ্র পার্শ্বদেব, জন্মে জন্মে বোধি (অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞান) দান কর ॥ ৫ ॥]

এই পঞ্চ-স্তবকাত্মক পার্শ্বস্তোত্র যাঁহার রচনা, সেই ভদ্রবাহুরও জয়গান করা হইয়াছে :

"উবসগ্গহরং থুত্তং
কাউণং জেণ সংঘ-কল্লাণং
করুণা-পরেণ বিহিঅং
স ভদ্দৰাহু গুরূ জয়উ ॥"

[যিনি করুণা-পরবশ হইয়া উপসর্গহর স্তোত্র-রচনা দ্বারা সঙ্ঘ-কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, সেই গুরু ভদ্রবাহুর জয় হউক।]

এই সকল বিবরণ 'কল্প-সূত্র-কথানক' প্রভৃতি হইতে অধ্যাপক য়াকোবি সংগ্রহ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, 'ভাদ্রবাহবী সংহিতা' বরাহমিহিরের পরবর্তী যুগের রচনা এবং এই গ্রন্থে বরাহমিহিরের রচনার প্রভাব লক্ষিত হয়। আর বরাহমিহির খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের লোক; অর্থাৎ ভদ্রবাহু অপেক্ষা নয়শত বৎসরের পরবর্তী। হিন্দুদের শাস্ত্রে বা প্রাচীন জৈন শাস্ত্রে বরাহমিহিরের জৈন ধর্ম অবলম্বন করার বিষয়ে কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। সুতরাং এই গ্রন্থ- [ভাদ্রবাহবী সংহিতা]- রচনার কৃতিত্ব ভদ্রবাহুর উপর অর্পিত করা যায় না। তা'ছাড়া আর একখানি আইনের বই 'ভদ্রবাহু সংহিতা'ও এই ভদ্রবাহুর নামে প্রচলিত আছে। কিন্তু এই গ্রন্থদ্বয় ভদ্রবাহু অপেক্ষা অনেক অর্বাচীন। সুতরাং 'ভাদ্রবাহবী সংহিতা'র প্রামাণ্যে ভদ্রবাহুকে জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিত বলা যায় না। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই জৈনগণ গ্রহনক্ষত্রাদি ও শকুন শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। সুতরাং ভদ্রবাহু হয়তো জ্যোতির্বিৎ ছিলেন।

ভদ্রবাহু জ্যোতির্বিৎ থাকুন আর না-ই থাকুন, এবং জ্যোতির্বিদ্যাবলে মগধের দারুণ দুর্ভিক্ষের কথা পূর্ব হইতে অবগত হইয়া থাকুন আর না-ই থাকুন, তিনি যে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বা দুর্ভিক্ষ-ভীত অনুচরবর্গকে সঙ্গে লইয়া দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিলেন,

সে-বিষয়ে সংশয়ের কোনও কারণ নাই। প্রাচীন জৈন কিংবদন্তী ও কন্নড় সাহিত্যের কিংবদন্তী লইয়া এ-বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি। কিন্তু জৈনশাস্ত্র-বিশারদ অধ্যাপক য়াকোবি ভদ্রবাহুকে দাক্ষিণাত্যে না পাঠাইয়া নেপালে পাঠাইয়াছেন। কোন্ প্রমাণ অবলম্বন করিয়া তিনি এরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ তিনি করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন ভদ্রবাহু নেপালে যাওয়ার পর মগধে জৈন সঙ্ঘের কর্তা ছিলেন স্থূলভদ্র স্থবির। কিন্তু স্থূলভদ্র জৈন আগমের বিষয় সম্পূর্ণ জানিতেন না বলিয়া ৪৯৯ জন জৈন সাধু সঙ্গে লইয়া নেপালে ভদ্রবাহুর নিকট ঐ-সকল বিষয় শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু ভদ্রবাহু সে-কালে মহাপ্রাণ ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার অনবসর বশতঃ স্থূলভদ্র ও তদনুচরবর্গের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ-রূপে সিদ্ধ হয় নাই। য়াকোবির মতো কৃতবিদ্য পণ্ডিত যে বিনা-প্রমাণে কোনও-কিছু লিখিয়া যাইবেন, তাহা বিশ্বাস করা যায় না। হয় তো কোনও প্রমাণ তিনি পাইয়া থাকিবেন; কিন্তু সে প্রমাণ বিশ্বাস-যোগ্য নহে। কারণ, ভদ্রবাহুর দাক্ষিণাত্য-গমন যেমন জৈন কিংবদন্তী ও দাক্ষিণাত্যের কিংবদন্তী হইতে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইতেছে, নেপাল-গমনের সে-রূপ কোনও প্রমাণ নাই। সুপরিচিত জৈন কিংবদন্তীও নাই, নেপালের প্রমাণও নাই।

ভদ্রবাহু দাক্ষিণাত্যে চলিয়া যাওয়ার পর মগধে ভদ্রবাহুর মতো জৈন আগমে অভিজ্ঞ কেহ ছিলেন না, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। তখনকার দিনে মগধের জৈন-সঙ্ঘের কর্তা স্থূলভদ্র জৈন আগমসমূহ সংগ্রহ করিবার জন্য পাটলীপুত্র নগরে জৈন সাধু ও স্থবিরগণের একটি সম্মিলন আহ্বান করেন। দ্বাদশ-

বর্ষ-ব্যাপী দুর্ভিক্ষের অবসানে এই সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। যে-সকল স্থবির সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা জৈন আগমের যে-যে অংশ আবৃত্তি করিয়া বলিতে পারিয়াছিলেন, বিচার-পূর্বক তাহাই গ্রহণ করিয়া পাটলীপুত্রের অধিবেশনে একাদশ অঙ্গের উদ্ধার করা হয়। শ্রীবীরনির্বাণের দুই-শত বৎসর পরে মৌর্য নৃপতি চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে এই জৈন সঙ্ঘের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই অধিবেশনে ভদ্রবাহু উপস্থিত ছিলেন কি না, সে বিষয়ে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ তিনি উপস্থিত ছিলেন না। কারণ, তাৎকালিক মগধের জৈন সঙ্ঘে ভদ্রবাহু অপেক্ষা স্থূলভদ্রের সমাদর কিছু বেশি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ঋষিমণ্ডল-সূত্রে ভদ্রবাহুর প্রশংসায় একটি-মাত্র স্তবক স্থান পাইয়াছে; কিন্তু স্থূলভদ্রের নামে কুড়িটি স্তবক রচিত হইয়াছে। ভদ্রবাহুর বিষয়ে রচিত স্তবকটি এই-রূপ:

"দসকপ্প-ব্ববহারা
নিজ্জূঢ়া জেণ নবম-পুব্বাও।
বংদামি ভদ্দবাহুং তম্
অপচ্ছিম-সয়ল-সুয়-নাণি॥"

[অপশ্চিম সকল-শ্রুত-জ্ঞানী সেই ভদ্রবাহুর বন্দনা করি, যিনি নবম পূর্ব হইতে দশকল্প ও ব্যবহার নির্যাসিত করিয়াছেন অর্থাৎ ছাঁকিয়া বাহির করিয়াছেন।]

এখানে প্রণিধান-যোগ্য কথা এই যে, ভদ্রবাহু সর্বশেষ চতুর্দশপূর্বী হইলেও তাঁহাকে 'পশ্চিম সকল-শ্রুত-জ্ঞানী' না বলিয়া 'অপশ্চিম সকলশ্রুতজ্ঞানী' বলা হইয়াছে; অর্থাৎ স্থূলভদ্রও যে একজন চতুর্দশপূর্বী ছিলেন, তাহারই ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু জৈনশ্রুত বিষয়ে স্থূলভদ্র ভদ্রবাহু অপেক্ষা

অনেক অল্প-জ্ঞানী ছিলেন। ভদ্রবাহুই সর্বশেষ স্থবির, যিনি চতুর্দশ পূর্ব সমগ্র আবৃত্তি করিতে পারিতেন। যাহা হউক, পাটলীপুত্রের অধিবেশনে স্থবিরগণের মুখে আবৃত্তি শুনিয়া জোড়াতাড়া দিয়া ১১খানি অঙ্গ-গ্রন্থ উদ্ধার করা হইল। কিন্তু 'দৃষ্টিবাদ' নামক দ্বাদশ অঙ্গ চিরকালের জন্য লুপ্ত হইয়া গেল। এই অধুনা-লুপ্ত দ্বাদশ অঙ্গে জৈনদিগের চতুর্দশ পূর্ব বা বিজ্ঞানের কথা ছিল।

কালক্রমে ভদ্রবাহুর অনুচরবর্গের মধ্যে কেহ-কেহ দাক্ষিণাত্য হইতে মগধে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন, মগধের জৈন নির্গ্রন্থ ও নির্গ্রন্থীদের মধ্যে জৈন আচার-ব্যবহার শিথিল হইয়া পড়িয়াছে; জৈন নির্গ্রন্থেরা মহাবীর স্বামীর নির্দেশ সম্পূর্ণরূপে মানিয়া চলিতেছেন না। ইহা দেখিয়া তাঁহারা মগধবাসী শ্বেতাম্বরদিগকে আচার-ভ্রষ্ট বলিয়া তাহাদের সঙ্গে মিশিলেন না। ফলে, জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর নামে দুই শাখার উদ্ভব হইল; এবং তাঁহারা পরস্পর বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন হইলেন।

ভদ্রবাহু সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্যেই তাঁহার শেষ-জীবন যাপন করিয়াছিলেন এবং আজীবন দিগম্বর ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে কন্নড়-দেশের জৈন সাধুগণ সকলেই দিগম্বর ছিলেন। উত্তর-কালে বৌদ্ধদিগের অনুকরণে তাঁহারা কাষায় বস্ত্র পরিধান করিতেন; কিন্তু আহার-গ্রহণকালে সম্পূর্ণ নগ্ন হইতেন। আধুনিক-যুগে দেখা যায়, মারোয়াড় ও গুজরাট প্রদেশের জৈনগণ শ্বেতাম্বর; এবং দক্ষিণ-দেশের গুহা ও গহ্বরে অতি অল্প-সংখ্যক দিগম্বর সাধু দেখিতে পাওয়া যায়।

ভদ্রবাহু যদিও নিজে দিগম্বর-সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন, তথাপি শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় সম্প্রদায়ের লোকেই তাঁহাকে সম-

ভাবে শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছেন। ভদ্রবাহুর নির্বাণ-স্থান বা নির্বাণের বিবরণ কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু সর্ব সম্প্রদায়ের সম্মতিক্রমে তাঁহার পরিনির্বাণের কাল নির্দিষ্ট আছে। শ্রীবীর নির্বাণের ১৭০ বৎসর পরে তাঁহার পরিনির্বাণ হইয়াছিল। হেমচন্দ্রের পরিশিষ্ট-পর্বে আছে ঃ

"বীর-মোক্ষাদ্ বর্ষ-শতে সপ্তত্যগ্রে গতে সতি।
ভদ্রবাহুর্ অপি স্বামী যযৌ স্বর্গং সমাধিনা॥"

[মহাবীর স্বামীর মোক্ষলাভের ১৭০ বৎসর পরে ভদ্রবাহু স্বামীও সমাধি অবলম্বন পূর্বক স্বর্গগত হইয়াছেন।]

জৈনাচার্য হেমচন্দ্রের মতে ৪৬৭ খ্রীস্টপূর্বাব্দে মহাবীরের পরিনির্বাণ ঘটে। এবং তাহার ১৫৫ বৎসর পরে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক সংঘটিত হয়। হেমচন্দ্রের পরিশিষ্ট পর্বের অষ্টম সর্গের ৩৪১ সংখ্যক শ্লোকে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক-কালের উল্লেখ আছে। যথা ঃ

"এবং চ শ্রীমহাবীরে মুক্তে বর্ষশতে গতে।
পঞ্চ-পঞ্চাশদধিকে চন্দ্রগুপ্তোঽভবন্ নৃপঃ॥"

সুতরাং, এই প্রমাণগুলি মিলাইয়া লইলে ভদ্রবাহুর নির্বাণ-কাল ২৯৭ খ্রীস্টপূর্বাব্দে পড়ে। কন্নড়-দেশের কিংবদন্তী অনুসারে ঐ ২৯৭ খ্রীস্টপূর্বাব্দই চন্দ্রগুপ্তের কন্নড়-রাজ্যে দেহ-ত্যাগের কাল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রাজশিষ্য চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু দেখিয়া ভদ্রবাহু বেশি-দিন জীবিত ছিলেন না। উভয়ের মৃত্যুকালের ব্যবধান ২।১ মাস মাত্র হইতে পারে।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, উত্তর কালের কোনও জৈন জ্যোতির্বিৎ আত্মনাম গোপন করিয়া ভদ্রবাহুর নামে 'ভাদ্রবাহবী সংহিতা' প্রণয়ন করিয়াছিলেন; এবং আর-একজন জৈন আইন-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত 'ভদ্রবাহু সংহিতা' নামে একখানি আইনের বই

রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের নাম ভদ্রবাহু ছিল কি-না, বলা যায় না। কিন্তু ভদ্রবাহু নামে যে আর একজন জৈন সাধু ছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। দ্রাবিড়-সঙ্ঘের দিগম্বরদিগের পট্টাবলীতে কুন্দকুন্দ নামে একজন জৈন স্থবিরের নাম পাওয়া যায়। ইনি খ্রীস্টীয় প্রথম শতকের লোক, এবং অনেক জৈন গ্রন্থের প্রণেতা। ইনি ভদ্রবাহুর শিষ্য বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের ভদ্রবাহু খ্রীস্টীয় প্রথম শতকের কুন্দকুন্দ স্থবিরের গুরু হইতে পারেন না। সুতরাং, ভদ্রবাহু নামে একাধিক জৈন দিগম্বর স্থবিরের অস্তিত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে।

ভদ্রবাহু গৃহী ছিলেন না; দিগম্বর* সন্ন্যাসী ছিলেন। সংসারের সহিত যাঁহার কোনও সম্পর্ক ছিল না, তাঁহার জীবনের কাহিনী বেশি-কিছু থাকিতে পারে না। পুত্র-পৌত্রাদি তাঁহার ছিল না; গুরু-পারম্পর্যে বা শিষ্য-পারম্পর্যেই তাঁহার পরিচয়; তাঁহার বংশ-পরিচায়ক গোত্রটিও অদ্ভুত। 'প্রাচীন' গোত্রে উৎপন্ন বলিয়া তাঁহার পরিচয়; কিন্তু 'প্রাচীন গোত্র' মানে কি? এ যেন অনাদি, অনন্ত, স্বয়ংভূ শিবের গোত্র। তাঁহার জন্মকালের বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না। জন্মস্থানের বিষয়েও আমরা কিছু জানি না। কেবল তাঁহার কর্মস্থান মগধ দেশের রাজগৃহে এবং দাক্ষিণাত্যের শ্রাবণ বেলগোলা পাহাড়ে ছিল ইহাই জানিতে পারি। মৌর্য রাজা যখন তাঁহার শিষ্য ছিলেন, তখন মগধের রাজধানী পাটলীপুত্রেও তাঁহার যাতায়াত ছিল,—অনুমান করা যায়। তাঁহার পুত্রকল্প অভিন্নাত্মা চারিজন থের শিষ্য ছিলেন,—গোদাস, অগ্নিদত্ত, জনদত্ত ও সোমদত্ত। শিষ্যেরা

*সম্ভবতঃ ভদ্রবাহুর কালে জৈনেরা দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর শাখায় বিভক্ত হন নাই।

কাশ্যপ-গোত্রীয় ছিলেন এবং গোদাস হইতে 'গোদাস' গণ উদ্ভূত হইয়াছিল। এই সকল কথা আমরা কল্পসূত্রের স্থবিরাবলী হইতেই জানিতে পারি। খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতকে রত্নানন্দী নামে একজন জৈন সাধু 'ভদ্রবাহু চরিত' নামক যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইলে হয়তো ভদ্রবাহুর বিষয়ে আরও অনেক কথা জানা যাইত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ভদ্রবাহুর জীবনচরিত বিষয়ে আমরা যাহা জানিতে পারি, তাহা এই: তিনি মগধ দেশে 'প্রাচীন' গোত্রীয় কোনও অজ্ঞাত কুলে খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতকে জন্মগ্রহণ করেন; কিছুকাল রাজগৃহস্থিত জৈন-সঙ্ঘের কর্তৃত্ব করিয়াছিলেন; সম্ভবতঃ মৌর্য নৃপতি চন্দ্রগুপ্তকে জৈন ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন; সদল-বলে দাক্ষিণাত্যে শ্রাবণ বেলগোলা পাহাড়ে গিয়া জৈনধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন; এবং ২৯০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে সমাধি অবলম্বন পূর্বক ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, ভদ্রবাহু কি নিজে কোনও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন? ভদ্রবাহুর কালে ভারতবর্ষে কি লিপিবিদ্যা প্রবর্তিত ও প্রচারিত হইয়াছিল? ভারতীয় লিপির [ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপির] প্রাচীন পরিচয় আমরা পাই অশোকের শিলালিপি ও স্তম্ভলিপিগুলিতে। অশোকের সময়ের দুই-একশত বৎসর পূর্বে উৎকীর্ণ ব্রাহ্মী লিপিরও আবিষ্কার হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মী লিপির পূর্ববর্তী কোনও সুপ্রচলিত লিপির সংবাদ এ-পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ ও বিশাল ভারতের নানা অংশে আধুনিক যুগে যে-সকল লিপি প্রচলিত আছে সে সমস্তই ব্রাহ্মী বা খরোষ্ঠী লিপির পরিণতি। সুতরাং মনে করা যাইতে পারে যে, ভদ্রবাহুর কালেও কোনও-প্রকার লিপি এ দেশে প্রচলিত ছিল। কিন্তু, সে লিপি যে জনসাধারণের

মধ্যে প্রচলিত ছিল, এবং আধুনিক-যুগের মতো বহুলভাবে ব্যবহৃত হইত, তাহা মনে করা যায় না। ব্রাহ্মী লিপির অক্ষরগুলি পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, এগুলি বহুকাল হইতে দেশে বহু-প্রচলিত ছিল না। প্রত্যেকটি অক্ষর পৃথক্ পৃথক্ ভাবে লিখিত হইত। কোনও দুইটি অক্ষর বেমালুম একসঙ্গে জুড়িয়া যায় নাই। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে ব্রাহ্মী লিপির বহুল প্রচার না হইয়া থাকিলেও, শিক্ষিত সমাজে যে ঐ লিপি প্রচলিত ছিল না, তাহা মনে করিবার কোনও হেতু নাই। কিন্তু, ব্রাহ্মী লিপি শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সুপরিচিত ছিল—ইহা ধরিয়া লইলেও মনে হয় না যে, তখনকার দিনেও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এখনকার মতো বসিয়া বসিয়া বই লিখিতেন বা বঙ্কিমচন্দ্র-শরৎচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের মতো অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া কেহ যশস্বী হইতে পারিয়াছিলেন। এখনকার দিনে ও তখনকার দিনে একটা মস্ত বড়ো প্রভেদ এই যে, তখনকার শিক্ষিতেরা স্মৃতিশক্তির উপর অধিক নির্ভর করিতেন, লিপির উপর করিতেন না। তাঁহাদের স্মৃতিশক্তি এ-কালের শিক্ষিত জনগণের স্মরণশক্তি অপেক্ষা অনেক বেশি প্রখর ছিল। তাঁহারা একবার যাহা শুনিতেন, তাহা আজীবন মনে রাখিতে পারিতেন। অধীত বিষয়-সমূহ ঘন ঘন আবৃত্তি করিয়া কণ্ঠস্থ করিতেন। এইটিই প্রাচীন ভারতের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য। এই কথাটি মনে থাকিলে প্রাচীন যুগের সাহিত্য-বিষয়ে আলোচনা-কালে আমাদের কথা-কাটাকাটি অনেক কমিয়া যাইবে। ভদ্রবাহুর নামে অনেক গ্রন্থ প্রচলিত আছে। জৈন আগমগুলির তিন-চারিখানি ভদ্র-বাহুর নামে প্রচলিত। ইতঃপূর্বে বলা হইয়াছে যে, 'ভাদ্রবাহবী সংহিতা', ও 'ভদ্রবাহু সংহিতা' ভদ্রবাহুর রচনা নহে। কিন্তু তাই বলিয়া জৈন আগম গ্রন্থগুলি ও কল্পসূত্র যে

তাঁহার মুখ-নিঃসৃত নহে, সে কথা ভাবিবার পক্ষে কোনও অনুকূল যুক্তি নাই। আমরা জৈন আগম-গ্রন্থগুলি যে আকারে পাইতেছি, তাহা অবশ্যই ভদ্রবাহুর কালের নহে,—বিভিন্ন কালের বিভিন্ন ছাপ তাহার উপর পড়িয়াছে। কিন্তু তাহার মৌলিক অংশগুলি যে ভদ্রবাহুর মুখ-নিঃসৃত, সে-বিষয়ে সন্দেহ করিবার কি কারণ থাকিতে পারে? সর্বধ্বংসী কালের করাল-প্রভাবে জৈন আগমগুলির অনেক অংশ লুপ্ত হইয়াছে এবং সেগুলির পুনরুদ্ধারের জন্য ধর্মপ্রাণ জৈনগণ কর্তৃক দুইবার জৈন সঙ্ঘের সম্মিলন আহূত হইয়াছে: একবার স্থূলভদ্রের কর্তৃত্বে পাটলীপুত্র নগরে; এবং আর-একবার ৯৮০ শ্রীবীর-নির্বাণাব্দে [৫১৩ খ্রীস্ট-অব্দে] গুজরাট দেশে বল্লভী নগরে দেবর্ধিগণী ক্ষমাশ্রমণের কর্তৃত্বে। পাটলীপুত্রের সম্মিলনে সম্ভবতঃ ভদ্রবাহু উপস্থিত ছিলেন না, এবং বল্লভী সম্মিলনে তিনি নিশ্চয়ই ছিলেন না। কিন্তু তথাপি তাঁহার নামে প্রচলিত অনেক আগম-গ্রন্থ এ-কাল পর্যন্ত অবিলুপ্ত আছে। কিন্তু এই সকল আগম-গ্রন্থের গ্রন্থকার বা রচয়িতা তাঁহাকে বলা যায় না। শ্রীমহাবীরের মুখ-নিঃসৃত আগম-বাক্যাবলী গুরুর মুখে শুনিয়া ভদ্রবাহু সমস্তই কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার মুখ হইতে শুনিয়া তাঁহার শিষ্যেরা সে-গুলি কণ্ঠস্থ করিয়া লইয়াছিলেন, এবং কেহ-কেহ হয় তো লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তারপর শিষ্য-পারম্পর্য-ক্রমে ঐ আগম-গ্রন্থগুলি পাটলীপুত্র ও বল্লভী নগরের সম্মিলনে উপস্থিত হইয়াছে এবং লিপিবদ্ধ হইয়া একাল পর্যন্ত প্রচলিত আছে। কল্পসূত্রের সাক্ষ্য হইতেই জানা যাইতেছে যে বীর নির্বাণের পর ৯৮০ সালে [দসমস্স য় বাস্সয়স্স অয়ং অসীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই।] দেবর্ধিগণী ক্ষমাশ্রমণের অধিনায়কত্বে [দেবিড্‌ঢি -খমাসমণে কাসব-গোত্তে

পণিবয়ামি।] এই গ্রন্থ ও অন্যান্য আগমগ্রন্থ সম্পাদিত ও লিখিত হইয়াছিল। ক্ষমাশ্রমণ দেবর্ধিগণীই জৈন আগম-শাস্ত্রের ব্যাস-দেব স্থানীয়। তারপর কালের প্রভাবে এই-সকল গ্রন্থ-মধ্যে যে কিছু-কিছু পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিবর্জন ও পরিমার্জন সংঘটিত হইয়াছে, তাহা বিশ্বাস করিবার পক্ষে কোনও বাধা দেখি না।

প্রাচীন প্রবাদ ও কিম্বদন্তী অনুসারে জৈন আগমের ছেদ-গ্রন্থ-গুলির সঙ্গেই ভদ্রবাহুর বিশিষ্ট সম্পর্ক দেখা যায়। দসা, কপ্প ও ব্যবহার গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া ভদ্রবাহুরই নাম পাওয়া যায়। দসা (দশা), আয়ার-দসা (আচার-দশক) বা দসাসুয়ক্খন্ধ (দশশ্রুতস্কন্ধ) গ্রন্থের প্রণেতা ভদ্রবাহু। তিন-খানি কল্প-গ্রন্থের মধ্যে কেবল একখানি 'জীয়কপ্‌প' (জিত-কল্প) জিনভদ্র-বিরচিত, অপর দুইখানি, বৃহৎ কল্প ও পঞ্চকল্প ভদ্রবাহুর রচনা। ব্যবহার-সূত্র (তৃতীয় ছেদসূত্র) ও ভদ্রবাহুরই রচনা। সুতরাং ছয়খানি ছেদগ্রন্থের মধ্যে তিনখানির রচয়িতা ভদ্রবাহু। মূলসূত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে পিণ্ডনির্যুক্তি ও ওঘনির্যুক্তি ভদ্রবাহু-বিরচিত। সুতরাং আগম গ্রন্থগুলির মধ্যে ভদ্রবাহুর বিশিষ্ট দান আছে স্বীকার করিতে হয়। ধর্মঘোষ-কৃত 'ইসিমংডল' (ঋষিমণ্ডল) স্তোত্রে দেখা যায় যে ভদ্রবাহু অনেকগুলি আগম গ্রন্থের নির্যুক্তি বা ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন।

ঋষিমণ্ডল সূত্রের ১৬৭ সংখ্যক শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ভদ্রবাহু নবম পূর্ব হইতে দশটি কল্প ও তাহার সার-সংকলন করিয়াছেন। আবার ঐ ঋষিমণ্ডলসূত্রের একটি বৃত্তিতে পাওয়া যায়ঃ

"দশবৈকালিকস্যাচারাঙ্গ-সূত্রকৃতাঙ্গয়োঃ।
উত্তরাধ্যয়ন-সূর্যপ্রজ্ঞপ্ত্যোঃ কলকস্য চ॥

ব্যবহারর্ষিভাষিতাবশ্যকানাম্ ইতঃ ক্রমাৎ।
দশাশ্রুতাখ্যস্কন্ধস্য নির্যুক্তীর্ দশ সোঽতনোৎ॥
তথাঽন্যাং ভগবাংশ্চক্রে সংহিতাম্ ভাদ্রবাহবীম্॥"

[ভগবান্ ভদ্রবাহু দশবৈকালিক, আচারাঙ্গ, সূত্রকৃতাঙ্গ, উত্তরাধ্যয়ন, সূর্যপ্রজ্ঞপ্তি, কলক, ব্যবহার, ঋষিভাষিত, আবশ্যক এবং দশাশ্রুতস্কন্ধ নামক দশখানি গ্রন্থের নির্যুক্তি বা ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়াছেন। তাছাড়া তিনি 'ভাদ্রবাহবী সংহিতা' লিখিয়াছেন।]

অনেকে সন্দেহ করেন যে, একা ভদ্রবাহু এতগুলি গ্রন্থের রচনা কেমন করিয়া করিলেন? কিন্তু সে সন্দেহ অমূলক। কারণ, তিনি তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে সকল আগমেরই বাচন করিতেন, ব্যাখ্যাও করিতেন। তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণের কেহ-কেহ সেগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং কালক্রমে সেগুলি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তবে আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, পঞ্চম ছেদসূত্র 'কপ্প' বা বৃহৎকল্প ভদ্রবাহুর নিকট হইতে জৈনসংঘে প্রচারিত হইয়াছে এবং কল্পসূত্র গ্রন্থখানি তাঁহারই দিগম্বর সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ-বিশেষ উৎসব উপলক্ষ্যে পঠিত হইত। আচারাঙ্গ প্রভৃতি নানা গ্রন্থ হইতে সংকলনাদির দ্বারা এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, কিন্তু উত্তরকালে এই কল্পসূত্র গ্রন্থেও অনেক সংযোজন সংসাধিত হইয়াছে। দেবর্ধি ক্ষমাশ্রমণকে নমস্কার জানাইয়া গ্রন্থ শেষ করা হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ৯৮০ বীরনির্বাণাব্দে [৫১৩ খ্রীস্ট-অব্দে] বল্লভীর জৈনসঙ্ঘ সম্মিলনের অনুমোদনে কল্পসূত্র-গ্রন্থ পুস্তকে ন্যস্ত তথা আগম-প্রবিষ্ট হইয়াছে। তাহার পূর্বকাল পর্যন্ত ভদ্রবাহুর শিষ্যমণ্ডলীর কণ্ঠে কণ্ঠে ইহার আবৃত্তি হইত।

২। তীর্থংকরগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

তীর্থংকর, তীর্থকর : 'তীর্থ' শব্দের অর্থ বৈতরণী [⊲ বইতরণিআ ⊲ ব্যতিতরণিকা]-তরণের পথ, অর্থাৎ জন্ম-জরা-মরণ-রূপ প্রবাহ-সমুদ্রের পারে যাইবার উপায়। জৈন তীর্থ চারিটি : [১] নির্গ্রন্থ বা অনাগারীদিগের তীর্থ, [২] নির্গ্রন্থী বা অনাগারিকাদিগের তীর্থ, [৩] শ্রাবক বা গৃহস্থদিগের তীর্থ, [৪] শ্রাবিকা বা গৃহবাসিনীদিগের তীর্থ। যিনি এই চতুর্বিধ তীর্থের কর্তা, তিনি তীর্থংকর বা তীর্থকর। চতুর্বিংশতি তীর্থকরের নাম ও বিবরণ নিম্নে সংগৃহীত হইল।

১। প্রথম তীর্থকর **ঋষভদেব :** সুষম-দুঃসম যুগে ইনি প্রাদুর্ভূত হন। গর্ভাবস্থায় ঋষভদেবের মাতা যে স্বপ্ন-গুলি দেখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ঋষভ বা বৃষের স্বপ্ন প্রথম দেখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হয় ঋষভদেব। তাঁহার অন্য নাম আদিনাথ। তাঁহার নামে বহু স্তোত্র ও গ্রন্থ সংরচিত হইয়াছে। তাঁহার শত পুত্রের মধ্যে ভরতের নামানুসারে ভারতবর্ষের নামকরণ হইয়াছে। পিতার নাম নাভি, মাতার নাম মারুদেবী। ঋষভদেব কোশল বা অযোধ্যার রাজা ছিলেন। তাঁহার চিহ্ন ছিল বৃষ, বটবৃক্ষতলে তাঁহার সিদ্ধিলাভ এবং কৈলাসশিখরে মহানির্বাণ লাভ হয়।

২। দ্বিতীয় তীর্থকর **অজিতনাথ :** ইঁহার পিতা জিতশত্রু ও মাতা বিজয়া। দুঃসম-সুষম যুগে অযোধ্যানগরে ইঁহার প্রাদুর্ভাব। ইনি জন্মগ্রহণ করিবামাত্র ইঁহার পিতার সকল শত্রু পরাভূত হয়। এইজন্য ইঁহার নাম অজিতনাথ। মন্দির ও মূর্তিতে ইনি হস্তিলাঞ্ছন। সপ্তচ্ছদ বা ছাতিম [সপ্তপর্ণ ⊳ ছত্তিবন্ন ⊳ ছাতিম]-বৃক্ষতলে সিদ্ধিলাভ করেন।

সুমেতশিখর বা পরেশনাথ পাহাড়ে ইনি পরিনির্বাণ লাভ করেন।

৩। তৃতীয়ঃ **সংভবনাথঃ** ইনি এবং ইঁহার পরবর্তী সকল তীর্থংকরই দুঃসম-সুষম যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর প্রকোপ-কালে ইঁহার জন্ম হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর অবসান ঘটে। এই শুভ সংঘটনের জন্য তাঁহার নাম হয় সংভব। ইঁহার পিতা জিতারি শ্রাবস্তীর রাজা ছিলেন। মাতার নাম সেনা। শাল্মলী তরুতলে ইঁহার সিদ্ধিলাভ হয়। অশ্ব ইঁহার চিহ্ন। সুমেত-শিখর বা পরেশনাথ পাহাড়ে ইনি পরিনির্বৃত হন।

৪। **অভিনন্দনঃ** ইনি কোশলদেশীয় বনিতানগরের রাজা সম্বর ও রাণী সিদ্ধার্থার পুত্র। ইনি জন্মগ্রহণ করিবামাত্র স্বর্গ হইতে দেবরাজ ইন্দ্র ইঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য আসিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম হয় অভিনন্দন। সরল-বৃক্ষতলে ইনি সিদ্ধিলাভ করেন। ইঁহার চিহ্ন বানর। সুমেত-শিখর বা পরেশনাথ পাহাড়ে ইঁহার পরিনির্বাণ ঘটে।

৫। **সুমতিনাথঃ** ইনি কংকণপুরের রাজা মেঘরথ এবং রাণী সুমংগলার পুত্র। ইনি গর্ভে থাকিবার সময়ে ইঁহার মাতার বুদ্ধি প্রখর হইয়াছিল বলিয়া ইঁহার নাম হয় সুমতি। কথিত আছে যে পরলোকগত একজন ব্রাহ্মণের দুই পত্নীর মধ্যে একমাত্র পুত্রের দখল লইয়া বিবাদ হয়। রাণী সুমংগলা তাহার বিচার করিয়া দেন। তিনি আদেশ করেনঃ ছেলেটিকে করাত দিয়া কাটিয়া সমান ভাগে ভাগ করিয়া দু'জনকে দেওয়া হউক। ছেলেটির প্রকৃত মাতা এ প্রস্তাবে ভয়ানক আপত্তি করায় তাহাকেই যথার্থ মাতা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা

হয়। প্রিয়ংগু বৃক্ষতলে ইনি সিদ্ধিলাভ করেন। ইঁহার চিহ্ন চক্রবাক। সুমেতশিখর ইঁহার নির্বাণস্থান।

৬। **পদ্মপ্রভঃ** ইনি কৌশাম্বীর রাজা শ্রীধর ও রাণী সুসীমার পুত্র। পুত্রের জন্মের পূর্বে রাণী পদ্মপুষ্পের শয্যায় শয়ন করিতে এবং পদ্মপুষ্পের ঘ্রাণ লইতে ভালবাসিতেন বলিয়া পুত্রের নাম হয় পদ্মপ্রভ। ইঁহার চিহ্নও পদ্ম। প্রিয়ংগু-বৃক্ষতলে ইঁহার সিদ্ধিলাভ হয়। সুমেতশিখরে নির্বাণ!

৭। **সুপার্শ্বনাথঃ** কাশীরাজ প্রতিষ্ঠ ও রাজ্ঞী পৃথ্বীর পুত্র। রাণীর অঙ্গের দুইপার্শ্বে ধবলরোগ ছিল। পুত্রের প্রসবমাত্রই ইনি রোগমুক্ত হইয়া সুপার্শ্বা হন। সেইজন্য ইঁহার পুত্রের নাম হয় সুপার্শ্বনাথ। শিরীষ-বৃক্ষতলে ইঁহার সিদ্ধিলাভ ঘটে। ইঁহার চিহ্ন ছিল স্বস্তিক। সুমেতশিখর বা পরেশনাথ পাহাড়ে পরিনির্বাণ।

৮। **চন্দ্রপ্রভঃ** চন্দ্রপুরীর রাজা মহাসেন ও রাণী লক্ষ্মণার পুত্র। রাজ্ঞী চন্দ্রের তরল রশ্মি দোহদ-রূপে পান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন বলিয়া ছেলের নাম হয় চন্দ্রপ্রভ। কথিত আছে যে সুস্নিগ্ধ জলে একটি থালা পরিপূর্ণ করিয়া তাহাতে চন্দ্রবিম্ব প্রতিফলিত হইলে সেই জল রাণীকে পান করিতে দেওয়া হয়। পুত্রের অঙ্গের বর্ণও চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র ও উজ্জ্বল ছিল। নাগবৃক্ষতলে ইনি সিদ্ধি-লাভ করেন। চিহ্ন চন্দ্রকলা। নির্বাণস্থান সুমেতশিখর।

৯। **সুবিধিনাথ [সুবুদ্ধিনাথ] বা পুষ্পদন্তঃ** কাকেন্দ্রীপুরীর রাজা সুগ্রীব ও রাজ্ঞী রমার পুত্র। জন্মের পূর্বে ইঁহার পিতার কুটুম্বগণ কলহ-রত ছিলেন। ইঁহার জন্মের পর তাঁহাদের কলহের অবসান ঘটে। সেইজন্য ইঁহার নাম

সুবিধি। কুন্দবৎ শুভ্র দন্ত ছিল বলিয়া ইঁহার আর একটি নাম ছিল পুষ্পদন্ত। শালবৃক্ষতলে সিদ্ধিলাভ। ইঁহার চিহ্ন শ্বেতাম্বরদের মতে কুম্ভীর, ও কোনও কোনও দিগম্বরের মতে কর্কট। সুমেত শিখরে পরিনির্বাণ।

১০। **শীতলনাথ:** ভদ্রিকাপুরীর [ভিলসার] রাজা দৃঢ়রথ ও রাণী সুনন্দার পুত্র। কথিত আছে যে রাজার যে জ্বর রোগ আরোগ্য করিতে রাজ্যের চিকিৎসকগণ অসমর্থ হইয়াছিলেন, অন্তঃসত্ত্বা রাণীর করস্পর্শে তাহা শীতল হইয়া যায়। এজন্য পুত্রের নাম হয় শীতলনাথ। প্লক্ষ বৃক্ষতলে সিদ্ধিলাভ। চিহ্ন: শ্বেতাম্বরমতে শ্রীবৎস স্বস্তিক; কিন্তু দিগম্বরমতে কল্পতরু বা বটবৃক্ষ। সুমেত শিখরে পরিনির্বাণ।

১১। **শ্রেয়াংসনাথ:** সিংহপুরীর রাজা বিষ্ণুদেব ও রাণী বিষ্ণার পুত্র। এই রাজার একটি ভৌতিক সিংহাসন ছিল। ভূতের ভয়ে সে সিংহাসনে কেহ বসিতে পারিত না। অন্তঃসত্ত্বা রাণী নিরাপদে সেই সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। এই অসম্ভাবিত অমংগল বিতাড়নের শক্তি ছিল বলিয়া পুত্রের নাম হয় শ্রেয়াংসনাথ। তিন্দুকবৃক্ষ - তলে সিদ্ধিলাভ। চিহ্ন: গণ্ডার। নির্বাণস্থান সুমেত শিখর।

১২। **বাসুপূজ্য:** চম্পাপুরীর (ভাগলপুরের) রাজা বসুপূজ্য ও রাণী জয়ার পুত্র। ইঁহার জন্মের পূর্বে দেবরাজ ইন্দ্র ও বসু এই তীর্থংকরের পিতার পূজা করিতে আসিয়াছিলেন। সেইজন্য রাজার নাম বসুপূজ্য ও পুত্রের নাম বাসুপূজ্য হয়। পাটল-বৃক্ষতলে সিদ্ধিলাভ। চিহ্ন: মহিষ। চম্পাপুরীতে পরিনির্বাণ।

১৩। **বিমলনাথ:** কাম্পিল্য দেশীয় রাজা কৃতবর্মা ও

রাজ্ঞী শ্যামার পুত্র। গর্ভাবস্থায় রাজ্ঞীর জ্ঞানের বিমলতার জন্য পুত্রের নাম হয় বিমলনাথ। অভিন্ন রূপ ও অভিন্ন আকারের দুই নারী রাজদ্বারে আসিয়া এক ব্যক্তিকে স্বামী বলিয়া দাবি করে। ঐ ব্যক্তির একটিই স্ত্রী ছিল। বিচার করিবার জন্য রাজ্ঞী শ্যামা ঐ বিচারপ্রার্থী পুরুষটিকে রাজ চত্বরের দূরবর্তী প্রান্তে দাঁড়াইতে বলেন। ঐ ব্যক্তি দূরে দাঁড়াইলে তিনি ঐ দুই নারীকে বলেন যে, যে ঐ ব্যক্তির প্রকৃত স্ত্রী হইবে সে দূর হইতেই উহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে। ঐ দুই নারীর মধ্যে একটি ছিল রাক্ষসী, সে ঐ ব্যক্তির স্ত্রীর মূর্তি গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিল। সে পঞ্চাশহাত লম্বা হাত বাহির করিয়া পুরুষটিকে স্পর্শ করিয়া ফেলিল এবং তাহাতেই জানা গেল যে সে মানবী নয়, রাক্ষসী। জম্বু বৃক্ষতলে সিদ্ধিলাভ। চিহ্ন বরাহ। সুমেত শিখরে পরিনির্বাণ।

১৪। অনন্তনাথঃ কোশল বা অযোধ্যার রাজা সিংহসেন ও রাজ্ঞী সুযশার পুত্র। অন্তঃসত্ত্বা কালে রাজ্ঞী একটি অনন্ত মুক্তার মালা দেখিয়াছিলেন, সেইজন্য পুত্রের নাম অনন্ত। অশ্বত্থবৃক্ষমূলে ধ্যান দ্বারা সিদ্ধিলাভ। চিহ্ন সজারু। নির্বাণ সুমেত শিখরে।

১৫। ধর্মনাথঃ রত্নপুরীর রাজা ভানু ও রাজ্ঞী সুহ্রদয়ার পুত্র। পুত্রের জন্মের পর রাজা ও রাণীর ধর্মকর্মে অত্যন্ত আগ্রহ জন্মে। এজন্য পুত্রের নাম ধর্মনাথ। দধিপর্ণবৃক্ষ মূলে সিদ্ধিলাভ। তিনি বজ্রলাঞ্ছন। নির্বাণ সুমেত শিখরে।

১৬। শান্তিনাথঃ হস্তিনাপুরীর রাজা বিশ্বসেন ও রাজ্ঞী অবিরার পুত্র। ইঁহার জন্মের পর হইতে দেশে মহামারীর শান্তি হয় বলিয়া ইঁহার নাম শান্তিনাথ। নন্দিবৃক্ষমূলে সিদ্ধিলাভ। চিহ্ন হরিণ। নির্বাণ সুমেত শিখরে।

১৭। কুন্থুনাথঃ গজপুরী বা হস্তিনাপুরীর রাজা শিবরাজ ও রাজ্ঞী শ্রীদেবীর পুত্র। অন্তঃসত্ত্বা রাজ্ঞী স্বপ্নে রত্নকুন্থু দেখিয়াছিলেন, শিবরাজের শত্রুরা কুন্থ বা সংকুচিত হইয়াছিল এবং কুন্থুনাথের জীবৎকালে জগতে 'কুন্থু' নামক অদৃশ্য জীব মানবের প্রত্যক্ষগোচর হয়। এই সকল কারণে তাঁহার নাম কুন্থুনাথ। তিলকবৃক্ষতলে সিদ্ধিলাভ, চিহ্ন ছাগ। নির্বাণ সুমেতশিখরে।

১৮। অরনাথঃ হস্তিনাপুরীর রাজা সুদর্শন ও রাজ্ঞী রত্না দেবীর পুত্র। আম্রবৃক্ষ মূলে সিদ্ধি। চিহ্ন নন্দাবর্ত স্বস্তিক অথবা মৎস্য। নির্বাণ সুমেতশিখরে।

১৯। মল্লীনাথঃ মিথিলার রাজা কুবের ও রাজ্ঞী প্রভাবতীর কন্যা। অশোক বৃক্ষমূলে সিদ্ধি। চিহ্ন কুম্ভ। সুমেত শিখরে নির্বাণ।

দিগম্বর-মতে জন্মান্তর-পরিগ্রহ না করিয়া কোনও নারী নির্বাণ লাভ করিতে পারেন না। সেইজন্য দিগম্বরেরা মল্লীনাথের নারীত্ব স্বীকার করেন না।

চতুর্থ অঙ্গ গ্রন্থ 'নায়াধম্মকহা'য় মিথিলার রাজদুহিতা মল্লীর বিবরণ আছে। রাজকন্যা মল্লীর অলোকসাধারণ রূপের কথা শুনিয়া কুরু প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের ছয়জন রাজপুত্র তাঁহার পাণি-প্রার্থী হয়। মল্লীর পিতা মিথিলারাজ কুবের তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে তাহারা ছয়জনে সমবেত হইয়া মিথিলা অবরোধ করে। বুদ্ধিমতী মল্লী এই বিপদ্ হইতে পিতাকে উদ্ধার করিবার জন্য পিতাকে বলেন, "রাজপুত্রদের প্রত্যেককেই কন্যা দান অঙ্গীকার করুন এবং তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া গৃহে আনুন।" 'মনঃপর্যায়' জ্ঞানবলে মল্লী বহু পূর্ব

হইতেই এই ভবিষ্যৎ ঘটনা অবগত ছিলেন এবং প্রতিকারের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার আদেশে পূর্ব হইতেই রাজ অন্তঃপুরে একটি 'মোহনঘর' নির্মিত হইয়াছিল। সেই গৃহে রাজকুমারীর দেহের অনুরূপ রূপসম্পন্ন একটি ধাতুনির্মিত মূর্তি ছিল। ঐ মূর্তির অভ্যন্তরভাগ ফাঁপা ছিল এবং উহার শিরোদেশে একটি ছিদ্র ছিল। মল্লী প্রতিদিন ঐ ছিদ্রপথে ভুক্তাবশেষ খাদ্যবস্তু ঢালিয়া রাখিয়া উহার শিরোদেশের ছিদ্রটি পুষ্পাচ্ছাদিত করিয়া রাখিতেন। এই মোহনঘরে ঐ ছয়জন রাজপুত্র উপস্থিত হইলে মল্লী তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ধাতু-মূর্তির শিরোদেশ হইতে পুষ্পাচ্ছাদন অপসৃত করেন। তৎক্ষণাৎ ঐ ধাতু-মূর্তির অভ্যন্তর হইতে বহুদিনের বিকৃতিপ্রাপ্ত অন্নাদির উৎকট দুর্গন্ধে রাজপুত্রগণকে এমন অভিভূত করিয়া ফেলে যে তাহারা গৃহ হইতে পলায়নের চেষ্টা করে। তখন মল্লী তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেনঃ "আমার এই সুদৃশ্য চর্মাবরণের মধ্যে যে বস্তু আছে তাহা ঐরূপই উৎকট দুর্গন্ধযুক্ত।" এইরূপে বক্তৃতা করিবার পর তিনি বলেন যে আমি বিবাহ করিব না, জন্ম-জরা-মরণ-বন্ধন-ছেদনের জন্য অনাগারিত্ব গ্রহণ করিব। তাঁহার এই উপদেশে মুগ্ধ হইয়া রাজপুত্রগণ সকলেই অনাগারিত্ব গ্রহণ করিয়াছিল।

২০। মুনিসুব্রতঃ কুশাগ্রপুরী বা রাজগৃহের রাজা সুমিত্র ও রাণী পদ্মাবতীর পুত্র। রাণী পদ্মাবতী সর্ববিধ জৈন ব্রত পালন করিয়াছিলেন বলিয়া পুত্রের নাম সুব্রত। চম্পক বৃক্ষমূলে সিদ্ধি। চিহ্ন কচ্ছপ। নির্বাণ সুমেত শিখরে।

মুনিসুব্রত হরিবংশীয় ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেন। ২২শ

তীর্থংকর নেমিনাথ এই কুলে জন্মগ্রহণ করেন। অন্যান্য তীর্থংকরগণ সকলেই ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভব।

২১। নমিনাথঃ মথুরার রাজা বিজয় এবং রাজ্ঞী বিপ্রার পুত্র। রাজা বিজয় শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে পুনঃ পুনঃ হতাশ হইয়া পড়ায় জ্যোতিষাচার্যগণ বলেন যে যদি রাজ্ঞী দুর্গপ্রাচীরে উঠিয়া শত্রুদিগের দিকে তাকাইতে পারেন তবে শত্রুরা নমিত হইয়া ভয়ে পলাইয়া যাইবে। ফলে তাহাই ঘটিয়াছিল। এইজন্য তাঁহার পুত্রের নাম নমিনাথ। বিল্ব বৃক্ষমূলে সিদ্ধিলাভ। চিহ্ন নীল পদ্ম বা দিগম্বরমতে অশোক তরু। নির্বাণস্থান সুমেতশিখর।

২২। নেমিনাথঃ সূর্যপুর বা সৌরিকপুরের হরিবংশোদ্ভূত রাজা সমুদ্রবিজয় ও রাজ্ঞী শিবার পুত্র। অন্তঃসত্ত্বা শিবা দেবী স্বপ্নে অরিষ্ট-নেমি বা রত্ন-চক্র দেখিয়াছিলেন বলিয়া পুত্রের নাম আরষ্টনেমি বা সংক্ষেপে নেমি। কৃষ্ণ ও বলরামের পিতা বসুদেব সমুদ্রবিজয়ের ভ্রাতা ছিলেন। মেঘশৃঙ্গমূলে সিদ্ধি-লাভ। চিহ্ন শঙ্খ। নির্বাণস্থান গির্নার।

কেশব [কৃষ্ণ] তাঁহার খুল্লতাত-পুত্র রাজকুমার অরিষ্টনেমির পত্নীরূপে রাজকন্যা রাজীমতীকে নির্বাচন করেন। রাজকুমার অরিষ্টনেমি মহাসমারোহে বিবাহ করিতে যান। কিন্তু পথে যাইতে যাইতে জানিতে পারেন যে তাঁহার বিবাহের ভোজে অসংখ্যপ্রাণী হত্যা করা হইবে। ইহা দেখিয়া তাঁহার মন ঘুরিয়া যায় এবং তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া অনাগারী হন। এ সংবাদ পাইয়া রাজীমতী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া ফেলেন এবং পরে সংসার ত্যাগ করিয়া নিগ্রর্ন্থী হন। 'উত্তরাধ্যয়ন' গ্রন্থে রথনেমি ও রাজীমতীর উপাখ্যান বিবৃত হইয়াছে।* রথনেমি ও রাজীমতীর

---

* এই গ্রন্থের অবতরণিকা ২৷০—২৷৶০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় বহু কাব্য রচিত হইয়াছে। অরিষ্টনেমির সংক্ষিপ্ত বিবরণ কল্পসূত্রে আছে।

২৩। পার্শ্বনাথ: কাশীর রাজা অশ্বসেন ও রাজ্ঞী বামার পুত্র। অন্তঃসত্ত্বা বামাদেবী যখন অন্ধকারে শয়ন করিয়াছিলেন তখন তাঁহার পার্শ্বদেশে একটি কৃষ্ণসর্প আসিতেছিল দেখিয়া পুত্রের নাম পার্শ্ব রাখেন। অশোক তরুতলে সিদ্ধি। চিহ্ন ফণাযুক্ত সর্প। নির্বাণ সুমেতশিখরে।

পার্শ্বনাথের সংক্ষিপ্ত বিবরণ কল্পসূত্রে আছে। ঐতিহাসিকেরা ইঁহাকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ইনিই জৈন ধর্মের প্রবর্তক এবং মহাবীর স্বামী তাহার প্রচারক। পার্শ্বনাথ ৩০ বৎসর সংসারী থাকিবার পর অনাগারী হন এবং সিদ্ধিলাভের পর ৭০ বৎসর ধর্ম প্রচার করিয়া শতবর্ষ বয়সে ৭৭ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে নির্বাণলাভ করেন।

রাজকুমার পার্শ্ব কোশলরাজ প্রসেনজিতের কন্যা প্রভাবতীকে বিবাহ করেন। রাজ্যপরিচালনাকালে তিনি সাহস ও বীরত্বের জন্য খ্যাত ছিলেন এবং কলিঙ্গের যবন রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন।

না দেখিয়া আগুন জ্বালিয়া অজ্ঞাতসারে কোনও অসাবধান ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী একটি সর্পকে মারিয়া ফেলিতেছিলেন। কথিত আছে পার্শ্বনাথ অর্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড টানিয়া আনিয়া ঐ ভয়-বিহ্বল সর্পটিকে বাঁচাইয়াছিলেন। তিনি যখন সিদ্ধিলাভের উদ্দেশ্যে ৮৩ দিন ধরিয়া তপস্যা করিতেছিলেন, তখন কমঠ নামে তাঁহার এক শত্রু তাঁহার উপরে প্রবল বৃষ্টিপাত করাইয়া দেয়। ঐ কমঠ পূর্ব জীবনে অসাবধান ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী

ছিল এবং তাহারই কবল হইতে পার্শ্বনাথ একটি মুমূর্ষু সর্পকে বাঁচাইয়াছিলেন। সর্পটি এ জন্মে ধরণেন্দ্র নামক দেবতা হইয়াছিলেন, তিনি সর্প-ফণার ছাতা ধরিয়া পার্শ্বনাথকে বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। এজন্য পার্শ্বনাথের লাঞ্ছন একটি ফণাবিশিষ্ট সর্প।

পার্শ্বনাথ প্রচারিত চারিটি ব্রত: অহিংসাব্রত, অসত্যত্যাগ ব্রত, অদত্তাদান ব্রত ও অপরিগ্রহ ব্রত। পার্শ্বনাথের প্রচারিত ধর্মকে চতুর্যাম ধর্ম এবং মহাবীর স্বামীর প্রচারিত ধর্মকে পঞ্চযাম ধর্ম বলা হয়। কারণ মহাবীর স্বামী আর একটি ব্রত—ব্রহ্মচর্য ব্রত প্রচারিত করিয়াছিলেন।

২৪। মহাবীর (বর্ধমান): বৈশালী কুণ্ডনগরের রাজা সিদ্ধার্থ ও রাজ্ঞী ত্রিশলার পুত্র। শাল বৃক্ষমূলে সিদ্ধি। চিহ্ন সিংহ। নির্বাণ পাপাপুরীতে।

ইহার বিস্তারিত বিবরণ কল্পসূত্রে আছে।

ভবিষ্যৎ তীর্থংকর:

এখন দুঃসম যুগ চলিতেছে, ইহার পর দুঃসম-দুঃসম যুগ আসিবে। দুঃসম-দুঃসম যুগে উৎসর্পিণী আবর্তনী আরম্ভ হইবে। তারপর আবার দুঃসম ও দুঃসম-সুষম যুগ আসিবে। সেই দুঃসম-সুষম যুগে আবার তীর্থংকরগণের আবির্ভাব হইবে। তাঁহাদেরও সংখ্যা হইবে ২৪।

১। প্রথম তীর্থংকর পদ্মনাভ দুঃসম-সুষম যুগে আবির্ভূত হইবেন। তারপর সুষম যুগে ২। সপার্শ্ব, ৩। উদাঈজী, ৪। স্বয়ংপ্রভ ৫। সর্বানুভূতি ৬। দেবশ্রুত, ৭। উজয়প্রভ, ৮। পেঢ়াল, ৯। পোটিল, ১০। শতকীর্ত্তি, ১১। মুনি সুব্রত [ইনি পূর্বজন্মে কৃষ্ণের মাতা দেবকী ছিলেন], ১২। অমম

[ইনি পূর্বজন্মে স্বয়ং কৃষ্ণ ছিলেন], ১৩। নিকষায়, ১৪। নিষ্পুলাক [ইনি পূর্বজন্মে কৃষ্ণের অগ্রজ বলদেব ছিলেন], ১৫। নির্মম, ১৬। চিত্রগুপ্ত [বলদেবের মাতা রোহিণী], ১৭। সুমাধি, ১৮। সংবরনাথ, ১৯। যশোধর [দ্বৈপায়ন ঋষি], ২০। বিজয় [কৃষ্ণের জ্ঞাতি যবকুমার, পূর্বজন্মে কূণিক], ২১। মল্লিনাথ [নারদ], ২২। দেবজিন, ২৩। অনন্তবীর্য, ২৪। ভদ্রজিন।

৩। তীর্থকরশিষ্য গৌতম ও সুধর্মা

১। ইন্দ্রভূতি গৌতম [গোয়ম]

ইন্দ্রভূতি গৌতম মহাবীর স্বামীর সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য ছিলেন। মহাবীর স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্বে তিনি বৈদিক ধর্মে শিক্ষিত পুরোহিত ছিলেন। দশটি ভাইকে সহায়ক লইয়া তিনি একদিন অপাপা নগরে একজন ব্রাহ্মণ যজমানের গৃহে বেদ-বিধান-সম্মত যজ্ঞানুষ্ঠানে [অর্থাৎ পুণ্যলাভার্থ পশু-বধ কর্মে] পৌরোহিত্য করিতেছিলেন, মহা সমারোহে যজ্ঞীয় পশুর উৎসর্গমন্ত্র পঠিত হইতেছিল। এমন সময়ে তিনি শুনিলেন যে ঐ নগরে ঐ দিন একজন সন্ন্যাসী বেদ-বিরোধী ও যজ্ঞ-বিরোধী ধর্মমত প্রচার করিতেছেন, বহু লোক তাঁহার বক্তৃতা ও বিচার শুনিবার জন্য সমবেত হইয়াছে। এই সংবাদে শিক্ষাভিমানী ইন্দ্রভূতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, এবং তর্কে পরাস্ত করিয়া জনতাসমক্ষে ঐ ধর্মপ্রচারককে অপ্রস্তুত করিবার জন্য বক্তৃতার স্থানে সভ্রাতৃক উপস্থিত হইলেন। বক্তৃতাকারীই ছিলেন মহাবীর স্বামী। সেখানে গিয়া মহাবীর স্বামীর শান্ত, সৌম্য ও সংযত ব্যবহারে তাঁহারা মুগ্ধ হইলেন। সন্ন্যাসীর দর্শনমাত্রই ইন্দ্রভূতির ক্রোধ অর্ধেক উপশমিত হইয়া পড়িল। কিন্তু তথাপি তাঁহার পাণ্ডিত্যাভিমান গেল না। তিনি মহাবীর স্বামীকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, মহাবীর স্বামীও ধীর সংযত বাক্যে, সরল ভাষায়, সাধারণ উপমার সাহায্যে তাঁহার উপদেশ বাণী বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। দাম্ভিক অবিশ্বাসীর অবিশ্বাস উড়িয়া গেল। মহাবীর-প্রচারিত বাণীই যে সত্য বাণী সে বিষয়ে ইন্দ্রভূতি ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের

আর কোনও সন্দেহ রহিল না। মন্ত্রে বশীভূত সিংহের ন্যায় তাঁহারা মহাবীর স্বামীর পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন এবং তৎ-প্রচারিত মত গ্রহণ করিয়া তাঁহার শিষ্য হইলেন। উত্তর কালে ইঁহারাই একাদশ গণধর হইয়াছিলেন।

গৌতমের দীক্ষার বিষয়ে দিগম্বরগণের উপাখ্যান অন্যরূপ। তাঁহারা বলেন : গোবারা নামক গ্রামে ব্রাহ্মণী 'পৃথ্বী' দেবীর গর্ভে ব্রাহ্মণ 'বসুমতি'র পুত্ররূপে গৌতম জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষিত ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া তাঁহার অত্যন্ত পাণ্ডিত্যাভিমান ছিল। একদিন এক বৃদ্ধ আসিয়া তাঁহাকে কয়েকটি কবিতা শুনাইয়া তাহা ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন যে ঐ কবিতা কয়টি মহাবীর স্বামী শুনাইয়াছেন, কিন্তু ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া না দিয়াই ধ্যান-মগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীর নিকট ব্যাখ্যা শুনিবার সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া বৃদ্ধটি পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ গৌতমের নিকট আসিয়াছেন। কবিতার অর্থ না বুঝা পর্যন্ত তাঁহার জীবনে শান্তি হইতেছে না। কাল, দ্রব্য, পঞ্চ অস্তিকায়, তত্ত্ব, লেশ্যা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের উল্লেখ কবিতাগুলিতে ছিল। সুতরাং গৌতম কবিতাগুলি বুঝিলেন না, কিন্তু অন্যান্য পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্রাহ্মণের মতো নিজে না বুঝিয়াই বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন না। তিনি তাঁহার জ্ঞানের অল্পতা স্বীকার করিলেন এবং কবিতাগুলি বুঝিয়া লইবার জন্য মহাবীর স্বামীর নিকট চলিলেন। মহাবীর স্বামীর সৌম্য মূর্তি দেখিয়াই তাঁহার সকল অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গেল। তিনি ভক্তি-গদ্‌গদ চিত্তে মহাবীর স্বামীর বাণী শুনিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শিষ্য হইয়া পড়িলেন।

ইন্দ্রভূতির দীক্ষার বিষয়ে স্থানকবাসী জৈনগণের কাহিনী

আর-এক রকম। ইন্দ্রভূতি তাঁহার যজমান গৃহে যজ্ঞ সম্পাদন করিতে যাইবার পথে শুনিলেন যে স্বর্গের দেবগণ একজন সন্ন্যাসীর বক্তৃতা শুনিবার জন্য মর্ত্যধামে সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদের অঙ্গের জ্যোতিতে মর্ত্যলোক উজ্জ্বল হইয়া পড়িয়াছে। ইন্দ্রভূতি সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত হইবামাত্র অপরিচিত সন্ন্যাসী তাঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকিলেন এবং তাঁহার মনে যে-সব প্রশ্ন বা সন্দেহ ছিল তাহা না শুনিয়াই সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন ও সন্দেহ খণ্ডন করিতে লাগিলেন। বিস্মিত ইন্দ্রভূতি ভক্তিপ্রণত হইয়া কেবলীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

ইন্দ্রভূতির দশ ভাইও মহাবীর স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের মধ্যে তিনজন গণধর হইয়াছিলেন।

শ্রীবীর-নির্বাণের পূর্ব পর্যন্ত গৌতম 'কেবল' জ্ঞান প্রাপ্ত হন নাই। কারণ মহাবীর স্বামীর প্রতি মমত্বই তাঁহাকে সংসারবন্ধনের মতো বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। এখন সেই একমাত্র বন্ধন ছিন্ন হইবামাত্র তিনি 'কেবল' জ্ঞান লাভ করেন। মহাবীর স্বামীর নির্বাণের পর তিনি ১২ বৎসর জীবিত ছিলেন এবং সমগ্র জৈন তীর্থের একাধিনায়ক ছিলেন। মহারাজ শ্রেণিক বিম্বিসারের নিকট তিনি পদ্মচরিত [জৈন রামায়ণ], মহাপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। ৫১৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ৯২ বৎসর বয়সে রাজগৃহ নগরে গৌতমের নির্বাণ লাভ হয়। [অনেকে স্বীকার করেন না যে ইন্দ্রভূতি জৈন ধর্মের অধিনায়ক ছিলেন। তাঁহারা বলেন তিনি 'কেবল'-জ্ঞান লাভ করিয়া আর কোনও কার্য করিতেন না। মহাবীর স্বামীর অন্য অন্তরঙ্গ শিষ্য সুধর্মা

২৪ [১২ + ১২] বৎসর জৈন ধর্মের অধিনায়কত্ব করিয়াছিলেন।]

২। সুধর্মা (সুহম্ম)

গৌতমের পর মহাবীর স্বামীর অপর অন্তরঙ্গ শিষ্য সুধর্মা ১২ বৎসরের জন্য জৈন ধর্মের অধিনায়কত্ব করেন। কাহারও কাহারও মতে তিনিই মহাবীর স্বামীর পর ২৪ বৎসর জৈন ধর্মের অধিনায়কত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার মারফতেই আমরা অঙ্গ, উপাঙ্গ প্রভৃতির সিদ্ধান্ত গ্রন্থগুলির ব্যাখ্যা পাইয়াছি। তিনি 'কেবল' জ্ঞানী ছিলেন না বলিয়া সিদ্ধান্তগুলির ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন না, আবৃত্তি করিয়া শুনাইতে পারিতেন। ব্যাখ্যার জন্য তাঁহাকে ইন্দ্রভূতির শরণাগত হইতে হইত। ১২ বৎসর [মতান্তরে ২৪ বৎসর] জৈনধর্মের অধিনায়কত্ব করিবার পর তিনিও 'কেবল' জ্ঞান প্রাপ্ত হন এবং ৫০৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে শতবর্ষ বয়সে নির্বাণ লাভ করেন।

O. P. 93—17

৪। সুধর্মার পরবর্তী কয়েকজন বিখ্যাত ধর্মাধিনায়ক

৩। জম্বু স্বামী

সুধর্ম-স্বামীর নির্বাণের পর তাঁহার শিষ্য জম্বুস্বামী ২৪ বৎসর জৈনধর্মের অধিনায়কত্ব করেন। গার্হস্থ্য জীবনে তিনি রাজগৃহের একজন বিখ্যাত ধনী বণিকের পুত্র ছিলেন। তাঁহার সময়ে প্রভব নামক একজন রাজপুত্র দস্যুবৃত্তি করিত। বৌদ্ধ শাস্ত্রে উল্লিখিত অঙ্গুলিমাল দস্যুর ন্যায় প্রভবও প্রবল-পরাক্রান্ত দস্যু ছিল এবং নানাবিধ ইন্দ্রজাল বিদ্যায় সুশিক্ষিত ছিল। জম্বু স্বামীর পিতৃগৃহে একদিন প্রভব দস্যুবৃত্তির উদ্দেশ্যে আসিয়া গৃহের সকলকে নিদ্রাভিভূত করিবার জন্য মন্ত্র পাঠ করে; কিন্তু তপোবলসম্পন্ন সন্ন্যাসী জম্বু স্বামী মন্ত্রের প্রভাবে অভিভূত হন নাই। ফলে, দস্যুপ্রবর বিস্মিত হইয়া জম্বুস্বামীর নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করে। তখন জম্বু স্বামী তাহার নিকট জৈন ধর্মের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া যে বাণী শুনান, তাহাতে তাহার প্রকৃতি বদলাইয়া যায় এবং জৈন ধর্ম গ্রহণ করিয়া ঐ দস্যু রাজকুমার অনাগারী হন এবং প্রভব স্বামী নামে প্রসিদ্ধ হন। ২৪ বৎসর জৈনধর্মের অধিনায়কত্ব করিয়া জম্বুস্বামীর পর আর কেহ 'কেবল' জ্ঞানী হইতে পারেন নাই, পারিবেনও না; কেন না এখন দুঃসম যুগ আরম্ভ হইয়াছে।

২। প্রভব স্বামী

জম্বু স্বামীর পর তাঁহার শিষ্য প্রভব স্বামী জৈন ধর্মের অধিনেতৃত্ব করেন। প্রভব স্বামীর কালে জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে নেতৃত্ব করিবার উপযোগী বিখ্যাত লোক কেহ ছিলেন

না বলিয়া শয্যম্ভব নামে একজন ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণকে তিনি কৌশলে জৈনধর্মে দীক্ষিত করেন। দীক্ষার পূর্বেই শয্যম্ভব একটি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। দীক্ষার পর স্ত্রী ও শিশু পুত্রকে ত্যাগ করিয়া শয্যম্ভব অনাগারিত্ব গ্রহণ করেন। পরে তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র মনক তাঁহারই নিকট জৈন ধর্মে দীক্ষালাভ করিয়া অনাগারী হন। প্রভব স্বামী 'কেবল' জ্ঞান বা নির্বাণ লাভ করেন নাই। তিনি পরলোকগত হইয়াছেন বটে, কিন্তু জন্মমৃত্যুর বন্ধন এখনও তাঁহার আছে।

৩। শয্যম্ভব

প্রভব স্বামীর পর শয্যম্ভব স্বামী [সেজ্জম্ভব] জৈন ধর্মের অধিনেতা হন। তাঁহার মনঃপর্যায় জ্ঞান প্রভাবে তিনি জানিতে পারেন যে তাঁহার পুত্র মনক স্বল্পায়ু। স্বল্পায়ু মনককে জৈন ধর্মের তত্ত্বগুলি সংক্ষেপে বুঝাইবার জন্য তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা দশবৈকালিক গ্রন্থ নামে আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে।

৪ ও ৫। যশোভদ্র স্বামী ও সম্ভূতবিজয় স্বামী

শয্যম্ভব স্বামীর পর যশোভদ্র স্বামী ও তাঁহার পরে সম্ভূতবিজয় স্বামী জৈন ধর্মের অধিনেতৃত্ব করেন।

৬ ও ৭। ভদ্রবাহু স্বামী ও স্থূলভদ্র স্বামী

সম্ভূতবিজয়ের পর যথাক্রমে ভদ্রবাহু ও স্থূলভদ্র জৈন ধর্মে একাধিনেতৃত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহাদের কথা স্থানান্তরে বর্ণিত হইয়াছে। স্থূলভদ্রের সময়ে পাটলীপুত্র নগরে আহূত জৈন সম্মিলনে অঙ্গগ্রন্থগুলির পাঠ স্থিরীকৃত হইয়াছিল।

জম্বু স্বামী সর্বশেষ কেবলী। প্রভব স্বামী হইতে স্থূলভদ্র পর্য্যন্ত ছয়জন জৈন নায়ককে শ্রুতকেবলী বলা হয়। ইঁহাদের পর যে দশজন স্থবির জৈন ধর্মের অধিনেতৃত্ব করিয়াছিলেন তাঁহারা দশপূর্বী।

৫। কল্পসূত্র

ভদ্রবাহুর নামে প্রচলিত গ্রন্থখানির নাম 'কল্পসূত্র' [কপ্‌পসুত্তং]। যদিও গ্রন্থখানি জৈন প্রাকৃত ভাষায় রচিত, তথাপি গ্রন্থের প্রচলিত নাম 'কপ্পসুত্ত' নহে,—'কল্পসূত্র'*। য়াকোবিও 'কল্পসূত্র' নামেই গ্রন্থখানির সম্পাদন করিয়াছেন। কিন্তু 'কল্পসূত্র' মানে কি? 'কল্প' শব্দের অর্থ যজ্ঞ-বিধি বা পর্বকালে পালনীয় বিধান। 'সূত্র' শব্দের সংজ্ঞা: "স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্ বিশ্বতোমুখম্। অস্তোভম্ অনবদ্যং চ সূত্রং সূত্রবিদোবিদুঃ॥" অর্থাৎ স্বল্পাক্ষর, সারবান্, সর্বত্র প্রযোজ্য, অসন্দিগ্ধার্থ, সূত্রাকারে গ্রথিত সুন্দর গদ্য রচনাকে 'সূত্র' বলা হয়। আলোচ্য গ্রন্থখানি ব্যাকরণের মতো সূত্রাকারে গ্রথিত সংক্ষিপ্ত রচনা নয়: বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধান-সংবলিত ব্যবহারিক গ্রন্থ 'কল্পসূত্রের' অনুকরণে কতকটা সংগ্রথিত। বলা বাহুল্য, জৈন-ধর্ম যজ্ঞ-বিরোধী এবং জৈন 'কল্পসূত্রে' কোনও যজ্ঞের বিধান নাই। এই গ্রন্থখানির তিনটি অংশ: [১] জিনচরিত্র, [২] স্থবিরাবলী, ও [৩] সামাচারী। ইহার তৃতীয় অংশ, অর্থাৎ 'সামাচারী' জৈনদিগের প্রধান ধর্মোৎসব পর্যুষণা কৃত্যের বিধান সমষ্টি। এইটিই জৈনগণের প্রধান উৎসব বা পর্ব। এই উৎসবের প্রথম রাত্রিতে সমগ্র কল্পসূত্র পাঠ করিবার রীতি ছিল।

জৈনদিগের এই সর্বপ্রধান উৎসবের অন্য নাম 'সাংবৎসরিক', কারণ জৈনবৎসরের শেষভাগে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। চারিমাসব্যাপী বর্ষা ঋতু তাহাদের বৎসরের শেষ ঋতু। শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক এই চারিমাস বর্ষা ঋতু।

কার্তিক মাসে বৎসরের অবসান ও অগ্রহায়ণ [‘হায়ন’ অর্থাৎ বৎসরের ‘অগ্র’ অর্থাৎ প্রথম বলিয়া এই মাসের নাম ‘অগ্রহায়ণ’] মাসে বৎসরের আরম্ভ হয়। ‘বর্ষা’ ঋতুর নামে বৎসর-বাচক ‘বর্ষ’ [বাস] শব্দ। গৃহস্থদিগের গৃহ-সংস্কারাদি কার্যের জন্য এবং সাংবৎসরিক উৎসবের আয়োজনাদির জন্য সমগ্র শ্রাবণ মাস ও ভাদ্রমাসের ২০ দিন বাদ দিয়া এই উৎসব আরম্ভ করিবার রীতি প্রচলিত আছে। এই কালের পূর্বে পর্যুষণা আরম্ভ করা যাইতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ এই কালের পরে নহে। যদি প্রবাসী গৃহস্থেরা গৃহে আসিয়া থাকেন, দেশে সুভিক্ষ থাকে [অর্থাৎ দুর্ভিক্ষাদি না থাকে] উদ্‌যোগ-আয়োজনাদির জন্য কালক্ষেপ আবশ্যক না হয় এবং সাধুরা অনুমতি দেন, তবে বর্ষা ঋতুর আরম্ভের পর যে-কোনও শুভদিনে পর্যুষণা আরব্ধ হইতে পারে।

ভাদ্রমাসের সিতপঞ্চমী দিন হইতে আরম্ভ করিয়া কার্তিক মাসের অমাবস্যা পর্যন্ত ৭০ দিন সময় পর্যুষণা উৎসবের জন্য প্রকৃষ্ট কাল। অতিবৃষ্টি, প্রাকৃতিক উৎপাত বা অন্য কোনও প্রকার অসুবিধা থাকিলে আষাঢ় হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্রহায়ণ পর্যন্ত ছয় মাস সময়ের মধ্যে পর্যুষণাকৃত্য চলিতে পারে। কল্পসূত্রোক্ত বিধি অনুসারে পীঠ-ফলক [বেদী] প্রভৃতি আচ্ছাদিত স্থানে দ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল, ভাব স্থাপনা করিয়া আষাঢ়ের পূর্ণিমা দিনে আরম্ভ করিয়া ভাদ্রমাসের শুক্ল পঞ্চমী পর্যন্ত প্রতি পঞ্চম দিবসে পোষধ [∠ উপোষথ] পালন করিলে, অর্থাৎ একাদশ পর্ব তিথিতে উপোষথ গ্রহণ করিলেও পর্যুষণা কৃত্য করা হয়। কিন্তু এটি নিতান্ত অসমর্থের পক্ষে ব্যবস্থা।

পর্যুষণা উৎসব কালে যে কেবল কল্পসূত্র খানিই পাঠ

করা হয় তাহা নহে। কল্পসূত্র পাঠ এ কালে অবশ্য কর্তব্য, এবং এই গ্রন্থ পাঠের পর আর একখানি গ্রন্থও পঠিত হইয়া থাকে,—'কালকাচার্যকথানক'।* এই 'কালকাচার্যকথানক' প্রাকৃত ভাষায় গদ্য ও পদ্যে রচিত। খ্রীষ্ট পূর্ব প্রথম শতকে [৭৪-৬১ খ্রীঃ পূঃ অব্দে] কালকাচার্য একজন বিখ্যাত জৈন স্থবির ছিলেন। উজ্জয়িনীর রাজা গর্দভিল্ল কালকাচার্যের ভগিনী সরস্বতীকে হরণ করিলে কালকাচার্য ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠেন। কিন্তু গর্দভিল্লের রক্ষয়িত্রী 'রাসভী' দেবীর ভয়ে কেহ গর্দভিল্লের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সম্মত হয় নাই। রাসভী দেবীর মন্দির হইতে ৭ ক্রোশ দূর পর্যন্ত রাসভী দেবীর ঐশী শক্তির প্রভাব ছিল। এজন্য কালকাচার্য শক কুলের একজন 'শাহ' রাজাকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া যে সৈন্য সংগ্রহ করেন সেই সৈন্যগণকে ৭ ক্রোশ সীমানার বাহির হইতে শর সন্ধান করিতে বলেন। অগণিত শর নিক্ষেপে রাসভী দেবীর জিহ্বা বিদ্ধ হইয়া যায়। এইরূপে হৃতশক্তি রাসভী দেবীর সাহায্যে বঞ্চিত হইয়া গর্দভিল্ল কালকাচার্যের নিকট পরাজিত ও বন্দী হয় এবং কালকাচার্যের ভগিনী সরস্বতী দেবীর উদ্ধার হয়। কালকাচার্যের বিষয়ে এই প্রকার অনেক গল্প প্রচলিত আছে। পূর্বকালে ভাদ্রমাসের শুক্ল পঞ্চমী তিথিতে কেবল একদিনের জন্য পর্যুষণা উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। কালকার্যের সময়েও সেই রীতি প্রচলিত ছিল। দাক্ষিণাত্যের একজন হিন্দু রাজাকে কালকাচার্য পর্যুষণা উৎসবে উপস্থিত হইয়া ধর্মবিষয়ক বিচারাদি শুনিবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। কিন্তু ভাদ্রমাসের শুক্লাপঞ্চমীতে

---

* অবতরণিকা ৪৶৹—৪৷৹ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ইন্দ্র পূজা অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া ঐ হিন্দু রাজা বলেন যে ঐ দিন ব্যতীত অন্য কোনও দিন পর্যুষণা উৎসব অনুষ্ঠিত হইলে তিনি সানন্দচিত্তে তাঁহার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারেন। সেইজন্য কালকাচার্য ভাদ্রমাসের শুক্লাচতুর্থীর দিনে পর্যুষণা প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই কারণে পর্বদিন না হইলেও ভাদ্রমাসের শুক্লাচতুর্থী পর্যুষণা পর্ব আরম্ভ করিবার উপযুক্ত দিন বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এ বিষয়ে প্রাচীন গাথা :

তেণউয় নব সএহিং সমইক্কংতেহি বদ্ধমানাও।
পজ্জুসবণচউত্থী কালগসূরিহিংতো ঠবিয়া ॥
[ত্রিনবতিযুত নব শতৈঃ সমতিক্রান্তৈঃ বর্ধমানতঃ।
পর্যুষণা চতুর্থী কালকসূরিতঃ স্থাপিতা ॥]

অর্থাৎ বর্ধমানের [পরিনির্বাণ] কাল হইতে নয় শত তিরানব্বই [বৎসর] অতীত হইলে কালক সুরী কর্তৃক পর্যুষণাচতুর্থী স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু 'গর্দভিল্ল' বা কালকাচার্যের কাল আরও পাঁচশত বৎসর পূর্বে। এই জন্য টীকাকারগণ কেহ ইহার মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ পাঠে ভুল আছে : 'নব সএহিং' স্থানে 'চউ সএহিং' হইবে। পঞ্চমী স্থানে চতুর্থীতে পর্যুষণা প্রবৃত্তির মূলে কালকাচার্যের সম্পর্ক বিষয়ে প্রবাদটি অতি প্রাচীন; গাথাটি বোধ হয় পরবর্তী যুগে রচিত এবং দেবর্ধিগণী ক্ষমাশ্রমণের কালের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

৯৯৩ বীরনির্বাণাব্দে [৪৩৭ খ্রীষ্টাব্দে] আনন্দপুর [আধুনিক মহাস্থান'] নগরের রাজা ধ্রুব সেনের প্রিয়পুত্র সেনাঙ্গজের অকাল মৃত্যুতে শোক-সন্তপ্ত রাজাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য

তাঁহার রাজ-সভায় বিরাট ধূমধামের সহিত সমগ্র কল্পসূত্র পঠিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছিল।

ভদ্রবাহু স্বামীর রচনা হইলেও স্থবিরাবলীতে ভদ্রবাহু স্বামীর বিবরণ অল্পই আছে। অথচ স্থূলভদ্রের বিবরণ অনেক বেশি আছে। গণধর ভদ্রবাহুর নামটি মাত্র "সংক্ষিপ্ত বাচনায়" আছে; "বিস্তর বাচনায়" ভদ্রবাহুর চারি শিষ্যের মধ্যে একমাত্র গণধর গোদাসের প্রতিষ্ঠিত গোদাসগণ ও তাহার চারিটি শাখার নাম আছে; ভদ্রবাহুর অপর তিনজন শিষ্যের নাম-মাত্র দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু স্থূলভদ্র স্বামীর দুই শিষ্য আর্য মহাগিরি ও আর্য সুহস্তীর শিষ্যবর্গের পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আর্য মহাগিরির শিষ্য আট জন স্থবিরের নাম, মহাগিরির প্রধান শিষ্য গণধর উত্তর ও বলিস্‌সহ ও তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত উত্তর-বলিস্‌সহ গণ ও তাহার চারি শাখার নাম আছে। আর্য সুহস্তীর বারোজন গণধর শিষ্যের নাম, তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত গণগুলির নাম ও তাহাদের শাখা ও কুলগুলির বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই-সব দেখিয়া মনে হয় যে দাক্ষিণাত্য-প্রবাসী গণধর ভদ্রবাহুর নাম-মাত্র পরিচয় উত্তর ভারতে ছিল, পূর্ণ পরিচয় ছিল না। স্থূলভদ্র-সমাহূত পাটলীপুত্র সংঘে ভদ্রবাহু না থাকাতেই দ্বাদশ অঙ্গ 'দৃষ্টিবাদ' চিরতরে বিলুপ্ত বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল; কারণ সকল-শ্রুত-জ্ঞানী ভদ্রবাহু সকল শ্রুত জানিতেন ও চতুর্দশ-পূর্বী ছিলেন। আগম-সংগ্রহ ব্যাপারে স্থূলভদ্র ভদ্রবাহুর সাহায্য পান নাই।

যে-সকল যতি বা ভিক্ষুর বাচনাচার্য এক তাঁহাদের সমুদায়কে গণ বলে [এক-বাচনাচার্য-যতি-সমুদায়ো গণঃ]। গণের প্রতিষ্ঠাতা ও অধিনায়ককে গণধর বলে। আগম সমূহের সূত্রগুলি

বাচন করিতে ও তাহাদের অর্থ-ব্যাখ্যা করিতে গণধরেরা সমর্থ ছিলেন [সূত্রার্থোভয়বিৎ]। মহাবীর স্বামীর শিষ্য এগারো জন গণধরের মধ্যে কেবল সুধর্মারই শিষ্য-প্রশিষ্যেরা আধুনিক কাল পর্যন্ত জৈন ধর্মকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। অন্য দশজন গণধর নিরপত্য।

তীর্থংকর-শিষ্য গণধর সুধর্মার শিষ্য পারস্পর্য নিম্নরূপ :—
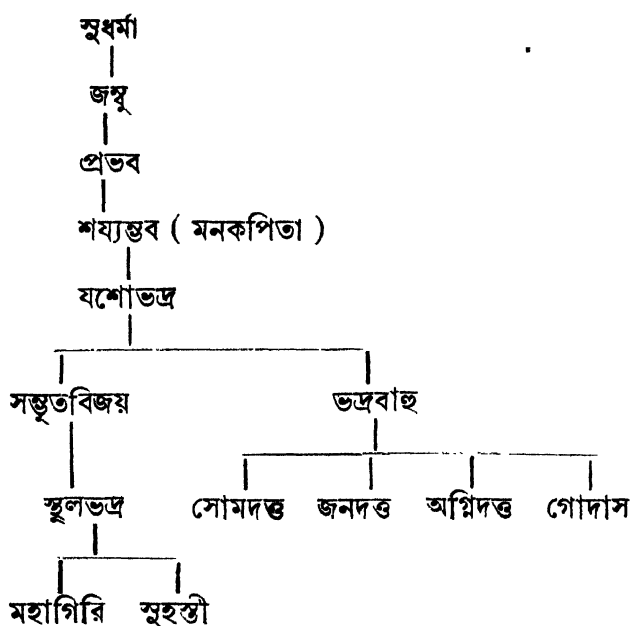
ইঁহারা সকলেই গণধর ছিলেন এবং ইঁহাদের শিষ্যগণের মধ্যেও অনেকে গণধর ছিলেন। কিন্তু ভদ্রবাহুর পরে আর কেহই চতুর্দশপূর্বী বা সকল-শ্রুতজ্ঞানী ছিলেন না।

মহাবীর স্বামী

৬০০ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দের পূর্বে ও পরে বিদেহ-দেশে লিচ্ছবী নামে একজাতীয় ক্ষত্রিয়ের বাস ছিল। এই বিদেহ দেশে আরও পূর্ব কালে জনক রাজার রাজত্বে উপনিষদের পঠন-পাঠন ও দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা হইত। জনক রাজা ক্ষত্রিয় হইলেও, অনেক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকটে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা করিতে আসিতেন। শ্বেতকেতু, সোমশুষ্ম এবং যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিকে জনক 'ব্রহ্মোদয়' বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছিলেন। মিথিলাধিপতি জনকের রাজসভায় তাঁহারই উৎসাহে সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ উপনিষদ্‌গ্রন্থ 'বৃহদারণ্যক উপনিষৎ' সম্পাদিত হয়। কেবল রাজর্ষি জনকই যে ব্রহ্মবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, তাহা নহে। পূর্ব-দেশীয় অনেক ক্ষত্রিয় রাজা ব্রাহ্মণদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা, পরলোকতত্ত্ব, আত্মা, জন্মান্তর প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দিতেন। কাশীরাজ অজাতশত্রু [ইনি মগধরাজ অজাতশত্রু নহেন], রণবিদ্যা-কুশল সনৎকুমার [ইনি জৈনদিগের নিকট সুপরিচিত], ক্ষত্রিয়রাজ চিত্র গাঙ্গায়নি, কাশীরাজ আনূচান, প্রাবাহণ জৈবলি প্রভৃতি বহু ক্ষত্রিয় রাজা ব্রাহ্মণদিগের উপদেষ্টা ও শিক্ষাগুরু ছিলেন। শতপথব্রাহ্মণে দেখা যায় যে বিদেহ [বিদেঘ] দেশ উপনিষদ্ ও ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনার জন্য বিখ্যাত ছিল। বাল্মীকির রামায়ণে জনকের রাজধানী 'মিথিলা' নগরীর নিকটে 'বিশালা' লইয়াই প্রাচীন বিদেহ। এই 'বিশালা' হইতেই লিচ্ছবীদের দেশ 'বৈশালী' রাজ্য। সুতরাং বুঝা যায় যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই বিদেহবাসী ক্ষত্রিয়

'লিচ্ছবী'রা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে ব্রাহ্মণদের প্রতিদ্বন্দ্বী। ইঁহাদের সহিত তর্কে বিদেহবাসী ব্রাহ্মণেরা আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। বিদেহের উত্তর-পশ্চিমে আর একটি দেশে 'শাক্য' নামক ক্ষত্রিয়দের বাস ছিল। তাঁহাদের রাজধানী ছিল কপিলবস্তু বা কপিলবাস্তু। এই দুই জাতীয় ক্ষত্রিয় রাজারা বেদ-বিরোধী ও ব্রাহ্মণ-বিরোধী ছিলেন। ব্রাহ্মণেরাও "বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য কলা মূলার লোভী" হইয়া পড়িয়াছিলেন।

আর্যাবর্তের পূর্বপ্রান্তবাসী ক্ষত্রিয় শাক্য ও লিচ্ছবীদের মধ্যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই গণতন্ত্র শাসন প্রচলিত ছিল। রাজর্ষি জনকের সময় দেশের শাসনব্যবস্থা কিরূপ ছিল তাহা এখন জানিবার উপায় নাই। কিন্তু ঘন ঘন বিদ্বৎসভার অনুষ্ঠান তাঁহার রাজ্যে হইত, এবং সেই সব সভা, সমিতি ও পরিষদে বক্তৃতা ও বিচার করিবার অধিকার নর-নারী-নির্বিশেষে সকলেরই ছিল, কোনও বাধা ছিল না। সম্ভবতঃ শাসন ব্যবস্থাতেও তিনি জনমতের অনুসরণ করিতেন। সে যাহাই হউক, খ্রীস্ট পূর্ব সপ্তম শতকে এ দেশে গণতন্ত্র ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এ দেশের রাজারা রাজ-বংশীয় থাকিলেও জন-নায়ক ছিলেন এবং শাসন কার্যে সর্বদা জনমতের অনুসরণ করিতেন। অর্থাৎ জন সভার অনুমোদন-ক্রমে জন-নায়ক রাজা নির্বাচিত হইতেন। জন-মতের অবমাননাকারী অত্যাচারী রাজা জন-সভার বিচারে সিংহাসন-চ্যুত হইতেন। এক কথায় বলিতে গেলে লিচ্ছবী, শাক্য, মল্লকী প্রভৃতি পূর্বদেশীয় ক্ষত্রিয়গণ নির্ভীক ও স্বাধীন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। অতি পূর্বকালে কোশলের তথা ভারতের আদর্শ নৃপতি রামচন্দ্র প্রজারঞ্জনের জন্য সীতা-বর্জন ও লক্ষ্মণ-বর্জন করিয়াছিলেন। পূর্বদেশের ক্ষত্রিয়গণের

মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে প্রজাদের রক্ষণ, ভরণ, ও প্রজাদের মনোরঞ্জনই প্রকৃষ্ট রাজধর্ম।

লিচ্ছবীদিগের একটি শাখা বা বংশের নাম ছিল নায় [ণ্নাত]। 'নায়' শব্দের অর্থ বোধহয় 'জ্ঞাতি' অর্থাৎ 'রাজার জ্ঞাতি'।* এই 'নায়' বংশের একজন প্রতিপত্তিশালী ভৌমিক সিদ্ধার্থ বৈশালীর অন্তর্গত কুণ্ডনগরে বাস করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম ছিল ত্রিশলা, বৈদেহী বা বিদেহদত্তা ; ইনি বিদেহের রাজা চেটকের ভগ্নী ছিলেন। নয়জন মল্লকী ও নয়জন লিচ্ছবী [লেচ্ছকী] 'গণ রাজা' [Confederate princes] লইয়া বৈশালীপতি চেটকের সাম্রাজ্য ছিল। কিন্তু, সাম্রাজ্য বলিতে আমরা এখন যাহা বুঝি, তাহা ছিলনা। সাম্রাজ্য সংক্রান্ত কোনও দায়িত্বপূর্ণ কার্য করিবার সময় চেটক পূর্বোক্ত অষ্টাদশ গণরাজাকে লইয়া পরামর্শ করিতেন এবং সকলের মতে যাহা স্থির হইত তাহাই তিনি মানিয়া চলিতেন। এইভাবে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রণালীতেই বৈশালীর রাজকার্য পরিচালিত হইত। জিনচরিতের ১২৮ সূত্রে এই অষ্টাদশ গণরাজার উল্লেখ আছে।†

---

* য়াকোবি 'নায়' শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ 'জ্ঞাতৃক' ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু তাহার অর্থ-নির্ণয়-চেষ্টা করেন নাই। আমার মনে হয় যে যে বংশের পুত্র-কন্যার রাজকন্যা বা রাজ-পুত্রের সঙ্গে বিবাহ হইতে পারিত সেই বংশই ছিল জ্ঞাতিবংশ। বৈশালীর রাজা চেটকের ভগিনী ত্রিশলা সিদ্ধার্থের পত্নী ছিলেন।

† টীকাকার লিখিয়াছেন :

"কাশীদেশস্য রাজানো মল্লকিজাতীয়া নব, তত্র কোশল দেশস্য রাজানো লেচ্ছকিজাতীয়া নব, তে কার্যবশাদ্ গণম্ মেলকং কুর্বন্তীতি গণরাজানোঽষ্টাদশ যে চেটক মহারাজস্য ভগবন্মাতুলস্য সামন্তাঃ শ্রূয়ন্তে তে॥"—সন্দেহবিষৌষধি।

কুণ্ডনগরের বিষয়ে ধারণা করিতে হইলে সেকালের নগরের সাধারণ সংস্থান বিষয়ে জ্ঞান থাকা চাই। সেকালের নগর একালের মতো ঘন বসতি-পূর্ণ হইত না; পৃথক্ পৃথক্ জাতি পৃথক্ পৃথক্ পল্লীতে বাস করিত। নগরের মধ্যভাগে ক্ষত্রিয়-পল্লী, ব্রাহ্মণ-পল্লী, বণিক্-পল্লী প্রভৃতি এবং প্রান্তভাগে গোপ-পল্লী, কৃষক-পল্লী, দাস-পল্লী ইত্যাদি বিভিন্ন পল্লী থাকিত। কল্পসূত্রে একটি বিশিষ্ট জাতির পল্লীর উল্লেখ পাওয়া যায়: স্বপ্ন - লক্ষণ - পাঠক- [জ্যোতিষাচার্য ব্রাহ্মণ]- গণের পল্লী। সামাজিক মর্যাদায় ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়দিগেরই প্রাধান্য ছিল। দারিদ্র্য হেতু ব্রাহ্মণ লিচ্ছবীদের নিকট অবজ্ঞাত জাতি বলিয়া গণ্য হইত। সিদ্ধার্থ এই কুণ্ডনগরের প্রতিপত্তিশালী ভূস্বামী ছিলেন। এই সিদ্ধার্থের পত্নী ত্রিশলা [৫৯৯ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে] একদিন চৈত্রমাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে। উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্রে সর্বশুভযোগসমন্বিত দিনে মধ্য রাত্রিতে বর্ধমান নামক সর্বসুলক্ষণযুক্ত একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন। ইনিই জৈন তীর্থংকর মহাবীর স্বামী।

শ্রমণ ভগবান্ শ্রীমহাবীর স্বামীর আবির্ভাব বিষয়ে একটি রহস্যপূর্ণ কাহিনী আছে। তিনি নাকি প্রথমে কুণ্ডনগরের ব্রাহ্মণ-পল্লীতে ঋষভদত্ত নামক ব্রাহ্মণের পত্নী দেবানন্দার গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; এবং পরে দেবরাজ ইন্দ্রের কৌশলে কুণ্ডনগরের ক্ষত্রিয়-পল্লীতে সিদ্ধার্থের পত্নী ত্রিশলার গর্ভে গর্ভান্তরিত হইয়াছিলেন। দিগম্বরগণ এ কাহিনীর যাথার্থ্য স্বীকার করেন না; কিন্তু শ্বেতাম্বরগণ অচলা ভক্তির সহিত এ কাহিনী বিশ্বাস করিয়া থাকেন। সমালোচকগণ এই উপাখ্যান লইয়া নানারূপ জল্পনা-কল্পনা করিয়াছেন। য়াকোবি

বলেন: সিদ্ধার্থের দুই পত্নী ছিল—রাজকুমারী ত্রিশলা ও ব্রাহ্মণকন্যা দেবানন্দা। ত্রিশলার পুত্র বৈশালী-রাজের ভাগিনেয় হইবে বলিয়া সিদ্ধার্থ দেবানন্দার পুত্রকে ত্রিশলার পুত্র বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু গোপনে-গোপনে কুণ্ডনগরের মধ্যে প্রকৃত সংবাদ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পরে, মহাবীর স্বামী তীর্থংকর-রূপে খ্যাতি অর্জন করিবার পর, যথার্থ কাহিনী গোপন করিবার উদ্দেশ্যে উত্তরকালে কেহ এই কাহিনী রচনা করিয়া থাকিবেন। শ্বেতাম্বর জৈনগণ য়াকোবির এ সিদ্ধান্ত কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, ভগবান্ মহাবীরের পূর্বজন্মার্জিত কর্মের সম্পূর্ণ ক্ষয় না হওয়াতে তাঁহাকে দরিদ্র ব্রাহ্মণকুলে জন্ম লইতে হইয়াছিল, কিন্তু দেবানন্দার কুক্ষিতে প্রবেশ করার পর তাঁহার অশুভ কর্মের ফলভোগের অবসান ঘটে। এবং সেইজন্য তিনি উচ্চকুলে ক্ষত্রিয়াণী ত্রিশলার গর্ভে গর্ভান্তরিত হন। ভগবান্ মহাবীর কি জন্য দেবানন্দার আশাভঙ্গের হেতু হইলেন, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্বেতাম্বরগণ বলেন যে, পূর্বজন্মে যখন দেবানন্দা ও ত্রিশলা সপত্নী ছিলেন, তখন দেবানন্দা ত্রিশলার একটি রত্ন হরণ করিয়াছিলেন। সেই কর্মের ফলে দেবানন্দাকে পর-জন্মে পুত্ররত্ন হারাইতে হইয়াছিল। গর্ভস্থ সন্তানের গর্ভান্তর-প্রাপ্তি-রূপ অলৌকিক কথা শ্বেতাম্বরগণ কেন বিশ্বাস করেন, ইহার উত্তরে তাঁহাদের উক্তি এই যে, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষগণের জীবনে এরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান শ্রীকৃষ্ণ প্রসবের পূর্বেই রোহিণীর গর্ভে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। জৈনগণ শ্রীকৃষ্ণকে মানেন; তাঁহাদের মতে শ্রীকৃষ্ণ ভবিষ্যৎ যুগে তীর্থংকর হইয়া জন্মগ্রহণ

করিবেন। মথুরায় প্রাপ্ত খ্রীস্ট-পূর্ব প্রথম শতকের ভাস্কর্য-শিল্পে মহাবীর স্বামীর গর্ভান্তরপ্রাপ্তির চিত্র খোদিত আছে।

শুভ স্বপ্নদর্শন

অন্তঃসত্ত্বা-কালে ত্রিশলা [ও দেবানন্দা] চৌদ্দটি শুভ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। অচলা ভক্তি ও অকুণ্ঠিত বিশ্বাসের সহিত জৈনগণ [বিশেষতঃ জৈন নারীগণ] এই স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়া থাকেন। রৌপ্যে খোদিত স্বপ্নমূর্তিগুলি মন্দিরে মন্দিরে রক্ষিত হয়। পুত্রবতী জৈন নারীরা শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সহিত এই মূর্তিগুলি দেখাইয়া থাকেন ও স্মরণ করেন। অনেক ধর্মপ্রাণ জৈন প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় তারস্বরে কল্পসূত্রের এই স্বপ্নমন্ত্রগুলি আবৃত্তি করেন। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই স্বপ্নগুলির আবৃত্তি অশেষ মঙ্গলের আকর। কোনও তীর্থংকর বা চক্রবর্তী নারী-গর্ভে আবির্ভূত হইলে ঐ তীর্থংকর বা চক্রবর্তীর মাতারা এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। স্বপ্নগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

[ক] প্রথম স্বপ্ন : গজদর্শন। ইহার ফলে জাতক গজবৃংহিতবৎ বজ্রগম্ভীর স্বরে বক্তৃতা করিবার শক্তি লাভ করেন।

[খ] দ্বিতীয় স্বপ্ন : বৃষদর্শন। ইহার ফলে বৃষবৎ শক্তি ও সহিষ্ণুতা লাভ।

[গ] তৃতীয় স্বপ্ন : সিংহদর্শন। ফল সিংহের ন্যায় শত্রুজয় ও নেতৃত্ব করিবার পরাক্রম অর্জন। মহাবীরের প্রতীক ছিল সিংহ।

[ঘ] চতুর্থ : শ্রী বা লক্ষ্মীদর্শন। ফল : লক্ষ্মীশ্রী লাভ ও রাজপদে অভিষেক।

[ঙ] পঞ্চম : পুষ্পমাল্যদর্শন। ফল : পুষ্পমাল্যবৎ সৌরভ বা যশোবিস্তার।

[চ] ষষ্ঠ : পূর্ণচন্দ্রদর্শন। ফল : জগতের অন্ধকার দূর করিয়া জ্ঞানের স্নিগ্ধ আলোক বিকিরণ।

[ছ] সপ্তম : সূর্যসন্দর্শন। ফল : ধর্মপ্রচারকগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোককে নিষ্প্রভ করিয়া দিয়া প্রচণ্ড জ্ঞানালোক বিস্তার।

[জ] অষ্টম : ধ্বজ বা পতাকা-দর্শন। ফল : দুরূহ কর্মভার বহন করিবার সামর্থ্য অর্জন*।

[ঝ] নবম স্বপ্নে জলপূর্ণ বা রত্নপূর্ণ স্বর্ণ-কলস সন্দর্শন। ফল : শুভ সম্পদ্ লাভ বা ধ্যানমগ্নতা।

[ঞ] দশম স্বপ্নে ভ্রমর-গুঞ্জিত পদ্ম-সরোবর-দর্শন। ফল : উপদেশ-মধু-বিতরণ-ক্ষমতা-লাভ।

[ট] একাদশ স্বপ্নে ক্ষীর-সমুদ্র দর্শন। ফল : ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অসংখ্য নদী যেমন সাগরে পড়িয়া বিশালত্ব ও সম্পূর্ণত্ব লাভ করে, তেমনি বিভিন্ন স্তরের জ্ঞান অর্জনের পর কেবল-জ্ঞান বা সর্বজ্ঞত্ব লাভের সূচনা।

[ঠ] দিগম্বরেরা দুইটি অতিরিক্ত স্বপ্নদর্শনের কথা বলেন। একাদশ স্বপ্নের পর তাঁহারা রত্ন-সমুচ্চয়-দর্শন নামক একটি অতিরিক্ত স্বপ্নদর্শনের কথা উল্লেখ করেন। ইহার ফল : ত্রিভুবনে প্রভুত্ব-অর্জন।

[ড] দ্বাদশ স্বপ্ন : বিমান-লোক দর্শন। সর্ব-সুখ-নিকেতন অনুত্তর বিমান-লাভের সূচনা।

[ঢ] দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ স্বপ্নের মধ্যে দিগম্বরগণ কর্তৃক

* দিগম্বর মতে অষ্টম স্বপ্নে মঙ্গল-সূচক মৎস্য-দর্শন।

আর একটি স্বপ্ন অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া থাকে। মর্ত্যলোকের নিম্নে ইন্দ্রলোক দর্শন। ইহার ফল: ইন্দ্রলোক-বিজয়।

[ণ] ত্রয়োদশ স্বপ্ন: রত্ন-মঞ্জুষা দর্শন। ফল: ত্রিরত্ন অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞান, সম্যক্ দর্শন ও সম্যক্ চারিত্র্য-লাভ।

[ত] চতুর্দশ স্বপ্ন: অতিবেগে চঞ্চল বহ্নিশিখাদর্শন। ফল: অগ্নিশিখার ন্যায় চঞ্চলতার সহিত সর্বলোকে সত্যধর্মের বিস্তার।

এই সকল স্বপ্নের কথা ত্রিশলা সিদ্ধার্থের গোচরে আনিলেন এবং সিদ্ধার্থ স্বপ্নলক্ষণ-পাঠক বা জ্যোতিষাচার্য ব্রাহ্মণগণকে ডাকাইয়া আনিলেন। তাঁহারা পরস্পর তর্কবিতর্কের দ্বারা শাস্ত্র পাঠ করিয়া স্বপ্নগুলির সর্বসুলক্ষণতা প্রচার করিলেন। সিদ্ধার্থ ও ত্রিশলা এই শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শুনিয়া পরম আনন্দিত হইলেন এবং গন্ধ-মাল্যাদি উপহার ও নানা উপঢৌকন দান করিয়া আচার্যগণকে বিদায় করিলেন।

এইখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ব্রাহ্মণগণ কুণ্ডনগরের মধ্যভাগে বাস করিতেন না; নগরের প্রান্তভাগে তাঁহাদের পৃথক্ পল্লী ছিল। তাঁহাদের বেশ-ভূষা, আচার-ব্যবহার ও ও তিলক-চন্দনাদি-ধারণের খুঁটিনাটি বিবরণ কল্পসূত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

জন্মোৎসব ও বাল্যজীবন

যে-রাত্রে শ্রমণ ভগবান্ শ্রীমহাবীরের জন্ম হয়, সেই রাত্রে কুণ্ডনগরে সিদ্ধার্থের গৃহে মহান্ আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্বর্গের কল্পবাসী দেবতারা নবজাত তীর্থংকরকে অভিনন্দিত করিবার জন্য কুণ্ডনগরের আকাশে সমবেত হইয়াছিলেন।

তাঁহাদের অঙ্গের দীপ্তিতে সমগ্র জগৎ সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল। আনন্দ-কোলাহলে দিগ্‌বিদিক্ মুখরিত হইয়াছিল। বৈশ্রমণের ভৃত্যগণ সিদ্ধার্থগৃহে নানাবিধ ধনরত্ন বর্ষণ করিয়াছিল। পরদিন প্রাতে সিদ্ধার্থের আদেশে মহা ধূমধামে জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কারাগার হইতে বন্দীরা মুক্তিলাভ করে। প্রচুর ধনরত্ন দান পাইয়া দরিদ্রগণ হর্ষোৎফুল্ল হয়। প্রচলিত ওজন ও মাপ বাড়াইয়া দেওয়া হয়। কুণ্ডনগরে আনন্দস্রোত বহিয়া যায়। সিদ্ধার্থের এই অকুণ্ঠিত দানের বিষয়ে আধুনিক সমালোচকদের সন্দেহের উত্তরে জৈনগণ বলিয়া থাকেন যে, মহাবীরের মতো মহাপুরুষের জন্মোৎসবকালে অর্থাভাব হইতে পারে না। জগতে যেখানে যেখানে বে-ওয়ারিশ ধনসম্পত্তি থাকে, ইন্দ্রের আদেশে দেবভৃত্যগণ সেইসকল ধনসম্পত্তি ঐ সময়ে ঐ তীর্থংকরের গৃহে উপস্থিত করিয়া দেয়।

জাতকের তৃতীয় দিবসে তাঁহাকে চন্দ্রসূর্য্য দেখানো হয়। ষষ্ঠ দিবসে রাত্রিভাগে ধর্ম-জাগরণ অনুষ্ঠিত হয় [আজকাল জৈনেরা ষষ্ঠ দিবসে ষষ্ঠীপূজা করিয়া থাকেন]। একাদশ দিবসে অশৌচ-মোচন হয়। দ্বাদশ দিবসে আত্মীয়-কুটুম্বগণকে লইয়া ভূরিভোজনের অনুষ্ঠান ও জাতকের নামকরণ করা হয়। জাতকের মাতাপিতা ইঁহার নাম রাখেন 'বর্ধমান'; কেন-না, ইনি গর্ভস্থ হইবার পর হইতে তাঁহাদের ধন-ধান্য-সুবর্ণ-রাজ্য-খ্যাতি-প্রতিপত্তি প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দেবতারা ইঁহার নানা গুণ দেখিয়া নামকরণ করেন 'শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর'।

দিন দিন জাতক সুকুমার হস্তপদ, সুপরিপূর্ণ পঞ্চ ইন্দ্রিয়, সুপরিমিত আকার ও গঠন, চন্দ্র-সৌম্য রূপ লইয়া বাড়িয়া উঠিতে লাগিলেন। শৈশবের পর যৌবনে নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান,

ঋক্-যজুঃ-সাম-অথর্ব বেদ, ইতিহাস, নানা বেদাঙ্গ ও উপাঙ্গ, দর্শন, সংখ্যাগণিত, ছন্দ, অলংকার, ব্যাকরণ, শিক্ষা, কল্প, জ্যোতিষ প্রভৃতি বহু ব্রাহ্মণ্য ও পারিব্রাজক শাস্ত্রে তিনি পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। কল্পসূত্রে মহাবীরের বাল্য-বিষয়ে অধিক বর্ণনা নাই। কিন্তু তাঁহার বাল্য ও যৌবনের অলৌকিক শক্তি-সামর্থ্য ও বুদ্ধিমত্তার বিষয়ে জৈনগণের মধ্যে অনেক আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। একদিন রাজোদ্যানে মন্ত্রিপুত্রদিগের সহিত যখন মহাবীর খেলা করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে অকস্মাৎ একটি মদমত্ত হস্তী আসিয়া উপস্থিত হয়। ছেলেরা যে যেদিকে পারে দৌড়াইয়া পলায়ন করে। কিন্তু বর্ধমান লেশমাত্র ভীত বা সন্ত্রস্ত না হইয়া মত্ত হস্তীর শুণ্ড আক্রমণ করিয়া তাহার পৃষ্ঠে গিয়া বসিয়াছিলেন। হস্তী তাঁহাকে পদদলিত করিতে পারে নাই। আর একদিন যখন তাঁহারা গাছের ডালে ডালে খেলা করিতেছিলেন, তখন এক দৈত্য আসিয়া বালক বর্ধমানকে তুলিয়া লইয়া আকাশে উড়িয়া যায় এবং তাঁহাকে নানারূপ ভ্রূকুটি করিতে থাকে। কিন্তু মহাবীর ভয় পাইবার পাত্র ছিলেন না। তিনি ঐ দৈত্যটিকে এমন করিয়া জড়াইয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন এবং চুল ধরিয়া টানিতেছিলেন যে দৈত্যপ্রবর আর আকাশে উড়িতে পারে নাই; ভূ-পৃষ্ঠে মহাবীরকে নামাইয়া দিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। এইরূপ আরও অনেক অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে।

বিবাহ

শ্বেতাম্বরদিগের মতে শ্রীমহাবীরের বিবাহ হইয়াছিল; কিন্তু দিগম্বরেরা সে-কথা স্বীকার করেন না। শ্বেতাম্বরমতে

কাশ্যপ-গোত্রীয় বর্ধমানের বিবাহ হইয়াছিল কৌণ্ডীন্য গোত্রীয়া যশোদা নাম্নী কন্যার সহিত। তাঁহাদের একটি কন্যাসন্তান জন্মিয়াছিল, তাহার নাম অনবদ্যা [অনোজ্জা] বা প্রিয়দর্শনা। জামালি নামক একজন কৌশিক-গোত্রীয় ক্ষত্রিয়ের সহিত প্রিয়দর্শনার বিবাহ হইাছিল। তাঁহাদের কন্যার [মহাবীর স্বামীর দৌহিত্রীর] নাম শেষবতী বা যশোবতী। মহাবীর স্বামীর জামাতা প্রথমে তাঁহার শিষ্য ছিলেন, কিন্তু পরে গোশাল নামে পরিচিত হইয়া বিরুদ্ধ ধর্ম্মমতের প্রচার করিয়াছিলেন। মহাবীর স্বামীর পিতৃব্যের নাম ছিল সুপার্শ্ব, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম নন্দিবর্ধন, ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর নাম সুদর্শনা। মহাবীরের আরও তিনটি নাম ছিল: সিদ্ধার্থ, শ্রেয়াংস এবং যশংস। তাঁহার মাতারও তিনটি নাম ছিল: ত্রিশলা, বিদেহদত্তা এবং প্রিয়কারিণী।

এইখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মহাবীরের জন্ম-কালীন উৎসবের যেমন বিস্তৃত বর্ণনা কল্পসূত্রে পাওয়া যায়, মহাবীর স্বামীর বিবাহের বর্ণনা সেরূপভাবে পাওয়া যায় না; কেবল উল্লেখ-মাত্র আছে। তিথি-নক্ষত্র-দিন-কাল বা উৎসবের কোনও বর্ণনাই নাই। কৌণ্ডীন্য গোত্রটিও সুপরিচিত গোত্র নহে। অনন্তচতুর্দশী ব্রতকথার মধ্যে কৌণ্ডীন্য নামক একজন ব্রাহ্মণের নাম পাওয়া যায়। বাকাটক, ভারশিব প্রভৃতি নাগবংশীয় রাজগণের কৌণ্ডীন্য নামক এক শাখা কম্বোজ দেশে [Combodia] গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়া সে দেশের রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রভাবে কম্বোজে হিন্দু ধর্ম প্রবর্তিত হইয়াছিল। খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতক হইতে খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত কম্বোজ দেশে তাঁহাদের প্রবল প্রতাপ ছিল।

সন্ন্যাস-গ্রহণ

সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিবার প্রবল ইচ্ছা বাল্যকাল হইতেই মহাবীর স্বামীর ছিল। কিন্তু প্রথম-প্রথম ইহাতে তাঁহার মাতাপিতার মত ছিল না। পরে, বর্ধমানের একান্ত আগ্রহ দেখিয়া তাঁহারা অনুমতি দিয়াছিলেন। তথাপি যতদিন তাঁহারা জীবিত ছিলেন ততদিন বর্ধমান সংসার পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহাদের পরলোকগমনের পর বর্ধমান তাঁহার অগ্রজ নন্দিবর্ধনের অনুমতি প্রার্থনা করিলে তিনি এক বৎসর অপেক্ষা করিতে বলেন; কেন-না, পিতৃ-বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে বর্ধমান সংসার ত্যাগ করিলে লোকে তাঁহাদের উপর ভ্রাতৃবিরোধের কলঙ্ক আরোপ করিতে পারিত। সেইজন্য, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন্দিবর্ধন, পত্নী যশোদা, জ্যেষ্ঠা ভগিনী সুদর্শনা ও কুটুম্বগণের সম্মতি লইয়া ত্রিশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে [৫৭০-৫৬৯ খ্রীস্টপূর্বাব্দে] অগ্রহায়ণ মাসে কৃষ্ণা দশমী তিথিতে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে বিজয়-মুহূর্তে চন্দ্রপ্রভা নামক শিবিকায় আরোহণ করিয়া বহু লোকজন, মুনিঋষি, শ্রমণ-ভিক্ষু, দেব-অসুর কর্তৃক পরিবৃত ও অনুসৃত হইয়া বাদ্যভাণ্ড সহকারে নগর পরিক্রমণ করিয়া কুণ্ডনগরের বহির্ভাগে ষণ্ড-বন নামক উপবনে অশোকবৃক্ষমূলে তিনি উপনীত হইলেন। সেখানে শিবিকা হইতে অবরোহণ করিয়া সমস্ত রত্নভূষণাদি দান করিয়া অনুচর-বর্গকে বিদায় করিলেন। তার-পর অন্যের সাহায্য না লইয়া নিজেই পাঁচ মুষ্টিতে মস্তকের সমস্ত কেশ ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তারপর নিরম্বু-ষষ্ঠ-ভক্ত ব্রত [অর্থাৎ, প্রতি তৃতীয় দিবসে একবার করিয়া নিরম্বু আহার গ্রহণের ব্রত] অবলম্বন করিয়া অনাগারিত্ব গ্রহণ করিলেন।

জৈনদিগের মতে, সর্বজ্ঞত্বলাভের পাঁচটি ক্রম ঃ মতি-জ্ঞান, শ্রুত-জ্ঞান, অবধি-জ্ঞান, মনঃপর্যায় জ্ঞান, ও কেবল জ্ঞান বা সর্বজ্ঞত্ব। মহাবীর স্বামী প্রথম তিনটি জ্ঞানের অধিকারী হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অনাগারিত্ব গ্রহণের সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁহার মনঃপর্যায় জ্ঞান জন্মে। তারপর ত্রয়োদশ বর্ষব্যাপী কঠোর সাধনার দ্বারা তিনি কেবল জ্ঞান বা সর্বজ্ঞত্বলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। কেবল জ্ঞান লাভ করিবার সঙ্গে-সঙ্গেই জীব সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে।

তপস্যা বা সাধনা

সন্ন্যাস-গ্রহণ-কালে মহাবীর স্বামী যে বস্ত্রখানি পরিয়াছিলেন, সেইখানি পরিয়াই তিনি এক বৎসর একমাস কাটাইয়া দিয়াছিলেন। তারপর তিনি সম্পূর্ণ নগ্ন-দেহে বিচরণ করিতেন এবং কোনও ভিক্ষাপাত্র না লইয়া করতলে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন। বর্ষার চারিমাস তিনি একস্থানে অবস্থান করিতেন। কিন্তু শীত ও গ্রীষ্মের আট মাস তিনি দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। গ্রামে এক রাত্রি ও নগরে পাঁচ রাত্রির বেশি কোথাও থাকিতেন না। সর্বপ্রকার দুঃখ কষ্ট ও যন্ত্রণা অম্লান বদনে সহ্য করিতেন। পুরীষে ও চন্দনে, তৃণ ও রত্নে, ধূলি ও কাঞ্চনে, সুখ ও দুঃখে তিনি ছিলেন উদাসীন। ইহলোক ও পরলোকে তিনি ছিলেন অনাসক্ত। জীবন বা মৃত্যু কিছুই তিনি কামনা করিতেন না। কেবল, কিসে তাঁহার কর্মক্ষয় হইবে সেই চেষ্টাতেই তিনি কৃচ্ছ্রসাধ্য কর্ম করিতেন। এইরূপে সত্য-, সংযম-, তপস্যা-, ও চারিত্র্য-সহকারে নির্লিপ্তভাবে ধ্যান-মগ্ন থাকিয়া তিনি পূর্ণ দ্বাদশ বৎসর যাপন করেন। তারপর

ত্রয়োদশ বর্ষে [খ্রীস্টপূর্ব ৫৫৭ অব্দে] বৈশাখ মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে বিজয় মুহূর্তে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে ঋজুপালিকা নদীর তীরে জৃম্ভিকা গ্রামে সামাগ নামক কোনও গৃহস্থের ক্ষেত্রমধ্যে শালবৃক্ষতলে মহাবীর স্বামী অনন্ত, অনুত্তর, নিরাবরণ, সম্পূর্ণ, সমগ্র কেবল জ্ঞান লাভ করেন। এই কাল হইতেই তিনি কেবলী বা অর্হৎ নামে প্রসিদ্ধ হন।

দিগম্বরেরা মহাবীরের কঠোরতর সাধনার বর্ণনা করেন। তাঁহারা বলেন, তিনি ছয় মাস অচল অবস্থায় ধ্যানমগ্ন থাকিয়াও মনঃপর্যায় জ্ঞান অর্জন করিতে পারেন নাই। তারপর কুলপুর নামক নগরে কুলাধিপ নামক নৃপতির আহ্বানে ছয় মাস উপবাসের পর দুগ্ধ ও অন্নে পারণ করিয়াছিলেন। পারণান্তে তিনি দ্বাদশ বর্ষ যাবৎ অরণ্যে অরণ্যে তপস্যা করিয়া পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি তাঁহার মনঃপর্যায় জ্ঞান লাভ হয় নাই। অবশেষে উজ্জয়িনী নগরের শ্মশানে যখন তিনি তপস্যারত ছিলেন তখন রুদ্র ও রুদ্রাণী আসিয়া নানা উপায়ে তাঁহার তপোভঙ্গের চেষ্টা করেন। কিন্তু সমস্ত ব্যাঘাত অতিক্রম করিয়া, সমস্ত প্রলোভন জয় করিয়া তিনি অবশেষে মনঃপর্যায় জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া, সমস্ত ধন বিলাইয়া দিয়া রিক্ত ও নগ্ন মহাবীর যখন ধ্যানে মগ্ন ছিলেন তখন তাঁহার অজ্ঞাতসারে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে একখানি দিব্য বস্ত্র পরাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন। এই বিষয়ে একটি গল্প আছে। মহাবীর স্বামীর সংসার-ত্যাগকালীন দানে বঞ্চিত সোমদত্ত নামক একজন ব্রাহ্মণ বনে আসিয়া মহাবীর স্বামীর নিকট কিছু ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তখন দিবার মতো কিছুই নাই ভাবিয়া

মহাবীর স্বামী অতীব দুঃখিত হইলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া তিনি সেই ইন্দ্র-প্রদত্ত স্বর্গীয় বস্ত্রখানির অর্ধাংশ সোমদত্তকে প্রদান করিলেন। হর্ষোৎফুল্ল সোমদত্ত গ্রামে ফিরিলে তাঁহার তন্তুবায় বন্ধু তাঁহাকে অপরার্ধ সংগ্রহ করিয়া আনিতে বলিল। কিন্তু লজ্জিত সোমদত্ত মহাবীরের কাছে আসিয়াও তাঁহার নিকট উহা চাহিতে পারিলেন না। তখন মহাবীর স্বামীর বস্ত্রখানি কাঁটাগাছের উপর পড়িয়া ছিল, এবং নগ্ন মহাবীর স্বামী ধ্যানমগ্ন ও বাহ্য-জ্ঞানশূন্য ছিলেন। কণ্টকমুক্ত করিয়া সোমদত্ত বস্ত্রখানি লইয়া আসিলেন; মহাবীর স্বামী জানিতেও পারিলেন না।

মহাবীর স্বামীর বাহ্য-জ্ঞানশূন্য ধ্যানের বিষয়ে আর একটি গল্প আছে। কুমারগ্রাম নামক গ্রামের বাহিরে পথের ধারে এককালে মহাবীর স্বামী নিশ্চল অবস্থায় নিমীলিত নেত্রে পদ্মাসনে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। একজন কৃষক তাহার বলদ দুইটি সেইখানে ছাড়িয়া দিয়া মহাবীর স্বামীকে দেখিতে বলিয়া ক্ষেতে চলিয়া যায়। ফিরিয়া আসিয়া বলদ দুইটিকে না পাইয়া এবং মহাবীর স্বামীর কোনও সাড়া-শব্দ না পাইয়া সে সমস্ত রাত্রি সারা গ্রামে খুঁজিয়া বেড়ায়। বলদ দুইটি কিন্তু ইতিমধ্যে ঘাস ও জল খাইয়া ফিরিয়া আসিয়া মহাবীর স্বামীর নিকটে শুইয়া ছিল। প্রাতঃকালে ঐ কৃষক মহাবীর স্বামীর নিকটে বলদ দুইটিকে দেখিয়া তাঁহাকে চোর মনে করিয়া প্রহার করিতে থাকে। এমন সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র আসিয়া কৃষকের প্রহার হইতে মহাবীর স্বামীকে রক্ষা করেন।

ধর্মপ্রচার ও নির্বাণ

কেবল জ্ঞান বা সিদ্ধিলাভের পর মহাবীর স্বামী প্রচার

করিলেন যে জন্ম ও জাতি বা বর্ণের কোনও মূল্য নাই ; সম্পূর্ণ কর্মক্ষয় হইলেই জীবের শাশ্বত সুখ লাভ হয়। কর্মভারাক্রান্ত জীবের দুঃখমোচনের জন্য তিনি অতঃপর ধর্মপ্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার সংযম ও চারিত্র্য গুণে সহস্রে সহস্রে দেশের লোক তাঁহার শিষ্য হইতে লাগিল। তাঁহার প্রচারিত নব ধর্মে দীক্ষিত অসংখ্য নরনারী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যরূপে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। শিষ্য-সংখ্যা চতুর্দশ সহস্র হইয়াছিল। তিনি যেখানে যাইতেন, তাঁহার এই চতুর্দশ সহস্র শিষ্য তাঁহার অনুসরণ করিত, এবং সেইখানেই বিশাল বক্তৃতা-মণ্ডপ রচিত হইত। বড় বড় রাজারা তাঁহার ধর্মে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন। বৈশালীর রাজা চেটক তাঁহার ধর্মে দীক্ষিত হইলেন ও ধর্মপ্রচারে নানারূপ সাহায্য করিতে লাগিলেন। অঙ্গ-রাজ (কূনিক) বা অজাতশত্রু তাঁহাকে মহাসমারোহে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহার বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া নব ধর্মে দীক্ষিত দীক্ষিত হইলেন। কৌশাম্বীর রাজা শতানীক অচলা নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত তাঁহার বাণী শ্রবণ করেন এবং তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করেন। মহাবীর যখন রাজগৃহের নিকটে উপস্থিত হন, তখন মগধাধিপতি শ্রেণিক বা বিম্বিসার [অজাতশত্রুর পিতা] তাঁহার সমগ্র সেনা লইয়া নগরের বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, শ্রেণিক ধর্মবিষয়ে যে ষষ্টি সহস্র প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং মহাবীরের শিষ্য গৌতম সেইগুলির যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহাতে তিনি পরম সন্তোষ লাভ করিয়া জৈন ধর্মের প্রবল পৃষ্ঠপোষক হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বিম্বিসার [শ্রেণিক] ও অজাতশত্রু [কূনিক]—এই দুই জন রাজাকেই এ যুগের খাঁটি ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া ধরা

হয়। কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থে এ দু'জনের বিষয়ে পরস্পর-বিরোধী বিবরণ দেখা যায়। একাল পর্যন্ত ঐতিহাসিকেরা ইহার কোনও সমাধান করিতে পারেন নাই। একালের ইতিহাস 'অন্ধ-হস্তি-ন্যায়'-দোষে দুষ্ট। নিরপেক্ষভাবে জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্য আলোচনা করিলে ইহাই অনুমান হয় যে শ্রেণিক (বিম্বিসার) বৌদ্ধও ছিলেন না, জৈনও ছিলেন না, অথচ মহাবীর স্বামী ও বুদ্ধদেব উভয়কেই সমান শ্রদ্ধা করিতেন। অন্যান্য মহাপুরুষগণও আত্মা, দর্শন বা জন্মান্তর প্রভৃতির আলোচনা করিতে চাহিলে তিনি আন্তরিক আগ্রহের সহিত তাঁহাদের সেবা ও সাহায্য করিতেন। নিজে রাজকার্যে ব্যস্ত থাকিতেন বলিয়া নির্বাচন দ্বারা কোনও ধর্মমতকেই নিজের করিয়া লইতে পারেন নাই। কিন্তু ধার্মিকের বেশ দেখিলে বা তত্ত্বকথার নাম শুনিলেই তিনি গদ্‌গদ্‌চিত্ত হইয়া পড়িতেন। এক কথায় তিনি ছিলেন অতি কোমল-চিত্ত, ধর্মকথা শুনিলেই তাঁহার চিত্ত গলিয়া যাইত। তিনি মনে প্রাণে উৎসাহে আগ্রহে তত্ত্বোপদেষ্টার সেবা করিয়া আনন্দ পাইতেন। তাই যখন শুনিলেন যে তাঁহারই শ্যালক 'বর্ধমান' তত্ত্বচিন্তা দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তখনই স-সৈন্য-পারিষদে সিদ্ধপুরুষ শ্যালকের প্রত্যুদ্‌গমনের জন্য নগরের বাহিরে আসিলেন এবং সসম্মানে তাঁহাকে রাজগৃহে লইয়া গিয়া বিরাট্ মণ্ডপ-তলে তাঁহার বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ধর্ম-জিজ্ঞাসায় এইরূপ একাগ্রতা ও তর্কসভার উদ্‌যোগ-আয়োজনে অনন্য-প্রেরিত প্রবৃত্তি এদেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই—রাজর্ষি জনক ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের যুগ হইতেই—স্বতঃস্ফূর্ত দেখা যায়। কোনও বিশিষ্ট ধর্মমতের অনুসরণ এ অনুরাগের হেতু নয়, বিভিন্ন

মতবাদীর বিভিন্নরূপ বিচার শুনিবার আকাঙ্ক্ষাই এ অনুরাগের মূল। বিনয় ও সচ্চরিত্রতা গুণে বুদ্ধদেব ও মহাবীর স্বামী উভয়েই শ্রেণিকের বশীভূত ছিলেন। জৈনমতে মহাবীর স্বামী রাজর্ষি শ্রেণিককে তত্ত্বকথা শুনাইতে এত ভালবাসিতেন যে তাঁহাকে পদ্মচরিত ও মহাপুরাণ শুনাইবার জন্য অন্তরঙ্গ শিষ্য গৌতমকে নির্দেশ দিয়াছিলেন। একান্ত জিজ্ঞাসু চিত্তে রাজর্ষি শ্রেণিক গৌতমের উপদেশ বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন। আবার শ্রেণিক-বিম্বিসারের পুত্র কূনিক-অজাতশত্রু কেবল যে পিতৃ-বিরোধী ও পিতৃহন্তাই ছিলেন, তাহা নহে; তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের লোক ছিলেন। পিতা ছিলেন কোমল-হৃদয়, পুত্র ছিলেন কঠোর-চিত্ত। পিতা ছিলেন ধর্মজিজ্ঞাসু, পুত্র ছিলেন রাজ্যলোলুপ। পিতা ছিলেন সরল, পুত্র ছিলেন কুটিল। তাই অজাতশত্রু কোনও ধর্ম্মমতের অনুবর্তন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। পিতৃহত্যারূপ মহাপাপ করিয়া যখন তিনি সিংহাসন লাভ করিলেন, তখনই রাজনৈতিক কারণে আত্মীয়-স্বজনের সহানুভূতি তাঁহার একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িল। মাতুল মহাবীর স্বামী ও মাতামহ চেটকের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া রাজ্যের শত্রুবৃদ্ধি করা অপেক্ষা বৌদ্ধধর্মের বিরোধিতা দ্বারা এই সকল প্রতিপত্তিশালী কুটুম্বগণকে হাত করাই তিনি বুদ্ধিমানের কাজ মনে করিয়াছিলেন। জৈন আগম দ্বিতীয় উপাঙ্গ গ্রন্থ 'উববাইয়' [ঔপপাতিক] হইতে জানা যায় যে মহাবীর স্বামী যখন রাজগৃহের পুণ্যভদ্র বেদিতে বক্তৃতা করেন তখন 'বিম্ভাসারপুত্র কূনিক' তাহা শুনিতে গিয়াছিলেন। রাজ্যলোভে পিতৃহত্যা করিতে যাঁহার কুণ্ঠা না হয়, 'শ্রীমতী'র মতো একটি নগণ্য নারীর রক্তপাতে তাঁহার সংকোচ থাকিতে

পারে কি? ধর্মভীরুতা তাঁহার বিবেচনায় দুর্বল-চিত্ততা বই আর কি হইতে পারে? তাঁহার মতো সুবিধাবাদী রাজা কখনও এক পক্ষে আসক্ত থাকিতে পারেন না। তাই আত্মীয়-কুটুম্বগণকে বশ করিয়া যখন তিনি পিতৃত্যক্ত রাজগৃহের সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন, তখনই রাজ্যবৃদ্ধি লোভের উৎকট তাড়নায় তাঁহার মনশ্চাঞ্চল্য উৎপন্ন হইল। তিনি মাতামহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। জৈন 'নিরয়াবলী' হইতে জানা যায় যে এই যুদ্ধে তাঁহার দশটি বৈমাত্রেয় ভাই প্রাণ হারাইয়া নরকে জন্মগ্রহণ করে। মাতুল কোশলরাজ প্রসেনজিৎ এবং মাতামহ বৈশালীরাজ চেটক যখন বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া যখন তাঁহাদের সঙ্গে যুদ্ধ চলিতে লাগিল, তখন কুটুম্ব-পক্ষীয় জৈন ধর্ম ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্মের দিকে অনুগ্রহ দৃষ্টিপাত করা কূনিক অজাতশত্রুর রাজনৈতিক কারণে আবশ্যক হইয়া পড়িল। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে জৈনমত ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধমত গ্রহণ করিলেন, একথাও সত্য নহে। তিনি কখনও কোনও ধর্মমত স্বীকার করেন নাই, জৈনমতও না, বৌদ্ধ মতও না, ব্রাহ্মণ্য ধর্মও না। তিনি ছিলেন সর্বধর্মদ্বেষী রাজ্য-লোলুপ রাজা। কোনও ধর্মই তাঁহার ছিল না। এইরূপ চরিত্রের লোকই একদিন দাম্ভিকতা-গর্বে বলিতে পারেন: "বেদ-ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর, কিছু নাই ভবে পূজা করিবার"। সময়ান্তরে প্রয়োজনবশে সেই মত বদলাইয়া সসম্মানে মহাবীর স্বামীর অভ্যর্থনা করিতে পারেন; এবং আবার কিছুকাল পরে বুদ্ধদেবের চরণ প্রান্তে শরণাগত হইয়া বলিতে পারেন:

"ভগবন্, আমাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করুন, আমি যাবজ্জীবন আপনাতে অনুরক্ত থাকিব। আমি মহাপাপী, মলিনতাপূর্ণ,

দুর্বল এবং ঘোর অজ্ঞানাচ্ছন্ন। আমি রাজ্যলাভের জন্য আমার পরম পূজনীয় সাক্ষাৎ ধর্মের অবতার স্বরূপ পিতৃদেবকে হত্যা করিয়াছি। তিনি পরম ধর্মনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ নৃপতি এবং অতি উদার-চরিত্র দেবসদৃশ ব্যক্তি ছিলেন। আমার ন্যায় নরাধমকে আশ্রয় দান করুন, যেন ভবিষ্যতে আর পাপ না করিতে পারি।"*

ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে মহাবীর স্বামী ৪১ বৎসর নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক বৎসর বর্ষার চারি মাস [চাতুর্মাস্য] এক-একটি নির্দিষ্ট স্থানে থাকিতেন। ৪১ বৎসর কোথায় কোথায় বর্ষা অতিবাহিত করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ কল্পসূত্রে আছে। প্রথমে তিনি অস্থিক গ্রাম বা বর্ধমানে গিয়াছিলেন। সেখানকার লোকে তাঁহার প্রতি অতি নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছিল: কুকুর লেলাইয়া দিয়াছিল।† তিনি অকুণ্ঠিত সংযমের সহিত সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিয়াছিলেন। তারপর চম্পা [ভাগলপুর] ও পৃষ্টিচম্পা [বিহার]—এই দুই স্থানে তাঁহার তিন বর্ষা কাটিয়াছিল। বৈশালী-দেশে ও বাণিজ্যগ্রামে [কুণ্ডনগরের পল্লী] তাঁহার দ্বাদশ বর্ষা কাটিয়াছিল। রাজগৃহে চতুর্দশ বর্ষা কাটিয়াছিল। মিথিলায় ছয় বর্ষা, ভদ্রিকাগ্রামে তিন বর্ষা, আলভিকা, পুনিতভূমি ও শ্রাবস্তীতে এক-এক বর্ষা কাটিয়াছিল। অন্তিম বর্ষায় তিনি ছিলেন পাপা-নগরে। এই পাপা-নগর আধুনিক পাটনার নিকটে ছিল এবং ইহার রাজা ছিলেন

---

* —বৃহৎ বঙ্গ ১ম খণ্ড, ১১২ পৃষ্ঠা।

† নগ্ন দেহে ভ্রাম্যমাণ বীভৎস-দর্শন মহাবীর স্বামীকে দেখিয়া তৎপ্রতি লোষ্ট্র-নিক্ষেপ করা বা কুকুর লেলাইয়া দেওয়া লোকালয়বাসী জনগণের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে।

হস্তিপাল। এইখানে তিনি সংপর্যঙ্ক আসনে বা পদ্মাসনে বসিয়া কর্মফল বিষয়ে ৫৫টি ও অপৃষ্ট প্রশ্নের উত্তরে ৩৬টি বক্তৃতা [উত্তরাধ্যয়ন সূত্র] শেষ করিয়া [৫২৭ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দে] কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে স্বাতী নক্ষত্রে রাত্রির শেষভাগে হস্তিপাল রাজার রাজকর্ম-সভায় জাতি-জরা-মরণ-বন্ধন ছেদন করিয়া সিদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ও পরিনির্বৃত হইয়া সর্ব দুঃখের পরপারে গমন করেন।

বর্ণানুক্রমিক
শব্দ-সূচি
ও
টীকা

O. P. 93—1

শব্দসূচি ও টীকা

[সংকেত : সূচিমধ্যে লিখিত সংখ্যাগুলি জিনচরিত্রের সূত্র (বা প্যারাগ্রাফ) বুঝাইতেছে। সংখ্যার পূর্বস্থিত 'থে' থেরাবলী (স্থবিরাবলী) ও 'সা' সামাচারী (পর্যুষণা) বুঝাইতেছে।]

অইপ্পমাণং [অতিপ্রমাণম্], প্রমাণাতিরিক্ত, অতিবৃহৎ, বিরাট। ৪০

অইবয়ংতং [অতিপতন্তং উৎপতন্তং] উল্লম্ফনশীল। ৩৫

অইসিরিভরং [অতি-শ্রী-ভরম্] অতিরিক্ত শ্রীসম্পন্ন, অলৌকিক সৌন্দর্যশালী। ৩৪

অই-সেস-পত্তাণং [অতি-শেষ-প্রাপ্তানাম্] সর্বশেষ সীমায় উপনীত, (জ্ঞানের) শেষ সীমায় যাঁহারা পৌছিয়াছেন তাঁহাদের, যাঁহারা নিঃশেষে [অবধি] জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের। ১৩৯

অউণট্ঠিঁ [ঊনষষ্টি] ঊনষাট। ১৩৬

অউণত্তরিং [ঊনসপ্ততিম্] ঊনসত্তর। ১৭৮

অউণসট্ঠিঁ [একোনষষ্টি] ঊনষাট। ১৩৬

অংসুয় [অংশুক] অংশুক, বস্ত্র। ৩২

অকপ্পেণং বয়সি [অকল্পেন বদসি, কল্পঃ আচারঃ, শিষ্টাচারঃ] শিষ্টাচারবিরুদ্ধ ভাষায় কথা কহিতেছ। ৫৮

অকংপিএ [অকম্পিতঃ] অকম্পিত, একজন স্থবিরের নাম। ইনি গৌতম ইন্দ্রভূতির তৃতীয় ভ্রাতা ছিলেন। ইঁহার ৩০০ শ্রমণ শিষ্য ছিল। স্থানকবাসীরা ইঁহাকে গৌতমের ভ্রাতা বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন ইনি গৌতমের বন্ধু ছিলেন। থে ১।

অকুড়িলেণং [অকুটিলেন] সরল। অকুড়িলেণং মগ্গেণং—সরল পথে। ১১৪

অকোহে অমাণে অমাএ অলোহে [অক্রোধঃ অমানঃ অমায়ঃ

অলোভঃ] ক্রোধশূন্য, মান [=অভিমান, অহংকার] শূন্য, মায়াশূন্য ও লোভশূন্য। ১১৮

অগারাও অণগারিয়ং [অগারাৎ অনাগারিত্বম্] অগার বা সংসার-আশ্রম হইতে অনাগারিত্ব ব্রতগ্রহণ, সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ। ১, ৯৪, ১১৬

অগারীএ [অগারিণীএ, অগারিণ্যাঃ] গৃহবাসিনীর, গৃহস্থবধূর। সা ৩৯

অগিহংসি [অগৃহে] গৃহ ব্যতীত অন্য কোনও স্থানে, গৃহের বাহিরে। সা ২৯

অগ্গিদত্তে [অগ্নিদত্তঃ] অগ্নিদত্ত, ভদ্রবাহুর শিষ্য স্থবির। থে ৫।

অগ্গিভূঈ [অগ্নিভূতিঃ] অগ্নিভূতি, গৌতমের ভ্রাতা স্থবির। থে ১।

অংকোল্ল [অংকোঠ-] আঁকোড় (গাছের ফুল)। ৩৭

অংগুলিজ্জগ [অঙ্গুরীয়ক] আংটি। ৬১

অচ্চুন্নয় [অত্যুন্নত] অত্যুন্নত, উচ্চ। ৩৬

অচ্ছেরয় [আশ্চর্যক] আশ্চর্য। লোগচ্ছেরয়-ভূএ [লোকাশ্চর্যভূতঃ] জগতের আশ্চর্যস্বরূপ। ১৯

অ-জিণাণং জিণসংকাসাণং [অজিনানাং জিনসংকাশানাম্] জিন বা সর্বজ্ঞ না হইলেও যাঁহারা জিনকল্প তাঁহাদের। ১৩৮

অজিয়াইং [অজিতানি] অজিত, জয় না-করা, এখনও যাহা জিত বা বশীভূত হয় নাই সেইরূপ (ইন্দ্রিয় জয় কর)। ১১৪

অজিয়স্স [অজিতস্য] অজিতনাথের। দ্বিতীয় তীর্থংকরের নাম। ২০৩

অজ্জঘোসে [আর্যঘোষঃ] আর্যঘোষ, পার্শ্বনাথের শিষ্য। ১৬০

অজ্জ চন্দণা [আর্যা চন্দনা] আর্যা চন্দনা। ছত্রিশ সহস্র আর্যিকা-গণের ইনি নেত্রী ছিলেন। চন্দনা বৈশালীরাজ চেতকের কন্যা ছিলেন। মতান্তরে ইনি চম্পার রাজা দধিবাহনের কন্যা। স্থানকবাসীদের উপাখ্যানে আছে যে একজন সৈন্য ইঁহাকে জয় করিয়া আনিয়া বিক্রয় করিয়াছিল। সেখানে ইঁহাকে অনেক নিগ্রহ সহ্য করিতে হয়। ১৩৫

অজ্জ চেড়য়ে [আর্য চেটকঃ] আর্য চেটক। একটি স্থবিরকুলের নাম। থে ৭

অজ্জ জক্‌খিণী [আর্যা যক্ষিণী] অরিষ্টনেমির শিষ্যা আর্যিকা-নেত্রী। ১৭৭

অজ্জত্তাএ [আর্যতয়া, অথবা অন্ত্যতায়] আর্যদিগের নিয়ম অনুসারে অথবা অন্ত পর্যন্ত। সা ৬, ৭

অজ্জিয়া [আর্যকা] আর্যিকা, নিগ্রন্থী। ১৩৫, ১৭৬

অজ্জেণং [আর্যেণ] আর্যকর্তৃক। ভিক্ষু বা নিগ্রন্থই আর্য। স্ত্রীলিঙ্গে অজ্জিয়া। সা ৫৭।

অজ্জেব [অদ্যৈব] তৎক্ষণাৎ। সা ৫৯

অজ্‌ঝত্থিয়ে [আধ্যাত্মিকঃ] আধ্যাত্মিক বা মানসিক। ১৬, ৯০, ৯৩, ১০৬

অজ্‌ঝয়ণং [অধ্যয়নম্] অধ্যয়ন, অধ্যায়। ১৪৭। সা। ৬৪

অংচেই [আকুঞ্চয়তি] সংকুচিত করেন। ১৫। অংচিত্তা [আকুঞ্চ্য] কোঁচ্‌কাইয়া। ১৫

অংছাবেই [য়াকোবি 'আকর্ষয়তি' লিখিয়াছেন। অর্থটা কিন্তু আকর্ষণ নয়, স্থাপন। সুতরাং 'আস্থাপয়তি'ই সংস্কৃত প্রতিরূপ।] (আভ্যন্তর যবনিকা) স্থাপন করাইলেন। ৬৩

অট্টন সালা [ব্যায়ামশালা, পরিশ্রমশালা] ব্যায়ামের আখড়া। ৬০

অট্‌ঠ [<অর্থ] ও অত্থ [<অর্থ] এক 'অর্থ' শব্দ হইতে উৎপন্ন হইলেও অর্থবিভিন্নতা আছে। 'প্রয়োজন,' 'উদ্দেশ্য,' 'অভিপ্রায়,' 'হেতু' প্রভৃতি ব্যঞ্জনালব্ধ অর্থে 'অট্‌ঠ' শব্দের ব্যবহার হয়। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, বাচ্যার্থ বা অভিধার্থে 'অত্থ' শব্দের প্রয়োগ হয়। 'অত্র' স্থানে 'এত্থ' হয়, ক্বচিৎ 'অত্থ'ও হইয়া থাকে। কিন্তু 'অট্‌ঠ' হয় না। 'অষ্ট' স্থানে 'অট্‌ঠ' হয়। ৮, ১২, ১৩, ৫০, ৭৩, ৮৩, ৯২, ১১৯ থে ১। সা ১, ২, ১৮, ৪০, ৬৪

অট্‌ঠ [অষ্ট] আট। অট্‌ঠংগ [অষ্টাঙ্গ] অট্‌ঠতীসং [অষ্টাত্রিংশৎ] অট্‌ঠম [অষ্টম], অট্‌ঠসয় [অষ্টাশতম্], অট্‌ঠারস [অষ্টাদশ], ৪,

৬৩, ৬৪, ১১৪, ১১৯, ১৪৫, ১৬২, ১১৩, ১২৮, ১৩৭, ১৭৫। সা ৪৪, ২৩।

অট্ঠ সুহুমাইং [অষ্ট সূক্ষ্মাণি] আটটি সূক্ষ্ম জীব। আচারাদি সূত্র ১।২-৭ অধ্যয়নে এই-সব সূক্ষ্ম জীবনের দার্শনিক ব্যাখ্যা আছে। সা° ৪৪-৪৫ সূত্রে বহু সূক্ষ্ম (অর্থাৎ সহসা অদৃশ্য) জীব বা জীবাণুর বর্ণনা আছে। টীকাকার যে সকল ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহার কিয়দংশ য়াকোবি উদ্ধৃত করিয়াছেন। নিম্নে দেওয়া হইল :

"পণক-উল্লী : সা চ প্রায়ঃ প্রাবৃষি ভূমি-কাষ্ঠভাণ্ডাদিষু জায়তে, যত্রোৎপন্নতে তদ্-দ্রব্য-সমবর্ণাচ। বীজ-সূক্ষ্মম্ : কণিকা 'শাল্যাদি-বীজানাং 'নহী' তি রূঢ়া নখিকা। হরিত-সূক্ষ্মম্ : নবোদ্ভিন্নং পৃথিবীসমবর্ণং হরিতং তচ্চাল্পসংহননত্বাৎ স্তোকেনাপি বিনশ্যতে। পুষ্পসূক্ষ্মং : বটোডুংবরাদীনাং তৎসমবর্ণত্বাদ্ অলক্ষ্যং তচ্চোচ্ছ্বাসেনাপি বিরাধ্যতে। অণ্ডসূক্ষ্মম্ : উদ্দংশা মধুমক্ষিকা-মৎকুণাদ্যাঃ তেষাম্ অণ্ডম্ উদ্দংশাণ্ডম্। উৎকলিকাণ্ডং লূতা পুটাণ্ডম্। পিপীলিকাণ্ডং কীটিকাণ্ডম্। হলিকা গৃহকোকিলা ব্রাহ্মণী বা তস্যা অণ্ডং হলিকাণ্ডম্। 'হল্লোহলিয়া অহিলোডী সরডী কক্কিণ্ডী' ত্যেকার্থাঃ, তস্যা অণ্ডম্। এতানি হি সূক্ষ্মাণি স্যুঃ। লয়নম্ আশ্রয়ঃ সত্ত্বানাম্, যত্র কীটিকাদ্যনেক-সূক্ষ্ম-সত্ত্বা ভবন্তীতি লয়ন-সূক্ষ্মম্ যথা : উত্তিংগা ভূয়কা গর্দভাকৃতয়ো জীবাস্তেষাং লয়নং ভূমাবুৎকীর্ণগৃহম্ উত্তিঙ্গলয়নম্। ভৃগু শুষ্কভূরাজীজলশোষানন্তরম্ কেদারাদিস্ফুটিতা দলিরিত্যর্থঃ। 'উজ্জএ'ত্তি বিলং (ঋজুবিলং—সুবোধিকা); তালমূলকং তালমূলাকারং অধঃ পৃথু উপরি সূক্ষ্মং বিবরম্ ; শম্বুকাবর্তং ভ্রমরগৃহম্। স্নেহ সূক্ষ্মম্ : 'ওস'ত্তি অবশ্যায়ো যঃ খাৎ পততি হিমশ্যানোদবিন্দুঃ। মিহিকা ধূমরী। করকা ঘনোপলঃ। হরতনুর্ভূ নিঃসৃততৃণাগ্রবিন্দুরূপো যো যবাঙ্কুরাদৌ দৃশ্যতে। সা° ৪৪-৪৫।

অট্ঠমে পক্খে, আসাঢ় সুদ্ধে [অষ্টমঃ পক্ষঃ আষাঢ় শুদ্ধঃ। কৃষ্ণা প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত একমাস। প্রতি মাসের প্রথম পক্ষ বহুল পক্ষ, দ্বিতীয় পক্ষ শুদ্ধ পক্ষ বা শুক্ল পক্ষ।] গ্রীষ্মের অষ্টম পক্ষ অর্থাৎ

আষাঢ়ের শুক্ল পক্ষ। জৈনশাস্ত্রে বৎসর তিন ঋতুতে বিভক্ত: গ্রীষ্ম, বর্ষা, হেমন্ত। প্রতি ঋতুতে চারি চান্দ্র মাস। চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই চারি মাসে গ্রীষ্ম ঋতু। শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক এই চারি মাসে বর্ষা। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, হেমন্ত। ২

অট্‌ঠিসুহাএ [অস্থিসুখয়া। 'অস্তি' স্থানে 'অত্থি' ও 'অস্থি' স্থানে 'অট্‌ঠি' হয়।] অস্থি-সুখকর। 'সংবাহণাএ' পদের বিশেষণ। 'সংবাহন' অঙ্গসমূহে সুখকর চাপ। হাত-পা টেপা। ৬০

অট্‌ঠিয়া [অস্থিতাঃ] অস্থির, চঞ্চল। 'কুন্থু' নামক সূক্ষ্ম জীব স্থির থাকিলে দৃষ্টিগোচর হয় না, চঞ্চল হইলে দৃষ্টিগোচর হয়। ১৩২। সা ৪৪

অট্‌ঠিয়গ্‌গাম [অস্থিক গ্রাম] অস্থিক গ্রাম। কথিত আছে এই গ্রামে এক যক্ষ বাস করিত। তাহার ভুক্ত জীব-জন্তুর অস্থি পুঞ্জীভূত হইলে সেই অস্থিপুঞ্জের উপর যে গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই অস্থিক-গ্রাম। 'বর্ধমান' ইহার অপর নাম। রাঢ় দেশে এই গ্রাম ছিল। মহাবীর স্বামী ভিক্ষুরূপে এই অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ১২২

অড্ঢ [অর্ধ] অর্ধ, আধ। ১৪, ১৫।

অড্ঢাইজ্জেসু দীবেসু [অর্ধতৃতীয়েষু দ্বীপেষু] আড়াই দ্বীপে বা মহাদেশে। কল্পলোক ও মর্ত্ত্যলোকের মধ্যে তির্যগ্‌লোকের অবস্থান। এই তির্য্যগ্‌লোকে আড়াইটি দ্বীপ বা মহাদেশ আছে। প্রত্যেক দ্বীপে 'মহাবিদেহ' নামে এক একটি গুপ্ত দেশ আছে। তির্যগ্‌লোকে যাঁহারা যান তাঁহারা পরজন্মের পর বিমানলোকে যাইবার অধিকারী। ১৪২, ১২২

অণংতে অনুত্তরে নিব্বাঘাএ নিরাবরণে কসিণে পড়িপুন্নে কেবল-বর-নাণ-দংসণে সমুপ্পন্নে ঃ [টীকা: "অনন্তম্ অনন্তার্থ-বিষয়ত্বাৎ; অনুত্তরম্ সর্বোত্তমত্বাৎ; নির্ব্যাঘাতং কট-কুট্যাদিভির অপ্রতিহতত্বাৎ; নিরাবরণং ক্ষায়িকত্বাৎ; কৃৎস্নং সকলার্থগ্রাহকত্বাৎ; পড়িপুন্নেঃ প্রতি পূর্ণং সকল-স্বাংশ সহিতত্বাৎ; কেবলম্ অতএব বরং জ্ঞানং দর্শনং চ ততঃ প্রাক্‌পদাভ্যাং কর্মধারয়ঃ; তত্র জ্ঞানং বিশেষাববোধ

রূপং দর্শনং সামান্যবোধরূপম্।" সমুৎপন্নম্। —এটি একটি **পুনরুক্ত বাক্য** (পুং বা° ১); গ্রন্থ মধ্যে অনেকবার এই বাক্যটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

অণংতস্স [অনন্তস্য] অনন্তনাথের। চতুর্দশ তীর্থকরের নাম। ১৯১

অণট্‌ঠাবংধিস্স—যাহার অষ্টাঙ্গ সুবদ্ধ বা সুদৃঢ় নয়। যে অষ্টাঙ্গ বাঁধিয়া আসন পরিগ্রহ করে নাই। সা ৫৩

অণভিগ্‌গহিয়-সেজ্জাসণিয়স্স [অনভিগৃহীতশয্যাসনিকস্য] যে শয্যা ও আসন গ্রহণ করে নাই তাহার। সা ৫৩

অণবকংখমাণে [অনবকাঙ্‌ক্ষমাণঃ] অপেক্ষা ও আকাঙ্ক্ষা না করিয়া। সা ৫১

অণাপুচ্ছিত্তা [অনাপৃচ্ছ্য] জিজ্ঞাসা না করিয়া। সা ৪৬-৫১

অণাতাবিয়স্স [অনাতাপিতস্য] তপশ্চরণের দুঃখতাপ যে সহ্য করে নাই তাহার।

অণাসবে [অনাশ্রবঃ] আশ্রবশূন্য। শুভাশুভ কর্মে বদ্ধ হইবার দ্বার বা কারণকে আশ্রব বলে—'শুভাশুভকর্মদ্বাররূপ আশ্রবঃ।' ছিদ্রযুক্ত নৌকায় যেমন জল প্রবেশ করে তেমনি কোনও পদার্থে অনুরাগ বা দ্বেষ উৎপন্ন হইলেই কর্মবন্ধনের দ্বার খুলিয়া যায়। যে আশ্রবের পরিণতি শুভ তাহা শুভাশ্রব বা পুণ্যাশ্রব, আর যে আশ্রবের পরিণতি অশুভ তাহা অশুভাশ্রব বা পাপাশ্রব। কর্ম বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইলে শুভ-অশুভ সর্ববিধ আশ্রব হইতে মুক্ত থাকা চাই। আশ্রব ৪২টি, তন্মধ্যে ১৭টি প্রধান। ১। কর্ণাশ্রব: কর্ণের প্রীতিকর বা বিরক্তিকর ধ্বনির প্রতি আসক্তি বা বিরক্তি। ২। অক্ষ্যাশ্রব: অক্ষির প্রীতিকর বা বিরক্তিকর রূপে অনুরাগ বা বিরাগ। ৩। নাসিকাশ্রব। ৪। জিহ্বাশ্রব। ৫। স্পর্শাশ্রব। পাঁচটি ইন্দ্রিয়াশ্রব। ৬। ক্রোধ, ৭। মান, ৮। মায়া, ৯। লোভ, চারটি কষায়াশ্রব। ১০। হত্যা, ১১। অনৃতভাষণ, ১২। অপহরণ, ১৩। প্রলোভন, ১৪। অব্রহ্মচর্য—পাঁচটি অব্রত আশ্রব। ১৫। মন, ১৬। বচন, ১৭। কায় আশ্রব—তিনটি যোগাশ্রব। এই সতরোটি প্রধান আশ্রব। অবশিষ্ট ২৫টি অপ্রধান আশ্রব। ১৮। কায়িক

আশ্রব, অসাবধানভাবে দেহের সঞ্চালনে অন্য জীবের ক্ষতি হইতে পারে, ইহাই কায়িক আশ্রব। এইরূপ: ১৯। অধিকরণিক, ২০। প্রদেশিক, ২১। পরিতাপনিক, ২২। প্রাণাতিপাতিক, ২৩। আরম্ভিক, ২৪। পারিগ্রহিক, ২৫। মায়াপ্রত্যয়িক ২৬। মিথ্যা-দর্শন-প্রত্যয়িক, ২৭। অপ্রত্যাখ্যানিক, ২৮। দৃষ্টিক, ২৯। স্পৃষ্টিক, ৩০। প্রাতীত্যক, ৩১। সামন্তোপনিপাতিক, ৩২। নৈশস্ত্রিক, ৩৩। স্বহস্তিক, ৩৪। আজ্ঞাপনিক, ৩৫। বৈদারণিক, ৩৬। অনাভোগিক, ৩৭। অনবকাঙ্ক্ষা-প্রত্যয়িক, ৩৮। প্রয়োগিক, ৩৯। সামুদায়িক, ৪০। প্রেমিক, ৪১। দ্বেষিক, ৪২। ঈর্যাপথিক আশ্রব। মহাবীর স্বামী সমস্ত আশ্রব হইতে মুক্ত ছিলেন। ১১৮

অণায়াণং [অনাদানম্] অবিধি, অগ্রহণীয় বিধি। সা ৫৪।

অণিজ্জিন্নস্স [অ-নির্জীর্ণস্য] যাহা জীর্ণ হয় নাই এমন (কর্ম)। ১৯

অণিয়াণং [অনীকানাম্] সেনাসমূহের। ১৪

অণিয়াহিবঈণং [অনীকাধিপতীনাম্] সেনাপতিদিগের। ১৪

অণুওগধরং [অনুযোগধরম্] ধর্মশাস্ত্ররক্ষক, জৈনসিদ্ধান্তসমূহ যিনি মনে রাখেন। থে ১৩।

অণুকংপণ [অনুকংপন] অনুকম্পা। মাউ-অনুকংপণট্ঠাএ [মাতুঃ অনুকম্পনার্থায়] মায়ের দুঃখে দুঃখানুভব বশতঃ। ৯২

অণুচ্চাকুইয়স্স [অনুচ্চাকুক্ষিকস্য] যাহার কুক্ষি বা মেরুদণ্ড উচ্চ নহে, যে কুব্জ। সা ৫৩

অণুদিসিং, দিসিং বা অণুদিসিং বা [দিশং বা বিদিশং বা] দিগ্-বিদিকে (যাইবার সময়)। সা ৬১

অণুজাণউ [অনুজানাতু] অনুমতি করুন। ২৮

অণুত্তরে [অনুত্তরঃ] সর্বোত্তম। ১

অণুত্তরোববাইয়াণং [অনুত্তরোপপাতিকানাম্, অনুত্তরেষু বিজয়াদিষু বিমানেষু উপপাতো যেষাং তেষাম্] অনুত্তর বিমানে যাঁহারা পৌঁছিয়াছেন তাঁহাদের। ১৪৫, ১৬৬, ১৮১, ২২৫

অণুদ্ধরী [অনুদ্ধরী] সূক্ষ্ম জীববিশেষ, কুন্থু, অনুদ্ধরী। ১৩২, সা ৪৪

অণুবদ্ধুয় [অনুবদ্ধ ত, অপরিত্যক্ত] অপরিত্যক্ত। ১০২

অণুণাঈ [অনুনাদী] অনুকরণকারী। (মেঘ গর্জন-) বিড়ম্বী। ৪৪

অণুপ্পইন্নং [অনুপ্রকীর্ণম্] পরস্পর অন্তঃপ্রবিষ্ট। inter penetrating. ৪৬

অণুপবিসই [অনুপ্রবিশতি] আরম্ভ করিল। 'ঈহম্ অণুপবিসই' তর্ক আরম্ভ করিল, ভাবিতে লাগিল। ৮

অণুপালিত্তা [অনুপাল্য] পালন করিয়া। সা ৬৩।

অণুমন্নাইং [অনুমতানি] অনুমত, অনুমোদিত। সা ১৯।

অণুবৃহই [অনুবৃংহতি, অনুবোধয়তি] উচ্চারণ করিলেন, হাঁকিলেন, বুঝাইলেন। ১১, ৫৩

অণোজ্জা [অনবদ্যা] অনবদ্যা বা প্রিয়দর্শনা, মহাবীরস্বামীর কন্যার দুই নাম। ১০৯

অন্নমন্নেণং [অন্যোন্যম্] পরস্পর, অন্যোন্য। ৭২

অতুরিয়ং [অত্বরিতম্] ত্বরা না করিয়া, ধীরে ধীরে। ৫, ৪৭, ৮৮

অথ [অত্র] এখানে। থে ৯

অথং [অর্থম্] অর্থ। ৯, ৫০, ৭৯। সা ৬৪

অথমণ- [অস্তমন-] অস্তগমন। ৩৯

অত্থি [অস্তি] আছে। ১৯। সা ১৯, ৩৮, ৩৯, ৫২, ৫৯

অত্থি- [অস্থি-] অস্থি। সাধারণতঃ 'অস্থি' স্থানে 'অট্‌ঠি' হয়। পাঠান্তর 'অট্‌ঠি-'। ৬০

অত্থেগইয়াণং ["অত্থেগইয়া আয়রিয়া" ইত্যুক্তম্, 'অথং ভাসেই আয়রিও' ইতি বচনাৎ। অর্থ এব অনুযোগ এব, একায়িতা একাগ্রতা, অর্থৈকায়িতাস্ তেষাম্। অথবা অন্যোতদ্ যদ্ একেষামাচার্যাণামিদমুক্তম্ ভবতীতি এবং ব্যাখ্যেয়ম্। তত্র ষষ্ঠী তৃতীয়ার্থে ততশ্চাচার্যৈরিদমুক্তং ভবতি।"—সন্দেহবিষৌষধি টীকা।] আচার্যদিগের। সা ১৪-১৯, ৬৩

অথব্বণ বেয় [অথর্ব বেদঃ] অথর্ব বেদ। ১০

অদ্ধ- [অর্ধ-] অর্ধ-। 'অদ্ধট্ঠম' (=সাড়ে সাত), 'অদ্ধনব' 'অদ্ধনবম' (=সাড়ে আট), 'অদ্ধুট্‌ঠ' [অর্ধচতুর্থ] (=সাড়ে তিন),

ইত্যাদি প্রয়োগে 'অর্ধ' শব্দে ন্যূনার্থতা প্রকাশ পায়। য়াকোবি 'অদ্ধুট্ঠ' শব্দের মূল 'অর্ধতৃতীয়' ধরিয়াছেন। সেটা ভুল। ৩৯, ১৯৪-২০৩, ২, ১৪৭, ৯, ৫১, ৭৯, ৯৬, ১৫২, ১৬৫। থে ১, সা ৫৭।

অংতগড়ে, অংতকড়ে [অন্তকৃৎ] তিনি শেষ করিয়াছিলেন, জাতি-জরা-মরণবন্ধনের অন্তে গিয়াছিলেন, কর্মবন্ধন ছেদন করিয়া মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন। ১২৪, ১৪৬, ১৪৭

অংতকুলেসু [অন্তকুলেষু, অন্ত্যজকুলেষু] অন্ত্যজকুলে, চণ্ডালকুলে। ১৭, ১৯

অংতরাবাস- [অন্তরাবাস-, য়াকোবি 'বর্ষারাত্রী' লিখিয়াছেন, 'অন্তঃ' মধ্যে, 'আবাসঃ' অস্থায়ী বাস, অন্তরাবাস। অথবা 'অন্তরা' মধ্যে অর্থাৎ গ্রীষ্ম ও হেমন্তের মধ্যে অথবা পরিভ্রমণের মধ্যে বাস, অন্তরাবাস] বর্ষাকালীন অস্থায়ী বাস, বর্ষাবাস। ১১২, ১২৪।

অংতরিজ্জিয়া [অন্তরীয়া] স্থবিরগণের এক শাখার নাম। থে ৮।

অংতেউর [অন্তঃপুর] অন্তঃপুর। ৯০, ৯১, ১১২

অংতেবাসী [অন্তেবাসী] অন্তেবাসী, শ্রমণশিষ্য। অংতেবাসিণী [অন্তেবাসিনী] অন্তেবাসিনী, শিষ্যা। ১২৭, ১৪৪, থে ৫।

অপড়িলেহণা-সীলস্স [অপ্রতিলেখনাশীলস্য] যে ব্রতগ্রহণ ও তপশ্চরণে অভ্যস্ত নহে। সা ৫৩

অপড়িন্নবিত্তা [অপ্রতিজ্ঞাপ্য] প্রতিজ্ঞাপন না করিয়া, না জানাইয়া। সা ৫২

অ-পচ্ছিম-মারণংতিয়-সংলেহণা-ঝূসণা-ঝূসিএ

[টীকাকার: অপশ্চিম মরণস্ তত্রভবা, আর্ষত্বাদ্ উত্তরপদবৃদ্ধৌ অপশ্চিম মারণাংতিকী সা চাসৌ সংলেখনা তস্যা ঝূসণত্তি সেবা তয়া ঝূসিএ ত্তি ক্ষপিতশরীরোহতএব প্রত্যাখ্যাত-ভক্তপানঃ] সংলেখনা তপস্যা, বাণাঘাত, কণ্টকাঘাত, অগ্নিতাপ প্রভৃতি সহ করিয়া কৃচ্ছ্র সাধন দ্বারা যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সংলেখনা। ঝূষণা = সেবা [< জুষণা = দেবসেবা ?]। ঝূষিত = সেবিত ? পশ্চিম — সর্বশেষ। অপশ্চিম — সর্বশেষ সংলেখনা অপেক্ষা অল্পকঠোর অন্তিম-পূর্ব সংলেখনা।

'অপশ্চিম-মারণান্তিক-সংলেখনা'— বিশিষ্ট পারিভাষিক শব্দ, তপস্যা-বিশেষের সংজ্ঞা। এই কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্যায় প্রাণ পর্যন্ত পণ করা হয়। এই তপস্যায় দেহ কৃশ হইলেও জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়। অপশ্চিম-মারণান্তিক-সংলেখনা নামক তপস্যা সাধনে যাহার দেহ স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়। আচারাঙ্গ ১।৭।৮।৭ সূত্রে 'ভক্ত-প্রত্যাখ্যান-মরণ' (=আহার ত্যাগ পূর্বক মৃত্যুব্রত গ্রহণ) দ্রষ্টব্য। সা° ৫১।

অপমজ্জণা-সীলস্স [অ-প্রমার্জনা-শীলস্য] স্নান-মার্জনাদি কার্যে যে অভ্যস্ত নহে, যে নিয়মগত স্নান-মার্জনাদি করে না। সা ৫৩

অপরিন্নএনং [অপরিজ্ঞপ্তেন], অপরিন্নয়স্স [অপরিজ্ঞপ্তস্য], পাঠান্তর 'অপরিন্নত্তস্স'] যে (প্রতিশ্রুতি) জানায় নাই, তৎকর্তৃক ; যে [অনুরোধ] জানায় নাই তাহার জন্য। সা ৪০

অপাণএণং [অ-পানকেন, কিমপি পানীয়ং ন গৃহীত্বা] নিরম্বু। ১১৬, ১২০, ১৪৭

অপুট্‌ঠ-বাগরণাইং [অ-পৃষ্ট-ব্যাকরণানি, বিনা প্রশ্নেন ব্যাখ্যানানি] যাহা কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই, এমন প্রশ্নের উত্তর ও তাহার বিশদ ব্যাখ্যা। ১৪৮

অপুণরাবত্তি-সিদ্ধি - গই - নামধেয়ং [অপুনরাবৃত্তি - সিদ্ধি - গতি - নামধেয়ম্] ১৬

অপ্‌পড়িবাঈ [অপ্রতিপাতী] প্রতিপাতশূন্য। ১১২

অপ্‌ফোড়িয় - লংগূলং [আ - স্ফোটিত - লাঙ্গূলম্] যে লেজ আছড়াইতেছিল। ৩৫

অবীয়ে [অদ্বিতীয়ঃ] অদ্বিতীয়। ১১৬, ১৪৭

অব্‌ভংগণ [অভ্যঙ্গন] অভ্যঙ্গন, স্নিগ্ধ পদার্থ মর্দন। ৬০

অব্‌ভংগিয় [অভ্যংগিত] অঙ্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া মর্দিত। ৬০

অব্‌ভণুন্নায় [অভ্যনুজ্ঞাত] অনুমোদন করা হইলে। ৪৭, ৮৬, ১১০। সা ৪৬

অব্‌ভহিয় [অভ্যধিক-] তদপেক্ষা অধিক। ৬১

অব্‌ভিংতর [অভ্যন্তর] অভ্যন্তর। ১০০, ৩২, ৬৩

অভগ্‌গ [অভগ্ন] অভগ্ন, সমগ্র। ১১৪

অভিক্‌খণং [অভীক্ষ্ণম্] বারে বারে, ঘন ঘন, পুনঃ পুনঃ। সা ১৭

অভিজস- [অভিযশঃ] কুলের নাম। থে° ৯।

অভিথুণমাণ, অভিথুব্বমাণ-[অভিষ্টূয়মাণ-] যাঁহার সম্মুখে স্তব করা হইতেছে। ১১০, ১১৩, ১১৫

অভিণংদণ- [অভিনন্দন-] চতুর্থ তীর্থংকর। ২০১

অভিণংদমাণ- [অভিনন্দমান-] অভ্যর্থমান। ১১০, ১১৩

অভিণিব্বট্ট- [অভিনির্বৃত্ত-] পার হইয়া যাওয়া, বিগত। ১১৩, ১২০

অভিন্নায়া- [অভিন্নাত্মা য়াকোবি 'অভিজ্ঞাতঃ' লিখিয়াছেন] অভিন্নাত্মা, অতিপ্রিয়, অন্তরঙ্গ। থে ৫, ৬

অভিলাব- [অভিলাপ-] নাম পরিবর্ত্তন ও নূতন নাম সংযোজন পূর্বক পাঠ। 'মহাবীর' স্থানে 'পার্শ্ব' শব্দের উল্লেখপূর্বক পাঠ। ১৫১, ১৫৪

অভিসংথুণমাণ- [অভিসংস্তূয়মান-] সংস্তূয়মান, যাঁহার স্তবগান করা হইতেছিল। ১১৩

অভিসিচ্চমাণী [অভিষিচ্যমানা] অভিষিচ্যমান, যাঁহার অভিষেক করা হইতেছিল। ৩৬

অভিসিংচই [অভিসিঞ্চতি] অভিষেক করে, সেচন করে। ২১১। অভিসেয়—অভিষেক। ৪, ৩৩, থে ২৯

অভীই [অভিজিৎ] অভিজিৎ, নক্ষত্রের নাম। ২০৪, ২০৫, ২২৭

অমচ্চ- [অমাত্য-] অমাত্য, সদস্য, সভ্য। ৬১

অমমে, অমাণে, অমায়ে [অমমঃ, অমানঃ, অমায়ঃ] মমতা, অভিমান ও মায়াবর্জিত। ১১৮

অমিজ্জ- [অমেয়-] অমেয়। ১০২

অমিয়- [অমিত-] অপরিমিত। ৩৪

অমিয়াসণিয়স্স [অমিতাসনিকস্য] বীরাসন, যোগাসনাদি নির্দিষ্ট আসন বাঁধিয়া যে উপবিষ্ট হয় নাই। অবদ্ধাসন। সা ৫৩

অমিলায়-মল্ল-দামং [অম্লানমাল্যদাম] অম্লান ফুলের মাল্য। ১০২

-অংবিল- [-অম্ল-] টক। ৯৫

অম্মাপিউ- [মাতা-পিতৃ-, অম্মা < অম্বা] মাতাপিতা। ১০৪, ৯০, ১০৮, ১১০

অম্হ- [অস্ম-] উত্তমপুরুষের বহুবচনীয় সর্বনাম। ৫১

অয়ল- [অচল-] অচল। ১৬

অয়লভায়া [অচলভ্রাতা] স্থবিরনাম, তিন শত শ্রমণ শিষ্যের আচার্য। থে ১

অর,—অরনাথ,—১৮শ তীর্থকর। ১৮৭

অরয়- [অরজস্-], অরয়ম্বরবত্থধরে [অরজোম্বর-বস্ত্রধরঃ] রজোহীন আকাশের ন্যায় [শুভ্রবর্ণ] বস্ত্রধারী। ১৪

অরুয়ং [অরুক্] রোগবর্জিত। ১৬

অরিট্‌ঠনেমি [অরিষ্টনেমি] হরিবংশোদ্ভূত ২২শ তীর্থকর। ১৭০-১৮৩

অরিহদত্ত, —স্থবির সুট্‌ঠিয়-সুপ্‌পড়িবুদ্ধের শিষ্য। স্থবির। থে ১০

অরিহদিন্ন—জাতিস্মর স্থবির সিংহগিরির প্রিয়শিষ্য। স্থবির। থে ১১

অরিহংতাণং [< অর্হদ্‌ভ্যঃ > অর্হতাম্। প্রাকৃতে চতুর্থী স্থানে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। অনুস্বার বা হসন্ত ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী স্বর হ্রস্ব স্বর হয়। নাম্ > ণং। ভগবান্ > ভগবং, পূর্ব > পুব্ব, তীর্থ > তিত্থ। অর্হৎ—অর্হন্ত্ > অরহন্ত্—অরিহন্ত্ + ণং ৬।৩ = অরহন্তাণং, অরিহন্তাণং। (৬।৩) ণং (< নাম্) বিভক্তির পূর্বস্বর দীর্ঘ হয়। অর (রি) হংতো, -হংতে, -হংতস্স, -হংতাণং, -হংতেসু (ং) -হংতেণ (ং), -হংতেহি (ং), -হংতাও, -হংতং। 'অরহা' 'অরহও'—প্রাচীন রূপ।] জৈন তীর্থকর (ধর্ম প্রচারক) দিগকে 'অরহা' বলা হয়। —সর্বজ্ঞো জিতরাগাদিদোষস্ত্রৈলোক্যপূজিতঃ। যথাস্থিতার্থবাদী চ দেবোঽর্হন্ পরমেশ্বরঃ॥ সর্বজ্ঞ, বিষয়াসক্তি প্রভৃতি সর্ব দোষ বর্জিত, ত্রৈলোক্যপূজিত, যথাস্থিতার্থবাদী দেব পরমেশ্বর 'অর্হৎ' নামে খ্যাত। জি° ১।

[টীকাকারের ব্যুৎপত্তি : দেবাদিভ্যোঽতিশয়-পূজা-বন্দনাদ্যর্হত্বাদ্

অরহংতাণং, তথা কর্মারি-হননাদ্ অরিহংতাণং, কর্মবীজাভাবে ভবেঽপ্ররোহাদ্ অরুহংতাণং ইতি পাঠত্রয়ম্।]

অলাহি—'অলং' (=পর্যাপ্ত, পূর্ণ) ও 'অপেহি' (=যাও) দুই পদের অর্থ এখানে একত্র হইয়াছে। 'আর চাই না, আর দিও না' এইরূপ অর্থ। হেমচন্দ্র ২।১৭৯ সূত্রে 'নিবারণ' অর্থে 'অলাহি' অব্যয়। সা ১৮

অল্লীণ-পল্লীণ-গুত্তে [আলীন-প্রলীন-গুপ্তঃ] কূর্মবৎ সর্বেন্দ্রিয় লুকাইয়া মৃতবৎ শয়ান, অনড় অবস্থায় গর্ভমধ্যে মৃতবৎ লুকায়িত। ৯২

অবক্কমই [অপক্রামতি] নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। ২৭

অবগয়-পরিস্সমে [অপগত-পরিশ্রমঃ] পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি অপগত হইলে। ৬০

অবগিজ্ঝিয় অবগিজ্ঝিয় [অবগৃহ্য অবগৃহ্য] উদ্দেশ জানাইয়া জানাইয়া, যেদিকে যাইবে সেই দিকের কথা জানাইয়া যাইতে হইবে। [অবগৃহ্যোদ্দিশ্যাঽহম্ অমুকাং দিশম্ অনুদিশং বা যাস্যামীত্যন্তসাধুভ্যঃ কথয়িত্বা—সন্দেহ বিষৌষধি টীকা।] সা ৬১

অবরত্ত- [অপর-রাত্র-] শেষ রাত্রি। ২, ৩০, ৯০

অবহরই [অপহরতি] অপহরণ করে। ২৮

অবি [অপি] অনুসর্গ।

অবিগ্ঘ- [অবিঘ্ন-] অবিঘ্ন, বিঘ্নহীনতা। ১১৪

অবেইয়-[অবেদিত] অজ্ঞাত, অজ্ঞেয়, জ্ঞানাতীত। ১৯

অব্বাবাহ-[অব্যাবাধ-] বাধাশূন্য। ১৬, ২৮, ৩০

অসংখেজ্জ-[অসংখ্যেয়-] সংখ্যাতীত। ২৮, ২২৬

অসণ [অশন] অশন, ভোজন। ৮৩, ১০৪। সা ৪০, ৪২, ৪৩

অসংদিদ্ধ-[অসন্দিগ্ধ-] অসন্দিগ্ধ, সন্দেহাতীত। ১৩

অসংভংতা [অসংভ্রান্তা-] ভ্রান্তিশূন্য। ৫, ৪৭

অসমিয়স্স [অসমিতস্য, অ-সম্যক্-প্রবৃত্তস্য] প্রতিজ্ঞাপূর্বক ব্রত গ্রহণ যে করে নাই। বিচলিত-চিত্ত। সা ৫৩

অসীইমে [অশীতিতমে] অশীতিতম। ১৪৮

অসোয়-[অশোক-] অশোক। ৩৭, ৩৯, ৫৯, ১১৫, ১১৬, ১৫৭, ২১১

অহ [অথ] তারপর।

অহ-পংডুরে [অর্ধ-পাণ্ডুর] অর্ধ-পাণ্ডুর, অর্ধপীত অর্ধশুভ্র। অর্ধোজ্জ্বল। ৫৯

অহয়-[অহত, অক্ষত-] অহত, অক্ষত, সমগ্র। ৬১

অহরোট্‌ঠা [অধরৌষ্ঠ] নীচের ঠোঁট। উত্তরোট্‌ঠ—উপরের ঠোঁট। সা ৪৩

অহবা [অথবা] অথবা।

অহা=যথা। অহাবায়রে, অহাসুহুমে—২৭। অহাপংডুরে, অহক্কমেণ—৫৯ অহাবচ্চা—থে ৫, ৬। অহালংদ—সা ৯। অহা-সন্নিহিয়—সা ৫২ অহাসুত্ত—সা ৬২।

অহা-সুত্তং অহা-কপ্পং অহামগ্‌গং অহাতচ্চং—[যথা সূত্রম্ যথা-কল্পং যথা-মার্গম্ যথা-তথ্যম্] সূত্র-অনুসারে, কল্প-অনুসারে, মার্গ অনুসারে তথ্য অনুসারে। সূত্র ধর্মসূত্র। "স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্ বিশ্বতো মুখম্। অস্তোভমনবদ্যং চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ॥" কল্প-বিধান, ধর্মবিধি, শিষ্য ও ব্রতীদিগের পালনীয় নিয়ম। মার্গ—পথ, সুপথ, সৎ পথ। তথ্য—সত্য, দর্শনোক্ত সার কথা। সা° ৬৩।

অহাচ্ছন্নাণি [<যথাচ্ছন্নানি] উপযুক্তভাবে আচ্ছাদিত। সা° ২৯।

অহাসন্নিহিএ [যথাসন্নিহিতে] অতিসন্নিহিত, অতি নিকট। সা ৫২

অহা-লংদং [< যথালংডম্] 'লণ্ড' শব্দের অর্থ মল, [ঝাড়], পুরীষ। 'যথালংড'=পুরীষ ত্যাগ জন্য যতটুকু প্রয়োজন [ততটুকু দূরে থাকা চলে।]

টীকাকারের অর্থ দুর্বোধ: "তত্রোদকার্দ্রঃ করো যাবতা শুষ্যতি, তাবান্ কালো জঘন্যং লংদম্। উৎকৃষ্টং পঞ্চাহো রাত্রা স্তয়োরন্তরং মধ্যম্।"

সাগাচারী ৯ সুত্তের অনুবাদে য়াকোবিও গোঁজামিল দিয়াছেন।

তাঁহার অনুবাদ: Monks or nuns during the Pajjusan are allowed to regard their residence as extending a Yojana and a Krosa all round, and to live there for a moderate time. —সা° ৯।

অহিয়-[অধিক-] অধিক। ৪০, ৬৩। সাহিয়মাসং-মাসাধিক। ১১৭

অহিয়াসেই [অধ্যাসয়তি] অধ্যাসন করে। ১১৭

অহিবঈ [অধিপতিঃ] অধিপতি। ১৪, ২১, ২৭

অহিবড্ঢামো, অভিবড্ঢামো [অভিবর্ধামহে] বৃদ্ধি পাইতেছি। ১০৬

অহে-[অধঃ] নীচে। ১১৬, ১২০। সা ৩২, ৩৬

অহোরত্তে [অহোরাত্রঃ] অহোরাত্র। ১১৮

আই-[আদি-] আদি। ইচ্চাদি-[ইত্যাদি]-১৯৬, ১৯৭, ১৯৮

আইক্‌খই [আচষ্টে] ব্যাখ্যা করেন। অতীতের বর্ণনায় লট্‌ বা বর্তমানকাল। সা ৬৪

আইজ্জ-[আদেয়-] আদেয়, গ্রহণীয়। ৩৬

আইয়-[আদিক-] আদি। ৬০, ৯০, ৯১, ১৯৮-২০৩

আইয়-[আদৃত-] আদৃত। ৩৬

আঈনগ-রূয়-বূর-নবণীয়-তূল-ফাসে সয়ণিজ্জংসি-[আজিনক-রূত-পূর-নবনীত-তুল্য-স্পর্শে শয়নীয়ে] মৃগশিশুর চর্ম [অজিনক], তূলা, পূর, নবনীত প্রভৃতির ন্যায় স্পর্শ-সুকোমল শয্যায়। সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, মৃগ প্রভৃতির লোমযুক্ত ছালকে 'অজিন' বলে। অজিন > আজীনক। 'রূত' শব্দ হইতে তুলা বাচী হিন্দী 'রূই' উৎপন্ন হইয়াছে। বাদর একজাতীয় তুলা। এই 'বাদর' শব্দ 'বূর' > 'পূর' হইয়াছে। ৩২

আউ [আয়ুঃ] আয়ু। ২, ৯, ৫১

আউট্টিত্তএ [প্রাবর্তয়িতুম্, কারয়িতুম্] করাইতে। তেইচ্ছিং আ°—চিকিৎসা করাইতে। সা ৪৯

আউত্ত [আযুক্ত] চুল্লীতে আরোপিত ; রান্না চড়ান। সা ৩০

আউসো [আয়ুষ্মন্, সম্বোধনে] আয়ুষ্মন্। সা ১৯

আগর-[আকর-] আকর। ৮৯

আড়োব-[আটোপ-] সজ্জা, শোভা। ৩৫।

আণত্তিয়া [আজ্ঞপ্তিকা] আদেশ। ২৬, ২৯, ৫৭, ৫৮, ১০০, ১০১।

আণবেই [আজ্ঞাপয়তি] আদেশ করেন। ২৭

আণা [আজ্ঞা] আজ্ঞা। ১৪, ২৭, ৫৮।

আণাএ [আজ্ঞয়া] শাস্ত্রাদেশ অনুসারে। সা ৬৩

আণাপাণুয়ে [আনাপানকঃ, উচ্ছ্বাস-নিশ্বাস-প্রমাণঃ] কাল-পরিমাণ। জোরে নিশ্বাস ফেলিতে যে সময় লাগে তাহার পরিমাপকে আনাপানক বলে। ১১৮

আভোইয়-[আভোগিক-] সর্ব পদার্থ দর্শনে সমর্থ। আভোএই অলৌকিক দৃষ্টিশক্তিপ্রভাবে দেখে। ১১২। আভোএমাণ-পরিদৃশ্যমান। অলৌকিক শক্তি প্রভাবে দেশ কালের ব্যবধান নষ্ট করিয়া সর্ব পদার্থ সন্দর্শন করা। ১১৫

আমংতিত্তা [আমন্ত্র্য] আমন্ত্রণ করিয়া। ১০৪

আয়ংতা [আচান্তাঃ] কৃতাচমন। আচমন ও প্রত্যাচমন করিয়া। ১০৫

আয়র [আকর] আকর। কমলায়র [কমলাকর] ৫৯।

আয়র [আদর] আদর। ১১৫

আয়রিয়াণং [আচার্যাণাম্। —ভ্যঃ।] "উপানীয় তু যঃ শিষ্যং বেমধ্যাপয়েদ্ দ্বিজঃ। সকল্পং স-রহস্যং চ তমাচার্যং প্রচক্ষতে॥" মনু ২।১০। টীকাকার সময়সুন্দর: "আচার্যঃ সূত্রার্থ ব্যাখ্যাতা দিগাচার্যো বা ; উপাধ্যায়ঃ সূত্রাধ্যাপকঃ।" আচার্যদিগকে [নমস্কার]। "একদেশংতু বেদস্য বেদাঙ্গান্যপি বা পুনঃ। যোঽধ্যাপয়তি বৃত্ত্যর্থম্ উপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে॥" মনু ২।১৪১। আচার্য ও উপাধ্যায় উভয়েই অধ্যাপক। আচার্য বেদ ও ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক এবং উপাধ্যায় সাধারণ অধ্যাপক। জি° ১।

আয়া [আত্মা] আত্মা। ১৪, ৪৩। খুদ্দায়া—ক্ষুদ্রাত্মা। ১২৯, ১৩০ অভিন্নায়া [অভিন্নাত্মা] থে° ৫

আয়ায় [আদায়] গ্রহণ করিয়া। সা ২৯

আয়াবিত্তএ বা পায়াবিত্তএ বা [আতাপয়িতুং বা প্রাতাপয়িতুং বা] তপ্ত করিতে বা পুনঃ পুনঃ তপ্ত করিতে। টীকাকার লিখিয়াছেন : "আতাপয়িতুম্ একবারম্ আতপে দাতুম্ : প্রাতাপয়িতুম্ পুনঃ পুনঃ আতপে দাতুম্।" সা° ৫২।

আরক্খগ [আরক্ষক] আরক্ষক। পাহারাওয়ালা। ১০০

আরাহণা [আরাধনা] আরাধনা। ১১৪। সা ৫৮। আরাহয় [আরাধক] আরাধনাকারী। দুরারাহয় [দুরারাধ্য] দুরারাধ্য। সা ৫৩ ৫৪, আরাহিত্তা [আরাধ্য] আরাধনা করিয়া। সা ৬৩।

আরামংসি [< আরামে] উদ্যানে। সা° ৩২।

আরোগ্গাণং [< অরুগ্ণানাম্] অরোগীদিগের। [এখানে 'আ' নঞর্থক ; সং 'অ-'র রূপান্তর ; এবং রোগ্গ = রুগ্ণ।] সা° ১৭।

আসাঢ়-সুদ্ধস্স ছট্ঠী পক্খেণং [আষাঢ় শুদ্ধস্য ষষ্ঠী পক্ষেণ। এখানে 'পক্ষ' মানে তিথি। শুক্লা ষষ্ঠী তিথি জৈনদিগের চান্দ্রমাসের ২১শে তারিখ] আষাঢ়ের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে। কি° ২।

আরোবণা [আরোপণা] আরোপণ। সা ৫৭

আলইয় [আলগিত, "যথাস্থানং স্থাপিতঃ"] লগ্ন, যথাস্থানে স্থাপিত। ১৪

আলভিয়াএ—আলভিয়া'তে, স্থানের নাম। ১২২

আলীণ [আলীন] গুপ্তেন্দ্রিয়। ১১০

আবচ্চেজ্জা [আপত্যেয়াঃ] অপত্যের অপত্য, শিষ্যের শিষ্য। থে ২

আবণ-[আপণ-] আপণ, দোকান। ৮৯, ১০০

আবত্ত [আবর্ত] ঘূর্ণি। গঙ্গাবত্ত গঙ্গার আবর্ত। ৪৩

আবত্তায়ংত [আবর্তায়মান] আবর্তনশীল। ৩৫

আবলিয়া [আবলিকা] কাল পরিমাণ। ১১৮

আবি, য়াবি [চাপি]'ও। ৯২

আবীকম্ম [আবিঃকর্ম] আবিষ্কার। ১২১

আসত্ত [আসক্ত] আসক্ত। ৪১, ১০০

আসথ [আশ্বস্ত] আশ্বস্ত। ৫, ৪৮

আসম [আশ্রম] আশ্রম। ৮৯

আসমপয় [আশ্রমপদ] স্থানের নাম। ১৫৭

আসয়ই [আশ্রয়তে] আশ্রয় করে। ৯৫

আসসেণ [অশ্বসেন] অশ্বসেন, কাশীর রাজা, পার্শ্বনাথের পিতা। ১৫০

আসাএমাণে [আস্বাদয়ন্] আস্বাদ লইতে লইতে। ১০৪

আসিয় [আসিক্ত] আসিক্ত। ১০০

আসোয় [আশ্বিন] আশ্বিন। ১৭৪

আহয় [আহত] আহত। ৫, ৮, ১৫, ৪৩। ৪০।

আহারেত্তএ [আহর্তুম্] আহার করিতে। আহারেমাণে—খাইতে খাইতে। সা ১৭ ৪২, ৪৩, ৪৮-৫১। ৯০

আহিজ্জংতি [আখ্যায়ন্তে] কথিত হয়। ১০৮, ১০৯। থে ৫, ৬

আহেবচ্চং [আধিপত্যম্] আধিপত্য। ১৪

আহোহিয় [আভোগিক] অতি-দর্শন। ১১২

আহোহিয় [আভোগিক] অলৌকিক দৃষ্টিশক্তি, জ্ঞান। ১১২, ১৫৭

ই [ইকারো বাক্যালংকারে]। ইই [ইতি] ইতি। ১৪৮। সা ১৮

ইক্কারসী [একাদশী] একাদশী। ১৫৭

ইক্খাগ [ইক্ষ্বাকু] ইক্ষ্বাকু। ২, ১৮।

ইক্খাগ ভুমী [ইক্ষ্বাকু ভূমিঃ] দেশের নাম। ২০৬

ইক্খাগু [ইক্ষ্বাকু] ইক্ষ্বাকু। ২

ইচ্চাই [ইত্যাদি] ইত্যাদি। ১৯৬-২০৩। ইচ্চেয়ং [ইত্যেবম্] এইরূপ, সা ৬৩

ইচ্ছিয় [ঈপ্সিত] ঈপ্সিত। ১৩, ৮৩

ইট্‌ঠ [ইষ্ট] ইষ্ট, মঙ্গল। ১১০

ইড্‌ঢি [ঋদ্ধি] ঋদ্ধি, সম্পদ্‌। ১০২। সব্বিড্‌ঢি [সর্বর্ধিঃ] সর্ব সম্পদ ১১৫

ইত্তএ, এত্তএ [এতুম্‌] আসিতে। সা ২৭

ইত্থ, এত্থ [অত্র] অত্র, এখানে। সা ৩৮, ৩৯, ৫২

ইংদ—ইন্দ্র। ১৪, ১৫। ইংদদিন্ন [ইন্দ্রদত্ত] স্থবির। থে ৪, ১০

ইংদপুরগ—স্থবির কুলের নাম। থে ৮

ইংদভূঈ—গৌতম ইন্দ্রভূতি, মহাবীর স্বামীর প্রধান শিষ্য। ১২৭, ১৩৪ থে ১, ২

ইংদিয় [ইন্দ্রিয়] ইন্দ্রিয়। ৯, ৬০, ১১৪, ১১৮

ইয়াণিং [ইদানীম্‌] ইদানীং, এখন। ৯২, ৯৪। ইমেয়াণিং—এখন, আজকাল। ৭৯, ৮৬

ইরিয়া [ঈর্যা] ঈর্যা সমিতি। √ঈর্‌ গতৌ ধাতু। রূপ 'ঈর্তে, ঈর্ণে'। ঈরয়তি = চালয়তি। যে-সকল উপায়ে আত্মার মধ্যে কর্মের প্রবাহ রুদ্ধ হয় তাহাকে সংবর বলে। ভ্রমণ, উপবেশন বা শয়ন দ্বারা যাহাতে কোনও জীবের ক্ষতি না হয় তাহার জন্য চেষ্টা বা সাবধানতাই ঈর্যা বা ঈর্যা সমিতি। ৫৭ প্রকার সংবরের মধ্যে প্রথম পাঁচটি পঞ্চ সমিতি। ঈর্যা সমিতি, ভাষা সমিতি, এসণা সমিতি, আদান নিক্ষেপণা সমিতি ও পরিস্থাপনিক সমিতি। ঈর্যা—অঙ্গচালনায় দয়া। ভাষা—কঠোর ভাষা পরিহার। এষণা—খাদ্যদ্রব্য পর্যবেক্ষণে সতর্কতা। আদান নিক্ষেপণা—ব্যবহারের দ্রব্য সদয় হস্তে ঝাড়িয়া পুঁছিয়া গ্রহণ ও ব্যবহার। পরিস্থাপনা—মল মূত্রাদি ত্যাগ করিবার সময়, ভুক্তাবশেষ নিক্ষেপ করিবার সময় পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে হইবে ঐ কার্য দ্বারা কোনও জীবের ক্ষতি হইতেছে না। ১১৮

ইসিগুত্ত—একজন স্থবিরের নাম। থে ৬, ৯। ইসিগুত্তিয়—কুল। থে ৯।

ইসিদত্ত—একজন স্থবিরের নাম। থে ১০

ইসিপালিয়—একজন স্থবির। ইসিপালিয়া শাখা। থে ১০, ১১

ইহগয়-[ইহগত] অত্রত্য, এখানকার বিষয়ে। 'ঈহগত' স্বাকোবি। ১৬

ইহেব [ইহৈব। প্রাকৃতে সন্নিহিত স্বরদ্বয়ের অন্যতরের লোপ করিয়াই সন্ধি হয়। বাঙ্গালা 'ক্ষণেক', 'তিলেক', 'দিনেক', 'জনেক' প্রভৃতিতে অনুরূপ সন্ধি দেখা যায়।] এইখানেই, এই (জংবুদ্বীপে)। জি°২।

ঈসর [ঈশ্বর] ঈশ্বর। ১৪, ৬১

ঈসিং [ঈষৎ] ঈষৎ। ১৫

উইয় [উদিত] উদিত। ৫৯

উউয় [ঋতুক] ঋতু। ৩৭, ৪১। উউএ—ঋতু। ১১৮। উউইং-ঋতুসমূহ। ১১৪

উক্কড় [উৎকট] উৎকট। ৪৩।

উক্কংপিয় [ধবলিত] চূর্ণকাম করা। সা ২

উক্কর [উৎকর] স্তূপ, সমূহ। ৪২।

উক্কর [উৎ—কর] সহচর। ১০২।

উক্কলিঅ [উৎকলিত] উৎক্ষিপ্ত। সা ৪৫

উক্কিট্‌ঠ [উৎকৃষ্ট] উৎকৃষ্ট। ২৮, ৩৪, ৪৩

উক্কুডুয় [উৎকটুক] কটু। ১২০

উক্কুডুয়-নিসিজ্জাএ-[উৎকুট নিষণ্ণতয়া] উপরের দিকে মুখ করিয়া শুইয়া। ১২০।

উক্কোসিয় [উৎকৃষ্ট] উৎকৃষ্ট। ১৩৪-৪৫

উক্কোসিয়-সগোত্তে [উৎকৌশিক গোত্রীয়ঃ] উৎকৌশিক গোত্র। থে ৪

উগ্‌গ [উগ্র] উগ্র। ২১১। উগ্‌গকুলে—উচ্চকুলে। ১৮

উগ্‌গহ, ওগ্‌গহ [অবগ্রহ] ছেদ, বিচ্ছেদ, দূরে অবস্থান। উগ্‌গহে [অবগৃহ্নীয়াৎ, বিধিলিঙ্‌] সংস্কৃত ব্যাকরণে সন্ধির অভাবকে 'অবগ্রহ' বলে। সকোসং জোয়ণং উগ্‌গহং উগ্‌গিণ্‌হিত্তা ণং চিট্‌ঠিউং কপ্‌পই=ক্রোশাধিক এক যোজন দূরে বিচ্ছিন্ন থাকা চলে। অহালংদং অবি উগ্‌গহে—'লংড' (নেড়) অর্থাৎ মলত্যাগের

জন্ত যতদূর বিচ্ছিন্ন হওয়া আবশ্যক ততদূর বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকাও চলে। সা ৯

উচ্চায় [উচ্চাত্ম] উচ্চাত্ম। ৪৩

উচ্চনাগরী—একটি স্থবির শাখার নাম। থে ৯, ১০

উচ্চারং বা পাসবণং বা পরিট্ঠাবিত্তএ [উচ্চারং বা প্রস্রাবং বা পরিস্থাপিতুম্] উচ্চার = পুরীষ। পাসবণ < প্রস্রবণ = প্রস্রাব। পরি = বাহিরে। স্থাপন = ত্যাগ। মলমূত্র ত্যাগ করিতে। সা ৫১, ৫৫, ৫৬।

উজুবালিয়া [ঋজুপালিকা] নদীর নাম। জৃম্ভিকা গ্রামের নিকটে। এই নদীর তীরে 'সামাগ' নামক কৃষকের ক্ষেতে, একটি প্রাচীন মন্দিরের নিকটে শালতরুতলে মহাবীর স্বামী 'কেবল'-জ্ঞান লাভ করেন। ১২০

উজ্জাণ [উদ্যান] উদ্যান। ৮৯, ২১১

উজ্জুমঈ [ঋজুমতিঃ] ঋজুমতি। একজন স্থবিরের নাম। থে ৫

উজ্জুয় [ঋজুক] ঋজু, সরল। ৩৬

উজ্জুঅ [গর্ত, বিল] গর্ত, গহ্বর। সা ৪৫

উজ্জোয় [উদ্দ্যোত] ঊর্ধ্বালোক। ৯৭, ১২৮

উজ্জোবিয় [উদ্দ্যোতিত] ঊর্ধ্ব হইতে আলোকিত। ৬১, ৯৭, ১২৫

উডুম্বরিজ্জিয়া—একটি স্থবির শাখার নাম। থে ৭

উডড়ুবাদিয়গণ—একটি গণের নাম। থে ৮

উণ্হ [উষ্ণ] উষ্ণ। ৯৫

উত্তর-বলিস্সহগণ—একটি স্থবির-গণের নাম। উত্তর বলিস্স গণ। থে ৬

উত্তরিজ্জ [উত্তরীয়] উত্তরীয়। ৬১

উত্তিংগলেণ সা ৪৫। 'অটঠস্সুহুমে' দ্রষ্টব্য।

উদগ, উদয় [উদক] উদক। ৫৭, ৬১। সা ২, ১১, ৪২, ৪৩ ২৫

উদ-উল্লেণ [উদকার্দ্রেণ,] জলার্দ্র, জলসিক্ত। সা ৪২। জি ৯৫

উদ্ধুব্বমাণী [উদ্‌ধূয়মানা, উদ্‌বিজ্যমানা) ব্যজনকারিণী। ৬১

উন্নংদিজ্জমাণ [উন্নন্দ্যমান] অভিনন্দিত হইতে হইতে। ১১৫

উপবজ্জমাণ [উপবাদ্যমান] বাদিত হইতে হইতে। ৪৪

উপ্‌পজ্জংতি [উৎপদ্যন্তে] উৎপন্ন হয়। ১১৭

উপ্‌পয়মান [উৎপতন্‌] উড়িতে উড়িতে। ১২৫, ১২৬

উপ্‌পয়ংত [উৎপতন্‌] উড়িতে উড়িতে। ৯৭

উপ্পিং [উপরি] উপরে। ২৮৩, ২২৭

উপ্পিংজলগ, উপ্পিংজলমাণ [উৎপিঞ্জল]—[উৎপিঞ্জলো ভৃশমাকুলঃ স ইবাচরতীত্যাচার-কিপি শতরি চ; শত্রানশঃ (হেমচন্দ্র ৩।১৮১) ইতি প্রাকৃতলক্ষণেন মাণাদেশে উপ্পিংজলমাণি ত্তি সিদ্ধম্‌ তদ্‌ ভূতাভূত শব্দস্যোপমার্থত্বাদ্‌ উৎপিঞ্জলস্তীতি বা। —সন্দেহ বিষৌষধি টীকা।

উম্মাণ [উন্মান] ওজন, পরিমাণ। ৯, ৫১, ৭৯, ১০০

উল্ল [আর্দ্র] আর্দ্র, সিক্ত। ৯৫। সা ৪২

উল্লগচ্ছ—একটি স্থবির কুলের নাম। থে ৭

উল্লোইয় [উল্লোচিত] [লেপিত-ধবলিত। লা-উল্লোইয়-মহিয়ং-লাইয়ং ছাগনাদিনা ভূমৌ লেপনং। উল্লোইয়ং সটিকাদিনা কুট্যাদিষু ধবলনম্‌ তাভ্যাং মহিতং পূজিতং তৈরেব বা মহিতং পূজনং যত্র তৎ তথা। অন্যেতু: লিপ্তম্‌ উল্লোচিতম্‌ উল্লোচযুক্তং মহিতং চেতি ব্যাচক্ষতে। —সন্দেহ বিষৌষধি টীকা।] টীকাকারের অর্থ কষ্টকল্পিত ও বিকল্প-যুক্ত। 'লাজ' শব্দের অর্থ 'খই'। 'উল্লোচ' শব্দের অর্থ 'চন্দ্রাতপ'। 'লা উল্লোইয়' [< লাজোল্লোচিত] শব্দে 'লাজ (খই) ছড়ানো হইয়াছে যেখানে এবং উল্লোচ (চাঁদোয়া) খাটানো হইয়াছে যেখানে' এই অর্থ স্পষ্ট ও বিকল্পশূন্য। সুতরাং 'লাজোল্লোচিত কর' মানে 'খই ছড়াও এবং চাঁদোয়া খাটাও'। ১০০, ১০১

উবইট্‌ঠ [উপদিষ্ট] উপদিষ্ট। ১১৪

উবউত্ত [উপযুক্ত] উপযুক্ত। থে ১৩

উবক্‌খড়াবিংতি [উপস্কারয়ন্তি] প্রস্তুত করায়। উপস্কার,

উপস্করণ—কোনা কিছু সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য যে যে বস্তু আবশ্যক তাহার যোগান দেওয়া। এখানে ধীরে ধীরে নির্বাচন দ্বারা যখন যে-টি মনে পড়ে সেইটি প্রস্তুত করা। ১০৪

উবজ্ঝায়াণং [উপাধ্যায়ানাম্। উপাধ্যায়েভ্যঃ। উপ > উব, ধ্য > ঝ, উপাধ্যায় > উবজ্ঝায়, বিকল্পে উবজ্ঝয়। এই শব্দ হইতে আধুনিক ওঝা (গ্রাম্য রোঝা, রোজা), ঝা উদ্ভূত হইয়াছে। কৃত্তিবাস ওঝা।] পদমর্যাদায় উপাধ্যায় আচার্য অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন। আচার্য (আয়রিয়াণং) দ্রষ্টব্য। জি° ১।

উবজ্ঝায়—[উপাধ্যায়] [উপাধ্যায়ঃ সূত্রাধ্যাপকঃ] সূত্রের অধ্যাপনা যিনি করেন তিনি উপাধ্যায়। ব্যাখ্যা না করিয়াও অধ্যাপনা চলিত, কারণ শিষ্যকে সূত্র কণ্ঠস্থ করানই উপাধ্যায়ের কাজ ছিল। সা° ৪৬।

উবদংসেই [উপদিশতি] উপদেশ দিয়াছেন, বুঝাইয়া দিয়াছেন। অতীতে লট্। য়াকোবি 'উপদর্শয়তি' লিখিয়াছেন। √দিশ্ ও √দৃশ্ মিশিয়া গিয়াছে।

উবণংদ [উপনন্দ] একজন স্থবিরের নাম। সম্ভূতবিজয়ের দ্বাদশ শিষ্যের অন্যতম। থে ৫

উবয়ংত [অবপতন্] উড়িয়া পড়িতেছে যাহা। ৯৭

উবয়মাণ [অবপতন্] উঠিতেছিল, নামিতেছিল বলিয়া। ১২৫, ১২৬

উবসমিয়ব্বং [উপশমিতব্যম্] শান্ত হইবে। উপসমাবিয়ব্বং [উপশামিতব্যম্] শান্ত করিবে। উবসমই [উপশাম্যতি] শান্ত হয়। উবসমসারং খলু সামন্নং। সা ৫৯।

উস্সয়া [উপাশ্রয়াঃ] উপাশ্রয়, আশ্রয়গৃহ। সা ৬০। উবস্সয়াও- [উপাশ্রয়াৎ] যে গৃহে ভিক্ষুদিগের শয্যা আস্তরণাদি থাকে, তাহাই তাহাদের উপাশ্রয় গৃহ বা উপাশ্রয়। সা ২৭

উবহি [উপধি] এই মায়ার সংসারে ব্যবহারের বস্তু। এই সব বস্তুতে ভিক্ষুদের কোনও স্বত্ব-স্বামিত্ব থাকে না। নির্লিপ্তভাবে তাহারা তাহাদের সকল উপধিই ব্যবহার করে। সা° ৫২

উবায়ণাবিত্তএ (উবাইণাবিত্তএ) [= অতিক্রমিতুম্। য়াকোবি উপোদ্-

যাপন ?] কাটাইতে, অতিক্রম করিতে। নো সে কপ্‌পই তং রয়ণিং তত্থেব উবায়ণাবিত্তএ = সেইখানেই সে রাত সে কাটাইতে পারিবে না। য়াকোবির ইংরেজি : but he is not allowed to pass the night in the former place. ॥ সা° ৩৬। সা° ৮, ৫৭, ৬২ ॥ বেলমুবায়ণাবিত্তএ [সা° ৩৬] বেলা কাটাইতে (পারিবে না)। [উপায়ন = নিকটে গমন। √উপায়নাপি = নিকটে স্থাপন করা + তু = উপাযনাপিতু + ৪র্থী-এ = উপাযনাপিতবে।]

উবাসগ [উপাসক] উবাসিয়া [উপাসিকা] শ্রাবক, শ্রাবিকা। গৃহী, গৃহস্থবধূ। ১৩৬, ১৩৭, ১৬৩, ১৬৪, ১৭৯, ১৮০, ২১৬, ২১৭

উসভ [ঋষভ] আদি তীর্থকর। ২৩৪, ২০৬-২২৮

উসভদত্ত—মহানন্দার স্বামী। ২, ৫, ৮, ১৩, ১৫

উসভসেন—[ঋষভসেন] ঋষভদেবের ৮৪০০০ শ্রমণ শিষ্যগণের প্রধান। ২১৪

উসিণ [উষ্ণ] উষ্ণ। ৬১। সা ২৫

উস্‌সপ্পিণী [উৎসর্পিণী]—'ওসপ্পিণীএ' দ্রষ্টব্য। ১৯

উস্‌সা, ওসা [অবশ্যা, অবশ্যায়] হিম, শিশির, তুহিন। সা ৪৫

উস্‌সিয় [উচ্ছ্রিত] উচ্ছ্রিত। ৩৩

উস্‌সুক্ক, উস্‌সুংক, উস্‌সংক [উচ্ছুল্ক] শুল্ক-মুক্ত, নিঃশুল্ক। ১৩২, ২০৯

উস্‌সেইম [উৎস্বেদিম, উৎসেকিম] রন্ধনপাত্র হইতে যে জল উপ্‌চাইয়া পড়ে। ভাতের ফেন প্রভৃতি। সা ২৫ সংসেইম—[সংস্বেদিম, সংসেকিম] খাদ্যের সহিত মিশিয়া থাকে যাহা, চাউল ধোয়া জল, চিঁড়া ধোয়া জল, আমানি প্রভৃতি।

উসত্ত [উৎসক্ত] উপরিলগ্ন। ১০০

উসিয় [উচ্ছ্রিত] উচ্ছ্রিত। ৩৩

ওসপ্পিণীএ [অবসর্পিণ্যাঃ। জৈনদিগের কালপ্রবাহে দুইটি যুগ-ক্রান্তি কল্পিত হইয়াছে : অবক্রান্তি ও উৎক্রান্তি। কোটি কোটি সাগরোপম কাল পরিমাণ লইয়া একটি উৎসর্পিণী ক্রান্তি ও তারপর

আবার কোটি .কাটি (অর্থাৎ ১০০০০০০০০০০০০০০) সাগরোপম কালে এক অবসর্পিণী যুগক্রান্তি। অবসর্পিণী যুগক্রান্তির। দ্রি° ২, ১৯, ১৪৭ ইত্যাদি।

ওসপ্পিণী [<অবসর্পিণী] ও উস্‌সপ্পিণী [উৎসর্পিণী]:

কালচক্র অবিরত আবর্তিত হইতেছে। এই চক্রস্থিত কোনও একটি বিন্দু একবার নীচের দিকে নামিতেছে, আবার উপরের দিকে উঠিতেছে। এ আবর্তন, এ ওঠা-নামার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। একটি সাপ [অশুভ নাগ] এই চাকা নীচের দিকে ঘুরাইয়া নামাইয়া দিতেছে, আর একটি সাপ উপরের দিকে ইহার গতি ফিরাইয়া দিতেছে। তাহাতেই প্রলয়ের পর অভিনব সৃষ্টি সংঘটিত হইতেছে।

জৈন পুরাণে কাল সদা প্রবহমান, ইহার পরিমাপ নাই। জীবের পরিবর্তন আছে, জন্মান্তর আছে, কালের পরিবর্তন নাই, কাল সব পরিবর্তনের সাক্ষী। কিন্তু সময় ক্ষণিক। কালের ক্ষুদ্রতম বিভাগকে সময় বলে। চক্ষুর পলক ফেলিতে, পচা কাপড় ছিঁড়িতে, আঙ্গুল মটকাইয়া তুড়ি দিতে কিংবা পদ্মের পাঁপড়ি ছিঁড়িতে গণতাতীত সময় কাটিয়া যায়। অসংখ্য সময়ে এক আবলিকা হয়। ১৬৭৭৭২১৬ আবলিকায় এক মুহূর্ত [= ৪৮ মিনিট]। ত্রিশ মুহূর্তে এক অহোরাত্র অর্থাৎ একরাত্রি ও একদিন। তারপর পক্ষ, মাস, বৎসর হিন্দুদেরই অনুরূপ। প্রতি বৎসরে তিন ঋতু : গ্রীষ্ম, বর্ষা, হেমন্ত। চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়—এই চারি মাস গ্রীষ্ম ঋতু। শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন কার্তিক—বর্ষা। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন—হেমন্ত। গণনাতীত বৎসরে এক 'পল্য'। দশ কোটিকে দশ কোটি দিয়া গুণ করিলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় সেই-সংখ্যক পল্য মিলিয়া এক সাগরোপম।

ওসপ্পিণী [অবসর্পিণী] আবর্তনের ফলে ছয়টি যুগের প্রবর্তন হয় : [১] সুষম-সুষম [২] সুষম, [৩] সুষম-দুঃসম, [৪] দুঃসম-সুষম, [৫] দুঃসম [৬] দুঃসম দুঃসম। ইহার পরে উস্‌সপ্পিণী [উৎসর্পিণী] আবর্তন। উৎসর্পিণী আবর্তনে [১] দুঃসম-দুঃসম, [২] দুঃসম, [৩] দুঃসম-সুষম,

[৪] সুষম-দুঃসম, [৫] সুষম ও [৬] সুষম-সুষম যুগ আসিবে। আমরা অবসর্পিণী আবর্তনের দুঃসম যুগে বাস করিতেছি।

সুষম-সুষম যুগ সর্বাপেক্ষা সুখের যুগ। এই যুগের পরিমাণ চারি কোটি-কোটি সাগরোপম। মানুষের উচ্চতা ক্রোশত্রয়। পঞ্জরে অস্থি সংখ্যা ২৫৬। যে-সকল সন্তান প্রসূত হইত, তাহারা সকলেই যমজ, বালক-বালিকা। কল্পবৃক্ষ হইতে তাহাদের অভাবমোচন হইত। তাহারা কোনও বৃক্ষ হইতে সুমিষ্ট ফল পাইত। কোনও বৃক্ষ হইতে বাসন-কোষণ পাইত। কোনও বৃক্ষের পাতায় সুললিত সঙ্গীত উৎপন্ন হইত। কোনও বৃক্ষ হইতে রাত্রিকালে উজ্জ্বল আলোক নির্গত হইত। গন্ধ দ্রব্য, অলঙ্কার, প্রাসাদ, বস্ত্র প্রভৃতি সর্ববিধ ভোগ্যবস্তুই কল্পবৃক্ষে পাওয়া যাইত। বহু জৈন মন্দিরে এই যুগের যমজ সন্তানাদির প্রতিমূর্তি ক্ষোদিত দেখা যায়। সন্তানেরা ৪৯ দিনের হইলেই মাতাপিতার পরলোক প্রাপ্তি হইত। কিন্তু তাহাতে সন্তানের কোনও ক্ষতি হইত না, কারণ জন্ম হইতে ৪ দিন বয়স হইলেই তাহারা এক-একটি শস্য পরিমিত খাদ্য খাইতে পারিত। তাহাদের খাদ্যের এই পরিমাণ যাবজ্জীবন থাকিত। প্রতি চতুর্থ দিনে তাহারা আহার করিত। রান্না করিত না, রান্না করা খাদ্য খাইত না; ফলে জীবহত্যা হইত না। জীবনান্তে সোজাসুজি দেবলোকে চলিয়া যাইত। ধর্ম বা পাপপুণ্যের চিন্তা তাহাদের ছিল না, কারণ পাপ ছিল না।

সুষম যুগে সুখের পরিমাণ কিছু কমিয়া গেল। মানুষের উচ্চতা ক্রোশদ্বয়। পঞ্জরে অস্থিসংখ্যা ১২৮। কল্পবৃক্ষগুলি পূর্ববৎ অভীষ্ট দান করে। সন্তানের বয়স ৬৪ দিবস হইলে মাতাপিতার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। জন্মের তিন দিন পর হইতে বদরী প্রমাণ খাদ্য প্রতি তৃতীয় দিবসে আবশ্যক। আয়ু ২ পল্য। জীবনান্তে দেবলোক।

সুষম-দুঃসম যুগে সুখের সঙ্গে দুঃখের আবির্ভাব হয়। মানবদেহ ক্রোশ-পরিমাণ উচ্চ। পঞ্জরে অস্থিসংখ্যা ৬৪। আয়ু ১ পল্য। জীবনান্তে দেবলোক প্রাপ্তি এখনও পূর্ববৎ। আদি তীর্থকর ঋষভদেব আবির্ভূত হইয়া রান্না, সূচিকর্ম প্রভৃতি ৭২ প্রকার কলাবিদ্যার শিক্ষা

দেন। 'কেবল' জ্ঞানবলে তিনি জানিতেন যে অতঃপর কল্পবৃক্ষগুলি থাকিবে না, নরনারীকে আত্মনির্ভরশীল হইতে হইবে। ঋষভদেব জগতে রাজনীতি প্রবর্তন করেন এবং নিজে একটি রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার কন্যা ব্রাহ্মী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী অষ্টাদশ লিপি প্রচার করেন: তুর্কী, নাগরী, ফারসী, উৎকলী, দ্রাবিড়ী, কন্নড়ী প্রভৃতি। গুজরাটী ও মরাঠী অক্ষর পরবর্তী যুগে উদ্ভূত হয়,—এ যুগে নহে।

দুঃসম-সুষম যুগ ৪২০০০ বৎসর কম কোটি-কোটি সাগরোপম-কাল স্থায়ী। মানুষের উচ্চতা সহস্র গজ পরিমিত। পঞ্জরে অস্থিসংখ্যা ৩২। আয়ু এক কোটি পূর্ব। পুরুষ প্রতিদিন ৩২ মুষ্টি বা গ্রাস ও নারী ২৮ মুষ্টি আহার করে। ২৩ জন জৈন তীর্থকর এইযুগে আবির্ভূত হন। ১১ জন চক্রবর্তী, নয়জন বলদেব, নয়জন বাসুদেব ও নয়জন প্রতি-বাসুদেব এই যুগে অবতীর্ণ হন। এযুগে যাহারা জন্মগ্রহণ করিত, তাহারা সকলে দেবলোকে যাইত না। দেবগতি, মনুষ্যগতি, তির্যগ্‌গতি ও নারকগতি—এই চারি গতির কোনও একটি গতিতে পুনর্জন্ম হইতে পারিত। কেহ কেহ সিদ্ধরূপে জন্মগ্রহণ করিতেন।

দুঃসম যুগ দুঃখের যুগ,—আমরা এই যুগে বাস করি। আয়ুষ্কাল ১২৫ বৎসরের অধিক নহে। উচ্চতা ৭ হাতের অধিক নয়। পঞ্জরে অস্থিসংখ্যা ১৬। শ্রীবীরনির্বাণের তিন বৎসর পর হইতে এই যুগ আরব্ধ হইয়াছে এবং ২১০০০ বৎসর থাকিবে। কোনও তীর্থংকর এ যুগে আবির্ভূত হইবেন না। অন্ততঃ একবার জন্মান্তর ব্যতীত কেহ মোক্ষ লাভ করিবে না। যে কাল অতীত হইয়াছে তাহার তুলনায় ভবিষ্যৎ কাল অধিকতর দুঃখকর হইবে। এ যুগের সর্বশেষ নিগ্রন্থ হইবেন দুপ্পসহ সূরী, সর্বশেষ নিগ্রন্থী ফল্গুশ্রী, সর্বশেষ উপাসক নাগিল এবং সর্বশেষ উপাসিকা সত্যশ্রী। ইহার পর জৈন ধর্ম না থাকিতে পারে।

দুঃসম-দুঃসম যুগ ২১০০০ বৎসর স্থায়ী হইবে। মানুষের আয়ু ১৬ বা ২০ বৎসর হইবে। মানবদেহের উচ্চতা এক হাত হইবে।

পঞ্জরে অস্থিসংখ্যা ৮ এর অধিক হইবে না। দিবাভাগ উত্তপ্ত ও রাত্রি শীতল হইবে। রোগ ও ব্যভিচার বহু-বিস্তৃত হইবে। যুগান্তকালে যে প্রচণ্ড ঝটিকার উদ্ভব হইবে তাহাতে সকলে আতঙ্কিত হইবে। জগৎ যায়-যায় বলিয়া মনে হইবে। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বীজ আশ্রয় খুঁজিয়া ফিরিবে: পর্বতগুহা, গঙ্গা ও সমুদ্র ভিন্ন আর কোথাও তাহাদের আশ্রয় মিলিবে না। এইযুগে শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণ পক্ষে একদিন উৎসর্পিণী আবর্তন আরম্ভ হইবে এবং কালচক্র উত্থান-মুখে আবর্তন করিতে লাগিবে। সাত দিন বৃষ্টি হইবে। সপ্তবিধ বস্তু বৃষ্টিযোগে পড়িয়া ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করিবে।

ইহার পর দুঃসম যুগ ও তারপর দুঃসম-সুষম যুগ। দুঃসম-সুষম যুগে আবার নূতন চতুর্বিংশতি তীর্থংকরের শুভাগমন হইবে। ভাবী তীর্থংকরদিগের বিবরণ তীর্থংকর শব্দে দ্রষ্টব্য।

এগায়য়ং [টীকাকার: "একত্রায়তং সুবদ্ধং ভাণ্ডকং পাত্রকাদ্যুপ-করণং চ কৃত্বা বপুষা সহ প্রাবৃত্য।" একত্র সুবদ্ধ ভাণ্ডাদি উপকরণ প্রাবরণের দ্বারা অঙ্গে বাঁধিয়া।] একত্রিত, পুঁটুলি করিয়া বাঁধা। সা° ৩৬।

এগয়ও চিট্‌ঠিত্তএ = একত্র থাকিতে—সা° ৩৮, ৩৯।

এক, ইক্ক [এক] এক। এক্কারস [একাদশ] একাদশ। এক্কারসম [একাদশ] একাদশ। এগ [এক] এগা [স্ত্রী] একা। এগারসী [একাদশী]। ১০৪, ১৫৭, ১১৬, ১২২, ১৩৬, ১৫, ৭৮, ৯৩, ২১২। সা ৩৮, ৩৯

এত্থ [অত্র] এখানে। 'ইত্থ' বিকল্পে। থে ৫

এয়ই [এজতি] নড়ে। ৯২, ৯৩, ৯৪। এয়মাণ [এজমান] নড়ন্ত। ৯৪

এয়ারিস [এতাদৃশ] এতাদৃশ, এরূপ। ৪৬। এয়াণুরূব [এতদনু-রূপ] ইহার অনুরূপ। ৯১, ১০৭, এয়ারূব [এতদ্রূপ] এইরূপ। ৩, ৫, ৬।

এরাবঈ [ইরাবতী] একটি নদী বা নালার [কুনালার] নাম। সা ১২

এরাবণ [ঐরাবত] ঐরাবত, ইন্দ্রের বাহন হস্তী। ১৪

এলাবচ্চ—একটি গোত্রের নাম, ঐলাবৃত্য। থে ৪, ৬

এবই-খুত্তো [ইয়ৎ-কৃত্বঃ] এতটুকু করিয়া, এই পরিমাণে। সা ৪৮

এবইয়, এবতিক [ইয়ৎ] এইরূপ, এই মাত্রায়। সা ১৮, ২১, ৪৮

এসণা [এষণা] অন্বেষণ, পর্যবেক্ষণ। এসণা সমিতি। ১১৮

ওগ্গহ—'উগ্গহ' দ্রষ্টব্য। অবগ্রহ—বিচ্ছেদ। ৫, ৮, ৫০, সা ৯

ওঘেতব্ব [অবগ্রাহিতব্য] তফাৎ থাকিতে হইবে। সা ১৮

ওট্ঠ [ওষ্ঠ] ওষ্ঠ। সা ৪৩

ওথয় [অবস্তৃত, অবস্থাপিত] ছড়ান, বিস্তৃত। হারোত্থয়-সুকয়-রইয়-বচ্ছে—হারোচ্চয়ে শোভমান বক্ষঃস্থল যাহার। ৬১, ৬৩

ওণিয়ট্ট [অবনিবৃত্ত] মিলাইয়া যাওয়া। উচ্চলংত-পচ্চোণিয়ট্ট-ভমমাণ-লোলসলিলং—তরঙ্গ একবার উঠিতেছে, একবার প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে, এইভাবে চঞ্চল জল যেখানে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে। ক্ষীরোদ সায়রের বিশেষণ। ৪৩

ওমুয়ই [অবমুঞ্চতি] (পাদুকা) খুলিয়া ফেলিতেছে। ১৫। ওমুইত্তা—খুলিয়া। ১৫, ১১৬

ওয়বিয়—[পরিক্রমিত] চঞ্চল। ৩২। ওবিয়—পরিক্রমিত। ১৫, ৬১

ওরাল [উদার >উলার > উরাল > ওরাল] উদার। ৩, ৫, ৬, ৯

ওরোহ [অবরোহ] সমারোহ। ১০২, ১১৫

ওলিজ্ঝমাণ [অবলিহ্যমান] অবলিহ্যমান, যাহা চাটা বা লেহন করা হইতেছে। ৪২

ওবয়ংত [অবপতন্] পড়ন্ত। ৩৭ ৯৭

ওসত্ত [অবসক্ত] সংলগ্ন, সংলিপ্ত। ১০০

ওসন্নং [প্রায়েণ] অনেকাংশে, সা ৫৫, ৬১

ওসপ্পিণী [অবসর্পিণী] ২, ১৯, ১৪৭

ওহি [অবধি] 'অবধি'-জ্ঞান। ১৩৯, ১৬৬, ১৮১, ২১৯

ওহীরমাণী [নিদ্রাতী] ঘুমন্ত অবস্থায়, স্বপ্নে। ৩, ৬, ৩১

কংসপাঈ [কাংস্ত পাত্রম্] কাঁসার পাত্র। ‘পাত্র’ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। ‘কন্যা’ অর্থে ‘পাত্রী’ শব্দ আধুনিক, প্রাচীন ভাষায় ছিল না। কিন্তু ভোজনপাত্র, রন্ধনপাত্র, জলপাত্র প্রভৃতি বিশিষ্ট মাপের পাত্রকে ‘পাত্রিক’ [স্ত্রীলিঙ্গে ‘পাত্রিকী’] ‘স্থালী’, ‘ঘটী’, ‘কলসী’ প্রভৃতির ন্যায় ‘পাত্রিকী’ শব্দ অতি পূর্বকালে ব্যবহৃত হইত বলিয়া মনে হয়। ‘পাত্রিকী’ শব্দ হইতে ‘পাঈ’ শব্দ উদ্ভূত হইয়া থাকিতে পারে। মাপের পাত্র ‘পাই’ শব্দ বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে। রন্ধনের পাত্র ‘পাতিল’ আছে। মূলে আছে ‘কংসপাঈব মুক্কতোএ’ [কাংস্তপাত্রিকী ইব মুক্ততোয়ঃ] অর্থাৎ উজ্জ্বল কাংস্তপাত্র যেমন (মৃৎপাত্রের ন্যায়) জলে আর্দ্র হয় না, জল ফেলিয়া দিলেই শুষ্ক হইয়া পড়ে, সেইরূপ মহাবীর স্বামীর কর্মমুক্ত আত্মায় কোনও প্রকার আসক্তি বা মালিন্য ছিল না। শুভ বা অশুভ কর্ম বা কর্মাসক্তি হইতে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার কাংস্ত-শুষ্ক আত্মায় যে কর্ম-স্পর্শ ঘটিয়াছিল তাহা নিঃশেষে বিদূরিত হইল। ১১৮

ককুহ [ককুদ] ককুদ, অংসকূট, ষাঁড়ের ঝুঁটি। ‘ককুভ’ শব্দ ও ‘ককুদ্’ শব্দ ‘পর্বত শিখর’ অর্থে ব্যবহৃত হইত। ‘ককুহ’ শব্দ ‘ককুদ্’ শব্দের প্রাকৃত রূপ হইলেও ইহার উপর ‘ককুভ’ শব্দের প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়। ৩৪

কক্কড়চ্ছ [কর্কটাক্ষ] কর্কট সদৃশ অক্ষি যাহার। ‘বেল্লিয়-কক্কড়চ্ছং’ [বেল্লিত-কর্কটাক্ষম্] বেল্লিত অর্থাৎ বক্র ও স্পন্দিত বা ঘূর্ণিত এবং কর্কট-প্রমাণ অক্ষি অর্থাৎ চক্ষু যাহার সেইরূপ বৃষভ। ষাঁড়ের চোখ দুইটি দেখিতে কাঁকড়ার মতো এবং তাহা আবার এদিকে-ওদিকে ঘুরিতেছিল। বৃষের তেজস্বিত্ব ও বলবত্তার পরিচায়ক। ৩৪

কক্কেঅণ [কর্কেতন] রত্ন-বিশেষ। ৪৫

কক্খড়ে [কক্খটঃ] কর্কশ ব্যাপার, রূঢ় বাক্যের ব্যবহার, গালাগালি। কড়ুএ [কটু ব্যবহার]. উগ্রতা, রাগারাগি। বিগ্গহে [বিগ্রহঃ] বিবাদ, মারামারি। নিগ্রন্থ ও নিগ্রন্থীরা পর্যুষণা উৎসবের পর পূর্ব বৎসরের বিবাদাদির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবে ও পরস্পরকে

ক্ষমা করিবে। পর্যুষণা উৎসবের পর জৈনদের নব বর্ষ আরম্ভ হয়। পূর্ব বৎসরের রাগ-দ্বেষ-কলহ-বিবাদ তাহারা এইদিনে ভুলিয়া যায়। সকলের কাছে তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করে ও সকলকে ক্ষমা করে। জ্ঞাত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা নহে,—অজ্ঞাত অপরাধের জন্য সকলের নিকটে ক্ষমা-প্রার্থনা এই দিনের একটি বিশিষ্ট নিয়ম। শুদ্ধ-চিত্তে, বিমল অন্তঃকরণে পরস্পরের প্রতি আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া তাহাদের নববর্ষের আরম্ভ হয়। সা ৫৯

কচ্চায়ণ [কাত্যায়ন] একটি গোত্রের নাম। থে ৩

কচ্ছ [কক্ষ] কামরা, কক্ষ। ১১৪

কংচণ [কাঞ্চন] সোনা। ৪০, ৪১, ৪৪

কট্টু [কৃত্বা] কৃ+তু=কতু´, তৃতীয়ায় কতু´+আ=কৃত্বা, দ্বিতীয়ায় কতু´+ম্=কতু´ম্, চতুর্থীতে কতু´+এ=কর্তবে, কতু´+ঐ=কর্তবৈ ইত্যাদি বিভিন্ন রূপ প্রাচীন ভাষায় হইত। কিন্তু সাহিত্যিক সংস্কৃত ভাষায় কেবল 'কতু´ম্' ও 'কৃত্বা' এই দুইটি রূপ প্রচলিত আছে, অপর-গুলি অপ্রচলিত হইয়াছে। জৈন 'কট্টু' প্রাচীন 'কতু´' হইতে আসিয়াছে। এই 'কট্টু' শব্দে কোনও বিভক্তি নাই, এ শব্দটিকে একটি অসমাপিকা ক্রিয়াপদ না বলিয়া কর্মপ্রবচনীয় বলা উচিত। কারণ 'কৃত্বা' পদের 'করিয়া' অর্থ 'কট্টু' পদে সর্বত্র পাওয়া যায় না। "তং পি দেবাণংদাএ···কুচ্ছিংসি···সাহরাবিত্তএ ত্তি কট্টু এবং সংপেহেই"—তাহাকেও দেবানন্দার কুক্ষিতে রাখাইতে হইবে এই ভাবিয়া এইরূপে সংপ্রেক্ষণ করিতে লাগিলেন, "ওরালা ণং তুমে··· সুমিণা দিট্ঠ ত্তি কট্টু ভুজ্জো ভুজ্জো অণুবূহই"—যে স্বপ্নগুলি তোমাকে দেখা দিয়াছে সেগুলি নিশ্চয়ই উদার এই বলিয়া পুনঃ পুনঃ বকিতে লাগিলেন—এ-সকল উদাহরণে 'কট্টু' পদের 'করিয়া' অর্থ খাটে না। আবার "দসণহং মথএ অংজলিং কট্টু"—দশ নখে মাথায় অঞ্জলি বাঁধিয়া বা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া—এই অর্থই সমীচীন। সুতরাং 'কট্টু' একটি কর্মপ্রবচনীয় বা অনুসর্গ নানা অর্থে কারকবিভক্তির ন্যায় প্রযুক্ত। ৫, ১২, ৬৬

কট্‌ঠকরণংসি [ক্ষেত্রে] কৃষিক্ষেত্রে। কৃষ্ট > কট্‌ঠ। কৃষ্ট = কৃষিকর্মের করণ = সাধন। কৃষিকর্মের প্রধান সাধন ভূমি বা ক্ষেত। মহাবীর স্বামীর নির্বাণ হয় কৃষিক্ষেত্রে। "ক্ষেত্র-ধান্যোৎপত্তিস্থানে"— সন্দেহ বিষৌষধি টীকা। ১২০

কড়ং [কৃত] কৃত। কড়াইং [কৃতানি]। ১২১

কড়গ-[কটক-] মণিবন্ধের ভূষণ। ১৫

কড়ি-[কটি-] কটি, মধ্য, মাঝ। ৬১

কড়িয়াইং [কটিতানি, কটযুক্তানি] 'কট' অর্থাৎ মাদুর, চাটাই প্রভৃতি সংগ্রহ করা। সা ২

কণগ [কনক] কনক, স্বর্ণ। ৩৫, ৩৬, ৪০, ৪৪, ৬১, ৯০।

কণগ [কণ, কণিকা] কণিকা, অত্যল্প অংশ। সা ২৭, ৩০ কণিয়া [কণিকা] কণিকা। সা ৪৫

কণগময় [কনকময়] কনকময়, স্বর্ণনির্মিত। ৩৬।

কণীয়স [কনীয়স] কনীয়ান্. ছোট। থে°১।

কণ্টগ [কণ্টক] কণ্টক। ১১৪

কত্তরি [কর্তরী] কাঁচি। কত্তরি-মুংডে [কর্তরীমুণ্ডিতঃ] কাঁচি দ্বারা ছিন্নকেশ। সা ৫৭

কত্তিয় [কার্তিক] কার্তিক। ১২৪, ১৭১

কত্থই [কুত্রচিৎ, কুত্রাপি] কোথাও, কোথাও কোথাও। ৪৬, ১১৮

কংত [কান্ত] কান্ত, কমনীয়। ৯. ৩৪, ৩৬–৩৮, ৪২, ৭০। কংতি [কান্তি] কান্তি। ১১৫

কণ্‌হ [কৃষ্ণ] কৃষ্ণ। কণ্‌হ-সহ [কৃষ্ণসভ] কুলের নাম। থে°৭, ১৩।

কপ্প [কল্প] বিধি, বিধান, বিধানগ্রন্থ, স্মৃতি শাস্ত্র। আচার, নিয়ম। ১০ ১১৯। সা ৫৭, ৬৩

কপ্পই [কল্প্যতে, বিধীয়তে] অনুমোদিত হয়। চলে। বিধিসঙ্গত বলিয়া গণ্য হয়। ৯৪ সা ৮, ৯, ১০। কপ্পংতি বহুবচনে। সা ২১-২৫। কপ্পিয় [কল্পিত] ৬১, ১১০, ১৫৫, ১৭২।

কপ্পরুক্খয় [কল্পবৃক্ষক] কল্পতরু। ৬১

কপ্পূর [কর্পূর] কর্পূর। ৪৩

কব্বড় [কর্বট] কর্বট, কু-নগর, ছোট নগর, ২০০-৪০০ গ্রামের বাণিজ্য-কেন্দ্র। ৮৯

কয় [কৃত] কৃত। ৩৬, ৪০, ৬১, ৬৬, ৯৫, ১০৪।

কয় [কচ] কচ। ৬১

কয়ংবিয় [কদম্বিত] অলঙ্কৃত। কয়ংবুয় [কদম্বক] কদম্বপুষ্প। ৩৬, ৫

করয়ল [করতল] করতল। ৫, ১২, ১৫, ২৮, ৩৬, ৬৭, ৯২

কলিয় [কলিত] কলিত, রচিত, যুক্ত। ৩২, ৫৭, ১০০

কল্লং [কল্যম্] পরদিন। ৫৯

কল্লাণ [কল্যাণ] কল্যাণ। কল্লাণগ [কল্যাণক] মঙ্গলকর। ৩, ৫, ৬, ৭, ৯, ৩১, ৩২, ৪৯, ৬১

কসিণং [কৃৎস্নম্] কৃৎস্ন, সমগ্র। ১, ৩৬, ১২০

কহকহগ-ভুয়া [কথংকথংকারীভূতাঃ] 'কি হইল কি হইল?' শব্দে শব্দায়মান। ৯৭

কাউস্সগং বা ঠাণং বা ঠাইত্তএ [কায়োৎসর্গং বা স্থানং স্থাতুং বা] কায়োৎসর্গের জন্য উচ্চ স্থানে স্থিত হইতে। কায়োৎসর্গ স্বদেহের উৎসর্গ—ব্রতের জন্য বা মৃত্যুর জন্য। সা ৫২

কাকংদগ, কাকংদিয়, কাকংদিয়া—স্থবির নাম, কুলের নাম, শাখার নাম। থে° ৪, ৬, ৯, ১০

কামিড্টি, কামিড্টিয়—স্থবিরনাম, কুলের নাম। থে° ৬, ৮

কাল, সময়—ভারতের আধুনিক ভাষাসমূহে এই দুইটি শব্দ অভিন্নার্থক। কিন্তু প্রাচীন ভাষায়, বিশেষতঃ জৈন-প্রাকৃত ভাষায় এই দুইটি শব্দের অর্থ-বিভিন্নতা দেখা যায়। অবিরত প্রবহমাণ নদীস্রোতের সহিত অবিরত প্রবহমাণ কালের সদা চঞ্চলতা তুলিত হইতে পারে। নৌকার বোঝাই নামাইবার ও উঠাইবার জন্য নদীতীরে অবস্থিত ঘাটের সহিত সময়-শব্দের অর্থ উপমিত হইতে পারে। কালের স্রোতের

সহিত জীবনের স্রোত যখন অভিন্ন-গতিতে মিশিয়া যায়, তখন জীব কালগত [পালি 'কালকত'] হয়। কাল অনন্ত; সময় বিচ্ছিন্ন। চির প্রবহমাণ কালের ক্ষুদ্রতম অংশকে সময় বলে।

'ওসপ্পিণী' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

সংস্কৃত সাহিত্যে কাল ও সময় শব্দের ব্যবহার: কাব্যশাস্ত্র বিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্, ন পুনর্জীবিতঃ কশ্চিৎ কালধর্মমুপাগতঃ। কালঃ কাল্যা ভুবনফলকে ক্রীড়তি প্রাণিসারৈঃ। বিলংবিত-ফলৈঃ কালং নিনায় স মনোরথৈঃ। কালচক্র, কালসন্ধি, কালগ্রংথি (=বৎসর) কালগ্রাস, কালযাপন, কালাতিপাত, কালকৃৎ (=সূর্য), কাল-স্রোত।

সত্যবাদী যুধিষ্ঠির করেছে সময়।
ত্রয়োদশ বৎসর যাবৎ পূর্ণ নয়।
তাবৎ হস্তিনা না আসিবে কদাচন। মহাভারত।

তার সময় হ'য়েছিল, চ'লে গেছে, আর দুঃখ ক'রে কি হবে?

একি তোমার মানের সময়?—সম্মুখে বসন্ত। বাঙ্গালা গান।

"তেণং কালেণং তেণং সমএণং"—এই পদ-স্তবকের ইংরেজি অনুবাদ য়াকোবি করিয়াছেন—In that period, in that age. বিশিষ্ট ভাব-প্রকাশক ভাষার অভাবে আমি বাঙ্গালা অনুবাদ করিলাম—"সেই কালে, সেই সময়ে।"

কালগ, কালয় [কালক] কালকাচার্য। গর্দভিল্ল রাজার [৬১ খ্রীস্ট পূঃ] সমসাময়িক। থে০

কারেমাণে [কার্যমাণঃ] কার্যমাণ। ১৪

কাসব [কাশ্যপ], স্থবির নাম, গোত্র নাম, কাসবিজ্জিয়া [কাশ্যপীয়া] শাখার নাম। থে ১, ৩, ৫, ১০, ১২, ১৩

কাসী [কাশী] কাশী, নগরবিশেষ। ১২৮

কিচ্চা [কৃত্বা] করিয়া। সা ১২

কিংচি [কিঞ্চিৎ] কিঞ্চিৎ। সা ৩০, ৪৭

কিট্টইত্তা [কীর্তয়িত্বা] কীর্তন করিয়া, প্রচার করিয়া। সা ৬৩

কিণ্হ [কৃষ্ণ] কৃষ্ণ। সা ৪৫

কিলংত [ক্লান্ত] ক্লান্ত। সা ৬১

কিবিণ [কৃপণ] কৃপণ। ১৭, ১৯

কুচ্ছ [কৌৎস]—গোত্র নাম। থে° ১২, ১৩

কুচ্ছি [কুক্ষি] কুক্ষি, গর্ভ। ২, ৩, ১৫, ১৯, ২১, ৪৬, ৯১

কুজ্জা [কুর্যাৎ] করা উচিত, করিবে। সা ১৯

কুডুংবিয় [কুটুম্বক, কৌটুম্বিক] কুটুম্ব। ৩৬

কুণালা, কুৎসিতনালা, একটি ক্ষুদ্র নদী বা খালের নাম। সা ১২

কুণ্ডগ্গাম—কুণ্ডগ্রাম, কুণ্ডনগর—২, ১৫, ৬৬। কুণ্ডপুর ৬৫, ১০০

কুণ্ডধারিণো [কুণ্ডধারিণঃ]; [বেসমণ-কুণ্ডধারিণো "বৈশ্রমণস্য কুণ্ডম্ আয়ত্ততাং ধারয়ন্তি যে তে তথা" টীকাকার। "আজ্ঞাং ধারয়তি" —য়াকোবি।] কুবেরের আজ্ঞাপালনকারী ভৃত্যগণ। ৮৯, ৯৮

কুংডল [কৌণ্ডল]—গোত্রনাম। কৌণ্ডিন্য (?)। থে ৮

কুন্থু—১৭শ তীর্থংকর, ১৮৪। কুন্থু—অতি সূক্ষ্ম প্রাণী। ১৩২, সা ৪৪

কুংদুরুক্ক—সুগন্ধ দাহ্য পদার্থ। ৩২, ৪৪, ৫৭, ১০০

কুবের—স্থবির নাম। থে ১১। অজ্জকুবেরা শাখা। থে ১১

কুমুয় [কুমুদ] কুমুদ। ৩৮, ৪২

কুম্ম [কূর্ম] কূর্ম, কচ্ছপ। ৩৬, ১৩৮।

কুরুবিন্দাবত্ত [কুরুবিন্দাবর্ত] ভূষণ বিশেষ। ৩৬

কুলগর [কুলকর] কুলকর্তা। ২০৬

কূব [কূপ] কূপ। ৫, ৮, ৪৭

কেই [কশ্চিৎ, কোঽপি, কেচিৎ, কেঽপি] কেহ, কিছু। ১১৭, সা ৩৮, ৩৯, ৫২

কেউ [কেতু] কেতু, পতাকা, প্রধান। ৫১, ৭৯

কেউর [কেয়ূর] কেয়ূর, বাহুভূষণ ১৫

কেবইয় [কিয়ৎ] কিয়ৎ পরিমাণ। সা ১৮

কেস [কেশ] কেশ। কেসহত্থ [কেশপাশ] কেশগুচ্ছ। ৩৬। সা ৫৭

কোউয় [কৌতুক] কৌতুক = বিঘ্ন-বিনাশের জন্য মঙ্গল বস্তু স্পর্শ বা ধারণ। "কৌতুকানি মাষতিলকাদীনি"। ৬১, ৬৫, ৯৫, ১০৪

কোজ্জা [কুব্জ] পুষ্পবিশেষ। ৩৭

কোট্টিম [কুট্টিম] কুট্টিম, মেঝে, মর্মর প্রস্তরাদি রচিত স্থান। ৬১

কোট্টবাণী—একটি শাখার নাম। থে ৬

কোট্ঠাগার [কোষ্ঠাগার] ভাণ্ডাগার, ভাণ্ডার। ৯০, ৯১, ১১২

কোড়াকোড়ী—কোটি কোটি ২২৮। কোড়ি—কোটি ১৮৭, ১৯৫-২০৩

কোড়াল—গোত্র নাম। ২, ১৫

কোডিন্ন [কৌণ্ডীণ্য] গোত্রনাম। ১০৯। —স্থবির নাম। থে ৬

কোরিংট—পুষ্পের নাম। ৬১ কোরিংটপত্ত [কোরিণ্টপত্র] ঐ পাতা। ৩৭

কোস [কোষ] কোষ। ৯০, ৯১, ১১২। কোস [ক্রোশ]। সা ৯-১৩

কোসংবিয়া [কৌশাম্বিকা] একটি শাখার নাম। থে° ৬

কোসলগ [কোশলক] কোশলদেশীয়। কাসী-কোসলগা = কাশী ও কোশল দেশের। ১২৮

কোসলিএ [কোশলিকঃ কোশলীয়ঃ] কোশলদেশীয়। ২০৪-২২৮

কোসিয় [কৌশিক] গোত্র নাম। থে° ৪, ৬, ১১, ১৩

কোহ [ক্রোধ] ক্রোধ। ১১৮

খগ্গি [খড়্গী] গণ্ডার। ১১৮

খচিয় [খচিত] খচিত। ৫৯

খত্তিয় [ক্ষত্রিয়] ক্ষত্রিয়। ১৮, ২১, ২৭-৩২। খত্তিয়াণী [ক্ষত্রিয়াণী] ২১, ২৭-৩২

খংত [ক্ষান্ত] ক্ষান্ত। খংতি [ক্ষান্তি] ক্ষমা। ১২০। খংতি-খমে, ক্ষান্তিক্ষম ১০৮

খংধ [স্কন্ধ] স্কন্ধ। ৩৫

খমাসমণে, ক্ষমাশ্রমণ। থে ১৩

খয় [ক্ষয়] ক্ষয়। ২

খরমুহী [খরমুখী] বাদ্যবিশেষ। "খরমুখিকাঃ কাহলাঃ।" ঢকা। ১৪, ১০২, ১১৫

খাইম [খাদিমা] খাদ্য। ১০৪। সা ৪০

খামিজ্জা [ক্ষমেত] ক্ষমা করিবে। সা ৫৯। খমিয়ব্বং খমাবিয়ব্বং ক্ষমা করিবে, ক্ষমা করাইবে।

খায় [খাত] খাত। সা ২

খিত্ত, খেত্ত [ক্ষেত্র] ক্ষেত। ১১৮

খিপ্পং [ক্ষিপ্রম্] ক্ষিপ্র, শীঘ্র। ২৬, ২৯, ৫৭, ৬৪

খীর [ক্ষীর] ক্ষীর। ৩৩, ৩৫, ৩৮, ৪৩। সা ১৭

খুড্ড [ক্ষুদ্র] শিষ্য। সা ২০। খুড্ডএ বা খুড্ডিয়া বা [ক্ষুদ্রকো বা ক্ষুদ্রিকা বা] ক্ষুদ্র বা ক্ষুদ্রা। শিষ্য অর্থে ক্ষুদ্র এবং শিষ্যা অর্থে ক্ষুদ্রিকা শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। সা ৩৮

খুর-মুংডে [ক্ষুর মুণ্ডিত] ক্ষুর দ্বারা মুণ্ডিত। চাঁচা মাথা। সা ৫৭

খেড় [খেট] ধূলি প্রাকারোপেত নিষ্কর স্থান। ৮৯

খেল [শ্লেষ্মন] শ্লেষ্মা। ১১৮

খোমিয় [ক্ষৌমিক] ক্ষৌম। রেশমী। ৩২

গই [গতি] গতি। কর্মফলে অর্জিত অবস্থা। চারিগতি : দেবগতি, মনুষ্যগতি, তির্যগ্‌গতি ও নরকগতি। গতির নামান্তর নামকর্ম। —গমন। গয়গতি, গজগতি। ৫, ১৬, ২৮, ১১৮, ১২১, ১৪৫

গইংদ [গজেন্দ্র] গজেন্দ্র। ৩৬

গংগাবত্ত [গঙ্গাবর্ত] 'গঙ্গাবর্ত' নামক আবর্ত বিশেষ। ৪৩

গজ্জিয় [গর্জিত] গর্জন। ৩৩, ৪৪

গণগ [গণক] গণক। ৬১

গণনায়গ [গণনায়ক] গণনায়ক। ৬১

গণরায়াণো [গণরাজানঃ], গণতান্ত্রিক রাজারা। ১২৮

গণহর [গণধর] গণধর। "গণধরঃ তীর্থকৃচ্ছিষ্যাদিঃ"। তীর্থকরের শিষ্যেরা গণধর। গণধর সংখ্যা একাদশ। [১] ইন্দ্রভূতি গৌতম,

[২] অগ্নিভূতি গৌতম, [৩] বায়ুভূতি গৌতম, [৪] আর্যব্যক্ত, [৫] আর্যসুধর্ম, [৬] মণ্ডিকপুত্র, [৭] মৌর্যপুত্র, [৮] অকম্পিত, [৯] অচলভ্রাতা, [১০] মৈত্রার্থ ও [১১] প্রভাস। সা ৪৬

গণাবচ্ছেয়য় [গণাবচ্ছেদক] [যঃ সাধূন্ গৃহীত্বা বহিঃ ক্ষেত্রে আস্তে গচ্ছার্থম্; ক্ষেত্রোপধিমার্গণাদৌ প্রধাবনকর্তা সূত্রার্থোভয়বিৎ; যং বা স্পর্ধকাধিপতিত্বেন সামান্য সাধুম্ অপি পুরস্কৃত্য বিহরতি।] গণাবচ্ছেদক। সা ৪৬

গণিয়—একটি কুলের নাম, থে° ৮

গণিয়া [গণিকা] গণিকা। ১০২

গণী [গণী] গণী। [যস্য পার্শ্বে আচার্যাঃ সূত্রাদ্যভ্যস্যন্তি, গণিনো বাহন্তে আচার্যাঃ সূত্রাদ্যর্থম্ উপসম্পন্নাঃ।] আচার্য্যগণের শিক্ষক গণী। সা ৪৬

গত্ত [গাত্র] গাত্র। ৬১

গংথ [গ্রন্থ] গ্রন্থ। ১১৮

গংধবট্টি [গন্ধবর্তিঃ] গন্ধবর্তিকা। ৩২, ৫৭, ১০০। গংধি [গন্ধী] ৩৭

গংধব্ব [গন্ধর্ব] গন্ধর্ব। ৪৪

গংধহত্থী—গন্ধহস্তী। ১৬

গব্ভ [গর্ভ] গর্ভ। গব্ভত্ত [গর্ভত্ব। গব্ভত্থ=গর্ভস্থ। ১, ২, ৩, ১৫, ২৯, ৯৪

গব্ভাও গব্ভং [গর্ভতঃ গর্ভম্, গর্ভাৎ গর্ভান্তরম্। গর্ভ>গব্ভ। গব্ভ+আও=গব্ভাও। গব্ভ+অং=গব্ভং। দেবানন্দায়া গর্ভাৎ ত্রিশলায়া গর্ভম্।] ব্রাহ্মণী দেবানন্দার গর্ভ হইতে ক্ষত্রিয়াণী ত্রিশলার গর্ভে (প্রবেশ)। ১

গয়=গজ। ৪, ৩৩, ৩৬

গয়=গত। ৫, ৯২, ৯৬, ১১০ সা° ৬৪

গলিয়—গলিত। ৩৩, ৯২, ৯৪

গবেসিত্তএ—গবেষণা করিবার জন্য। সা° ৬৯

গব্বিয়—গর্বিত। ৪২

গহ—গ্রহ। ৬১

গহণ—গ্রহণ। সা° ৬৩

গহিয়—গৃহীত ৩৬, ৭৩ সা° ৩৬

গহির [গভীর] গভীর, গম্ভীর। ৩৮

গাম [গ্রাম] গ্রাম। ৮৯, ১১৮, ১১৯। গামাণুগামং [গ্রামানু-গ্রামম্] গ্রামে গ্রামে। সা ৪৭

গায় [গাত্র] গাত্র, গা। ৬০ [অনাদি 'ত্র' বর্ণ কচিৎ লুপ্ত হয় এবং য়-শ্রুতি প্রভাবে লুপ্তি স্থানে কচিৎ য়-বর্ণের আগম হয়; সূত্র>সুয় (বিকল্পে 'সুত্ত'); চরিত্র > চরিউ, চরিয়ং (বিকল্পে চরিত্তং); গাত্র > গায় (বিকল্পে 'গত্ত'); রাত্র > রাঅ ('স-বীসই-রাএ' সা ১); রাত্রিংদিবানাম্ > রাইংদিয়াণং, একরাত্রিক > এক রাইয়ং; কংস-পাঈ < কাংস্যপাত্রী,-পাত্রিকী]

গাহাবই [গৃহপতি] গৃহস্থ। ১২০। সা ২০

গিম্হাণং চউথে মাসে [গ্রীষ্মাণাং চতুর্থে মাসে] গ্রীষ্মের চতুর্থ মাসে। জৈনদিগের বৎসরে তিন ঋতু; হেমন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা। চারি মাসে এক ঋতু। চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় গ্রীষ্ম ঋতু। গ্রীষ্মের চতুর্থ মাস আষাঢ় মাস। প্রতি মাসে দুই পক্ষ: শুদ্ধ (শুক্ল) ও বহুল (কৃষ্ণ)।] গ্রীষ্মের চতুর্থ মাসে অর্থাৎ আষাঢ় মাসে। ২

গিরা [গীঃ] বাক্য, বাণী। ৪৭

গিলাণস্স [গ্লানস্য] 'গ্লান' শব্দ রোগী অর্থে ব্যবহৃত। রোগীর। সা ১৮

গিহ [গৃহ] গৃহ। গিহি [গৃহী] গৃহী। গিহত্থ [গৃহস্থ। ২, ৮, ৮৯, ১১২, ১৫৭। সা ১৯

গুণসিলয় [গুণশিলক] গুণশিলক নামক চৈত্য। রাজগৃহের একটি চৈত্যের নাম গুণশিলক। সা ৬৪

গুত্ত [গুপ্ত] গুপ্ত। ৯২, ১১৩। গুত্ত [গোত্র] গোত্র। গুত্তি—গুপ্তি। ১২০

গুত্তিয় [গুপ্তিক] রক্ষক। ৯৯

গুপ্পমাণ [গুপ্যৎ, ব্যাকুলীভবৎ] ব্যাকুলায়মান। ৪৩

গুমগুমায়ংত [গুমগুমায়মাণ ; মধুরং ধ্বনৎ] গুম গুম ধ্বনি করিতে করিতে। ৩৭

গুহির [গম্ভীর] গম্ভীর। ৩৮

গেবিজ্জ [গ্রৈবেয়] গ্রৈবেয়, গ্রীবার হার। ৬১

গোন্ন, গুন্ন [গৌণ] গৌণ, গুণের যোগ্য। ৯১, ১০৭

গোত্ত [গোত্র] গোত্র। ২, ১৯, ২১, ৮৯, ১০৭, ১০৮। থেঁ

গোদোহিয়া [গোদোহিকা] গোদোহনকাল। ১২০।

গোয়র [গোচর] গোচর। সা° ২০

গোসীস [গোশীর্ষ] গোশীর্ষ, চন্দন-বিশেষ। ৬১, ৯০০

ঘট্‌ঠ [ঘৃষ্ট] ঘৃষ্ট। ৩২। সা ২

ঘড় [ঘট] ঘট। ১০০

ঘণমুইংগ [ঘনমৃদঙ্গ] ঘনমৃদঙ্গ, খোল। ১৪।

তভং বীণাদিকং জ্ঞেয়ং বিততং পটহাদিকম্।
ঘনং তু কাংস্যতালাদি বংশাদি শুষিরং মতম্॥

ঘংটিয় [ঘাণ্টিক] ঘাণ্টিক, ঘণ্টাবাদক। ১১৩

ঘয় [ঘৃত] ঘি। ৪৬

ঘর [গৃহ] ঘর। ৩২, ৬১, ১১৮। সা ২৭

ঘোলংত [ঘূর্ণায়মান, ইতস্ততো ভ্রমৎ] ঘূর্ণায়মান। ১৫

ঘোস [ঘোষ] ঘোষ। ৩৩, ৪৪, ১১৪

চইত্তা [চ্যুত্বা] চ্যুত হইয়া। ১, ২, ১৪৯, ১৭১। চইস্‌সামি। ৩

চউক্ক [চতুষ্ক] চতুষ্ক, নগরচতুষ্ক, পার্ক। ৮৯, ১০০

চউগমণ [চতুর্গমন, চতস্রো দিশঃ] চারিদিক। ৪৩

চউত্তীসইম [চতুস্ত্রিংশ] ৩৪শ। চউথ [চতুর্থ] চতুর্থ। চউদস, চউদ্দস [চতুর্দশ] চতুর্দশ। চউপন্ন [চতুঃপঞ্চাশৎ] চুয়ান্ন। চউমুহ, চউম্মুহ [চতুর্মুখ] চৌমাথা। চউরাসীইং [চতুরশীতি] চৌরাশি, চুরাশি। চউসট্‌ঠিং [চতুঃষষ্টি] চৌষট্টি। চউরাসীইম—চতুরশীতিতম।

চউ-ভংগো [চতুর্ভঙ্গঃ] চারি সংখ্যা অতিক্রম করা (চাই)। চারি-

জন পর্যন্ত একত্রাবস্থান নিষিদ্ধ। চারিজনের অধিক যদি কোনও পঞ্চম ব্যক্তি থাকে বা আরও অনেক ব্যক্তি থাকে, তবে পুরুষ জাতি ও নারী জাতির একত্র অবস্থান চলিবে। নতুবা চলিবে না। সা ৩৯

চক [চক্র] চক্র। ৩৬। =চক্রবাক। ৪২। চক্কবট্টি [চক্রবর্তী] চক্রবর্তী। ১৬, ৭৪, ৮০ চক্কহর [চক্রধর] চক্রধর। ৭৪। চক্কিয় [চাক্রিক, চক্রপ্রহরণাঃ,কুম্ভকার -তৈলিকাদয়ো বা] চাক্রিক। ১১৩।

চক্কিয়া [চক্রিকা, চাক্রিকা] পাক, ফের, বেড়। নদীর বেড়; নদী যেখানে বক্রভাবে অর্ধমণ্ডলাকারে চলে, সেই স্থান। ১১৩, সা ১২, ১৩।

চক্খু [চক্ষুঃ] চক্ষু। ১৬, ১৩২। সা ৪৪।

চক্খু-ফাসং [চক্ষুঃ-স্পর্শম্] চোখের স্পর্শে আসা, দৃষ্টিমধ্যে আসা, চোখে ধরা পড়া। "চক্খু-ফাসং হব্বম্ আগচ্ছই"=সহজেই চোখে পড়ে। ১৩২, সা ৪৪

চংকম্মমাণ [চংক্রম্যমাণ] ভ্রাম্যমাণ। ৩৮

চচ্চর [চত্বর] উঠান। ৮৯, ১০০

চত্তারি [চত্বারি] চারি। ৭৭, ১৪৩, ১৭৯। থে ৫, ৭। সা ২৬, ৬২। চত্তালীসং [চত্বারিংশৎ] চল্লিশ। ১৭৭।

চংদ [চন্দ্র] চন্দ্র, চাঁদ। ৩৬, ৩৮, ৪০, ৪৩, ৯৬, ১০৪, ১১০, ১১৮। চংদ=চন্দ্র : বৎসর বিশেষের নাম। মহাবীর স্বামীর নির্বাণ দিনে দ্বিতীয় 'চন্দ্র' সংবৎসর ছিল। ১২৪

চংদণ—চন্দন। ৬১, ১০০, ১১৯

চংদণা [চন্দনা] আর্যা চন্দনা। ১৩৫। চন্দনা দু'জন : [১] বৈশালী-রাজ চেটকের কন্যা। ইনিই মহাবীর স্বামীর 'অজ্জিয়া সংপয়া'র 'পামোক্খা' বা প্রধানা ছিলেন। [২] চম্পার রাজা দধিবাহনের কন্যা 'চন্দনা'ও এই সময়ে আর্যিকা সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়া পামোক্খত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

চংদপভা [চন্দ্রপ্রভা] ব্যক্তিনাম। ১১৩।

চংদপহ [চন্দ্রপ্রভ] অষ্টম তীর্থকর। ১৯৭

চংপগ [চম্পক] চাঁপা। ৩৭

চম্ম [চর্ম] চর্ম। ৬০

চয় [চ্যব] চ্যবন, পতন। ২, ১৪৯, ১৭১। চয়মাণ [চ্যবমান] পতনশীল। ৩। চবণ [চ্যবন] পতন। ১২১

চরিত্ত [চরিত্র] চরিত্র। বিকল্পে 'চরিয়', 'চরিউ'। ১১৪, ১২০। থে ১৩।

চলমাণ [চলমান, চলৎ] চলন্ত। ৯৪, ১৩২, সা ৪৪

চলিয় [চলিত] চলিত। ৪৩

চবল [চপল] চপল। ১৫, ২৮, ২৯

চাউরংত [চাতুরন্ত] চতুঃসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। "ধর্মবর চাতুরন্ত চক্রবর্তিভ্যঃ। ত্রয়ঃ সমুদ্রাশ্ চতুর্থো হিমবান্ এতে চত্বারঃ পৃথিব্যা অন্তাঃ। তেষু ভবাঃ স্বামিতয়েতি চাতুরন্তাঃ। তে চ চক্রবর্তিনঃ। ধর্মেষু বরঃ শ্রেষ্ঠো ধর্মবরঃ। তত্র বিষয়ে চাতুরন্ত-চক্রবর্তিনঃ ইব ধর্মবর-চাতুরন্ত-চক্রবর্তিনঃ।" ১৬, ৮০।

চাউলোদগ [তণ্ডুলোদক] চাউল ধোয়া জল। সা ২৫। চাউলোদণ [তণ্ডুলোদন] ভাত। সা ৩৩-৩৫।

চামীকর—সোনা। চমীকর=স্বর্ণখনি। চমীকরে প্রাপ্ত বস্তু চামীকর। ৩৬

চিচ্চা, চেচ্চা, চেজ্জা [ত্যক্ত্বা] ত্যাগ করিয়া। ১১২। সচ্চ, অমচ্চ প্রভৃতিতে ত্য > চ্চ। এখানে প্রথমাক্ষরে ত্য > চ্চ > চ। ত্যজ্ > চ্চজ > চ্চিজ্ > চ্চেজ্। চেজ্ + ত্বা = চেচ্চা। চিজ্ > চিচ্ + ত্বা = চিচ্চা, চেচ্চা।

চিত্ত [চিত্ত] চিত্ত। ৫, ৫০। চিত্ত [চিত্র] চিত্র। ১৪, ৩২, ৩৭, ৪২, ৪৪, ৪৮, ৬১, ৬৩। চিত্ত, চেত্ত [চৈত্র] চৈত্র। ৯, ১১৫, ২১১। চিত্তা [চিত্রা] চিত্রা। ১৭১, ১৭৪, ১৮২। চিত্তিয় [চিত্রিত] চিত্রিত; চিত্র-খচিত। ৩২

চিংতিয়—চিন্তিত। ১৬, ৯০

চিয়ত্ত [ত্যক্ত] ত্যক্ত। ১১৭। ত্যজ্ > চ্যাজ্ > চিয়জ্ > চিয়চ্। চিয়চ্ + ত = চিয়ত্ত।

চুএ [চ্যুতঃ] চ্যুত, পতিত, অবতীর্ণ। ১

চুন্ন [চূর্ণ] চূর্ণ। ৩২, ৯৮

চেইয় [চৈত্য] চৈত্য। জৈনমন্দিরকে চৈত্য বলে। প্রস্তর স্তূপ, প্রস্তর-বেদী বা প্রস্তর-নির্মিত মন্দির ও প্রাঙ্গণ লইয়া চৈত্য। ১২০, সা ৬৪

চেড় [চেট] চেট। ৬১

চেব [চৈব] -ই। ১৯, ৩৪, ৩৯, ৪১, ৯৪ সা ৩৯, ৬৪

চোক্‌খ [চোক্ষ] চোক্ষ, পবিত্র, চতুর, প্রসন্ন। ১০৫। বিকল্পে চুক্‌খ।

চোদ্দস [চতুর্দশ] চতুর্দশ। ৩, ৪, ১৩৪, ১৩৮। চোদ্দসণ্হং। ৪৯, ৭৬। °পুব্বি। ১৩৮। থে ২।

চোবট্‌ঠিং [চতুঃষষ্টি] চৌষট্টি। ২১১

ছ [ষট্‌] ছয়। ১২২। ছচ্চ [ষট্‌ চ] এবং ছয়। থে ৭। ছম্মাসিএ [ষাণ্মাসিকঃ] ষাণ্মাসিক। সা ৫৭। ছত্তীসং [ষট্‌ত্রিংশৎ] ছত্রিশ। ১৩৫, ১৪৭, ১৭১, ১৭৯। ছট্‌ঠ [ষষ্ঠ] ষষ্ঠ। ১০, ১০৪, ১১৬, ১২০, ১৪৭। থে ৭। ছট্‌ঠী [ষষ্ঠী] ষষ্ঠী। ২। ছায়ালীসং [ষট্‌চত্বারিংশৎ] ছেচল্লিশ। ১৯৩। ছপ্পয় [ষট্‌পদ] ষট্‌পদ, ভৃঙ্গ। ৩৭

ছউমত্থেণ [ছদ্মস্থেন] অজ্ঞতাচ্ছন্ন ভিক্ষু দ্বারা। ছদ্ম = অজ্ঞতার আবরণ। সা ৪৪-৪৫

ছেয় [ছেক] নাগরিক, শিক্ষিত নৈপুণ্যযুক্ত, অভিজ্ঞ। ২৮, ২৯, ৩০

জইয় [জয়িক] জয়ী, জয়যুক্ত। ৯৬

জউব্বেয় [যজুর্বেদ] যজুর্বেদ। ১০।

জচ্চ [জাত্য] সুজাত, অবিমিশ্র। ৪০, ৪১, ১১৮। জচ্চকমল [জাত্যকমল] সুজাত পদ্ম। ৩৫। জচ্চংজণ [জাত্যাঞ্জন] উৎকৃষ্ট অঞ্জন, "মর্দিত অঞ্জন"। ৩৬

জণবয়ে [জনপদ] জনপদ। ৯০, ৯১, ১১২।

জত্থ [যত্র] যত্র, যেখানে। সা ১১, ১২, ১৯।

জমগ [যমক] বাদ্যবিশেষ। ১০২

জংবুদ্দীব [জম্বুদ্বীপ] জম্বুদ্বীপ। ২, ১৫, ২৮

জংভগ [জৃম্ভক। তির্যগ্-লোক-বাসিনো দেবা জৃম্ভকাঃ] জৃম্ভক, তির্যগ্লোকাধিবাসী। ৮৯, ৯৮। জংভিয়গাম [জৃম্ভিকাগ্রাম] গ্রামের নাম। মহাবীরের সিদ্ধিস্থান। ১২০

জম্ম [জন্ম] জন্ম। ১২৯, ১৩০। জম্মণ [জন্ম] জন্ম। ১৯, ৯৯, ১৫৪।

জয়া [যদা] যখন। ৯১, ১০৭, ১৩১

জলজলিংত [জাজ্বল্যমান] জ্বল্ জ্বল্ করা। ৩৬। জলণ (জ্বলন) জ্বলন। জলংত [জ্বলৎ] জ্বলন্ত। ৪২, ৪৪, ৪৬, ৫৯, ১১৮

জলয় [জলদ] জলদ। ৩৬।

জলহর [জলধর] জলধর। ৩৩, ৩৪

জল্ল—জল্লা বরত্রাখেলকাঃ, রাজ্ঞঃ স্তোত্রপাঠকা ইত্যন্যে। শরীর মল্ল। ১০০, ১১৮

জবণিয়া [যবনিকা] পরদা। ৬৩, ৬৯

জবোদগ [যবোদক] যবের জল। সা ২৫

জসবঈ—যশোবতী, যশস্বতী ১০৯। জসংস—যশস্ব, ১০৯। জসোয়া—যশোদা। ১০৯

জসবায় [যশোবাদ] যশোবাদ, স্তুতি, প্রশংসা। ৯০

জহা [যথা] যথা।

জাই [জাতি] জন্ম। ১৮, ১২৪, ১৪৭। —পুষ্পবিশেষ। ৩৭

জাএ [জাতঃ] জাত হন, ভূমিষ্ঠ হন। ১, ৯১, ১০৭, ১১৮। সুজায় [সুজাত] সুজাত। ৯, ৩৫, ৩৩, ৭৯, ১১৮

জাগরিত্তএ [জাগরিতুম্] জাগিতে। সা ৫১। জাগরিয়া [জাগরিকা, জাগর্যা] জাগরণোৎসব। ৫৫, ১০৪। সা ৫১।

জাণবয় [জানপদ] জনপদবাসী। ১০২

জাণিয়ব্বাইং, পাসিয়ব্বাইং, পড়িলেহিয়ব্বাইং [জ্ঞাতব্যানি, দ্রষ্টব্যানি, প্রতিলেখিতব্যানি।] ইন্দ্রিয় সাহায্যে অনুভব করা বা জানা চাই,

চক্ষু দ্বারা দেখা চাই, হৃদয়ঙ্গম করিয়া মনের পটে আঁকিয়া লওয়া চাই। সতর্ক ইন্দ্রিয়, মনোযোগ ও বিচারশক্তি প্রয়োগে প্রণিধান করিয়া দেখা চাই। সা° ৪৪-৪৫

জায় [যাগ] যাগ। ১০৩

জায় [জাত] জাত। ১, ৯, ৩৫, ৭৯

জায়কম্ম [জাতকর্ম] জাতকর্ম। ১০৪

জায়রূব [জাতরূপ] জাত্যবর্ণ, বিমল। ২৪

জাল [জাল] জাল। ৬১।—[জ্বাল] জ্বাল। ৩৬, ৪৬

জাব [যাবৎ] যাবৎ, যে পর্য্যন্ত। পুনরুক্ত বাক্য, বাক্যাংশ বা বাক্যসমূহের সবপদগুলি লিখিত হয় না। যে পদের পরবর্ত্তী পদগুলি লোপ করা হয় তাহার পরে 'জাব' পদ ব্যবহৃত হয়। যেমন : ইমে এয়ারূবে ওরালে জাব সস্‌সিরীএ চোদ্দস মহাসুমিণে—এখানে ৩য় সূত্র হইতে পূর্ণবাক্যটি পূরণ করিয়া লইতে হইবে। 'ওরালে জাব সস্‌সিরীএ' মানে 'ওরালে' হইতে 'সস্‌সিরীএ' পর্যন্ত। 'বন্নও' [বর্ণ, বর্ণক] শব্দ দ্রষ্টব্য।

জাবয়াণং—যাঁহারা জয় লাভ করিয়াছেন তাঁহারা 'জিন', যাঁহারা জয়লাভ করাইয়া দেন তাঁহারা 'জাবয়'। 'জয়' এই শব্দের উত্তর 'আপি' প্রত্যয় যোগে সম্ভাব্য নাম ধাতু * √'জয়াপি'। তাহার সম্ভাব্য রূপ *জয়াপয়তি, ইত্যাদি। জয়াপয়তীতি *'জয়াপয়ঃ'। পচাদ্যচ্ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন; * জয়াপয় > * জয়াবয় > জাবয়। ১৬

জাসুয়ণ—রক্তবর্ণ পুষ্পবিশেষ, জবা, জপা। ৫৯

জিমিয় [জিমিত ? ভুক্ত] ভুক্ত, ভোজন। জিমিয়-ভুত্তুত্তরাগয়া··· সমাণা—জিমিত ও ভুক্ত [ভুক্তি, ভোজন] হইয়া গেলে তাঁহারা আসিয়া। আহার, আচমন ও পুনরাচমন করিয়া। ১০৫।

জিয় [জিত] জিত। ১৬, ৬০, ১১৪

জীয়—আচার। তং জীয়ং এয়ং—তাই আচার (ব্যবহার) ইহাই; অর্থাৎ ইহাই হওয়া উচিত। ২১

জীয় কপ্পিয় [জীতকল্পিক] 'জীত' অর্থাৎ চিরাচরিত প্রথার 'কল্প' যাঁহারা তাঁহারা জীতকল্পিক। ১১০, ১৫৫, ১৭২

জীবংত [জীব্য] জীবন্ত, জ্যান্ত। ৯৪

জীবিয় [জীবিত] জীবিত। ৮৩, ১১১, ১১৯

জীহা [জিহ্বা] জিহ্বা। ৩৫

জুগ [যুগ] যুগ। ১৪৬

জুয়ল [যুগল] যুগল, ৩৬

জুয় [যুপ]। ১০০। জুব [যুপ] যুপ। ২০৯

জুসণা-জুসিএ—জুসণা অর্থাৎ সেবা, জুসণ অর্থাৎ অভ্যাস করিয়াছে যে সে 'জুসণা-জুসিএ'। সংস্কৃত জুষ্ ধাতুর অর্থ ইচ্ছা করা, ভোগ করা, সহ্য করা, অভ্যাস করা ইত্যাদি। টীকাকার জুসণা মানে সেবা এবং জুসিএ মানে ক্ষপিত-শরীরঃ লিখিয়াছেন, কিন্তু সল্লেখনা [অন্ন-পান ত্যাগ করিয়া মৃত্যু বরণ] একটি ব্রত। সুতরাং জুসণা মানে ব্রত। "সংলেহণা-জুসণা-জুসিএ" এই সমস্ত পদটির অর্থ: সল্লেখনা-ব্রত-অভ্যাস-কারী। সা ৫১

জুহিয়া [যূথিকা] যূথিকা, জুঁইফুল। ৩৭

জে সে [যঃ সঃ, যঃ অসৌ] সেই যে।

জোইস [জ্যোতিস্] জ্যোতিষ। ৩৮, ৩৯। জোইস [জ্যোতিষ্ক] জ্যোতিষ্ক। ৯৯

জোঈরস [জ্যোতীরস] জ্যোতীরস, একটি রত্নের নাম। ২৭

জোগ [যোগ] যোগ। ২, ৪৬, ৯৬, ১১৬, ১২১

জোগ্গ [যোগ্য] যোগ্য। ৬০

জোয়ণ [যোজন] যোজন। ২৭, ২৯। সা ৯-১৩, ৬২

জোব্বণগ [যৌবনক] যৌবন। ১০, ৫২, ৮০

ঝয় [ধ্বজ] ধ্বজ। ৪, ৩৩, ১০০

ঝল্লরী—বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। ১০২, ১১৫

ঝাণ [ধ্যান] ধ্যান। ৯২, ১১৪

ঝাণংতরিয় [ধ্যানান্তরিত] ধ্যানান্তরিত। ১২০, ১৫৯

ঝিয়াই [ধ্যায়তে] ধ্যান করে। ৯২

ঠবেই [স্থাপয়তি] থোয়, স্থাপন করে। ৬৯

ঠাই [স্থায়ী] স্থায়ী। ১২৯, ১৩০।

ঠাইত্তএ [স্থাতুম্] থাকিতে। সা ৫২

ঠাণ [স্থান] স্থান। ১৬, ৩৬, ৮৯। সা ৫২

ঠাবেই [স্থাপয়তি] স্থাপন করান। ১১৬

ঠিই [স্থিতি] স্থিতি। সৃষ্টি, স্থিতি, লয়,—এই তিনটি ক্রমের মধ্যমটি। ২, ১২১, ১২৯, ১৩০, ১৪৫।

ঠিই-পড়িয়া [স্থিতি পতিতা (?)—য়াকোবি।]

'পড়িয়া' শব্দ দুই প্রসঙ্গে পাওয়া গিয়াছে: (১) ঠিই পড়িয়া, (২) পিণ্ডবায়-পড়িয়া।

সিদ্ধত্থে রায়া······মহয়া ইড্‌ঢীএ······দসদিবসং ঠিইপড়িয়ং করেই। ১০২ [সিদ্ধার্থ রাজা মহা ঋদ্ধির সহিত দশ দিবস স্থিতিপ্রতীজ্যা করিলেন।] দসাহিয়াএ ঠিইপড়িয়াএ বট্টমাণীএ সইএ য় সাহস্‌সীএ য় সয়-সাহস্‌সিএ য় জাএ য় ভাএ য় দলমাণে য় দবাবেমাণে য় বিহরই। ১০৩। [দশ-দিন-ব্যাপিনী স্থিতি প্রতীজ্যা কালে শত শত, সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ যাগ, দায় ও ভাগ দান করিয়া এবং দান করাইয়া বিহার করিলেন।] মহাবীরস্‌স অম্মা-পিয়রো পঢ়মে দিবসে ঠিই-পড়িয়ং করেংতি। ১০৪। [মহাবীরের মাতাপিতা প্রথম দিবসে অর্থাৎ জন্মদিবসে স্থিতি প্রতীজ্যা করিলেন।] এই তিনটি বাক্যের প্রসঙ্গ হইতে বুঝা যায় যে 'ঠিই-পড়িয়া' পুত্র-জন্মকালীয় অনুষ্ঠান বা উৎসব বিশেষ। জৈন গৃহীদের জন্য নির্দিষ্ট ছয়টি (ইজ্যা, বার্তা, দত্তি, স্বাধ্যায়, সংযম ও তপঃ) অনুষ্ঠানের প্রথমটি ইজ্যা অর্থাৎ দেবতা, গুরু ও শাস্ত্রাদির পূজা, অর্চনা, উৎসব। স্থিতি অর্থাৎ জাতকের জীবৎকাল বা আয়ু উপলক্ষ্য করিয়া যে ইজ্যা তাহাকে 'স্থিতি-প্রতীজ্যা' বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রসঙ্গে পাইতেছি পিণ্ডপাত-প্রতীজ্যা [পিণ্ডবায়-পড়িয়া]। গৃহস্থ-গৃহে 'পিণ্ডপাত' বা ভোজন-প্রাপ্তির জন্য নিগ্রন্থ কর্তৃক অনুষ্ঠেয় অনুষ্ঠান-বিশেষ ও তৎসম্পর্কে বিধিনিষেধকে 'পিণ্ডবায়-পড়িয়া' বলা হইয়াছে। সা ৩২, ৩৬, ৩৭, ৩৯।

ঠিতিয়া, ঠিয়া [স্থিতিক] স্থিতিক, স্থিতিকাল। ২, ১৭১, ২০৬।

ঠিয় [স্থিত] স্থিত। ৪১, ১৩২। সা ৪৫

ডজ্ঝংত [দহ্যমান] দহ্যমান। ৩২, ৪৪, ৫৭, ১০০

ণং [ননু] বাক্যালঙ্কারে অব্যয়।

ণ্হায়, ন্হায় [স্নাত] স্নাত। ৬৬, ৯৫, ১০৪

তইয় [তৃতীয়] তৃতীয়। ১০৪। থে ৭, ৮।

তএ, তও [ততঃ] তারপর। ৫, ৮, ১২, ২৭, ৩৩, ৪৮, ৫০, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭

তও [ত্রয়ঃ] তিন। ১০৮, ১০৯, ১২২। সা ৬০

তং [তত্র] সেখানে। "তং ইতি পদং তত্রেত্যর্থে সম্ভাব্যতে।"

"তং বেউব্বিয়া পড়িলেহা সাইজ্জিয়া পমজ্জণা"—তত্র বেউব্বিয়া [পুনঃপুনঃ] প্রতিলেখা [পর্যবেক্ষণং], সাইজ্জিয়া [যথেচ্ছং, পুনঃ পুনঃ] প্রমার্জনা [মালিন্যমোচনাদি ক্রিয়া]।

'বেউব্বিয়া' ও 'সাইজ্জিয়া' উভয় শব্দের অর্থ 'ঘন ঘন', 'বারে বারে'। সা ৬০ সূত্রে উপাশ্রয় স্থানের ঘন ঘন পর্যবেক্ষণ ও বারে বারে সংমার্জন নির্দিষ্ট হইয়াছে।

টীকাকারের ব্যাখ্যা এখানে অস্পষ্ট ও উদ্ধৃতিভারাক্রান্ত :—

"বেউব্বিয়া পড়িলেহা কচিচ্চ বেউট্টিয়া পড়িলেহা ইতি দৃশ্যতে। উভয়ত্রাপি পুনঃপুন রিত্যর্থঃ। সাইজ্জিয়া পমজ্জণা ইতি আর্ষে : "জে ভিকখূ হত্থকম্মং করেই করিতং বা সাইজ্জই" ত্তি বচনাৎ। সাইজ্জি ধাতুর্ আস্বাদনে বর্ত্ততে। তত উপভুজ্যমানো য উপাশ্রয়ঃ স, কয়মাণে কড়ে ত্তি ন্যায়াৎ সাইজ্জিউ ত্তি ভণ্যতে। তৎসম্বন্ধিনী প্রমার্জনা সাইজ্জিয়া। যস্মিন্ উপাশ্রয়ে স্থিতাস্ তং প্রাতঃ প্রমার্জয়ন্তি, ভিক্ষা-গতেষু সাধুষু, পুনর্ মধ্যাহ্নে, পুনঃ প্রতিলেখনাকালে তৃতীয়প্রহরান্তে, ইতি বারচতুষ্টয়ং প্রমার্জয়ন্তি বর্ষাসু, ঋতুমধ্যে ত্রিঃ। অয়ং চ বিধির্ অসংসক্তে, সংসক্তে তু পুনঃ পুনঃ প্রমার্জয়ন্তি, শেষোপাশ্রয়দ্বয়ং তু প্রতি দিনং প্রতিলিখন্তি প্রত্যবেক্ষন্তে। মা কোঽপি তত্র স্থাস্যতি, মমত্বং বা করিষ্যতি ইতি। তৃতীয় দিবসে পাদপ্রোঞ্ছনকেন প্রমার্জয়ন্তি। অত

উক্তম্ঃ বেউব্বিয়া পড়িলেহ ত্তি কচিৎ সাইজ্জিয়া পড়িলেহ ত্তি দৃশ্যতে। তত্রাপি প্রতিলেখনা প্রমার্জনয়োর্ ঐক্য বিবক্ষয়া স এবার্থঃ।"

তং [ত্বম্] তুমি। ১১৪

তচ্চ [তৃতীয়] তৃতীয়। ৩০, ৫৩, ১৪৬। সা ৬৩।

তচ্চ [তথ্য] তথ্য। সা ৬৩

তড়ি [তড়িৎ] তড়িৎ। ৩৫

· তণা [তৃণানি, বহুবচনে আ-কার] তৃণ। সা ৫৫।

তত্তে [ততঃ] তারপর। ৫৬, ৫৮, ৫৯, ৮২, ৮৪

তত্তো [ততঃ] তারপর। থে ১৩

তথ [তত্র] তত্র। ১৫, ৬১, ৭৪, সা ২৬, ৩৩, ৩৫, ৩৮, ৩৯

তংত [তন্ত্র] তন্ত্র। ১০

তংতী [তন্ত্রী] তন্ত্রী, তার। ১৪, ৯২, ১১৫

তংব [তাম্র] তাম্র, তাঁবা। ৩৬

তয়া [তদা] তদা, তখন। ৯১ ১০৭ ১৩১।

তয়া [ত্বচ্] ত্বক্, চর্ম। ৬০

তলতাল—বাদ্যবিশেষ, করতাল। ১৪, ৯২, ১১৫

তব-সংপউত্তা [তপঃসংপ্রবৃত্তা] তপস্যায় প্রবৃত্ত, তপস্যারত। সা ৬১

তবস্সী [তপস্বী] তপস্বী। সা ২০, ৬১

তবোকম্ম [তপঃকর্ম] তপঃকর্ম। সা ৫০

তহা [তথা] তথা, সেইভাবে। সা ২-৮, ৫৩ ৫৫

তা [তাবৎ] তাবৎ। সা ৫২

তায়ত্তীস [ত্রয়স্ত্রিংশৎ] তেত্রিশ। ১৪

তারিস [তাদৃশ] তাদৃশ। ৩২, ৪৯, ৭০

তালমূলয় [তালমূলক] তালের মূল। সা ৪৫

তালায়র [তালাচর] তালাচর, সঙ্গীতের সঙ্গী, অনুচর। ১০০, ১০২, ১১৫

তাবিয় [তাপিত] তাপিত। ৩৫

তি [ইতি] ইতি। ২১, ত্তি ২৮

তি-বাস [ত্রি+বর্ষ] ত্রিবর্ষ। ১৯৫-২০৩

তিক্‌খ [তীক্ষ্ণ] তীক্ষ্ণ। ৩৪, ৩৫

তিক্‌খুত্তো [ত্রিকৃত্বঃ] তিনবার, তিনগুণ। ১৫। সা ৪৮

তিণ [তৃণ] তৃণ। ১১৯

তিতিক্‌খই [তিতিক্ষতে] তিতিক্ষা করে। ১১৭

তিত্ত [তিক্ত] তিক্ত। ৯৫

তিত্তীস [ত্রয়স্ত্রিংশৎ] তেত্রিশ। ২০৬

তিত্থ [তীর্থ] তীর্থ। ১১২

তিন্ন [তীর্ণ] তীর্ণ। ১৬

তিন্নাণ [ত্রিজ্ঞান] ত্রিবিধ জ্ঞান, তিনটি জ্ঞান। ৩, ২৯

তিন্নি [ত্রীণি] তিন। ১৩৮, ১৬৪

তিরিক্‌খ জোণিয় [তির্যগ্ যোনীয়] তির্যগ্-লোক-ভব দেবগণ বা রাক্ষসগণ কৃত উপদ্রব। ১১৭

তিরিয়-জংভগ [তির্যগ্-জৃম্ভক] তির্যগ্‌লোকে জাত দেবতা বা অপদেবতা। ৮৯, ৯৮

তিরিয়ং [তির্যক্] তির্যক্। ২৮

তিলগ, তিলয় [তিলক] তিলক। ৩৮ ৫১। = পুষ্প বিশেষ। ৩৭, ৭৯।

তিলিতিলিয়—জল-জন্তু-বিশেষ। ৪৩

তিলোদয় [তিলোদক] তিল জল। সা ২৫

তিল্ল [তৈল] তেল। ৬০

তিবলিয় [ত্রিবলীক] ত্রিবলী। ৩৬

তিসরিয় [ত্রিসরিকা] তে-নহরী। ৬১

তীয় [অতীত] অতীত। ২১

তীরিত্তা [তীরয়িত্বা] পার হইয়া। সা ৬৩

তীসইম [ত্রিংশ] ত্রিংশত্তম। ১৬৯। তীসং [ত্রিংশৎ] ত্রিশ। ১১০, ১৪৭, ১৫৭, ২০২

তুট্‌ঠ [তুষ্ট] তুষ্ট। ৫, ৮, ৪৭, ৫০। তুট্‌ঠি তুষ্টি। ৯, ৫১, ১২০

তুড়িয় [তূর্য] তূর্য। ১৪, ১০২, ১১৫

তুড়িয় [ত্রুটিক] বাহুরক্ষক, বাহুভূষণ। ১৫, ৬১

তুপ্প [তুপ্য] ম্রক্ষিত, মাখান। ৩৪

তুব্‌ভং, তুব্‌ভে, তুমং, তুম্‌হং—তুমি, তোমরা।

তুংববীণিয় [তুম্ব-বীণা-বাদক] তুম্ব বাদক। ১০০

তুয়ট্টই [ত্বগ্‌বর্তয়তি] ৯৫

তুরিয়—ত্বরিত। ১৫, ২৮, ২৯, ৪৩

তুরুক্ক—তুরস্ক দেশীয় সুগন্ধ দাহ্য পদার্থ। ৩২, ৪৪, ৫৭, ১০০

তুসোদয় [তুসোদক] আমানি, অথবা চাউল-ধোয়া জল। সা ২৫

তূণইল্ল [তূণযুক্ত] তূণযুক্ত। ১০০

তেইচ্ছি [চিকিৎসা] চিকিৎসা। সা ৪৯

তেণউয় [ত্রিনবতিতম] ত্রিনবতিতম। ১৪৮

তেণিয় [স্তৈন্য] চুরি। সা ১৯

তেণেব ভব-গ্গহণেণং [তেনেব ভবগ্রহণেন] এক জন্মেই, ইহজন্মেই, জন্মান্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া। তেণেব=বিনা পরিবর্তনে অভিন্ন জন্মে। সা ৬৩

তেয় [তেজঃ] তেজ। ৬১। তেএ। ১১৮। তেয়সা। ৩৯, ৫৯, ১১৮।

তেয় [স্তম্ভ] স্তম্ভ। ৪৪

তেরস [ত্রয়োদশ] তেরো। ১৩৯। তেরসমো ত্রয়োদশ। ১২০, তেরসী—ত্রয়োদশী। ৩০, ৯৬।

তেলোক্ক [ত্রৈলোক্য] ত্রৈলোক্য। ৮০, ৮৬, ১১৪

তেল্ল [তৈল] তেল। ৬০। সা ১৭

তেবট্‌ঠিং [ত্রয়ঃষষ্টি] তেষট্টি। ২১১ ২২৭

তেবীসাএ [ত্রয়োবিংশত্যা] তেইশে। ২

তেসীইং [ত্র্যশীতি] তিরাশি। ১৬৮, ২২৭। তেসীইম—ত্র্যশীতিতম। ৩০

ত্তি বেমি [ইতি ব্রবীমি] এই বলিলাম। বক্তা ভদ্রবাহু। সা ৬৪

থণ [স্তন] স্তন। ৩৬

থংভিয় [স্তম্ভিত] স্তম্ভিত। ১৫, ৬১

থল [স্থল] স্থল। সা ১২

থাম [স্থাম] স্থাম, সুস্থিততা। ১১৮

থির [স্থির] স্থির। ৩৪, ৩৫, থে ১৩

থেজ্জ [স্থৈর্য] স্থৈর্য। সা ১৯

থের [স্থবির] [স্থবিরো জ্ঞানাদিষু সীদতাং স্থিরীকর্তা, উদ্যতানাম্ উপবৃংহকশ্চ] জড়-ভাবাপন্ন শিক্ষার্থীর জড়তানাশ ও খরধী শিক্ষার্থীর আগ্রহবর্ধন স্থবিরদিগের কাজ। সা ৪৬, ৫, ৬, ৬৯।

থের-কপ্পং [স্থবিরকল্প] স্থবিরদিগের আচার-বিষয়ে বিধি-নিষেধ, নৈতিক জীবন যাপনের নিয়ম। সা ৬৩, ৫৭

থেরাবলী [স্থবিরাবলী] স্থবিরাবলী, স্থবিরদিগের বংশতালিকা। থে ৪

থেরিয়া [স্থবিরা] স্থবিরা। পালি 'থেরী'। সা ৩৯

থোব [স্তোক] স্তোক। ১১৮, ১২৪

৭ সাত নিশ্বাসে এক স্তোক [থোব] হয়। বহুতর নিশ্বাসে এক ক্ষণ [ছণ] হয়। মতান্তরে ৬ ছয় নাড়িকায় এক ক্ষণ। ছয় ক্ষণে এক ঘাটি। ৭ স্তোকে এক লব হয়। ৭০ লবে এক মুহূর্ত্ত হয়।

দইয় [দয়িত] দয়িত। ৩৮

দংসণ [দর্শন] দর্শন। ১, ১৬, ১১১, ১১৪, ১২০, ১৪০, ৯, ৩৯, ৪৬

দংসণিজ্জ [দর্শনীয়] দর্শনীয়। দংসণিয়া [দর্শনিকা] দর্শনিকা। ১০৪

দক্‌খ [দক্ষ] দক্ষ, নিপুণ। ৬০, ১১০, ১৫৫

দগ, দক, [উদক] জল। ৩৮। সা ২৯। দএ [উদক] জল। সা ২৯। দয়। [উদক] জল। সা ২৯

দগ-রয় [উদকরজস্] জলবিন্দু। "দকরজো বিন্দুমাত্রম্। দকো বহবো বিন্দবঃ। দকফুসিয়া ফুসারম্ অবশ্যায় ইত্যর্থঃ।" সা ২৯

দগ-রয় [উদকরয়] জলস্রোত। শুভ্রত্বের উপমা। ৩৩, ৩৫, ৩৬ ৩৮, ৪০।

দট্‌ঠব্ব [দ্রষ্টব্য] দ্রষ্টব্য। ১৮৭ দট্‌ঠুণ [দৃষ্ট্বা] দেখিয়া। ৪৬

দত্তি [< দত্তি=দান] দান, একজনের নিকট প্রাপ্ত দান এক দত্তি। সা ২৬। ভিক্ষা। পংচ দত্তিও—পাঁচজনের নিকট প্রাপ্ত ভিক্ষা।

সংখা দত্তিয়স্স [< সংখাদত্তিকস্য] সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া যাহার দান গ্রহণের অনুমোদন হয়। পাঁচ বাড়ীতে যাহার ভোজন গ্রহণের অনুমোদন থাকে, সে পঞ্চাধিক গৃহে ভোজন গ্রহণ করিতে পারে না। টীকাকার কোনও ব্যাখ্যা দেন নাই: "সংখ্যয়োপলক্ষিতা দত্তয়ো যস্যেতি সংখ্যাতদত্তিকস্তস্য। দত্তিপরিমাণবতা ইত্যর্থঃ।" কিন্তু 'দত্তি' শব্দের অর্থ তিনি দিলেন না।

দদ্দর [দর্দর] দর্দর, সুগন্ধ গন্ধদ্রব্য, দরদ-দেশীয়। ১০০

দংত [দান্ত] দান্ত, পোষ-মানা। ৩৪

দংত—দন্ত। ৩৩

দপ্পণ [দর্পণ] দর্পণ। ৩৮

দপ্পণিজ্জ [দর্পণীয়] বলকারক। ৬০

দরিদ্দ [দরিদ্র] দরিদ্র। ১৭, ১৯

দবাবেমাণ [দাপয়ন্] দাবিয়া রাখা। ১০৩

দবিণ [দ্রবিণ] দ্রবিণ, ধন। ১৭১।

দবিয় [দ্রব্য] দ্রব্য, গুণাশ্রয়। ১০৮

দব্ব [দ্রব্য] দ্রব্য, উপকরণ পদার্থ। ১১৮, ১২৮। সা ৮৫

দস [দশ] দশ। ৫, ৩৭, ১০২। দসমী—দশমী। ১০৩, ১২০ দসাহিয়—দশাখ্য (?), দশদিনব্যাপী। ১০৩

দহ [হ্রদ] হ্রদ। ৩৬

দহি [দধি] দই। সা ১৭

দাইজ্জমাণ [দর্শ্যমান] দর্শিত হইতে হইতে। ১১৫

দাইয় [দায়িক] দায়িক। ১১২

দাঢ়া [দংষ্ট্রা] দীর্ঘাকার দাঁত। ৩৫

দায়ারেহিং [দাতৃভিঃ] দাতৃগণ-কর্তৃক। ১১২

দারগ [দারক] দারক, পুত্র। ৯, ১০, ৫১, ৭৯, ৮০, ৯১, ৯৬

দাহিণ [দক্ষিণ] দক্ষিণ, ডান। ১৪, ১৫, ১১৫

দিট্‌ঠ [দৃষ্ট] দৃষ্ট, দেখা। ৯, ১১, ৫১, ৭৪, ৭৯

দিট্‌ঠিয়া [দৃষ্টিকা] দৃষ্টি। ৯২

দিণকর, —'য়র [দিনকর] দিনকর, সূর্য। ৪, ৩২, ৫১, ৫৯, ৭৯

দিত্ত [দীপ্ত] দীপ্ত। ৩৯, ৬১, ১১৮।

দিন্ন [দত্ত] দত্ত, দেওয়া। ১০০

দিপ্পংত—দীপ্যমান। ৪১, ৪৪, ৬১

দিপ্পমাণ [দীপ্যমান] দীপ্যমান। ৪১, ৪৪, ৬১

দিব্ব [দিব্য] দিব্য। ২৮, ২৯, ৪৪, ১১৭।

দিসা [দিক্] দিক্। ৩৬, ৩৭, ৯৬। সা ৬১।

দিসী [দিক্] দিক্। ২৭, ২৯, ৬৩। সা ৬১

দীণার [দীনার] দীনার, মুদ্রাবিশেষ। ৩৬

দীব [দীপ] প্রদীপ। ১৬, ৫১, ৭৯

দীব [দ্বীপ] দ্বীপ, মহাদেশ। ২, ১৫, ২৮, ১৪২

দীবণিজ্জ [দীপনীয়] দীপনীয়, উদ্দীপক, তেজোবর্ধক। ৬০

দীবয়ংত [দীপয়ন্] আলোকিত করিয়া। ৩৪, ৪১

দীহ [দীর্ঘ] দীর্ঘ। ৯, ৫১, ৮১, ১১৮

দুক্‌খ [দুঃখ] দুঃখ। ১১৯। সা ৬৩

দুগুল্ল [দুকূল] দুকূল, বস্ত্র। ৩২

দুচ্চ, দোচ্চ [দ্বিতীয়] দ্বিতীয়, দ্বিতীয়বার। ২৮

দুদ্ধরিস [দুর্ধর্ষ] দুর্ধর্ষ। ১১৮

দুংদুহি [দুন্দুভি] দুন্দুভি। ৪৪, ১০২, ১১৫

দুন্নিরিক্‌খ [দুর্নিরীক্ষ্য] দুর্নিরীক্ষ্য। ৩৯

দুপ্পয়ার [দুঃপ্রচার] দুঃপ্রচার। ৩৯

দুব্‌বল [দুর্বল] দুর্বল। সা ৬১

দুরারাহএ [দুরারাধ্যকঃ, দুরারাধ্যঃ] দুঃসাধ্য, দুরধিলভ্য, দুর্গম,

ছুলভ। ১৩৩। এই শব্দের অনুকরণে অনুপাত-জাত শব্দ (analogical formation) : সুয়ারাহএ [সু-আরাধ্যঃ] সহজ-প্রাপ্য, সুলভ। সা ৫৩-৫৪

ছুবালস [দ্বাদশ] দ্বাদশ। ১২০, ১২২, ১৪৭, ১৬৮, ১৮১

ছুবিহ [দ্বিবিধ] দ্বিবিধ। ১৪৬, ১৮১

ছুস্সম-সুসমা—দুঃসম-সুষমা—যুগের নাম। ২

দুইজ্জত্তএ [দ্বিতুম্] বিচরণের জন্য, পর্যটনের জন্য। সা ৪৭

দূমিয় [ধবলিত, ছ্যুমিত] উজ্জ্বল, শুভ্র। ৩২

দূয় [দূত] দূত। ৬১।

দূস [দূষ্য-বস্ত্র] বস্ত্র, পরিচ্ছদ। ৬১, ১১৬, ১৫৭

দেবগই [দেবগতি] দেবগতি। 'গই' ['গতি'] দ্রষ্টব্য। ২৮, ২৯

দেবত্ত [দেবত্ব] দেবত্ব। ১১০

দেবয় [দৈবত] দেবতা। ১১০

দেবরায়া [দেবরাজ] দেবরাজ। ১৪, ২৯, ৩৩, ২৭, ১৬, ২১

দেবাণংদা [দেবানন্দা] একটি রাত্রির নাম। মহাবীরের নির্বাণ রাত্রি। ১২৪

দেবাণুপ্পিয় [দেবানাং প্রিয়ঃ] দেবানুপ্রিয়। ৬, ৭, ৯, ১১

দেবিড্ঢি [দেবর্ধি] দৈব ঋদ্ধি। ১৪১।

দেবর্ধিগণী ক্ষমাশ্রমণ। থে ১৩

দেবিংদ [দেবেন্দ্র] দেবেন্দ্র। ১৪, ১৬, ২১, ২৭, ২৯

দেসং ভোচ্চা দেসমাদায় [দেশং ভুক্ত্বা দেশমাদায়, দেশ = অংশ] একাংশ ভোজন করিয়া অপরাংশ লইয়া। সা ২৯

দো [দ্বৌ] দুই। ১০৮, ১২৯, ১৩০

দোচ্চ [দ্বিতীয়] দ্বিতীয়, দুইবার। ৫৩, ৯৬, ১২০। সা ৬৩

দোণমুহ [দ্রোণমুখ। দ্রোণমুখানি যত্র জলস্থলপথাবুভাবপি স্তঃ] জলপথ ও স্থলপথ উভয়বিধ পথ যে নগরে পাওয়া যায়। ৮৯

দোবারিয় [দৌবারিক] দৌবারিক। ৬১

দোস [দ্বেষ] দ্বেষ। ১১৪, ১১৮

দোহল [দোহদ] দোহদ। ৯৫

ধগধগাইয় [ধ্বগ্‌ধ্বগায়িত] ধ্বগ্‌ ধ্বগ্‌ করিতেছে যাহা, ধ্বগ্‌-ধ্বগে। ৪৬

ধণ [ধন] ধন। ৯০, ৯১, ১০৬, ১১২

ধণিয় [ধনিকা, ধটিকা] ধটিকা, ধড়া। ১১৪

ধন্ন [ধন্য] ধন্য। ৩, ৫, ৬, ৯, ৩১, ৩৩

ধন্ন [ধান্য] ধান্য। ৯০, ৯১, ১০৬, ১১২

ধম্মজাগরিয়ং [ধর্মজাগরিকাম্‌] ধর্মজাগরণ ব্রত। এই ব্রত গ্রহণ করিয়া ব্রতীকে ধর্মাখ্যান শুনিয়া রাত্রি জাগরণ করিতে হয়। সা ৫১

ধম্মিয় [ধার্মিক] ধার্মিক। ৫৫

ধয় [ধ্বজ] ধ্বজ। ৪০

ধরিজ্জমাণ [ধার্যমাণ] যে ধরিয়া আছে সে, ছত্রধারী। ৬১

ধাবমাণ [ধাবমান] ধাবমান। ৪৩

ধারগ [ধারক] ধারক। ১০, ৬৪, থে ২

ধিই [ধৃতি] ধৃতি। ১১৪

ধীমং—ধীমান্‌। ১০৮

ধূয়া [দুহিতা] দুহিতা, কন্যা, ঝি। ১০৯

ধূব [ধূপ] ধূপ। ৩২, ৪৪, ৫৭, ১০০

নঈ [নদী] নদী। ৪৩, ১২০। সা ১১

নক্‌খত্ত—নক্ষত্র। ২, ৯৬, ১১৬

নংগলিয় [লাঙ্গলিক] লাঙ্গলধারী কৃষক। ১১৩

নট্ট [নাট্য] নাট্য। ১৪

নট্টগ [নর্তক] নর্তক। ১৩০

নড় [নট] নট। ১০০

নত্তুঈ [নপ্তৃকা] নপ্‌ত্রী, নাত্‌নী। ১০৯

নত্থ [ন্যস্ত] ন্যস্ত। ৬৮

নত্থি [নাস্তি] নাই। ১১৮। সা ৫৯

নমো [নমঃ। অকারের পর স্‌ জাত বিসর্গ থাকিলে ঐ অকার ও বিসর্গ উভয়ে মিলিয়া প্রাকৃতে ও-কার হয়। নমঃ > নমো। রাজ্ঞঃ > রন্নো। র-জাত বিসর্গ হইলেও অনেক ক্ষেত্রে এ বিধি খাটে। প্রাতঃ > পাও। জৈন প্রাকৃতে আদ্য ন-কার ও ন্ন-এই যুক্ত বর্ণে দন্ত্য ন বিহিত হয়, অন্ত সর্বত্র মূর্ধণ্য ণ। প্রাকৃতে চতুর্থী বিভক্তি নাই; নমো যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। নমো অরিহংতাণং<অর্হতাম্‌<অর্হদ্ভ্যঃ] নমস্কার। ১, ১৬

নমোক্কার [নমো+কার >নমোক্কার। সংস্কৃত নমস্কার] নমস্কার। ১

নয়র [নগর] নগর।

নরিংদ—নরেন্দ্র। ৬১

নবণীয় [নবনীত] ননী। সা ১৭

নবমালিয়া—নবমল্লিকা। ৩৭

নহ [নখ] নখ। ৫, ৩৫, ৩৬, ১৫৩। সা ৪৩

নহ [নভস্‌] আকাশ। ৩৫, ৪৪, ১১৮

নাই [জ্ঞাতি] জ্ঞাতি। ১০৪

নাইক্কমংতি [নাতিক্রমন্তে] অতিক্রম করেন না, পার হন না। সা ৬৩

নাইয় [নাদিত] নাদিত, শব্দিত। ১০২, ১১৫

নাড়ইজ্জ [নাটকীয়] নাটকীয়। ৯২, ১০২

নাড়য় [নাটক] নাটক। ১১৫

নাণ [জ্ঞান] জ্ঞান। ১, ১৬, ১১২, ১১৪, ১৪০। নাণী—জ্ঞানী। ১৩৯, ১৪০

নাণা [নানা] নানা। ৩৬, ৪৮, ৬১, ৬৩

নামধিজ্জ [নামধেয়] নামধেয়, নাম। ৯১ ১০৭, ১০৮, ১০৯

নায় [জ্ঞাতি] জ্ঞাতি। ১০৪, ২১, ৯০, ১০৫, ১১০।

নায়গ [নায়ক] নায়ক। ১৬, ৩৯, ৮০, ৮৬

নায়য় [জ্ঞাতিক] জ্ঞাতি। ১০৪, ১০৫, ১১০

নায়য় [জ্ঞাতিজ] জ্ঞাতিজ। ১২৭

নায়ব্ব [জ্ঞাতব্য] জ্ঞাতব্য। থে ৭

নাহ [নাথ] নাথ। ১৬, ১১১

নিউণ [নিপুণ] নিপুণ। ১৫, ৬১

নিক্খমণ—নিষ্ক্রমণ। ১৯, ১১২। নিক্খম্ম—নিষ্ক্রম্য। সা ৮

নিক্খেবণা [নিক্ষেপণা] নিক্ষেপ। ১১৮

নিগিজ্ঝিয় নিগিজ্ঝিয় [নিগৃহ্য নিগৃহ্য] ধরিয়া ধরিয়া (বর্ষণ), থাকিয়া থাকিয়া, থামিয়া থামিয়া (বৃষ্টি)। "স্থিত্বা স্থিত্বা বর্ষতি"। সা ৩২, ৩৬, ৩৭

নিগ্গংথ [নির্গ্রন্থ] নির্গ্রন্থ। নিগ্গংথী [নির্গ্রন্থী] নির্গ্রন্থী। ১৩০—৩২। সা ৬, ৭,

নিগ্গয়—নির্গত। ৬১ থে ৫

নিগ্গোহ [ন্যগ্রোধ] ন্যগ্রোধ, বটবৃক্ষ। ২১২

নিগ্ঘংট [নির্ঘণ্ট] নির্ঘণ্ট, কোষগ্রন্থ, অভিধান। ১০

নিগ্ঘায়ণ [নির্ঘাতন] নির্ঘাতন। ১১৯

নিগ্ঘোস [নির্ঘোষ] নির্ঘোষ। ১৩২, ১১৫

নিচ্চসংদণা [নিত্যস্যন্দনা] নিত্যস্রোতাঃ। যে নদীতে বারো মাস স্রোত বহে। সা ১১

নিচ্চোয়গা [নিত্যোদকা] যে নদীতে বারো মাস জল থাকে। সা ১১

নিজ্জুহিয়ব্বে [নির্বূহিতব্যঃ] সংঘ-বহিষ্কৃত করিতে হইবে (to be rusticated)। সা ৫৮

নিদ্দিট্ঠ [নির্দিষ্ট] নির্দিষ্ট। ২, ১৬, ২১

নিদ্ধ [স্নিগ্ধ] স্নিগ্ধ। ৩৪, ৩৬, ৯৫

নিদ্ধমণ [নির্ধমন] [নিদ্ধমণং খালং, গৃহাৎ সলিলং যেন নির্গচ্ছতি] নর্দমা, নালা, ঘুলঘুলি। সা ২। গাম-নিদ্ধমণেসু—গ্রাম-নির্ধমনেষু। গ্রাম্য নির্ধমনসমূহে, নয়ানজুলিতে। ৮৯

নিদ্ধূম [নির্ধূম] ধূমহীন। ৪৬

নিপ্ফংদ [নিঃস্পন্দ] স্পন্দনহীন। ৯১, ৯৬, ১০৭

নিপ্‌ফন্ন—নিষ্পন্ন। ৯১, ৯৬, ১০৭

নিভেলণ [গৃহ]—'সোম-লচ্ছী-নিভেলণং'—কলসের বিশেষণ। ৪১

নিম্মল [নির্মল] নির্মল। ৪১

নিম্মাঅ [নির্মাত্র] অভ্যস্ত। ৬০

নিম্মিঅ [নির্মিত] নির্মিত। ৩৫

নিয়গ [নিজক] আপনার জন, আত্মীয়। ৩৫, ১০৪, ১০৫

নিয়র—নিকর। ৫৯

নিরংজণ [নিরঞ্জন] নিরঞ্জন, নিষ্কলঙ্ক। ১১৮

নিরবকংখে [নিরবকাঙ্ক্ষঃ] আকাঙ্ক্ষাহীন, উদাসীন। জীবনে-মরণে ইচ্ছাবিহীন। বাঁচিতেও আকাঙ্ক্ষা নাই, মরণেও আকাঙ্ক্ষা নাই যাঁহার। ১১৯

নিরবচ্চ [নিরপত্য] অপত্যহীন, শিষ্য-শূন্য, নির্বংশ। থে ২

নিরুত্ত [নিরুক্ত] নিরুক্ত, ব্যুৎপত্তিশাস্ত্র। ১০

নিরুদ্ধ—মৎস্যবিশেষ। ৪৩

নিরুবলেব [নিরুপলেপ] টিপলেপবিহীন। ১১৮

নিরেয়ণ [নিরেজন] সঞ্চালনবিহীন, মৃতবৎ স্তব্ধ। ৯২

নিলিজ্জিজ্জা [নিলীয়েত] শোয়াইয়া বা লুকাইয়া রাখিবে। সা ২৯

নিলিংত [নীলায়মান, কৃতনীলবর্ণ] নীলবর্ণে রঞ্জিত। ৩৭

নিল্লালিয় [নিঃসৃত-লাল, লালায়িত] লালাযুক্ত। ৩৫

নিবইজ্জা [নিপতেৎ] যদি নিপতিত হয়, যদি পড়ে। সা ২৯, ৩২, ৩৬-৭

নিবড়ই [নিপততি] পতিত হয়, পড়ে। সা ৩০

নিবত্তিএ [নিবর্তিতে] নিবৃত্ত করা হইলে। ১০৪

নিবয়মাণংসি [নিপততি সতি। নি + পত্ > নিবয়্। তদুত্তরে শানচ্ (মান) প্রত্যয়। 'নিবয়মাণ' শব্দের সপ্তমী বিভক্তিতে নিবয়মাণংসি (< নিবয়মাণ + স্মিন্ > সৃসিং > ংসি)] বৃষ্টি পড়িতে থাকিলে। সা ২৮

নিবেসেই [নিবেশয়তি] নিবেশ করে। ১৫

নিব্বাঘায় [নির্ব্যাঘাত] অব্যাহত। ১, ১২০

নিব্বুয় [নিবৃ‍্ত] নির্বাণপ্রাপ্ত। ১৮৭, ১৯৫

নিসম্ম [নিশম্য] শুনিয়া। ৮, ১২, ৫০, ৫৩

নিসিজ্জা [নিষদ্যা] আসন। উক্কুডুয় নিসিজ্জাএ—উৎকুট আসনে। ১২০

নিসিয়ই, নিসীয়ই [নিষীদতি] বসে। ৪৮

নিস্সরই [নিঃসরতি] নিঃসৃত হয়। ২৭

নিস্সেয়স [নিঃশ্রেয়স] নিঃশ্রেয়স। ১১১

নিহাণ [নিধান] নিধান। ৮৯

নীব [নীপ] নীপ, কদম্বকুসুম। ১৫, ৫০

নীসাএ [অবলংব্য, পালি 'নিস্সায়'] অবলম্বন করিয়া। ১১২। সা ১৮

নেয়ব্ব [নেতব্য, জ্ঞাতব্য] জানিতে বা লইতে হইবে। ১৭২

নেসজ্জিয় [নিষণ্ণ] নিষণ্ণ, উপবিষ্ট। ১৮২

ন্হং—বাক্যালঙ্কারে। সা ১৩, ৩৮, ৩৯

ন্হায় [স্নাত] স্নাত। ৬৬, ৯৫, ১০৪

ন্হাণ [স্নান] স্নান। ৬১

পইট্ঠা [প্রতিষ্ঠা] প্রতিষ্ঠা। ১৬

পইট্ঠাণ [প্রতিষ্ঠান] প্রতিষ্ঠান।

পইট্ঠিয় [প্রতিষ্ঠিত] প্রতিষ্ঠিত। ৩৬, ৪০, ৪৪

পইন্না [প্রতিজ্ঞা] প্রতিজ্ঞা। ১১০, ১৫৫

পইরিক্ক [প্রতিরিক্ত] বিরেচন। ৯৫

পঈব [প্রদীপ] প্রদীপ। ১৬, ৩৯, ৪৪

পউট্ঠ [প্রকোষ্ঠ] প্রকোষ্ঠ। ৩৫

পউংজংতি [প্রযুঞ্জন্তি] প্রয়োগ করে। ১১১, ১১৪

পউম [পদ্ম] পদ্ম। ৩৩, ৩৭, ৩৬, ৪২, ৪৪, ৬৩

পউমিণী [পদ্মিনী] পদ্মিনী। ৪২

পউর [প্রচুর] প্রচুর।

পওয়ণ [প্রয়োজন] প্রয়োজন। সা ৪৭

পক্কিলিয় [প্রক্রীড়িত] ক্রীড়িত। ৯৬, ১০২

পক্খ [পক্ষ] পক্ষ। ২, ৩০, ৩৮, ৯৬, ১১৩, ১১৪, ১১৮

পক্খ [পক্ষ] তিথি। ২, ৩০, ১২০, ১২৪

পক্খঅ [পক্ষক, তালবৃন্ত] পাখা, ব্যজন। ৩৬

পক্খিয়া আরোবণা [পাক্ষিকী আরোপণা] পক্ষকালের জন্য স্থাপনা, পক্ষান্তে পুনরায় স্থাপনা, এইভাবে শয্যা স্থাপনা করিতে হয়। পূর্ববর্তী 'সিয়া' পদটির 'শয্যা' অর্থ হইবে। এখানে টীকাকারেরা কষ্ট-কল্পিত অর্থ দিয়াছেন। য়াকোবি 'পক্ষ' শব্দে নারীর কেশ ধরিয়া এই সূত্রটিকে নিগ্রন্থীর জন্য নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু কেশ অর্থে পক্ষ শব্দের ব্যবহার আমি পাই নাই। য়াকোবি বলেন জৈন অজ্জিয়াদিগের কেশ মুণ্ডন করা হয় না। কিন্তু শ্রীমতী স্টীভেন্‌সন নারীর কেশ-মুণ্ডনের বর্ণনা দিয়াছেন। আর যদিই ধরা যায় যে এটি নারীদিগের জন্য বিধান, তাহা হইলে ইহার পরে যে অংশ আছে তাহা সঙ্গত হয় না। পরে আছে 'মাসিএ খুরামুংডে, অদ্ধমাসিএ কত্তরি-মুংডে' ইত্যাদি। অর্থাৎ যাহারা ক্ষুর দিয়া মাথা চাঁছিবে তাহারা প্রতি মাসে একবার করিয়া চাঁছিবে। যাহারা কাঁচি দিয়া কাটিবে তাহারা প্রতি পক্ষে একবার করিয়া কাটিবে। পক্ষান্তে বেণীরচনা ও পক্ষান্তে কাঁচি ব্যবহার করা পরস্পর-বিরোধী বিধান। সা ৫৭

পক্খিবই [প্রক্ষিপতি] প্রক্ষেপ করে। ২৮

পগই [প্রকৃতি] প্রকৃতি। ১১৫

পগাস [প্রকাশ] প্রকাশ। ৩৯, ৫৯

পচ্চক্খায় [প্রত্যাখ্যাত] প্রত্যাখ্যাত। ১৩৩

পচ্চবায় [প্রত্যবায়] প্রত্যবায়, পাপ। সা ৪৬

পচ্চুত্থুয় [প্রত্যবস্তৃত] আচ্ছাদিত। ৬৩

পচ্চুপ্পন্ন [প্রত্যুৎপন্ন] প্রত্যুৎপন্ন, বর্তমান। "তীয়-পচ্চুপ্পন্নম্-অণাগয়াণং"—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ-কালীয়। ২১, ২৫,

পচ্চূস-প্রত্যূষ। ৫৬, ৯৯, ১৪৭

পচ্চোনিয়ত্ত [প্রত্যবনিবৃত্ত] প্রত্যাগত, নিরস্ত। ৪৩

পচ্ছ [পথ্য] পথ্য। ৯৫

পচ্ছা [পশ্চাৎ] পশ্চাৎ। ১০৪। সা ১৮, ২১

পচ্ছাউত্ত [পশ্চাদাযুক্ত, পশ্চাৎকৃত] পরে তৈরী করা। সা ৩৩-৩৫

পচ্ছিজ্জমাণ [প্রার্থ্যমান] যাঁহাকে প্রার্থনা করা হইতেছিল। ১১৫

পচ্ছিম [পশ্চিম] পশ্চিম, শেষ, অপরাহ্ণ। ১৭৪, ২১১

পজ্জত্তগ [পর্য্যাপ্তক] প্রচুর। ১৪২, ২২২

পজ্জলংত [প্রজ্বলন্] জ্বলন্ত। ৩৬, ৩৯

পজ্জবসান [পর্যবসান] পর্যবসান। ২১১

পজ্জোয়গর [প্রদ্যোতকর] আলোকিত। ১৬

পজ্জোসবণা [পর্যুষণা] পর্যুষণা। সা ৫৭, ৫৮, ৬৪। পর্যুষণা = রাত্রিবাস। বাঙ্গালায় পর্যুসিত = রাত্র্যন্তরিত, বাসি ;—"তিরস্কার করি অন্ন দিনু পর্যুষিত। কাশীরাম। পর্যুষণা জৈনদিগের একটি সাংবৎসরিক মহোৎসব, বর্ষাকালে অনুষ্ঠিত। সামাচারী গ্রন্থে এই উৎসবে পালনীয় বিধি নিষেধ সমূহ বর্ণিত আছে।

পজ্জোসবণা কপ্প [পর্যুষণা কল্প] অর্চনা উৎসব। বর্ষাকালে অনুষ্ঠেয় সাংবৎসরিক ধর্মানুষ্ঠান। এই কল্পে [আচার গ্রন্থে] যে-সব বিধি বিহিত হইয়াছে তাহাই থের-কপ্প বা স্থবিরদিগের জন্য নিয়মাবলী। এই গ্রন্থের নামও বোধ হয় ইহাই। কিন্তু 'সামাচারী' নামেই ইহা প্রচলিত। সা° ৬৪।

পজ্জোসবেই [বহুবচনে পজ্জোসবিংতি, পজ্জোসবেংতি, সং'পর্যুষণা' = পূজা, অর্চনা, উপাসনা, উপাসনা সংক্রান্ত উৎসব। পরি + √বস্ + স্বার্থে ণিচ্। পজ্জোসবেই, পজ্জোসবেমো, পজ্জোসবেমাণ, পজ্জোসবিত্তএ, পজ্জোসবিয়, পজ্জোসবণা, পজ্জোসবণা-কপ্পো। কথিত আছে পর্যুষণা-উৎসবের প্রথম রাত্রিতে সমগ্র কল্পসূত্র (জিণপরিকহা, থেরাবলী ও সামাচারী) উৎসব-সভায় পঠিত হইত। কোনও-না-কোনও ধনীর পৃষ্ঠপোষকতায়ও এই উৎসব

সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইত। আনন্দপুরের রাজা ধ্রুবসেনের রাজসভায়, তাঁহার প্রিয়পুত্র সেনাঙ্গজের মৃত্যুতে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যে, এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু 'সামাচারী' গ্রন্থখানিই 'পর্যুষণাকল্প' নামে পরিচিত; মঙ্গলের জন্য 'জিনচরিত্র' ও 'স্থবিরাবলী' প্রথম দিবসে 'সামাচারী' গ্রন্থের সহিত পঠিত হইত। মহাবীর স্বামী স্বয়ং এই পর্যুষণাকল্প ব্যাখ্যাদি সহকারে বাচন করিয়াছিলেন। [সামাচারী ৬৪ সূত্র দ্রষ্টব্য।] "পর্যুষণাকল্পনির্যুক্তি' নামক একখানি গ্রন্থে লিখিত আছে :

পুরিম-চরিমাণ কপ্পো উ মংগলং বদ্ধমাণ-তিথম্মি।
তো পরিকহিয়া জিণ-পরিকহায় থেরাবলী চেথ ॥ ৬১ ॥

বর্দ্ধমান স্বামীর তীর্থ-কালে প্রথম ও চরম জিনের [মহাবীর স্বামী ও ঋষভ স্বামীর] কথা ও থেরাবলী পাঠ করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। সা ১

পংচংগুলি [পঞ্চাঙ্গুলি] পাঁচ আঙুলের ছাপ। "গোসীস-সরস রত্তচংদণ-দদ্দর-দিন্ন-পংচংগুলি-তলং"—গোশীর্ষ, সরস রক্তচন্দন ও দর্দর মিশাইয়া বাঁটিয়া তাহা লইয়া দেওয়ালে পাঁচ আঙুলের ছাপ দেওয়ার রীতি ছিল। ইহাতে সভাস্থল সুগন্ধিত হইত। দর্দর দেশ হইতে আনীত সুগন্ধ দ্রব্য 'দর্দর'। দর্দর দেশ আধুনিক আফগানিস্তান।

পঞ্চ নমস্কার : পঞ্চ পরমেশ্বর : কর্মক্ষয় করিয়া সিদ্ধি লাভ করিবার জন্য জীবকে পাঁচটি শ্রেষ্ঠ সাধন-পর্যায় অতিক্রম করিতে হয়। সেই সাধনার সর্বপ্রথম পর্যায়ে মানব শিরোমুণ্ডন পূর্বক অনাগারিত্ব গ্রহণ করে। সংসার-ত্যাগী ধ্যানে মগ্ন একাহারী বনবাসী ভিক্ষু সন্ন্যাসীকে **সাধু** বলে। শিক্ষা, জ্ঞান ও চরিত্রোন্নতি হইলে সাধুরা **উপাধ্যায়** হইতে পারেন। উপাধ্যায়েরা অঙ্গ, উপাঙ্গ প্রভৃতি সিদ্ধান্ত গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া অন্য সাধুগণকে শুনাইয়া থাকেন। উত্তরাধ্যয়ন, উপাসকদশা, ভগবতী প্রভৃতি প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রন্থগুলি ইঁহারা আয়ত্ত রাখেন। উপাধ্যায়গণের উন্নতি হইলে তাঁহারা **আচার্য** পদ লাভ করেন। আচার্যেরা সর্ব

সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিতে পারেন। উপাধ্যায়েরা কেবল পাঠ করেন, কিন্তু আচার্যেরা ব্যাখ্যা করেন এবং সিদ্ধান্ত বিষয়ে শিষ্যের সকল সন্দেহ ভঞ্জন করেন। কোনও সাধু নিয়ম ভঙ্গ করিলে আচার্য্য তাহার দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। নিজে সর্বপ্রকারে জৈন সাধুর পালনীয় বিধান সমূহ মানিয়া চলেন এবং সাধুগণের মধ্যে আদর্শ জীবন যাপন করেন। চরিত্র ও সাধনার উৎকর্ষ সম্পূর্ণতা লাভ করিলে আচার্যগণ কেবল জ্ঞান লাভ করিয়া **তীর্থংকর বা অরিহন্ত** হইতে পারেন। এই অবস্থায় উপনীত হইলে রোগ, শোক, দুঃখ, তাপ, জরা, মরণ, জন্ম কিছুই থাকে না। তীর্থংকরেরা অষ্ট সিদ্ধি লাভ করেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ ইঁহাদিগের পূজা করেন এবং ভৃত্যবৎ ইঁহাদের ইচ্ছার অনুবর্তন করেন। বিমানবাসী দেবগণ ইঁহাদের বক্তৃতা শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া মর্ত্যধামে আগমন করিয়া থাকেন। তীর্থংকরেরা মর্ত্যলোকেই সাধারণতঃ বাস করেন, কিন্তু সর্বত্র যাতায়াত করিতে পারেন। তপোবলে দেহ হইতে আত্মার বিয়োগ ঘটিলেই তীর্থংকরগণ **সিদ্ধ** হন ও সিদ্ধলোকে গমন করেন। জৈনগণ সাধু, উপাধ্যায়, আচার্য, অরিহন্ত ও সিদ্ধ এই পাঁচ শ্রেণীর মহাপুরুষকে **পঞ্চ পরমেশ্বর** বলিয়া পূজা করেন। সকল শুভকর্মের আরম্ভকালে তাঁহারা **পঞ্চ নমস্কার** করিয়া থাকেন। 'সল্লেখনা' বা সন্থার' [অর্থাৎ অনশনে মৃত্যু] ব্রত গ্রহণ করিয়া ব্রতী সর্বদা পঞ্চ নমস্কার মন্ত্র মনে মনে উচ্চারণ করেন। প্রত্যেক জৈন মন্দিরে 'সিদ্ধচক্র' নামে একটি ধাতুনির্মিত মঙ্গলচক্র থাকে, তাহাতে 'পঞ্চপরমেশ্বর' মূর্তি খোদিত থাকে। যথারীতি এই সিদ্ধচক্রের বন্দনা ও পূজা করা হয়।

পঞ্চনমোক্কারো [পঞ্চ নমস্কারঃ] অর্হৎ, সিদ্ধ, আচার্য্য, উপাধ্যায় ও সাধু এই পঞ্চ শ্রেণীর মহাপুরুষদিগকে নমস্কার 'পঞ্চনমস্কার'। এই পঞ্চ মহাপুরুষকে পঞ্চ মহেশ্বর বলা হয়। 'পঞ্চমহেশ্বর' দ্রষ্টব্য। পঞ্চ নমস্কার না করিয়া কোনও শুভ কার্য আরম্ভ করা হয় না।

পড়িগঅ [প্রতিগতঃ] প্রত্যাবর্তন করিল, ফিরিল। ২৮

পড়িগ্গহ [প্রতিগ্রহ] প্রতিগ্রহপাত্র, ভিক্ষাপাত্র। সা ৫২

পাণি-পড়িগ্গহিএ [পাণি-প্রতিগ্রহিকঃ] করতলকেই যিনি প্রতিগ্রহ বা ভিক্ষাপাত্ররূপে ব্যবহার করেন। ১১৭

পড়িচ্ছন্ন [প্রতিচ্ছন্ন] সমাচ্ছাদিত। ৩২

পড়িচ্ছিয় [প্রতীপ্সিত] প্রতীপ্সিত। ১৩, ৮১

পড়িজাগরংতি [প্রতিজাগ্রতি] জাগিয়া খোঁজে। "তবস্সী দুব্বলে কিলংতে মুচ্ছিজ্জ বা পবড়িজ্জ বা তাম্ এব দিসিং বা অনুদিসিং বা সমণা ভগবংতো পড়িজাগরংতি"—দুর্বল ও ক্লান্ত তপস্বী কোথাও মূর্ছিত বা পতিত হইয়া থাকিতে পারেন, সেইজন্য [তাঁহারা যে দিকে বা বিদিকে গিয়াছেন] সেই সেই দিকে বা অনুদিকে ভগবান্ শ্রমণেরা জাগিয়া অন্বেষণ করেন। সা ৬১

পড়িজাগরমাণী [প্রতিজাগ্রতী] জাগিয়া জাগিয়া। ৫৫

পড়িদুবার [প্রতিদ্বার] বাহির দুয়ার, সিংহদ্বার। ৬৬, ১০০। সা ৩৮, ৩৯

পড়িনিয়ত্তএ [প্রতিনিবর্ত্তবৈ] প্রতিনিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে, ফিরিয়া আসিবার জন্য। থাকিবার জন্য নয়, ফিরিবার জন্য গণ্ডীর বাহিরে যাওয়া চলে। সা ১০-১৩, ৬২

পড়িন্নবিত্তা [প্রতিজ্ঞাপ্য] জানাইয়া। সা ১৮

পড়িপুন্ন [প্রতিপূর্ণ] প্রতিপূর্ণ। ১, ৯, ৩৫, ৭৯

পড়িপুন্নয়—প্রতিপূর্ণ। ৪১

পড়িবন্ধ—প্রতিবন্ধ। ১১৮

পড়িয়াইক্খিয়—"ভত্ত-পড়িয়াইক্খিয়স্স" দ্রষ্টব্য।

পড়িলেহা [প্রতিলেখা] অন্বেষণ করিয়া দেখা, জীব-নাশ-প্রত্যবায়-ভয়ে। সা ৬০ পড়িলেহণা [প্রতিলেখনা] জীবান্বেষণ। সা ৫৩, ৫৪। পড়িলেহিত্তএ [প্রতিলেখিতুম্] জীবান্বেষণ করা বিহিত হয়। সা ৫৫। পড়িলেহিয়ব্ব [প্রতিলেখিতব্য] জীবান্বেষণ করিতে হইবে। সা ৪৪, ৪৫।

পড়িলোম [প্রতিলোম] প্রতিলোম অর্থাৎ অস্বাভাবিক। ১১৭

পড়িবিসজ্জেই [প্রতিবিসর্জয়তি] বিদায় দিলেন। ৮৩

পড়িস্থণিজ্জা [প্রতিশৃণুয়াৎ] যদি অঙ্গীকার করেন, অনুমতি দেন। সা ৫২

পড়িসেবিয় [প্রতিসেবিত] আরব্ধ কর্ম, উদ্যোগ। ১২১

পড়ু [পটু] পটু, নিপুণ। ১৪, ৪৩

পঢ়মং [প্রথমম্] সর্বশ্রেষ্ঠ। র-ফলা বা রেফ্ প্রাকৃতে নাই। থ > ঢ় শৌরসেণী প্রভাব। প্রথমম্ > পঢ়মং। ১, ৯৬, ১১৩, ২১০

পঢময়াএ [প্রথমতয়া] সর্বপ্রথমে। ৩৩

পংচ-হত্থুত্তরে [পঞ্চ-হস্তোত্তর ; হস্তা উত্তরা যস্যাঃ সা হস্তোত্তরা উত্তরফল্গুনী। পঞ্চ শুভ হস্তোত্তরাঃ সমুদিতাঃ যস্য জীবনে স পঞ্চ-হস্তোত্তরঃ। হত্থা + উত্তরা = হত্থুত্তরা ; সন্নিহিত স্বরদ্বয়ের অন্যতরের লোপ প্রাকৃত সন্ধির সাধারণ নিয়ম। অঘোষ স্পর্শবর্ণের পূর্বে বা ক্বচিৎ পরে উষ্মবর্ণের যোগ থাকিলে প্রাকৃতে ঐ উষ্মবর্ণের লোপ হয় এবং শেষ-ভূত স্পর্শ বর্ণের মহাপ্রাণতা ও দ্বিত্বপ্রাপ্তি হয়। স্ত > থ ; স্ক > খ ; ষ্ক > খ ; শ্চ > ছ ; স্প > ফ। হস্ত > হত্থ , পুষ্কর > পোক্খর ; পুষ্প > পুপ্ফ ; ইষ্ট > ইট্‌ঠ ; ইত্যাদি।] হস্তোত্তরা নক্ষত্রযোগে মহাবীর স্বামীর জীবনের পাঁচটি প্রধান শুভ ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে 'পঞ্চহস্তোত্তর' বলা হইয়াছে। জিন-জীবনী-বর্ণনায় এটি একটি রীতি-সিদ্ধ (idiomatio) সমস্ত পদ। এইরূপ পার্শ্বদেব স্বামী 'পঞ্চবিশাখ', অরহা অরিষ্টনেমি 'পঞ্চচিত্র' এবং ঋষভদেব 'চতুরুত্তরাষাঢ়' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। জৈন প্রাকৃতের এই বিশিষ্ট প্রয়োগ-রীতি অনুবাদে রক্ষা করা যায় নাই। জি° ১।

পণগসুহুম- [পণকসূক্ষ্ম-] সূক্ষ্মকীট, উই প্রভৃতি। টীকাকার— পণকউল্লী, সা চ ভূমি-কাষ্ঠাদিষু জায়তে, যত্রোৎপন্নস্তে তদ্দ্রব্য-সমবর্ণশ্চ। ভূমি ও কাষ্ঠাদিতে উইপোকা উৎপন্ন হয়, কিন্তু উইপোকা শ্বেতবর্ণ। 'উলিয়াজ'—লাল পিঁপড়ার মত কীট, উই বা শ্বেত পিপড়ার পরম শত্রু। 'পুন্‌কে' শব্দের সঙ্গে 'পণক' শব্দের কি কোনও সম্পর্ক আছে ? সা° ৪৪-৪৫

পণপন্নম্ [পঞ্চপঞ্চাশৎ] পঞ্চান্ন। ১৪৭

পণপন্নইম [পঞ্চপঞ্চাশত্তম] পঞ্চপঞ্চাশত্তম। ১৭৪

পণব—বাদ্যবিশেষ। ১০২, ১১৫

পণাম—প্রণাম। ২৮

পণাসণ—প্রণাশন। ১

পণাসিয়—প্রণাশিত। ৩২

পণিবয়ামি [প্রণিপতামি] প্রণিপাত করি। থে ১৩

পণ্ডুর—পাণ্ডুর। ৩৫, ৩৮, ৪০, ৫৯। তর। ৩৩

পত্ত—পত্র। ৩৪, ৩৫, ৪২, ৯৮, ১১৮। সা ১৮। পত্ত [প্রাপ্ত, প্রসারিত] ৩৫, পত্ত—প্রাপ্ত। ১১৩, ১২০, ১৩৯, ১৪১

পত্তিয় [পত্রিত] পত্র দ্বারা সজ্জিত অথবা পত্রবৎ সজ্জিত। ৩৬

পত্তিয় [প্রত্যয়িত] প্রত্যয়িত। সা ১৯

পত্তেয়ং [প্রত্যেকম্] প্রত্যেকে। ৬৮

পত্থিয়—প্রার্থিত। ১৬, ৯০, ৯৩

পংত—প্রান্ত। *১৭, ১৯

পংতি—পঙ্‌ক্তি। ১১৫

পন্নট্‌ঠিং—পঁয়ষট্টি। ১৮৬, ১৮৯-৯৪

পন্নত্তা [প্রজ্ঞপ্তাঃ] জানান হইয়াছে। ১১৮, সা ৪৩, ৪৪, ৪৫

পন্নবেই [প্রজ্ঞাপয়তি] বিদিত করিয়াছেন। অতীতে লট্। সা ৬৪

পন্নরসী—পঞ্চদশী। ১২৪, ১৭৪

পন্নাসা—পঞ্চাশৎ। ২১৮, ২২১, ২২৩

পভব—প্রভব। থে ৩

পভায়—প্রভাত। ৫৯

পভাসমাণ—প্রভাসমাণ। ৪১

পভাসয়ংত—প্রভাসয়ৎ। ৪৪

পভিইং—প্রভৃতি। ৮৯, ৯১, ১৩০

পমজ্জণা [প্রমার্জনা] প্রমার্জনা শব্দের অর্থ হওয়া উচিত মাজা।

ঘষা, পালিশ করা; কিন্তু জৈনদের প্রমার্জনা মাজা-ঘষা নয়, ঝাড়া পোঁছা, সম্মার্জনীর ব্যবহার করা। কিন্তু ইহাদের সম্মার্জনীও অতি কোমল, ময়ুর পুচ্ছাদি দ্বারা নির্মিত। সা ৫৩, ৫৪, ৬০

পমদ্দণ [প্রমর্দন] প্রমর্দনকারী। ৩৯

পমাণ—প্রমাণ। ৯

পমুইয়—প্রমুদিত। ৪২, ৯৬, ১০২

পম্হল [পক্ষ্মল] পক্ষ্ম বা সূত্র নিষ্ক্রান্ত রহিয়াছে যাহাতে। ৬১

পয়ংত [পতৎ] পড়ন্ত। ৪৬

পয়র [প্রকর] সমূহ। ৩৪, ৩৬, ৪৬।

পয়র [প্রতর, পত্রক] পতর, পাত। ৪৪

পয়লিয় [প্রদলিত] ১৫। পয়লিয় [প্রচলিত] ৩৯

পয়াবিত্তএ [প্রতপ্তবৈ] তাপ দিবার জন্য। তাপ দেওয়া বিধি। সা ৫২

পয়াহিণ [প্রদক্ষিণ] প্রদক্ষিণ। ৯৬

পয়াহি [প্রজনিষ্য] উৎপন্ন করিও। ৯, ৭৯

পরম্পরেণ [পারম্পর্যেণ] পারম্পর্য ক্রমে, পরপর। সা ২৭

পরহুয় [পরভৃত] কোকিল। ৫৯

পরায়ংত [পরাজয়ৎ] পরাজয়কারী। ৪১

পরিকম্মণা [পরিকর্মণা] তৈল-হরিদ্রাদি ম্রক্ষণ। ৬০

পরিকম্মিয় [পরিকর্মিত] প্রসাধিত। ৩৫

পরিগ্গহীয়—পরিগৃহীত। ৫, ৬৭

পরিট্ঠাবিত্তএ—পরিষ্ঠাপয়িতুম্। সা ৫১

পরিণয়—পরিণত। ১০

পরিণামিয়—পরিণামিত।

পরিনিট্ঠিয়—পরিনিষ্ঠিত। সা ২

পরিনিব্বাইংতি [পরিনির্বান্তি] পরিনির্বাণ লাভ করেন। সা ৬৩

পরিনিব্বাণ [পরিনির্বাণ] পরিনির্বাণ। ১২০

পরিনিব্বুড [পরিনির্বৃত] পরিনির্বৃত। ১১৮

পরিনিব্বুএ [পরিনির্বৃতঃ] পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। [য়াকোবি 'পরিনিব্বুএ' ও 'পরিনিব্বুড়ে'—এই দুই পদের ব্যুৎপত্তি অভিন্ন করিয়াছেন (পরিনির্বৃত)। কিন্তু এ দুইটি পদের ব্যুৎপত্তি অভিন্ন বলিয়া মনে হয় না ; একটিতে বা ধাতু ও অপরটিতে বৃ ধাতু আছে। 'নির—বা'=নিবাইয়া যাওয়া, নির্বাণ প্রাপ্তি, শূন্যে বিলীন হওয়া। নির্বাণ দীপে কিমু তৈলদানম্? নির্বাণ-ভূয়িষ্ঠমথাস্য বীর্যং সন্ধুক্ষয়ন্তীব বপুর্গুণেন। কুমার-সম্ভবে। ৩।৫২। সাকারে সাযুজ্য হবে নির্বাণে কি গুণ বল না? রামপ্রসাদ। নির্—বৃ=পরম সুখ লাভ করা। নির্বাণং পরমং সুখম্। নির্—বা+ক্ত=নির্বাণ। নির্বাত। নির— বৃ+ক্ত=নির্বৃত। নির্বৃত > নিব্বুড়। নির্বাণ বা নির্বাত হইতে নিব্বুঅ হয় না। একটা 'নিব্ব' ধাতু কল্পিত হইয়াছে। নির্বৃত্ত (নির্—বৃৎ+ক্ত) হইতে > নিব্বুট্ট হয় ; নিব্বুড় হয় না।] জি° ১, ১১৮, ১২৪, ১৪৭, ১৭০, ২০৫। থে° ২।

পরিপিহিত্তা [পরিধায়] পরিধান করিয়া, আচ্ছাদন করিয়া, ঢাকা দিয়া। সা ২৯

পরিপূয়—পরিপূত। পরিমিয়—পরিমিত। সা ২৫

পরিপ্ফুডং [পরিস্ফোটয়ৎ] পরিস্ফুট করিয়া, ভেদ করিয়া। ৩৯

পরিভাএই [পরিভাজয়তি] বিলাইয়া দেন। ১১২

পরিভাএমাণে [পরিভাজয়ন্তঃ] ভাগ করিয়া পরিবেশন করিয়া। ১০৪

পরিভুত্ত [পরিভুক্ত] পরিভুক্ত, পরিপূরিত। সা ২

পরিমট্ঠ—পরিমৃষ্ট। ৩৮

পরিমদ্দন [পরিমর্দন] পরিমর্দন। ৬০

পরিয়ণ—পরিজন। ১০৫

পরিয়াবজ্জই [পর্যাপদ্যতে] আপদ্‌গ্রস্ত হয়। সা ২৯

পরিব্বায়য়—পরিব্রাজক। ১০

পরিরায়মাণ [পরিরাজমাণ] পরিবেষ্টন পূর্বক শোভমান। ৪১

পরিবায় [পরিবাদ] পরিবাদ, নিন্দা। ১১৮

পরিসা [পরিষৎ] পরিষদ্। ১৪, ১১৩, ১৪৩, ১৫৭

পরিসাড়েই [পরিশাটয়তি, ত্যজতি] ত্যাগ করিল, ফেলিয়া দিল। ২৭

পরিসৃসংতে—পরিশ্রান্ত। ৬০

পরিসৃসম—পরিশ্রম। ৬০, ৯৫

পরিহৃথগ [পরিপূর্ণ] পরিপূর্ণ। ৪২

পরিহিয়—পরিহিত। ৬৬, ১০৪

পরীসহ [পরীষহ] ১০৮, ১১৪। জৈনমতে দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া কর্মক্ষয় করা যায়। সন্ন্যাসী শ্রমণদিগকে দুঃখ সহ্য করিতেই হইবে। কর্ম-ক্ষয়-উদ্দেশ্যে দুঃখকষ্ট সহ্য করার প্রক্রিয়াকে পরীষহ বলে। পরীষহ ২২ প্রকার। ১। ক্ষুধা পরীষহ—ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করিবার অভ্যাস। ২। তৃষ্ণা পরীষহ—তৃষ্ণা সহ্য করা। ৩। শীত পরীষহ—শীত সহ্য করা। এইরূপ ৪। উষ্ণ পরীষহ, ৫। দংশ পরীষহ—মশক-মৎকুণাদির দংশন সহ্য করা। ৬। বস্ত্র পরীষহ—যে-কোনও বস্ত্র সহ্য করা। ৭। অরতি পরীষহ—বাসস্থান বিষয়ে উদাসীনতা। ৮। স্ত্রীপরীষহ—স্ত্রী পরিত্যাগ। ৯। চর্যাপরীষহ—ঘন ঘন স্থানত্যাগ পূর্বক পরিভ্রমণ। ১০। নৈষিধিকী পরীসহ—অন্য পরিত্যক্ত নিষিদ্ধ স্থান শ্মশানাদিতে বাস। ১১। শয্যা পরীষহ। ১২। আক্রোশ পরীষহ—অন্যের নিন্দা ক্রোধ আক্রোশ সহ্য করা। ১৩। বধ পরীষহ—প্রহারাদি সহ্য করা। ১৪। যাচ্ঞা পরীষহ—অভিজাত সন্তানকেও ভিক্ষায় অভ্যস্ত হইতে হইবে। ১৫। অলাভ পরীষহ—পুনঃ পুনঃ ভিক্ষা চাহিয়া বিমুখ হইলেও সহ্য করিতে হইবে। ১৬। রোগ পরীষহ—রোগ সহ্য করিতে হইবে। ১৭। তৃণস্পর্শ পরীষহ—তৃণ কুশ কণ্টক প্রভৃতিতে দেহ ক্ষত-বিক্ষত হইলেও সহ্য করিতে হইবে। ১৮। মৈল পরীষহ—যে জল ফুটান হইয়াছে তাহাতে কোনও জীব থাকিতে পারে না। নূতন জীব বা সুহুম উৎপন্ন হইবার পূর্বেই সেই জল ব্যবহার করিতে হইবে। জল পাওয়া সব সময় সম্ভব নয় বলিয়া মলিন থাকা জৈন সাধুদের ব্রত স্বরূপ। অত্যন্ত মালিন্যযুক্ত থাকার কষ্ট সহ্য করার নাম

মৈল পরীষহ। ১৯। সৎকার পরীষহ—মান অপমান স্তুতি নিন্দায় উদাসীনতা। ২০। প্রজ্ঞা পরীষহ—জ্ঞান বিদ্যা আভিজাত্য প্রভৃতির অহংকার ত্যাগ করা। ২১। অজ্ঞান পরীষহ—বিদ্যা না থাকার জন্য লজ্জা বা ক্ষোভে অভিভূত হইবে না। ২২। সম্যক্ত্ব পরীষহ—সর্ব ধর্মের তুলনাদির দ্বারা জৈন ধর্মে আস্থা হারাইবে না।

পায়পুংছণং [পাদ-প্রোঞ্ছনম্] পা-পোঁছা, পা-পোশ। সা° ৫২।

পরূবেই [প্ররূপয়তি] অনুষ্ঠান দ্বারা দেখাইয়া এবং বুঝাইয়া দিয়াছেন। অতীতে লট্। সা ৬৪

পলংব—প্রালম্ব, দোলক। লকেট। ৩৫

পলংবমাণ—প্রলম্বমান। ১৫, ৬১

পলংবিয়—প্রলম্বিত। ১৫

পলাস—পলাশ। কমল-পলাশ = পদ্মদল। ৩৬

পলিওবম [পল্যোপম] কাল-পরিমাণ। বহু কোটি কোটি সাগরোপমে পল্যোপম। ১৮৮, ১৮৯

পলোইজ্জই [প্রলোক্যতে, প্রোচ্যতে] প্রোক্ত হয়। থে ৫

পল্লীণ [প্রলীন] প্রলীন। ৯২

পল্হত্থ [পর্যস্ত] পর্যস্ত, ন্যস্ত। ৯২

পল্হায়ণিজ্জ [প্রহ্লাদনীয়] প্রহ্লাদনীয়, আনন্দজনক। ১৭, ৬০, ১১০, ১১৩

পবড্ঢমাণ [প্রবর্ধমান] স্ফীত, বর্ধিত। ৪৩

পবড়িজ্জ [প্রপতেৎ] পতিত হইয়া থাকে। সা ৬১

পবত্তি [প্রবর্তক] প্রবর্তক, বৃহৎশাসনের অন্যতম অধিকারী। সা ৪৬

পবা [প্রপা] জলদানের স্থান, পথপার্শ্বস্থ কূপাদি। ৮৯

পবাইয় [প্রবাদিত] প্রবাদিত, বাজানো। ১০২, ১১৫

পবায়—প্রবাত। ৯৬

পবাল—প্রবাল। ৪৫, ৯০, ৯১, ১১২

পবিট্ঠ—প্রবিষ্ট। ৯২, সা ৩৬

পবুচ্চই [প্রোচ্যতে] বলা হয়। ১২৪

পবেস—প্রবেশ। ৬৬

পব্বইত্তএ [প্রব্রজিতুম্] প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে। ৯৪

পব্বইয়—প্রব্রজিত। ১, ১১৬

পব্বয় [পর্বত] পর্বত। ৫১, ৭৯

পসত্থ [প্রশস্ত] প্রশস্ত। ৩৫, ৩৬, ৫৫, ৯৫

পসংত [প্রশান্ত] প্রশান্ত। ১১৮

পসর—প্রসর। ৪৩

পহ—পথ। ৮৯, ১০০

পহকর [প্রকর] সমূহ। ৪২

পহর—প্রহর। ৫৯

পহা—প্রভা। ৩৪, ৪৫

পহীণ—প্রহীণ। ৮৯, ১২৪, ১৪৮, ১৬৮, ১৮৩

পাঈণ [প্রাচীন] প্রাচীন, একটি গোত্রের নাম। ১১৩, ১২০

পাউণিত্তা [প্রাপয্য] পাওয়াইয়া। ১৪৭

পাউ [প্রাদুস্] পাউব্ ভূয়—প্রাদুর্ভূত। ২৯

পাউয়াও [পাদুকাঃ, পাদুকাদ্বয়ং] পাদুকাদ্বয়। দ্বিবচন প্রাকৃতে নাই বলিয়া বহুবচন। ১৫

পাএণং [প্রায়েণ] প্রায়। সা ২

পাও [প্রাতঃ] প্রাতে। সা ২১

পাওবগএ—[টীকাকার "পাদপোপগতঃ কৃত-পাদপোপগমনঃ" লিখিয়াছেন। কিন্তু ইহার কোনও সঙ্গত অর্থ হয় না। য়াকোবি ইহার অর্থ করিয়াছেন—remaining motionless like a tree—পাদপবৎ অচঞ্চল স্থিরত্বপ্রাপ্ত। ইহাও কিন্তু সঙ্গত নয়। পাওবএ< প্রায়োপগতঃ। মৃত্যুর উদ্দেশ্যে আহারাদি ত্যাগ করিয়া নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকার অর্থে পারিভাষিক শব্দ প্রায়োপগমন, প্রায়োপবেশন, প্রায়োপাসন প্রভৃতি। সুতরাং 'পাওবগএ' পদের অর্থ কৃত-প্রায়োপগমন।] মৃত্যুপণে আহার ত্যাগ করিয়া নিশ্চলভাবে উপবিষ্ট। সা ৫১

পাগ—পাক। ৬০

পাগড় [প্রকট] প্রকট। ৪৩

পাড়ল—পাটল। ৩৭

পাঢ়গ—পাঠক। ৬৪-৬৬, ৬৮, ১০০, ২০৭

পাণ [পান] পান। ১০৪। সা ২০, ২১

পাণ [প্রাণ] প্রাণ। সা ৪৪, ৫৫

পাণগ [পানক] পানীয়। সা ২৫ ২৬

পাণয়—পানক-কল্প, একটি কল্পের নাম। ১৫০

পাণু—প্রাণ, শ্বাস। ১২৪

পামোক্‌খ [প্রমুখ্য] প্রধান। ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬

পায়চ্ছিত্ত [প্রায়শ্চিত্ত] "পাদেন পাদে বা ছুপ্তাশ্‌ চক্ষুর্দোষপরিহারার্থং পাদচ্ছুপ্তাঃ।" "প্রায়শ্চিত্তানি দুঃস্বপ্নাদিবিঘাতার্থম্‌।" প্রায়শ্চিত্ত মানে 'তন্ত্র-মন্ত্র', 'তুক্‌তাক'। ৬৬, ৯৫, ১০৪

পায়ত্ত [পাদাতঃ, পাদাতিকঃ] পদাতিক, পাদচারী সৈনিক। ২১

পায়পুংছণং [পাদ-প্রোঞ্ছনম্‌] পা-পোঁছা, পা-পোশ। সা ৫২

পায়য় [পাদক] পায়এহিং=রশ্মিভিঃ। 'রশ্মি' অর্থে 'পাদ' শব্দের প্রয়োগ : বালস্যাপি রবেঃ পাদাঃ পতন্ত্যুপরি ভূভৃতাম্‌। ৩৮

পায়ব—পাদপ। ৫১, ৭৯, ১১৫, ১১৬, ১২০

পারয়—পারগ। ১০, ৬৪

পালংব [প্রালম্ব] প্রালম্ব, ঝুল, দোলক। লকেট। ১৫, ৬১

পালইত্তা—[পালয়িত্বা] কাটাইয়া, পুরাইয়া। ১৪৭

পালিত্তা [পালয়িত্বা] পালন করিয়া। সা ৬৩

পালেমাণ—পালয়মাণ, পালন করিয়া। ১৪

পালেহি—পালয়, পালন কর। ১১৪

পাব—পাপ। ১, ৪১, ৫৫, ১৪৭। পাব [প্রাপ্নুহি] পাও। ১১৪

পারাভোয় [পারাভোগ] পারদর্শন। পার মানে জীবনসমুদ্রের পার; আভোগ মানে দূর হইতে দর্শন। জীবন-সমুদ্রের পার দর্শন করিতে হইলে আলোকমালার আবশ্যকতা অনুভূত হওয়ায় কাশী ও

কোশলের আঠারো জন গণ-রাজা (৯ জন মল্লকী ও ৯ জন লিচ্ছবি) মহাবীরের মৃত্যুদিনে কার্তিকী অমাবস্যায় দ্বারদেশ আলোকমালায় দর্শনীয় করিয়া 'পোষধ' (উপোসথ) উৎসব প্রবর্তিত করিয়াছিলেন; বর্তমান কালের 'দীপালী' উৎসবের ইহাই মূল। পাঠান্তরে ইহাই 'বারাভোগ' (< দ্বারাভোগ) বা দ্বারদর্শন নামে অভিহিত। ১২৮

পারাবণ—পারাবত। ৫৯

পারিট্‌ঠাবণিয়া—পরিষ্ঠাপনা। নিক্ষেপ। জৈন ভিক্ষুগণ মল-মূত্র-নিষ্ঠীবন-শ্লেষ্মা-গাত্রমলাদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া নিক্ষেপ করেন না, নিয়মিত ও সংযতভাবে ঐ-সব নিষ্ক্রান্ত বস্তুর পরিস্থাপনা করেন। ১১৮

পাবেস—প্রাবেশ্য। সুদ্ধ—প্‌পাবেসাইং—শুদ্ধি বিধায়ক। ১০৪

পাস—পার্শ্ব।

পাসবণ ভূমি [প্রস্রাব ভূমি] প্রস্রাব ত্যাগ করিবার স্থান বা পাত্র। সা ৫১, ৫৫, ৫৬

পাহিসি [পাস্যসি] পান করিবে। সা ১৮

পি—অপি। ২১, ২৮

পিচ্চা [পীত্বা] পান করিয়া। সা ৩৬

পিজ্জ [প্রেম] প্রেম, প্রিয়তা। ১১৮, ১২৭

পিড়গ—পিটক। থে ২

পিণিদ্ধ [পিনদ্ধ] পিনদ্ধ, পরিহিত। ৬১

পিংডবায়-পড়িয়াএ [পিণ্ডপাত-পটিকয়া] পিণ্ডপাত জন্য পটিকা বা বস্ত্রখণ্ড রচিত ঝুলি। পিণ্ডপাত = পিণ্ডপতন। পিণ্ড পতিত হইবে যাহাতে এমন পটিকা। ভিক্ষাপাত্র। সহার্থে তৃতীয়া। ভিক্ষাপাত্র লইয়া। সা ৩৬, ৩৭ ভিক্ষাপাত্রের সাধারণ নাম প্রতিগ্রহ। সা ২৯

পিত্তিজ্জ [পিতৃব্য] পিতৃব্য। ১০৯

পিপীলিয়ণ্ড [পিপীলিকাণ্ড] পিপীলিকার অণ্ড, পিঁপড়ার ডিম। সা ৪৫

পিয়—প্রিয়।

পিয়কারিণী—প্রিয়কারিণী। ১০৯

পিয়ংগু—প্রিয়ঙ্গু। ৩৭

পিয়দংসণ [প্রিয়দর্শন] প্রিয়দর্শন। ৯, ৪৬, ৫১, ৭৯

পিয়া—পিতা। ১০৯

পিরণা [প্রেরণা] প্রেরণা। ৩৪

পিব—ইব। ৫, ৮

পিহাণ—পিধান।

পীই [প্রীতি] প্রীতি। ৮৩, ৯০, ৯১

পীইমণা—প্রীতিমনাঃ। ১৫, ৫০, ৫

পীঢ় [পীঠ] পীঠ, পীড়ি। ১৫, ৪৭, ৬০, ৬১

পীঢ়মদ্দ [পীঠমর্দ] পীঠমর্দ। ৬১

পীণ—পীন। স্থূল। ৩৬

পীণণিজ্জ [প্রীণনীয়] প্রীত করিবার যোগ্য। ৬০

পীয় [পীত] পীত। ৪০

পুক্খর—পুষ্কর। ১১৮

পুচ্ছিয়—পৃষ্ট। ৭৩

পুচ্ছেয়ব্ব—প্রষ্টব্য। সা ১৮

পুংছণ—প্রোঞ্ছন। পোঁছা। সা ৫২

পুঢ়বী—পৃথিবী। সা ৪৫

পুণ—পুনঃ। ১৯, ৪২

পুণরবি—পুনরপি। ১১০

পুণো—পুনঃ। ৩৫

পুংডরীয় [পুণ্ডরীক] পুণ্ডরীক নামক বিমান। ২, ১৬, ৪২, ৩৪

পুত্ত—পুত্র। ৯, ৫১, ৭৯, ১১০

পুন্ন—পূর্ণ। ৩৬, ৩৮, ৪১

পুপ্‌ফ—পুষ্প। ৩২, ৫৭, ৬১, ৭০, ৮৩, ৯৮

পুপ্‌ফগ—পুষ্পক। ৫, ৪৭

পুপ্‌ফয়—পুষ্পক। ৪৭

পুপ্‌ফ-সুহুমং [পুষ্প-সূক্ষ্ম-] বট, ডুমুর প্রভৃতি অনেক গাছের ফুল

দেখা যায় না, কিন্তু ঐ অদৃশ্য ফুল হইতেই মহীরুহের উদ্ভব হইতে পারে। অদৃশ্য পুষ্প ফুৎকারেই নষ্ট হইতে পারে। এজন্য বিশেষভাবে এই সকল (ফলের অন্তর্নিহিত) পুষ্প চিনিয়া রাখা চাই। নতুবা 'হত্যা' হইতে পারে। সা° ৪৪-৪৫।

পুপ্‌ফুত্তর [পুষ্পোত্তর] একটি বিমানের নাম। ২

পুরও—পুরতঃ। সম্মুখে, ৭৩, ১০৫। সা ৪৬, ৪৮

পুরত্থ [পুরস্তাৎ] সম্মুখে। ১৬, ৬২

পুরত্থিম [পুরস্ত্য, পূর্ব] পূর্বদিক্‌। ২৭, ৬৩

পুরিস [পুরুষ] পুরুষ। ১৬, ৫৬, ৫৮, ৬০, ৬৩, ১৪৬

পুরিসাদাণীয় [পুরুষাদানীয়] লোকপ্রিয়। ১৪৯

পুলইয়—পুলকিত। ৪১

পুলগ—পুলক। ২৭, ৪৫

পুলিণ—পুলিন। ৩২

পুব্বয়—পূর্বগ, পূর্বক। ৮, ৫০

পুব্বরত্ত [পূর্বরাত্র] প্রথম রাত্রি। ২, ৩০, ৯৬

পুব্বাউত্ত [পূর্বাযুক্ত] পূর্ব হইতে প্রস্তুত। সা ৩৩-৩৫

পুব্বাউত্তে [> পূর্বাযুক্তে—টীকা।] টীকাকারের অর্থ অস্পষ্ট: "পূর্বং সাধুর্ আগতঃ পশ্চাদ্ দায়কো রান্ধুং প্রবৃত্তঃ ইতি পূর্বাগমনেন হেতুনা পূর্বাযুক্তঃ তণ্ডুলোদনঃ কল্পতে পশ্চাদাযুক্তঃ ভিলিংগসূপো ন কল্পতে। তত্র পূর্বাযুক্তঃ সাধ্বাগমনাৎ পূর্বমেব স্বার্থং গৃহস্থৈঃ পক্তুম্ আরব্ধঃ।" অন্য টীকাকারের অর্থঃ (১) পূর্বাযুক্ত=যচ্ চুল্ল্যামারোপিতম্। (২) পূর্বাযুক্তং যৎসমীহিতম্, যৎ পাকার্থমুপঢৌকিতম্। য়াকোবির ইংরেজি অনুবাদ: If before his arrival a dish of rice was being cooked, and after it a dish of pulse was begun to be cooked, he is allowed to accept of the dish of rice, but not of the dish of pulse. সাধুর সম্মানার্থে নূতন করিয়া রান্না চড়াইয়া যাহা প্রস্তুত হইবে, সাধু তাহা গ্রহণ করিবেন না। যাহা স্বাভাবিক নিয়মে গৃহস্থ-গৃহে গৃহস্থের দৈনন্দিন ব্যবস্থায় প্রস্তুত

হইবে তাহাই ভিক্ষুর গ্রাহ্য। এই বিধিতে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে যাহা পরে প্রস্তুত হয়, তাহা সাধুর সম্মানার্থ গৃহস্থ কষ্ট স্বীকার করিয়া প্রস্তুত করিয়া থাকে। গৃহস্থকে এই কষ্ট না দিবার জন্য এ ব্যবস্থা। কিন্তু গৃহস্থ নিজের পরিবারের জন্য যাহা করিয়াছে, তাহার অংশ গ্রহণ করিলে গৃহস্থ-পরিবারের লোকজনকে যদি অল্পাহার করিতে হয়, তাহাতে গৃহস্থের ক্ষতি হয় না কি?

পুব্বিং [পূর্বম্] পূর্বকালে। ৯২, ৯৪, ১০৬, ১১১

পূইয়া [পূজিতা] পূজিত। ৬৮

পূয়া [পূজা] পূজা। ১৩০, ১৩১

পূরগ—পূরক। ৩৮

পূরয়ংত—পূরয়ৎ। ৪৪

পূসমাণ—পুষ্যমাণ। ১১৩

পেচ্ছণিজ্জ—প্রেক্ষণীয়। ৬৩

পেসুন্ন—পৈশুন্য, খলতা। ১১৮

পোগ্গল [পুদ্গল] পরমাণু, জড় পদার্থের সূক্ষ্মাংশ। ২৭, ২৮ জৈন দর্শনের সপ্ত তত্ত্ব: জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জরা এবং মোক্ষ। জীবের লক্ষণ চেতনা। চেতনা-লক্ষণো জীবঃ। অজীব পদার্থের চেতনা নাই। যতক্ষণ জীবপদার্থ শরীরাদি অজীব পদার্থের সহিত মিলিত থাকে ততক্ষণ তাহার মোক্ষ-লাভ হয় না। জীব যতদিন সংসারে পরিভ্রমণ করে, ততদিন সে অজীব পদার্থ অর্থাৎ জড় পদার্থের সহিত মিলিত থাকে। কিন্তু অজীব পদার্থের সহিত মিলিত থাকে বলিয়াই যে জীব অজীব পদার্থে পরিণত হয় তাহা নহে। স্বকীয় চৈতন্য-স্বভাব লইয়া পৃথক্ থাকে। অজীব তত্ত্ব পাঁচটি: পুদ্গল, ধর্ম, অধর্ম, আকাশ ও কাল। অজীব বা জড় পদার্থের পরমাণু বা পরমাণু সমূহে উৎপন্ন দ্রব্যই পুদ্গল। পুদ্গলে বর্ণ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই চারিটি গুণ আছে। জীব ও পুদ্গল মিলিত হইয়া জীবদেহ গঠন করে। জীবদেহকে গতি দান করে ধর্ম, আর স্থিতি দান করে অধর্ম। সমস্ত পদার্থকে স্থান দান করে আকাশ। সমস্ত পদার্থকে পরিবর্তিত

হইবার জন্ম সাহায্য করে কাল। সুতরাং পুদ্গল জড় পদার্থের পরমাণু বা পরমাণু সমষ্টি।

পোরাণ—পুরাণ। ৮৯

পৌরিসী [পৌরুষী] পুরুষের দৈর্ঘ্য বা উধ্বর্বাহু পুরুষের দৈর্ঘ্যকে পরিমাপ হিসাবে 'পৌরুষী' বলে। সূর্যালোকে পুরুষের ছায়াকেও 'পৌরুষী' বলা হয়। ইহার দৈর্ঘ্য ও দিগ্‌বিদিকের বিভাগ দ্বারা দিনমানের সময় নির্ণয় করা যায়। ১১৩, ১২০

পোরেবচ্চ—পুরোবর্তিত্ব। ১৪

পোস—পৌষ। ১৫২

পোসহ, পোসধ [উপবসথ> পোষহ, পোষধ] একাদশ ব্রত। ২২৮ জৈনদিগের পালনীয় দ্বাদশ ব্রতের মধ্যে একাদশ ব্রত 'পোসধ'। পূর্ণ অহোরাত্রের মধ্যে কতকগুলি প্রতিজ্ঞা যথার্থভাবে অতীচার বর্জন পূর্বক পালন করিবার ব্রত। ধার্মিক জৈন গৃহীরা প্রতি মাসে চারিদিন পোসধ করিয়া থাকেন: অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও দুইটি অষ্টমীতে। অনেকে প্রতি মাসে একদিন পোষধ পালন করেন। পোষধ পালন কালে গৃহীরা একদিনের জন্য সন্ন্যাসী হইয়া পড়েন। এই ব্রত গ্রহণের সঙ্কল্প-বাক্য কতকটা এইরূপ: আমি একাদশ ব্রত পোসধ গ্রহণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে অহোরাত্রের মধ্যে আমি আহার, পানীয়, ফল, সুপারি, মৈথুন, রত্নভূষণ, মাল্যাদি ও চন্দনাদি লেপনে বিরত থাকিব। অসি, যষ্টি বা প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করিব না। অহোরাত্র কায়মনোবাক্যে এই ব্রত পালন করিব; নিজে ইহার অন্যথা করিব না, অন্য কাহাকেও করিতে দিব না। পঞ্চ অতীচার: ১। ভাল করিয়া না দেখিয়া এবং না ঝাড়িয়া আসন গ্রহণ। ২। স্থান পর্যবেক্ষণ না করিয়া মলমূত্র ত্যাগ। ৩। ভাল করিয়া না দেখিয়া কোনও স্থান হইতে দ্রব্য আহরণ। ৪। আবশ্যক কার্যে অনাচার। ৫। শাস্ত্র-পঠন-শ্রবণাদি হইতে বিরতি।

ফগ্‌গুণ—ফাল্গুন। ২১২

ফংদমাণ [স্পন্দমান] স্পন্দমান। ৯৫

ফরিসগ [স্পর্শক] স্পর্শক। অঙ্গসুহ ফরিসগং—অঙ্গের সুখস্পর্শ। ৬৩

ফলিহ [স্ফটিক] স্ফটিক। ২৭, ৪৫

ফালিয় [স্ফাটিক, রত্নবিশেষ] স্ফাটিক। ৪০

ফাস [স্পর্শ] স্পর্শ। ৩২, ১১৮

চক্খু-ফাসং—চক্ষুঃস্পর্শম্। দৃষ্টিগোচর। ১৩২। সা ৪৪

ফাসিত্তা [স্পৃষ্ট্বা] স্পর্শ করিয়া, কার্যে পরিণত করিয়া। সা ৬৩

ফুসিয়া [স্পৃষ্টিকা] স্পর্শমাত্র অর্থাৎ অত্যন্ত অল্প। কণগ-ফুসিয়-মিত্তং [কণাস্পর্শমাত্রম্] কণিকা স্পর্শমাত্র [বৃষ্টি] সা ২৮

ফেণ [ফেন] ফেন। ৩৯, ৪৩

বত্তীস [দ্বাত্রিংশৎ] বত্রিশ। ১৪ বত্তীসাএ (স্ত্রীলিঙ্গে)। ১৪

বদ্ধ [বদ্ধ] বদ্ধ। ৩৪

বংধণ [বন্ধন] বন্ধন। ১২৪, ১২৭, ১৪৭

বংধুজীবগ—[বন্ধুজীবক] পুষ্পবিশেষ। ৫৯

বংভন্নয় [ব্রাহ্মণ্যক] ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রচলিত, ব্রাহ্মণদের বিদিত। ১০

বংভয়ারি [ব্রহ্মচারী] ব্রহ্মচারী। ১১৮

বল [বল] শক্তি। ৫২, ৮০, ৯০, ৯১, ১১৫

বলাহয় [বলাকা] বক। ৪২

বলিকম্ম [বলিকর্ম] বলিকর্ম, স্ব-গৃহ-দেবতাদিগের নৈবেদ্যাদি। ৬৬, ৯৫

বলিয়-সরীরাণং [বলবৎ-শরীরাণাম্] যাহাদের দেহ বলবান্ তাহাদের। সা ১৭

বহিয়া [বহিঃ] বাহির, বাহিরে। ১২০

বহু [বহু] বহু, অনেক। ২, ৯, ১০, ৩৭, ৬১, ৭৯, ৯৬, ৯৭, ১১৪ ১১৫। সা ৬৪

বহুময় [বহুমত] বহুমত, সর্বসম্মত। সা ১৯

বহুল—অনেক। ৩০, ১১৩, ১২৪। সা ৫৯

বায়র [বাদর] বাদর, রত্নবিশেষ। ২৭

বায়ালীসং [দ্বাচত্বারিংশৎ] বিয়াল্লিশ। ৭৪, ১৪৭, ১৯৫, ১৯৬, ২২৪

বারস [দ্বাদশ] দ্বাদশ, বারো। ১৬৬।

বারসাহ—দ্বাদশাখ্য, দ্বাদশাহ। ১০৪

বারসী [দ্বাদশী] দ্বাদশী। ১৭১

বাল [বালক] বালক, অজ্ঞ। ১০, ৫২, ৮০।

বালায়ব—বালাতপ। তরুণ রৌদ্র। ৫৯

বাবত্তরিং [দ্বাসপ্ততি] বাহাত্তর। ৭৪, ১৪৭, ২১১

বাবীস [দ্বাবিংশতি] বাইশ। ২২৫

বাসীইং [দ্ব্যশীতি] বিরাশি। ৩০

বাহত্তরিং [দ্বাসপ্ততি] বাহাত্তর। ৭৪

বাহিরও [বাহ্যতঃ] বাহিরে। ৩২

বাহিরিয়—বাহ্য। ৫৭, ৫৮, ৬২, ১০০, ১২২

বিইয়, বীয় [দ্বিতীয়] দ্বিতীয়। থে ৭, ৯

বিংদু—বিন্দু। ৪২

বীয়—বীজ। ৯৮, সা ৪৪, ৪৫, ৫৫

বুদ্ধ [বুদ্ধ] বুদ্ধ। ১৬, ১২৪, ১৪৭।

বুদ্ধি—বুদ্ধি। ৮, ৫০, ১২০

বূর [পূর, বাদর] বস্ত্রবিশেষ। ৩২

বেমি [ব্রবীতি] বলিলাম। সা ৬৪

বোংদি [বপুঃ] দেহ। ১৪

বোহয় [বোধক] বোধন-কর। ১৬, ৫৯

বোহি [বোধি] বোধি, জ্ঞান। ১৬

বোহিয় [বোধিত] কৃতবোধন। ৪২

ভগবং [ভগবান্] দিব্য গৌরবে গৌরবান্বিত মহামহিমময় দেবতুল্য ব্যক্তি। মহাবীর স্বামী। সংস্কৃতে 'মান্যব্যক্তি', 'মহাশয়' প্রভৃতি অর্থেও এ শব্দের ব্যবহার হয়। অথ ভগবান্ কুশলী কাশ্যপ? ভগবন্ পরবান্ অয়ং জনঃ। ভগবান্ বাসুদেবঃ। ১, ২, ৩, ১৫, ১৬, ২১, ২৮, ৬১, ১১৮

ভগবঈ—ভগবতী। ৩৬

ভগিণী—ভগিনী। ১০৯। থে ৫

ভট্টিত্ত [ভর্তৃত্ব] স্বামিত্ব। ১৪

ভণিয়া—ভণিতা। কথিতা, পঠিতা। থে ৪

ভংডগ [ভাণ্ডক] ভাণ্ড, পাত্রাদি।

ভংডমত্ত—ভাণ্ডমাত্র। ১১৮

ভত্ত [ভক্ত] ভাত। ১১৬

ভত্তপড়িয়াইক্‌খিয়স্‌স—[< প্রত্যাখ্যাত-ভক্তস্‌স] যে অন্ন প্রত্যাখ্যান করিয়াছে সেইরূপ [ভিক্ষু]র। অধিক পুণ্যলাভের জন্য কোনও কোনও ভিক্ষু বর্ষাবাস পর্যুষণ কালে সম্পূর্ণরূপে আহার বর্জন করিয়া থাকেন। কিন্তু তিন মাস সময় নিরম্বু অনাহারে কেহ বাঁচিতে পারে না। সেইজন্য তাঁহাদের জন্য উষ্ণ-অন্ন-বিগলিত ফেন পানের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এই ফেন বা মাড়ে অন্ন-কণা না থাকে, এজন্য ছাঁকিয়া লইতে হইবে। সেই ছাঁকা মণ্ড পেট ভরিয়া [মূলে 'বহুসংপুন্নং'] খাইবার ব্যবস্থা অনুমোদিত আছে। য়াকোবি ও তাঁহার টীকাকার এই অন্নহীন মণ্ডকে 'উষ্ণ জল' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা খাইয়া কেহ বাঁচিয়া থাকিতে পারে কি ? ['পড়িয়াইক্‌খিয়' শব্দ সং 'প্রত্যাখ্যাত' শব্দের প্রাকৃত রূপ নহে। 'আইক্‌খ্‌' ধাতুর উত্তর '-ইয়' প্রত্যয় যোগে 'আইক্‌খিয়' ; তৎপূর্বে 'পড়ি' উপসর্গের যোগ।] সা° ২৫। আচারাঙ্গ ১।৭।৫।৪ সূত্রে 'ভক্ত-পান-প্রত্যাখ্যান-মুক্তির' কথা আছে। আহার ত্যাগ দ্বারা আত্মহত্যা মুক্তিলাভের অন্যতম প্রকৃষ্ট উপায়। সা° ৫১ দ্রষ্টব্য।

ভত্তি—ভক্তি। ৩৭, ৪৪, ৪৮, ৬১, ৬৩

ভদ্দ—ভদ্র। ১১১, ১৪৫

ভদ্দবাহু—ভদ্রবাহু। থে ৪, ৫

ভদ্দাসণ—ভদ্রাসন। ৫, ৪৮, ৬৩, ৬৮

ভংতে -[ভদংত] মহাশয়, ভদ্র। ১৩৩। থে ১। সা ১, ১৪—১৬, ১৮—

ভম—ভ্রম। ৪৩

ভমমাণ—ভ্রমমাণ। ৪৩

ভমর—ভ্রমর। ৪৩

ভমুহা [ভ্রূ] ভ্রূ-যুগল। সা ৪৩

ভয়বং—ভগবান্। 'ভগবং' দ্রষ্টব্য।

ভয়মাণ—ভজ্যমান, সেব্যমান। ৯৫

ভবিয়ে—পূর্বে, সম্পন্নে। থে ১৩

ভবণ—ভবন। ৪, ৩৩, ৬৬

ভব্ব—ভব্য। ১৭, ২২

ভাগ—ভাগ। ৬৩, ১০৩

ভাণিয়ব্ব—ভাণিতব্য। বলিতে হইবে। ১৫৪, ১৭১, সা ৩৯, ৪৯, ৫০, ৫২

ভায়—ভাগ। ৬৩, ১০৩

ভায়া—ভ্রাতা। ১০৯

ভারহে বাসে [ভারতে বর্ষে ; ভরত ও ভারত শব্দের প্রাকৃত রূপ ভরহ ও ভারহ।] ভারতবর্ষে। ২, ১৫, ২৮

ভারিয়া [ভার্যা] ভার্যা, স্ত্রী। ২, ১৫, ২১......১০৯।

ভারুংড [ভারুণ্ড] এক-দেহ পৃথগ্-গ্রীব অতি-প্রাকৃত পক্ষিবিশেষ। ১১৮

ভাবেমাণস্স—ভাবয়তঃ। যিনি ভাবনা করিতেছেন তাঁহার। ১২০

ভাসই [ভাষতে] ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। অতীতে লট্। সা ৬৪

ভাসরাসি [ভস্মরাশি] ভস্মরাশি। ১২৯, ১৩০

ভিক্খাগ [ভিক্ষুক] ভিক্ষুক। ১৭, ১৯

ভিক্খায়রিয় [ভিক্ষাচর্যা] ভিক্ষাচর্যা। সা ১০—১৩

ভিক্খু—ভিক্ষু। সা ১০, ২৫, ২৬, ৩১, ৪৬-৫১

ভিংগু—ভৃঙ্গু। জল শুকাইয়া গেলে জমির শুষ্ক কর্দমে উদ্গত অতি সূক্ষ্ম উদ্ভিদ্ বিশেষ। সা ৪৫

ভিলিংগ-সূবে [মসূর-সূপে] ভিলিঙ্গ ব্যঞ্জন, ঝোল বিশেষ। সা ৩৩

ভুজ্জো ভুজ্জো [ভুয়ো ভুয়ঃ] পুনঃপুনঃ, বারে বারে। ১১, সা ৬৪

ভুত্ত—ভুক্ত। ১০৫, ১২১

ভুয়—ভুজ। ১৫, ৬১

ভুয়—ভুত। ১৭, ১৯, ৩৭, ৯৭, ১০৫

ভূসণ—ভূষণ। ১৪, ৩৬, ৪১

ভূসিয়—ভূষিত। ৬১

ভেদ—ভেদ। ৪১

ভেয়—ভেদ। ৪১

ভেরব [ভৈরব] ভৈরব। ১০৮, ১১৪

ভোক্‌খেসি [ভোক্ষ্যসি] খাইবে। সা ১৮।

ভোচ্চা [ভুক্ত্বা] খাইয়া। সা ২৯, ৩৬

ভোয়ণ—ভোজন। ৯৫, ১০৪। সা ২৬

মই [মতি] মতি। ৮, ৫০ বিউলমই [বিপুলমতি] বিপুলবুদ্ধি-সম্পন্ন। ১৮২

মউড় [মুকুট] মুকুট। ১৪, ১৫, ৬১, ৯৮

মউয় [মৃদুক] মৃদু, কোমল। ৩৫, ৩৬, ৪০, ৯৫। সু°—৬৩

মউলিয় [মুকুলিত। ১৫

মংস—মাংস। ৬০। সা ১৭। মংসল—মাংসল। ৩৪, ৩৬

মগর—মকর। ৪৩, ৪৪।

মগ্‌গ [মার্গ] পথ। ১৬, ১১৩, ১১৪, ১২০। সা ৬৩

মগ্‌গসির [মার্গশীর্ষ] অগ্রহায়ণ। ১১৩

মঘমঘংত [মঘমঘায়মান] মহ-মহ করা। ৩২, ৪৪, ৫৭, ১০০

মঘবং [মঘবান্‌] ইন্দ্র। ১৪

মংখ-[মংখাশ্‌ চিত্রফলকহস্তাঃ] পটুয়া। ১১০

মংগলাণং [মঙ্গলানাম্‌। মঙ্গল শব্দ সংস্কৃতসম, 'ণং' যোগে প্রাকৃতরূপ। নির্ধারে ষষ্ঠী। '-ণং' বিভক্তির পূর্ব স্বর দীর্ঘ হয়।] মঙ্গলের, মঙ্গলকর অনুষ্ঠান সমূহের মধ্যে। ১

মচ্ছ—মৎস্য। ৪২, ৪৩

মজ্জ—মস্ত। সা ১৭

মজ্জণঘর [মার্জন গৃহ] মার্জন গৃহ, স্নানের ঘর। ৬১। মজ্জিয়-মার্জিত। ৬১

মজ্‌ঝ [মধ্য] মধ্য। ৩৬, ৪৬, ৩১, ১১৪, ২২৭। মজ্ঝগএ [মধ্যগতঃ] মধ্যগত। সা ৬৪। মজ্ঝংমজ্ঝেণং [মধ্য-পথা, অভ্যন্তর-মার্গেণ] মধ্য দিয়া, মাঝখান দিয়া। ২৮, ২৯, ৬৫। মজ্‌ঝিম—মধ্যম। ১২২, ১৪৭

মট্ঠ [মৃষ্ট] মাখানো, মাজা-ঘষা। ৩২। মার্জিত, মসৃণ করা। সা ২

মড়ে [মৃতঃ] মড়া। ৯২

মড়ংব [মড়ম্বানি সর্বতোঽর্ধযোজনাৎ পরতোঽবস্থিত-গ্রামাণি] নগরের উপকণ্ঠে অর্ধযোজন দূরে অবস্থিত গ্রামসমূহকে মড়ম্ব বলে। ৮৯

মণ—মন। ৩৮, ৯২, ১১৮, ১২১। মণহর—মনোহর। ১১৫

মণাম [মনোরম] মনোরম। ৪৭, ১১০, ১১৩

মণুজ্জ [মনোজ্ঞ] মনোজ্ঞ। ৯২।

মণুন্ন—মনোজ্ঞ। ৪৭, ১১০, ১১৩

মণুয় [মনুজ] মানব। ১১৩, ১২১, ১৪৩

মণোগয় [মনোগত] মনোগত। ১৬, ৯০, ৯৩, ১৪২

মণোরহ—মনোরথ। ১০৭, ১১৫। মণোহর—মনোহর। ৩৭

মংডলিয় [মাণ্ডলিক] মাণ্ডলিক, মণ্ডলেশ্বর। ৭৮

মংডব—মণ্ডপ। ৬১, ১০৪

মংডিয়—মণ্ডিত। ১৫, ৬৩, ১০০

মত্তগাইং [পাত্রাণি] পাত্র। উচ্চারমত্তএ [উচ্চারপাত্র] মলত্যাগের পাত্র। পাসবণ-মত্তএ [প্রস্রাব-পাত্রকম্] প্রস্রাবত্যাগের পাত্র। খেলমত্তএ [ক্ষেড়পাত্র] নিষ্ঠীবন পাত্র। পিকদান। সা° ৫৬। চূর্ণিকারের টীকা: বাহিং তস্স গুম্মিয়াদিগহণং তেণ মত্তএ বোসিরিত্তা বাহিং নিত্তা পরিট্‌ঠবেই, পাসবণে বি অভিগ্গহিতো ধরেই তস্স সই জো জাহে বোসিরই সো তাহে ধরেই, ন নিক্‌খিবই, সুবংতো বা

উচ্ছংগে ঠিতয়ং চেব উবরিং দংডএ বা দোরেণ বংধত্তি গোসে অসং-সত্তিয়াএ ভূমীএ পরিট্‌ঠবেই ত্তি।

মথয় [মস্তক] মস্তক। ৫, ১৫, ৫৩। মথয়থ—মস্তকস্থ। ৪০

মদ্দব [মার্দব] মৃদুতা, কোমলতা। ১২০। থে ১৩

মদ্দাহি [মর্দয়] মর্দন কর। ১১৪

মংতর [ব্যন্তর] ব্যন্তর, তির্যগ্‌দেবতা। ৯৯

মংত্তি [মন্ত্রী] মন্ত্রী। ৬১। মহামংত্তি—মহামন্ত্রী, মহামাত্য। ৬১

ময়ণ—মদন। ৩৮। ময়ণিজ্জ [মদনবর্ধক] মাদক, মদনোদ্দীপক। ৬০

মরগয় [মরকত] সবুজবর্ণ মণি, পান্না। ৪৫

মল্ল—মল্ল, কুস্তীগির। ১০০ ১১৪। মল্লজুদ্ধ—মল্লযুদ্ধ। ৬০

মল্ল [মাল্য] মালা ৩৭, ৪১, ৬১, ৮৩, ৯৫, ১০০

মসারগল্ল—একটি রত্নের নাম, সবুজবর্ণ: (emerald)। ২৭

মস্‌রগ—মস্‌রক। ৬৩

মহং [মহৎ] মহংতং ৪২। মহয়া [মহতা] ১৪, ১০২, ১১৫। সমাসের পূর্বপদ 'মহা'; মহাবিমাণ। যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্বে 'মহ'; মহড্‌টিয়। যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্বস্থিত স্বরবর্ণের পূর্বে 'মহ্‌'; মহিংদ।

মহাবিজয়—পুপ্‌ফুত্তর-পবর-পুংডরীয়াও মহাবিমাণাও ["মহান্ বিজয়ো যত্র তথাবিধং চ তৎ পুষ্পোত্তরং চ পুষ্পোত্তর-সংজ্ঞাকং চ তদেব প্রবরেষু শ্রেষ্ঠেষু পুণ্ডরীকং বিমানানং মধ্যে উত্তমত্বাৎ।" পুষ্প >পুপ্‌ফ। পুপ্‌ফ+উত্তর=পুপ্‌ফুত্তর। প্রাকৃত সন্ধির সাধারণ নিয়ম সন্নিহিত স্বরদ্বয়ের একতরের (বিশেষতঃ অ-কারের) লোপ। অপাদান কারক। অপাদানের বিভক্তি: আও। তঃ>ও, আও।] মহাবিজয় পুষ্পোত্তর নামক মহাবিমান যাহা শ্রেষ্ঠ বিমানসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুণ্ডরীকতুল্য, তথা হইতে। ২

মহজ্জুইয় [মহাদ্যুতিক] অত্যুজ্জ্বল। ১৪

মহড্‌টিয় [মহর্ধিক] বহু-ধন-সম্পন্ন। ১৪

মহণ—মথন। ৩৯

মহত্তরগত্ত [মহত্তরকত্ব] অমাত্য-শ্রেষ্ঠত্ব। ১৪। মহত্তরয়—মহত্তরক। ১১০

মহব্বল [মহাবল] মহাবল। ১৪

মহায়স [মহাযশাঃ] মহাযশা। ১৪, ৪৬

মহিংদ [মহেন্দ্র] মহেন্দ্র। মহিয়ল—মহীতল। ৪৫। মহিয়—মহিত। ১০০

মহিয়া [মহিকা] নয়ন সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম জীববিশেষ। সা ৪৫।

মহিলাগুণ—স্ত্রীকলা। ২১১

মহিলিয়া—মিথিলা। ১১২

মহু [মধু] মধু। ৪৬। সা ১৭। মহুয়র [মধুকর] মধুকর। ৩৩। মহুয়রী। ৩৭, ৪২ মহুর [মধুর] মধুর। ৪৭, ৫০, ৯৫, ১১৫

মাড়ংবিয় [মাড়ম্বিয়] মড়ম্ববাসী, নগরের উপকণ্ঠবাসী। ৬১

মাণসিয় [মানসিক] মানসিক। ১২১

মাণুস—মানুষ্য। ১১৭

মাণুস্সগ [মানুষ্যক] মনুষ্যের যোগ্য, মনুষ্যভোগ্য। ১৩

মায়া [মাতা] মা। ৪৬, ১০৯, ৭৪, ৭৭, ৯২

মারণংতিয় [মারণান্তিক] [অপশ্চিম মরণান্তস্ তত্রভবা আর্ষত্বাদ্ উত্তর-পদবৃদ্ধৌ অপশ্চিম-মারণান্তিকী সা চাহসৌ সংলেখনা] অশন-পানাদি পরিত্যাগপূর্বক মৃত্যু বরণ। সা ৪৫

মারুয়—মারুত। ৪০, ৯৬

মাসিয়—মাসিক। ৬৮, সা ৫৭

মাহ—মাঘ। ২২৭

মাহণ [ব্রাহ্মণ] ব্রাহ্মণ, দরিদ্র ব্রাহ্মণ। ২, ৫, ৮, ১৩। —কুল। ১৭, ১৯ মাহণী—ব্রাহ্মণী। ২, ৩, ৫, ১৫—

মি—অস্মি। ৩, ২৯

মিউ—মৃদু। ৩৫, ৬৩

মিচ্ছা [মিথ্যা] মিথ্যা, মিছা। ১১৮

মিত্ত [মাত্র]-মাত্র। ১০, ৫২, ৮০। সা ২৬, ২৮, ৩০, ৫৭

মিত্ত [মিত্র] মিত্র। ১০৪, ১০৫

মিয় [মিত] মিত, মাপ করা। ৪২, ৫০, ৯৫, ১১০। সা ৫৪

মিসিমিসিংত [দেদীপ্যমান] ঝক্‌ঝকে। ১৫, ৬১

মিহুণ [মিথুন] মিথুন। ৪২

মীসিয় [মিশ্রিত] মিশ্রিত। ১১৫

মুইংগ [মৃদঙ্গ] মৃদঙ্গ। ৯২, ১০২

মুক্ক [মুক্ত] মুক্ত। ৩২, ৩৬, ১০০, ১১৮

মুক্‌খ—মোক্ষ। ১১৪

মুগ্‌গরগ—মুদ্‌গর। ৩৭

মুচ্চংতি [মুচ্যন্তে] মুক্তিলাভ করেন। সা ৬৩

মুচ্ছিজ্জ বা পবড়িজ্জ বা [মূর্ছেৎ বা প্রপতেৎ বা] যদি মূর্ছিত হয় বা পতিত হয়। সা ৬১

মুট্‌ঠিয় [মৌষ্টিক] মুষ্টি, মুঠা। ১১৬, ২১১, ১০০

মুণেয়ব্ব [জ্ঞাতব্য] জ্ঞাতব্য। ["জ্ঞো জাণ-মুণৌ।" প্রা° প্র° ৮।২৩। জ্ঞা ধাতু স্থানে জাণ ও মুণ আদেশ হয়।] থে ৯।

মুংডে [মুণ্ডঃ, মুণ্ডিতঃ] মুণ্ডিত-কেশ সন্ন্যাসী। ১

মুত্ত—মুক্ত। ১৬, ১২৪, ১৪৭। মুত্তা—মুক্তা। ৩৬, ৪৪, ৬১। মুত্তি—মুক্তি। ১২০

মুদ্দিয়া [মুদ্রিকা, মুদ্রিতা] ৬১

মুদ্ধয় [মূর্ধজ] কেশ। ৪০

মুদ্ধা—মূর্ধা। ১৫, ৬৬

মুহ [মুখ] মুখ। ৩৪, ৩৫, ৩৮, ৩৯, ৫৯, ৯২।

মুহমংগলিয় [মুখমাঙ্গলিক] মুখমাঙ্গলিক। ১১৩ [মুখে মঙ্গলং যেষাং তে তথা চাটুকরা ইত্যর্থঃ]

মুহুত্ত—মুহূর্ত। ৩৯, ১১৩ ১১৮, ১২০

মুহুত্তগং [মুহূর্তকম্] এক মুহূর্তের জন্য। সা ৫২

মূসা—মূষা। মুচি (a crucible)। ৩৫

মেয়ণীয়া [মেদিনী] মেদিনী। ৯৬

মেহ—মেঘ। ৬১

মেহলা [মেখলা] মেখলা। ৩৬

মেহাবী—মেধাবী। ৬০

মোত্তিয় [মৌক্তিক] মৌক্তিক, মোতি। ৯০, ৯১, ১১২

মোয়গ [মোচক] মোচক। ১৬

মোর [ময়ূর] ময়ূর। ৪০

[মায়া-] মোস [মৃষা বা মোষ] মায়ামোষে—মায়ারূপ চোর (মোষ) অথবা মিথ্যা (মৃষা) মায়া। ১১৮

য় [চ] স্বরবর্ণের পর 'চ' (সংযোজক অব্যয়) স্থানে 'য়' হয়। ৯, ২১, ২৮…

য়াবি [চাপি<চ+অপি] স্বরের পর। ৯২, ৯৭…

রই—রতি। ১০৮, ১১৮

রইয় [রচিত বা রঞ্জিত] রচিত। ৩৬

রক্‌খ—রক্ষ, রক্ষক। আয়-রক্‌খ—আত্ম-রক্ষক। ১৪

রংগংত—[রংঘৎ, ইতস্ততঃ প্রেংখৎ, চঞ্চল] চঞ্চল। ৪৩

রচ্ছংতরে [রথ্যা মধ্যে] রাজপথে। ১০০

রজ্জ—রাজ্য। ৫১, ৭৯, ৯০, ৯১, ২২৭। রজ্জবই—রাজ্যপতি। ৫২, ৮০

রজ্জূ [রজ্জুক, লেখক। রঞ্জ ধাতু লেখনার্থে। রঞ্জিত চিত্রাঙ্কন হইতে প্রথম লিপির উদ্ভব সূচনা করে। অশোকলিপিতে "লজুক, লাজুক" আছে।] লেখক। ১২২, ১৪৭।

রট্‌ঠ [রাষ্ট্র] রাষ্ট্র, রাজ্যশাসন নীতি। ৯০

রত্ত—রক্ত। ৩২, ৩৫ ৩৯, ৪০, ৫৯, ৯০, ৯১

রত্তি—রাত্রি। ৩৯

রমণিজ্জ [রমণীয়] রমণীয়। ৩৫-৩৭, ৪২, ৬১। রম্ম—রম্য। ৩২

রয় [রজঃ] ধূলি। ৩২। সা ২৯

রয়ণ [রত্ন] রত্ন। ৪, ১৫, ২৭, ৩২, ৩৩ । রয়ণাময়—রত্নময়।

রয়ণি [রজনি-] রজনী। ৩, ৩১, ৩২, ৪৬। রয়ণিকর—রজনিকর। ৪৩

রয়য় [রজত] রজত, রৌপ্য। ৩৩, ৩৫, ৩৬, ৩৮, ৪০, ৪১

রয়াবেহ [রচয়] রচনা কর। ৫৭

রস্‌সি [রশ্মি] রশ্মি। ৫৯; ৩৯।

রহস্‌স [রহস্য] রহস্য। ১২১। রহোকম্ম—রহঃকর্ম। ১২১

রাই [রাজি] রাজি। ৩৬

রাইংদিয়—[রাত্রিংদিবম্‌] দিবারাত্রি। ৯, ৩০, ৫১, ৭৯

রাইণিয়ং [রাত্নিকম্‌, জ্যেষ্ঠম্‌] জ্যেষ্ঠকে। রাইণিএ [রাত্নিকঃ, জ্যেষ্ঠঃ] শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ আচার্য বা বয়োজ্যেষ্ঠ। সা ৫৯

রাইন্ন [রাজন্য] রাজন্য। ১৮, ২২১

রাইয় [রাত্রিক] রাত্রি। এগরাইয় [একরাত্রিক], পঞ্চরাইয় [পঞ্চরাত্রিক] ১১৯

রাঈসর [রাজেশ্বর] রাজেশ্বর, যুবরাজ। ৬১

রায়া [রাজা] রাজা। ৬১, ৮৯, ৫০, ৫২, ৭২, ৮০, ৪৮, ৫৩, ৫৪, ৬৪, ৬৬, ৬৮, ১০৬

-রাএ [-রাত্রে] স-বীসই-রাএ [স-বিংশতি-রাত্রে] বিংশতি রাত্রি সহ। ভাবে সপ্তমী। 'মাসে' পদের বিশেষণ। [সবীসইরাএ বিইক্কংতে ব্যতিক্রান্তে মাসে=] একমাস বিংশতি রাত্রি ব্যতিক্রান্ত হইলে। সা ১-৮

রায়মাণ— রাজমান। শোভমান ৪০

রায়-লেহা [রাজত-রেখা]। ৩৮

রায়হংস—রাজহংস। ৫, ৫৪, ৮৮

রায়হাণী—রাজধানী। ২১১

রাসি —রাশি। ৪৩, ৪৫, ৫৯

রিউমঈণং [ঋজুমতীনাম্‌] ঋজুমতি বা সরল বুদ্ধিসম্পন্ন সাধুগণের। ১৬৬

রিউব্বেয় [ঋগ্‌বেদ] ঋগ্‌বেদ। ১০

রিক্‌খ [ঋক্ষ] নক্ষত্র। ৬১

রিট্‌ঠ—রিষ্ট। ১৫, ২৭

রুইল—রুচির।

রুক্থ—বৃক্ষ। সা ২৯, ৩২, ৩৬, ৪৫

রুয়—রুত, রব। ২১১

রূয়—রূত। তূলা। ৩২

রূব—রূপ। ৯, ২৮, ৩৪, ৩৬, ৩৯-৪২...

রেহংত [রাজমান] শোভমান। ৫৯

লক্খণ—লক্ষণ। ৯, ৩৩, ৩৫, ৫১, ৬৪-৬৮, ৭৯

লংখ-[লংখাঃ, লাংখ্যাঃ, বংশাগ্রখেলকাঃ] বাঁশের আগায় যাহারা খেলা করে। ১০০

লংগূল—লাঙ্গূল। ৩৫

লচ্ছী—লক্ষ্মী। ৪১, ৬১

লট্ঠ [লষ্ট, মনোহর] মনোহর। ৩৪-৩৬, ৪০, ৫৫

লট্ঠি [যষ্টি] লাঠি। ৪০

লড়হ ["লটভা সুবিশালা।" টীকাকার। লটভ শব্দ সংস্কৃতে পাওয়া যায় রমণীয় অর্থে। প্রাকৃত 'লটহ' শব্দেরই এটি সংস্কৃত রূপ। "তস্যাঃ পাদনখশ্রেণিঃ শোভতে লটভ-ভ্রুবঃ।" বিক্রমোর্বশীয় ৮।৬। 'লাবণ্যবতী ললনা' অর্থেও 'লটভা' ব্যবহৃত হইয়াছে। "কিংবা বর্ণনয়া সমস্ত লটভালংকারতামেষ্যতি।" "অনর্ঘ্য লাবণ্যনিধান ভূমি র্ন কস্য লোভং লটভা তনোতি।" ইত্যাদি। সুতরাং টীকাকারের অর্থ গ্রহণীয় নহে। 'লটভ' শব্দের অর্থ 'মনোজ্ঞ'। রোম-রাজি 'সুবিশাল' না হইয়া 'মনোজ্ঞ' হইলেই সঙ্গত হয়।] মনোজ্ঞ। ৩৬

লংগলিকা [লাঙ্গলিকা গলাবলম্বিত-সুবর্ণাদিময়-লাঙ্গলাকার-ধারিণো ভট্টবিশেষাঃ, কর্ষকা বা] লাঙ্গলী, কৃষক। ১১৩

লংদ-[সংস্কৃতে 'লণ্ড' আছে বিষ্ঠা অর্থে। এটাও সেই শব্দই। বাঙ্গালাতে 'ল্যাড়'।] বিষ্ঠা। সা ৯

লদ্ধ—লব্ধ। ৭৩ লদ্ধি—লব্ধি। থে ১৩

লভেজ্জা [লভেত] লভে, লাভ করে, পায়। সা ১৮

লংবংত [লম্ব্যমান] লম্বমান। ৩৬। লংবমাণ—লম্বমান। ৪৪

লংভ—লাভ। ১০৩

লয়া—লতা। ৪৪

ললিয়—ললিত। ৬১

লাসগ ["লাসকা রাসকান্ দদতি, জয়শব্দপ্রয়োক্তারো বা।"—টীকাকার। টীকাকার গোঁজামিল দিয়াছেন। 'রাসক' মানে কি? নৃত্য-বহুল ক্ষুদ্র নাটককে রাসক বলে। সে 'রাসক' দেওয়া যায় কেমন করিয়া? বিকল্পে জয় শব্দ প্রয়োগকারীকে টীকাকার লাসক বলিয়াছেন। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে এ বিষয়ে তাঁহার কোনও স্পষ্ট ধারণা নাই। কিন্তু 'নর্তক' অর্থে 'লাসক' আভিধানিক শব্দ, লাসিকা [-নর্তকী] শব্দেরই অধিক প্রয়োগ পাওয়া যায়।] নর্তক। ১০০

লিত্ত—লিপ্ত। সা ২

লুক্ক সিরএণ [লুপ্ত শিরস্যেন] উৎপাটিত-কেশ। সা ৫৭

লুক্‌খ—রুক্ষ। ৯৫

লূহিয়—[লূষিত] ঘৃষ্ট, মার্জিত। ৬১

লেট্‌ঠু—লেষ্টু, মৃৎপিণ্ড। ১১১

লেণ সুহুমং-[লয়ন-সূক্ষ্ম-] লয়ন বা আশ্রয় অবলম্বন করিয়া যে সূক্ষ্ম কীট বাস করে, যেমন উইচিংড়ে; মাটির মধ্যে চষা জমিতে লুকাইয়া থাকে, এইরূপ স্থানকে উইচিংড়ের লয়ন বা আশ্রয় বলা যায়। অনেক কীট সূক্ষ্ম আশ্রয় নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাস করে। আবার অনেক কীট এক সঙ্গে পুঞ্জীভূত হইয়া বস্ত্রাদিতে সংলগ্ন হয়, ইহাকে 'থো' পড়া বা 'ছাতা' ধরা বলে। ইংরেজি mildew. টীকাকার এ সম্পর্কে অনেক লিখিয়াছেন। 'অট্‌ঠ-সুহুমাইং' দ্রষ্টব্য। সা° ৪৪-৪৫।

লেণাণি [<লয়নানি] লুকাইবার স্থান। সা° ২৯।

লেসা; লেশ্যা: মনোবৃত্তিবিশেষকে লেশ্যা বা লেশা বলে। লেশয়তি চালয়তি আত্মানমিতি লেশা বা লেশ্যা। এই লেশা আত্মাকে কর্মে প্রণোদিত করে। লেশা ষড়্‌বিধ: (১) কৃষ্ণলেশা, (২) নীললেশা, (৩) কাপোতলেশা, (৪) তেজোলেশা, (৫) পদ্মলেশা, ও (৬) শুক্ল-লেশা। পূর্ব পূর্ব লেশা অপেক্ষা পর পর লেশাগুলি অপেক্ষাকৃত ভালো। কৃষ্ণলেশা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও শুক্ললেশা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

এই ছয়টি লেশ্যায় অভিভূত ছয়জন লোকের কোনও বৃক্ষের ফল খাইতে ইচ্ছা হইয়াছিল। কৃষ্ণলেশাক্রান্ত ব্যক্তি গাছটি কাটিয়া ফেলিতে ইচ্ছুক হইল। নীললেশায় অভিভূত ব্যক্তি শাখাগুলি ছেদন করিতে চাহিল। কাপোতলেশায় অভিভূত ব্যক্তি একটিমাত্র শাখা ছেদন করিতে চাহিল। তেজোলেশাক্রান্ত ব্যক্তি স্তবকগুলি সব ছিঁড়িয়া ফেলিতে চাহিল। পদ্মলেশার প্রভাবে প্রভাবান্বিত ব্যক্তি সুপক্ক ফল পাড়িবার ইচ্ছা করিল। কিন্তু শুক্ললেশার প্রভাবে ষষ্ঠ ব্যক্তি ভূপতিত ফল খাইতে চাহিল। সোমলেশা শুক্ললেশা। ১১৮

লেহা [লেখা, রেখা] রেখা, দাগ। ৩৮, ২১১। সা ৪৩

লোএ [লোচঃ] কেশ উৎপাটন। সা° ৫৭।

লোএ, লোয়ে [লোকে। শব্দমধ্যস্থ অযুক্ত ব্যঞ্জন প্রাকৃতে প্রায়শঃ লুপ্ত হয়। লোকে > লোএ ; + য়-শ্রুতি = লোয়ে। বিকল্পে ক স্থানে গ, লোগাহিবঈ (জি° ১৪), লোগুত্তমাণং, লোগ-নাহাণং, লোগ-হিয়াণং, লোগ-পঈবাণং লোগ-পজ্জোয়গরাণং (জি° ১৬)।] লোক শব্দের দুই অর্থ : লোকস্তু ভুবনে জনে। এখানে ভুবন অর্থেই লোক শব্দের ব্যবহার। লোকে = জগতে, পৃথিবীতে। জি° ১।

লোগ [লোক] লোক। ১৪, ১৬, ১৯, ১১১। লোয়—লোক। ১, ৪৪, ৯৭, ১১১, ১২১

লোণ [লবণ] লবণ। সা ২৬

লোয় [লোচ] লোচ, কেশোৎপাটন। ১১৬। সা ৫৭

লোয়ণ [লোচন] লোচন। ৩৬, ৪৬, ৫৯

লোয়ংতিয় [লোকান্তিক] লোকান্তিক। ১১০ 'বিমানলোক' দ্রষ্টব্য।

লোহিয় [লোহিত] লোহিত। সা ৪৪, ৪৫। লোহিয়কৃখ—লোহিতাক্ষ। ২৭, ৪৫

ব [ইব] অনুস্বারের পর ইব স্থানে ব। ৪৬, ১১৮

বই—[বাচ্] বাক্য। ১১৮

বইত্তএ—[*বচিত্তবৈ] বলিবে, বলা বিধেয়। সা ১৯, ৫৮

বইর [বজ্র] বজ্র। ৯৮

বইসাহ [বৈশাখ] বৈশাখ। ১২০

বউল [বকুল] বকুল। ৩৭

বক্কংত [অপক্রান্ত] অপক্রান্ত। ১, ২, ৩, ১৫, ২০, ৭৮, ৯১

বক্কংতী [অপক্রান্তি] অপক্রান্তি। ২

বগ্গূহিং [বাগ্ভিঃ] বাক্যে। সংস্কৃত 'বল্গু' শব্দের অর্থ 'সুন্দর,' 'মনোজ্ঞ'। ৫০, ১১০, ১১৩

বগ্ঘারিয় ["প্রলম্বিত"] সংবদ্ধ, ঘন। ১০০, ১৬৮। সা ৩১

বচ্ছ [বক্ষঃ] বক্ষ। ১৫, ৪৩, ৬১

বচ্ছ [বৎস] বৎস। থে ৩, ১১, ১৩

বজ্জ [বজ্র] বজ্র। ১৪

বজ্জিয় [বর্জিত] বর্জিত। ৩৮

বংজণ [ব্যঞ্জন] ব্যঞ্জন। ৯, ৫১, ৭৯

বট্ট [বৃত্ত] বৃত্ত। ৩৫, ৩৬, ১০০

বট্টংতি [বর্ত্তন্তে] থাকে। সা ৩৫

বট্টমাণ [বর্ত্তমান] বর্ত্তমান। ১২০, ১২১

বড়—বট। বট বৃক্ষ। ১৭৪

বড়িয়—পণ্ডিত। ২০৯

বড়িংসগ [অবতংসক] অবতংস। ৫১, ১৪, ২৯, ৬৬, ৬৭

বড্ঢামো—বর্ধামঃ। বৃদ্ধি পাইতেছি। ৯১, ১০৬

বণ—বন। ৩৮, ৩৯, ৮৯, ১১৫

বণলয়া [বনলতা] বনলতা। ৪৪, ৬৩

বন্ন [বর্ণ] বর্ণ। ৩২, ৩৭, ৩৮, ৫৭, ৯৮, ১০০

বন্নও [বর্ণক] বর্ণ, বর্ণনা। ৪৯। প্রাচীন কালে যখন লোকে রাজসভাদি জনবহুল স্থানে বক্তৃতা করিত, লিখিয়া পাঠ করিবার রীতি ছিল না, তখন অনেক বিষয়ের সুরচিত বর্ণনা তাহারা কণ্ঠস্থ রাখিত। রাজা, রাজসভা, রাজমহিষী, রাজ্যাভিষেক, রাজ্যশাসন-শৃঙ্খলা, রাজবংশ প্রভৃতির বর্ণনাই যে কেবল তাহারা কণ্ঠস্থ রাখিত,

তাহা নহে। সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, বাল্য, যৌবন, বার্ধক্য, শীত. গ্রীষ্ম বর্ষা, বালকের শিক্ষা, নায়ক, নায়িকা, বিবাহ, পুত্র-কন্যা, অনূঢ়া কন্যা, চন্দ্রোদয়, নদী, সমুদ্র, নগর, গ্রাম প্রভৃতি বহু বিষয়ের সুরচিত বর্ণনা তাহাদের কণ্ঠস্থ থাকিত, আবশ্যকমত যথা-সময়ে সেইগুলির আবৃত্তি করিয়া যাইত। রাজদূতদিগকে এইরূপ আকস্মিক বর্ণনা দিয়া বক্তৃতা করিতে হইত বলিয়া দূত বা ভাটদিগের মধ্যে এইরূপ একটি বর্ণনা সাহিত্য গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। খ্রীঃ চতুর্দশ শতকের মৈথিল কবি জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরের বর্ণরত্নাকর গ্রন্থে আমরা এইরূপ একটি বর্ণনার বই পাইয়াছি। ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করা যাঁহাদের ব্যবসায়, তাঁহাদের পুঁথিতেও এইরূপ অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। এগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের সাহিত্য। কিন্তু তিনহাজার বৎসর পূর্বে জৈনদিগের মধ্যেও নানা স্থানে এইরূপ সুরচিত বর্ণনার ঘন ঘন প্রয়োগের প্রচলন ছিল। যখন জৈন আগম গ্রন্থগুলি লিখিত হয় নাই, আচার্যগণের কণ্ঠে কণ্ঠেই চলিয়া আসিতেছিল, তখন তাঁহারা এই সাধারণ বর্ণনাগুলির আবৃত্তি করিতেন। কিন্তু যখন লেখা আরম্ভ হইল, তখন অত লেখা কষ্টসাধ্য বলিয়া বর্ণনাগুলি 'বন্নও' [বর্ণক] বলিয়া উল্লেখমাত্র করিয়া ছাড়িয়া দিতেন। পাঠকালে ঐগুলির আবৃত্তি করিয়া লইতে হইত। অনেক স্থলে আদি পদের পর একটি 'জাব' লিখিয়া শেষ পদটি তার পরে লেখা হয়। 'জাব' দ্রষ্টব্য।

বত্ত [ব্যাপ্ত] ব্যাপ্ত। ৫, ১২, ১৫···

বত্তব্ব [বক্তব্য] বক্তব্য। সা ১৮, ৫৮

বত্থ [বস্ত্র] বস্ত্র। ১৪, ৬৩, ৬৬, ৮৩, ৯৮, ১০২, ১০৫। সা ৫২

বত্থএ [*বস্তবৈ, বস্তুম্] বাস করিতে, থাকিতে। সা ৬২

বদিত্তএ [*বদিতবৈ] বলিতে, বলা চাই। সা ৫২

বদ্ধণ [বর্ধন] বর্ধন। ১০০

বদ্ধমাণ [বর্ধমান] বর্ধমান। ১১৩ [বর্ধমানাঃ স্কন্ধারোপিত পুরুষাঃ।] মানুষের ঘাড়ে মানুষ থাকিলে মানুষ 'বর্ধমান' হয়।

বংদণ—বন্দন। ১০০

বন্নগ [বর্ণক] চন্দনাদি বাঁটনা। ৬১। বন্নয়—বর্ণক। সা ৪৫

বয়ণ—বদন। ১৫, ৩৫, ৩৬, ৪৩

বয়ব—বজ্র। ২৭

বরিট্ঠ—বরিষ্ঠ। ১৫

বল্লহ—বল্লভ। ৩৮

ববগয়—ব্যপগত। ৯৫

ববসিয়—ব্যবসিত। ৪০

বস—বশ। ৫, ১৫, ৫০, ১০৬

বসভ, বসহ—বৃষভ। ৪, ৩৩, ৩৪, ৬১, ১১৪, ১১৮

বসুহারা—বসুধারা। ৯৮

বাইয়—বাদিত্র। ১৪, ১১৪

বাঈ—বাদী। তার্কিক। ১৪৩

বাএই, বাএংতি-[বাদয়তি, বাদয়ন্তি, বাচয়তি, বাচয়ন্তি] ব্যাখ্যা করেন, পড়ান। থে ১

বাগরণ—ব্যাকরণ। ১০, ১৪৭। সা ৬৪। বাগরমাণ—ব্যাকুর্বৎ। ১৩৮ বাগরেই—ব্যাকরোতি। ২০৭। বাগরিত্তা—ব্যাকৃত্য। ১৪৭। ব্যাখ্যা করা।

বাণমংতর—ব্যন্তর। ৯৯

বামদ্দণ—বামর্দন। ৬০

বায়—বাত। ৩৬

বায়—বাদ। ১৪৩

বায়ণা—বাচনা, ব্যাখ্যা। ১৪৮। থে ৪, ৫

বায়াম—ব্যায়াম, পরিশ্রম। ৬০

বারাভোগ, পারাভোগ ১২৮ [অমাবস্যায়াং তস্যাং পারং পর্যন্তং ভবস্য আভোগয়তি পশ্যতি যঃ স পারাভোগঃ সংসারসাগরপারপ্রাপণ-প্রবণস্ তম্। অথবা পারং পর্যন্তং যাবদ্ আভোগো বিস্তারো যস্য স পারাভোগঃ অষ্টপ্রাহরিকঃ প্রভাতকালং যাবৎ সম্পূর্ণ ইত্যর্থঃ তথাবিধং পৌষধোপবাসং পৌষধযুক্তোপবাসং পোট্ঠবিংসু ত্তি প্রস্থাপিতবন্তঃ

কৃতবন্তঃ। কেচিচ্ চ বারাভোএ ইতি পঠন্তি দ্বারম্ আভোগ্যতেঽব-লোক্যতে যৈস্তে দ্বারাভোগাঃ প্রদীপাস্ তান্ কৃতবন্তঃ আহারত্যাগ পৌষধরূপম্ উপবাসং চাকষু´রিতি চ ব্যাচক্ষতে (ইতি বৃদ্ধ ব্যাখ্যা) এতদর্থানুপাত্যেব চোত্তরসূত্রম্।] দ্বার আলোকিত করিবার প্রদীপ, সংসারের পার অবলোকন করিবার উৎসব। দ্রষ্টব্য 'পারাভোয়'।

বালগ—ব্যাল(ক)। সর্প। ৪৪, ৬৩

বালুয়া—বালুকা। ৩২

বাসা—বর্ষা। ৩০, ১৭১, ১৭২, ১৭৪। বাস—বর্ষ। ৯৮, ২, ১১৭, ১২৯, ১৩০, ১৭২, ১৫, ২৮। বাসাবাস—বর্ষাবাস। ১১৯, ১২২। সা ১-৬২। সংবৎসরে জৈনদিগের তিনটি ঋতু: হেমন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা। চারি চারি মাসে এক এক ঋতু। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন হেমন্তকাল। চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় গ্রীষ্মকাল। শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক বর্ষাকাল। বর্ষাকাল জৈনদিগের সাংবৎসরিক উৎসবের কাল। অগ্রহায়ণ মাস বৎসরের প্রথম মাস।

বাসংতিয়—বাসন্তিক। ৩৭

বাসয়ংত[বাসয়ৎ] সুবাসিত করিয়া করিয়া। ৩৭

বাসিংসু—বর্ষিয়াছিল। ৯৮

বাসিণী [বাসিনী] বাসকারিণী। ৩৬

বাসিয় [বাসিত] গন্ধিত। ৩৩

বাসী ["বাসা"। "বাসী-চংদণ-সমাণ-কপ্পে"—বিষ্ঠা-চন্দনে সমান জ্ঞান যাঁহার] বিষ্ঠা। ১১৯

বাহণ—বাহন। ১৪, ৫২, ৮০, ৯০, ৯১, ১০২, ১১৫

বি—'অপি' স্থানে 'বি', স্বরের পরে, বিকল্পে। 'এসে বি' ১৯। 'জে বি য়, ২১, ২৬। কিন্তু 'তং পি য়' ২৮।

বিইক্কংত [ব্যতিক্রান্ত] ২, ৯, ১৯, ৯৬, ১০৪, ১২০। সা ১-৮

বিউল—বিপুল। ১৫, ৪৪, ৪৬, ৫২, ৮৩, ১০৪

বিউব্বই [বিকরোতি] বিকৃত করে। ১২৮

বিংহণিজ্জ—বৃংহণীয়। ৬৭

বিকসিয়—বিকসিত। ১৫

বিক্কংত—বিক্রান্ত। ৫২, ৮০

বিগই [বিকৃতি] বিকৃতি বা অসুস্থতা নিবারণের উপায়, ঔষধ। সা ১৭, ৪৮

বিগয়—বিগত। বিগওদএ [বিগতোদকঃ] শুষ্ক-জল, শুষ্ক, আর্দ্রতা-বিহীন। বৃষ্টিসিক্ত অঙ্গসমূহ শুষ্ক না হইলে আহার গ্রহণ নিষিদ্ধ। সা ৪৩

বিগিট্‌ঠ-ভত্তিয়স্‌স [বিকৃষ্ট-ভক্তিকস্য] বহুদিন ব্যবধানে আহার গ্রহণ করেন যাঁহারা তাঁহাদিগের জন্য। সা ২৪-২৫

বিগ্‌গহ—বিগ্রহ। ২৯। সা ৫৯

বিগ্‌গোবিত্তা—বিগোপ্য। ১১২

বিগ্‌ঘ—বিঘ্ন। ১১৪,

বিচিত্ত—বিচিত্র। ৩২, ৬১

বিচ্ছড্‌ডইত্তা [বিচ্ছর্দ্য] ছাড়িয়া ফেলিয়া, সম্পূর্ণরূপে আসক্তিশূন্য হইয়া। ১১২

বিচ্ছিপ্পমাণ [বিস্পৃশ্যমান, বিক্ষিপ্যমান] বিস্পৃষ্ট বা বিক্ষিপ্ত হইতে হইতে। ১১৫

বিজাণিত্তা [বিজ্ঞায়] জানিয়া। ৯৩

বিড়ংবিয় [বিড়ম্বিত] ভীষণীকৃত। তীক্ষ্ণ দন্তে যাহার মুখ বিড়ম্বিত অর্থাৎ ভীষণ। ৩৫

বিণয়—বিনয়। ২৭, ৫৮, ৬৯

বিণাস—বিনাশ। ৩৯

বিণিচ্ছিয় [বিনিশ্চিত] বিনিশ্চিত। ৭৩

বিণীয়—বিনীত। ১১০

বিত্তি—বৃত্তি। ৭, ৪৯, ৭২

বিথর—বিস্তর। থে ৫

বিথিন্ন—বিস্তীর্ণ। ৩৫, ৩৬, ৫২, ৭০

বিদেহজচ্চ ["বিদেহা ভীম ভীমসেন ইতি ন্যায়াদ্‌ বিদেহদিন্না ত্রিশলা তস্যাং জাতা বিদেহাজা অর্চা শরীরং যস্যাঽসৌ বিদেহাজার্চঃ,

অথবা বিদেহো অনঙ্গ ইত্যর্থঃ স যাত্যঃ পীড়য়িতব্যো যস্যাঽসৌ বিদেহ-যাত্যঃ।" অতি কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা। 'জচ্চ' [জাত্য] মানে 'খাঁটি', অবিমিশ্র রত্ন। বিদেহ-জাত্য = বিদেহের রত্ন।] বিদেহজাত্য। ১০০

বিন্নবেজ্জা [বিজ্ঞাপয়েৎ] জানাইবে, চাহিবে [ভিক্ষার্থ]। বিন্নবেমাণে [= বিজ্ঞাপ্য, বিজ্ঞপ্ত হইলে] লভেজ্জা = জানাইলে পাইবে, চাহিয়া পাইবে বা লইবে। বিন্নায় [বিজ্ঞাত] বিজ্ঞাত। সা ১৮। জি ১০, ৫২, ৮০

বিন্নাণ—বিজ্ঞান। সা ৮, ৫০

বিপ্পমুক্ক—বিপ্রমুক্ত। ১১৮

বিবোহক—বিবোধক। বিবোধনকারী। ৩৮

বিভত্ত—বিভক্ত। ৩২, ৩৪

বিভাবেমাণে [বিভাবয়ৎ] ভাবিতে ভাবিতে। ১৪৭

বিভূই—বিভূতি। ১১৫

বিভূসা—বিভূষা। ১০২, ১১৫

বিভূসিয়—বিভূষিত। ৬৬, ৬১, ৯৫

বিমণ—বিমন। ৯২

বিমাণ [বিমান] কল্পলোক, স্বর্গ। 'লোক' দ্রষ্টব্য। ২, ১৪, ২৯, ৪৪, ১৭১, ২০৬

বিয়ট্ট—ব্যাবৃত্ত। ১৬

বিমানলোক, অধোলোক, ঊর্ধ্বলোক, ইত্যাদি

জৈনদিগের বিশ্বের সংস্থানে একটি মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গের কল্পনা অন্তর্নিহিত আছে। এই কল্পিত মানবদেহের পদযষ্টিতে **সপ্ত পাতাল**, কটিদেশে **তির্যগ্‌লোক**, তদূর্ধ্বে **ঊর্ধ্বলোক**। ঊর্ধ্বলোক আবার ত্রিধা বিভক্ত: বক্ষঃস্থলে **দেবলোক**, গ্রীবায় **গ্রৈবেয়ক**, মুখে **অনুত্তর বিমান** এবং তদূর্ধ্বে শিরোদেশে **সিদ্ধ-লোক**। এই সব বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন অধিবাসী। জৈনেরা দেবতার পূজা করেন না এবং এ বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতির নিয়ামক কোনও

দেবতা বা ঈশ্বর মানেন না। স্ব স্ব কর্মফলে দেবতারাও স্ব স্ব গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দেবতাদের মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ আছে। সকলেই দেব-গতি প্রাপ্ত হয় না। দেবগতি পাইয়াও তাহারা মনুষ্য অপেক্ষা হীন, কারণ মনুষ্যগতি লাভ করিয়া মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ না করিলে দেবতাদের নির্বাণলাভ হয় না।

[ক] **দেবতাদের শ্রেণীবিভাগ**ঃ নরকবাসী দেবতারা নরকবাসী জীবের দণ্ড দান করে। যাহাদের নাম **অম্ব**, তাহারা পাপী জীবের স্নায়ু ছিন্ন করে। যাহাদের নাম **অম্বরস**, তাহারা অস্থি ও মাংস বিচ্ছিন্ন করে। **রুদ্র** যাহাদের নাম তাহারা বর্শাদ্বারা পাপীর দেহ বিদ্ধ করে। যাহাদের নাম **শাম**, তাহারা প্রহার করে। **শবল** যাহাদের নাম তাহারা মাংস ছেঁড়ে। **মহারুদ্র** যাহারা তাহারা কুচি কুচি করিয়া মাংস কাটে। যাহাদের নাম **কাল**, তাহারা পাপীর মাংস ঝলসাইয়া দেয়। যাহাদের নাম **মহাকাল**, তাহারা চিমটা দিয়া মাংস ছেঁড়ে। **অসিপাত** যাহাদের নাম, তাহারা খড়্গাঘাত করে। **'ধনু'**-রা তীরন্দাজ, শরাঘাত করে। **'বালু'**-রা পাপী জীবকে বালুকাচ্ছাদিত করে। **বৈতরণী**-রা বৈতরণীর ফুটন্ত জলে পাপী জীবকে কাপড়-কাচা করিয়া থেঁতলায়। **'খরস্বর'**-রা বিকট চীৎকার করিয়া পাপীকে কাঁটাগাছে বসায়। **'মহাঘোষ'** যাহাদের নাম, তাহারা পাপী জীবকে অন্ধকূপ-সদৃশ কারাগারে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে। ইহারা দেবতাদের মধ্যে অতি নিম্ন শ্রেণীর, চণ্ডাল শ্রেণীর বলা যায়।

[খ] **পাতালবাসী দশবিধ ভবনপতি :** [পাতালবাসীরা পীড়নকারী নয়] :

১। **অসুরকুমার :** কৃষ্ণকায়, রক্তাম্বর, মুকুটে অর্ধচন্দ্রাকার মণি।

২। **নাগকুমার :** দুগ্ধশুভ্রবর্ণ, হরিদ্বর্ণ পরিচ্ছদ, মুকুটে নাগের ফণা।

৩। **সুবর্ণকুমার :** সুবর্ণবর্ণ, শুক্লাম্বর, শকুন-চিহ্নিত মুকুট।

৪। **বিদ্যুৎকুমার :** রক্তবর্ণ দেহ, হরিদ্বর্ণ পরিচ্ছদ, বজ্র-চিহ্নিত মুকুট।

৫। **অগ্নিকুমার :** অগ্নিবর্ণ দেহ, হরিদ্‌বর্ণ পরিচ্ছদ, জলপাত্র চিহ্নিত মুকুট।

৬। **দ্বীপকুমার :** রক্তবর্ণ, হরিদ্‌বর্ণ পরিচ্ছদ, সিংহ চিহ্নিত মুকুট।

৭। **উদধিকুমার :** শুভ্রবর্ণ, হরিদ্‌বর্ণ পরিচ্ছদ, অশ্বচিহ্নিত মুকুট।

৮। **দিশাকুমার :** শুভ্রবর্ণ, শুভ্র পরিচ্ছদ, হস্তি-চিহ্নিত মুকুট।

৯। **বায়ুকুমার :** হরিদ্‌বর্ণ দেহ, অরুণবর্ণ পরিচ্ছদ, কুম্ভীর-চিহ্নিত মুকুট।

১০। **স্তনিতকুমার :** স্বর্ণবর্ণ দেহ, শুভ্র পরিচ্ছদ, শরাব-চিহ্নিত মুকুট।

[গ] **পাতালবাসী ব্যন্তর :** [বৃক্ষ-ধ্বজ পিশাচাদি] :

১। **পিশাচ :** কৃষ্ণবর্ণ, কদম্বধ্বজ।

২। **ভূত :** কৃষ্ণবর্ণ, 'শেওড়া' গাছ ইহার চিহ্ন।

৩। **যক্ষ :** কুৎসিত দেহ, বটবৃক্ষ ইহার চিহ্ন।

৪। **রাক্ষস :** শুভ্রবর্ণ, 'খটঙ্গ' বৃক্ষ ইহার চিহ্ন।

৫। **কিন্নর :** হরিদ্‌বর্ণ, অশোক বৃক্ষ ইহার চিহ্ন।

৬। **কিম্পুরুষ :** শুভ্রবর্ণ, চম্পকবৃক্ষ ইহার চিহ্ন।

৭। **মহোরগ :** কৃষ্ণবর্ণ ; মনসা গাছ ইহার চিহ্ন।

৮। **গন্ধর্ব :** কৃষ্ণবর্ণ, তিম্বরবৃক্ষ ইহার চিহ্ন।

[ঘ] **বাণব্যন্তর :** আণপন্নী, পাণপন্নী, ইসীবায়ী, ভূতবায়ী, কন্দীয়, মহাকন্দীয়, কোহণ্ড এবং পহঙ্গ নামধারী ব্যন্তর।

ইহারা সকলেই অধোলোকের অধিবাসী।

ঊর্ধ্বলোকবাসী দেবগণের দুইটি শ্রেণী : জ্যোতিষী ও বিমানবাসী।

[ঙ] **জ্যোতিষীরা** সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা ও নক্ষত্রের অধিবাসী।

[চ] **বিমানবাসী বা কল্পবাসী :** [বিমানলোকের তিন ভাগ : [১] দেবলোক, [২] গ্রৈবেয়িক, [৩] অনুত্তরবিমান।] :

১। **দেবলোকে** সুধর্মা, ঈশান, সনৎকুমার, মাহেন্দ্র, ব্রহ্মা,

লান্তক, মহাশুক্র, সহসার, আণত, প্রাণত, আরণ ও অচ্যুত—এই কয়টি বিভিন্ন লোকের অধিপতিরা বাস করেন।

২। **গ্রৈবেয়কে** ভদ্র, সুভদ্র, সুজাত, সুমানস, প্রিয়দর্শন, সুদর্শন, অমোঘ, সুপ্রতিভদ্র ও যশোধর—এই কয়টি লোকের অধিপতিরা বাস করেন।

৩। **অনুত্তর বিমানে** বিজয়, বৈজয়ন্ত, জয়ন্ত, অপরাজিত ও সর্বার্থসিদ্ধ—এই পাঁচটি সর্বশ্রেষ্ঠ কল্পলোকে 'ইন্দ্র' নামক দেবাধিপতিরা বাস করেন।

ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি দেবতা আছে, তাহারা দাস দেবতা বা শ্রমিক দেবতা।

[ছ] **কিল্বিষিয়গণ** নরক ও পাতালে অতি হীন কর্ম করিয়া থাকে।

[জ] **তির্যক্ জৃম্ভকগণ** পৃথক্ দ্বীপে [=মহাদেশে] পৃথক্ পর্বতে থাকে। ইহারা মধ্য শ্রেণীর শ্রমিক দেবতা।

[ঝ] **লোকান্তিকগণ** উচ্চ শ্রেণীর শ্রমিক দেবতা, দেবলোকের অধিবাসী।

ইন্দ্র বা শক্র দেবলোকের রাজা, কুবের শ্রেষ্ঠী এবং বৈশ্রমণ **বিশ্বকর্মা** বা ইঞ্জিনিয়ার।

[ঞ] এইসকল দেবলোকের উর্ধ্বে আছে **সিদ্ধলোক**। সেখানে কর্ম-বন্ধন-মুক্ত সিদ্ধগণ বাস করেন।

কল্পিত মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বিভিন্ন লোক বা ভুবনের অবস্থান কল্পনা করা হয়। **পদযষ্টিতে সপ্ত নরক**।

১। **রত্নপ্রভা,** ধারালো পাথর কুচিতে পরিপূর্ণ।

২। **শর্করাপ্রভা,** চিনি বা মিছরির দানার মতো ছুঁচলো পাথর কুচিতে পূর্ণ।

৩। **বালুপ্রভা,** বালুকায় পরিপূর্ণ।

৪। **পংকপ্রভা,** পাঁকে ভরা।

৫। **ধুম্রপ্রভা,** ধোঁয়ায় ভরা।

৬। **তমপ্রভা,** অন্ধকার।

৭। **তমতমপ্রভা,** সূচিভেদ্য ঘন অন্ধকারে পরিপূর্ণ।

এইগুলিরও নিম্নে পদতলে আর একটি নরকের অবস্থান :

৮। **নিগোড় :** হত্যা প্রভৃতি অতি জঘন্য পাপ করিলে এই নরকে স্থান হয়। কোটি কোটি লোহার পেরেক পোড়াইয়া লাল করিয়া এখানকার পাপী জীবদিগকে পীড়ন করা হয়।

কল্পিত মানবদেহের **কটিদেশে** তির্যগ্‌লোক বা পাতাল। এখানে **আড়াইটা দ্বীপ** বা মহাদেশ। প্রত্যেক দ্বীপে **মহাবিদেহ** নামে এক-একটি গুপ্ত স্থান আছে, সেখানকার অধিবাসীরা মোক্ষলাভের অধিকারী।

কটিদেশের ঊর্ধ্বে **ঊর্ধ্বলোক**। বক্ষঃস্থলে দেবলোক, গ্রীবায় গ্রৈবেয়িকা, মুখমণ্ডলে অনুত্তরবিমান। সর্বোপরি শিরোদেশে সিদ্ধলোক।

হিন্দু পুরাণের ত্রিলোক বা চতুর্দশ ভুবনের সঙ্গে এ বর্ণনার কোনও মিল বা সাদৃশ্য নাই। স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল লইয়া হিন্দু পুরাণের ত্রিভুবন বা ত্রিলোকী। সাতটি লোক ঊর্ধ্বে [ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনোলোক, তপোলোক ও সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক।] ও সাতটি লোক নিম্নে [অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল]। কিন্তু ইহলোক বলিতে যে মর্ত্যলোক বুঝায়, তাহা কি অতিরিক্ত ?

বিয়ড়গিহংসি [বিগড়গৃহে = জল-রক্ষণ-গৃহে] জলের ঘরে। বিগড়—যাহা গড়াইয়া পড়ে, জল। সা ৩২, ৩৬ বিয়ড়—জল। সা ২৫। বিয়ড়গ—জল। সা ৩৬ [টীকাকারের অর্থ : "বিকটগৃহে আস্থান-মণ্ডপিকায়াং যত্র গ্রাম্য-পর্ষদুপবিশতি।" = আস্থানমণ্ডপিকা যেখানে গ্রামের লোকেরা বসে।]

বিয়রেজ্জা [বিতরেয়ুঃ] দান করা উচিত। সা ৪৬, ৪৮

বিয়ারভূমি [বিচার-ভূমি] বিচরণ স্থান। সা ৪৭, ৫২

বিয়াবট্ট—ব্যাবৃত্ত। ১২০

বিরইয়—বিরচিত। ৩২

বিরইয়—বিরাজিত। ৩৬, ৬১

বিরাইয়—বিরাজিত। ৩৬

বিরায়ংত—বিরাজমান। ১৫, ৩৬

বিলংবিয়—বিলম্বিত। ৮৮

বিলসংত—বিলসৎ। ৩১

বিলাইজ্জই—উৎপন্ন হইয়াছে। [ব্রহ্মার প্রথম বংশকে 'বিরাজ্' বলা হয়। মনু ১।৩২। তস্মাদ্ বিরাডজায়ত। ঋগ্বেদ ১০।৯০।৫। এখানে বিরাজ্ পুরুষ হইতে উৎপন্ন। মহাবীর স্বামীর বংশাবলীকেও 'বিরাজ্' বলা হইয়াছে। বৈকল্পিক পাঠঃ পলোইজ্জই। [প্ররুহতে] উৎপন্ন হইয়াছে। এখানে 'প্ররোহ' মানে বংশ। "হা রাধেয়কুল-প্ররোহ।" বেণী-সংহার ৪। য়াকোবি 'পলোজ্জই' পদের সংস্কৃত 'প্রলোক্যতে (প্রোচ্যতে)' করিয়াছেন।] থে ৫

বিলিহিজ্জংত—বিলিখ্যমান। ১৪

বিলেবণ—বিলেপন। ৬১

বিব—ইব। অনুস্বারের পর। ৬১, ১৩৮

বিবণীয়—ব্যপনীত। ৯৫

বিবদ্ধণ—বিবর্ধন। বিবর্ধনকর। ৫১, ৭৯

বিবাগ—বিপাক। ১৪৭

বিবিত্ত—বিবিক্ত। ৯৫

বিবিহ—বিবিধ। ৬৪

বিব্বোয়ণ [বিব্বোক, বিব্বোক, বিব্বোক শব্দের নানা অর্থ, স্নেহ ও অহংকারের অপূর্ব মিশ্রণে এই শব্দটির ভাব। ইহাতে স্নেহের অত্যাচার থাকা সত্বেও সমগ্র ভাবটি 'আহ্লাদকর ও আনন্দদায়ক' তাহাতে সন্দেহ নাই। "সংশয্য ক্ষণমিতি নিশ্চিকায় কশ্চিদ্ বিব্বোকৈ বক-সহ-বাসিনাং পরোক্ষৈঃ"—৮।৯। শিশুপালবধ। মল্লিনাথ 'বিব্বোকৈঃ' পদের অর্থ 'বিলাসৈঃ' করিয়াছেন। সুতরাং 'বিব্বোয়ণ' [বিব্বোকায়ন] শব্দের অর্থ 'বিলাসোদ্দীপক' হইতে পারে। কিন্তু টীকাকার নানারূপ কষ্টকল্পিত বিকল্পের মধ্যে ঘুরিয়াছেন। মূলে আছেঃ তংসি তারিসংসি

সয়ণিজ্জংসি সালিঙ্গন-বট্টিএ উভও বিব্বোয়ণে উভও উন্নএ মজ্ঝেণং গম্ভীরে। টীকাকার: সালিঙ্গনেত্যাদি। সহালিঙ্গনবর্ত্ত্যা শরীর-প্রমাণ-গণ্ডোপাধানেন যৎ তৎ সালিঙ্গনবর্ত্তিকং তস্মিন্। উভয়তঃ উভৌ শিরোন্ত-পাদান্তাব্ আশ্রিত্য। বিব্বোয়ণেত্তি। উপাধানে গণ্ডকে যত্র তৎতথা। কচিৎ পন্নত্তগবিব্বোয়ণি ত্তি দৃশ্যতে তত্র চ সুপরিকর্ম্মিত-গণ্ডোপাধানে ইত্যর্থঃ। আলিঙ্গনবর্ত্তিকা = শরীরপ্রমাণ দীর্ঘ গোলাকার পাশবালিশ অর্থাৎ গণ্ডোপাধান। উভয়তঃ বিব্বোকায়নে = দুই পার্শ্বেই বিলাসোদ্দীপক। উভয়তঃ উন্নতে মধ্যেন গভীরে = দুই দিকে উঁচু ও মাঝে নীচু। এইরূপ শয়নীয়ে শুইয়া ত্রিশলা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।] বিলাসোদ্দীপক। ৩২

বিসদ—বিশদ। ৬৫, ৩৬

বিসপ্পংত, বিসপ্পমাণ [বিসর্পমাণ] বিস্তারশীল। ৫, ১৫, ৩৪, ৫০

বিসাএমাণে [বি-স্বাদয়ন্] ভাগ করিয়া খাইতে খাইতে। আসাএমাণে বিসাএমাণে পরিভাএমাণে—নিজেরা খাইয়া ভাগাভাগি করিয়া খাইয়া এবং স্বাদ বিচার করিয়া। ১০৪

বিসাণ-[বিষাণ] শৃঙ্গ। ১১৮

বিসারয়—বিশারদ। ১১

বিসাল—বিশাল। ৩৫, ৩৬, ৩৮, ৩৯, ১৫৭

বিসিট্ঠ—বিশিষ্ট। ৬১, ৬৩

বিসাহা—বিশাখা। ১৪৯, ১৫৭। পংচ বিসাহে—১৪৯

বিসুদ্ধ—বিশুদ্ধ। ১৮, ৯৬

বিসেস—বিশেষ। ৭, ৪৯, ৫৭, ৭২। সা ২৬

বিহাণ—বিধান। ১৫১

বিহি—বিধি। ৬১

বিহারভূমি—বিহারভূমি। বিহার বা শাস্ত্রানুশীলনের স্থান। ভূমি = আধার, স্থান। সা ৪৭ ৫২

বীতীবয়মাণ [ব্যতিব্রজন্] অতিপ্রাকৃত শক্তিতে ভ্রমণ করিতে করিতে। ২৮

বীরিয়—বীর্য। ১০৮, ১২০

বীসই—বিংশতি। সা ১—৮

বীসং—বিংশতি। ২, ১৫০

বীসত্থ—বিশ্বস্ত। ৫, ৪৮

বীহিয়—বীথি (ক) ১০০

বুচ্চই [উচ্যতে] কথিত হয়। থে ১। সা ১, ২

বুট্‌ঠিকায়ংসি [বৃষ্টিকায়ে] বৃষ্টির আশ্রয়ে যে জীবন আছে তাহা বৃষ্টিকায়। আচার'ঙ্গ ১।১।৩ দ্রষ্টব্য। সা ২৮, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৬

বুত্ত—উক্ত। ২৭, ৬৪, সা ১৩—১৫, ১৮

বেউব্বিয়া পড়িলেহা-["বেউব্বিয়া পড়িলেহা কচিৎ বেউট্টিয়া পড়িলেহাপি দৃশ্যতে। উভয়ত্রাপি পুনঃ পুনরিত্যর্থঃ।"] পুনঃ পুনঃ পর্যবেক্ষণ। সা ৬০

বেউব্বি [বৈকুত্য-লব্ধবিদ্যাবিৎ] বৈকুত্যবিদ্যায় পারদর্শী। ১৪১

বেউব্বিয় [বৈকুত্য] প্রকৃতিবিরুদ্ধ বা অতিপ্রাকৃত ইন্দ্রজালবিদ্যা। ২৭, ২৮

বেড়স—বেতস। ১৭৪

বেয়—বেদ। ১০

বেমাণিয়-[বৈমানিক] বিমানলোকের। ১৪, ৯৯

বেয়ণিজ্জ—বেদনীয়। ১৪৭

বেয়াবচ্চেণং [বৈয়াবৃত্ত্যেন] ব্যতিরেকে। ব্যতীত। সা ২০

বের—বইর, রত্নবিশেষ। ৪৫

বেরুলিয় [বৈদূর্য] বৈদূর্য। নীলকান্ত মণি। কৃষ্ণপীতাভ কৃষ্ণমণি। ১৫, ২৭

বেবমাণ—বেপমান। ৯৪

বেস—বেষ, বেশ। ৬৬

বেসমণ—বৈশ্রবণ। ৮৯

বেসাসিয় [বৈশ্বাসিক] বিশ্বাসযোগ্য, বিশ্বাসী। সা ১৯

বোচ্ছিন্ন—ব্যবচ্ছিন্ন। ৯৫, ১২৭। থে ২

বোসট্‌ঠকাএ [ব্যুৎসৃষ্টকায়ঃ] সর্ববিধ কষ্ট সহ্য করিবার জন্য উৎসর্গ করা দেহ যাঁহার। ১১৭

ব্ব—ইব, স্বরের পর, বিকল্পে।

সইয়—শতিক। ১০৩

সউণ—শকুন। ৪২, ৯৬, ২১১

সংলবমাণ [সংলপৎ] পরস্পর আলাপ করিতে করিতে। ৫০। ৪৭, ৪৮। সংলাবিংতি [সংলাপয়ন্তি] আলাপ করেন। ৭২

সংলিহিয় [সংলিহ্য, নির্লেপীকৃত্য] (পরিগ্রহপাত্রের) দাগ উঠাইয়া। সা ২১, ৩৬

সংলেহণা [সংলেখনা] প্রায়োপবেশন, আহার ত্যাগপূর্বক মৃত্যু-বরণব্রত। সা ৫১।

সংলোয় [সংলোক, দৃষ্টিপথ] দৃষ্টিপথ, দৃষ্টিগোচর। সা ৩৮, ৩৯

সংবচ্ছর—সংবৎসর। ১১৪, ১১৮, ১২০, ১৪৮

সংবচ্ছরিয়—সাংবৎসরিক। সা ৫৭

সংবাহণা—সংবাহনা। অঙ্গমার্জনা, গা-টেপা। ৬০

সংবুড়—সংবৃত। ৬১, ৩২

সংসত্ত—শ্বাপদবিশেষ। ৪৪

সংসেইম-[সংস্বেদিম, সংসেকিম] ধোয়া, ভিজা বা ভাঁপা। সা ২৫

সংহিয়—সংহিত। ৩৬

সক্ক—শক্র। ১৪, ১৬, ২৭, ২৯, ৮৯

সক্কার—সৎকার। ৯০, ৯১, ১৩০, ১৩১

সংকংত—সংক্রান্ত। ১২৯, ১৩০

সংকপ্প—সংকল্প। ১৬, ৯০, ৯২, ৯৩

সংকাস—সংকাশ। ১৩৮, ১৬৫

সংখ—শঙ্খ। ৪০, ৯০, ৯১, ১০২, ১১২, ১১৫, ১১৮

সংখউল—শঙ্খকুল।

সংখড়িং [সংস্কৃতি] রন্ধন-করা খাদ্যকে সংস্কৃতি [সংখড়ি] বলে। সংস্কৃত ভাষায় সংস্কর্তা মানে পাচক। বাঙ্গালা ‘সকড়ি’ শব্দ এই শব্দ হইতে উদ্ভূত। স্পর্শদোষ হইলে এই খাদ্য পরিত্যাজ্য। সা ২৭। আচারাংগ ২।১।২।৪ সূত্র দ্রষ্টব্য। সেখানে টীকাকার লিখিয়াছেন:

সংখণ্ড্যংস্তে বিরাধ্যন্তে প্রাণিনো যত্র সা সংখড়ী। কিন্তু সাধারণতঃ 'ওদন-পাক' অর্থেই সংখড়ি শব্দ ব্যবহৃত হয়। তবে জৈন বিধি অনুসারে অগ্নিযোগে রন্ধন করিবার সময় বহু জীবহত্যা হয়।

সংখা—সংখ্যা। সা ২৬। সংখাণ—সংখ্যান। ১০। সংখেজ্জ—সংখ্যেয়। ২৭

সংখিয়—শাঙ্খিক, শঙ্খবাদক। ১১৩

সংঘাড়গ, সিংঘাড়গ [শৃঙ্গাটক] চৌমাথা, চারি রাস্তার মোড়। ৮৯, ১০০

সচ্চ—সত্য। ১৩, ৮৩, ১২০

সজ্ঝায় [স্বাধ্যায়] ধর্মশাস্ত্র পাঠ বা শ্রবণ। সা ৫১, ৫২

সংজম—সংযম। ১২০, ১৩৩। সা ৫৩, ৫৪

সংজুত্ত—সংযুক্ত। থে ১৩

সংজোয়—সংযোগ। ১১৮

সট্ঠি—ষষ্টি। ১০

সড়ংগবী—ষড়ঙ্গবিৎ। ষড়ংগে বিদ্বান্। ১০

সড্ঢী [শ্রদ্ধাবান্] শ্রদ্ধাবান্। সা ১৯

সংঠিয়—সংস্থিত। ৩৬

সংড—ষণ্ড। ৫৯, ৮৯, ১১৫ বণসংড—বনষণ্ড। ঝাড়-ঝোঁপ। ৮৯

সণ্হ [শ্লক্ষ্ণ] সূক্ষ্ম। "সণ্হ-পট্ট-ভত্তি-সহ-চিত্ত-তাণং"—সূক্ষ্ম পট্ট বস্ত্রে ফুলকারি করা শত শত চিত্রের সারি বসানো [যবনিকা]। ৬৩ "আবদ্ধ-মুক্তাফল-ভক্তি-চিত্রে"—কুমার সং। ৭।১০।

সত্তক্কতু—শতক্রতু। শত যজ্ঞের কর্তা ইন্দ্র। ১৪

সত্ত—সত্ত্ব। থে ১৩

সত্ত—সপ্ত। ৭৬, ১৪০, ১৪১। সা ৪৩। সত্তট্ঠ—সপ্তাষ্ট। ১৫। সা ৬৩। সত্তম—সপ্তম। ১৭১, ২০৬। সত্তরি—সপ্ততি। ১৬৮

সত্তু—শত্রু। ১১৪

সত্থ—শাস্ত্র। ৬৪, ৭৩, ৭৪, ৮৫

সত্থবাহ—সার্থবাহ। ৬১

সদ্দ—শব্দ। ৪৪, ৬১, ১০২, ১১৪, ১১৫

সদ্দাবেই—শব্দাপয়তি। ডাকে। ২১, ৫৬, ৬৩

সদ্ধিং—সার্ধম্। সহিত। ১৩, ৬১, ৭২, ১০৪

সংত—শান্ত। ১১৮

সংত—শ্রান্ত। ৬০

সংত—সৎ। ৯০, ৯১, ১১২

সংতরুত্তরংসি ["আন্তরঃ সৌত্রকল্পঃ উত্তর ঔর্ণিকস্ তাভ্যাং প্রাবৃতস্য অল্পবৃষ্টৌ গন্তুং কল্পতে। চূর্ণিকারস্ত্বাহ : অন্তরং রয়হরণং পঁড়িগ্‌গহো বা উত্তরং পাউরণকপ্‌পো তেহিং সহ ত্তি।"] অন্তরীয় ও উত্তরীয় উভয়বিধ প্রাবরণে প্রাবৃত হইয়া বাহির হইলে [ভিক্ষার্থে পরিভ্রমণ নিষিদ্ধ নহে]। স + অংতর + উত্তর + ংসি = সংতরুত্তরংসি। সা ৩১

সংতি—শান্তি। ৮৯

সংতিয় [সৎক, প্রদত্ত] প্রদত্ত, উৎপন্ন। ১০৮

সংথরিজ্জা [সংস্তরেৎ] সংস্তার করে। উদর পূর্তি করে। সা ২১

সংদণ—স্যন্দন, প্রবাহ। সা ১১

সংদিট্‌ঠ—সন্দিষ্ট। ৩০

সন্নিক্‌খিত্ত—সংনিক্ষিপ্ত, পতিত। ৮৯

সংনিণায়—সংনিনাদ। ১১৫

সংনিয়ট্ট—সংনিবৃত্ত, নিষিদ্ধ। সা ২৭

সংনিয়ট্টচারিস্‌স [সংনিবৃত্তচারিণঃ] স্পর্শদোষ সংক্রমণ ভয়ে যাঁহারা একান্তে রন্ধন-ভোজন করেন তাঁহারা সংনিবৃত্তচারী, সংযতাচারী বা বিরতাচারী। সা ২৭

সংনিবায়—সন্নিপাত, মিলন। ৯৭

সংনিবাঈ—সন্নিপাতী। সব্বক্‌খর সংনিবাঈণং—সর্বাক্ষর সন্নিপাতে যাঁহারা সমর্থ, তাঁহাদের। ১৩৮

সপড়িদুবারে [য়াকোবি সংস্কৃত করিয়াছেন—'স-প্রতিদ্বারে' এবং ইংরেজি করিয়াছেন 'doors open on it'] যে দিকে (অন্ত গৃহের)

দরজা খোলা আছে; অর্থাৎ অন্য গৃহের অধিবাসীরা তাহাদের মুক্ত দ্বার দিয়া যে স্থান দেখিতে পায়। সা ৩৮-৩৯

সপ্পমাণ—সর্পমাণ, উল্লসিত। ৪২

সপ্পি—সর্পিঃ। সা ১৭

সব্‌ভিংতর-বাহিরিয়ং—সাভ্যন্তর-বাহ্য। ১০০

সমইচ্ছমাণে—[সমতীচ্ছমানে] অতিক্রম করিতে করিতে। ১১৫

সমগ—সমক, বাদ্যবিশেষ। ১০২

সমণে [শ্রমণঃ] অনাগারী সন্ন্যাসী, সংসারের মায়া কাটাইয়া জগতে ধর্মপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যিনি আত্মজীবন উৎসর্গ করেন। মহাবীর স্বামী। ১, ২, ৩

সমণী [শ্রমণী] শ্রমণী। সা ৬৪

সমণুগম্মমাণ—সমনুগম্যমান। ১১৩

সমণোবাসগাণং [শ্রমণোপাসকানাম্] শ্রমণ ও উপাসকদিগের। ১৩৬

সমত্ত—সমস্ত। থে ২

সমত্ত—সমাপ্ত। ১১০

সমংতা—সমন্তাৎ। চারিদিকে। সা ৯, ১৩

সমপ্পভ—সমপ্রভা। ৩৬, ৪৪

সমাগয়—সমাগত। ৩৩

সমাণ [সং] হইলে। ২৭, ৬০, ৬৫, ৬৬, ৬৮, ১০৫। সমাণী—[অস্+শানচ্+স্ত্রিয়াম ঈপ্=সমানী] হইলে। ৫, ৯৯

সমাণ—সমান। ৩৪, ১১৯, সা ৪৫

সমাহড়িজ্জা [সমাহরেৎ, সমাহৃতং কুর্যাৎ] সমাহৃত করা উচিত, জড়ো করা উচিত। সা ২৯

সমিয়—সমিত। সম্যক্ প্রবৃত্ত। সা ৫৩, ৫৪। সংযত। ১১৮

সমুগ্‌ঘায়—সমুদ্‌ঘাত। ২৭

সমুজ্জল—সমুজ্জ্বল। ৪৪

সমুজ্জায়—সমুদ্‌যাত। ১২৪

সমুদ্দ—সমুদ্র। ২৮, ৩৮

সমুপ্পজ্জিজ্জা [সমুৎপদ্যেত] উৎপন্ন হয়, বাধে। সা ৫৯

সমুপ্‌পণ্ণ—সমুৎপন্ন। ১, ২, ৯৩, ১২০, ১৩২

সমুল্লসংত—সমুল্লসৎ। ৩৮

সমুস্‌সসিয়—সমুচ্ছ্বসিত। ৫, ৮

সমোহণই—সংমোহয়তি। সংমোহিত করে। ২৭, ২৮

সংপউত্ত—সংপ্রযুক্ত। সা ৬১

সংপণদ্দিয়—সংপ্রনাদিত।

সংপত্ত—সংপ্রাপ্ত। ১৬, ১০৪

সংপত্তি—সংপ্রাপ্তি। ১০৭

সংপধূমিয়—সংপ্রধূমিত। সা ২

সংপমজ্জিয় [সংপ্রমার্জ্য] মার্জনা করিয়া। সা ২১, ৩৬

সংপয়া—সম্পদ্। ১৩৪-১৪৫

সংপরিবুড়—সংপরিবৃত। ৬১

সংপলিয়ংক—[সম্পর্যঙ্কঃ সংগতপর্যঙ্কঃ পদ্মাসনং তত্র নিষন্ন উপবিষ্টঃ। 'পর্যঙ্ক' = বীরাসন বা পদ্মাসন। "একং পাদমথৈকস্মিন্ বিন্যস্যোরৌ তু সংস্থিতম্। ইতরস্মিংস্তথৈবোরুং বীরাসনমুদাহৃতম্॥" এক উরুতে এক পা রাখিয়া অন্য উরুর উপরে অন্য পা বিন্যস্ত করিয়া উপবেশনকে বীরাসন, পদ্মাসন বা পর্যঙ্কাসন বলে। কুমার সম্ভবে (৩, ৪৫, ৫৯) আছে: পর্যঙ্কবন্ধ-স্থির-পূর্ব-কায়ম্।] বীরাসন, পদ্মাসন বা পর্যঙ্ক-সন। ১৪৭, ২২৭

সংপুচ্ছণা—সংপ্রশ্ন। পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন। সা ৫৯

সংপুন্ন—সংপূর্ণ। ৪৪, ৯৫, সা ২৫

সংপেহেই—সংপ্রেক্ষতে। সংপ্রেক্ষণ করিল। ২১

সংবাহ—কৃষিলব্ধ ধান্যাদি ক্ষেত্র হইতে শকটাদির সাহায্যে বহিয়া লইয়া যেখানে রক্ষা করা হয় তাহাকে 'সংবাহ' (= সঞ্চয়স্থান) বলে। ৮৯

সংবুক্কাবট্ট [শম্বুকাবর্ত্ত, ভ্রমরগৃহ] শম্বুকাবত নামক সুক্ষ্ম বা স্থূল জীব। সা ৪৫

সংবুয়—সংবৃত। ৩২, ৬১

সংভংত—সংভ্রান্ত, চঞ্চল। ৮৮

সংভম—সংভ্রম। সসংভমং—সসম্ভ্রম। ১৫

সম্মং—সম্যক্। ১৩, ৮৩, ৮৭ সা ৬৩

সংমজ্জিয়—সংমার্জিত। ৫৭, ১০০

সংমর্ট্ঠ—সংমৃষ্ট। ১০০

সংমত্ত—সম্যক্ত্ব। থে ১৩

সংময়—সম্মত। সা ১৯

সংমাণেতি—সংমানয়তি। সম্মান করেন। ৮৩ -ইন্তা ৮৩। ইংতি ১০৫। ইয়। ৬৮

সম্মুই-সংপুচ্ছণা-বহুলেণ [সংমুদিত-সংপৃচ্ছা-বহুলেন] আনন্দ সহকারে পরস্পরের সহিত বেশি বেশি আলাপ করিবে। কুশল প্রশ্ন, সম্ভাষণ, প্রিয়বাক্য প্রয়োগ ইত্যাদি অধিক পরিমাণে করিবে। সা ৫৯

সংমেয়সেল—সম্মেত শৈল। পরেশনাথ পাহাড়। ১৬৮

সয়—শত। ১৪, ৬১, ৬৩, ১০৩, ১৩৬-৪৫

সয়—স্বক, নিজ। ৬৬, ৮৮

সয়ই—শেতে। শোয়। ৯৫

সয়ং—স্বয়ম্। নিজে। ১৬, ২০৭

সয়ণ—শয়ন। ৩২, ৪৬, ৯৪

সয়ণ—স্ব-জন। ১০৪, ১০৫

সয়ণিজ্জ—শয়নীয়, শয্যা। ৩, ৫, ৬

সয়য়—সতত। ৩৯

সয়ল—সকল। ৪৪, ১১১

সয়বত্ত—শতপত্র।

সর—শর। ৩৮

সর—সরঃ। সরোবর। ৪, ৩২, ৪২

সরণ—শরণ। ১৬

সরভ—শরভ। অষ্ট-পদ-বিশিষ্ট জীববিশেষ। "অষ্টপাদঃ শরভঃ সিংহঘাতী।" মহাভারত। ৪৪

সরয়—শরৎ। ৪৩, ১১৮

সরিস—সদৃশ। ৩৫, ৩৬

সল্ল—শল্য। ১১৮

সব্বও—সর্বতঃ। সর্বদিকে। ৩৪, ৪১, সা ৯-১৩

সব্বট্‌ঠসিদ্ধ—একটি মুহূর্তের নাম। ১২৪। একটি বিমানের নাম। ২৩৬

সব্বত্তু—সর্বঋতু। ৯৫

সব্বন্নু—সর্বজ্ঞ। ১৬, ১২১

সব্ব-পাপ-প্পণাসণো [সর্বপাপপ্রণাশনঃ। সংস্কৃত সমস্ত পদটির প্রাকৃত রূপান্তর।] সর্বপাপনাশকারী। ১

সব্বসাহূণং [সর্ব-সাধূনাম্ < সর্বেভ্যঃ সাধুভ্যঃ। সব্ব < সর্ব। সাহু < সাধু।] ধর্মাত্মা সন্ন্যাসী সজ্জনকে সাধু বলে। জৈন ভিক্ষু-দিগকে সাধারণভাবে সাধু বলা হয়। সর্ব সাধুগণকে নমস্কার। ১

সব্বেসিং [সর্বেষাম্। 'সিং' আর্ষ বিভক্তি, এ গ্রন্থে বহু-ব্যবহৃত।] সকল (মঙ্গলকর অনুষ্ঠানের) মধ্যে। ১

সসংক—শশাঙ্ক। ৩৩, ৩৫

সসি—শশিন্। ৪, ৯, ৩২

সসিণিদ্ধ—সংস্নিগ্ধ, অথবা সস্নিগ্ধ। সা ৪২

সস্সিরীয়—সশ্রীক। ৩, ৬, ৯

সহই—সহতে। সহ্য করেন। ১১৭

সহস্স—সহস্র। ১৪, ৩৯, ৪৪, ১১৫।

সহস্সক্‌খ—সহস্রাক্ষ। ১৪

সহস্সপত্ত—সহস্রপত্র। ৪২

সহস্সরস্সি—সহস্ররশ্মি। ৫৯

সাই—স্বাতি। ১, ১২৪, ১৪৭

সাইজ্জিয়া [স্বাদনীয়াঃ; সাইজ্জি ধাতুরাস্বাদনে বর্ততে। তত উপ-ভুজ্যমানো য উপাশ্রয়ঃ স কয়মাণে কড়ে ত্তি স্থায়াৎ সাইজ্জিউ ত্তি ভণ্যতে। তৎসংবংধিনী প্রমার্জনা সাইজ্জিয়া। যস্মিন্নুপাশ্রয়ে স্থিতাস্তং

প্রাতঃ প্রমার্জয়ন্তি, ভিক্ষা-গতেষু সাধুষু, পুনর্মধ্যাহ্নে, পুনঃপ্রতিলেখনা-কালে তৃতীয় প্রহরান্তে, ইতি বারচতুষ্টয়ং প্রমার্জয়ন্তি বর্ষাসু, ঋতুমধ্যে ত্রিঃ। অয়ং চ বিধির্ অসংসক্তে, সংসক্তে তু পুনঃ পুনঃ প্রমার্জয়ন্তি, শেষোপাশ্রয়দ্বয়ংতু প্রতিদিনং প্রতিলিখন্তি প্রত্যবেক্ষন্তে: মা কোঽপি তত্র স্থাস্যতি, মমত্বং বা করিষ্যতি ইতি। তৃতীয় দিবসে পাদপ্রোঞ্ছন-কেন প্রমার্জয়ন্তি। অত উক্তম্: বেউব্বিয়া পড়িলেহ ত্তি ক্কচিৎ সাইজ্জিয়া পড়িলেহ ত্তি দৃশ্যতে, তত্রাপি প্রতিলেখনা প্রমার্জনয়োর্ ঐক্যবিবক্ষয়া স এবার্থঃ।] যে উপাশ্রয়ে নিজে বাস করা হয় সেইটি সাইজ্জিয় বা স্বকীয়। সেটি ঘন ঘন (বর্ষাকালে চারিবার ও অন্যকালে তিনবার) পরিষ্কার করা বিধেয়। সাঃ ৬০।

সাইম—স্বাদিমা। সুস্বাদু বস্তু। ১০৪

সাগরোবম—সাগরোপম। কালপরিমাণ। ২, ১৫০, ১৭১, ১৯১-২০৩, ২০৬

সাড়িয়—শাটিকা। ১৫ 'এগসাড়িয়'—একশাটিকঃ। এক খুঁট।

সাভাইয়—স্বাভাবিক। ৮

সামন্ন—শ্রামণ্য। ১৪৭, ২২৭, সা ৫৯

সামবেয়—সামবেদ। ১০

সামাণিয়—সামানিক। সমান মর্যাদা ও সমান আয়ুঃসম্পন্ন বিমান-বাসী। ১৪

সামি—স্বামিন্। স্বামী। ৪৯, ৫৮

সামিত্ত—স্বামিত্ব। ১৪

সায়ণ—স্বাদন। সা ২৬

সায়র—সাগর। ৪৩

সারয়—শারদ। ১১৮

সারয়—সারগ। সার অর্থাৎ তত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞানী। ১০

সারহি—সারথি। ১৬

সালা—শালা। গৃহ। (Hall)। ৬০, ৬২, ১০২

সালিংগণবট্টিয়া—সালিঙ্গন-বর্তিকা। শরীর-প্রমাণ দীর্ঘ উপাধান। পাশবালিস। ৩২

সালিসয়—সাদৃশক। ৩২

সাবইজ্জ—স্বাপতেয়। সার সম্পদ্। ৯০, ৯১, ১০৬, ১১২

সাবণ—শ্রাবণ। ১৬৮, ১৭২

সাবয়—শ্রাবক। সা ৬৪

সাবিয়া—শ্রাবিকা। সা ৬৪

সাসগ—সস্যক। রত্নবিশেষ। ৪৫

সাহই—সাধয়তি=কথয়তি। ২০৭

সাহগ—সাধক। থে ১৩

সাহরিএ [সংভৃতঃ, সংহৃতঃ। সং-ভৃ বা সং-হৃ > সাহর্। সাহর্ ধাতু এই গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে; অর্থ 'স্থানান্তর করা', 'প্রবৃষ্ট করা', 'লইয়া গিয়া লুকাইয়া' বা সামলাইয়া রাখা। সাহট্টু < সংহর্তু। সাহরই, সাহরিয়ে, সাহরাহি, সাহরিজ্জিস্সামি, সাহরিত্তা, সাহরিজ্জমাণে, সাহরাবিত্তএ—এই পদগুলি এই গ্রন্থে আছে।] সংহৃত বা স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন; তাঁহাকে সামলানো হইয়াছিল; লুকানো হইয়াছিল। জি° ১।

সাহস্সী—সাহস্রী। সহস্র। ১৪, ১৩৪-৩৭

সাহস্সিয়, সাহস্সীয়—সাহস্রিক। ১০৩, ১৩৭, ২৯

সাহা—শাখা। থে ৪, ৫

সাহাবিয়—স্বাভাবিক। ৫০

সাহিয়-মাসং—সাধিকমাসম্। মাসাধিক (বৎসর)। ১১৭

সাহু—সাধু। ১

সিক্খা—শিক্ষা। ১০

সিগ্ঘ—শীঘ্র। ২৮, ২৯

সিংগ—শৃঙ্গ। ৩৪

সিংঘাড়য়—শৃঙ্গাটক। চারি রাস্তার মোড়, অথবা পান্থশালা। ৮৯

সিংঘাণ—নাসিকা-মল। বাঙ্গালা 'শিকেন'। ১১৮

সিজ্ঝংতি—সিধ্যন্তে। সিদ্ধ হন। সা ৬৩

সিট্‌ঠি—শ্রেষ্ঠী। ৬১

সিণিদ্ধ—স্নিগ্ধ। সা ৪২

সিণেহ—স্নেহ। সা ৪৩-৪৫

সিত্ত—সিক্ত। ৫৭, ১০০

সিথ—সিক্‌থ। সিদ্ধ অন্ন, অন্নাংশ। সা ২৫

সিদ্ধথয়—সিদ্ধার্থক। সর্ষপ। ৬৩, ৬৬

সিদ্ধাণং [সিদ্ধানাম্। 'সিদ্ধ' শব্দ সংস্কৃতসম, কেবল 'ণং' বিভক্তি যোগে ইহার প্রাকৃত রূপ সিদ্ধ হইয়াছে। চতুর্থী স্থানে ষষ্ঠী।] অতি পবিত্র-চরিত্র সন্ন্যাসী মহাপুরুষ অষ্ট-সিদ্ধি লাভ করিলে 'সিদ্ধ' হন। [অষ্ট সিদ্ধি : "অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা। ঈশিত্বং চ বশিত্বং চ তথা কামাবসায়িতা॥"] জি° ১।

সিপ্প—শিল্প। ২১১

সিয়া—স্যাৎ। সা ২৬, ৫৭, ৫৮। তথাপি যদি। সা ১৮

সিরয়—শিরোজ। কেশ। সা ৫৭

সিরী—শ্রী। ৪৩

সিরীস—শিরীষ। ৩৭

সিলা—শিলা। ৯০, ৯১, ১১২

সিলিট্‌ঠ—শ্লিষ্ট। সুসংবদ্ধ। ৩৫

সিব—শিব। শুভ। ৩, ৫, ৬, ৯

সিবিয়া—শিবিকা। ১৫৭, ২১১

সিহর—শিখর। ৩৬, ১৬৮

সিহা—শিখা। সা ৪৩

সিহি—শিখী। অগ্নি। ৪, ৩২, ৪৬

সীয়—শীত। ৩৯, ৯৫

সীয়া—শিবিকা। ১১৩, ১১৬, ১৫৭

সীল—শীল। থে ১৩, সা ৫৩, ৫৪

সীস—শিষ্য। থে ৬' সা ৪, ৫

সীহ—সিংহ। ৪, ১৬, ৩৩, ৩৫, ৪০

সীহাসণ—সিংহাসন। ১৪, ১৫, ১৬, ২৯

সুই—শুচি। ৬১, ১০০, ১০৫, ১০০

সুকয়—সুকৃত। ৬১, ১০০

সুক্ক—শুক্র। ১১৪

সুক্ক—শুষ্ক। ৯৫

সুক্কিল—শুক্ল। ৪০, সা ৪৪, ৪৫

সুক্‌খ—সৌখ্য। সুখ। ৯, ১৪, ৭৯

সুচরিয়—সুচরিত। ১২০

সুট্‌ঠিয়—সু-স্থিত। থে ১৩

সুত্ত—সুপ্ত। ৩, ৬, ৩১, ৩২

সুত্ত—সূত্র। থে ১৩, সা ৬৩, ৬৪

সুত্তয়—সূত্রক। সুতা। ৩৭, ৬১

সুদ্ধ—শুদ্ধ। ২, ৩৪, ৬১, ৬৬

সুদ্ধংত—শুদ্ধান্ত। ৩৯

সুদ্ধপ্প—শুদ্ধাত্মন্। ৬৬

সুদ্ধ-বিয়ড়ং [< শুদ্ধ-বিগড়ম্], উসিণ-বিয়ড়ে [< উষ্ণ-বিগড়ম্], অন্ন-রন্ধনের পাত্র উনান হইতে সদ্য নামাইয়া যে ফেন গালিয়া বাহির করা হয় তাহাই 'শুদ্ধ-বিগড়', বা 'উষ্ণ-বিগড়'। যাহা গলিয়া বাহির হয়, তাহাই 'বিগড়'; গড়্ ধাতু ও গল্ ধাতু এখানে অভিন্নার্থক। তাই বাঙ্গালা প্রয়োগে 'ফেন গড়ায়'—'ফেন গালে'। য়াকোবির টীকাকার লিখিয়াছেন, "শুদ্ধ-বিকটম্ উষ্ণোদকম্, উসিণ-বিয়ড়ে ইতি উষ্ণ-জলম্।" তাই য়াকোবি ইংরেজি করিয়াছেন: pure (*i.e. hot*) water (সুদ্ধ-বিয়ডং) এবং pure hot water (উসিণ-বিয়ড়ে)। কিন্তু উষ্ণ জল সিক্‌থ- [=সিদ্ধ অন্ন] যুক্ত হইবার সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং 'সে বি য় ণং অসিথে, নো বি য় ণং স-সিথে'—এই বচনের সার্থকতা কি? এই প্রসঙ্গে তুলনীয় "পুব্‌বামেব বিয়ড়গং ভোচ্চা" [সা° ২১] এখানে 'বিয়ড়গ [বিগড়ণ] অর্থে 'মণ্ড মিশ্রিত অন্ন'

বা 'আমানি-ভাত,' বা 'পান্তা ভাত' বুঝিতে হইবে। অনুবাদে 'পূর্ব সঞ্চিত খাদ্য' লিখিয়াছি। য়াকোবি লিখিয়াছেন he should eat and drink his pure dinner. কিন্তু কি ভাবে এ অর্থ আসিল তাহা কোথাও লিখেন নাই। তাঁহার টীকাকার লিখিয়াছেন: পূর্বমেব বিকটম্ উদ্‌গমাদি-শুদ্ধং ভুক্ত্বা প্রাসুকাহারং পীত্বা চ তক্রাদিকম্। সা° ২৫।

সুন্ন—শূন্য। ৮৯

সুভ—শুভ। ২৮, ৩৩, ৩৮, ৪১, ৪৬

সুভগ—শুভ। ৩৬

সুভগ—রত্নবিশেষ। ২৭

সুমিণ—স্বপ্ন। ৩, ৫, ৯ ১৩, ৪৭-৫০

সুয়—শুক। ৫৯

সুরত্ত—সুরক্ত। ৫৯

সুবন্ন—সুবর্ণ। ৬১, ৯০, ৯১ ৯৮

সুবিণ—স্বপ্ন। ৪৬, ৬৪, ৬৫, ৬৬

সুব্বয়—একটা দিনের নাম। ১১৩, ১২৩

সুব্বয়গ্‌গি—একটা দিনের নাম। ১২৪

সুসাণ—শ্মশান। ৮৯

সুহ—সুখ। সুহাসণ—সুখাসন। ৫, ৪৮

সুহম্ম-[সৌধর্ম] কল্পলোকের স্থানভেদ, ইন্দ্রের বাস এখানে। ১৪

সুহুয়—সুহুত। ঘৃতাহুতি দ্বারা পুষ্ট। ১১৮

সুহুম-[সূক্ষ্ম] সহসা অদৃশ্য জীব বা উদ্ভিদ্। সা ৪৪-৪৫

সূমাল—সুকুমার। ১১০

সূর—শূর। ৫২

সূর—সূর্য। ৩৯, ৪৪, ৫৯, ১০৪, ১১৮

সূরিয়—সূর্য। সা ৩৬

সূব—সূপ। সা ৩৩-৩৫

সে—[সঃ] সে। ৯, ৫১, ৮০ -[অস্য] ইহার। সা ৩৩-৩৫ -তাহা

সেই। সে কিং? সে তং কুলাইং। থে ৭-৯-সে কপ্পই। ইহা (it) সা ১১

সেউয়—সেবক। ৮৯

সেজ্জা—শয্যা। সা ৫৩-৫৪

সেণাবই—সেনাপতি। ৬১

সেণাবচ্চ—সেনাপতিত্ব। ১৪

সেয়—শ্বেত। ৪৪, ৬১, ৬৩

সেয়ং—শ্রেয়স্। ২১

সেল—শৈল। ৩৫, ৩৬, ৮৯, ১৬৮

সেবিজ্জমাণ—সেব্যমান। ৪২

সেস—শেষ। ২, ১০৮

সেহ—[শৈক্ষ্য] শিষ্য। সা ৫৯

সোক্‌খ—সৌখ্য। ৫১

সোগ—শোক। ৯৩, ৯৫

সোগংধিয়—সৌগন্ধিক। ৪৫

সোচ্চা—শ্রুত্বা। শুনিয়া। ৮, ১২, ৫০

সোডীর—[শৌণ্ডীর] শুণ্ডযুক্ত। ১১৮

সোণি—শ্রোণি। ৩৬

সোভগ—শোভক, শুভক। ৩৮

সোভংত—শোভমান। ৩১, ৪৩

সোভা—শোভা। ৩৬, ৬১

সোভিত্তা—শোভয়িত্বা। সা ৬১

সোম—সৌম্য। ৯, ৩৫, ৩৮, ৪১, ৪৩

সোমণসিয়—সৌমনস্য + ইত। ৫, ১৫, ৫০

সোলস—ষোড়শ। ১৬১, ১৮১, ১৯২

সোবচিয়—সোপচিত। ১২০

সোবীর—সৌবীর। আমানি, কাঁজি। সা ২৫

সোসয়ংত—শোষ্যৎ। ৩৮

সোহণ—শোধন। বন্দি-মুক্তি।

সোহংত—শোভমান। ৩৪, ৩৫

সোহম্ম—একটি কল্পের নাম। ইন্দ্রের বাস এখানে। ১৪, ২৯

সোহা—শোভা। ৩৯, ৪১-৪৪

সোহিয়—শোভিত। ৩৫

হংসগব্ভ—হংসগর্ভ। রত্নবিশেষ। ৪৫

হট্ঠ—হৃষ্ট। ৫, ৮, ১৫, সা ১৭

হড়—হৃত। ৩১। ৯২

হত্থ—হস্ত। ৩৬, ১১৫

হত্থুত্তরা—উত্তরফল্গুনী। হত্থা (<হস্তা)+উত্তরা। ১, ২, ৩০, ৯৬

হংতা—হত্বা, হন্তা। ১১৪

হয়—হত। ১৫, ৫৩

হরতণুয়—হরতনু। ভূমিস্পৃষ্ট তৃণাদিতে লগ্ন আদ্র্র্তা। সা ৪৫

হরাহি—হর। হৃ+লোট্ হি। ১১৪

হরিয় সুহুমং [হরিত-সূক্ষ্ম-] হরিদ্‌বর্ণ সূক্ষ্ম তৃণ-বিশেষকে 'হরিত' বলে, তাহারই সূক্ষ্ম অঙ্কুরাদি। টীকাকার: "হরিত-সূক্ষ্মম্: নবোদ্‌ভিন্নং পৃথিবীসমবর্ণং হরিতং তচ্চাল্পসংহননত্বাৎ স্তোকেনাপি বিনশ্যতে।" মাটিতে উৎপন্ন মাটির মত বর্ণযুক্ত উদ্ভিদ্ বিশেষের অঙ্কুর। অতি অল্প আঘাতেই মরিয়া যায়। সা° ৪৪-৪৫।

হরিয়ালিয়া—হরিতালিকা (দূর্বা) ৬৬

হরিস—হর্ষ। ৫, ১৫

হলিয়া—হলিকা। হল্লোহলিয়া। অণ্ড-সূক্ষ্মবিশেষ। বোল্‌তা প্রভৃতির ফলকিত অণ্ড—হলিকাণ্ড, টিক্‌টিকি প্রভৃতির অণ্ড হল্লোহলি-কাণ্ড। সা ৪৫

হবংতি—ভবন্তি। থে ৯

হব্বম্—শীঘ্র। সহজে। ১৩২, সা ৪৪

হালিদ্দ—হারিদ্র (বর্ণ), পীতবর্ণ। সা ৪৪, ৪৫

হাস—হাস্য, হর্ষ। ১১৮

হিংগুলয়—হিঙ্গুলক। ৫৯
হিম্ম—হিত। ৯৫, ১১১, ২১১
হিয়, হিয়ম্ম—হৃদয়। ৫, ৮, ৩৮, ৪৭
হিরন্ন—হিরণ্য। রজত। ৯০, ৯১, ৯৮, ১১২
হুয়াসণ—হুতাশন। ১১৮
হেউয়—হেতু(ক)। সা ৬৪
হোথা—হইয়াছিল। ১, ৩, ৯৭
হোত্তএ—হওয়া বিধি। সা ৫৩
হোয়ব্ব—ভবিতব্য। সা ৫৭, ৫৯

পুনরুক্ত বাক্যাবলী

পু° বা° ১

ইমে এয়ারূবে ওরালে কল্লাণে সিবে ধন্নে মংগল্লে সস্সিরীএ চোদ্দস মহাসুমিণে পাসিত্তাণং পড়িবুদ্ধা। জি° চ° ৩।

পু° বা° ২

গয় বসহ সীহ অভিসেয় দাম সসি দিণয়রং ঝয়ং কুম্ভং পউমসর সাগর বিমাণভবণ রয়ণুচ্চয় সিহিং চ॥ জি° চ° ৪।

পু° বা° ৩

হট্ঠ-তুট্ঠ-চিত্তমাণংদিয়া পীইমণা পরমসোমণসিয়া হরিস-বস-বিসপ্পমাণ-হিয়য়া ধারাহয়-কয়ংবুয়ংপিব সমুস্সসিয়-রোম-কূবা।

জি° চ° ৫।

পু° বা° ৪

ওরালা ণং তুমে দেবাণুপ্পিএ! সুমিণা দিট্ঠা। কল্লাণা ণং সিবা ধন্না মংগল্লা সস্সিরীয়া আরোগ্গ-তুট্ঠি-দীহাউ-কল্লাণ-মংগল্ল-কারগা ণং তুমে দেবাণুপ্পিএ! সুমিণা দিট্ঠা। জি° চ° ৯।

পু° বা° ৫

ভদ্দাসণ-বর-গয়া আসথা বীসথা সুহাসণ-বর-গয়া করয়ল-পরিগ্গহিয়ং সিরসাবত্তং দসণহং মথএ অংজলিং কট্টু এবং বয়াসী। জি° চ° ৫।

পু° বা° ৬

তাহিং ইট্ঠাহি কংতাহিং মণুন্নাহিং মণামাহিং ওরালাহিং কল্লাণাহিং সিবাহিং ধন্নাহিং মংগল্লাহিং সস্সিরীয়াহিং হিয়য়-গমণিজ্জাহিং হিয়য়-পল্হায়ণিজ্জাহিং মিয়-মহুর-মংজুলাহিং গিরাহিং সংলবমাণী সংলবমাণী পড়িবোহেই। জি° চ° ৪৭।

পু॰ বা॰ ৭

তংসি তারিসংসি সয়ণিজ্জংসি সালিংগণ-বট্টিএ উভও বিব্বোয়ণে উভও উন্নএ মজ্ঝেণং গংভীরে গঙ্গা- পুলিণ- বালুঅ- উদ্দাল- সালিসএ-ওয়বিয়-খোমিয়-তুগুল্ল-পট্ট- পড়িচ্ছন্নে সুবিরইয়-রয়ত্তাণে রত্তংসুয়-সংবুএ সুরম্মে আঈণগ - রূয়-বূর - নবণীয়-তূল - ফাসে সুগংধ-বর-কুসুম-চুন্ন সয়ণোবয়ার-কলিএ পুব্ব-রত্তাবরত্ত-কাল-সময়ংসি সুত্তজাগরা ওহীরমাণী ওহীরমাণী ইমেয়ারূবে ওরালে কল্লাণে সিবে ধন্নে মংগল্লে সস্সিরীএ চোদ্দস মহাসুমিণে পাসিত্তা ণং পড়িবুদ্ধা। জি॰ চ॰ ৪৯।

পু॰ বা॰ ৮

অজ্জ সবিসেসং বাহিরিয়ং উবট্ঠাণ-সালং গংধোদয়-সিত্তং সুইয়-সংমজ্জিওবলিত্তং সুগংধ-বর-পংচ-বন্ন-পুপ্ফোবয়ার-কলিয়ং কালাগুরু-পবর কুংদুরুক্ক - তুরুক্ক - ডজ্ঝংত-ধূব-মঘমঘংত - গংধুদ্ধুয়াভিরামং সুগংধ-বর-গংধিয়ং গংধবট্টিভূয়ং করেহ করাবেহ। করিত্তা য় করাবিত্তা য় সীহাসণং রয়াবেহ। রয়াবিত্তা মমেয়ং আণত্তিয়ং খিপ্পমেব পচ্চপ্পিণহ।

জি॰ চ॰ ৫৭।

পু॰ বা॰ ৯

অম্হং সুমিণ-সত্থে বায়ালীসং সুমিণা। তীসং মহাসুমিণা। বাবত্তরিং সব্বসুমিণা দিট্ঠা। তত্থ ণং দেবাণুপ্পিয়া। অরহংত-মায়রো বা চক্কবট্টি-মায়রো বা অরহংতংসি বা চক্কহরংসি বা গব্ভং বক্কমাণংসি এএসিং তীসাএ মহাসুমিণাণং ইমে চউদ্দস মহাসুমিণে পাসিত্তাণং পড়িবুজ্ঝংতি। তং জহা গয় গাহা॥ বাসুদেবংসি গব্ভং বক্কমাণংসি এএসিং চউদ্দসণ্হং মহাসুমিণাণং অন্নয়রে সত্ত মহাসুমিণে পাসিত্তা ণং পড়িবুজ্ঝংতি॥ বলদেবমায়রো বা বলদেবংসি গব্ভং বক্কমাণংসি এএসিং চোদ্দসণ্হং অন্নয়রে চত্তারি মহাসুমিণে পাসিত্তা ণং পড়িবুজ্ঝংতি॥ মংডলিয়-মায়রো বা মংডলিয়ংসি গব্ভং বক্কংতে সমাণে এএসিং চউদ্দসণ্হং মহাসুমিণাণং অন্নয়রং মহাসুমিণম্ এগং পাসিত্তা ণং পরিবুজ্ঝংতি॥ জি॰ চ॰ ৭৪-৭৮।

পু° বা° ১০

ইমেয়াণিং দেবাণুপ্পিয়া ! তিসলাএ খত্তিয়াণীএ চউদ্দস মহাসুমিণা দিট্ঠা। জাব...মংগল্লকারগা ণং দেবাণুপ্পিয়া ! তিসলাএ খত্তিয়াণীএ সুমিণা দিট্ঠা। তং জহা। অথলাভো দেবাণুপ্পিয়া ! ভোগলাভো দেবাণুপ্পিয়া ! পুত্তলাভো দেবাণুপ্পিয়া ! সুকৃখলাভো দেবাণুপ্পিয়া ! রজ্জলাভো দেবাণুপ্পিয়া ! এবং খলু দেবাণুপ্পিয়া ! তিসলা খত্তিয়াণী নবণ্হং মাসাণং বহুপড়িপুন্নাণং অদ্ধট্ঠমাণং রাইংদিয়াণং বিইক্কংতাণং তুম্হং কুলকেউং কুলদীবং কুলপব্বয়ং কুলবড়িংসগং কুলতিলয়ং কুল-কিত্তিকরং কুল-দিণয়রং কুল-আধারং কুল-নংদিকরং কুল-জসকরং কুলপায়বং কুলবদ্ধণকরং সুকুমাল - পাণিপায়ং অহীণ - পড়িপুন্ন-পংচিংদিয় - সরীরং লক্খণ-বংজণ-গুণোবেয়ং মাণুম্মাণ-পরিপুন্ন-সুজায়-সব্বংগ-সুংদরংগং সসিসোমাকারং কংতং পিয়দংসণং সুরূবং দারয়ং পয়াহিত্তি। সে বি য ণং দারএ বিন্নায়-পরিণয়-মিত্তে উম্মুক্ক-বালভাবে জোব্বণগম্ অণুপ্পত্তে সূরে বীরে বিক্কংতে বিথিন্ন-বল-বাহণে চাউরংত-চক্কবট্টী রজ্জবতী রায়া ভবিস্সই। জিণে বা তেল্লোক্ক-নায়গে ধম্ম-বর-চক্কবট্টী ॥ জি° চ° ৭৯-৮০।

পু° বা° ১১

জং রয়ণিং চ ণং সমণে ভগবং মহাবীরে নায়কুলংসি সাহরিএ তং রয়ণিং চ ণং নায়কুলং হিরন্নেণং বড্ঢিত্থা, ধণেণং ধন্নেণং রজ্জেণং রট্ঠেণং বড্ঢিত্থা, বলেণং বাহণেণং কোসেণং কোট্ঠাগারেণং পুরেণং অংতেউরেণং জণবএণং বড্ঢিত্থা, বিপুল-ধণ-কণগ-রয়ণ-মণি-মোত্তিয়-সংখ-সিল-প্পবাল-রত্ত-রয়ণ-মাইএণং সংত-সার-সাবইজ্জেণং অঈব পীই-সক্কার-সমুদয়েণং অভিবড্ঢিত্থা। ততে ণং সমণস্স অম্মাপিউণং অয়মেয়ারূবে অজ্ঝথিএ চিংতিএ পথিএ মণোগএ সংকপ্পে সমুপ্পজ্জিত্থা ॥

জি° চ° ৯০।

পু° বা° ১২

হড়ে মে সে গৰ্ভে, মড়ে মে সে গৰ্ভে, চুএ মে সে গৰ্ভে, গলিএ মে সে গৰ্ভে ; এস মে গৰ্ভে পুৰ্ব্বিং এয়ই ইয়াণিং নো এয়ই।

জি° চ° ৯২।

পু° বা° ১৩

খিপ্পমেব ভো দেবাণুপ্পিয়া! কুংডপুরে নগরে চারগসোহণং করেহ। করিত্তা মাণুম্মাণবদ্ধণং করেহ। করিত্তা কুংডপুরং নগরং সৰ্ভিংতর-ৰাহিরিয়ং আসিয়-সংমজ্জিউবলে-বিয়ং সংঘাড়গ-তিয়-চউক্ক-চচ্চর-চউম্মুহ-মহাপহ-পহেসু সিত্ত-সুই-সংমট্ঠ-রচ্ছংতরাবণ-বীহিয়ং মংচাইমংচ-কলিয়ং নাণাবিহ-রাগ-ভূসিয়-জ্ঝয়-পড়াগ-মংডিয়ং লা-উল্লোইয়-মহিয়ং গোসীস-সরস-রত্ত-চংদণ-দদ্দর-দিন্ন-পংচংগুলী-তলং উবচিয়-বংদণ-কলসং বংদণ-ঘড়-সুকয়-তোরণ-পড়িদুবার-দেস-ভাগং আসত্তোসত্ত-বিপুল-বট্ট-বগ্ঘারিয়-মল্লদাম-কলাবং পংচ-বন্ন-সরস-সুরভি-মুক্ক-পুপ্‌ফ-পুংজোবয়ার-কলিয়ং কালাগুরু-পবর-কুংদুরুক্ক-তুরুক্ক-ডজ্ঝংত-ধুব-মঘমঘংত-গংধুদ্ধুয়াভিরামং সুগংধ-বর-গংধিয়ং গংধবট্টি-ভূয়ং নড়-নট্টগ-জল্ল-মল্ল-মুট্ঠিয়-বেলংবগ-কহগ-পাঢগ-লাসগ-আরক্খগ-লংখ-মংখ-তূণইল্ল-তুংব-বীণিয়-অণেগ-তালায়রাণুচরিয়ং করেহ য় কারাবেহ য়। করিত্তা য় কারবিত্তা য় জূয়সহস্সং চ মুসলসহস্সং চ উস্সবেহ। উস্সবিত্তা মম এয়ম্‌ আণত্তিয়ং পচ্চ-প্‌পিণহ॥ জি° চ° ১০০।

পু° বা° ১৪

জং রয়ণিং চ ণং সমণে ভগবং মহাবীরে জাএ, তং রয়ণিং চ ণং বহবে বেসমণ-কুংডধারী তিরিয়-জংভগা দেবা সিদ্ধত্থ-রায়-ভবণংসি হিরন্নবাসং চ সুবন্নবাসং চ বইরবাসং চ বত্থবাসং চ আভরণবাসং চ পত্তবাসং চ পুপ্‌ফবাসং চ ফলবাসং চ বীয়বাসং চ মল্লবাসং চ গংধবাসং চ বন্নবাসং চ চুন্নবাসং চ বসুহারবাসং চ বাসিংসু। জি° চ° ৯৮।

পু° বা° ১৫

জপ্‌পভিইং চ ণং অম্‌হং এস দারএ কুচ্ছিংসি গব্‌ভত্তাএ বক্কংতে, তপ্‌পভিইং চ ণং অম্‌হে হিরন্নেণং বড্‌ঢামো, সুবন্নেণং বড্‌ঢামো, ধণেণং ধন্নেণং রজ্জেণং রট্‌ঠেণং বলেণং বাহণেণং কোসেণং কোট্‌ঠাগারেণং পুরেণং অংতেউরেণং জণবএণং বড্‌ঢামো, বিপুল-ধণ-কণগ-রয়ণ - মণি - মোত্তিয় - সংখ-সিল-প্পবাল-রত্তরয়ণমাইএণং সংত-সার-সাবএজ্জেণং পীই-সক্কারেণং অঈব অভিবড্‌ঢামো, তং জয়া ণং অম্‌হং এস দারএ জাএ ভবিস্‌সই, তয়া ণং অম্‌হে এয়স্‌স দারগস্‌স এয়াণুরূবং গোন্নং গুণনিপ্‌ফন্নং নামধিজ্জং করিস্‌সামো 'বদ্ধমাণো' ত্তি।

জি° চ° ৯১।

পু° বা° ১৬

সমণে ভগবং মহাবীরে কালগএ বিইক্কংতে সমুজ্জাএ ছিন্ন-জাই-জরা-মরণ-বংধণে সিদ্ধে বুদ্ধে মুত্তে অংতগড়ে পরিনিব্বুড়ে সব্ব-দুক্‌খ-প্‌পহীণে। জি° চ° ১২৪।

পু° বা° ১৭

তএ ণং সমণে ভগবং মহাবীরে অরহা জাএ জিণে কেবলী সব্বন্নূ সব্বদরিসী, স-দেব-মণুয়াসুরস্‌স লোগস্‌স পরিয়ায়ং জাণই পাসই, সব্বলোএ সব্বজীবাণং আগইং গইং ঠিইং চবণং উববায়ং তক্কং মণো মাণসিয়ং ভুত্তং কড়ং পড়িসেবিয়ং আবীকম্মং রহোকম্মং অরহা অ-রহস্‌স-ভাগী তং কালং মণ-বয়ণ-কায়-জোগে বট্টমাণং সব্বলোএ সব্ব-জীবাণং সব্বভাবে জাণমাণে পাসমাণে বিহরই॥ জি° চ° ১২১।

পু° বা° ১৮

জপ্‌পভিইং চ ণং সে খুদ্দাএ ভাসরাসী মহগ্‌গহে দো-বাস-সহস্‌স-ট্ঠিঈ সমণস্‌স ভগবও মহাবীরস্‌স জম্ম-নক্‌খত্তং সংকংতে, তপ্‌পভিইং চ ণং সমণাণং নিগ্‌গংথাণং নিগ্‌গংথীণ য় নো উদিএ পূয়া-সক্কারে পবত্তই। জি° চ° ১৩০।

জিনচরিতং.

O. P. 93—1

জিণচরিত্তং

নমো অরিহংতাণং। নমো সিদ্ধাণং। নমো আয়রিয়াণং।
নমো উবজ্ঝয়াণং। নমো লোএ সব্বসাহূণং॥

পঞ্চনমোক্কারো

এসো পংচনমোক্কারো সব্বপাপপ্পণাসণো।
মংগলাণং চ সব্বেসিং পঢ়মং হবই মংগলং॥

তেণং কালেণং তেণং সমএণং সমণে ভগবং মহাবীরে পংচ হৎথূত্তরে হোৎথা। তং জহা। হৎথূত্তরাহিং চুএ চইত্তা গব্ভং বক্কংতে। হৎথুত্তরাহিং গব্ভাও গব্ভং সাহরিএ। হৎথুত্তরাহিং জাএ। হৎথুত্তরাহিং মুংডে ভবিত্তা অগারাও অণগারিয়ং পব্বইএ। হৎথুত্তরাহিং অণংতে অণুত্তরে নিব্বাঘাএ নিরাবরণে কসিণে পড়িপুন্নে কেবল-বর-নাণ-দংসণে সমুপ্পন্নে। সাইণা পরিনিব্বুএ ভয়বং॥ ১॥

পংচহৎথুত্তরে

তেণং কালেণং তেণং সমএণং সমণে ভগবং মহাবীরে জে সে গিম্হাণং চউৎথে মাসে অট্ঠমে পক্খে আসাঢ়-সুদ্ধে। তস্স ণং আসাঢ়-সুদ্ধস্স ছট্ঠী-পক্খেণং মহাবিজয়-পুপ্ফুত্তর-পবর-পুংডরীয়াও মহাবিমাণাও বীসং-সাগরোবমট্ঠিতীয়াও [আউক্খএণং ভবক্খ-এণং ঠিইক্খএণং] অণংতরং চয়ং চইত্তা ইহেব জম্বুদ্দীবে দীবে ভারহে বাসে ইমীসে ওসপ্পিণীএ সুসমসুসমাএ সমাএ বিইক্কং-তাএ সুসমাএ সমাএ বিইক্কংতাএ সুসমদুস্সমাএ সমাএ বিইক্কং-

দেবাণংদাএ মাহণীএ কুচ্ছিংসি

জিনচরিত্র

পঞ্চ নমস্কার

অর্হৎ-দিগকে নমস্কার। সিদ্ধগণকে নমস্কার।
আচার্য্যগণকে নমস্কার। উপাধ্যায়গণকে নমস্কার।
ইহলোকের সর্ব সাধুগণকে নমস্কার।

এই 'পঞ্চ-নমস্কার' সর্ব পাপ নাশ করে এবং সর্ববিধ মঙ্গল কর্মের (মধ্যে) প্রথম (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ) মঙ্গল কর্ম॥

মহাবীর স্বামীর জীবনে পঞ্চ হস্তোত্তরা বা উত্তরফল্গুনী

সেইকালে সেইসময়ে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর (-স্বামীর জীবনে) পঞ্চ হস্তোত্তরা (বা উত্তরফল্গুনী) নক্ষত্রে পঞ্চ শুভঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। তাহা এই। হস্তোত্তরা (অর্থাৎ উত্তরফল্গুনী) নক্ষত্রে তিনি চ্যুত হন, চ্যুত হইয়া গর্ভে প্রবেশ করেন। হস্তোত্তরা নক্ষত্রে তিনি (বিমান লোক হইতে) অবতীর্ণ হইয়া [দেবানন্দা ব্রাহ্মণীর] গর্ভে প্রবেশ করেন। হস্তোত্তরা নক্ষত্রে তিনি (দেবানন্দা ব্রাহ্মণীর) গর্ভ হইতে (ত্রিশলা ক্ষত্রিয়াণীর) গর্ভে গর্ভান্তরিত হন। হস্তোত্তরা নক্ষত্রে তিনি জাত (ভূমিষ্ঠ) হন, হস্তোত্তরা নক্ষত্রে তিনি মুণ্ডিত (-কেশ) হইয়া আগার ত্যাগপূর্বক অনাগারিত্ব প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। হস্তোত্তরা নক্ষত্রে তাঁহার অনন্ত অনুত্তর (অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ), নির্ব্যাঘাত, নিরাবরণ, কৃৎস্ন (অর্থাৎ সমগ্র, অখণ্ড), প্রতিপূর্ণ (অর্থাৎ প্রত্যঙ্গে পরিপূর্ণ) কেবল [-নামক] শ্রেষ্ঠ জ্ঞান দর্শন সমুৎপন্ন হয় [অর্থাৎ তিনি কেবলিত্ব অর্জ্জন করেন]। [কিন্তু] স্বাতীনক্ষত্রে ভগবান্ পরিনির্বৃত হন॥ ১॥

সেইকালে সেই সময়ে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর গ্রীষ্ম [ঋতুর] চতুর্থ মাসে অষ্টম পক্ষে আষাঢ় মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে বিংশতি সাগরোপম কাল অবস্থানের পর [পুষ্পমধ্যে] পুণ্ডরীকতুল্য বিমানসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবিজয় পুষ্পোত্তর নামক মহাবিমান হইতে [আয়ুক্ষয়, ভবক্ষয় ও স্থিতিক্ষয় হওয়াতে] চ্যুত হন। তারপর এই জম্বুদ্বীপমধ্যে ভারতবর্ষে এই অবসর্পিণী নামক

তাএ দুস্সমসুসমাএ সমাএ ৰহু বিইক্কংতাএ [সাগরোবম-কোড়া-কোড়ীএ ৰায়ালীসাএ বাসসহস্সেহিং উণিয়াএ] পংচহুৎতরীএ বাসেহিং অদ্ধনবমেহি য় মাসেহিং সেসেহিং এক্কবীসাএ তিৎথয়রেহিং ইক্খাগ-কুল-সমুপ্পন্নেহিং কাসব-গোত্তেহিং দোহি য় হরিবংস-কুল-সমুপ্পন্নেহিং গোয়ম-সগোত্তেহিং তেবীসাএ তিত্থয়রেহিং বিইক্কংতেহিং সমণে ভগবং মহাবীরে চরিমে তিত্থয়রে পুব্বতিত্থয়র-নিদ্দিট্ঠে মাহণকুংডগ্গামে নয়রে উসভদত্তস্স মাহণস্স কোড়াল-সগোত্তস্স ভারিয়াএ দেবাণংদাএ মাহণীএ জালংধর-সগোত্তাএ পুব্ব-রত্তাবরত্ত-কাল-সময়ংসি হৎথুত্তরাহিং নক্খত্তেণং জোগমুবাগ-এণং আহার-বক্কংতীএ ভব-বক্কংতীএ সরীর-বক্কংতীএ কুচ্ছিংসি গব্ভত্তাএ বক্কংতে ॥ ২ ॥

সমণে ভগবং মহাবীরে তিন্নাণোবগএ আবি হোত্থা। 'চইস্সামি' ত্তি জাণই। চয়মাণে ন জাণই। 'চুএমি'ত্তি জাণই।

তিন্নাণোবগএ

জং রয়ণিং চ ণং সমণে ভগবং মহাবীরে দেবাণংদাএ মাহণীএ জালংধর-সগোত্তাএ কুচ্ছিংসি গব্ভত্তাএ বক্কংতে তং রয়ণিংচ ণং সা দেবাণংদা মাহণী সয়ণিজ্জংসি সুত্তজাগরা ওহীরমাণী ওহীরমাণী ইমে এয়ারূবে

চোদ্দস মহাসুমিনে

ওরালে কল্লাণে সিবে ধন্নে মংগল্লে সস্সিরীএ চোদ্দস মহাসুমিণে পাসিত্তা ণং পড়িবুদ্ধা ॥ ৩ ॥

তং জহা।

গয় বসহ সীহ অভিসেয়
দাম সসি দিণয়রং ঝয়ং কুম্ভং।
পউমসর সাগর বিমাণ
ভবণ রয়ণুচ্চয় সিহিং চ ॥ ৪ ॥

কালপ্রবাহের সুষম-সুষম সমা-সমূহ [অর্থাৎ বৎসর সমূহ] ব্যতিক্রান্ত হইলে, সুষম সমা-সমূহ ব্যতিক্রান্ত হইলে, সুষম-দুঃসম সমা-সমূহ ব্যতিক্রান্ত হইলে এবং দুঃসম-সুষম যুগের বহু সমা [অর্থাৎ বৎসর] ব্যতিক্রান্ত হইলে [বিয়াল্লিশ সহস্র বৎসর কম কোটি কোটি সাগরোপম গত হইলে] পঁচাত্তর বৎসর সাড়ে আট মাস অবশেষ থাকিতে, ইক্ষ্বাকুকুল-সমুৎপন্ন কাশ্যপগোত্রীয় একবিংশতি তীর্থকর ও হরিবংশকুলসমুৎপন্ন গৌতমগোত্রীয় দুইজন তীর্থকর, (একুনে) তেইশজন তীর্থকর কালগত হইলে পর, [বিমানলোকে ভোগ্য] তাঁহার আহার, ভব ও শরীর ফুরাইয়া গেলে, পূর্বরাত্র ও অপররাত্রের মধ্যসময়ে [অর্থাৎ নিশীথকালে] হস্তোত্তরা [অর্থাৎ উত্তরফল্গুনী] নক্ষত্রের সহিত [চন্দ্রদেব] যুক্ত হইলে, চরম তীর্থকর শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর পূর্বতীর্থকরগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট ব্রাহ্মণ-কুণ্ডগ্রাম নগরে কোড়াল-গোত্রীয় ঋষভদত্ত ব্রাহ্মণের জালন্ধর-গোত্রীয়া ভার্যা দেবানন্দা ব্রাহ্মণীর গর্ভে ভ্রূণরূপে প্রবেশ করেন ॥ ২ ॥

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর ত্রি-জ্ঞানোপেত ছিলেন। 'চ্যুত হইব' ইহা জানিতেন, 'চ্যুত হইতেছি' ইহা জানিতেন না, 'চ্যুত হইয়াছি' ইহা জানিতেন। যে রজনীতে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর জালন্ধর গোত্রীয়া ব্রাহ্মণী দেবানন্দার কুক্ষিতে গর্ভরূপে প্রবেশ করেন সেই রজনীতে দেবানন্দা ব্রাহ্মণী অর্দ্ধসুপ্ত-অর্দ্ধজাগরিত অবস্থায় শয্যায় ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া এই উদার, কল্যাণ, শিব, ধন্য, মাঙ্গল্য, সশ্রীক চতুর্দশ মহাস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠেন ॥ ৩ ॥

সেইগুলি এই: গজ, বৃষভ, সিংহ, অভিষেক, [পুষ্প-] দাম, শশী, দিবাকর, ধ্বজ, কুম্ভ, পদ্মসরোবর, সাগর, বিমান-ভবন, রত্নোচ্চয় এবং [জ্বলন্ত অগ্নি-] শিখা ॥ ৪ ॥

তএণং সা দেবাণংদা মাহণী (তে সুমিণে পাসতি, তে সুমিণে) পাসিত্তা ণং পড়িবুদ্ধা সমাণী হট্ঠ-তুট্ঠ-চিত্ত-মাণংদিয়া পীইমণা পরমসোমণসিয়া হরিস-বস-বিসপ্পমাণ-হিয়য়া ধারা-হয়-কয়ংবুয়ং পিব সমুস্সসিয়-রোম-কূবা সুমিণোগ্গহং করেই। করিত্তা সয়ণিজ্জাও অব্ভুট্ঠেই। অব্ভুট্ঠিত্তা অতুরিয়ং অচবলং [অবিলংবিয়াএ] রায়হংসসরিসীএ গঈএ জেণেব উসভদত্তে মাহণে তেণেব উবাগচ্ছই। উবাগচ্ছিত্তা উসভদত্তং মাহণং জএণং বিজএণং বদ্ধাবেই। বদ্ধাবিত্তা ভদ্দাসণবরগয়া আসত্থা বীসত্থা সুহাসণ-বরগয়া কর য়ল-পরিগ্গহিয়ং সিরসাবত্তং দসণহং মত্থএ অংজলিং কট্টু এবং বয়াসী ॥ ৫ ॥

পড়িবুদ্ধা উসভদত্তং মাহণং এবং বয়াসী

এবং খলু অহং দেবাণুপ্পিয়া ! অজ্জ সয়ণিজ্জংসি সুত্তজাগরা ওহীরমাণী ওহীরমাণী ইমে এয়ারূবে ওরালে [পু° বা° ১] জাব সস্সিরীএ চোদ্দস মহাসুমিণে পাসিত্তা ণং পড়িবুদ্ধা। তং জহা গয় [পু° বা° ২] জাব সিহিং চ ॥ ৬ ॥

এএসি ণং দেবাণুপ্পিয়া ! ওরালাণং [পু° বা° ১] জাব চোদ্দসণ্হং মহাসুমিণাণং কে মন্নে কল্লাণে ফলবিত্তিবিসেসে ভবিস্সই ॥ ৭ ॥

তএ ণং সে উসভদত্তে মাহণে দেবাণংদাএ মাহণীএ অংতিএ এয়ম্ অট্ঠং সোচ্চা নিসম্ম হট্ঠতুট্ঠ [পু° বা° ৩] জাব হিয়এ ধারা-হয়-কলম্বুয়ং পিব সমূসসিয়-রোম-কূবে সুমিণোগ্গহং করেই। করিত্তা ঈহং অণুপবিসই। অণুপ-বিসিত্তা অপ্পণো সাভাবিএণং মইপুব্বএণং বুদ্ধিবিন্নাণেণং তেসিং সুমিণাণং অত্থোগ্গহং করেই। করিত্তা দেবাণংদং মাহণিং এবং বয়াসী ॥ ৮ ॥

তেসিং সুমিণাণং অত্থোগ্গহং করেই

তারপর (সেইসব স্বপ্ন দেখিলেন, সেইসব স্বপ্ন) দেখিয়া জাগরিত হইয়া হৃষ্টচিত্তা, আনন্দিতা, প্রীতিযুক্তা, পরম-সৌমনস্য-সম্পন্না, হর্ষবশে প্রসারিত-হৃদয়া, [বৃষ্টি-] ধারাহত-কদম্ববৎ উচ্ছ্বসিত-লোমকূপা সেই দেবানন্দা ব্রাহ্মণী স্বপ্নগুলি অবধারণ করিলেন। তারপর শয্যা হইতে উঠিয়া তিনি অত্বরিত, অচপল, অবিলম্বিত রাজহংসতুল্য গতিতে ঋষভদত্ত ব্রাহ্মণের নিকট গেলেন। তারপর তিনি 'জয় হউক' 'বিজয় হউক' বলিয়া ঋষভদত্ত ব্রাহ্মণের সম্বর্ধনা করিলেন। তারপর আশ্বস্ত ও বিশ্বস্তভাবে ভদ্রাসনে সুখাসীন হইয়া করতলে বদ্ধ অঞ্জলির বিসারিত দশ নখ মস্তকে ঠেকাইয়া এই বলিলেন ॥ ৫ ॥

ওগো দেবানুপ্রিয়। আজ আমি শয্যায় অর্ধসুপ্ত অর্ধজাগরিত অবস্থায় ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া এইরূপ উদার, কল্যাণকর, শুভ, ধন্য, মঙ্গলাকর ও শোভন চতুর্দশ মহাস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠি। সেগুলি এই : গজ, বৃষভ, সিংহ, অভিষেক, [পুষ্প-] দাম, শশী, দিবাকর ধ্বজ, কুম্ভ, পদ্মসরোবর, সাগর, বিমানভবন, রত্নোচ্চয় ও [জ্বলন্ত অগ্নি-] শিখা ॥ ৬ ॥

ওগো দেবানুপ্রিয়! এই সকল উদার, কল্যাণকর, শুভ, ধন্য, মঙ্গলাকর, ও শোভন চতুর্দশ মহাস্বপ্নে কি কি বিশেষ কল্যাণকর ফল সূচনা করিতেছে? ॥ ৭ ॥

তারপর সেই ঋষদভত্ত ব্রাহ্মণ দেবানন্দা ব্রাহ্মণীর নিকট [কান ও মন দিয়া] শুনিয়া হৃষ্টচিত্ত, আনন্দিত, প্রীতিসম্পন্ন, পরম সৌমনস্যযুক্ত, হর্ষবশে প্রসারিত-হৃদয় ও [বৃষ্টি-] ধারাহত-কদম্ববৎ সমুচ্ছ্বসিত-লোমকূপ হইয়া স্বপ্নগুলি অবধারণ করিলেন। তারপর [ঐ বিষয়ে] চিন্তামগ্ন হইলেন। তারপর আপনার স্বাভাবিক বুদ্ধি ও বিচারশক্তি প্রভাবে ঐ সকল স্বপ্নের সূচিতার্থ নির্ণয় করিলেন। তারপর দেবানন্দা ব্রাহ্মণীকে এইরূপ বলিলেন ॥ ৮ ॥

ওরালা ণং তুমে দেবাণুপ্পিএ! সুমিণা দিট্ঠা। কল্লাণা ণং সিবা ধন্না মংগল্লা সস্‌সিরীয়া আরোগ্‌গ-তুট্ঠি-দীহাউ-কল্লাণ-মংগল্ল-কারগা ণং তুমে দেবাণুপ্পিএ! সুমিণা দিট্ঠা। তং জহা। অত্থলাভো দেবাণুপ্পিএ! ভোগলাভো সুক্‌খলাভো দেবাণুপ্পিএ! পুত্তলাভো এবং খলু তুমং দেবাণুপ্পিএ! নবণ্‌হং মাসাণং বহুপড়িপুন্নাণং অদ্ধট্ঠমাণং রাইংদিয়াণং বিইক্কংতাণং সুকুমাল-পাণি-পায়ং অহীণ-পড়িপুন্নপংচিংদিয়-সরীরং লক্‌খণ-বংজণ-গুণোববেয়ং মাণুম্মাণপ্পমাণ-পড়িপুন্ন-সুজায়-সব্বংগ-সুংদরংগং সসিসোমাকারং কংতং পিয়দংসণং সুরূবং দারয়ং পয়াহিসি ॥ ৯ ॥

সে বি য় ণং দারএ উম্মুক্কবালভাবে বিন্নায়-পরিণয়-মিত্তে জোব্বণগং অণুপ্পত্তে রিউব্বেয়-জউব্বেয়-সামবেয়-অথব্বণবেয় ইতিহাস-পংচমাণং নিগ্‌ঘণ্টুছট্ঠাণং সংগো-বংগাণং সরহস্‌সাণং চউণ্‌হং বেয়াণং সারএ পারএ ধারএ সড়ংগবী সট্ঠিতংত-বিসারএ সংখাণে [সিক্‌খাণে] সিক্‌খা কপ্‌পে বাগরণে ছংদে নিরুত্তে জোইসাম্‌ অয়ণে অন্নেসু য় বহূসু বংভন্নএসু [পরিব্বায়এসু] নএসু সুপরিনিট্ঠিএ আবি ভবিস্‌সই ॥ ১০ ॥

দারএ নাণ-সুপরি নিট্ঠিএ ভবিস্‌সই

তং ওরালা ণং তুমে দেবাণুপ্পিএ! [পুং বাং ৪] জাব আরোগ্‌গ-তুট্ঠি-দীহাউঅ-মংগল্ল-কল্লাণ-কারগা ণং তুমে সুমিণা দিট্ঠত্তি কট্টু ভুজ্জো ভুজ্জো অণুবূহই ॥ ১১ ॥

তএ ণং সা দেবাণংদা মাহণী উসভদত্তস্‌স মাহণস্‌স অংতিএ এয়ম্‌ অট্ঠং সোচ্চা নিসম্ম হট্ঠ-তুট্ঠ [পুং বাং ৩]

উদার স্বপ্ন তুমি দেখিয়াছ, দেবানুপ্রিয়ে! নিশ্চয়ই কল্যাণকর, ধন্য, মঙ্গলাকর, শোভন, আরোগ্যদায়ক, তুষ্টিদায়ক, দীর্ঘায়ুঃকারক ও অশেষ সৌভাগ্যের সূচক তোমার দেখা এই স্বপ্ন। ওগো দেবানু-প্রিয়ে! অর্থলাভ, ভোগলাভ, সৌখ্যলাভ, ও পুত্রলাভ [সূচিত হইতেছে]। ওগো দেবানুপ্রিয়ে! আজ হইতে পূর্ণ নয় মাস ও সাড়ে সাত অহোরাত্র গত হইলে তুমি সুকুমার হস্তপদযুক্ত, ত্রুটিহীন তীক্ষ্ণ পঞ্চেন্দ্রিয় সমন্বিত, সুগঠিতদেহ, চন্দ্রতুল্য সৌম্যদর্শন, কমনীয়, প্রিয়দর্শন ও রূপবান্ পুত্র-সন্তান প্রসব করিবে। সে শুভলক্ষণ ও শুভব্যঞ্জক গুণো-পেত এবং আয়তনে, উচ্চতায় ও ওজনে প্রত্যঙ্গ-পরিপূর্ণ-দেহ সুজাত ও সুন্দরাঙ্গ হইবে ॥ ৯ ॥

তারপর সেই বালকের বাল্য (অর্থাৎ সাত বৎসর বয়স) গত হইলে সে [ধীরে ধীরে] [বয়োজন্য] জ্ঞান ও (সর্বাঙ্গের) মাত্রায় পরিণত যৌবন লাভ করিবে। তখন সে ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ এবং তৎসহ পঞ্চমস্থানীয় ইতিহাস ও ষষ্ঠস্থানীয় নিঘণ্টু (অর্থাৎ বৈদিক কোষগ্রন্থ), তাহাদের অঙ্গ, উপাঙ্গ এবং রহস্য, এই সমস্ত গ্রন্থের সার অর্থাৎ তত্ত্বার্থ অবগত হইবে, [এই সকল গ্রন্থে] পারদর্শী হইবে এবং [সকল গ্রন্থের তত্ত্ব-] ধারক হইবে। সে [কপিলীয়] ষষ্টিতন্ত্রে বিশারদ হইবে, সংখ্যা (অর্থাৎ গণিত) শাস্ত্র, [শিক্ষানীতি অর্থাৎ আচার শাস্ত্র], শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ-ছন্দো-নিরুক্ত-জ্যোতিষ এই ষড়ঙ্গ শাস্ত্র, অন্য বহু ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র [পারিব্রাজক শাস্ত্র] ও নীতিশাস্ত্রে সুপরিনিষ্ঠিত অর্থাৎ সুপরিপক্কও হইবে ॥ ১০ ॥

সেইজন্য বলিতেছি, দেবানুপ্রিয়ে! তোমার দেখা স্বপ্ন অতি মহৎ, নিশ্চয়ই কল্যাণকর, শুভ, ধন্য, মঙ্গলাকর, শোভন, আরোগ্যদায়ক, তুষ্টিদায়ক, দীর্ঘায়ুঃকারক ও অশেষ সৌভাগ্যের সূচক। এই বলিয়া ভূয়োভূয়ঃ তাহাকে বুঝাইলেন ॥ ১১ ॥

তখন সে দেবানন্দা ব্রাহ্মণী ঋষভদত্ত ব্রাহ্মণের নিকট এই সকল বৃত্তান্ত কান দিয়া ও মন দিয়া শুনিয়া হৃষ্টচিত্তা, আনন্দিতা, প্রীতিসম্পন্না,

জাব হিয়য়া কর-য়ল-পরিগ্গহিয়ং দসণহং সিরসাবত্তং মত্থএ অংজলিং কট্টু উসভদত্তং মাহণং এবং বয়াসী ॥ ১২ ॥

এবমেয়ং দেবাণুপ্পিয়া! তহমেয়ং দেবাণুপ্পিয়া! অবিতহমেয়ং দেবাণুপ্পিয়া! অসংদিদ্ধমেয়ং দেবাণুপ্পিয়া! ইচ্ছিয়ম্ এয়ং দেবাণুপ্পিয়া! পড়িচ্ছিয়ম্ এয়ং দেবাণুপ্পিয়া! সচ্চেণং এসম্ অট্ঠে জহেয়ং তুব্ভে বয়হ ত্তি কট্টু তে সুমিণে সম্মং পড়িচ্ছই। তে সুমিণে সম্মং পড়িচ্ছিত্তা উসভদত্তেণং মাহণেণং সদ্ধিং ওরালাইং মাণুস্সগাইং ভোগভোগাইং ভুংজমাণী বিহরই ॥ ১৩ ॥

দেবাণংদা মাহণী তে সুমিণে পড়িচ্ছই

তেণং কালেণং তেণং সমএণং সক্কে দেবিংদে দেবরায়া বজ্জপাণী পুরংদরে সতক্কতূ সহস্সক্খে মঘবং পাকসাসণে দাহিণড্ঢ-লোগাহিবঈ বত্তীস-বিমাণ-সয়-সহস্সাহিবঈ এরাবণবাহণে সুরিংদে অরয়ংবরবত্থধরে আলইয়-মাল-মউড়ে নব-হেম-চারু-চিত্ত-চংচল-কুংডল-বিলিহিজ্জমাণগংডে [মহড্ঢিএ মহজ্জুইএ মহব্বলে মহায়সে মহাণুভাবে মহাসুক্খে] ভাসুর-বোংদী পলংবমাণ-বণমালে সোহম্মে কপ্পে সোহম্ম-বড়িংসগে বিমাণে সুহম্মাএ সভাএ সক্কংসি সীহাসণংসি সে ণং তত্থ বত্তীসাএ বিমাণ-বাস-সয়-সাহস্সীণং চউরাসীএ সামাণিয়-সাহস্সীণং তায়ত্তীসাএ তায়ত্তীসগাণং চউণ্হং লোগপালাণং অট্ঠণ্হং অগ্গমাহিসীণং সপরিবারাণং তিণ্হং পরিসাণং সত্তণ্হং অণিয়াণং সত্তণ্হং অণিয়াহিবঈণং চউণ্হং চউরাসীতীএ আয়-রক্খ-দেব-সাহস্সীণং অন্নেসিংচ বহূণং সোহম্ম-কপ্পবাসীণং বেমাণিয়াণং দেবাণং দেবীণ য় আহেবচ্চং পোরেবচ্চং সামিত্তং ভট্টিত্তং মহত্তরগত্তং আণা-ঈসর-সেণাবচ্চং কারেমাণে পালেমাণে মহয়া হয়-নট্ট-গীয়-বাইয়-তংতী-তলতাল-তুড়িয়-ঘণ-মুইংগ-পড়ু-

সক্কে দেবিংদে

পরম সৌমনস্যযুক্তা, হর্ষবশে প্রসারিত-হৃদয়া ও [বৃষ্টি-] ধারাহত কদম্ববৎ সমুচ্ছ্বসিত-লোমকূপা হইয়া করতলে বদ্ধ অঞ্জলির বিসারিত দশ নখ মস্তকে ঠেকাইয়া এই বলিলেন ॥ ১২ ॥

এ কথা যথার্থ, দেবানুপ্রিয়! এ কথা প্রকৃত, দেবানুপ্রিয়! এ কথা সত্য দেবানুপ্রিয়! ইহাতে সন্দেহ নাই, দেবানুপ্রিয়! ইহাই অভীপ্সিত, দেবানুপ্রিয়! ইহাই প্রত্যভীপ্সিত, দেবানুপ্রিয়! তুমি যাহা বলিলে তাহাই ইহার যথার্থ লক্ষিত অর্থ, দেবানুপ্রিয়!—ইত্যাদি বলিয়া সেই স্বপ্নগুলি সম্যক্‌রূপে বরণ করিয়া লইলেন। স্বপ্নবরণের পর ঋষভদত্ত ব্রাহ্মণের সঙ্গে উদার মনুষ্য-ভোগ্য নানা ভোগ উপভোগ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

সেইকালে সেইসময়ে দেবশ্রেষ্ঠ, দেবরাজ, বজ্রপাণি, পুরন্দর, শতক্রতু সহস্রাক্ষ, মঘবান্, পাকশাসন শক্র [ছিলেন] দক্ষিণার্ধলোকাধিপতি, বত্রিশ লক্ষ বিমান-ভবনের অধিপতি, ঐরাবত-বাহন, সুরেন্দ্র ও রজোহীন আকাশের ন্যায় বস্ত্রধারী, [পুষ্প-] মাল্যে ভূষিত তাঁহার মুকুট, গণ্ডে তাঁহার [চিত্রপট-বৎ] ঝুলিতেছে চিত্ত-চঞ্চলকর কাঁচা সোনায় নির্মিত কুণ্ডল। [তিনি অতিশয় ঋদ্ধি-সম্পন্ন, অতিশয় দীপ্তিশালী, মহা বলবান্, অশেষ কীর্তিশালী, মহামহিম ও পরম সৌখ্যসম্পন্ন।] তিনি ভাস্বর-দেহ ও প্রলম্বমান বনমালায় বিভূষিত। তিনি ছিলেন সৌধর্ম কল্পলোকে সৌধর্মাবতংস নামক বিমানে এবং সুধর্মা নামক রাজসভায় শক্রের জন্য নির্দিষ্ট সিংহাসনে সমাসীন। বত্রিশ লক্ষ বিমানলোকবাসী চৌরাশি সহস্র সমান মর্যাদা ও সমান আয়ুঃসম্পন্ন বিমানবাসী, তেত্রিশ ত্রিদশ (ত্রয়স্ত্রিংশক), চারি লোকপাল, সপরিবার অষ্ট অগ্রমহিষী, (বাহ্য, মধ্য ও আভ্যন্তর) তিনটি পরিষদ্, সপ্ত অনীক, সপ্ত অনীকপতি, চুরাশি হাজার সৈন্যে গঠিত আত্ম রক্ষক দেবসেনা এবং আরও অসংখ্য সৌধর্ম-কল্পবাসী দেব ও দেবীগণের উপর আধিপত্য, পুরোবর্তিত্ব, প্রভুত্ব, প্রতিপালকত্ব, মহত্তরকত্ব, আদেশ-কর্তৃত্ব ঈশ্বরত্ব ও সেনাপতিত্ব করিয়া পালন করিতেন। [এইরূপে] আখ্যান-নাটক, গীতবাদ্য, বীণা, করতাল, তূর্য, ঘনমৃদঙ্গ,

পডহ-বাইয়-রবেণং দিব্বাইং ভোগ-ভোগাইং ভুংজমাণে বিহরই ॥ ১৪ ॥

ইমং চ ণং কেবলকপ্পং জংবুদ্দীবং দীবং বিউলেণং ওহিণা আভোএমাণে আভোএমাণে বিহরই। তত্থ ণং সমণং ভগবং মহাবীরং জংবুদ্দীবে দীবে ভারহে বাসে দাহিণড্ঢভারহে মাহণ-কুংডগ্গামে নয়রে উসভদত্তস্স মাহণস্স কোড়াল-সগোত্তস্স ভারিয়াএ দেবাণংদাএ মাহণীএ জালংধর-সগোত্তাএ কুচ্ছিংসি গব্ভত্তাএ বক্কংতং পাসই। পাসিত্তা হট্ঠ-তুট্ঠ-চিত্তম্-আণংদিএ নংদিএ পীইমণে পরমসোমণস্সিএ হরিস-বস-বিসপ্পমাণ-হিয়এ ধারা-হয়-নীব-সুরভি-কুসুম-চংচুমালইয়-উসবিয়-রোম-কূবে বিকসিয়-বর-কমল-নয়ণ-বয়ণে পয়লিয়-বর-কড়গ-তুড়িয়-কেউর-মউড়-কুংডল-হার-বিরায়ংত-বচ্ছে পালংব-পলংবমাণ-ঘোলংত-ভূসণ-ধরে সসংভমং তুরিয়ং চবলং সুরিংদে সীহাসণাও অব্ভুট্ঠেই। অব্ভুট্ঠিত্তা পায়-পীঢ়াও পচ্চোরুহই। পচ্চোরুহিত্তা বেরুলিয়-বরিট্ঠ-রিট্ঠ-অংজণ-নিউণোবিয়-মিসিমিসিংত-মণি-রয়ণ-মংডিয়াও পাউয়াও ওমুয়ই। ওমুইত্তা এগ-সাড়িয়ং উত্তরাসংগং করেই। করিত্তা অংজলি-মউলিয়-গ্গ-হত্থে তিত্থগরাভিমুহে সত্তট্ঠ পয়াইং অণুগচ্ছই। অণুগচ্ছিত্তা বামং জাণুং অংচেই। অংচিত্তা দাহিণং জাণুং ধরণিতলংসি সাহট্টু তিক্খুত্তো মুদ্ধাণং ধরণিতলংসি নিবেসেই। নিবেসিত্তা ঈসিং পচ্চুন্নমই। পচ্চুন্নমিত্তা কড়গ-তুড়িয়-থংভিয়াও ভুয়াও সাহরই। সাহরিত্তা করয়ল-পরিগ্গহিয়ং সিরসাবত্তং দসণহং মত্থএ অংজলিং কট্টু এবং বয়াসী ॥ ১৫ ॥

সমণং ভগবং মহাবীরং দেবাণংদাএ মাহণীএ কুচ্ছিংসি পাসেই

নমো ত্থু ণং অরহংতাণং ভগবংতাণং [১] আদিগরাণং তিত্থগরাণং সয়ং-সংবুদ্ধাণং [২] পুরিসোত্তমাণং পুরিস-সীহাণং

পটু, পটহ প্রভৃতি বাদ্যধ্বনির মহা কোলাহলের মধ্যে তিনি দেবভোগ্য বহু ভোগ উপভোগ করিতে করিতে কালাতিপাত করিতেছিলেন ॥ ১৪ ॥

তাঁহার বিপুল 'অবধি' জ্ঞান দ্বারা তিনি তখন জম্বুদ্বীপ নামক দ্বীপ (অর্থাৎ মহাদেশ)-টিকে দেখিয়া বেড়াইতেছিলেন। সেখানে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরকে তিনি এই জম্বুদ্বীপ নামক দ্বীপে ভারতবর্ষের দক্ষিণার্ধে ব্রাহ্মণ কুণ্ডগ্রাম নগরে কোড়াল-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ঋষভদত্তের জালন্ধর-গোত্রীয়া ভার্যা দেবানন্দার কুক্ষিমধ্যে গর্ভরূপে অবস্থান করিতে দেখিলেন। দেখিয়া হৃষ্ট-তুষ্ট-চিত্ত, আনন্দ-গদ্‌গদ, প্রীতিসম্পন্ন ও পরম সৌমনস্যযুক্ত হইলেন। হর্ষবশে তাঁহার হৃদয় বিসারিত হইল। [বৃষ্টি]-ধারায় আহত সুরভি নীপকুসুমের পুলকিত চঞ্চুর ন্যায় তাঁহার লোমকূপ সমূহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বিকসিত শ্রেষ্ঠ পদ্মদলের ন্যায় তাঁহার নয়ন ও মুখশ্রী পুলকিত হইল। বাহুতে উত্তম বলয়, ত্রুটিক (চুড়ি) ও কেয়ূর (তাগা) দুলিতেছে, মস্তকে মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল ও বক্ষে হার বিরাজমান। ভূষণ সমূহের প্রলম্বমান প্রালম্ব (দোলক) ঘুরিয়া ঘুরিয়া দুলিতেছে। সসম্ভ্রমে ত্বরান্বিত হইয়া চমকিয়া উঠিয়া সুরেন্দ্র সিংহাসন ত্যাগ করিয়া পাদপীঠে (পা-দানিতে) নামিলেন। বৈদূর্যবর্ণ শ্রেষ্ঠ অরিষ্টাঞ্জনের (অর্থাৎ বার্নিস প্রলেপের) নিপুণ প্রয়োগে মিস্‌মিসে ও চক্‌চকে মণি-রত্ন-মণ্ডিত পাদুকা অবমোচন করিলেন (খুলিলেন)। তারপর পরিধেয় বস্ত্রখানির একখুঁট ঘাড়ে তুলিয়া উত্তরীয় স্বরূপে স্থাপন করিলেন। তারপর হস্তাগ্রে পুষ্প মুকুলের ন্যায় অঞ্জলি বাঁধিয়া তীর্থকরের অভিমুখে সাত-আট পা অগ্রসর হইয়া অনুগমন করিলেন। তারপর বাম জানু বাঁকাইয়া দক্ষিণ জানুতে ধরণীতলে ভর দিয়া তিনবার ধরণীতলে মস্তক স্থাপন করিলেন (মাথা ঠেকাইলেন)। তারপর ঈষৎ মস্তকোত্তোলন করিয়া কটক-ত্রুটিক-স্তম্ভিত ভুজদ্বয় সামলাইয়া লইলেন। তারপর করতলে বদ্ধ অঞ্জলির বিসারিত দশ নখ মাথায় ঠেকাইয়া এইরূপ বলিলেন ॥ ১৫ ॥

অর্হৎদিগকে নমস্কার, ভগবৎদিগকে নমস্কার। আদিকরদিগকে, তীর্থকরদিগকে ও স্বয়ং-সংবুদ্ধদিগকে নমস্কার। পুরুষোত্তমদিগকে, পুরুষ-

পুরিস-বর–পুংডরীয়াণং পুরিস-বর-গংধহত্থীণং [৩] লোগুত্তমাণং লোগ-নাহাণং লোগ-হিয়াণং লোগ-পঈবাণং লোগ-পজ্জোয়গরাণং [৪] অভয়-দয়াণং চক্খুদয়াণং মগ্গদয়াণং সরণদয়াণং জীবদয়াণং বোহিদয়াণং [৫] ধম্মদয়াণং ধম্মদেসয়াণং ধম্মনায়গাণং ধম্মসারহীণং ধম্ম-বর-চাউরংতচক্কবট্টীণং [৬] দীবো তাণং সরণং গঈ পইট্‌ঠা অপ্পড়িহয়-বর-নাণ-দংসণ-ধরাণং বিয়ট্ট-ছউমাণং [৭] জিণাণং জাবয়াণং তিন্নাণং তারয়াণং বুদ্ধাণং বোহয়াণং মুত্তাণং মোয়গাণং [৮] সব্বন্নূণং সব্বদরিসীণং সিবং অয়লম্ অরুয়ম্ অণংতম্ অক্খয়ং অব্বাবাহম্ অপুণরাবত্তি-সিদ্ধি-গই-নামধেয়ং ঠাণং সংপত্তাণং নমো জিণাণং জিয়-ভয়াণং [৯] নমো ত্থু ণং সমণস্‌স ভগবও মহাবীরস্‌স আদিগরস্‌স চরম-তিত্থগরস্‌স পুব্বতিত্থয়র-নিদ্দিট্‌ঠস্‌স। বংদামি ণং ভগবংতং তত্থগয়ং ইহগএ। পাসউ মে ভগবং তত্থগএ ইহগয়ং তি কট্টু সমণং ভগবং মহাবীরং বংদই নমংসই। নমংসিত্তা সীহাসণ-বরংসি পুরত্থাভিমুহে সন্নিসন্নে। তএ ণং তস্‌স সক্কস্‌স দেবিংদস্‌স দেবরন্নো অয়ম্ এয়ারূবে অজ্ঝত্থিয়ে [অত্তত্থিয়ে] চিংতিএ পত্থিএ মণোগয়ে সংকপ্পে সমুপ্পজ্জিত্থা ॥ ১৬ ॥

নমোক্কারং করেই

সক্কস্‌স সংকপ্পে

ন এয়ং ভূয়ং। ন এয়ং ভব্বং। ন এয়ং ভবিস্‌সং। জং ণং অরহংতা বা চক্কবট্টী বা বলদেবা বা বাসুদেবা বা অংতকুলেসু বা পংতকুলেসু বা তুচ্ছকুলেসু বা দরিদ্দকুলেসু বা কিবিণকুলেসু বা ভিক্খাগকুলেসু বা মাহণকুলেসু বা আয়াইংসু বা আয়াইংতি বা আয়াইস্‌সংতি বা ॥ ১৭ ॥

ন ভূয়ং ন ভবিস্‌সং এয়ং

সিংহদিগকে ও পুরুষ-গন্ধহস্তীদিগকে নমস্কার। লোকোত্তমদিগকে, লোকনাথদিগকে, লোকহিতৈষীদিগকে, লোকপ্রদীপদিগকে ও লোক-দ্যোতিকরদিগকে নমস্কার। অভয়-প্রদানকারীদিগকে, দৃষ্টিদানকারীদিগকে, পথপ্রদর্শনকারীদিগকে, শরণ-প্রদানকারীদিগকে, জীবন-প্রদানকারী-দিগকে ও বোধিপ্রদানকারীদিগকে নমস্কার। ধর্মদানকারীদিগকে, ধর্মদেশনাকারীদিগকে, ধর্মনায়কদিগকে, ধর্মসারথিদিগকে ও চতুর্দিগন্ত-শ্রেষ্ঠ ধর্মচক্রবর্তীদিগকে নমস্কার। সেই ব্যাবৃত্ত-ছদ্ম (ছিন্ন-মিথ্যাজ্ঞান), অপ্রতিহত-বর-জ্ঞান-দর্শনধরদিগকে নমস্কার, যাঁহারা [এ জগতে] প্রদীপ-স্বরূপ, ত্রাণকর্তা, শরণদাতা, গতিদাতা ও প্রতিষ্ঠাস্বরূপ। জিনগণকে, জয়দান-কারিগণকে, উত্তীর্ণগণকে, উত্তারকগণকে, বুদ্ধগণকে, বোধিদান-কারকগণকে, মুক্তগণকে ও মুক্তিদানকারকগণকে নমস্কার। সর্বজ্ঞগণকে, সর্বদর্শিগণকে এবং সেই জিতভয় জিনগণকে নমস্কার, যাঁহারা শিব, অচল, অরূপ, অনন্ত, অক্ষয়, অব্যাঘাত এবং অপুনরাবর্ত্তী সিদ্ধি, গতি ও নামধেয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। আদিকর, সর্বশেষ তীর্থকর, পূর্বতীর্থকরগণকর্তৃক নির্দিষ্ট শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরকে নমস্কার। এখান হইতেই আমি ওখানে স্থিত ভগবানের বন্দনা করিতেছি। ওখান হইতেই ভগবান্ এখানে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। এই বলিয়া তিনি শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের বন্দনা করিলেন এবং তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। তারপর তাঁহার সেই শ্রেষ্ঠ সিংহাসনে পূর্বমুখী হইয়া বসিলেন। তখন সেই দেবগণের রাজা ও দেবগণের শ্রেষ্ঠ শক্রের মনোমধ্যে এই অধ্যর্থিত [অভীষ্ট] ও ব্যাকুল (মূলে চিন্তাযুক্ত) প্রার্থনা সঙ্কল্পিত হইল ॥ ১৬ ॥

এরূপ [কখনও] হয় নাই, এরূপ [কখনও] হওয়া উচিত নয়, এরূপ [কখনও] হইবেও না। অন্ত্যজকুলে, নিম্নকুলে, তুচ্ছকুলে, দরিদ্রকুলে, কৃপণকুলে, ভিক্ষুককুলে, ব্রাহ্মণকুলে [কখনও] কোনও অর্হৎ বা চক্রবর্তী, কোনও বলদেব বা বাসুদেব আসেন নাই, আসেন না বা আসিবেন না (অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করিবেন না) ॥ ১৭ ॥

এবং খলু অরহংতা বা চক্কবট্টী বা বলদেবা বা বাসুদেবা বা উগ্‌গকুলেসু বা ভোগকুলেসু বা রাইন্নকুলেসু বা ইক্‌খাগকুলেসু বা খত্তিয়কুলেসু বা হরিবংসকুলেসু বা অন্নয়রেসু বা তহপ্পগারেসু বা বিসুদ্ধ-জাই-কুল-বংসেসু বা আয়াইংসু বা আয়াইংতি বা আয়াইস্‌সংতি বা ॥ ১৮ ॥

অত্থি পুণ এসে বি ভাবে লোগচ্ছেরয়-ভূএ অণংতাহিং ওসপ্পিণী-উস্‌সপ্পিণীহিং বিইক্কংতাহিং সমুপ্পজ্জই [১০০] নামগোত্তস্‌স বা কম্মস্‌স অক্‌খিণস্‌স অবেইয়স্‌স অণিজ্জিন্নস্‌স উদএণং জং ণং অরহংতা বা চক্কবট্টী বা বলদেবা বা বাসুদেবা বা অংতকুলেসু বা পংতকুলেসু বা তুচ্ছ-দরিদ্দ-ভিক্‌খাগ-কিবিণ-(মাহণ-) কুলেসু বা আয়াইংসু বা আয়াইংতি বা আয়াইস্‌সংতি বা কুচ্ছিংসি গব্ভত্তাএ বক্কমিংসু বা বক্কমংতি বা বক্কমিস্‌সংতি বা। নো চেব ণং জোণি-জম্মণ-নিক্‌খমণেণং নিক্‌খমিংসু বা নিক্‌খমংতি বা নিক্‌খমিস্‌সংতি বা ॥১৯॥

এসে বি ভাবে লোগ-চ্ছেরয়-ভূএ সমুপ্পজ্জই

নোচেব জোণি-জম্মণ নিক্‌খমণেণং নিক্‌খমংতি

অয়ং চ ণং সমণে ভগবং মহাবীরে জংবুদ্দীবে দীবে ভারহে বাসে মাহণ-কুংডগ্‌গামে নয়রে উসভদত্তস্‌স মাহণস্‌স কোড়াল-সগোত্তস্‌স ভারিয়াএ দেবাণংদাএ মাহণীএ জালংধর-সগোত্তাএ কুচ্ছিংসি গব্ভত্তাএ বক্কংতে ॥ ২০ ॥

তং জীয়ম্ এয়ং তীয়-পচ্চুপ্পন্ন-মণাগয়াণং সক্কাণং দেবিং-দাণং দেব-রাঈণং অরহংতে ভগবংতে তহপ্পগারেহিংতো অংত-কুলেহিংতো পংতকুলেহিংতো তুচ্ছ-দরিদ্দ-ভিক্‌খাগ-কিবিণ-কুলেহিংতো তহপ্পগারেসু বা উগ্‌গকুলেসু বা ভোগকুলেসু বা রাইন্নকুলেসু বা নায়-খত্তিয়-হরিবংস-কুলেসু বা অন্নয়রেসু বা

অর্হৎগণ, চক্রবর্তিগণ, বলদেবগণ ও বাসুদেবগণ নিশ্চয়ই উগ্র (অর্থাৎ উচ্চ) কুলে ভোগ-(অর্থাৎ ভোগৈশ্বর্যসম্পন্ন) কুলে, রাজন্য-কুলে, ইক্ষ্বাকুকুলে, ক্ষত্রিয়কুলে, হরিবংশকুলে অথবা ঐ প্রকার অন্য কোনও জাতি-বিশুদ্ধ কুলে ও জাতি-বিশুদ্ধ বংশে আসিয়াছেন (অর্থাৎ জন্ম লইয়াছেন), আসেন বা আসিবেন ॥ ১৮ ॥

অথবা অন্তহীন অবসর্পিণী ও উৎসর্পিণী [ক্রান্ত্যাত্মক] কালপ্রবাহে এরূপ লোকাশ্চর্য-ভূত ব্যাপার ঘটিতেও পারে। কোনও অজ্ঞাত কারণে গোত্র, নাম, বা কর্ম ক্ষয় করিতে বা জয় করিতে না পারার ফলে হয়তো কোনও অর্হৎ বা চক্রবর্তী বা বলদেব বা বাসুদেব কখনও কোনও অন্ত্যজ (অর্থাৎ চণ্ডাল) কুলে, প্রান্ত (বা নিম্ন) কুলে, অথবা তুচ্ছকুলে, দরিদ্রকুলে, কৃপণ [বা ব্রাহ্মণ] কুলে আসিয়াছেন, আসিয়া থাকেন বা আসিবেন এবং কুক্ষিমধ্যে গর্ভরূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, হইয়া থাকেন বা হইবেন। কিন্তু নিশ্চয়ই তাঁহারা কখনও (ঐ সকল নীচকুলে) যোনি-জন্ম দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হন নাই, হন না বা হইবেন না ॥ ১৯ ॥

এখন ঐ শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর জম্বুদ্বীপ নামক দ্বীপে (অর্থাৎ মহাদেশে) ভারতবর্ষ নামক বর্ষে (অর্থাৎ দেশে) ব্রাহ্মণ-কুণ্ডগ্রাম নগরে কোড়ালগোত্রীয় ঋষভদত্ত নামক ব্রাহ্মণের ভার্যা জালন্ধর গোত্রীয়া দেবানন্দা নাম্নী ব্রাহ্মণীর কুক্ষিমধ্যে গর্ভরূপে অবস্থান করিতেছেন ॥ ২০ ॥

এরূপ ক্ষেত্রে অতীত বর্তমান ও অনাগত এই তিন কালের দেবশ্রেষ্ঠ ও দেবরাজ শক্রদিগের সনাতন রীতি এই যে তাঁহারা ঐ প্রকার অন্ত্যকুল হইতে, তুচ্ছকুল, দরিদ্রকুল, ভিক্ষুককুল বা কৃপণকুল হইতে অর্হৎ ও ভগবৎদিগকে ঐ প্রকার উচ্চকুলে, ভোগৈশ্বর্যসম্পন্ন কুলে, রাজন্যকুলে, জ্ঞাতৃ-ক্ষত্রিয়কুলে, হরিবংশকুলে অথবা অন্যতর কোনও জাতি-বিশুদ্ধ বংশে বা কুলে [যাঁহারা রাজ্যশ্রী ভোগ করিতেছেন ও রাজ্য

তহপ্পগারেস্থু বিস্থুদ্ধ-জাই-কুল-বংসেস্থু বা [রজ্জ-সিরিং কারমাণেস্থু পালেমাণেস্থু] সাহরাবিত্তএ। তং সেয়ং খলু মম বি সমণং ভগবং মহাবীরং চরমতিত্থয়রং পুব্ব-তিত্থয়র-নিদ্দিট্ঠং মাহণকুণ্ডগ্গামাও নয়রাও উসভদত্তস্স মাহণস্স কোড়ালসগোত্তস্স ভারিয়াএ দেবাণংদাএ মাহণীএ জালংধর-সগোত্তাএ কুচ্ছীও খত্তিয়কুণ্ডগ্গামে নয়রে নায়াণং খত্তিয়াণং সিদ্ধত্থস্স খত্তিয়স্স কাসবগোত্তস্স ভারিয়াএ তিসলাএ খত্তিয়াণীএ বাসিট্ঠসগোত্তাএ কুচ্ছিংসি গব্ভত্তাএ সাহরাবিত্তএ। জে বি য ণং সে তিসলাএ খত্তিয়াণীএ গব্ভে তং পি য ণং দেবাণংদাএ মাহণীএ জালংধর-সগোত্তাএ কুচ্ছিংসি গব্ভত্তাএ সাহরাবিত্তএ ত্তি কট্টু এবং সংপেহেই! এবং সংপেহিত্তা হরিণেগমেসিং পায়ত্তাণিয়াহিবইং দেবং সদ্দাবেই। হরিণেগমেসিং দেবং সদ্দাবিত্তা এবং বয়াসী॥ ২১॥

তং জীয়ং সমণং দেবাণংদাএ কুচ্ছীও তিসলাএ কুচ্ছিংসি সাহরাবিত্তএ

হরিণেগমেসিং এবং বয়াসী

এবং খলু দেবাণুপ্পিয়া! ন এয়ং ভূয়ং। ন এয়ং ভব্বং। ন এয়ং ভবিস্সং জং ণং অরহংতা বা চক্কবট্টী বা বলদেবা বা বাস্থুদেবা বা অংত-পংত-কিবিণ-দরিদ্দ-তুচ্ছ-ভিক্খাগ-মাহণ-কুলেস্থু বা আয়াইংস্থু বা আয়াইংতি বা আয়াইস্সংতি বা। এবং খলু অরহংতা বা চক্ক-বল-বাস্থুদেবা বা উগ্গকুলেস্থু বা ভোগ-রাইন্ন-খত্তিয়-ইক্খাগ-হরিবংস-কুলেস্থু বা অন্নয়রেস্থু বা তহপ্পগারেস্থু বিস্থুদ্ধ-জাই-কুল-বংসেস্থু আয়াইংস্থু বা আয়াইংতি বা আয়াইস্সংতি বা॥ ২২॥

অত্থি পুণ এসে ভাবে লোগচ্ছেরয়ভূএ অণংতাহিং উস্সপ্পিণী-ওসপ্পিণীহিং বিইক্কংতাহিং সমুপ্পজ্জই নামগোত্তস্স কম্মস্স

পালন করিতেছেন সেইরূপ কুলে] স্থানান্তরিত করিয়া (সামলাইয়া) রাখা উচিত। সেইজন্য এখন আমারও উচিত এই যে ব্রাহ্মণ-কুণ্ডগ্রাম নগরে কোড়ালগোত্রীয় ঋষভদত্ত ব্রাহ্মণের জালন্ধরগোত্রীয়া ভার্যা দেবানন্দার কুক্ষি হইতে পূর্বতীর্থগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট শেষ তীর্থকর শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরকে ক্ষত্রিয়-কুণ্ডগ্রাম নগরে জ্ঞাতৃক্ষত্রিয় কাশ্যপ-গোত্রীয় সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয়ের ভার্যা বশিষ্ঠগোত্রীয়া ত্রিশলা ক্ষত্রিয়াণীর কুক্ষিমধ্যে গর্ভরূপে স্থানান্তরিত করিয়া রাখি এবং ত্রিশলা ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভমধ্যে যে আছে তাহাকেও জালন্ধরগোত্রীয়া ব্রাহ্মণী দেবানন্দার কুক্ষি-মধ্যে গর্ভরূপে স্থানান্তরিত করিয়া রাখি। এইরূপ চিন্তা করিয়া চারিদিকে চাহিয়া তিনি পদাতিক বাহিনীর অধিপতি শক্রাদেশ-পালনে নিযুক্ত হরি-নৈগমৈষীকে ডাকিলেন। ডাকিয়া এইরূপ বলিলেন ॥ ২১ ॥

শোন হে দেবানুপ্রিয় ! এরূপ [কখনও] হয় নাই, এরূপ [কখনও] হওয়া উচিত নয়, এরূপ [কখনও] হইবে না ; কোনও অর্হৎ, কোনও চক্রবর্তী, কোনও বলদেব বা কোনও বাসুদেব কোনও অন্ত্যকুলে, কোনও নিম্নকুলে, কোনও তুচ্ছকুলে, দরিদ্রকুলে, ভিক্ষুক-কুলে বা কৃপণ কুলে আসেন নাই, আসেন না বা আসিবেন না। অর্হৎগণ, চক্রবর্তিগণ, বলদেবগণ ও বাসুদেবগণ নিশ্চিতই উচ্চকুলে, ভোগৈশ্বর্য-সম্পন্ন কুলে, ক্ষত্রিয়কুলে, ইক্ষ্বাকুকুলে, হরিবংশকুলে বা ঐ প্রকার অন্য কোনও জাতি-বিশুদ্ধ কুলে বা বংশেই আসিয়াছেন, আসিয়া থাকেন ও আসিবেন ॥ ২২ ॥

অথবা অন্তহীন উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণী (ক্রান্ত্যাত্মক) কালপ্রবাহে এরূপ লোকাশ্চর্যভূত ব্যাপারও ঘটিতে পারে। কোনও অজ্ঞাত

অকৃখীণস্‌স অবেইয়স্‌স অণিজ্জিন্নস্‌স উদএণং, জং ণং অরহংতা বা চক্কবট্টী বা বলদেবা বা বাসুদেবা বা অংতকুলেসু বা পংত-কুলেসু বা তুচ্ছ-দরিদ্দ-কিবিণ-ভিকৃখাগ-কুলেসু বা আয়াইংসু বা আয়াইংতি বা আয়াইস্‌সংতি বা। নো চেব ণং জোণি-জম্মণ-নিকৃখমণেণং নিকৃখমিংসু বা নিকৃখমংতি বা নিকৃখমিস্‌সংতি বা ॥ ২৩ ॥

অয়ং চ ণং সমণে ভগবং মহাবীরে জংবুদ্দীবে দীবে ভারহে বাসে মাহণ-কুণ্ডগ্‌গামে নয়রে উসভদত্তস্‌স মাহণস্‌স কোড়াল-সগোত্তস্‌স ভারিয়াএ দেবাণংদাএ মাহণীএ জালংধর-সগোত্তাএ কুচ্ছিংসি গব্ভত্তাএ বক্কংতে ॥ ২৪ ॥

তং জীয়ং এয়ং তীয়-পচ্চুপ্পন্নম্ অণাগয়াণং সক্কাণং দেবিং-দাণং দেবরাঈণম্ অরহংতে ভগবংতে তহপ্পগারেহিংতো অংত-কুলেহিংতো পংত-কুলেহিংতো তুচ্ছ-কিবিণ-দরিদ্দ-ভিকৃখাগ-মাহণ-কুলেহিংতো তহপ্পগারেসু উগ্‌গ-কুলেসু বা ভোগ-রাইন্ন-[নায়-]খত্তিয়-ইকৃখাগ-হরিবংস-কুলেসু বা অন্নয়রেসু বা তহপ্পগারেসু বিসুদ্ধ-জাই-কুল-বংসেসু বা সাহরাবিত্তএ ॥ ২৫ ॥

তং গচ্ছ ণং তুমং সমণং ভগবং মহাবীরং মাহণ-কুণ্ড-গ্‌গামাও নয়রাও উসভদত্তস্‌স মাহণস্‌স কোড়ালসগোত্তস্‌স ভারিয়াএ দেবাণংদাএ মাহণীএ জালংধর-সগোত্তাএ কুচ্ছীও খত্তিয়-কুণ্ড-গ্‌গামে নয়রে নায়াণং খত্তিয়াণং সিদ্ধত্থস্‌স খত্তিয়স্‌স কাসব-গোত্তস্‌স ভারিয়াএ তিসলাএ খত্তিয়াণীএ বাসিট্‌ঠ-সগোত্তাএ কুচ্ছিংসি গব্ভত্তাএ সাহ-রাহি। জে বি য ণং সে তিসলাএ খত্তিয়াণীএ গব্ভে তং পি য় ণং দেবাণংদাএ মাহণীএ জালংধর-সগোত্তাএ

দেবাণংদাএ কুচ্ছীও তিসলাএ কুচ্ছিংসি সাহরাহি

কারণে নাম, গোত্র বা কর্ম ক্ষয় করিতে বা জয় করিতে না পারার ফলে হয়তো কোনও অর্হৎ বা চক্রবর্তী বা বলদেব বা বাসুদেব কখনও কোনও অন্ত্যকুলে, প্রান্ত (বা নিম্ন) কুলে, তুচ্ছকুলে, দরিদ্রকুলে, কৃপণকুলে বা ভিক্ষুককুলে আসিয়াছেন, আসিয়া থাকেন বা আসিবেন। কিন্তু তাঁহারা কখনও (ঐ-সকল নীচকুলে) যোনি-জন্ম দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হন নাই, হন না বা হইবেন না ॥ ২৩ ॥

এখন ওই শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর জম্বুদ্বীপ নামক দ্বীপে (অর্থাৎ মহাদেশে) ভারতবর্ষ নামক বর্ষে (অর্থাৎ দেশে) ব্রাহ্মণ কুণ্ডগ্রাম নগরে কোড়ালগোত্রীয় ঋষভদত্ত নামক ব্রাহ্মণের ভার্যা জালন্ধর-গোত্রীয়া দেবানন্দা ব্রাহ্মণীর কুক্ষিতে গর্ভরূপে অবস্থান করিতেছেন ॥ ২৪ ॥

এরূপ ক্ষেত্রে অতীত, বর্তমান ও অনাগত এই তিন কালের দেবশ্রেষ্ঠ ও দেবরাজ শক্রদিগের সনাতন রীতি এই যে তাঁহারা ঐ প্রকার অন্ত্যকুল হইতে, প্রান্তকুল হইতে, তুচ্ছকুল, কৃপণকুল, দরিদ্রকুল, ভিক্ষুককুল বা ব্রাহ্মণকুল হইতে ঐ প্রকার উচ্চকুলে, ভোগৈশ্বর্যসম্পন্নকুলে, রাজন্যকুলে, [জ্ঞাতৃ-]ক্ষত্রিয়কুলে, ইক্ষ্বাকুকুলে, হরিবংশকুলে বা ঐ প্রকার অন্য কোনও জাতিবিশুদ্ধ কুলে বা বংশে স্থানান্তরিত করেন ॥ ২৫ ॥

সুতরাং তুমি ব্রাহ্মণকুণ্ডগ্রাম নগরে যাও। সেখানে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরকে কোড়াল-গোত্রীয় ঋষভদত্ত ব্রাহ্মণের ভার্যা জালন্ধরগোত্রীয়া দেবানন্দা ব্রাহ্মণীর কুক্ষি হইতে ক্ষত্রিয় কুণ্ডগ্রাম নগরে জ্ঞাতৃক্ষত্রিয় কাশ্যপ-গোত্রীয় সিদ্ধার্থের বাশিষ্ঠ-গোত্রীয়া ভার্যা ত্রিশলার কুক্ষিতে গর্ভরূপে স্থানান্তরিত করিয়া (সামলাইয়া) রাখ; আর সেই ত্রিশলা ক্ষত্রিয়াণীর কুক্ষিতে (গর্ভে) যে আছে তাহাকে জালন্ধর-গোত্রীয়া দেবানন্দা ব্রাহ্মণীর

কুচ্ছিংসি গব্ভত্তাএ সাহরাহি। সাহরিত্তা মম এয়ং আণত্তিয়ং খিপ্পমেব পচ্চপ্পিণাহি ॥ ২৬ ॥

তএ ণং সে হরিণেগমেসী পায়ত্তাণিয়াহিবঈ দেবে সক্কেণং দেবিংদেণং দেবরন্না এবং বুত্তে সমাণে হট্টতুট্‌ঠে আণংদিএ [পু° বা° ৩] জাব হিয়য়ে করয়ল [পু° বা° ৫] জাব ত্তি কট্টু এবং জং দেবো আণবেই ত্তি আণাএ বিণএণং বয়ণং পড়িসুণেই। এবং পড়িসুণিত্তা সক্কস্‌স দেবিংদস্‌স দেবরন্নো অংতিআও পরিণিক্‌খমই উত্তরপুরত্থিমং দিসীভাগম্ অবক্কমই। অবক্কমিত্তা বেউব্বিয়সমুগ্‌ঘাএণং সমোহণই। সমোহণিত্তা সংখিজ্জাইং জোয়ণাইং দংডং নিস্‌সরই। তং জহা রয়ণাণং বয়রাণং বেরুলিয়াণং লোহিয়ক্‌খাণং মসারগল্লাণং হংসগব্ভাণং পুলয়াণং সোগংধিয়াণং জোইরসাণং [জোইসরাণং] অংজণাণং অংজণ-পুলয়াণং [রয়ণাণং] জায়রূবাণং সুভগাণং অংকাণং ফলিহাণং রিট্‌ঠাণম্ অহাবায়রে পোগ্‌গলে পরিসাড়েই। পরিসাড়িত্তা অহাসুহুমে পোগ্‌গলে পরিয়াদিয়তি ॥ ২৭ ॥

পরিয়াদিইত্তা তুচ্চংপি বেউব্বিয়-সমুগ্‌ঘাএণং সমোহণই। সমোহণিত্তা উত্তর-বেউব্বিয়ং রূবং বিউব্বই। বিউব্বিত্তা তাএ উক্‌কিট্‌ঠাএ তুরিয়াএ চবলাএ ছেআএ চংডাএ জয়ণাএ উদ্ধুয়াএ সিগ্‌ঘাএ দিব্বাএ দেবগঈএ বীতীবয়মাণে বীতীবয়মাণে তিরিয়ম্ অসংখেজ্জাণং দীবসমুদ্দাণং মজ্‌ঝংমজ্‌ঝেণং জেণেব জংবুদ্দীবে দীবে জেণেব ভারহে বাসে জেণেব মাহণকুণ্ডগ্‌গামে নয়রে জেণেব উসভদত্তস্‌স মাহণস্‌স গিহে জেণেব দেবাণংদা মাহণী তেণেব উবাগচ্ছই। উবাগচ্ছিত্তা আলোএ সমণস্‌স ভগবও মহাবীরস্‌স

কুক্ষিতে গর্ভরূপে স্থানান্তরিত করিয়া (সামলাইয়া) রাখ। রাখিয়া শীঘ্রই আমার এই আদেশ প্রতিপালন সংবাদ আমার কাছে নিবেদন কর ॥ ২৬ ॥

তারপর সেই পদাতিকবাহিনীর অধিপতি হরিনৈগমেষী দেব দেবশ্রেষ্ঠ দেবরাজ শক্র কর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া হৃষ্টচিত্ত ও আনন্দিত হইলেন। পরম সৌমনস্যবশে তাঁহার হৃদয় বিসারিত হইল। তারপর তিনি করতলে বদ্ধ অঞ্জলির বিসারিত দশ নখ মাথায় ঠেকাইয়া 'যে আজ্ঞা দেব' বলিয়া বিনয়-বচনে আদেশ গ্রহণ করিলেন। তারপর তিনি দেবশ্রেষ্ঠ দেবরাজ শক্রের নিকট হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উত্তর-পূর্ব দিগ্-বিভাগে অবতরণ করিলেন। অবতরণ করিয়া ইন্দ্রজাল বিদ্যাপ্রভাবে [সর্বত্র] সম্মোহন জাল বিস্তার করিলেন। [সম্মোহন প্রভাবে] যোজনগুলি দণ্ড বা যষ্টির মত ছোট হইয়া সরিয়া যাইতে লাগিল। বজ্রমণি, বৈদূর্যমণি, লোহিতাক্ষমণি, মসারগল্ল মণি, হংসগর্ভমণি, পুলকমণি, সৌগন্ধিকমণি, জ্যোতীরস (বা জ্যোতীশ্বর) মণি, অঞ্জনমণি, অঞ্জনপুলকমণি, জাতরূপমণি, সুভগমণি, অঙ্কমণি, স্ফটিকমণি ও অরিষ্টমণি [নামক] রত্নসমূহ [আহরণ করিয়া] তাহাদের অসার [বহির্ভাগ] বদর ফলের ন্যায় ছাড়াইয়া ফেলিলেন। ছাড়াইয়া ফেলিয়া তাহাদের সূক্ষ্ম সারভাগ গ্রহণ করিলেন ॥ ২৭ ॥

তারপর [তিনি] দ্বিতীয়বার ইন্দ্রজাল বিদ্যা প্রভাবে সম্মোহন জাল বিস্তার করিলেন। করিয়া উত্তর-বৈভূত্যযুক্ত রূপ বিকৃত করিলেন (সূক্ষ্ম অদৃশ্য রূপ ধারণ করিলেন)। তারপর তাঁহার সেই উৎকৃষ্ট, ত্বরিত, চপল, বিদগ্ধ (ছেক), প্রচণ্ড, জয়যুক্ত, উৎকল্লিত, দ্রুত, দিব্য ও দেবযোগ্য গতিতে অসংখ্য দ্বীপ (অর্থাৎ মহাদেশ) ও সমুদ্রের মধ্য দিয়া ব্যতীপাত (অর্থাৎ ব্যতিক্রম বা উল্লঙ্ঘন) করিয়া তির্যগ্‌ভাবে আসিয়া জম্বুদ্বীপ মহাদেশে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ-কুণ্ডগ্রাম নগরে ঋষভদত্ত ব্রাহ্মণের গৃহে দেবানন্দা ব্রাহ্মণীর নিকটে আসিলেন। আসিয়া শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের দৃষ্টিপথে [তাঁহাকে]

পণামং করেই। করিত্তা দেবাণংদাএ মাহণীএ সপরিজণাএ ওসোবণিং দলই। দলিত্তা অসুভে পোগ্‌গলে অবহরই সুভে পোগ্‌গলে পক্‌খিবই। পক্‌খিবিত্তা অণুজাণউ মে ভগবং ত্তি কট্টু সমণং ভগবং মহাবীরং অব্বাবাহম্‌ অব্বাবাহেণং করয়লসংপুডেণং গিণ্‌হই। গিণ্‌হিত্তা জেণেব খত্তিয়কুণ্ডগ্‌গামে নয়রে জেণেব সিদ্ধত্থস্‌স খত্তিয়স্‌স গিহে জেণেব তিসলা খত্তিয়াণী তেণেব উবাগচ্ছই। উবাগচ্ছিত্তা তিসলাএ খত্তিয়াণীএ সপরিজণাএ ওসোবণিং দলই। দলিত্তা অসুভে পোগ্‌গলে অবহরই। অবহরিত্তা সুভে পোগ্‌গলে পক্‌খিবই। পক্‌খিবিত্তা সমণং ভগবং মহাবীরং অব্বাবাহম্‌ অব্বাবাহেণং তিসলাএ খত্তিয়াণীএ কুচ্ছিংসি গব্ভত্তাএ সাহরই। জে বি য় ণং সে তিসলাএ খত্তিয়াণীএ গব্ভে তং পি য় ণং দেবাণংদাএ মাহণীএ জালংধর-সগোত্তাএ কুচ্ছিংসি গব্ভত্তাএ সাহরই। সাহরিত্তা জম্‌ এব দিসিং পাউভূএ তম্‌ এব দিসিং পড়িগএ॥ ২৮॥

তাএ উক্‌কিট্‌ঠাএ তুরিয়াএ চবলাএ চংডাএ ছেআএ জয়ণাএ উদ্ধুয়াএ সিগ্‌ঘাএ দিব্বাএ দেব-গঈএ তিরিয়ম্‌ অসংখেজ্জাণং দীবসমুদ্দাণং মজ্‌ঝংমজ্‌ঝেণং জোয়ণ-সাহস্‌সীএহিং বিগ্‌গহেহিং উপ্‌পয়মাণে উপ্‌পয়মাণে জেণমেব সোহম্মে কপ্পে সোহম্ম-বড়িংসএ বিমাণে সক্কংসি সীহাসণংসি সক্কে দেবিংদে দেবরায়া তেণমেব উবাগচ্ছই। উবাগচ্ছিত্তা সক্কস্‌স দেবিংদস্‌স দেবরন্নো এয়ম্‌ আণত্তিয়ং খিপ্পম্‌ এব পচ্চপ্‌পিণই। (তেণং কালেণং তেণং সমএণং সমণে ভগবং মহাবীরে তিন্নাণোবগএ য়াবি হোত্থা। সাহরিজ্জিস্‌সামি ত্তি জাণই সাহরিজ্জমাণে নো জাণই সাহরিএমি ত্তি জাণই।)॥ ২৯॥

প্রণাম করিলেন। তারপর পরিজনবর্গসহ দেবানন্দা ব্রাহ্মণীকে নিদ্রুটি [অবস্বপিনী] লাগাইয়া অশুভ বস্তু অপহরণ করিয়া শুভ বস্তু ছড়াইয়া দিলেন। তারপর 'অনুজ্ঞা করুন, ভগবন্' বলিয়া শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরকে অব্যাহত রাখিয়া করতল-সংপুটে গ্রহণ করিলেন। তারপর ক্ষত্রিয় কুণ্ডগ্রাম নগরে সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয়ের গৃহে ত্রিশলা ক্ষত্রিয়াণীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তারপর পরিজন-বর্গ সহ ত্রিশলা ক্ষত্রিয়াণীকে নিদ্রুটি লাগাইয়া নিদ্রাভিভূত করিলেন। তারপর অশুভ বস্তু হরণ করিয়া সেখানে শুভ বস্তু ছড়াইলেন। তারপর শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরকে অব্যাহত ভাবে ত্রিশলা ক্ষত্রিয়াণীর কুক্ষিমধ্যে গর্ভরূপে স্থাপন করিলেন। ত্রিশলা ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে যে ছিল তাহাকে জালন্ধর গোত্রীয়া ব্রাহ্মণী দেবানন্দার কুক্ষিমধ্যে গর্ভরূপে সংস্থাপিত করিয়া রাখিলেন। তারপর যেদিকে আসিয়াছিলেন সেইদিকেই ফিরিয়া গেলেন ॥ ২৮ ॥

তিনি সেই উৎকৃষ্ট, ত্বরিত, চপল, প্রচণ্ড, বিদগ্ধ, জয়যুক্ত, উৎকম্পিত, দ্রুত, দিব্য ও দেবযোগ্য গতিতে অসংখ্য দ্বীপ (অর্থাৎ মহাদেশ) ও সমুদ্রের মধ্য দিয়া সহস্র-যোজন-ব্যাপী দেহ লইয়া লাফাইয়া লাফাইয়া যেখানে সৌধর্ম্ম কল্পে সৌধর্ম্মাবতংস বিমানভবনে শক্রীয় সিংহাসনে দেবগণের প্রধান দেবরাজ শক্র আসীন ছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তারপর দেবতাদিগের প্রধান ও দেবতাদিগের রাজা শক্রের নিকট তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন-সংবাদ সত্বর জ্ঞাপন করিলেন। (সেইকালে সেইসময়ে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর ত্রি-জ্ঞানোপগত ছিলেন: 'অপসারিত হইব' ইহা জানিতেন, অপসারিত হইবার সময় জানিতেন না, 'অপসারিত হইয়াছি' ইহা জানিতেন ॥) ॥ ২৯ ॥

তেণং কালেণং তেণং সমএণং সমণে ভগবং মহাবীরে জে সে বাসাণং তচ্চে মাসে পংচমে পক্‌খে আসোয়-বহুলে। তস্‌স ণং আসোয়বহুলস্‌স তেরসী-পক্‌খেণং বাসীইং রাইংদিএহিং বিইক্‌কংতেহিং তেসীইমস্‌স রাইংদিয়স্‌স অংতরা বট্টমাণে হিয়াণুকংপএণং দেবেণং হরিণেগমেসিণা সক্কবয়ণসংদিট্‌ঠেণং মাহণকুণ্ডগ্‌গামাও নয়রাও উসভদত্তস্‌স মাহণস্‌স কোড়াল-সগোত্তস্‌স ভারিয়াএ দেবাণংদাএ মাহণীএ জালংধর-সগোত্তাএ কুচ্ছীও খত্তিয়কুণ্ডগ্‌গামে নয়রে সিদ্ধথস্‌স খত্তিয়স্‌স কাসব-গোত্তস্‌স ভারিয়াএ তিসলাএ খত্তিয়াণীএ বাসিট্‌ঠ-সগোত্তাএ পুব্বরত্তাবরত্ত-কালসময়ংসি হত্থুত্তরাহিং নক্‌খত্তেণং জোগমুবাগএণং অব্বাবাহং অব্বাবাহেণং কুচ্ছিংসি গব্ভত্তাএ সাহরিএ ॥৩০॥

আসোয়-বহুলস্‌স
তেরসীপক্‌খেণং
হত্থুত্তরাহিং নক্‌খত্তেণং
সাহরিএ

জং রয়ণিং চ ণং সমণে ভগবং মহাবীরে দেবাণংদাএ মাহণীএ জালংধর - সগোত্তাএ কুচ্ছীও তিসলাএ খত্তিয়াণীএ বাসিট্‌ঠ-সগোত্তাএ কুচ্ছিংসি গব্‌ভত্তাএ সাহরিএ তং রয়ণিং চ ণং সা দেবাণংদা মাহণী সয়ণিজ্জংসি সুত্তজাগরা ওহীরমাণী ওহীরমাণী ইমে এয়ারূবে ওরালে কল্লাণে সিবে ধন্নে সস্‌সিরীএ চোদ্দস মহাসুমিণে তিসলাএ খত্তিয়াণীএ হড়ে পাসিত্তা ণং পড়িবুদ্ধা। (তং জহা। গয় উসভ) [পু° বা° ২] গাথা ॥ ৩১ ॥

দেবাণংদাএ চোদ্দস
মহাসুমিণে তিসলাএ
হড়ে

জং রয়ণিং চ ণং সমণে ভগবং মহাবীরে দেবাণংদাএ মাহণীএ জালংধর-সগোত্তাএ কুচ্ছীও তিসলাএ খত্তিয়াণীএ বাসিট্‌ঠ-সগোত্তাএ কুচ্ছিংসি গব্‌ভত্তাএ সাহরিএ তং রয়ণিং চ ণং সা তিসলা খত্তিয়াণী তংসি তারিসগংসি বাসঘরংসি অব্‌ভিংতরও সচিত্ত-কম্মে বাহিরও দূমিয়-ঘট্‌ঠ-মট্‌ঠে বিচিত্ত-উল্লোয়-চিত্তয়-

সেইকালে সেইসময়ে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর ছিলেন বর্ষা ঋতুর ৩য় মাসে পঞ্চম পক্ষে অর্থাৎ আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে। [গর্ভবাসের] বিরাশি রাত্রিদিন গত হইয়াছিল, তিরাশি দিন চলিতেছিল। [সেইদিন] শক্রের আদেশে হিতার্থী ও অনুকম্পী দেব হরিনৈগমৈষী ব্রাহ্মণকুণ্ডগ্রাম নগরে কোড়ালগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ঋষভদত্তের ভার্য্যা জালন্ধরগোত্রীয়া ব্রাহ্মণী দেবানন্দার কুক্ষি হইতে ক্ষত্রিয়-কুণ্ডগ্রাম নগরে কাশ্যপ-গোত্রীয় ক্ষত্রিয় সিদ্ধার্থের ভার্যা বাশিষ্ঠ-গোত্রীয়া ক্ষত্রিয়াণী ত্রিশলার গর্ভে মধ্যরাত্র সময়ে হস্তোত্তরা নক্ষত্রের যোগে অব্যাহতভাবে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরকে গর্ভান্তরিত করিয়া রাখিয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥

যে রজনীতে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর জালন্ধর-গোত্রীয়া ব্রাহ্মণী দেবানন্দার কুক্ষি হইতে বাশিষ্ঠ-গোত্রীয়া ক্ষত্রিয়াণী ত্রিশলার কুক্ষিতে গর্ভান্তরিত হন, সেই রজনীতে দেবানন্দা ব্রাহ্মণী শয্যায় সুপ্তজাগর অবস্থায় ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া দেখিলেন যে তাঁহার সেই উদার, কল্যাণকর, শুভ, ধন্য, মঙ্গলাকর ও শোভন চতুর্দ্দশ মহাস্বপ্ন ত্রিশলা ক্ষত্রিয়াণী কর্তৃক অপহৃত হইয়াছে। দেখিয়া তিনি জাগিয়া উঠিলেন। [তাঁহার সেই অপহৃত] স্বপ্নগুলি এই :

গজ, বৃষভ, সিংহ অভিষেক, [পুষ্প-]দাম, শশী, দিনকর, ধ্বজ, কুম্ভ, পদ্মসুরোবর, সাগর, বিমানভবন, রত্নোচ্চয় ও অগ্নিশিখা ॥ ৩১ ॥

যে রজনীতে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর জালন্ধরগোত্রীয়া ব্রাহ্মণী দেবানন্দার কুক্ষি হইতে বাশিষ্ঠ-গোত্রীয়া ক্ষত্রিয়াণী ত্রিশলার কুক্ষিতে গর্ভান্তরিত হন, সেই রজনীতে সেই ত্রিশলা ক্ষত্রিয়াণী যে গৃহে ছিলেন সে গৃহের অভ্যন্তর ভাগ চিত্রকর্ম-শোভিত ছিল; বহির্ভাগ চুণকাম করা, ঘষা-মাজা; বিচিত্র ছাদের অভ্যন্তর ভাগ চিত্র-খচিত; ভূমিভাগ

তলে মণি-রয়ণ-পণাসিয়-অংধয়ারে বহু-সম-সুবিভত্ত-ভূমি-ভাগে পংচ-বন্ন-সরস-সুরভি-মুক্ক-পুপ্ফ-পুংজোবয়ার-কলিএ কালাগুরু-পবর-কুন্দুরুক্ক-তুরুক্ক-দজ্ঝংত-ধূব-মঘমঘংত-গংধুদ্ধুয়াভিরামে সুগংধ-বর-গংধিএ গংধ-বট্টি-ভূএ তংসি তারিসগংসি সয়ণিজ্জংসি সালিংগণ-বট্টিএ উভও বিব্বোয়ণে উভও উন্নএ মজ্ঝেণং গংভীরে গংগা-পুলিণ-বালুঅ-উদ্দাল-সালিসএ ওয়বিয়-খোমিয়-দুগুল্ল-পট্ট-পড়িচ্ছন্নে সুবিরইয়-রয়-ত্তাণে রত্তংসুয়-সংবুএ সুরম্মে আইণগ-রূয়-বূর-নবণীয়-তূল-ফাসে সুগংধবর-কুসুম-চুন্ন-সয়ণোবয়ার-কলিএ পুব্ব-রত্তা-বরত্ত-কাল-সময়ংসি সুত্তজাগরা ওহীরমাণী ইমে এয়ারূবে ওরালে কল্লাণে সিবে ধন্নে মংগল্লে সস্সিরীএ চোদ্দস মহাসুমিণে পাসিত্তা ণং পড়িবুদ্ধা তং জহা।

তিসলা চোদ্দস মহাসুমিণে পাসিত্তা পড়িবুদ্ধা

গয়-বসহ-সীহ অভিসেয়
দাম সসি দিণয়রং ঝয়ং কুংভং।
পউমসর সাগর বিমাণ-
ভবণ রয়ণুচ্চয় সিহিং চ ॥ ৩২ ॥

১। তএ ণং সা তিসলা খত্তিয়াণী তপ্পঢ়ময়াএ তওয়-চউদ্দংতং উসিয়-গলিয়-বিপুল-জলহর-হার-নিকর-খীর-সাগর-সসংক-কিরণ-দগ-রয়-রয়য়-মহাসেল-পংডুর-তরং সমাগয়-মহুয়র-সুগংধ-দাণ-বাসিয়-কপোলমূলং দেবরায়-কুংজর-বর-প্পমাণং পিচ্ছই সজল-ঘণ-

চোদ্দস সুমিণে পাসেই

(অর্থাৎ মেঝে) সু-সমতল ও [স্বস্তিকাদি শুভ চিহ্নে] সুবিভক্ত; মণিরত্নে [সেখানকার] অন্ধকার বিনষ্ট হইয়াছে; পঞ্চবর্ণ সরস সুরভি প্রস্ফুটিত পুষ্প-পুঞ্জের উপচারে সজ্জিত, দহ্যমান উৎকৃষ্ট কুন্দুরুক্ক ও তুরুস্ক-গন্ধে মহ-মহ ধূপশিখায় অভিরাম সুগন্ধ দ্রব্যে বর-গন্ধিত; [সমস্ত গৃহটী] যেন সুগন্ধি দ্রব্যের একটি পাত্র স্বরূপ। যে শয্যায় তিনি শয়ন করিয়াছিলেন তাহাতে আলিঙ্গন-বর্তিকা [-তুল্য শরীরপ্রমাণ দীর্ঘ উপাধান] ছিল; দুইদিকে [মাথার দিকে ও পায়ের দিকে] [শরীরপ্রমাণ দীর্ঘ] উপাধান; দুইদিকে [মাথার দিকে ও পায়ের দিকে] উন্নত ও মধ্যে গভীর [সেই শয্যা] গঙ্গাপুলিনের বালুকার ন্যায় অবদলনে কোমল, ক্ষৌম দুকূল-পট্টে (অর্থাৎ রেশমী চাদরে) সমাচ্ছাদিত, সুবিরচিত রজস্ত্রাণে (অর্থাৎ তোয়ালেতে) শোভিত, রক্তাংশুক সংবারে (অর্থাৎ লাল কাপড়ের মশারিতে) সংবৃত, স্পর্শে পশুলোম, বা তুলার গদি অথবা নবতীত-তুল্য কোমল এবং উত্তম সুগন্ধি কুসুমচূর্ণের উপচারে আস্তীর্ণ। তিনি এইরূপ শয়নে সুপ্ত-জাগর অবস্থায় ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া মধ্যরাত্রে এইরূপ উদার, (অর্থাৎ মহৎ), কল্যাণকর, শুভ, ধন্য, মঙ্গলাকর ও শোভন চতুর্দ্দশ মহাস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিলেন। সেগুলি এই:

গজ, বৃষভ, সিংহ, অভিষেক, (পুষ্প-) দাম, শশী, দিনকর, ধ্বজ, কুম্ভ, পদ্মসরোবর, সাগর, বিমানভবন, রত্নোচ্চয় ও (জ্বলন্ত) অগ্নিশিখা॥ ৩২॥

১। তখন ত্রিশলা ক্ষত্রিয়াণী প্রথম স্বপ্নে সর্ব্বসুলক্ষণ মহাবল শোভন-উরু-যুক্ত, চতুর্দ্দন্ত একটি মঙ্গল হস্তী দেখিলেন। উচ্ছ্রিত গলিতজল বিপুল জলধর অপেক্ষা, হার-নিকর অপেক্ষা, ক্ষীর-সাগর অপেক্ষা, শশাঙ্ককিরণ অপেক্ষা, স্রোতের ফেন অপেক্ষা, রাজত মহাশৈল অপেক্ষা সে অধিকতর পাণ্ডুর (অর্থাৎ শুভ্র) বর্ণ। সুগন্ধ দান বারি-বাসিত তাহার কপোল-মূলে মধুকর-বৃন্দ সমাগত হইয়াছে।

বিপুল-জলহর-গজ্জিয়-গংভীর-চারু-ঘোসং ইভং সুভং সব্ব-লক্‌খণ-কয়ংৰিয়ং বরোরুং ॥ ৩৩ ॥

২। তও পুণো ধবল-কমল-পত্ত-পয়রাইরেগ-রূব-প্‌পভং পহা-সমুদওবহারেহিং সব্বও চেব দিবয়ংতং অইসিরিভর-পিল্লণা-বিসপ্‌পংত-কংত-সোহংত-চারু-ককুহং তণু-সুদ্ধ-সুকুমাল-লোম-নিদ্ধ-চ্ছবিং থির-সুবদ্ধ-মংসলোবচিয়-লট্‌ঠ-সুবিভত্ত-সুংদরংগং পিচ্ছই ঘণ-বট্ট-লট্‌ঠ-উক্‌কিট্‌ঠ-তুপ্‌পগ্‌গ-তিক্‌খ-সিংগং দংতং সিবং সমাণ-সোহংত-সুদ্ধ-দংতং বসহং অমিয়-গুণ-মংগল-মুহং ॥ ৩৪ ॥

৩। তও পুণো হার-নিকর-খীর-সাগর-সসংক-কিরণ-দগ-রয়-রয়য়-মহাসেল-পংডুরংগং (গ্রং ২০০) রমণিজ্জ-পিচ্ছণিজ্জং থির-লট্‌ট-পউট্‌ঠ-বট্ট-পীবর-সুসিলিট্‌ঠ-তিক্‌খ-দাঢ়া-বিড়ংবিয়-মুহং পরিকম্মিয়-জচ্চ-কমল-কোমল-পমাণ-সোহংত-লট্‌ঠ-উট্‌ঠং রত্তুপ্‌পল-পত্ত-মউয়-সুকুমাল-তালু-নিল্লালিয়গ্‌গ-জীহং মূসাগয়-পবর-কণগ-তাবিয়-আবত্তংত-বট্ট-তড়ি-বিমল-সরিস-নয়ণং বিসাল-পীবর-বরোরুং পড়িপুন্ন-বিমল-খংধং মিউ-বিসয়-সুহুম-লক্‌খণ-পসত্থ-বিত্থিন্ন-কেসরাডোব-সোহিয়ং উসিয়-সুনিম্মিয়-

দেবরাজ ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠ হস্তী ঐরাবতের মত (তাহার দেহের) প্রমাণ। সজল-ঘন বিপুল জলধরের গর্জনের ন্যায় গম্ভীর ও চারু তাহার নির্ঘোষ ॥ ৩৩ ॥

২। তারপর [দ্বিতীয় স্বপ্নে] তিনি একটি পোষ-মানা পয়মন্ত বৃষভ দেখিলেন। শ্বেতপদ্মের পাঁপড়ির রাশি অপেক্ষা অধিক [শুভ্র] তাহার অঙ্গের প্রভা। তাহার অঙ্গপ্রভা বিকীর্ণ হইয়া সব দিক্ আলোকিত করিতেছে। অতি-সৌন্দর্য-ভরে বিস্তার পাইতেছে তাহার কান্ত, শোভন, চারু ককুদ। সূক্ষ্ম, শুদ্ধ, সুকুমার লোমে স্নিগ্ধ তাহার ছবি। স্থির সুবদ্ধ মাংসবহুলত্বে উপচিত তাহার মনোহরত্ব। সুবিন্যস্ত ও সুন্দর তাহার অঙ্গ। ঘন, বর্তুল, মনোহর ও উৎকৃষ্ট তাহার শৃঙ্গদ্বয়, অগ্রভাগে সূক্ষ্ম ও মসৃণ। দাঁতগুলি তাহার মাপে সমান, শুভ্র ও শোভমান। অমিত গুণরাজি ও মঙ্গল-ব্যঞ্জক তাহার মুখ ॥ ৩৪ ॥

৩। তারপর তিনি দেখিলেন একটি সৌম্যদর্শন, রমণীয়, চন্দ্রতুল্য-বর্ণ ক্রীড়মান সিংহ নভস্তল হইতে লাফাইতে লাফাইতে তাঁহার মুখের দিকে দ্রুতবেগে নামিয়া আসিতেছে। তাহার অঙ্গ হার-নিকর অপেক্ষা, ক্ষীর-সাগর অপেক্ষা, শশাঙ্ককিরণ অপেক্ষা, স্রোতের ফেন অপেক্ষা এবং রাজত মহাশৈল অপেক্ষা অধিকতর শুভ্র। স্থিরদ্যুতি দীর্ঘবর্তুল, স্থূল, সুবিন্যস্ত তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রায় বিড়ম্বিত তাহার মুখ। ওষ্ঠ তাহার প্রসাধিত, সুজাত কমলের ন্যায় কোমল, মাপে প্রমাণ এবং শোভনোজ্জ্বল। জিহ্বা তাহার অগ্রভাগে লালায়িত; তালু তাহার রক্তোৎপল-পত্রবৎ মৃদু এবং সুকুমার (অর্থাৎ নরম)। মুচি-মধ্যে আবর্তমান (ঘূর্ণায়মান) শ্রেষ্ঠ তপ্ত তরল সোনার ন্যায় বর্তুলাকার এবং বিদ্যুত্তুল্য বিমল তাহার নয়ন [-দ্বয়]। সুন্দর উরুদ্বয় বিশাল ও পীবর (স্থূল)। স্কন্ধদ্বয় প্রত্যংশে পূর্ণ ও বিমল। কেশরগুচ্ছ কোমল, শুভ্র, সূক্ষ্ম, সুলক্ষণ, প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ। সুনির্মিত ও সুজাত লাঙ্গল ঊর্ধ্বে উচ্ছ্রিত ও আস্ফোটায়মান (অর্থাৎ উঁচু লেজ সে

সুজায়-অপ্‌ফোড়িয়-লংগূলং সোমং সোমা-কারং লীলায়ংতং নহ-য়লাও উবয়মাণং নিয়গ-বয়ণং অইবয়ংতং পিচ্ছই সা গাঢ়-তিক্‌খগ্‌গ-নহং সীহং বয়ণ-সিরী-পল্লব-পত্ত-চারু-জীহং ॥ ৩৫ ॥

৪। তও পুণো পুন্ন-চংদ-বয়ণা উচ্চাগয়-ঠাণ-লট্‌ঠ-সংঠিয়ং পসত্থ-রূবং সুপইট্‌ঠিয়-কণগময়-কুম্ম-সরিসোবমাণ-চলণং অচ্চুন্নয়-পীণ-রইয়-মংসল-উন্নয়-তণু-তংব-নিদ্ধ-ণহং কমল-পলাস-সুকোমল-কর-চরণ-কোমল-বরংগুলিং কুরুবিংদাবত্ত-বট্টাণুপুব্ব-জংঘং নিগূঢ়-জাণুং গয়-বর-কর-সরিস-পীবরোরুং চমীকর-রইয়-মেহলা-জুত্ত-কংত-বিত্থিন্ন-সোণি-চক্কং জচ্চংজণ-ভমর-জলয়-পয়র-উজ্জুয় - সম-সংহিয় - তনুয়-আইজ্জ-লড়হ-সুকুমাল-মউয় - রমণিজ্জ-রোম-রাইং নাভী-মংডল-সুংদর-বিসাল-পসত্থ-জঘণং কর-য়ল-মাইয়-পসত্থ-তিবলিয়-মজ্‌ঝং নানা-মণি-কণগ-রয়ণ-বিমল-মহাতবণিজ্জাভরণ-ভূসণ-বিরাইয়-মংগুবংগিং হার-বিরায়ংত-কুংদ-মাল - পরিণদ্ধ-জলজলিংত-থণ-জুয়ল-বিমল-কলসং আইঅ-পত্তিয়-বিভূসিয়েণ সুভগ-জালুজ্জলেণ মুত্তা-কলাবেণং উরত্থ-দীণার-মালয়-বিরইএণ কংঠ-মণি-সুত্তএণ য় কুংডল-জুয়লুল্লসংত - অংসোবসত্ত - সোভংত-সপ্পভেণং সোভা-গুণ-সমুদএণং আণণ-কুড়ুংবিএণং কমলামল-বিসাল-রমণিজ্জ-লোয়ণং কমল-পজ্জলংত-কর-গহিয়-মুক্ক - তোয়ং লীলা-বায়-কয়-পক্‌খএণং সুবিসদ-কসিণ-ঘণ-সণ্‌হ-লংবংত-কেস-হত্থং পউম-দ্দহ-কমল-বাসিণিং সিরিং ভগবইং পিচ্ছই হিমবংত-সেল-সিহরে দিসা-গইংদোরু-পীবর-করাভি সিচ্চমাণিং ॥ ৩৬ ॥

আছড়াইতেছে)। গাঢ় ও তীক্ষ্ণাগ্র তাহার নখ এবং তাহার সুচারু রসনা নবোদ্‌গত কিসলয়-দলের ন্যায় বদন-বিবরের শ্রী সম্পাদন করিতেছে ॥ ৩৫ ॥

৪। তারপর পূর্ণচন্দ্রবদনা [ত্রিশলা] হিমবৎ-শৈল-শিখরে পদ্ম-হ্রদ-কমলবাসিনী ভগবতী শ্রীদেবীকে দেখিলেন। তিনি উচ্চাগতস্থানে মনোহর সংস্থানে সংস্থিতা, প্রশস্ত-রূপা। সুপ্রতিষ্ঠিত কনকময় কূর্ম তাঁহার চলনের অনুরূপ উপমান। তাম্রবর্ণ স্নিগ্ধ, সূক্ষ্ম ও উন্নত নখগুলি অত্যুন্নত, স্থূল ও রঞ্জিত মাংসল অঙ্গে সুবিন্যস্ত। সুকোমল হস্ত ও পদে পদ্মদলের ন্যায় কোমল অঙ্গুলি সংস্থিত। বর্তুলাকার ক্রমোন্নত জংঘায় কুরুবিন্দাবর্ত [নামক ভূষণবিশেষ] পরিণদ্ধ। জানুদ্বয় নিগূঢ়। পীবর উরুদ্বয় গজবর-কর-সদৃশ। কমনীয় ও বিস্তীর্ণ শ্রোণিচক্র স্বর্ণমেখলায় পরিমণ্ডলিত। সরল, সম-সংহিত, সূক্ষ্ম, সুভগ, দীর্ঘ, সুকুমার, মৃদু ও রমণীয় রোমরাজি জাত (অর্থাৎ বিশুদ্ধ) অঞ্জনের ন্যায় অথবা ভ্রমরের ন্যায় অথবা জলদ রাশির ন্যায় [কৃষ্ণবর্ণ]। সুন্দর, বিশাল ও প্রশস্ত জঘন ও নাভিমণ্ডলের যোগ। করতলে পরিমাপ-যোগ্য [ক্ষীণ] মধ্যদেশে প্রশস্ত ত্রিবলী। নানা অঙ্গে ও নানা উপাঙ্গে নানা মণিরত্নখচিত বিমল-জ্যোতি কনক-নির্মিত নানা আভরণ ও ভূষণ বিরাজ করিতেছে। বিমল কলস তুল্য উজ্জ্বল স্তন-যুগলে কুন্দমাল্য পরিণদ্ধ এবং [তদুপরি] হার বিরাজ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে গুম্ফিত [মরকত] পত্রে ভূষিত এবং উরোদেশে দীনারমালায় সুশোভিত মণিসূত্রে গ্রথিত সুভগ জালার ন্যায় উজ্জ্বল মুক্তাকলাপের কণ্ঠহার ও অংসদেশে উপসক্ত প্রভাযুক্ত ও শোভমান কুণ্ডলযুগল দুলিতেছে। বদনমণ্ডলের কুটুম্বতুল্য সৌন্দর্য্য ও গুণের সমষ্টি-যোগে শোভমান, কমলতুল্য অমল, বিশাল এবং রমণীয় লোচন। তিনি কমলতুল্য জ্যোতির্ময় করে জল গ্রহণ করিয়া ছিটাইতেছেন। মৃদু আন্দোলিত বাতাসে পাখার কাজ করিতেছে, নির্মল সমগ্র ঘন-স্নিগ্ধ লম্বমান কেশ-মধ্যে হস্ত সংলগ্ন রহিয়াছে। দিগ্‌গজেরা স্থূল শুণ্ড দ্বারা সলিলাভিষেক করিতেছে ॥ ৩৬ ॥

৫। তও পুণো সরস-কুসুম-মংদার-দাম-রমণিজ্জ-ভূয়ং চংপগাসোগ-পুন্নাগ-নাগ-পিয়ংগু-সিরীস-মুগ্গরগ - মল্লিয়া - জাই-জুহিয়ংকোল্ল-কোজ্জ-কোরিংট-পত্ত-দমণয়-নবমালিয়-বউল-তিলয় - বাসংতিয়-পউমুপ্পল-পাড়ল-কুংদাইমুত্ত - সহকার - সুরভি - গংধিং অণুবম-মণোহরেণং গংধেণং দস দিসাও বি বাসয়ংতং সব্বোউয়-সুরভি-কুসুম-মল্ল-ধবল-বিলসংত-কংত-বহু-বন্ন-ভত্তি-চিত্তং ছপ্পয়-মহুয়রি-ভমর-গণ-গুমগুমায়ংত-নিলিংত-গুংজংত-দেস-ভাগং দামং পিচ্ছই নভংগণ-তলাও উবয়ংতং ॥ ৩৭ ॥

৬। সসিং চ। গো-খীর-ফেণ-দগ-রয়-রয়য়-কলস-পংডুরং সুভং হিয়য়-ময়ণ-কংতং পড়িপুন্নং তিমির-নিকর-ঘণ-গুহির-বিতিমির-করং পমাণ-পক্খংত-রায়-লেহং কুমুয়-বণ-বিবোহগং নিসা-সোভগং সুপরিমট্ঠ-দপ্পণ-তলোবমং হংস-পড়ু-বন্নং জোইসা-মুহ-মংডগং তম-রিপুং ময়ণ-সরাপূরং সমুদ্দ-দগ-পূরগং দুম্মণং জণং দইয়-বজ্জিয়ং পায়এহিং সোসয়ংতং পুণো সোম-চারু-রূবং পিচ্ছই সা গগণ-মংডল-বিসাল-সোম-চংকম্মমাণ-তিলগং রোহিণি-মণ-হিয়য়-বল্লহং দেবী পুন্ন-চংদং সমুল্ল-সংতং ॥ ৩৮ ॥

৭। তও পুণো তম-পড়ল-পরিপ্ফুড়ং চেব তেয়সা পজ্জলংত-রূবং রত্তাসোগ-পগাস-কিংসুয়-সুয়-মুহ-গুংজদ্ধ-রায়-সরিসং কমল-বণালংকরণং অংকণং জোইসস্স অংবর-তল-পঈবং

৫। তারপর ত্রিশলা দেখিলেন আকাশের অঙ্গনতল হইতে একগাছি [পুষ্প-] দাম অবতরণ করিতেছে। তাহা সরস কুসুম-সমূহের যোগে মন্দার-দামবৎ রমণীয় হইয়াছে। চম্পক, অশোক, পুন্নাগ, নাগ, প্রিয়ঙ্গু, শিরীষ, মুদ্‌গরক, মল্লিকা, জাতী, যূথী, অংকোল্ল, কোজ্জ, কোরন্টিপত্র, দমনক, নবমল্লিকা, বকুল, তিলক, বাসন্তিকা, পদ্ম, উৎপল, পাটল, কুন্দ, অতিমুক্ত এবং সহকার কুসুমের গন্ধে সুরভিত, অনুপম মনোহর গন্ধে তাহা দশদিক আমোদিত করিতেছিল। সর্ব-ঋতু-জাত সুরভি কুসুম সমূহের ধবলিমা-বিলাসে মনোহর এবং মধ্যে মধ্যে বহুবর্ণসংযোগে বৈচিত্র্যপূর্ণ [সেই পুষ্পদামে] ষট্‌পদ, মধুকরী ও ভ্রমরগণ গুঞ্জন করিয়া ফিরিতেছে, তাহাতে সমস্ত দেশভাগ নীলায়মান ও গুমগুমায়মান হইয়া উঠিয়াছে॥ ৩৭॥

৬। তারপর সেই দেবী [ত্রিশলা] দেখিলেন রোহিণীর মনোমোহন ও হৃদয়বল্লভ পূর্ণচন্দ্র গগনমণ্ডলস্থ বিশাল সোমচক্রের তিলকরূপে সংক্রমণ করিয়া শোভা পাইতেছেন। তিনি গো-দুগ্ধ-ফেনতুল্য, উদক-রজোরূপ-ফেন সদৃশ এবং রাজত-কলসবৎ পাণ্ডুর (অর্থাৎ শুভ্রবর্ণ) প্রত্যঙ্গে পরিপূর্ণ, হৃদয় ও নয়ন-রঞ্জন ও শুভাস্পদ। তিমিরনিকরে ঘনান্ধকার গুহাসমূহের অন্ধকার নাশকারী পূর্ণপ্রমাণ পক্ষান্তকালে রাজতলেখাবৎ দৃশ্যমান, কুমুদ-বন-বিবোধন, নিশার শোভাকর, সুপরিমার্জিত-দর্পণতলবৎ স্বচ্ছ, হংসোজ্জ্বলবর্ণ, অন্তরীক্ষ-মণ্ডন-কারী, তমোরিপু, মদনশরের তূণস্বরূপ, সমুদ্রোদকের উৎফুল্লতা সম্পাদক, রশ্মিদ্বারা দয়িতবিরহে অসুখী জনের শোষণকারী এবং সৌম্য সুন্দর-রূপসম্পন্ন॥ ৩৮॥

৭। তারপর ত্রিশলা বিশাল সূর্য্যদেবকে দেখিলেন। তিমিরপটল ভেদ করিয়া এবং তেজঃপ্রভাবে আত্মরূপ প্রজ্বলিত করিয়া [তিনি প্রকাশিত হইলেন]। [তিনি রক্তবর্ণত্বে] রক্তাশোকতুল্য, কিংশুকতুল্য শুক-মুখ-তুল্য এবং গুঞ্জার্ধরাজ সদৃশ (অর্থাৎ কুঁচ ফলের কৃষ্ণাংশ বাদে অবশিষ্টাংশের তুল্য)। তিনি কমলবনের অলঙ্কার স্বরূপ, জ্যোতিশ্চক্রের অঙ্কন (অর্থাৎ রাশিচক্রের পরিমাপক), অম্বরতলের প্রদীপ সদৃশ,

হিম-পড়ল-গলগ্‌গহং গহ-গণোরু-নায়গং রত্তি-বিণাসং উদয়ৎ-থমণেসু মুহুত্ত-সুহ-দংসণং দুন্নিরিক্‌খ-রূবং রত্তি-মুদ্ধংত-দুপ্‌পয়ার-প্‌পমদ্দণং সীয়-বেগ-মহণং পিচ্ছই মেরু-গিরি-সয়য়-পরিয়ট্টয়ং বিসালং সূরং রস্‌সি-সহস্‌স-পয়লিয়-দিত্ত-সোহং ॥ ৩৯ ॥

৮। তও পুণো জচ্চ-কণগ-লট্‌ঠি-পইট্‌ঠিয়ং সমূহ-নীল-রত্ত-পীয়-সুক্কিল-সুকুমালুল্লসিয়-মোর-পিচ্ছ-কয়-মুদ্ধয়ং ধয়ং অহিয়-সস্‌সিরীয়ং ফালীয়-সংখংক-কুংদ-দগ-রয়-রয়য়-কলস-পংডুরেণ মংথয়-ৎথেণ সীহেণ রায়মাণেণ রায়মাণং ভিত্তুং গগণ-তল-মংডলং চেব ববসিএণং পিচ্ছই সিব-মউয়-মারুয়-লয়াহয়-কংপমাণং অইপ্‌পমাণং জণ-পিচ্ছণিজ্জ-রূবং ॥ ৪০ ॥

৯। তও পুণো জচ্চ-কংচণুজ্জলংত-রূবং নিম্মল-জল-পুন্নম্ উত্তমং দিপ্‌পমাণ-সোহং কমল-কলাব-পরিরায়মাণং পড়িপুন্নয়-সব্ব-মংগল-ভেয়-সমাগমং পবর-রয়ণ-পরায়ংত-কমল-ট্‌ঠিয়ং নয়ণ-ভূসণ-করং পভাসমাণং সব্বও চেব দীবয়ংতং সোম-লচ্ছী-নিভেলণং সব্ব-পাব-পরিবজ্জিয়ং সুভং ভাসুরং সিরি-বরং সব্বোউয়-সুরভি-কুসুম-আসত্ত-মল্ল-দামং পিচ্ছই সা রয়য়-পুন্ন-কলসং ॥ ৪১ ॥

১০। তও পুণ রবি-কিরণ-তরুণ-বোহিয়-সহস্‌সপত্ত-সুরভিতর-পিংজর-জলং জলচর-পহকর-পরিহৎথগ-মচ্ছ-পরিভুজ্জ-মাণ-জল-সংচয়ং মহংতং জলংতম্ ইব কমল-কুবলয়-উপ্‌পল-

তুষার রাশির গলগ্রহ (অর্থাৎ তুষার-নাশক), গ্রহগণের শ্রেষ্ঠ নায়ক, রাত্রি-বিনাশী, উদয় ও অস্তকালে মুহূর্তের জন্য সুখদর্শন, [অন্য সময়ে] দুর্নিরীক্ষ্যরূপ, রাত্রিকালে দুষ্কর্মার্থ বিচরণকারীদের প্রমর্দনকারী, শীতের প্রখরতা-মথনকারী এবং রশ্মিসহস্রে নিজের দীপ্ত শোভা বিকাশকারী॥ ৩৯॥

৮। তারপর ত্রিশলা জাত্য-কনক-যষ্টি-প্রতিষ্ঠিত জনগণ-প্রেক্ষণীয়-রূপ প্রমাণাতিরিক্ত আকার-বিশিষ্ট একটি ধ্বজ দেখিলেন। তাহা প্রগাঢ় নীল, রক্ত, পীত ও শুক্লবর্ণে সুকুমার ও উল্লসিত ময়ূরপুচ্ছে নির্মিত চূড়াসমন্বিত, সমধিক শ্রীসম্পন্ন। স্ফটিকতুল্য, শঙ্খতুল্য, অঙ্ক-প্রস্তরতুল্য, কুন্দতুল্য, উদক-ফেনতুল্য এবং রাজত-কলসতুল্য শুভ্রবর্ণ সিংহ মস্তকদেশে স্থিত হইয়া একজন রাজার সম্মানের দ্বারা আর একজন রাজার সম্মান হরণ করিবার জন্য যেন গগনমণ্ডলের উপরেই লাফালাফি করিতেছে। (অথবা ধ্বজ মস্তকস্থ শোভমান সিংহ যেন শোভমান গগনমণ্ডলকে ছিঁড়িয়া ফেলিবার জন্য লাফালাফি করিতেছে)। ধ্বজবর শুভমারুতের মৃদু আশ্লেষে আহত হইয়া কাঁপিতেছিল॥ ৪০॥

৯। তারপর ত্রিশলা একটি রজত-নির্মিত পূর্ণ কলস দেখিলেন। সে কলসের বর্ণ জাত্য কাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বল। তাহা নির্ম্মল জলে পূর্ণ। তাহা অতি উত্তম এবং শোভায় দীপ্যমান, কমল কলাপে পরিবেষ্টিত ও শোভমান, নানাবিধ মঙ্গলের একত্র সমাবেশে প্রত্যংশপূর্ণ, রত্নাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কমলে অধিষ্ঠিত ও নয়নের আনন্দকর লক্ষ্মীদেবীর সৌম্য নিকেতন স্বরূপ, সর্ব-পাপ-পরিবর্জিত, শুভশংসী, দীপ্তিমান্ ও শ্রেষ্ঠ-শ্রী-সম্পন্ন। সে কলস আত্মপ্রভায় সর্বদিক আলোকিত করিতেছে এবং সর্ব-ঋতু-সম্ভব সুরভি কুসুমযুক্ত বহু মাল্যদামে শোভা পাইতেছে॥ ৪১॥

১০। তারপর ত্রিশলা নয়ন-মনোরঞ্জন, সরোরুহে অভিরামদর্শন পদ্ম-সরোবর নামে একটি সরোবর দেখিলেন। রবিকিরণে সদ্যোবিকসিত সহস্রদল পদ্মে সুরভিতর এবং [রবিকিরণস্পর্শে] পীতবর্ণ তাহার জল। তাহার মধ্যে অসংখ্য জলচর বাস করে ও মৎস্যগণ জলরাশিতে চরিয়া

তামরস-পুংডরীওরু-সপ্পমাণ-সিরি-সমুদএণং রমণিজ্জ-রূব-সোহং পমুইয়ংত-ভমর-গণ-মত্ত-মহুয়রি-গণুক্করোলিজ্ঝমাণ-কমলং (গ্রং ২৫০) কায়ংবগ - বলাহয় - চক্ক-কলহংস-সারস-গব্বিয়-সউণ-গণ-মিহুণ-সেবিজ্জমাণ-সলিলং পউমিণি-পত্তোবলগ্গ-জল-বিংদু-নিচয়-চিত্তং পিচ্ছই সা হিয়য়-নয়ণ-কংতং পউমসরং নাম সরং সররুহাভি-রামং ॥ ৪২ ॥

১১। তও পুণো চংদ-কিরণ-রাসি-সরিস-সিরি-বচ্ছ-সোহং চউগমণ-পবড্ঢমাণ-জল-সংচয়ং চবল-চংচলুচ্চায়-পমাণ-কল্লোল-লোলংত-তোয়ং পড়ু-পবণাহয়-চলিয়-চবল-পাগড়-তরংগ-রংগংত-ভংগ - খোখুব্ভমাণ - সোভংত-নিম্মল-উক্কড়-উম্মি - সহ - সংবংধ-ধাবমাণো নিয়ত্ত-ভাসুরতরাভিরামং মহামগর-মচ্ছ-তিমি-তিমিং-গিল-নিরুদ্ধ-তিলিতিলিয়াভিঘায়-কপ্পূর-ফেণ-পসরং মহানঈ-তুরিয় - বেগমাগয়-ভম - গংগাবত্ত-গুপ্পমাণুচ্চলংত - পচ্চোনিয়ত্ত-ভমমাণ-লোল-সলিলং পিচ্ছই খীরোয়-সায়রং সরয়-রয়ণিকর-সোম-বয়ণা ॥ ৪৩ ॥

১২। তও পুণো তরুণ-সূর-মংডল-সম-প্পভং দিপ্পমাণ-সোহং উত্তম - কংচণ - মহামণি-সমূহ-পবর-তেয়-অট্ঠ-সহস্স-দিপ্পংত-নহ-প্পঈবং কণগ-পয়র-লংবমাণ-মুত্তা-সমুজ্জলং জলংত-দিব্ব-দামং ঈহামিগ-উসভ-তুরগ-নর-মগর-বিহগ-বালগ-কিন্নর-রুরু - সরভ - চমর - সংসত্ত-কুংজর-বণলয়-পউমলয়-ভত্তি - চিত্তং

বেড়ায়। সরোবরটি যেমন বড় তেমনি উজ্জ্বল। কমল, কুবলয়, উৎপল, তামরস ও পুণ্ডরীক (জৈনদিগের মতে এই পাঁচটি পৃথক্‌ পৃথক্‌ ফুলের নাম।) লীলাভরে দুলিতেছে ও ঐ সকল বহুবিধ পুষ্পের শ্রীসমাগমে সরোবরটি রমণীয় ও শোভাময় হইয়াছে। তাহার মধ্যে ভ্রমরগণ ও মত্ত মধুকরীগণ কমলে কমলে মধুলেহন করিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িতেছে। সরোবরের জলে রাজহংস, বক, চক্রবাক, কলহংস, সারস প্রভৃতি অসংখ্য জলচর পক্ষী মিথুনে মিথুনে গর্বভরে ক্রীড়া করিয়া বিচরণ করিতেছে। পদ্মিনীপত্রে লগ্ন জলবিন্দুনিচয় বিচিত্র আকার ধারণ করিয়াছে ॥ ৪২ ॥

১১। তারপর শরচ্চন্দ্র-সৌম্য-বদনা [ত্রিশলা] ক্ষীরোদ সাগর দেখিলেন। চন্দ্রকিরণ-রাশিতুল্য শ্রীসম্পন্ন তাহার বক্ষঃস্থলের শোভা। তাহার জলরাশি স্ফীত হইয়া চতুর্দিকে গমন করিতেছে। চপল, চঞ্চল, অত্যুচ্চ-প্রমাণ কল্লোলে সে জল লোলায়মান। পটু পবনে সঞ্চালিত রঙ্গভরে ক্রীড়াশীল অতি প্রকট তরঙ্গসমূহ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে ও ক্ষুব্ধ হইয়া শোভা পাইতেছে; আবার নির্মল ও উৎকট ঊর্মিসমূহের উত্থান-পতনে সাগর ঝক্‌ঝক্‌ করিয়া রমণীয়দর্শন হইতেছে। মহামকর, বৃহৎ মৎস্য, তিমি, তিমিংগিল, নিরুদ্ধ ও তিলিতিলিক নামক জলজন্তুগণের আলোড়নে সে জলে কর্পূরবৎ শুভ্র ফেন উদ্‌গত ও প্রসারিত হইতেছে। বড় বড় নদী ত্বরিতবেগে আসিয়া সেখানে সাগরে মিলিতেছে সেখানে গঙ্গাবর্ত (অর্থাৎ ঘূর্ণিপাক) উৎপন্ন হইতেছে, সেখানে জলরাশি ব্যাকুলভাবে উঠিয়া পড়িয়া চক্রাকারে ঘুরিয়া ফিরিয়া লোলায়মান হইয়া খেলিতেছে ॥ ৪৩ ॥

১২। তারপর ত্রিশলা শ্বেতবর্ণ শুভ্রোজ্জ্বল সুরশ্রেষ্ঠগণের অভিকাম্য সর্বদা আনন্দ ও উপভোগের ধামস্বরূপ, নিত্যালোক, সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্ডরীক-তুল্য বিমান (অর্থাৎ দেবধাম) দেখিলেন। তাহার প্রভা তরুণ সূর্য-মণ্ডলের প্রভার ন্যায়। তাহার অষ্টাধিক সহস্র শ্রেষ্ঠ স্তম্ভ উত্তম কাঞ্চনে নির্মিত এবং মহামণিসমূহে খচিত, দেখিলে আকাশে দীপ্যমান প্রদীপ বলিয়া মনে হয়। তাহার কনকপত্রসমূহে ঝক্‌ঝকে মুক্তা ঝুলিতেছে।

গংধব্বোপবজ্জমাণ-সংপুন্ন-ঘোসং নিচ্চং সজল-ঘণ-বিউল-জলহর-গজ্জিয়-সদ্দাণুনাইণা দেব-দুংদুহি-মহারবেণং সয়লম্ অবি জীব-লোয়ং পূরয়ংতং কালাগুরু-পবর-কুংদুরুক্ক-তুরুক্ক-ডজ্‌ঝংত-ধূব বাসংগ-উত্তম-মঘমঘংত-গংধুদ্ধুয়াভিরামং নিচ্চালোয়ং সেয়ং সেয়-প্‌পভং সুর-বরাভিরামং পিচ্ছই সা সাওবভোগং বর-বিমাণ-পুংডরীয়ং ॥ ৪৪ ॥

১৩। তও পুণ পুলগ-বেরিংদনীল-সাসগ-কক্কেয়ণ-লোহিয়ক্‌খ-মরগয় - পবাল - সোগংধিয় - ফলিহ - হংসগব্ভ-অংজণ-চংদপ্পহ-বর-রয়ণেহিং মহি-য়ল-পইট্ঠিয়ং গগণ-মংডলংতং পভাসয়ংতং তুংগং মেরু-গিরি-সন্নিকাসং পিচ্ছই সা রয়ণ-নিকর-রাসিং ॥ ৪৫ ॥

১৪। সিহিং চ। সা বিউলুজ্জল-পিংগল-মহু-ঘয়-পরিসিচ্চ-মাণ-নিদ্ধূম-ধগধগাইয়-জলংত-জালুজ্জলাভিরামং তরতম-জোগ-জুত্তেহিং জাল-পয়রেহিং অন্নুমন্নম্ ইব অণুপইন্নং পিচ্ছই জালুজ্জলণগ অংবরং ব কত্থই পয়ংতং অইবেগ-চংচলং সিহিং ॥ ৪৬ ॥

ইমে এয়ারিসে সুভে সোমে পিয়-দংসণে সুরূবে সুবিণে দট্ঠূণ সয়ণ-মজ্‌ঝে পড়িবুদ্ধা অরবিংদ-লোয়ণা হরিস-পুলইয়ংগী।

এএ চউ-দস সুবিণে
সব্বা পাসেই তিত্থয়র-মায়া।
জং রয়ণিং বক্কমঈ
কুচ্ছিংসি মহায়সো অরিহা ॥ ৪৬ খ ॥

তএ ণং সা তিসলা খত্তিয়াণী ইমে এয়ারূবে ওরালে চোদ্দস

ঈহামৃগ (বৃক), বৃষভ, তুরঙ্গ, মনুষ্য, মকর, বিহঙ্গ, ব্যাল, কিন্নর, রুরু, শরভ, চমর, সংসক্তক-নামক শ্বাপদবিশেষ, কুঞ্জর, বনলতা ও পদ্মলতার চিত্রে তাহা সুশোভিত। গন্ধর্বেরা সঙ্গীত-রত থাকায় সেখানে সর্বদা গীতধ্বনি শুনা যায়। সজল ও ঘন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মেঘের গর্জনে নিত্য সে স্থান অনুনাদিত। দেবতাদিগের দুন্দুভির মহারবে সমস্ত জীবলোক শব্দে পূর্ণ হয়। শ্রেষ্ঠ কালাগুরু এবং কুন্দরুক্ক ও তুরুক্ক নামক গন্ধদ্রব্য ও ধূপ দগ্ধ হওয়ায় সর্বদা উত্তম সুগন্ধ উদ্‌গত হইতেছে এবং সেই সকল দহ্যমান দ্রব্যের উত্তম গন্ধে সর্বত্র মহ-মহ করিয়া উঠিতেছে ॥ ৪৪ ॥

১৩। তারপর ত্রিশলা মেরুগিরিতুল্য তুঙ্গ রাশি রাশি রত্নস্তূপ দেখিলেন। তাহাতে ছিল পুলক, বজ্র, ইন্দ্রনীল, শস্যক, কর্কেতন, লোহিতাক্ষ, মরকত, প্রবাল, সৌগন্ধিক, স্ফটিক, হংসগর্ভ, অঞ্জন, চন্দ্রকান্ত প্রভৃতি বহু শ্রেষ্ঠ রত্ন। ভূতলে প্রতিষ্ঠিত হইলেও সেই রত্ন-স্তূপের প্রভায় গগনমণ্ডলের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত আলোকিত করিতে-ছিল ॥ ৪৫ ॥

১৪। তারপর তিনি অতি-বেগে-চঞ্চল-শিখা-সম্পন্ন অগ্নি সন্দর্শন করিলেন। সে অগ্নি অত্যুজ্জ্বল ও মধুবৎ পিঙ্গল ঘৃত সেচনে নির্ধূম, ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলন্ত জ্বালাতে উজ্জ্বল ও অভিরামদর্শন। তাহার পরস্পর-সংযুক্ত শিখাগুলি পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে অনুপ্রবিষ্ট ও স্তূপীকৃত হইয়া কোনও কোনও স্থানে আকাশ পর্যন্ত উজ্জ্বল করিয়া জ্বলিতে-ছিল ॥ ৪৬ ॥

এইরূপ শুভ, সৌম্য, প্রিয়দর্শন, সুরূপ স্বপ্নগুলি দেখিয়া শয্যামধ্যে জাগরিত হইয়া অরবিন্দলোচনা হর্ষপুলকিতাঙ্গী হইলেন।

যে রাত্রে কোনও মহাযশা অর্হৎ কুক্ষিমধ্যে প্রবেশ করেন সেইরাত্রে তীর্থকরের মাতারা সকলেই এই চতুর্দশ স্বপ্ন দর্শন করেন ॥ ৪৬খ ॥

তারপর সেই ত্রিশলা ক্ষত্রিয়াণী এইরূপ চতুর্দশ উদার মহাস্বপ্ন দেখিয়া জাগরিত হইয়া হৃষ্টচিত্তা আনন্দিতা প্রীতিযুক্তা পরম সৌমনস্যসম্পন্না হর্ষবশে প্রসারিতহৃদয়া [বৃষ্টি-] ধারাহত-কদম্ববৎ উচ্ছ্বসিত-লোমকূপা হইয়া স্বপ্নগুলি অবধারণ করিলেন। তারপর শয্যা হইতে উঠিলেন।

মহাসুমিণে পাসিত্তা ণং পড়িবুদ্ধা সমাণী হট্‌ঠ-তুট্‌ঠচিত্তং [পু০ বা০ ৩] জাব বিসপ্পমাণ-হিয়য়া ধারাহয়-কলংবু [-পুপ্‌ফ]য়ং পিব সমূসসিয়-রোম-কূবা সুমিণোগ্‌গহং করেই। করিত্তা সয়ণিজ্জাও অব্‌ভুট্‌ঠেই। অব্‌ভুট্‌ঠিত্তা পায়-পীঢ়াও পচ্চোরুহই। পচ্চোরুহিত্তা অতুরিয়ং অচবলং অসংভংতাএ অবিলংবিয়াএ রায়-হংস-সরিসীএ গঈএ জেণেব সয়ণিজ্জে জেণেব সিদ্ধত্থে খত্তিএ তেণেব উবাগচ্ছই। উবাগচ্ছিত্তা সিদ্ধত্থং খত্তিয়ং তাহিং ইট্‌ঠাহিং কংতাহিং মণুন্নাহিং মণামাহিং ওরালাহিং কল্লাণাহিং সিবাহিং ধন্নাহিং মংগল্লাহিং সস্‌সিরীয়াহিং হিয়য়-গমণিজ্জাহিং হিয়য়-পল্‌হায়ণিজ্জাহিং মিয়-মহুর-মংজুলাহিং গিরাহিং সংলবমাণী সংলবমাণী পড়িবোহেই ॥ ৪৭ ॥

তিসলা সিদ্ধত্থং পড়িবোহেই

তএ ণং সা তিসলা খত্তিয়াণী সিদ্ধত্থেণং রন্না অব্‌ভণুন্নায়া সমাণী নানা-মণি-রয়ণ-ভত্তি-চিত্তংসি ভদ্দাসণংসি নিসিয়ই। নিসিয়িত্তা আসত্থা বীসত্থা সুহাসণ-বর-গয়া সিদ্ধত্থং খত্তিয়ং তাহিং ইট্‌ঠাহিং [পু০ বা০ ৬] জাব সংলবমাণী সংলবমাণী এবং বয়াসী ॥ ৪৮ ॥

এবং খলু অহং সামী! অজ্জ তংসি তারিসগংসি সয়ণিজ্জংসি সালিংগণ-বট্টিএ উভও বিব্বোয়ণে উভও উন্নএ মজ্ঝেণং গম্ভীরে গঙ্গা - পুলিণ - বালুঅ - উদ্দাল-সালিসএ-ওয়বিয়-খোমিয়-দুগুল্ল-পট্ট - পড়িচ্ছন্নে সুবিরইয় - রয়ত্তাণে রত্তংসুয় - সংবুএ সুরম্মে আঈণগ - রূয়-বূর - নবণীয় - তূল - ফাসে সুগন্ধ-বর-কুসুম-চুন্ন সয়ণোবয়ার-কলিএ পুব্ব-রত্তাবরত্ত-কাল-সময়ংসি সুত্তজাগরা

উঠিয়া পাদপীঠ হইতে অবরোহণ করিলেন। তারপর অত্বরিত, অচপল, অবিহ্বল, অবিলম্বিত রাজহংসবৎ গতিতে যেদিকে সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয়ের শয্যা, সেইদিকে উপস্থিত হইলেন। তারপর তাঁহার সেই ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, মনোরম, উদার, কল্যাণকর, শুভ, ধন্য, মঙ্গলকর, শ্রীসম্পন্ন, হৃদয়গ্রাহ্য, হৃদয়-প্রহ্লাদন, মিত মধুর-মঞ্জুল ভাষায় আলাপ করিয়া করিয়া তিনি সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয়কে জাগাইলেন ॥ ৪৭ ॥

তারপর সেই ত্রিশলা ক্ষত্রিয়াণী সিদ্ধার্থ রাজার অনুমতি লইয়া নানা-মণি-রত্ন-খচিত বহু-চিত্র-শোভিত ভদ্রাসনে উপবেশন করিলেন। তারপর আশ্বস্ত ও বিশ্বস্তভাবে শ্রেষ্ঠ শুভাসনে (বা সুখাসনে) আসীন হইয়া সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয়কে সেই ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, মনোরম, উদার, কল্যাণকর, শুভ, ধন্য, মঙ্গলকর, শ্রীসম্পন্ন, হৃদয়গ্রাহ্য, হৃদয়-প্রহ্লাদন, মিত-মধুর-মঞ্জুল ভাষায় আলাপ করিয়া করিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৪৮ ॥

শুন, ওগো স্বামিন্! আজ আমি সেই তাদৃশ শয্যায় শয়ন করিয়া —যে শয্যায় [শরীর-প্রমাণ-দীর্ঘ] আলিঙ্গনবর্তিকা (বা উপাধান) ছিল : [মাথার দিকে ও পায়ের দিকে] দুই দিকে উপাধান ; [মাথার দিকে ও পায়ের দিকে] দুই দিকে উন্নত ও মধ্যে গভীর [যে শয্যা] গঙ্গা-পুলিনের বালুকার ন্যায় অবদলনে কোমল, ক্ষৌম দুকূলপট্টে (অর্থাৎ রেশমী চাদরে) সমাচ্ছাদিত, সুবিরচিত রজস্ত্রাণে (তোয়ালাতে) শোভিত, রক্তাংশুক সংবারে (লাল মশারিতে) সংবৃত, স্পর্শে পশম,

ওহীরমাণী ওহীরমাণী ইমেয়ারূবে ওরালে কল্লাণে সিবে ধন্নে মংগল্লে সস্‌সিরীএ চোদ্দস মহাসুমিণে পাসিত্তা ণং পড়িবুদ্ধা। তং জহা :—

গয় উসভ সীহ অভিসেয় দাম সসি দিণয়রং ঝয়ং কুম্ভং।
পউমসর সাগর বিমাণ-ভবণ রয়ণুচ্চয় সিহিং চ ॥

তং এএসিং, সামী! ওরালাণং চোদ্দসণ্হং মহাসুমিণাণং কে, মন্নে, কল্লাণে ফল-বিত্তি-বিসেসে ভবিস্‌সই? ॥ ৪৯ ॥

তএ ণং সে সিদ্ধত্থে রায়া তিসলাএ খত্তিয়াণীএ অংতিএ এয়মট্ঠং সোচ্চা নিসম্ম হট্ঠ-তুট্ঠ-চিত্তে আণংদিএ পীই-মণে পরম-সোমণস্‌সিএ হরিস-বস-বিসপ্পমাণ-হিয়এ ধারা-হয়-নীব-সুরহি-কুসুম-চংচুমালইয়-রোম-কূবে তে সুমিণে ওগিণ্হই। ওগিণ্হিত্তা ঈহং পবিসই। পবিসিত্তা অপ্পণো সাহাবিএণং মই-পুব্বএণং বুদ্ধিবিন্নাণেণং তেসিং সুমিণাণং অত্থোগ্গহং করেই। করিত্তা তিসলং খত্তিয়াণিং তাহিং ইট্ঠাহিং [পু০ বা০ ৬] জাব মংগল্লাহিং মিয়-মহুর-সস্‌সিরীয়াহিং বগ্গূহিং সংলবমাণে সলংবমাণে এবং বয়াসী ॥ ৫০ ॥

ওরালা ণং তুমে, দেবাণুপ্পিএ! সুমিণা দিট্ঠা। কল্লাণা ণং তুমে, দেবাণুপ্পিএ! সুমিণা দিট্ঠা। এবং সিবা ধন্না মংগল্লা সস্‌সিরীয়া আরোগ্গ-তুট্ঠি-দীহাউ-কল্লাণ-(গ্রং ৩০০) মংগল্ল-কারগা ণং তুমে, দেবাণুপ্পিএ! সুমিণা দিট্ঠা। অত্থলাভো, দেবাণুপ্পিএ! ভোগলাভো, দেবাণুপ্পিএ! পুত্তলাভো, দেবাণুপ্পিএ! সোক্খলাভো, দেবাণুপ্পিএ! রজ্জলাভো, দেবাণুপ্পিএ! এবং খলু তুমং দেবাণুপ্পিএ! নবণ্হং মাসাণং বহুপড়িপুন্নাণং অদ্ধট্ঠ-

তূলার গদি বা নবনীতবৎ কোমল এবং উত্তম সুগন্ধি কুসুমচূর্ণের উপচারে আস্তীর্ণ; সেই শয্যায় সুপ্ত-জাগর অবস্থায় ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া মধ্যরাত্রে এইরূপ উদার (অর্থাৎ মহৎ), কল্যাণকর, শুভশংসী, ধন্য, মঙ্গলাকর ও শোভনশ্রীসম্পন্ন চতুর্দশ মহাস্বপ্ন দেখিয়া জাগরিত হই। সেই স্বপ্নগুলি এই :

গজ, বৃষভ, সিংহ, অভিষেক, [পুষ্প-] দাম, শশী, দিনকর, ধ্বজ, কুম্ভ, পদ্মসরোবর, সাগর, বিমানভবন, রত্নোচ্চয় ও অগ্নিশিখা।

তা বল স্বামিন্। এই চতুর্দশ উদার মহাস্বপ্নে কি কি বিশেষ কল্যাণকর ফল সূচনা করিতেছে ? ॥ ৪৯ ॥

তারপর সেই সিদ্ধার্থ রাজা ত্রিশলা ক্ষত্রিয়াণীর নিকটে এই কথা [কান দিয়া] শুনিয়া ও [ধ্যান দিয়া] বুঝিয়া হৃষ্টচিত্ত, আনন্দিত ও প্রীতিমনাঃ হইলেন। পরম-সৌমনস্য-জন্য হর্ষে তাঁহার হৃদয় বিসারিত হইয়া উঠিল। [বৃষ্টি-] ধারায় আহত সুরভি নীপকুসুমের পুলকিত চঞ্চুর ন্যায় তাঁহার লোমকূপসকল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি স্বপ্নগুলি অবধারণ করিলেন। তারপর [ঐ বিষয়ে] চিন্তামগ্ন হইলেন। তারপর আপনার স্বাভাবিক বুদ্ধি ও বিচারশক্তিপ্রভাবে ঐ সকল স্বপ্নের সূচিতার্থ নির্ণয় করিলেন। তারপর ত্রিশলা ক্ষত্রিয়াণীকে সেই ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, মনোরম, উদার, কল্যাণকর, শুভ, ধন্য, মঙ্গলাকর, শ্রীসম্পন্ন, হৃদয়-গ্রাহ্য, হৃদয়-প্রহ্লাদন, মিত-মধুর-মঞ্জুল ভাষায় আলাপ করিতে করিতে এই কথা বলিলেন ॥ ৫০ ॥

ওগো দেবানুপ্রিয়ে! নিশ্চয়ই অতি উদার তোমার দেখা এই স্বপ্নগুলি। ওগো দেবানুপ্রিয়ে! নিশ্চয়ই কল্যাণকর তোমার দেখা এই স্বপ্নগুলি। নিশ্চয়ই শিব, ধন্য, মঙ্গলাকর, শ্রীসম্পন্ন, আরোগ্য-তুষ্টি-দীর্ঘায়ুষ্কত্ব-বিধায়ক এবং অশেষ কল্যাণ ও মঙ্গলের সূচক তোমার দেখা এই স্বপ্নগুলি। ওগো দেবানুপ্রিয়ে! অর্থলাভ [সূচিত হইতেছে], ওগো দেবানুপ্রিয়ে! ভোগলাভ [সূচিত হইতেছে], ওগো দেবানু-প্রিয়ে! পুত্রলাভ, সৌখ্যলাভ ও রাজ্যলাভ [সূচিত হইতেছে]। তাহার ফলে তুমি নিশ্চয়ই পূর্ণ নয় মাস ও সাড়ে সাত রাত্রি-দিন গত

মাণং রাইংদিয়াণং বিইক্কংতাণং অম্হং কুলকেউং অম্হং কুলদীবং কুলপব্বয়ং কুলবড়িংসয়ং কুলতিলয়ং কুল-কিত্তি-করং কুল-দিণকরং কুল-আধারং কুল-নংদি-করং কুল-জস-করং কুল-পায়বং কুল-বিবদ্ধণ-করং সুকুমাল-পাণি-পায়ং অহীণ-সংপুন্ন-পংচিংদিয়-সরীরং লক্খণ-বংজণ গুণোববেয়ং মাণুম্মাণ-প্পমাণ-পড়িপুন্ন-সুজায়-সব্বংগ-সুংদরংগং সসি-সোমাকারং কংতং পিয়-দংসণং সুরূবং দারয়ং পয়াহিসি ॥ ৫১ ॥

সে বি য ণং দারএ উম্মুক্ক-বাল-ভাবে বিন্নায়-পরিণয়-মিত্তে জোব্বণগমণুপ্পত্তে সূরে বীরে বিক্কংতে বিত্থিন্ন-বিউল-বল-বাহণে রজ্জ-বঈ রায়া ভবিস্সই ॥ ৫২ ॥

তং ওরালা ণং তুমে [পু০ বা০ ৪] জাব দিট্ঠত্তি কট্টু দোচ্চং পি তচ্চং পি অণুবূহই। ততে ণং সা তিসলা খত্তিয়াণী সিদ্ধত্থস্স রন্নো অংতিএ এয়মট্ঠং সোচ্চা নিসম্ম হট্ঠ-তুট্ঠ-চিত্ত-মাণংদিয়া [পু০ বা০ ৩] জাব হিয়য়া কর-য়ল-পরিগ্গহিয়ং দসণহং মত্থএ অংজলিং কট্টু এবং বয়াসী ॥ ৫৩ ॥

এবমেয়ং, সামী ! অবিতহমেয়ং, সামী ! অসংদিট্ঠমেয়ং, সামী ! ইচ্ছিয়মেয়ং, সামী ! পড়িচ্ছিয়মেয়ং, সামী ! ইচ্ছিয়-পড়িচ্ছিয়মেয়ং, সামী ! সচ্চেণং এসমট্ঠে সে, জহেতং তুব্ভে বদহ ত্তি কট্টু তে সুমিণে সম্মং পড়িচ্ছই। পড়িচ্ছিত্তা সিদ্ধত্থেণং রন্না অব্ভণুন্নায়া সমাণী নানা-মণি-রয়ণ-ভত্তি-চিত্তাও ভদ্দাসণাও অব্ভুট্ঠেই। অব্ভুট্ঠিত্তা অতুরিয়ং অচবলং অসংভংতাএ অবিলংবিয়াএ রায়-হংস-সরিসীএ গঈএ জেণেব

হইলে আমাদের কুলকেতু, আমাদের কুলপর্বত (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ), আমাদের কুলচূড়ামণি, আমাদের কুলতিলক, আমাদের কুলকীর্তিকারক, কুলদিবাকর, কুলাধার, কুলানন্দকর, কুলযশস্কর, কুলপাদপ, কুলবিবর্ধন, সুকুমার হস্ত-পদ-বিশিষ্ট, পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও দেহের হীনতা বা ন্যূনতাবিহীন, সুলক্ষণ ও শুভব্যঞ্জক গুণযুক্ত, দৈর্ঘ্য, উচ্চতা, ওজন প্রভৃতিতে প্রমাণানুরূপ, সর্বাঙ্গসুন্দর, শশীর ন্যায় সৌম্য, কান্ত, প্রিয়দর্শন এবং সুরূপ একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিবে ॥ ৫১ ॥

তারপর সেই বালকের বাল্য গত হইলে [ধীরে ধীরে] সে বয়োজন্য জ্ঞান ও [সর্বাঙ্গের] মাত্রায় পরিণত যৌবন লাভ করিবে। যৌবন প্রাপ্তি হইলে সে শূর, বীর ও বিক্রমশালী হইবে এবং বিস্তীর্ণ, বিপুল বল-বাহনাদিসহ রাজ্যের অধীশ্বর ও রাজা হইবে ॥ ৫২ ॥

সুতরাং ওগো দেবানুপ্রিয়ে! নিশ্চয়ই অতি উদার তোমার দেখা স্বপ্নগুলি। এই বলিয়া দুইবার, তিনবার হাঁকিলেন। তারপর সেই ত্রিশলা ক্ষত্রিয়াণী সিদ্ধার্থ রাজার নিকট এই কথা [কান দিয়া] শুনিয়া ও [মন দিয়া] বুঝিয়া হৃষ্টচিত্তা, আনন্দিতা, প্রীতিযুক্তা, পরম-সৌমনস্য-সম্পন্না, হর্ষবশে প্রসারিতহৃদয়া, [বৃষ্টি-] ধারায় আহত কদম্ববৎ উচ্ছ্বসিত-লোমকূপা করতলে বদ্ধ অঞ্জলির দশ নখ মস্তকে ঠেকাইয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৫৩ ॥

"এ কথা যথার্থ, ওগো স্বামিন্! এ কথা প্রকৃত, ওগো স্বামিন্! এ কথা সত্য, ওগো স্বামিন্! ইহাতে সন্দেহ নাই, ওগো স্বামিন্! ইহাই অভীপ্সিত, ওগো স্বামিন্! ইহাই প্রত্যভীপ্সিত, ওগো স্বামিন্! তুমি যাহা বলিলে তাহাই ইহার যথার্থ সূচিতার্থ।" এই বলিয়া তিনি স্বপ্নগুলি সম্যক্‌রূপে বরণ করিয়া লইলেন। স্বপ্নগুলি বরণ করিয়া লইয়া রাজা সিদ্ধার্থের অনুমতি লইয়া নানা-মণিরত্ন-খচিত, চিত্রশোভিত ভদ্রাসন হইতে উঠিলেন। উঠিয়া অত্বরিত, অচপল, অবিহ্বল,

সএ সয়ণিজ্জে, তেণেব উবাগচ্ছই। উবাগচ্ছিত্তা এবং বয়াসী ॥ ৫৪ ॥

মা মে তে উত্তমা পহাণা মংগল্লা সুমিণা অন্নেহিং পাব-সুমিণেহিং পড়িহম্মিস্সংতি ত্তি কট্টু দেবয়-গুরুজণ-সংবদ্ধাহিং পসত্থাহিং মংগল্লাহিং ধম্মিয়াহিং লট্ঠাহিং কহাহিং সুমিণ-জাগরিয়ং পড়িজাগরমাণী পড়িজাগরমাণী বিহরই ॥ ৫৫ ॥

ততে ণং সিদ্ধত্থে খত্তিএ পচ্চূস-কাল-সময়ংসি কোড়ুংবিয়-পুরিসে সদ্দাবেই। সদ্দাবিত্তা এবং বয়াসী ॥ ৫৬ ॥

খিপ্পমেব ভো দেবাণুপ্পিয়া! অজ্জ সবিসেসং বাহিরিয়ং উবট্ঠাণসালং গংধোদয়সিত্তং সুইয়-সংমজ্জিওবলিত্তং সুগংধ-বর-পংচ-বন্ন-পুপ্ফোবয়ার-কলিয়ং কালাগুরু-পবর-কুংদুরুক্ক-তুরুক্ক-ডজ্ঝংত-ধূব-মঘমঘংত-গংধুদ্ধুয়াভিরামং সুগংধ-বর-গংধিয়ং গংধবট্টিভূয়ং করেহ, কারাবেহ। করিত্তা য় কারবিত্তা য় সীহাসণং রয়াবেহ। রয়াবিত্তা মমেয়ং আণত্তিয়ং খিপ্পমেব পচ্চপ্পিণহ ॥ ৫৭ ॥

ততে ণং তে কোড়ুংবিয়-পুরিসা সিদ্ধত্থেণং রন্না এবং বুত্তা সমাণা হট্ঠ-তুট্ঠ [পু০ বা০ ৩] জাব-হিয়য়া কর-য়ল [পু০ বা০ ৫] জাব কট্টু, 'এবং সামি!' ত্তি আণাএ বিণএণং বয়ণং পড়িসুণংতি। পড়িসুণিত্তা সিদ্ধত্থস্স খত্তিয়স্স অংতিআও পড়িনিক্খমংতি। পড়িনিক্খমিত্তা জেণেব বাহিরিয়া উবট্ঠাণ-সালা তেণেব উবাগচ্ছংতি। উবাগচ্ছিত্তা খিপ্পমেব সবিসেসং

অবিলম্বিত রাজহংসসদৃশ গতিতে যেখানে তাঁহার শয্যা সেইখানে গেলেন। গিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৫৪ ॥

[ঘুমাইয়া পড়িলে পাছে] অন্য পাপ স্বপ্ন [দেখা দিয়া] আমার এই সর্বোত্তম, সর্বপ্রধান, মঙ্গলাকর স্বপ্নগুলির ফল নষ্ট করিয়া দেয় এইভয়ে দেব-গুরু-সম্পর্কিত, প্রশস্ত, মঙ্গলকর, ধর্মসম্মত, মনোরম কথা শুনিতে শুনিতে [স্বপ্নদর্শনের পর বিঘ্নশান্তি ও সুফল-প্রাপ্তির জন্য অনুষ্ঠেয়] স্বপ্ন-প্রতিজাগরণ ব্রত গ্রহণ করিয়া ত্রিশলা জাগিয়া জাগিয়া বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥

তারপর সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয় প্রত্যূষকালে কুটুম্বপুরুষগণকে ডাকিলেন। ডাকিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৫৬ ॥

ভো দেবানুপ্রিয়গণ ! আজ বিশেষভাবে ও সত্বরতার সহিত বাহির উপস্থানশালায় (অর্থাৎ বৈঠকখানায়) গন্ধোদকসেচন, সম্মার্জন, উপলেপনাদি দ্বারা [সেই উপস্থানশালা] শুচি কর ও করাও। পঞ্চবর্ণ সুগন্ধি পুষ্প দ্বারা সে স্থান শোভিত কর ও করাও। কালাগুরু, কুন্দুরুক্ক, তুরুক্ক প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য জ্বালাইয়া ধূপগন্ধি ধূমাদি দ্বারা ঘর সুগন্ধে মহ-মহ করিয়া তোল। সুগন্ধ পুষ্পনির্যাসাদি ছড়াইয়া ঘর সুবাসিত কর। সমস্ত ঘরটি যেন একটি গন্ধবর্তিকাতুল্য হইয়া উঠে। এই সব কর্ম সমাপ্ত হইলে [ঐ ঘরে] সিংহাসন রচনা করাইবে। করাইয়া আমার এই আদেশ প্রতিপালনের সংবাদ আমার নিকট শীঘ্র জ্ঞাপন করিবে ॥ ৫৭ ॥

তারপর রাজা সিদ্ধার্থ কর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া ঐ কুটুম্বপুরুষগণ হৃষ্টচিত্ত, আনন্দিত, প্রীতিযুক্ত, পরম-সৌমনস্যবশে হর্ষ-প্রসারিতহৃদয় ও [বৃষ্টি-] ধারায় আহত কদম্ববৎ উচ্ছ্বসিতলোমকূপ হইয়া করতলে বদ্ধ অঞ্জলির দশ নখ মাথায় ঠেকাইয়া "যে আজ্ঞা, স্বামিন্ !" বলিয়া সবিনয়ে আজ্ঞা পালনে অঙ্গীকার করিল। অঙ্গীকার করিয়া সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। তারপর বাহির উপস্থানশালায় উপস্থিত হইল। তারপর তাড়াতাড়ি বিশেষভাবে গন্ধোদক সেচন, সম্মার্জন, উপলেপনাদি দ্বারা সে স্থান শুচি করিল ও করাইল ; পঞ্চবর্ণ

বাহিরিয়ং উবট্ঠাণসালং গংধোদয়-সিত্তং স্থইয়-[পু০ বা০ ৮] জাব সীহাসণং রয়াবিংতি। রয়াবিত্তা জেণেব সিদ্ধথে খত্তিএ তেণেব উবাগচ্ছংতি। উবাগচ্ছিত্তা কর-য়ল-পরিগ্গহিয়ং দসণহং সিরসা বত্তং অংজলিং কট্টু সিদ্ধথস্স খত্তিয়স্স তম্ আণত্তিয়ং পচ্চপ্পিণংতি ॥ ৫৮ ॥

ততে ণং সিদ্ধথে খত্তিএ কল্লং পাউ-প্পভায়াএ রয়ণীএ ফুল্লুপ্পল-কমল কোমলুম্মিল্লিয়ংমি অহপংডুরে পভাএ রত্তাসোগ-প্পগাস-কিংস্থয়-স্থয়-মুহ-গুংজদ্ধ-রাগ-সরিসে (বংধুজীবগ-পারাবণ - চলণ-নয়ণ-পরহুয়-স্থরত্ত-লোয়ণ-জাস্থয়ণ-কুস্থম - রাসি-হিংগুলয়-নিয়রাইরেয়-রেহংত-সরিসে) কমলায়র-সংড-বোহএ উট্ঠিয়ংমি সূরে সহস্সরস্সিংমি দিণয়রে তেয়সা জলংতে (অহক্কমেণ উইএ দিবায়রে তস্স য় কর-পহরাপরদ্ধংমি অংধয়ারে বালায়ব-কুংকুমেণং খচিয় ব্ব জীবলোএ) সয়ণিজ্জাও অব্ভুট্ঠেই ॥ ৫৯ ॥

অব্ভুট্ঠিত্তা পায়পীঢ়াও পচ্চোরুহই। পচ্চোরুহিত্তা জেণেব অট্টণসালা তেণেব উবাগচ্ছই। উবাগচ্ছিত্তা অট্টণসালং অণুপবিসই। অণুপবিসিত্তা অণেগ-বায়াম-জোগ্গ-বগ্গণ-বামদ্দণ-মল্ল-জুদ্ধ-করণেহিং সংতে পরিস্সংতে সয়-পাগ-সহস্স-পাগেহিং স্থগংধ-তিল্লমাইএহিং পীণণিজ্জেহিং দীবণিজ্জেহিং ময়ণিজ্জেহিং বিংহণিজ্জেহিং দপ্পণিজ্জেহিং সব্বিংদিয়-গায়-পল্হায়ণিজ্জেহিং অব্ভংগিএ তিল্লচম্মংসি নিউণেহিং পড়িপুন্ন-পাণি-পায়-স্থকুমাল-কোমল-তলেহিং পুরিসেহিং অব্ভংগণ-পরিমদ্দণুব্বলণ-করণ-গুণ-নিম্মাএহিং ছেএহিং দক্খেহিং পট্ঠেহিং কুসলেহিং মেহাবীহিং

সুগন্ধি পুষ্পদ্বারা সাজাইল ; কালাগুরু, কুন্দুরুক্ক, তুরুক্ক প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য জ্বালাইয়া ধূপগন্ধি ধূমাদি দ্বারা সুগন্ধে ঘর মহ-মহ করিয়া তুলিল ; সুগন্ধ পুষ্পনির্যাস ছড়াইয়া ঘর সুবাসিত করিল ; সমস্ত ঘরটিকে যেন একটি গন্ধবর্তিকার মত করিয়া তুলিল। এই সব কর্ম সমাপ্ত হইলে ঐ ঘরে সিংহাসন রচনা করিল। তারপর যেখানে সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয় ছিলেন সেইখানে উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়া করতলে বদ্ধ অঞ্জলির দশ নখ মাথায় ঠেকাইয়া সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয়ের নিকট তাঁহার আদেশ প্রতি-পালন সংবাদ জ্ঞাপন করিল ॥ ৫৮ ॥

পরদিন রজনী প্রভাত হইলে অর্ধোজ্জ্বল প্রভা-তে কোমল কমল ও উৎপল প্রস্ফুটিত হইলে, রক্তাশোকতুল্য, কিংশুকতুল্য, শুকমুখতুল্য এবং গুঞ্জার্ধ (কুঁচফলের কৃষ্ণাংশ বর্জিত অপরাংশ) তুল্য রক্তবর্ণ, [পারাবতের চরণ ও নয়নতুল্য, পরভৃতের (কোকিলের) সুরক্ত লোচনতুল্য, জবাকুসুমরাশিবৎ এবং হিঙ্গুলপুঞ্জ অপেক্ষা অধিক রক্তবর্ণে শোভমান,] কমলসমূহের বোধনকারী, নিজের তেজে জলন্ত সহস্ররশ্মি সূর্যদেব উদিত হইলে, [যথাক্রমে অর্থাৎ যথাসময়ে দিবাকর উদিত হইলে, তাহারই করপ্রহারে অন্ধকার দণ্ডিত হইলে ও তরুণ রৌদ্রের কুংকুমে জীবলোক খচিতবৎ হইলে] সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয় শয্যা হইতে উঠিলেন ॥ ৫৯ ॥

উঠিয়া তিনি পাদপীঠ হইতে অবরোহণ করিলেন। তারপর অট্টনশালায় (অর্থাৎ ব্যায়ামাগারে) প্রবেশ করিলেন। অট্টনশালায় প্রবেশ করিয়া অনেক-প্রকার ব্যায়ামযোগ্য লম্ফন, ব্যামর্দন (পেশী-সঞ্চালনাদি) ও মল্লযুদ্ধ করার পর শ্রান্ত ও পরিশ্রান্ত হইলে প্রীতিকর, দীপক, মদনবর্ধক, বৃংহণ, বলকর, সর্বেন্দ্রিয় ও সর্বগাত্রের প্রহ্লাদনকর এবং অভ্যঞ্জন শতপাক ও সহস্রপাক বহুবিধ সুগন্ধ তৈলাদি দ্বারা নিপুণ, শিক্ষিত, সুদক্ষ, প্রধান, [স্বব্যবসায়ে] কুশল, মেধাবী ও পরিশ্রমে অকাতর সেবকগণ তাঁহার অঙ্গসংবাহন করিতে লাগিল। ঐ সেবকগণের করতল ও পদতল সুকুমার ও কোমল এবং উহারা সম্পূর্ণাঙ্গ দেহবিশিষ্ট। তাহারা অভ্যঞ্জন কর্মে, পরিমর্দন কর্মে ও উদ্বলন-

জিয়-পরিস্‌সমেহিং অট্‌ঠি-সুহাএ মংস-সুহাএ তয়া-সুহাএ রোম-সুহাএ চউব্বিহাএ সুহ-পরিকম্মণাএ সংবাহণাএ সংবাহিএ সমাণে অবগয়-পরিস্‌সমে অট্টণসালাও পড়িনিক্‌খমই ॥ ৬০ ॥

পড়িনিক্‌খমিত্তা জেণেব মজ্জণঘরে তেণেব উবাগচ্ছই। উবাগচ্ছিত্তা মজ্জণঘরং অণুপবিসই। অণুপবিস্সিত্তা স-মুত্ত-জালাকুলাভিরামে বিচিত্ত-মণি-রয়ণ-কোট্টিম্‌-তলে রমণিজ্জে ণ্‌হাণমংডবংসি নাণা-মণি-রয়ণ-ভত্তি-চিত্তংসি ন্‌হাণপীঢ়ংসি সুহনিসন্নে পুপ্‌ফোদএহি য় গংধোদএহি য় উসিণোদএহি য় সুদ্ধোদএহি য় কল্লাণ-করণ-পবর-মজ্জণ-বিহীএ মজ্জিএ। তত্থ কোউয়-সএহিং বহুবিহেহিং কল্লাণগ-পবর-মজ্জণাবসাণে পম্‌হল-সুকুমাল - গংধ - কাসাইয় - লূহিয়ংগে অহয়-সুমহগ্‌ঘ-দূস-রয়ণ-সুসংবুড়ে সরস-সুরভি-গোসীস-চংদণাণুলিত্ত-গত্তে সুই-মালা-বন্নগ-বিলেবণে আবিদ্ধ-মণি-সুবন্নে কপ্পিয়-হারদ্ধহার-তিসরয়-পালংব-পলংবমাণে কড়ি-সুত্তয়-কয়-সোভে পিণিদ্ধ-গেবিজ্জে অংগুলিজ্জগ-ললিয়-কয়াভরণে বর-কড়গ-তুড়িয় - থংভিয় - ভুএ অহিয়-রূব-সস্‌সিরীএ কুংডল-উজ্জোবিয়াণণে মউড়-দিত্ত-সিরএ হারোত্থয়-সুকয়- রইয় - বচ্ছে মুদ্দিয়াপিংগলংগুলিএ পালংব-পলংবমাণ-সুকয়-পড়-উত্তরিজ্জে নাণা-মণি-কণগ-রয়ণ - বিমল-মহরিহ - নিউণোবিয় - মিসিমিসিংত-বিরইয়-সুসিলিট্‌ঠ-বিসিট্‌ঠ-নদ্ধ-আবিদ্ধ-বীর-বলএ কিং বহুণা কপ্প-রুক্‌খএ চেব অলংকিয়-বিভূসিএ নরিংদে স-কোরিংট-মল্ল-দামেণং ছত্তেণং ধরিজ্জমাণেণং সেয়-বর-চামরাহিং উদ্‌ধুব্বমাণীহিং মংগল-জয়-সদ্দ-কয়ালোএ অণেগ - গণনায়গ - দংডনায়গ - রাঈসর - তলবর - মাড়ংবিয়-

(অর্থাৎ বলবর্ধন-) কর্মে অভ্যস্ত ও এইসকল কর্মের ফলাভিজ্ঞ। তাহারা তৈলচর্মে সিদ্ধার্থকে বসাইয়া অস্থি-সুখকর, মাংস-সুখকর, চর্ম-সুখকর, ও লোম-সুখকর এই চতুর্বিধ অঙ্গসুখকর পরিকর্মণা (অর্থাৎ তৈল হরিদ্রাদিম্রক্ষণ) ও সংবাহনাদি অঙ্গসেবা করিতে লাগিল। তাহাদের সংবাহনাদি ও পরিকর্মণায় শ্রান্তি ও পরিশ্রম অপগত হইলে তিনি অট্টনশালা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন ॥ ৬০ ॥

তারপর অট্টনশালা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তিনি যেদিকে মার্জ্জন গৃহ সেইদিকে গমন করিলেন। যাইয়া মার্জ্জনগৃহে প্রবেশ করিলেন। সে গৃহ খচিত মুক্তাজালে অভিরামদর্শন। তাহার কুট্টিমে বিচিত্র মণিরত্ন-খচিত থাকায় কুট্টিমতল অতি রমণীয়। স্নানমণ্ডপে নানা মণি রত্ন খচিত ও নানা চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। সেখানে তিনি স্নান-পীঠিকায় সুখাসীন হইলেন। পুষ্পোদক, গন্ধোদক, উষ্ণোদক ও শুদ্ধোদকে কল্যাণকর শ্রেষ্ঠ স্নানবিধি অনুসারে তিনি স্নান করিলেন। উদ্‌গত-পক্ষ্ম (অর্থাৎ সুতার খাই-তোলা) সুকোমল গন্ধ-কাষায়িকা (অর্থাৎ রক্তবর্ণ সুগন্ধ তোয়ালে) দ্বারা অঙ্গ মার্জিত করা হইল। তারপর তিনি বহুমূল্য বস্ত্ররত্নে দেহ সুসংবৃত করিলেন। সরস ও সুরভি গোশীর্ষ ও চন্দন গাত্রে অনুলেপন করা হইল। তারপর স্নানানন্তর অনুষ্ঠেয় শত শত কৌতুকমঙ্গল সম্পাদিত ও বহুবিধ কল্যাণকর বিধি অনুষ্ঠিত হইল। তারপর চন্দনলেপনে শুচি পুষ্পমাল্য ও মণিবিদ্ধ স্বর্ণহার পরান হইল। হারে সংলগ্ন তে-নরী অর্ধহারে প্রালম্ব (অর্থাৎ দোলক বা লকেট) প্রলম্বিত রহিয়াছে। কটিদেশের শোভা কটিসূত্র, গ্রীবায় গ্রৈবেয়, ললিত অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়, ভুজদ্বয়ের স্তম্ভন (অর্থাৎ জড়ীকরণ) স্বরূপ শ্রেষ্ঠ কটক ও ত্রুটিক, আননোজ্জ্বলকারী কুণ্ডল, দীপ্তশীর্ষ মুকুট, এইসব [আভরণে] তাঁহার সুন্দর দেহ অধিকতর রূপশ্রীসম্পন্ন হইল। আস্তৃত হার-স্তবকে বক্ষঃস্থল দ্যুতিমান্, পিঙ্গলবর্ণ মুদ্রিকায় অঙ্গুলি পিঙ্গলবর্ণ, পট্টবস্ত্রের উত্তরীয় হইতে [মুক্তার] প্রালম্ব (অর্থাৎ ঝালর) প্রলম্বমান। নানা মহার্হ মণিরত্নখচিত বীরবলয়দ্বয় বিমল কনকে সুনিপুণ মণিকার কর্তৃক নির্মিত, গ্রথিত, বিদ্ধ, সুশ্লিষ্ট (অর্থাৎ দৃঢ়ভাবে জোড় দেওয়া),

কোড়ুংবিয়-মংতি-মহামংতি-গণগ-দোবারিয়-অমচ্চ-চেড় - পীঢ়মদ্দ-নগর-নিগম-সিট্ঠি-সেণাবই - সত্থবাহ - দূয় - সংধিপাল সদ্ধিং সংপরিবুড়ে ধবল-মহা-মেহ-নিগ্গএ ইব গহ-গণ-দিপ্পংত-রিক্খ-তারা-গণাণ মজ্ঝে সসি'ব্ব পিয়দংসণে নরবঈ নরিংদে নর-বসহে নর-সীহে অব্ভহিয়-রায়-তেয়-লচ্ছীএ দিপ্পমাণে মজ্জণঘরাও পড়িনিক্খমই ॥ ৬১ ॥

নিক্খমিত্তা জেণেব বাহিরিয়া উবট্ঠাণসালা তেণেব উবাগচ্ছই। উবাগচ্ছিত্তা সীহাসণংসি পুরত্থাভিমুহে নিসীয়তি ॥ ৬২ ॥

নিসীয়িত্তা অপ্পণো উত্তরপুরত্থিমে দিসী-ভাএ অট্ঠ ভদ্দাসণাইং সেয়-বত্থ-পচ্চুত্থুয়াইং সিদ্ধত্থয়-কয়-মংগলোবয়ারাইং রয়াবেতি। রয়াবিত্তা অপ্পণো অদূরসামংতে নাণা-মণি-রয়ণ-মংডিয়ং অহিয়-পেচ্ছণিজ্জং মহগ্ঘ-বর-পট্টণুগ্গয়ং সণ্হ-পট্ট-ভত্তি - সয় - চিত্ত-তাণং ঈহামিয়-উসভ-তুরয়-নর-মগর-বিহগ-বালগ - কিংনর - রুরু - সরভ-চমর-কুংজর-বণলয়-পউমলয়-ভত্তি-চিত্তং অব্ভিংতরিয়ং জবণিয়ং অংছাবেই। অংছাবিত্তা নাণা-মণি-রয়ণ-ভত্তি-চিত্তং অত্থরয়-মিউ-মসূর গোত্থয়ং সেয়-বত্থ-পচ্চুৎ-থুয়ং সুমউয়ং অংগ-সুহ-ফরিসগং বিসিট্ঠং তিসলাএ খত্তিয়াণীএ ভদ্দাসণং রয়াবেই। রয়াবিত্তা কোড়ুংবিয়পুরিসে সদ্দাবেই। সদ্দাবিত্তা এবং বয়াসী ॥ ৬৩ ॥

বিশেষিত, শোভনীকৃত ও উজ্জ্বলীকৃত। অধিক্ কি? কল্পবৃক্ষের মতই তিনি অলঙ্কৃত ও বিভূষিত হইয়া নরগণের প্রধানরূপে বিরাজমান। কোরিন্ত পুষ্পের মাল্যে বিভূষিত রাজচ্ছত্র [মস্তকের উপরিভাগে] ধৃত রহিয়াছে। শ্রেষ্ঠ শ্বেত চামরে ব্যজন করা হইতেছে। দেখিবা-মাত্র লোকে মঙ্গলকর জয়ধ্বনি করিতেছে। অনেক গণনায়ক, রাজা, ঈশ্বর, তলবর, মাণ্ডপ্য, কৌটুম্বিক, মন্ত্রী, মহামন্ত্রী, গণক, দৌবারিক, অমাত্য, চেট, পীঠমর্দ, নাগর, নিগম, শ্রেষ্ঠী, সেনাপতি, সার্থবাহ, দূত ও সন্ধিপাল কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি ধবল মহামেঘ হইতে নিষ্ক্রান্ত দীপ্যমান গ্রহ, ঋক্ষ ও তারাগণের মধ্যে প্রিয়দর্শন শশীর ন্যায় [শোভা পান]। অত্যধিক রাজপ্রতাপলক্ষ্মীতে দীপ্যমান [সেই] নরপতি, নরেন্দ্র, নরবৃষভ নরসিংহ মার্জ্জনগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন ॥ ৬১ ॥

নিষ্ক্রান্ত হইয়া যেদিকে বাহির উপস্থানশালা সেইদিকে গমন করিলেন। যাইয়া সিংহাসনে পূর্বদিকে মুখ করিয়া উপবেশন করিলেন ॥ ৬২ ॥

উপবেশনান্তে তিনি আপনার উত্তর-পূর্ব দিগ্‌ভাগে শ্বেত বস্ত্রে আবৃত, সিদ্ধার্থ (অর্থাৎ সর্ষপ) দ্বারা কৃত-মঙ্গলোপচার আটটি ভদ্রাসন রচনা করাইলেন। তারপর আপনার সিংহাসনের অদূরে এক প্রান্তে একটি আভ্যন্তরিক যবনিকা সংস্থাপন করাইলেন। সেই যবনিকা নানা মণিরত্নে মণ্ডিত, অত্যধিক মনোরম-দর্শন, শ্রেষ্ঠ পট্টনে নির্মিত বলিয়া মহার্ঘ, সীবন করা শতচিত্রশোভিত সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্রে নির্মিত এবং তাহাতে ঈহামৃগ (অর্থাৎ বৃক), বৃষভ, তুরগ, নর, মকর, বিহগ, ব্যাল, কিন্নর, রুরু, শরভ, চমর, কুঞ্জর, বনলতা ও পদ্মলতার চিত্র চিত্রিত। ত্রিশলা ক্ষত্রিয়াণীর জন্য একটি বিশিষ্ট ভদ্রাসন রচনা করাইলেন। তাহা নানা মণিরত্নে খচিত, শ্বেতবস্ত্রে আচ্ছাদিত, সুকোমল, স্পর্শে অঙ্গ-সুখকর এবং মৃদুমসূরকাকীর্ণ উপাধান ও আস্তরণে শোভিত। তারপর কুটুম্ব-পুরুষগণকে ডাকিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৬৩ ॥

খিপ্পমেব ভো দেবাণুপ্পিয়া! অট্ঠংগ-মহা-নিমিত্ত-সুত্তত্থ-ধারএ বিবিহ-সত্থ-কুসলে সুবিণ-লক্খণ-পাঢ়এ সদ্দাবেহ। ততে ণং তে কোড়ুংবিয়পুরিসা সিদ্ধত্থেণং রন্না এবং বুত্তা সমাণা হট্ঠ-তুট্ঠ [পু° বা° ৩] জাব হিয়য়া করয়ল-[পু° বা° ৫] জাব পড়িসুণংতি ॥ ৬৪ ॥

পড়িসুণিত্তা সিদ্ধত্থস্স খত্তিয়স্স অংতিআও পড়িনিক্খমংতি। পড়িনিক্খমিত্তা কুণ্ডপুরং নগরং মজ্ঝংমজ্ঝেণং জেণেব সুবিণ-লক্খণ-পাঢ়গাণং গেহাইং তেণেব উবাগচ্ছংতি। উবাগচ্ছিত্তা সুবিণ-লক্খণ- পাঢ়এ সদ্দাবিংতি ॥ ৬৫ ॥

তএ ণং তে সুবিণ-লক্খণ-পাঢ়গা সিদ্ধত্থস্স খত্তিয়স্স কোড়ুংবিয়-পুরিসেহিং সদ্দাবিয়া সমাণা হট্ঠতুট্ঠ-[পু° বা° ত] জাব - হিয়য়া ন্হায়া কয় - বলি-কম্মা কয় - কোউয় - মংগল-পায়চ্ছিত্তা সুদ্ধপ্পবেসাইং মংগল্লাইং বত্থাইং পবরাইং পরিহিয়া অপ্প - মহগ্ঘাভরণালংকিয় - সরীরা সিদ্ধত্থয় - হরিয়ালিয়া-কয় - মংগল-মুদ্ধাণা সএহিং সএহিং গেহেহিংতো নিগ্গচ্ছংতি। নিগ্গচ্ছিত্তা খত্তিয়-কুণ্ডগ্গামং নগরং মজ্ঝংমজ্ঝেণং জেণেব সিদ্ধত্থস্স রন্নো ভবণ-বর-বড়িংসগ-পড়িদুবারে, তেণেব উবাগচ্ছংতি ॥ ৬৬ ॥

উবাগচ্ছিত্তা ভবণ-বর-বড়িংসগ-পড়িদুবারে এগও মিলংতি, জেণেব বাহিরিয়া উবট্ঠাণসালা জেণেব সিদ্ধত্থে খত্তিএ তেণেব

ভো দেবানুপ্রিয়গণ! শীঘ্র গিয়া যাঁহারা অষ্টাঙ্গসহ নিমিত্ত-শাস্ত্রের সূত্রার্থ জানেন ও যাঁহারা বিবিধ শাস্ত্রে বিশারদ এমন স্বপ্নলক্ষণ-পাঠকদিগকে ডাকিয়া আন। তারপর সেই কুটুম্ব-পুরুষগণ রাজা সিদ্ধার্থ কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া হৃষ্টচিত্ত, আনন্দিত, পরম সৌমনস্য-সম্পন্ন, হর্ষবশে বিসারিত-হৃদয় ও [বৃষ্টি-] ধারায় আহত কদম্ববৎ উচ্ছ্বসিত-লোমকূপ হইল এবং করতলে বদ্ধ অঙ্গুলির দশ নখ মাথায় ঠেকাইয়া 'যে আজ্ঞা, স্বামিন্!' বলিয়া সবিনয়ে আজ্ঞা পালন অঙ্গীকার করিল ॥ ৬৪ ॥

অঙ্গীকার করিয়া তাহারা সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। বাহির হইয়া তাহারা কুণ্ডপুর নগরের মধ্য দিয়া যেদিকে স্বপ্নলক্ষণ-পাঠকদিগের বাস সেইদিকে গমন করিল। যাইয়া স্বপ্নলক্ষণ-পাঠকদিগকে ডাকিল ॥ ৬৫ ॥

তারপর সেই স্বপ্ন-লক্ষণ-পাঠকগণ সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয়ের সেই কুটুম্বপুরুষ-গণ কর্তৃক আহূত হইয়া হৃষ্টচিত্ত, আনন্দিত ও পরমসৌমনস্যযুক্ত হইলেন। হর্ষবশে তাঁহাদের হৃদয় বিসারিত হইল। [বৃষ্টি] ধারায় আহত কদম্ব-পুষ্পের চঞ্চুর ন্যায় তাঁহাদের লোমকূপ উচ্ছ্বসিত হইল। তাঁহারা স্নান করিয়া [গৃহদেবতাদিগের] বলিকর্ম সমাপ্ত করিয়া তিলক-রচনাদি মঙ্গলকর্ম ও [অশুভ নেত্র-দোষ-নিবারণার্থ] প্রায়শ্চিত্ত কর্ম সারিয়া, রাজসভায় প্রবেশযোগ্য শুদ্ধ ও শুভ বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিয়া, আপন আপন মহার্ঘ আভরণে শরীর অলঙ্কৃত করিয়া, মস্তকে সিদ্ধার্থ (অর্থাৎ সর্ষপ) এবং হরিতালিকা (অর্থাৎ দূর্বাঙ্কুর) সহযোগে মঙ্গলকর্ম সমাপন করিয়া স্ব স্ব গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তারপর ক্ষত্রিয়-কুণ্ডগ্রাম নগরের মধ্য দিয়া চলিয়া যেখানে রাজা সিদ্ধার্থের শ্রেষ্ঠ রাজভবনের সিংহদ্বার সেইখানে উপনীত হইলেন ॥ ৬৬ ॥

উপনীত হইয়া তাঁহারা সেই শ্রেষ্ঠ রাজভবনের সিংহদ্বারে একে একে মিলিত হইলেন। তারপর যেখানে বাহির উপস্থানশালা, যাহার মধ্যে সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয় [আসীন] সেইখানে উপস্থিত হইলেন।

উবাগচ্ছংতি। করয়ল-পরিগ্গহিয়ং [পু° বা° ৫] জাব কট্টু সিদ্ধত্থং খত্তিয়ং জএণং বিজএণং বদ্ধাবেংতি ॥ ৬৭ ॥

তএ ণং তে সুবিণ-লক্খণ-পাঢ়গা সিদ্ধত্থেণং রন্না বংদিয়-পূইয়-সক্কারিয়-সম্মাণিয়া সমাণা পত্তেয়ং পত্তেয়ং পুব্বন্নত্থেসু ভদ্দাসণেসু নিসীয়ংতি ॥ ৬৮ ॥

তএ ণং সিদ্ধত্থে খত্তিএ তিসলং খত্তিয়াণিং জবণিয়ংতরিয়ং ঠবেই। ঠবিত্তা পুপ্ফ-ফল - পরিপুন্ন - হত্থে পরেণং বিণএণং তে সুমিণ-লক্খণ-পাঢ়এ এবং বয়াসী ॥ ৬৯ ॥

এবং খলু দেবাণুপ্পিয়া! অজ্জ তিসলা খত্তিয়াণী তংসি তারিসগংসি [পু° বা° ৭] জাব সুত্তজাগরা ওহীরমাণী ওহীরমাণী ইমে এয়ারূবে ওরালে চোদ্দস মহাসুমিণে পাসিত্তা ণং পড়িবুদ্ধা ॥ ৭০ ॥

তং জহা। গয় উসভ গাহা [পু° বা° ২] ॥ ৭১ ॥

তং তেসিং চোদ্দসণ্হং মহাসুমিণাণং, দেবাণুপ্পিয়া! ওরালাণং কে, মন্নে, কল্লাণে ফলবিত্তিবিসেসে ভবিস্সই? তএ ণং তে সুমিণ-লক্খণ-পাঢ়গা সিদ্ধত্থস্স খত্তিয়স্স এয়মট্ঠং সোচ্চা নিসম্ম হট্ঠ-তুট্ঠ [পু° বা° ৩] জাব-হিয়য়া তে সুমিণে

করতলে বদ্ধ অঞ্জলির দশ নখ মস্তকে ঠেকাইয়া সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয়কে জয়শব্দে ও বিজয়শব্দে সম্বর্ধনা করিলেন ॥ ৬৭ ॥

তারপর সেই স্বপ্ন-লক্ষণ-পাঠকগণ রাজা সিদ্ধার্থ কর্তৃক বন্দিত, পূজিত, সৎকৃত ও সম্মানিত হইয়া প্রত্যেকে পূর্বন্যস্ত ভদ্রাসনগুলিতে উপবেশন করিলেন ॥ ৬৮ ॥

তারপর সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয় ত্রিশলা ক্ষত্রিয়াণীকে যবনিকান্তরালে বসাইলেন। বসাইয়া পুষ্প ও ফলে পরিপূর্ণ হস্তে পরম বিনয় সহকারে সেই স্বপ্ন-লক্ষণ-পাঠকদিগকে এইকথা বলিলেন ॥ ৬৯ ॥

ভো দেবানুপ্রিয়গণ! আজ ত্রিশলা ক্ষত্রিয়াণী সেই তাদৃশ শয্যায় শয়ন করিয়া—যে শয্যায় [শরীর প্রমাণ দীর্ঘ] আলিঙ্গন বর্তিকা (বা উপাধান) ছিল, [মাথার দিকে ও পায়ের দিকে] দুইদিকে উপাধান ছিল, [মাথার দিকে ও পায়ের দিকে] দুইদিকে উন্নত ও মধ্যে গভীর [যে শয্যা] গঙ্গাপুলিনের বালুকার ন্যায় অবদলনে কোমল, ক্ষৌম দুকূলপট্টে (অর্থাৎ রেসমী চাদরে) সমাচ্ছাদিত, সুবিরচিত রজস্ত্রাণে (অর্থাৎ তোয়ালেতে) শোভিত, রক্তাংশুক সংবারে (অর্থাৎ লাল মশারীতে) সংবৃত, স্পর্শে পশুলোম, তূলার গদি বা নবনীতবৎ কোমল এবং উত্তম সুগন্ধি কুসুমচূর্ণের উপচারে আস্তীর্ণ—সেই শয্যায় সুপ্ত-জাগর অবস্থায় ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া মধ্য-রাত্র-সময়ে এইরূপ উদার, কল্যাণকর, শুভশংসী, ধন্য, মঙ্গলাকর ও শোভন শ্রীসম্পন্ন চতুর্দশ মহাস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠেন ॥ ৭০ ॥

সেই স্বপ্নগুলি এই! গজ, বৃষভ, সিংহ, অভিষেক, [পুষ্প-]দাম, শশী, দিনকর, ধ্বজ, কুম্ভ, পদ্মসরোবর, সাগর, বিমানভবন, রত্নোচ্চয় ও অগ্নিশিখা ॥ ৭১ ॥

তাহা হইলে বলুন ভো দেবানুপ্রিয়গণ! সেই উদার চতুর্দশ মহাস্বপ্নে কি কি বিশেষ কল্যাণকর ফল সূচনা করিতেছে? তারপর সেই স্বপ্নলক্ষণপাঠকগণ সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয়ের এই কথা [কানে] শুনিয়া ও [মনে] বুঝিয়া হৃষ্টচিত্ত, আনন্দিত ও প্রীতি-মনাঃ হইলেন।

ওগিণ্হংতি। ওগিণ্হিত্তা ঈহং অণুপবিসংতি। অণুপবিসিত্তা অন্নমন্নেণং সদ্ধিং সংলাবেংতি ॥ ৭২ ॥

সংলাবিত্তা তেসিং সুমিণাণং লদ্ধট্‌ঠা গহিয়ট্‌ঠা পুচ্ছিয়ট্‌ঠা বিণিচ্ছিয়ট্‌ঠা অভিগয়ট্‌ঠা সিদ্ধত্থস্‌স রন্নো পুরও সুমিণ-সত্থাইং উচ্চারেমাণা উচ্চারেমাণা সিদ্ধত্থং খত্তিয়ং এবং বয়াসী ॥ ৭৩ ॥

এবং খলু, দেবাণুপ্‌পিয়া! অম্‌হং সুবিণ-সত্থে বায়ালীসং সুমিণা। তীসং মহাসুমিণা। বাবত্তারিং সব্বসুমিণা দিট্‌ঠা। তত্থ ণং দেবাণুপ্‌পিয়া! অরহংত-মায়রো বা চক্কবট্টি-মায়রো বা অরহংতংসি বা চক্কহরংসি বা (গ্র০ ৪০০) গব্‌ভং বক্কমমাণংসি এএসিং তীসাএ মহাসুমিণাণং ইমে চউদ্দস মহাসুমিণে পাসিত্তা ণং পড়িবুজ্‌ঝংতি ॥ ৭৪ ॥

তং জহা। গয় গাহা [পু০ বা০ ২] ॥ ৭৫ ॥

বাসুদেবংসি গব্‌ভং বক্কমমাণংসি এএসিং চউদ্দসণ্হং মহাসুমিণাণং অন্নয়রে সত্ত মহাসুমিণে পাসিত্তাণং পড়িবুজ্‌ঝংতি ॥ ৭৬ ॥

বলদেবমায়রো বা বলদেবংসি গব্‌ভং বক্কমমাণংসি এএসিং চোদ্দসণ্হং মহাসুমিণাণং অন্নয়রে চত্তারি মহাসুমিণে পাসিত্তা ণং পড়িবুজ্‌ঝংতি ॥ ৭৭ ॥

মংডলিয়-মায়রো বা মংডলিয়ংসি গব্‌ভং বক্কংতে সমাণে

পরমসৌমনস্যজন্য হর্ষভরে তাঁহাদের হৃদয় বিসারিত হইল। [বৃষ্টি] ধারায় আহত কদম্ববৎ তাঁহাদের লোমকূপ উচ্ছ্বসিত হইল। তাঁহারা সেই স্বপ্নগুলি সম্যক্‌ভাবে অবধারণ করিয়া লইলেন, তারপর প্রণিধান করিয়া ভাবিয়া দেখিলেন। দেখিয়া পরস্পরের মধ্যে ঐ বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৭২ ॥

আলাপের পর সেই স্বপ্নগুলির সূচিতার্থের সম্যক্‌ অবধারণ, ঐ বিষয়ে পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদে বিতর্কিত অর্থ, বিতর্কের পর সূচিত অর্থ এবং সর্বশেষে বিনিশ্চিত অর্থ রাজা সিদ্ধার্থের নিকট স্বপ্নশাস্ত্র পাঠ করিয়া করিয়া সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয়কে এই কথা বলিলেন ॥ ৭৩ ॥

ভো দেবানুপ্রিয়! আমাদের স্বপ্নশাস্ত্রে এইরূপ বিয়াল্লিশ [সাধারণ] স্বপ্ন, ত্রিশটি মহাস্বপ্ন, একুনে বাহাত্তর স্বপ্ন দৃষ্ট হইয়াছে। তারমধ্যে, ভো দেবানুপ্রিয়! অর্হৎগণের মাতারা অথবা চক্রবর্তিগণের মাতারা যখন তাঁহাদের কুক্ষিমধ্যে কোনও অর্হৎ বা চক্রধর প্রবেশ করেন তখন এই ত্রিশটি মহাস্বপ্নের চৌদ্দটি দেখিয়া জাগিয়া উঠেন ॥ ৭৪ ॥

সেই চৌদ্দটি মহাস্বপ্ন এই! গজ, বৃষভ, সিংহ, অভিষেক, [পুষ্প-] দাম, শশী, দিনকর, ধ্বজ, কুম্ভ, পদ্মসরোবর, সাগর, বিমান-ভবন, রত্নোচ্চয় ও অগ্নিশিখা ॥ ৭৫ ॥

বাসুদেবেরা গর্ভে প্রবেশ করিবার সময় [গর্ভধারিণীরা] এই চৌদ্দটি মহাস্বপ্নের যে-কোনও সাতটি মহাস্বপ্ন দেখিয়া জাগরিত হন ॥ ৭৬ ॥

বলদেবেরা গর্ভে প্রবেশ করিবার সময় বলদেবগর্ভধারিণীরা এই চৌদ্দটি মহাস্বপ্নের মধ্যে যে-কোনও চারিটি দেখিয়া জাগরিত হন ॥ ৭৭ ॥

মাণ্ডলিকগণ গর্ভে প্রবেশ করিবার সময় মাণ্ডলিক-জননীরা এই

এএসিং চউদ্দসণ্হং মহাসুমিণাণং অন্নয়রং মহাসুমিণং এগং পাসিত্তা ণং পড়িবুজ্ঝংতি ॥ ৭৮ ॥

ইমেয়াণিং দেবাণুপ্পিয়া ! তিসলাএ খত্তিয়াণীএ চউদ্দস মহাসুমিণা দিট্ঠা। তং ওরালা ণং দেবাণুপ্পিয়া ! তিসলাএ খত্তিয়াণীএ সুমিণা দিট্ঠা। [পু° বা° ৪] জাব মংগল্লকারগা ণং দেবাণুপ্পিয়া ! তিসলাএ খত্তিয়াণীএ সুমিণা দিট্ঠা। তংজহা। অত্থলাভো দেবাণুপ্পিয়া ! ভোগলাভো দেবাণুপ্পিয়া ! পুত্তলাভো দেবাণুপ্পিয়া ! সুক্খলাভো দেবাণুপ্পিয়া ! রজ্জলাভো দেবাণুপ্পিয়া ! এবং খলু দেবাণুপ্পিয়া ! তিসলা খত্তিয়াণী নবণ্হং মাসাণং বহুপড়িপুন্নাণং অদ্ধট্ঠমাণং রাইংদিয়াণং বিইক্কংতাণং তুম্হং কুলকেউং কুলদীবং কুলপব্বয়ং কুলবড়িংসগং কুলতিলয়ং কুলকিত্তিকরং কুলদিণয়রং কুল-আধারং কুল-নংদিকরং কুলজসকরং কুলপায়বং কুলবিবদ্ধণকরং সুকুমাল-পাণিপায়ং অহীণ-পড়িপুন্ন-পংচিংদিয়-সরীরং লক্খণ-বংজণ-গুণোবেয়ং মাণুম্মাণপ্পমাণ-পড়িপুন্ন - সুজায় - সব্বংগ - সুংদরংগং সসিসোমাকারং কংতং পিয়দংসণং সুরূবং দারয়ং পয়াহিতি ॥ ৭৯ ॥

সে বি য ণং দারএ বিন্নায়-পরিণয়-মিত্তে উম্মুক্কবালভাবে জোব্বণগমণুপ্পত্তে সূরে বীরে বিক্কংতে বিত্থিন্ন-বল-বাহণে চাউরংত--চক্কবট্টী রজ্জবতী রায়া ভবিস্সই। জিণে বা তেলোক্ক-নায়গে ধম্ম-বর-চক্কবট্টী ॥ ৮০ ॥

তং ওরালা ণং দেবাণুপ্পিয়া ! তিসলাএ খত্তিয়াণীএ সুমিণা দিট্ঠা। [পু° বা° ৪] জাব আরোগ্গ- তুট্ঠি-দীহাউ-কল্লাণ-

এই চৌদ্দটি মহাস্বপ্নের মধ্যে যে-কোনও একটি দেখিয়া জাগরিত হন ॥ ৭৮ ॥

ভো দেবানুপ্রিয়! এইগুলির মধ্যে চৌদ্দটি মহাস্বপ্নই ত্রিশলা ক্ষত্রিয়াণী দেখিয়াছেন। সুতরাং ভো দেবানুপ্রিয়! ত্রিশলা ক্ষত্রিয়াণীর দেখা স্বপ্নগুলি অতি উদার স্বপ্ন। নিশ্চয়ই দেবানুপ্রিয়! অতি কল্যাণকর ত্রিশলার দেখা এই স্বপ্নগুলি। নিশ্চয়ই শিব, ধন্য, মঙ্গলাকর, শ্রীসম্পন্ন, আরোগ্য-তুষ্টি দীর্ঘায়ুষ্কত্ব-বিধায়ক এবং অশেষ কল্যাণ ও মঙ্গলের সূচক ত্রিশলার দেখা এই স্বপ্নগুলি। অর্থলাভ [সূচিত হইতেছে] দেবানুপ্রিয়! ভোগলাভ [সূচিত হইতেছে] দেবানুপ্রিয়! পুত্রলাভ [সূচিত হইতেছে] দেবানুপ্রিয়! সৌখ্যলাভ [সূচিত হইতেছে] দেবানুপ্রিয়! রাজ্যলাভ [সূচিত হইতেছে] দেবানুপ্রিয়! এইকারণে বলি দেবানুপ্রিয়! ত্রিশলা ক্ষত্রিয়াণী পূর্ণ নয় মাস ও সাড়ে সাত রাত্রিদিন গত হইলে আপনাদের কুলকেতু, কুলপ্রদীপ, কুলপর্বত, কুলাবতংস, কুলকীর্তিকর, কুলদিনকর, কুলাধার, কুলনন্দন, কুলযশস্কর, কুলপাদপ, কুলবিবর্ধন, সুকুমার হস্তপদযুক্ত, পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও দেহের হীনতা বা ন্যূনতাবিহীন, সুলক্ষণ ও শুভব্যঞ্জকগুণযুক্ত, দৈর্ঘ্য, উচ্চতা ও ওজন প্রভৃতিতে প্রমাণানুরূপ, সর্বাঙ্গসুন্দর, শশীর ন্যায় সৌম্যদর্শন, কান্ত, প্রিয়দর্শন এবং সুরূপ একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিবেন ॥ ৭৯ ॥

তারপর সেই বালকের বাল্য গত হইলে [ধীরে ধীরে] সে বয়োঅন্ত জ্ঞান ও [সর্বাঙ্গের] মাত্রায় পরিণত যৌবন লাভ করিবে। যৌবন-প্রাপ্তি হইলে সে শূর, বীর ও বিক্রমশালী হইবে এবং বিস্তীর্ণ বিপুল বলবাহনসহ রাজ্যের অধীশ্বর ও রাজা হইবে অথবা ত্রৈলোক্যনায়ক ধর্মবর চক্রবর্তী জিন হইবে ॥ ৮০ ॥

তাই বলিতেছি, দেবানুপ্রিয়! অতি উদার ত্রিশলা ক্ষত্রিয়াণীর দেখা এই স্বপ্নগুলি। নিশ্চয়ই কল্যাণকর, দেবানুপ্রিয়! ত্রিশলা ক্ষত্রিয়াণীর দেখা এই স্বপ্নগুলি। শিব, ধন্য, মঙ্গলাকর, শ্রীসম্পন্ন আরোগ্য-তুষ্টি-

মংগল্লকারগা ণং দেবাণুপ্পিয়া! তিসলাএ খত্তিয়াণীএ সুমিণা দিট্‌ঠা ॥ ৮১ ॥

ততে সে সিদ্ধত্থে রায়া তেসিং সুমিণ-লক্‌খণ-পাঢ়গাণং এয়মট্‌ঠং সোচ্চা নিসম্ম হট্‌ঠ তুট্‌ঠ [পু⁰ বা⁰ ৩] জাব হিয়এ করয়ল-[পু⁰ বা⁰ ৫] জাব কট্টু তে সুমিণ-লক্‌খণ-পাঢ়গে এবং বয়াসী ॥ ৮২ ॥

এবমেয়ং দেবাণুপ্‌পিয়া! ইচ্ছিয়মেয়ং পড়িচ্ছিয়মেয়ং ইচ্ছিয়-পড়িচ্ছিয়মেয়ং দেবাণুপ্‌পিয়া! সচ্চে ণং এসমট্‌ঠে সে, জহেয়ং তুব্‌ভে বয়হ'ত্তি কট্টু তে সুমিণে সম্মং পড়িচ্ছই। পড়িচ্ছিত্তা তে সুমিণ-লক্‌খণ-পাঢ়এ বিউলেণং অসণেণং পুপ্‌ফ-বত্থ-গংধমল্লালংকারেণং সক্কারেতি সম্মাণেতি, সক্কারিত্তা সম্মাণিত্তা বিউলং জীবিয়ারিহং পীইদাণং দলয়তি। দলয়িত্তা পড়িবিসজ্জেই ॥ ৮৩ ॥

ততে ণং সে সিদ্ধত্থে খত্তিএ সীহাসণাও অব্‌ভুট্‌ঠেই। অব্‌ভুট্‌ঠিত্তা জেণেব তিসলা খত্তিয়াণী জবণিয়ংতরিয়া, তেণেব উবাগচ্ছই। উবাগচ্ছিত্তা তিসলং খত্তিয়াণিং এবং বয়াসী ॥ ৮৪ ॥

এবং খলু, দেবাণুপ্‌পিএ! সুমিণ-সত্থংসি বায়ালীসং সুবিণা

দীর্ঘায়ুষ্ক-বিধায়ক এবং কল্যাণ ও মঙ্গলের হেতু ত্রিশলা ক্ষত্রিয়াণীর দেখা এই স্বপ্নগুলি ॥ ৮১ ॥

তারপর সিদ্ধার্থ রাজা সেই স্বপ্ন-লক্ষণ-পাঠকদিগের এই কথা [কানে] শুনিয়া ও [ধ্যানে] ধারণা করিয়া হৃষ্টচিত্ত, আনন্দিত ও প্রীতিমনাঃ হইলেন। পরমসৌমনস্যবশে হর্ষ-বিসারিতহৃদয় হইলেন এবং [বৃষ্টি-]ধারায় আহত কদম্ববৎ তাঁহার লোমকূপসকল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি করতলে বদ্ধ অঞ্জলির দশনখ মাথায় ঠেকাইয়া সেই স্বপ্ন-লক্ষণ-পাঠকগণকে এই কথা বলিলেন ॥ ৮২ ॥

"ভো দেবানুপ্রিয়গণ! এ কথা যথার্থ। ভো দেবানুপ্রিয়গণ! এ কথা প্রকৃত। ভো দেবানুপ্রিয়গণ! এ কথাই সত্য। ভো দেবানু-প্রিয়গণ! ইহাতে সন্দেহ নাই। ভো দেবানুপ্রিয়গণ! ইহাই অভীপ্সিত। ভো দেবানুপ্রিয়গণ! ইহাই প্রত্যভীপ্সিত। ভো দেবানুপ্রিয়গণ! আপনারা যে অর্থ বলিলেন তাহা সবই সত্য।" এই বলিয়া তিনি সেই স্বপ্নগুলি সম্যক্ বরণ করিয়া লইলেন। লইয়া সেই স্বপ্নলক্ষণ-পাঠকদিগকে বিপুল অশন, পুষ্প-বস্ত্র-গন্ধ-মাল্য-অলঙ্কারাদি দিয়া সৎকার করিলেন, সম্মানিত করিলেন। করিয়া জীবিকার উপযোগী বিপুল প্রীতিদান দেওয়াইলেন। তারপর তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন ॥ ৮৩ ॥

তারপর সেই সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয় সিংহাসন হইতে উঠিলেন। উঠিয়া যেখানে যবনিকান্তরালে ত্রিশলা ক্ষত্রিয়াণী ছিলেন সেইখানে গেলেন। গিয়া ত্রিশলা ক্ষত্রিয়াণীকে এই কথা বলিলেন ॥ ৮৪ ॥

ওগো দেবানুপ্রিয়ে! স্বপ্নশাস্ত্রে বিয়াল্লিশটি [সাধারণ] স্বপ্ন ও ত্রিশটি মহাস্বপ্ন, একুনে বাহাত্তরটি স্বপ্ন দৃষ্ট হইয়াছে। তারমধ্যে, ওগো দেবানুপ্রিয়ে! অর্হৎ-গণের মাতারা অথবা চক্রবর্তিগণের মাতারা যখন তাঁহাদের কুক্ষিতে কোনও অর্হৎ বা কোনও চক্রধর প্রবেশ করেন তখন

[পু০ বা০ ৯। ৭৪-৭৮ জি০ চ০] জাব এগং মহাস্নুমিণাণং পাসিত্তা ণং পড়িবুজ্ঝংতি ॥ ৮৫

ইমেয়াণিং তুমে, দেবাণুপ্পিএ! চোদ্দস মহাস্নুমিণা দিট্‌ঠা। তং ওরালা ণং তুমে [পু০ বা০ ১০। জি০ চ০ ৭৯-৮০] জাব জিণে বা তেল্লোক্ক-নায়গে ধম্ম-বর-চক্কবট্‌টী ॥ ৮৬ ॥

এই ত্রিশটি মহাস্বপ্নের মধ্যে চৌদ্দটি চৌদ্দটি দেখিয়া জাগরিত হন। সেই চৌদ্দটি স্বপ্ন এই: গজ, বৃষভ, সিংহ, অভিষেক, পুষ্পদাম, শশী দিনকর, ধ্বজ, কুম্ভ, পদ্মসরোবর, সাগর, বিমানভবন, রত্নোচ্চয় ও অগ্নি-শিখা। বাসুদেবেরা গর্ভে প্রবেশ করিবার সময় [গর্ভধারিণীরা] ঐ চৌদ্দটি মহাস্বপ্নের যে-কোনও সাতটি দেখিয়া জাগরিত হন। বলদেবেরা গর্ভে প্রবেশ করিবার সময় বলদেব-জননীরা এই চৌদ্দটি মহাস্বপ্নের মধ্যে যে-কোনও চারিটি দেখিয়া জাগরিত হন। মাণ্ডলিকগণ গর্ভে প্রবেশ করিবার সময় মাণ্ডলিক-জননীরা এই চৌদ্দটি মহাস্বপ্নের মধ্যে একটিমাত্র দেখিয়া জাগরিত হন॥ ৮৫ ॥

এইগুলির মধ্যে দেবানুপ্রিয়ে! চৌদ্দটি মহাস্বপ্নই তোমার দেখা হইয়াছে। সুতরাং দেবানুপ্রিয়ে! নিশ্চয়ই তোমার দেখা স্বপ্নগুলি উদার। নিশ্চয়ই দেবানুপ্রিয়ে! তোমার দেখা স্বপ্নগুলি কল্যাণকর, শিব, ধন্য, মাঙ্গল্যকর, শ্রীসম্পন্ন, আরোগ্য-তুষ্টি-দীর্ঘায়ুষ্কত্ব-বিধায়ক এবং অশেষ কল্যাণ ও মঙ্গলের সূচনাকারক। অর্থলাভ [সূচিত হইতেছে] ওগো দেবানুপ্রিয়ে! ভোগলাভ [সূচিত হইতেছে] ওগো দেবানু-প্রিয়ে! পুত্রলাভ [সূচিত হইতেছে] ওগো দেবানুপ্রিয়ে! সৌখ্য-লাভ [সূচিত হইতেছে] ওগো দেবানুপ্রিয়ে! তুমি পূর্ণ নয় মাস ও সাড়ে সাত রাত্রিদিন গত হইলে আমাদের কুলকেতু, কুলপ্রদীপ, কুল-পর্বত, কুলাবতংস, কুলতিলক, কুলকীর্তিকর, কুলদিনকর, কুলাধার, কুলনন্দন, কুলযশস্কর, কুলপাদপ, কুলবিবর্ধন, সুকুমার হস্ত-পদযুক্ত, পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও দেহের হীনতা বা ন্যূনতাবিহীন, সুলক্ষণ ও শুভব্যঞ্জকগুণযুক্ত, দৈর্ঘ্য, উচ্চতা ও ওজন প্রভৃতিতে প্রমাণানুরূপ, সর্বাঙ্গসুন্দর, শশীর ন্যায় সৌম্যদর্শন, কান্ত, প্রিয়দর্শন এবং সুরূপ একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিবে। তারপর সেই বালকের বাল্য গত হইলে [ধীরে ধীরে] সে বয়োজ্য জ্ঞান ও [সর্বাঙ্গের] মাত্রায় পরিণত যৌবন লাভ করিবে। যৌবন প্রাপ্ত হইলে সে শূর বীর ও বিক্রমশালী হইবে এবং বিস্তীর্ণ বিপুল বলবাহনসহ রাজ্যের অধীশ্বর ও রাজা হইবে অথবা ত্রৈলোক্যনায়ক, ধর্মবরচক্রবর্তী জিন হইবে॥ ৮৬ ॥

ততে ণং সা খত্তিয়াণী এয়মট্‌ঠং সোচ্চা নিসম্ম হট্‌ঠ-তুট্‌ঠ [পু° বা° ৩] জাব-হিয়য়া করয়ল-[পু° বা° ৫] জাব কট্টু তে সুমিণে সম্মং পড়িচ্ছই ॥ ৮৭ ॥

পড়িচ্ছিত্তা সিদ্ধত্থেণং রন্না অব্‌ভণুন্নায়া সমাণী নাণা-মণি-রয়ণ-ভত্তি-চিত্তাও ভদ্দাসণাও অব্‌ভুট্‌ঠেই। অব্‌ভুট্‌ঠিত্তা অতুরিয়ং অচবলং অসংভংতাএ অবিলংবিয়াএ রায়-হংস-সরিসীএ গঈএ জেণেব সএ ভবণে তেণেব উবাগচ্ছতি। উবাগচ্ছিত্তা সয়ং ভবণং অণুপবিট্‌ঠা ॥ ৮৮ ॥

জপ্‌পভিইং চ ণং সমণে ভগবং মহাবীরে তং নায়-কুলং সাহরিএ, তপ্‌পভিইং চ ণং বহবে বেসমণ-কুংড-ধারিণো তিরিয়-জংভয়া দেবা সক্কবয়ণেণং সে জাইং ইমাইং পুরা-পোরাণাইং মহা-নিহাণাইং ভবংতি—তং জহা: পহীণ-সামিয়াইং পহীণ-সেউয়াইং পহীণ-গোত্তাগারাইং উচ্ছিন্ন-সামিয়াইং উচ্ছিন্ন-সেউয়াইং উচ্ছিন্ন-গোত্তাগারাইং গামাগর - নগর - খেড় - কব্‌বড় - মড়ংব-দোণমুহ-পট্টণাসম-সংবাহা-সন্নিবেসেসু সিংঘাড়এসু বা তিএসু বা চউক্কেসু বা চচ্চরেসু বা চউমুহেসু বা মহাপহেসু বা গামট্‌-ঠাণেসু বা নগরট্‌ঠাণেসু বা গাম-নিদ্ধমণেসু বা নগর-নিদ্ধমণেসু বা আবণেসু বা দেবকুলেসু বা সভাসু বা পবাসু বা আরামেসু বা উজ্জাণেসু বা বণেসু বা বণসংডেসু বা সুসাণ-সুন্নাগার-গিরি - কংদর - সংতি - সংধি - সেলোবট্‌ঠাণ - ভবণ-গিহেসু বা

তারপর সেই ত্রিশলা ক্ষত্রিয়াণী এই কথা [কান দিয়া] শুনিয়া ও [মন দিয়া] বুঝিয়া হৃষ্টচিত্তা আনন্দিতা ও প্রীতিযুক্তা হইলেন। পরম সৌমনস্য জন্য হর্ষবশে তাঁহার হৃদয় বিসারিত হইল। বৃষ্টিধারায় আহত কদম্ববৎ তাঁহার লোককূপগুলি সমুচ্ছ্বসিত হইল। করতলে বদ্ধ অঞ্জলির দশনখ মাথায় ঠেকাইয়া তিনি ঐ স্বপ্নগুলি সম্যক্ বরণ করিয়া লইলেন ॥ ৮৭ ॥

স্বপ্নবরণের পর রাজা সিদ্ধার্থের অনুমতি লইয়া তিনি নানা মণিরত্নে খচিত বিবিধ চিত্রে চিত্রিত ভদ্রাসন হইতে উঠিয়া অত্বরিত অচপল, অবিহ্বল, অবিলম্বিত রাজহংসতুল্য গতিতে যেখানে নিজ ভবন সেইখানে গেলেন। গিয়া স্বভবনে প্রবেশ করিলেন ॥ ৮৮ ॥

যখন হইতে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর সেই জ্ঞাতিকুলে প্রবেশ করেন তখন হইতে শক্রের আদেশে বহু বৈশ্রবণ-কুণ্ডধারী (অর্থাৎ কুবেরের ভৃত্য) তির্যগ্‌যোনি জৃম্ভক দেবগণ পুরাকালীন পুরাতন [উত্তরাধিকারি-বিহীন] বহু ধনরত্ন আনিয়া সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয়ের গৃহে রাখিতে লাগিল। সেগুলির বিবরণ এইরূপ : যে-সব ধনরত্নের কোনও অধিকারী নাই. সেবক নাই, গোত্ররক্ষক নাই, অথবা যে-সব ধনরত্নের অধিকারী, সেবক বা গোত্ররক্ষক উচ্ছিন্ন (লুপ্ত) হইয়াছে সেই-সব ধনরত্ন। গ্রামে, আকরে (খনিতে,) (করহীন) নগরে, খেটে (অর্থাৎ মৃৎপ্রাকার-বেষ্টিত নগরে), কর্বটে (কুনগরে), মড়ম্বপট্টনে (যে পট্টনের চতুর্দিকে অর্ধযোজন মধ্যে গ্রাম), দ্রোণমুখ পট্টনে (জলপথে বা স্থলপথে স্থিত নগরে), আশ্রমে (মুনিস্থান বা তীর্থস্থানে), সংবাহে (কৃষিলব্ধ ধান্যাদি যেখানে সংবাহিত ও সঞ্চিত হয়), সন্নিবেশে (সার্থ-শকটাদির সন্নিবেশস্থানে, চটিতে), সিংঘাটকে (যাত্রিগণের বিশ্রামস্থানে, মুসাফিরখানায়), ত্রিকোণ স্থানে, চতুষ্কোণ স্থানে, চত্বরে, চৌমাথায়, মহাপথে (শ্মশানপথে), বিলুপ্ত গ্রামের ভিটায়, লুপ্ত নগরের ভিটায়, গ্রামের জলনির্গমপথে, নগরের জলনির্গমপথে, আপণ স্থানে (হাটে),

সংনিকৃখিত্তাইং চিট্‌ঠংতি—তাইং সিদ্ধত্থ-রায়-ভবণংসি সাহরংতি ॥ ৮৯

জং রয়ণিং চ ণং সমণে ভগবং মহাবীরে নায়-কুলংসি সাহরিএ তং রয়ণিং চ ণং নায়কুলং হিরন্নেণং বড্‌ঢিত্থা, সুবন্নেণং বড্‌ঢিত্থা, ধণেণং ধন্নেণং রজ্জেণং রট্‌ঠেণং বড্‌ঢিত্থা, বলেণং বাহণেণং কোসেণং কোট্‌ঠাগারেণং পুরেণং অংতেউরেণং জণবএণং জস-বাএণং বড্‌ঢিত্থা, বিপুল-ধণ-কণগ-রয়ণ-মণি-মোত্তিয়-সংখ-সিল-প্‌পবাল-রত্ত-রয়ণমাইএণং সংত-সার - সাবইজ্জেণং - অঈব পীই - সক্কার - সমুদয়েণং অভিবড্‌ঢিত্থা। ততে ণং সমণস্‌স অম্মা-পিউণং অয়মেয়ারূবে অজ্‌ঝত্থিএ চিংতিএ পত্থিএ মণোগএ সংকপ্‌পে সমুপ্‌পজ্জিত্থা ॥ ৯০ ॥

জপ্‌পভিইং চ ণং অম্‌হং এস দারএ কুচ্ছিংসি গব্‌ভত্তাএ বক্কংতে, তপ্‌পভিইং চ ণং অম্‌হে হিরন্নেণং বড্‌ঢামো, সুবন্নেণং বড্‌ঢামো, ধণেণং ধন্নেণং রজ্জেণং রট্‌ঠেণং বলেণং বাহণেণং কোসেণং কোট্‌ঠাগারেণং পুরেণং অংতউয়েণং জণবএণং বড্‌ঢামো, বিপুল - ধণ - কণগ - রয়ণ - মণি - মোত্তিয়-সংখ-সিল-প্‌পবাল-রত্তরয়ণমাইএণং সংত-সার-সাবএজ্জেণং পীই-সক্কারেণং অঈব অভিবড্‌ঢামো, তং জয়া ণং অম্‌হং এস দারএ জাএ ভবিস্‌সই, তয়া ণং অম্‌হে এয়স্‌স দারগস্‌স এয়াণুরূবং গোন্নং গুণ-নিপ্‌ফন্নং নামধিজ্জং করিস্‌সামো 'বদ্ধমাণো'ত্তি ॥ ৯১ ॥

তএ ণং সমণে ভগবং মহাবীরে মাউ - অণুকংপণট্‌ঠাএ নিচ্চলে নিপ্‌ফংদে নিরেয়ণে অল্লীণ-পল্লীণ-গুত্তে য়াবি হোত্থা।

দেউলে, সভাস্থলে, প্রপাতস্থলে (নির্ঝর বা কূপজল পতনের স্থানে) আরামে (বাগানে, পার্কে), উদ্যানে, বনে, ঝাড়-ঝোঁপে (বনষণ্ডে), শ্মশানে, শূন্যগৃহে, গিরিকন্দরে, শান্তিগৃহে (বিশ্রামগৃহে, waiting roomএ), সন্ধিগৃহে (চোরকুঠরিতে) শৈলোপস্থানগৃহে (পর্বতস্থিত মিলনস্থানে) অথবা শৈল-ভবনে সঞ্চিত বা নিক্ষিপ্ত যে-সব ধনরত্ন ॥ ৮৯ ॥

যে রজনীতে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর জ্ঞাতি-কুলে প্রবেশ করেন সেই রজনীতেই ঐ জ্ঞাতিকুলে হিরণ্য (= রজত) বৃদ্ধি, সুবর্ণবৃদ্ধি, ধনবৃদ্ধি, ধান্যবৃদ্ধি, রাজ্যবৃদ্ধি, রাষ্ট্রবৃদ্ধি, বলবৃদ্ধি, বাহনবৃদ্ধি, কোষবৃদ্ধি, কোষ্ঠাগারবৃদ্ধি, পুরবৃদ্ধি, অন্তঃপুরবৃদ্ধি, জনপদবৃদ্ধি, যশোবাদবৃদ্ধি হইয়াছিল ; এবং বিপুল ধন, কনক, রত্ন, মণি, মৌক্তিক, শঙ্খ, শিলা, প্রবাল, রক্তরত্ন আদি প্রকৃত মূল্যবান্ সার-সম্পদ্ সবই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। প্রীতি-সৎকারাদি সৎকর্মও অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তারপর শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের মাতাপিতার মনোমধ্যে ব্যাকুল-ভাবে এইরূপ একটি অভীষ্ট প্রার্থনা সংকল্পিত হইয়াছিল ॥ ৯০ ॥

যখন হইতে আমাদের এই বালক কুক্ষিমধ্যে আসিয়াছে, তখন হইতেই আমাদের হিরণ্যবৃদ্ধি, সুবর্ণবৃদ্ধি, ধনবৃদ্ধি, ধান্যবৃদ্ধি, রাজ্যবৃদ্ধি, রাষ্ট্রবৃদ্ধি, বলবৃদ্ধি, বাহনবৃদ্ধি, কোষবৃদ্ধি, কোষ্ঠাগারবৃদ্ধি, পুরবৃদ্ধি, অন্তঃপুরবৃদ্ধি, জনপদবৃদ্ধি হইয়াছে এবং ধন, কনক, রত্ন, মণি, মৌক্তিক, শঙ্খ, শিলা, প্রবাল, রক্তরত্ন আদি প্রকৃত মূল্যবান্ সার সম্পদ্ (স্বাপতেয়) সবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রীতি সৎকারাদি সৎকর্মেও আমরা অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছি। সেজন্য যখন এই বালক ভূমিষ্ঠ হইবে তখন এই সর্ব-গুণান্বিত (গুণ্য), সর্ব-গুণ-সম্পন্ন বালকের এই সকল গুণের অনুরূপ নাম 'বর্ধমান' রাখিব ॥ ৯১ ॥

তারপর শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর মায়ের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনের জন্য [গর্ভমধ্যে] নিশ্চল, নিস্পন্দ, অনড়, সংকুচিত ও গুপ্ত হইলেন। তখন সেই ত্রিশলা ক্ষত্রিয়াণীর মনোমধ্যে ব্যাকুলভাবে এইরূপ একটি

তএণং তীসে তিসলাএ খত্তিয়াণীএ অয়মেয়ারূবে [পু০ বা০ ১১। জি০ চ০ ৯০] জাব সমুপ্পজ্জিত্থা। হড়ে মে সে গব্ভে, মড়ে মে সে গব্ভে, চুএ মে সে গব্ভে, গলিএ মে সে গব্ভে ; এস মে গব্ভে পুব্বিং এয়ই, ইয়াণিং নো এয়ই 'ত্তি কট্টু ওহয়-মণ-সংকপ্পা চিংতা-সোগ-সাগরং পবিট্ঠা করয়ল-পল্হত্থ-মুহী অট্টজ্ঝাণোবগয়া ভূমি-গয়-দিট্ঠিয়া ঝিয়াই। তং পি য় সিদ্ধত্থ-রায়-ভবণং উবরয়-মুইংগ-তংতী-তলতাল-নাড়ইজ্জ-জণং অণুজ্জং দীণ-বিমণং বিহরই ॥ ৯২ ॥

তএ ণং সমণে ভগবং মহাবীরে মাউএ এয়মেয়ারূবং অজ্ঝত্থিয়ং পত্থিয়ং মণোগয়ং সংকপ্পং সমুপ্পন্নং বিজাণিত্তা এগ-দেসেণং এয়ই ॥ ৯৩ ॥

তএ ণং সা তিসলা খত্তিয়াণী তং গব্ভং এয়মাণং বেবমাণং চলমাণং ফংদমাণং জাণিত্তা হট্ঠ-তুট্ঠ [পু০ বা০ ৩] জাব হিয়য়া এবং বয়াসী। নো খলু মে গব্ভে হড়ে [পু০ বা০ ১২। জি০ চ০ ৯২] জাব নো গলিএ এস মে গব্ভে, পুব্বিং নো এয়ই, ইয়াণিং এয়ই 'ত্তি কট্টু হট্ঠ-তুট্ঠ [পু০ বা০ ৩] জাব হিয়য়া এবং বা বিহরই। তএ ণং সমণে ভগবং মহাবীরে গব্ভত্থে ইমেয়ারূবং অভিগ্গহং অভিগিণ্হই। নো খলু মে কপ্পই অম্মা-পিঈহিং জীবংতেহিং মুংডে ভবিত্তা অগার-বাসাও অণা-গারিয়ং পব্বইত্তএ। ॥ ৯৪ ॥

তএ ণং সা তিসলা খত্তিয়াণী ণ্হায়া কয়-বলি-কম্মা কয়-কোউয়-মংগল-পায়চ্ছিত্তা সব্বালংকার - বিভূসিয়া নাই-সীএহিং নাই-উণ্হেহিং নাই-তিত্তেহিং নাই-কড়ুএহিং নাই-কসাএহিং

প্রার্থনার ভাব সংকল্পিত হইয়াছিল। আমার সেই গর্ভ হৃত হইয়াছে, আমার সেই গর্ভ মৃত হইয়াছে, আমার সেই গর্ভ চ্যুত হইয়াছে; আমার সেই গর্ভ নষ্ট [গলিত] হইয়াছে। আমার এই গর্ভ পূর্বে নড়িত, এখন নড়ে না। এই বলিয়া আমার সব মনস্কামনা নষ্ট হইল মনে করিয়া চিন্তা ও শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়া করতল-ন্যস্ত (পর্যস্ত) মুখী হইয়া কাতর (আর্ত) চিন্তায় অভিভূত হইয়া ভূতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন। -এবং সিদ্ধার্থের রাজভবনে মৃদঙ্গ, বীণা করতাল বাদ্যাদিসহ সঙ্গীতাভিনয় উপরত (বন্ধ) হওয়াতে লোকজন নিরুৎসাহ, দীন ও বিমনা হইয়া রহিল ॥ ২ ॥

তারপর শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর মাতার মনোমধ্যে ব্যাকুল প্রার্থনা সংকল্পিত হইয়াছে জানিয়া একপাশে একটু নড়িলেন ॥ ৯৩ ॥

তারপর ত্রিশলা ক্ষত্রিয়াণী তাঁহার সেই গর্ভটি নড়িতেছে, কাঁপিতেছে, চলিতেছে, স্পন্দিত হইতেছে জানিয়া হৃষ্টচিত্তা, আনন্দিতা, প্রীতিসম্পন্না ও পরম সৌমনস্যযুক্তা হইলেন। হর্ষবশে তাঁহার হৃদয় বিসারিত হইল। তিনি বলিলেন: না, না, আমার গর্ভ হৃত হয় নাই; আমার গর্ভ মৃত হয় নাই; আমার গর্ভ চ্যুত হয় নাই; আমার গর্ভ নষ্ট (গলিত) হয় নাই। পূর্বে নড়িত না, এখন নড়িতেছে। এই বলিয়া হৃষ্টচিত্তা, আনন্দিতা, প্রীতিসম্পন্না, পরম সৌমনস্যযুক্তা ও হর্ষবশে বিসারিতহৃদয়া হইয়া এইভাবে (অর্থাৎ আনন্দে) কাল কাটাইতে লাগিলেন। তখন শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর গর্ভে থাকিয়া এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলেন; 'মাতাপিতা জীবিত থাকিতে আমার শিরোমুণ্ডনপূর্বক আগার-বাস ত্যাগ করিয়া অনাগারিত্ব প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা উচিত হইবে না।' ॥ ৯৪ ॥

তারপর ত্রিশলা ক্ষত্রিয়াণী [প্রত্যহ] স্নান করেন, [বাস্তুদেবতা-দিগের] বলিকর্ম করেন, কৌতুককর্ম (অর্থাৎ দূর্বাঙ্কুর, দধি-অক্ষত-সর্পপাদি যোগে মঙ্গলাচরণ) এবং প্রায়শ্চিত্ত (অর্থাৎ দুঃস্বপ্নাদি দোষ

নাই-অংবিলেহিং নাই-মহুরেহিং নাই-নিদ্ধেহিং নাই-লুক্খেহিং নাই-উল্লেহিং নাই-সুক্খেহিং সব্বত্তু-ভয়মাণ-সুহেহিং ভোয়ণ-চ্ছায়ণ-গংধমল্লেহিং ববগয়-রোগ-সোগ - মোহ-ভয়-পরিস্সমা সা জং তস্স গব্ভস্স হিয়ং মিয়ং পচ্ছং গব্ভপোসণং তং দেসে য় কালে য় আহারমাহারেমাণী বিবিত্ত-মউএহিং সয়ণাসণেহিং পইরিক্ক - সুহাএ মণাণুকূলাএ বিহারভূমীএ পসত্থ - দোহলা সংপুন্ন-দোহলা সংমাণিয়-দোহলা অবিমাণিয়-দোহলা বোচ্ছিন্ন-দোহলা বিবণীয়-দোহলা সুহং সুহেণং আসয়ই সয়ই চিট্ঠই নিসীয়ই তুয়ট্টই, সুহং সুহেণং তং গব্ভং পরিবহই ॥ ৯৫ ॥

তেণং কালেণং তেণং সমএণং সমণে ভগবং মহাবীরে জে সে গিম্হাণং পঢ়মে মাসে দোচ্চে পক্খে চিত্ত-সুদ্ধে তস্স ণং চিত্ত-সুদ্ধস্স তেরসী - দিবসেণং নবণ্হং মাসাণং বহুপড়িপুন্নাণং অদ্ধট্ঠমাণং রাইংদিয়াণং বিইক্কংতাণং [উচ্চট্ঠাণ - গএসু গহেসু পঢ়মে চংদ-জোগে সোমাসু দিসাসু বিতিমিরাসু বিসুদ্ধাসু জইএসু সব্ব - সউণেসু পয়াহিণাণুকূলংসি ভূমি - সপ্পিংসি মারুয়ংসি পবায়ংসি নিপ্ফন্ন - মেয়ণীয়ংসি কালংসি পমুইয়-পক্কিলিএসু সব্ব - জণবএসু] পুব্ব - রত্তাবরত্ত - কাল-সময়ংসি হত্থুত্তরাহিং নক্খত্তেণং জোগমুবাগএণং আরোগ্গারোগ্গং দারয়ং পয়ায়া ॥ ৯৬ ॥

[জং রয়ণিং চ ণং সমণে ভগবং মহাবীরে জাএ, তং রয়ণিং

নাশের জন্য অথবা নেত্র দোষ পরিহারার্থ পাদস্পর্শাদিকর্ম) করেন, সর্বালঙ্কার দেহ বিভূষিত করেন, নাতি-শীত, নাতি-উষ্ণ, নাতি-তিক্ত, নাতি-কটু, নাতি-কষায়, নাতি-অম্ল, নাতি-মধুর, নাতি-স্নিগ্ধ, নাতি-রূক্ষ, নাতি-আর্দ্র, নাতি-শুষ্ক, সর্ব ঋতুতে সুখকর, ভোজন, আচ্ছাদন এবং গন্ধ-মাল্যাদি ব্যবহার করেন। তার ফলে রোগ, শোক, মোহ, ভয় ও পরিশ্রম অপগত হয়। যেরূপ আহার তাঁহার গর্ভের পক্ষে হিতকর, পরিমিত, পথ্য, গর্ভপোষণক্ষম ও দেশ-কালের অনুরূপ, তাহাই আহার করেন। অনন্তস্পৃষ্ট, সুকোমল শয্যা ও আসনে [শয়ন ও উপবেশন করেন], বিরেচন-সুখকর ব্যবহার করেন, মনোরঞ্জন বিহারভূমিতে বিচরণ করেন। তাঁহার সর্ববিধ দোহদ প্রশস্তভাবে, সংপূর্ণভাবে সম্মানিত ও পালিত হয়। তাঁহার কোনও দোহদ (সাধ) উপেক্ষিত হয় নাই; একটি একটি করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাঁহার প্রত্যেকটি দোহদ (সাধ) মিটানো হয়। শয়নের সুখ, অবস্থানের সুখ, উপ-বেশনের সুখ, আশ্রয়ের সুখ, ত্বক্-প্রসাধনের সুখ প্রভৃতি সর্বসুখে সুখিনী হইয়া তিনি গর্ভ-ভার বহন করিতে লাগিলেন ॥ ৯৫ ॥

সেইকালে সেই সময়ে গ্রীষ্ম ঋতুর প্রথম মাসের দ্বিতীয় পক্ষে, চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে, শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে পূর্ণ নয়মাস ও সাড়ে সাত দিন গত হইলে [গ্রহগণ যখন উচ্চ-স্থানগত, প্রথম চন্দ্রযোগে দিক্‌সমূহ যখন নির্মল, অন্ধকারহীন ও জ্যোতিষ-বিশুদ্ধকালে সর্বশকুন যখন শুভ, অনুকূল দক্ষিণ বায়ু যখন ভূমি স্পর্শ করিয়া বহিতেছিল, মেদিনী যখন শস্যপূর্ণা, সর্বজানপদগণ যখন প্রমুদিত ও ক্রীড়ারত] অর্ধরাত্র-সময়ে হস্তোত্তরা (অর্থাৎ উত্তরফল্গুনী) নক্ষত্রে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর সুস্থদেহা ত্রিশলার পুত্ররূপে আরোগ্যযুক্ত দেহে প্রসূত হন ॥ ৯৬ ॥

[যে রজনীতে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর ভূমিষ্ঠ হন, সেই রজনীতে বহু দেব ও বহু দেবীর অবতরণ ও উৎপতনে সর্বস্থান উদ্যোতিত হইয়াছিল।]

যে রজনীতে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর ভূমিষ্ঠ হন সেই রজনীতে বহু

চ ণং ৰহূহিং দেবেহিং দেবীহি য় উবয়ংতেহি য় উপ্পয়ংতেহি য় উজ্জোবিয়া বি হোত্থা।]

জং রয়ণিং চ ণং সমণে ভগবং মহাবীরে জাএ, তং রয়ণিং চ ণং বহূহিং দেবেহিং দেবীহি য় উবয়ংতেহিং উপ্পয়ংতেহিং (দেবুজ্জোএ এগালোএ লোএ দেব-সন্নিবায়া) উপ্পিংজল-মাণ-ভূয়া কহকহগ-ভূয়া য়াবি হোত্থা ॥ ৯৭ ॥

জং রয়ণিং চ ণং সমণে ভগবং মহাবীরে জাএ, তং রয়ণিং চ ণং বহবে বেসমণ-কুংডধারী তিরিয়-জংভগা দেবা সিদ্ধত্থ-রায়-ভবণংসি হিরন্নবাসং চ সুবন্নবাসং চ বইরবাসং চ বত্থবাসং চ আভরণবাসং চ পত্তবাসং চ পুপ্ফবাসং চ ফলবাসং চ ৰীয়বাসং চ মল্লবাসং চ গংধবাসং চ বন্নবাসং চ চুন্নবাসং চ বসুহারবাসং চ বাসিংসু। [পিয়ট্ঠয়াএ পিয়ং নিবেএমো, পিয়ং তে ভবউ মউড়বজ্জং জহা মালিয়ং উমোয়ং মত্থএ ধোয়ই।] ॥ ৯৮ ॥

তএ ণং সিদ্ধত্থে খত্তিএ ভবণবই-বাণ-মংতর-জোইস-বেমাণি-এহিং দেবেহিং তিত্থয়র-জম্মণ-অভিসেয়-মহিমাএ কয়াএ সমাণীএ পচ্চূস-কাল-সময়ংসি নগরগুত্তিএ সদ্দাবেই। সদ্দাবিত্তা এবং বয়াসী ॥ ৯৯ ॥

খিপ্পমেব, ভো দেবাণুপ্পিয়া! কুংডপুরে নগরে চারগ-সোহণং করেহ। করিত্তা মাণুম্মাণ-বদ্ধণং করেহ। করিত্তা কুংডপুরং নগরং সব্ভিংতর-ৰাহিরিয়ং আসিয়-সংমজ্জি-উবলেবিয়ং সংঘাড়গ-তিয়-চউক্ক-চচ্চর-চউম্মুহ-মহাপহ-পহেসু সিত্ত-সুই-সংমট্ঠ-রচ্ছংতরাবণ-বীহিয়ং মংচাই-মংচ-কলিয়ং নাণা-বিহ-রাগ-ভূসিয়-জ্ঝয়-পড়াগ-মংডিয়ং লা-উল্লোইয়-মহিয়ং গোসীস-সরস-রত্ত-চংদণ-দদ্দর-দিন্ন-পংচংগুলী-তলং উবচিয়-বংদণ-কলসং বংদণ-ঘড়-সুকয়-তোরণ-পড়িহুবার-দেস-

দেব ও বহু দেবী নিয়ে আগমন ও উর্ধ্বে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া (দেবদ্যুতিতে আলোকিত জগতে দেবসন্নিপাত ঘটিয়াছিল) [সমস্ত জগৎ] ভয়চকিত ও 'কি হইল—কেন হইল' শব্দে শব্দায়মান হইয়াছিল ॥ ৯৭ ॥

যে রজনীতে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর ভূমিষ্ঠ হন সেই রজনীতে বৈশ্রবণ কুবেরের আজ্ঞাধারী বহু তির্যক্ ও জৃম্ভক দেবগণ (অর্থাৎ কিন্নরগণ) রাজা সিদ্ধার্থের ভবনে হিরণ্য (=রজত) বর্ষণ, সুবর্ণ বর্ষণ, বজ্র (=হীরক) বর্ষণ, বস্ত্রবর্ষণ, আভরণবর্ষণ, পত্রবর্ষণ, পুষ্পবর্ষণ, ফলবর্ষণ, বীজবর্ষণ, মাল্যবর্ষণ, গন্ধদ্রব্যবর্ষণ, বর্ণ (=চন্দন) বর্ষণ, চূর্ণ বর্ষণ ও বসু-ধারা বর্ষণ করিয়াছিল। ['প্রিয় প্রয়োজনে প্রিয় নিবেদন করি, তোমার প্রিয় হউক'—এই বলিয়া (পরিচারিকারা) মাথার মাল্যযুক্ত মুকুট খুলিয়া রাখিয়া মাথা ধোওয়াইল] ॥ ৯৮ ॥

তারপর ভবনপতি, ব্যন্তর, জ্যোতিষিক, বৈমানিক ও দেবগণ তীর্থকর-জন্ম-মাহাত্ম্য-জন্য কৃত্য সম্পাদন করিলে পর ক্ষত্রিয় সিদ্ধার্থ প্রত্যূষকালে নগর-গোপ্তৃগণকে ডাকিলেন। ডাকিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৯৯ ॥

ভো দেবানুপ্রিয়গণ! শীঘ্র কুণ্ডপুর নগরের কারাগার খুলিয়া বন্দীদিগকে মুক্ত করিয়া দাও। [বাজারের] মান ও মাপ (অর্থাৎ ওজন ও পরিমাপ) বাড়াইয়া দাও। কুণ্ডপুর নগরের অভ্যন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত রাস্তার চৌমাথা, তে-মাথা, চতুষ্কোণ স্থান, নগরচত্বর, চতুর্দ্বার গৃহ, মহাপথ (রাজপথ) প্রভৃতি সকল স্থানেই জলসেচন, সম্মার্জন ও উপলেপন করাও। বড় রাস্তার মাঝখানে ও দোকানের পথে অসংখ্য মঞ্চ নির্মাণ করাও এবং সেই মঞ্চগুলিকে নানাবর্ণে বিভূষিত ধ্বজ ও পতাকায় মণ্ডিত করাও। রঞ্জিত চন্দ্রাতপে সর্বস্থান শোভিত করাও। [খই (লাজ) ছড়াও এবং চাঁদোয়া (উল্লোচ) খাটাও।]

ভাগং আসত্তোসত্ত-বিপুল-বট্ট-বগ্ঘারিয়-মল্ল-দাম - কলাবং পংচ-বন্ন-সরস-সুরভি-মুক্ক-পুপ্ফ - পুংজোবয়ার - কলিয়ং কালাগুরু-পবর - কুংদুরুক্ক - তুরুক্ক-ডজ্ঝংত-ধূব-মঘমঘংত-গংধুদ্ধুয়াভিরামং সুগংধ-বর-গংধিয়ং গংধবট্টিভূয়ং নড়-নট্টগ-জল্ল - মল্ল - মুট্ঠিয়-বেলংবগ - কহগ - পাঢ়গ - লাসগ - আরক্খগ-লংখ-মংখ-তূণইল্ল-তুংববীণিয়-অণেগ-তালায়রাণুচরিয়ং করেহ য় কারাবেহ য়। করিত্তা য় কারবিত্তা য় জূয়-সহস্সং চ মুসল-সহস্সং চ উস্সবেহ। উস্সবিত্তা মম এয়ম্ আণত্তিয়ং পচ্চপ্পিণহ ॥ ১০০ ॥

তএ ণং তে কোড়ুংবিয়-পুরিসা সিদ্ধত্থেণং রন্না এবং বুত্তা সমাণা হট্ঠ তুট্ঠ [পু০ বা০ ৩] জাব হিয়য়া করয়ল-[পু০ বা০ ৫] জাব পড়িসুণিত্তা খিপ্পমেব কুংডপুরে নগরে চারগ-সোহণং [পু০ বা০ ১৩। জি০ চ০ ১০০] জাব উস্সবিত্তা জেণেব সিদ্ধত্থে

সরস গোশীর্ষ, রক্তচন্দন ও দর্দর নামক গন্ধদ্রব্য বাঁটিয়া তাহা লইয়া নানাস্থানে পঞ্চাঙ্গুলিযুক্ত করতলের ছাপ দেওয়াও। মঙ্গল-কলস সকল স্থাপন করাও। প্রতি তোরণের দ্বার-দেশভাগ বন্দন-ঘটে সুশোভিত করাও। ফুলের মালার সঙ্গে ফুলের মালা আলগা করিয়া ও ঘন করিয়া জড়াইয়া মোটা করিয়া সেই মোটা মালা দিয়া সব জায়গা সাজাইবার আদেশ দাও। শ্রেষ্ঠ কালাগুরু, কুন্দুরুক্ক, তুরুক্ক প্রভৃতির সহিত ধূপ পোড়াইয়া সমস্ত নগর সুগন্ধে মহ-মহ করিয়া তোল, আর গন্ধদ্রব্য ছড়াইয়া তাহার সুগন্ধে সমস্ত নগরটিকে একটি গন্ধবর্তিকা তুল্য করিয়া ফেল। নট, নর্ত্তক, জল্ল, মল্ল, মুষ্টিক, বিড়ম্বক, কথক, পাঠক, লাসক, আরক্ষক, লঙ্খ, মঙ্খ, তূণবাদক, তুম্ব-বীণাবাদক এবং তালাচর ও তাহাদের বহু অনুচর নিযুক্ত কর। তারপর যূপ-সহস্র ও মুসল-সহস্র সহ উৎসব আরম্ভ করিয়া দাও। উৎসব আরম্ভ করিয়া দিয়া আমার আদেশ পালন সংবাদ আমার নিকট জ্ঞাপন কর॥ ১০০ ॥

তারপর সেই কুটুম্ব-পুরুষগণ রাজা সিদ্ধার্থের নিকট এইরূপ আদেশ পাইয়া হৃষ্টচিত্ত, আনন্দিত, প্রীতিমনাঃ, পরমসৌমনস্যযুক্ত ও হর্ষবশে বিসারিত-হৃদয় হইয়া করতলে বদ্ধ অঞ্জলির দশনখ মাথায় ঠেকাইয়া 'যে আজ্ঞা, স্বামিন্!' বলিয়া বিনয়-বচনে তাঁহার আদেশ গ্রহণ করিল। তারপর কুণ্ডপুর নগরের কারাগার খুলিয়া বন্দিমোচন করিয়া দিল, ওজন ও মাপ বাড়াইয়া দিল। তারপর কুণ্ডপুর নগরের অভ্যন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত রাস্তার চৌমাথা, তেমাথা, চতুষ্কোণ, নগরচত্বর, চতুর্দ্বার গৃহ, রাজপথ প্রভৃতি সকল স্থানেই জলসেচন, সম্মার্জন ও উপলেপন করাইল। বড় বড় রাস্তার মধ্যস্থলে ও দোকানের পথে অসংখ্য মঞ্চ নির্মাণ করাইল এবং সেই মঞ্চগুলিকে নানাবর্ণে বিভূষিত ধ্বজ ও পতাকায় মণ্ডিত করাইল। রঞ্জিত চন্দ্রাতপে সর্বস্থান শোভিত করাইল। [লাজ-বিকিরণ ও চন্দ্রাতপ উত্তোলন করাইল।] সরস গোশীর্ষ, রক্তচন্দন ও দর্দর নামক গন্ধ দ্রব্য বাঁটিয়া সেই বাঁটনা লইয়া পঞ্চাঙ্গুলিযুক্ত করতলের ছাপ নানাস্থানে দেওয়াইল। মঙ্গল-কলস স্থাপিত হইল। প্রতি তোরণের দ্বারদেশ ভাগ বন্দনঘটে সুশোভিত করাইল। ফুলের মালার সঙ্গে ফুলের মালা

রায়া, তেণেব উবাগচ্ছংতি। উবাগচ্ছিত্তা করয়ল [পু° বা° ৫] জাব কট্টু সিদ্ধত্থস্স রন্নো এয়মাণত্তিয়ং পচ্চপ্পিণংতি ॥ ১০১ ॥

তএ ণং সিদ্ধত্থে রায়া জেণেব অট্টণসালা তেণেব উবাগচ্ছই। উবাগচ্ছিত্তা সব্বোরোহেণং সব্ব - পুপ্ফ-গংধ-বত্থ-মল্লালংকার-বিভূসাএ সব্ব-তুড়িয়-সদ্দ-ণিণাএণং মহয়া ইড্ঢীএ মহয়া জুঈএ মহয়া বলেণং মহয়া বাহণেণং মহয়া সমুদএণং মহয়া তুড়িয়-জমগ - সমগ - প্পবাইএণং সংখ - পণব - ভেরি- ঝল্লরি-খরমুহি-হুড়ুক্ক-মুরজ-মুইংগ-ডুংডুহি - নিগ্ঘোস - নাইয় - রবেণং উস্সুক্কং উক্করং উক্কিট্ঠিং অদিজ্জং অমিজ্জং অভড় - প্পবেসং অদংড-কোদংডিমং অধরিমং গণিয়া - বর - নাড়ইজ্জ - কলিয়ং অণেগ-তালায়রাণুচরিয়ং অণুদ্ধুয়-মুইংগং (গ্র° ৫০০) অমিলায়-মল্লদামং পমুইয় - পক্কীলিয়-স - পুরজণ - জাণবয়ং দসদিবসং ঠিই-পড়িয়ং করেই ॥ ১০২ ॥

আলগা করিয়া এবং ঘন করিয়া জড়াইয়া মোটা করিয়া সেই মোটা মালা দিয়া সব জায়গা সাজাইবার আদেশ দিল। শ্রেষ্ঠ কালাগুরু, কুন্দুরুক্ক, তুরুক্ক প্রভৃতির সহিত ধূপ জ্বালাইয়া তাহার সুগন্ধে সমস্ত নগর মহ-মহ করিয়া তুলিল। গন্ধদ্রব্য ছড়াইয়া তাহার সুগন্ধে সমস্ত নগরটিকে যেন একটি গন্ধবর্তিকাতুল্য করিয়া তুলিল। নট, নর্তক, জল্ল, মল্ল, মুষ্টিক, বিড়ম্বক, কথক, পাঠক, লাসক, আরক্ষক, লঙ্খ, মঙ্খ, তূণবাদক, তুম্ব বীণাবাদক এবং তালাচর ও তাহাদের অনুচর নিযুক্ত করিল। তারপর যূপসহস্র ও মুসল-সহস্র সহ উৎসব আরম্ভ করিয়া দিল। তারপর যেখানে সিদ্ধার্থ রাজা ছিলেন সেইখানে গিয়া করতলে বদ্ধ অঞ্জলির দশ নখ মস্তকে ঠেকাইয়া সিদ্ধার্থ রাজার নিকট তাঁহার আদেশ প্রতিপালন সংবাদ জ্ঞাপন করিল ॥ ১০১ ॥

তারপর সেই সিদ্ধার্থ রাজা যেদিকে অট্টনশালা (অর্থাৎ ব্যায়ামাগার) সেইদিকে চলিলেন। সমস্ত অবরোধ (অর্থাৎ রাজকুল-নারীবর্গ) লইয়া পুষ্প, গন্ধবস্ত্র, মাল্যালঙ্কারাদি ভূষণ সহযোগে, ঢাক-ঢোল বাজাইয়া, বিপুল ঐশ্বর্যের অনুরূপ জাঁক-জমক সহকারে অসংখ্য সেনা, যান-বাহন ও অনুচরবর্গের সহিত ও বহু দল-বল লইয়া [রাজা সিদ্ধার্থ পুত্রজন্ম উপলক্ষে] দশ-দিন-ব্যাপী 'স্থিতি-প্রতীজ্ঞা' উৎসব সম্পাদন করিলেন। ঐ উৎসবে তূড়ি, যমক, গমক, শঙ্খ, পণব, ভেরি, ঝল্লরি, খরমুখী, হুড়ুক্ক, মুরজ, মৃদঙ্গ, দুন্দুভি, প্রভৃতি নানা বাদ্য বাজিতে লাগিল। নানা বাদ্যের নানা রবে নগর মুখরিত হইয়া উঠিল। সর্ববিধ শুল্ক, সর্ববিধ রাজকর ও সর্ববিধ কৃষিকর উঠাইয়া দেওয়া হইল। [ক্রয়-বিক্রয় না থাকায়] দোকানে দেওয়া-নেওয়া ও মাপ করা বা ওজন করার কাজ উঠিয়া গেল। অদণ্ড-কুদণ্ড (লঘুপাপে গুরুদণ্ড বা আইন-বিরুদ্ধ দণ্ড) উঠিয়া গেল। ঋণ উঠিয়া গেল। প্রজার গৃহে ভটের (সিপাহীর) প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল। শ্রেষ্ঠ গণিকাদিগের নৃত্য চলিতে লাগিল। নৃত্যাদির তালে তালে মৃদঙ্গ বাজিতে লাগিল। টাটকা ফুলের মালা ম্লান হইতে পায় নাই। পৌর জনগণ ও জানপদগণসহ সমস্ত রাজ্যের লোক আনন্দ-উৎসবে ও খেলায় মাতিয়া রহিল ॥ ১০২ ॥

তএ ণং সে সিদ্ধত্থে রায়া দসাহিয়াএ ঠিই-পড়িয়াএ বট্টমাণীএ সইএ য় সাহস্সিএ য় সয়-সাহস্সিএ য় জাএ য় দাএ য় ভাএ য় দলমাণে য় দবাবেমাণে য় সইএ য় সাহস্সিএ য় সয়সাহস্সিএ য় লংভে পড়িচ্ছমাণে য় পড়িচ্ছাবেমাণে য় এবং বিহরই ॥ ১০৩ ॥

তএ ণং সমণস্স ভগবও মহাবীরস্স অম্মা-পিয়রো পঢ়মে দিবসে ঠিই-পড়িয়ং করেংতি, তইএ দিবসে চংদ - সূর-দংসণিয়ং করেংতি, ছট্ঠে দিবসে ধম্মজাগরিয়ং করেংতি, ইক্কারসমে দিবসে বিইক্কংতে, নিব্বত্তিএ অসুই-জম্ম-কম্ম-করণে, সংপত্তে বারসাহ-দিবসে বিউলং অসণ - পাণ - খাইম - সইমং উবক্খরাবিংতি। উবক্খরাবিত্তা মিত্ত-নাই-নিয়গ-সয়ণ-সংবংধি-পরিজণং নায়এ য় খত্তিএ য় আমংতিত্তা, তও পচ্ছা ণ্হায় কয়-বলি-কম্মা কয়-কোউয় - মংগল - পায়চ্ছিত্তা (সুদ্ধ - প্পাবেসাইং) মংগল্লাইং পবরাইং বত্থাইং পরিহিয়া অপ্প - মহগ্ঘাভরণালংকিয় - সরীরা ভোয়ণ-বেলাএ ভোয়ণ-মংডবংসি সুহাসণ-বর-গয়া তেণং মিত্ত-নাই-নিয়গ - সংবংধি - পরিজণেণং নায়েহিং সদ্ধিং তং বিউলং অসণ-পাণ-খাইম-সাইমং আসাএমাণা বিসাএমাণা পরিভাএমাণা পরিভুংজেমাণা বিহরংতি ॥ ১০৪ ॥

জিমিয়-ভুত্তুত্তরাগয়া বি য় ণং সমাণা আয়ংতা চোক্খা পরম - সুই - ভূয়া তং মিত্ত - নাই-নিয়গ-সয়ণ-সংবংধি-পরিজণং নায়এ য় খত্তিএ য় বিউলেণং পুপ্ফ-বত্থ-গংধ-মল্লালংকারেণং সক্কারিংতি, সম্মাণিংতি। সক্কারিত্তা সম্মাণিত্তা তস্সেব মিত্ত-নাই-

সিদ্ধার্থ রাজা দশ-দিন-ব্যাপী 'স্থিতি প্রতীজ্যা' উৎসব কালে শত, সহস্র ও লক্ষ যাগ, শত, সহস্র ও লক্ষ দান এবং শত, সহস্র ও লক্ষ সম্পত্তির ভাগ দান করিয়াছিলেন এবং দান করিবার আদেশ দিয়াছিলেন ; [এই উপলক্ষে] তিনি শত, সহস্র ও লক্ষ উপহার (লাভ) বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং বরণ করিয়া লইবার আদেশ দিয়াছিলেন ॥ ১·৩ ॥

তারপর শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের মাতাপিতা প্রথম দিবসে স্থিতি-প্রতীজ্যা উৎসব সম্পাদন করেন, তৃতীয় দিবসে চন্দ্র-সূর্য-প্রদর্শন কর্ম করেন ও ষষ্ঠ দিবসে ধর্মজাগর্যা বিধি পালন করেন। একাদশ দিবসে জাতাশৌচান্তবিধি অনুষ্ঠিত হইবার পর দ্বাদশ দিবস উপনীত হইলে প্রচুর অশনীয়, পানীয়, সুখাদ্য ও সুস্বাদ্য বস্তু প্রস্তুত করাইলেন। করাইয়া মিত্র, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, স্বজন, সংবন্ধীজন, পরিজন ও নায়কগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তারপর স্নান করিয়া, [বাস্তুদেবতাদিগের] বলিকর্ম সমাপ্ত করিয়া, কৌতুকমঙ্গল (অর্থাৎ তিলকাদি রচনা, ধান-দূর্বা-দধি-সর্ষপাদি স্পর্শ, ইত্যাদি) ও প্রায়শ্চিত্ত (অশুভ নিবারণার্থ পাদস্পর্শ প্রভৃতি) সারিয়া, (শুদ্ধিবিধায়ক) শুভজনক, শ্রেষ্ঠ বস্ত্র পরিধান করিয়া, অল্প অথচ মহার্ঘ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া, ভোজন-বেলা সমাগত হইলে ভোজন-মণ্ডপে গিয়া শ্রেষ্ঠ সুখাসনে বসিয়া ঐ সকল মিত্র, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, সংবন্ধীজন (অর্থাৎ শ্বশুর, বৈবাহিক প্রভৃতি), পরিজন ও নায়কগণকে লইয়া তাঁহাদের সঙ্গে সেই বিপুল অশনীয়, পানীয়, সুখাদ্য ও সু-স্বাদ্য বস্তু-রাশি আহার করিয়া, স্বাদ-বিস্বাদ বুঝিয়া, পরিভাজন (ভাগ করিয়া পরিবেশন) ও পরিভুঞ্জন (সকলের সঙ্গে ভোজন) করিয়া বিহার করিলেন ॥ ১০৪ ॥

আহারের পর আচমন ও দন্তাদি পরিষ্কার পূর্বক পুনরাচমনান্তে পরম শুচি হইয়া তাঁহারা (উপস্থানশালায়) সমবেত হইলেন। তারপর বিপুল পুষ্প, বস্ত্র, গন্ধমাল্য ও অলঙ্কারাদি দিয়া সেই সব মিত্র, জ্ঞাতি,

নিয়গ-সয়ণ-সংবংধি-পরিজণস্স নায়াণ য় খত্তিয়াণ য় পুরও এবং বয়াসী ॥ ১০৫ ॥

পুব্বিংপি ণং দেবাণুপ্পিয়া! অম্হং এয়ংসি দারগংসি গব্ভং বক্কংতংসি সমাণংসি ইমে এয়ারূবে অজ্ঝত্থিএ চিংতিএ পত্থিএ [পু০ বা০ ১১] জাব সমুপ্পজ্জিত্থা। জপ্পভিইং চ ণং অম্হং এস দারএ কুচ্ছিংসি গব্ভত্তাএ বক্কংতে, তপ্পভিইং চ ণং অম্হে হিরন্নেণং বড্ঢামো, সুবন্নেণং বড্ঢামো ধণেণং ধন্নেণং [পু০ বা০ ১৫। জি০ চ০ ৯১] জাব সাবইজ্জেণং পীই-সক্কারেণং অঈব অভিবড্ঢামো। সামংত-রায়াণো বসমাগয়া য় ॥ ১০৬ ॥

তং জয়া ণং অম্হং এস দারএ জাএ ভবিস্সই, তয়া ণং এয়স্স দারগস্স ইমং এয়াণুরূবং গুন্নং গুণনিপ্ফন্নং নামধিজ্জং করিস্সামো বদ্ধমাণো ত্তি। তা অজ্জ অম্হং মণোরহ-সংপত্তী জায়া। তং হোউ ণং অম্হং কুমারে বদ্ধমাণে নামেণং ॥ ১০৭ ॥

সমণে ভগবং মহাবীরে কাসবে গোত্তেণং। তস্স ণং তও নামধিজ্জা এবম্ আহিজ্জংতি। তং জহা : অম্মা-পিউ-সংতিএ বদ্ধমাণে, সহসংমুইয়াএ সমণে, অয়লে ভয়-ভেরবাণং পরীসহো-বসগ্গাণং খংতি-খমে পড়িমাণং পালগে ধীমং অরই-রই-সহে দবিএ বীরিয়-সংপন্নে দেবেহিং সে নামং কয়ং : "সমণে ভগবং মহাবীরে" ॥ ১০৮ ॥

সমণস্স ভগবও মহাবীরস্স পিয়া কাসবে গোত্তেণং। তস্স ণং তও নামধিজ্জা এবম্ আহিজ্জংতি, তং জহা : সিদ্ধত্থে ই বা সিজ্জংসে ই বা জসংসে ই বা। সমণস্স ণং ভগবও

কুটুম্ব, স্বজন, সম্বন্ধী, পরিজন, নায়ক ও ক্ষত্রিয়গণকে সৎকারিত ও সম্মানিত করিয়া তাঁহাদের নিকট এই কথা বলিলেন ॥ ১০৫ ॥

ভো দেবানুপ্রিয়গণ! পূর্বে যখন আমাদের এই বালক গর্ভে ছিল তখনই আমাদের মনোমধ্যে এইরূপ ব্যাকুল প্রার্থনা সংকল্পিত হইয়াছিল। যখন হইতে আমাদের এই বালক গর্ভে আসিয়াছে তখন হইতেই আমাদের হিরণ্যবৃদ্ধি, সুবর্ণবৃদ্ধি, ধনবৃদ্ধি, ধান্যবৃদ্ধি, রাজ্যবৃদ্ধি, রাষ্ট্রবৃদ্ধি, বলবৃদ্ধি, বাহনবৃদ্ধি, কোষবৃদ্ধি, কোষ্ঠাগারবৃদ্ধি, পুরবৃদ্ধি, অন্তঃপুরবৃদ্ধি ও জনপদবৃদ্ধি হইয়াছে এবং বিপুল ধন, কনক, রত্ন, মণি, মৌক্তিক, শঙ্খ, শিলা, প্রবাল, রক্তরত্ন প্রভৃতি সারবস্তুর সম্পদ্ বাড়িয়াছে। প্রীতি-সৎকারাদিও অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। সামন্ত রাজগণও বশীভূত হইয়াছে ॥ ১০৬ ॥

সুতরাং যখন আমাদের এই বালক ভূমিষ্ঠ হইবে তখন এই সব গুণসম্পন্ন (গৌণ্য) ইহার গুণের অনুরূপ নাম 'বর্ধমান' রাখিব। তা আজ আমাদের মনোরথসংপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। সুতরাং আমাদের কুমারের নাম 'বর্ধমান' হউক ॥ ১০৭ ॥

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর ছিলেন কাশ্যপ গোত্রীয়। তাঁহার তিনটি নাম আখ্যাত হইয়াছে। যথা: মাতাপিতার নিকটে বর্ধমান; তিনি সহসংমুদিত (অর্থাৎ আদর পাইয়া যেমন, ঘৃণা পাইয়াও তেমনি সংমুদিত অর্থাৎ আনন্দিত) থাকিতেন বলিয়া তিনি শ্রমণ (সমণ); এবং ভয় ও তর্জনে অবিচল, ক্ষুৎপিপাসাদি সকল উপসর্গ সহ্য করিতে সমর্থ, ক্ষমা করিতে সুক্ষম, (ভদ্রাদি) প্রতিমাসমূহের পালক, ধীমান্, অরতি ও রতি (অর্থাৎ আনন্দ ও বিষাদ) সহনে সক্ষম, দ্রব্যগুণের আশ্রয়স্বরূপ এবং বীর্যসম্পন্ন বলিয়া দেবগণ তাঁহার নাম করিয়াছেন,—'শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর' ॥ ১০৮ ॥

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের পিতা কাশ্যপগোত্রীয় ছিলেন। তাঁহার তিনটি নাম ছিল বলিয়া আখ্যাত আছে। যথা: সিদ্ধার্থ, শ্রেয়ংস এবং যশস্য। শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের মাতা বাশিষ্ঠ্য-গোত্রীয়া ছিলেন।

মহাবীরস্স মায়া বাসিট্ঠা গোত্তেণং। তীসে তও নামধিজ্জা এবম্ আহিজ্জংতি। তং জহা: তিসলা ই বা, বিদেহদিন্না ই বা, পিয়কারিণী ই বা। সমণস্স ণং ভগবও মহাবীরস্স পিত্তিজ্জে সুপাসে, জেট্ঠে ভায়া নংদিবদ্ধণে, ভগিণী সুদংসণা। ভারিয়া জসোয়া, কোডিন্না গোত্তেণং। সমণস্স ণং ভগবও মহাবীরস্স ধূয়া কাসবী গোত্তেণং। তীসে দো নামধিজ্জা এবম্ আহিজ্জংতি, তং জহা: অণোজ্জা ই বা পিয়দংসণা ই বা। সমণস্স ণং ভগবও মহাবীরস্স নত্তুঈ কোসিয়া গোত্তেণং। তীসে ণং দো নামধিজ্জা এবম্ আহিজ্জংতি, তং জহা: সেসবঈ বা জসবঈ বা ॥ ১০৯ ॥

সমণে ভগবং মহাবীরে দক্খে দক্খ-পইন্নে পড়িরূবে আলীণে ভদ্দএ বিণীএ নাএ নায়পুত্তে নায়কুলচংদে বিদেহে বিদেহদিন্নে বিদেহজচ্চে বিদেহ-সূমালে তীসং বাসাইং বিদেহংসি কট্টু অম্মা-পিঈহিং দেবত্ত-গএহিং গুরু-মহত্তর-এহিং অব্-ভণুন্নাএ সমত্ত-পইন্নে; পুণরবি লোয়ংতিএহিং জীয়-কপ্পিএহিং দেবেহিং তাহিং ইট্ঠাহিং কংতাহিং পিয়াহিং মণুন্নাহিং মণামাহিং ওরালাহিং কল্লাণাহিং সিবাহিং ধন্নাহিং মংগল্লাহিং মিয়-মহুর-সস্সিরীয়াহিং হিয়য়-গমণিজ্জাহিং হিয়য়-পল্হায়ণিজ্জাহিং গংভীরাহিং অপুণরুত্তাহিং বগ্গূহিং [গিরাহিং] অণবরয়ং অভিণংদমাণা য় অভিথুণমাণা য় এবং বয়াসী ॥ ১১০ ॥

"জয় জয় নংদা! জয় জয় ভদ্দা! ভদ্দং তে খত্তিয়-বর-বসভা! বুজ্ঝাহি ভগবং লোগ-নাহা সয়ল-জগজ্-জীব-হিয়ং পবত্তেহি ধম্মতিত্থং পর-হিয়-সুহ-নিস্সেয়স-করং সব্ব-লোএ সব্ব-জীবাণং ভবিস্সই!" ত্তি কট্টু জয়-জয়-সদ্দং পউংজংতি ॥ ১১১ ॥

ছিলেন। তাঁহার তিনটি নাম আখ্যাত আছে। যথা : ত্রিশলা, বিদেহ-দত্তা এবং প্রিয়কারিণী। শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের পিতৃব্য সুপার্শ্ব, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন্দিবর্ধন, ভগিনী সুদর্শনা। ভার্যা যশোদা গোত্রে কৌণ্ডিন্যা। শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের দুহিতা গোত্রে কাশ্যপী ছিলেন। তাঁহার দুইটি নাম আখ্যাত আছে। যথা : অনবদ্যা এবং প্রিয়দর্শনা। শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের নপ্ত্রী (দৌহিত্রী) গোত্রে কৌশিকী ছিলেন। তাঁহার দুই নাম আখ্যাত আছে। যথা : শেষবতী ও যশোবতী (যশস্বতী) ॥ ১০৯ ॥

দক্ষ, দক্ষপ্রতিজ্ঞ, আদর্শ রূপবান্, আলীন (কূর্মবৎ আত্মগুপ্ত), ভদ্রক (সুলক্ষণ), বিনীত, জ্ঞাত (সুবিদিত, প্রসিদ্ধ), জ্ঞাতিপুত্র, জ্ঞাতি-কুলচন্দ্র, বৈদেহ, বিদেহদত্তাত্মজ, বৈদেহ-শ্রেষ্ঠ, বৈদেহ-সুকুমার শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর ত্রিশ বৎসর বিদেহদেশে কাটাইয়া মাতাপিতার দেবত্ব প্রাপ্তি হইলে গুরুজন ও মহত্তরগণের অনুমতি লইয়া স্বপ্রতিজ্ঞা সমাপ্ত (প্রতিজ্ঞানুরূপ সিদ্ধিলাভ—অনগারিত্ব প্রব্রজ্যা) করিয়াছিলেন। আবার প্রচলিত আচার-বিধি অনুসারে লোকান্তিক দেবগণ সেই ইষ্ট, কান্ত, প্রিয়, মনোজ্ঞ, মনোরম, উদার, কল্যাণকর, শুভ, ধন্য, মঙ্গলাকর, মিত-মধুর-শোভন, হৃদয়গম্য, হৃদয়-প্রহ্লাদন, গম্ভীর, অপুনরুক্ত (পুনরুক্ততা-দোষ-রহিত) বাক্যে অনবরত অভিনন্দন করিতে করিতে ও স্তব করিতে করিতে এই কথা বলিলেন ॥ ১১০ ॥

"জয় জয় হে নন্দক (জগদানন্দকর)! জয় জয় হে ভদ্রক (সুলক্ষণ)! তোমার মঙ্গল হউক, হে ক্ষত্রিয়-বর-বৃষভ! জাগরিত হও, হে ভগবন্ লোকনাথ! সকল জগজ্জীবের হিতকর ধর্মতীর্থ প্রবর্তন কর। [ইহা] সর্বলোকে সর্বজীবের শ্রেষ্ঠ হিতকর সুখকর ও নিঃশ্রেয়স-কর হইবে।" এই বলিয়া [তাঁহারা] জয়-জয়-শব্দ উচ্চারণ করিলেন ॥ ১১১ ॥

পুব্বিং পি ণং সমণস্‌স ভগবও মহাবীরস্‌স মাণুস্‌সাও গিহত্থ-ধম্মাও অণুত্তরে আভোইএ অপ্‌পড়িবাঈ নাণদংসণে হোত্থা। তএ ণং সমণে ভগবং মহাবীরে তেণং অণুত্তরেণং আহোহিএণং নাণ-দংসণেণং অপ্‌পণো নিক্‌খমণ-কালং আভোএই। আভোএইত্তা চিচ্চা হিরন্নং চিচ্চা সুবন্নং চিচ্চা ধণং চিচ্চা ধন্নং চিচ্চা রজ্জং চিচ্চা রট্‌ঠং এবং বলং বাহণং কোসং কোট্‌ঠাগারং চিচ্চা, পুরং চিচ্চা অংতেউরং চিচ্চা জণবয়ং, চিচ্চা ধণ-কণগ-রয়ণ-মণি-মোত্তিয়-সংখ-সিল-প্পবাল-রত্ত-রয়ণমাইয়ং সংতসার-সাবএজ্জং বিচ্ছড্‌ডইত্তা বিগ্‌গোবইত্তা দাণং দায়ারেহিং পরিভাইত্তা, দাণং দাইয়াণং পরিভাইত্তা ॥ ১১২ ॥

তেণং কালেণং তেণং সমএণং জে সে হেমংতাণং পঢ়মে মাসে পঢ়মে পক্‌খে মগ্‌গসির-বহুলে, তস্‌স ণং মগ্‌গসির-বহুলস্‌স দসমী-পক্‌খেণং পাঈণ-গামিণীএ ছায়াএ পোরিসীএ অভিনিব্বট্টাএ পমাণ-পত্তাএ সুব্বএণং দিবসেণং, বিজএণং মুহুত্তেণং চংদপ্পভাএ সীয়াএ স-দেব-মণুয়াসুরাএ পরিসাএ সমণুগম্মমাণ-মগ্গে সংখিয়-চক্কিয়-মংগলিয়-মুহমংগলিয়-বদ্ধমাণ-পূসমাণ-ঘংটিয়-গণেহিং তাহিং ইট্‌ঠাহিং কংতাহিং পিয়াহিং মণুন্নাহিং মণামাহিং ওরালাহিং কল্লাণাহিং সিবাহিং ধন্নাহিং মংগল্লাহিং মিয়-মহুর-সস্‌সিরীয়াহিং [হিয়য়-পল্‌হায়ণিজ্জাহিং অট্‌ঠ-সইয়াহিং অপুণ-রুত্তাহিং] বগ্‌গূহিং অভিণংদমাণা অভিসংথুণমাণা য় এবং বয়াসী ॥ ১১৩ ॥

"জয় জয় নংদা! জয় জয় ভদ্দা! ভদ্দংতে, অভগ্‌গেহিং নাণ-দংসণ-চরিত্তেহিং অজিয়াইং জিণাহিং ইংদিয়াইং, জিয়ং চ

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর মনুষ্য-ধর্ম-সুলভ গার্হস্থ্যধর্ম গ্রহণ (অর্থাৎ বিবাহ) করিবার পূর্বেও তাঁহার অনুত্তর (শ্রেষ্ঠ), অপ্রতিপাতী আভোগিক জ্ঞানদর্শন ছিল। সেইজন্য তখন শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর সেই অনুত্তর আভোগিক জ্ঞানদর্শন-বলে আপন নিষ্ক্রমণকাল (প্রব্রজ্যা গ্রহণের কাল) দেখিতে পাইয়াছিলেন। দেখিতে পাইয়া তিনি তাঁহার সমস্ত হিরণ্য (রৌপ্য) ত্যাগ করিয়াছিলেন, সুবর্ণ ত্যাগ করিয়াছিলেন, ধন ত্যাগ করিয়াছিলেন, ধান্য ত্যাগ করিয়াছিলেন, রাজ্য-ত্যাগ করিয়াছিলেন, রাষ্ট্রত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং বলত্যাগ, বাহন-ত্যাগ, কোষত্যাগ, কোষ্ঠাগারত্যাগ, পুরত্যাগ, অন্তঃপুরত্যাগ ও জনপদ-ত্যাগ করিয়াছিলেন, ধন, কনক, রত্ন, মণি, মৌক্তিক, শঙ্খ, শিলা, প্রবাল, রক্তরত্নাদি সমস্ত সারদ্রব্য-ভূত সম্পদ্ ত্যাগ করিয়া অবজ্ঞা করিয়া দাতৃ-গণের সাহায্যে বিলাইয়া দিয়াছিলেন, দায়গ্রস্ত (দরিদ্র) গণের মধ্যে দান করিয়া বিলাইয়াছিলেন ॥ ১১২ ॥

সেইকালে সেই সময়ে হেমন্তের প্রথম মাসে প্রথম পক্ষে অগ্রহায়ণের কৃষ্ণপক্ষে দশমী তিথিতে পূর্বাভিমুখিণী ছায়ার এক পৌরুষী (সাড়ে তিন হাত দৈর্ঘ্য, পশ্চিম পৌরুষী) পরিপূর্ণ হইলে (আন্দাজ অপরাহ্ণ ৩টার সময়ে) 'সুব্রত' নামক দিবসে বিজয় নামক মুহূর্তে চন্দ্রপ্রভা নামক শিবিকায় [আরোহণ করিয়া] [শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর] দলে দলে দেব, মনুষ্য ও অসুরগণ কর্তৃক পথে পথে অনুগম্যমান হইতেছিলেন। [চতুর্দিকে] শাঙ্খিক (শঙ্খবাদক), চাক্রিক (চক্র-প্রহরণধারী), মাঙ্গলিক, মুখমাঙ্গলিক (চাটুকার), বর্ধমান (স্কন্ধে মনুষ্যবহনকারী মানুষ), পুষ্যমাণ (মাগধ, ভাট) এবং ঘান্টিক (ঘণ্টাবাদক) গণ [চলিতেছিল]। [তাহারা] সেই ইষ্ট, কান্ত, প্রিয়, মনোজ্ঞ, মনোরম, উদার, কল্যাণকর, শুভ, ধন্য, মঙ্গলাকর, মিত-মধুর-শোভন, [হৃদয়-প্রহ্লাদন, ১০৮, অপুনরুক্ত] মঞ্জুল বাক্যে তাঁহার অভিনন্দন করিতে করিতে ও স্তব করিতে করিতে এই কথা বলিল ॥ ১১৩ ॥

"জয় জয় হে নন্দক! জয় জয় হে ভদ্রক! তোমার ভদ্র হউক। অভগ্ন (পূর্ণ) জ্ঞানদর্শন ও চরিত্র (সচ্চরিত্রতা) দ্বারা তোমার অবিজিত

পালেহি সমণ-ধম্মং, জিয়-বিগ্ঘো বি য় বসাহিং তং, দেব! সিদ্ধি-মজ্ঝে, নিহণাহিং রাগ-দোস-মল্লে তবেণং, ধিই-ধণিয়-ৰদ্ধ-কচ্ছে মদ্দাহি অট্ঠ-কম্ম-সত্তু ঝাণেণং উত্তমেণং স্থক্কেণং, অপ্পমত্তো হরাহি আরাহণা-পড়াগং চ, বীর! তেলুক্ক-রংগ-মজ্ঝে পাব য় বিতিমিরম্ অণুত্তরং কেবল-বর-নাণং, গচ্ছ য় মুক্খং পরং পয়ং জিণ-বরোবইট্ঠেণ মগ্গেণং অকুড়িলেণং হংতা পরীসহ-চমুং! জয় জয় খত্তিয়-বর-বসভা! ৰহূইং দিবসাইং ৰহূইং পক্খাইং ৰহূইং মাসাইং ৰহূইং উউইং ৰহূইং অয়ণাইং ৰহূইং সংবচ্ছরাইং অভীএ পরীসহোবসগ্গাণং খংতি-খমে ভয়-ভেরবাণং, ধম্মে তে অবিগ্ঘং ভবউ! ত্তি কট্টু জয়-জয়-সদ্দং পউংজংতি ॥ ১১৪ ॥

তএ ণং সমণে ভগবং মহাবীরে নয়ণ-মালা-সহস্সেহিং পিচ্ছিজ্জমাণে ২, বয়ণ-মালা-সহস্সেহিং অভিথুব্বমাণে ২, হিয়য়-মালা-সহস্সেহিং উন্নংদিজ্জমাণে ২, মণোরহ-মালা-সহস্সেহিং বিচ্ছিপ্পমাণে ২, কংতি-রূব-গুণেহিং পচ্ছিজ্জমাণে ২, অংগুলি-মালা-সহস্সেহিং দাইজ্জমাণে ২, দাহিণ-হত্থেণং ৰহূণং নর-নারী সহস্সাণং অংজলি-মালা-সহস্সাইং পড়িচ্ছমাণে ২, ভবণ-পংতি-সহস্সাইং সমইচ্ছমাণে ২, তংতী-তল-তাল-তুড়িয়-ঘণ-মুইংগ-গীয়-বাইয়-রবেণং মহুরেণ য় মণহরেণং জয়-সদ্দ-ঘোস-মীসিএণং মংজু-মংজুণা ঘোসেণ য় পড়িৰুজ্ঝমাণে ২, সব্বিড্ঢীএ সব্ব-জুঈএ সব্ব-ৰলেণং সব্ব-বাহণেণং সব্ব-সমুদএণং সব্বায়-রেণং সব্ব-বিভূঈএ সব্ব-বিভূসাএ সব্ব-সংভমেণং সব্ব-সংগমেণং সব্ব-পগঈএহিং সব্ব-নাড়এণং সব্ব-তালায়রেহিং সব্বোরোহেণং

ইন্দ্রিয়গুলি জয় কর। তোমার সম্যগ্ বিজিত শ্রমণ ধর্ম পালন কর। হে দেব! বিঘ্নসমূহ জয় করিয়া সিদ্ধিমধ্যে কাল কাটাও। তপস্যা প্রভাবে রাগ (আসক্তি)-দোষরূপ মল্লকে জয় কর। ধৃতি (ধৈর্য বা স্থৈর্য) রূপ ধণিকা (ধটিকা বা কৌপীন) দিয়া কাছা বাঁধিয়া উত্তম পবিত্র ধ্যানের সাহায্যে অষ্ট কর্মশত্রু মর্দন কর। অপ্রমত্ত হইয়া আরাধনা-পতাকা বহন কর। হে বীর! এই ত্রৈলোক্য-রঙ্গ [-মঞ্চ]-মধ্যে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ অনুত্তর 'কেবল' জ্ঞানদর্শন লাভ কর যাহাতে [অজ্ঞান-] তিমিরের আবিলতা নাই। শ্রেষ্ঠ জিনগণ কর্তৃক উপদিষ্ট অকুটিল মার্গে গমন করিয়া পরম পদ মোক্ষে উপনীত হও। বিঘ্ন সমূহের চমূ তুমি বিনাশ করিয়াছ। জয় জয় হে ক্ষত্রিয়-বৃষভ! বহু দিবস, বহু পক্ষ, বহু মাস, বহু ঋতু, বহু অয়ন (অর্ধবৎসর), বহু সংবৎসর ধরিয়া নানা বিঘ্ন ও নানা উপসর্গকে ভয় না করিয়া তুমি ভয় ও বিপদে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে সক্ষম হইয়াছ। তোমার ধর্মে অবিঘ্ন হউক। এই বলিয়া জয়-জয়-ধ্বনি করিতে লাগিল ॥ ১১৪ ॥

তারপর শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর কুণ্ডপুর নগরের মধ্য দিয়া নির্গত হইয়া যেখানে জ্ঞাতি-ষণ্ড-বন [উদ্যান এবং তাহার মধ্যে] যেখানে শ্রেষ্ঠ অশোক বৃক্ষ রহিয়াছে সেইখানে গেলেন। যাইবার পথে সহস্র সহস্র নয়নমালা তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। সহস্র সহস্র বদনমালা তাঁহার স্তব করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র হৃদয়মালা তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র মনোরথমালা তাঁহাকে বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। কান্তি, রূপ ও গুণের জন্য সকলে তাঁহাকে কামনা করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র অঙ্গুলিমালা তাঁহার দিকে নির্দেশ করিতে লাগিল। বহু সহস্র নরনারীর সহস্র সহস্র অঞ্জলি তিনি দক্ষিণ হস্ত দ্বারা প্রতিনন্দিত করিতে করিতে চলিলেন। সহস্র সহস্র ভবন-পংক্তি অতিক্রম করিয়া করিয়া চলিলেন। তন্ত্রী (বীণা), তলতাল (করতাল), তূর্য, ঘন-মৃদঙ্গ (খোল) প্রভৃতি সহযোগে গীত-বাদ্য হইতে লাগিল। তাহার সঙ্গে মধুর ও মনোহর জয়ধ্বনি নির্ঘোষ

সব্ব-পুপ্‌ফ-মল্লালংকার-বিভূসাএ সব্ব-তুড়িয়-সদ্দ - সংনিণাএণং মহয়া ইড্‌ঢীএ মহয়া জুঈএ মহয়া বলেণং মহয়া বাহণেণং মহয়া বর-তুড়িয়-জমগ-সমগ - প্‌পবাইএণং সংখ-পণব-পড়হ-ভেরি-ঝল্লরি-খরমুহি-হুংহুহি - নিগ্‌ঘোস - নাইয় - রবেণং [জাব রবেণং] কুংডপুরং নগরং মজ্‌ঝংমজ্‌ঝেণং নিগ্‌গচ্ছই। নিগ্‌গচ্ছিত্তা জেণেব নায়-সংড-বণে উজ্জাণে, জেণেব অসোগ-বর-পায়বে তেণেব উবাগচ্ছই ॥ ১১৫ ॥

উবাগচ্ছিত্তা অসোগ-বর-পায়বস্‌স অহে সীয়ং ঠাবেই। ঠাবিত্তা সীয়াও পচ্চোরুহই। পচ্চোরুহিত্তা সয়মেব আভরণ-মল্লালংকারং ওমুয়ই। ওমুইত্তা সয়মেব পঞ্চমুট্‌ঠিয়ং লোয়ং করেই। করিত্তা ছট্‌ঠেণং ভত্তেণং অপাণএণং হত্থুত্তরাহিং নক্‌খত্তেণং জোগমুবাগএণং এগং দেব-দূসম্ আদায় এগে অবীএ মুংডে ভবিত্তা অগারাও অণগারিয়ং পব্বইএ ॥ ১১৬ ॥

সমণে ভগবং মহাবীরে সংবচ্ছরং সাহিয়-মাসং জাব চীবরধারী হোত্থা। তেণ পরং অচেলে পাণি-পড়িগ্‌গহিএ সমণে ভগবং মহাবীরে সাইরেগাইং দুবালস বাসাইং নিচ্চং বোসট্‌ঠ-কাএ চিয়ত্ত-দেহে, জে কেই উবসগ্‌গা উপ্‌পজ্জংতি— তং জহা : দিব্বা বা মাণুসা বা তিরিক্‌খ-জোণিয়া বা অণুলোমা

মিশিতে লাগিল। সেই মঞ্জু মধুর জয়-ধ্বনিতে [নগরবাসিগণ] প্রতিবোধিত হইতে লাগিল। বিপুল ঐশ্বর্যের উপযোগী সমস্ত জাঁকজমক সহকারে, সমস্ত সেনা সমস্ত যানবাহন ও সমস্ত অনুচরবর্গের সহিত সব দলবলের সঙ্গে, সর্ব সমাদরে, সমস্ত বিভবের সহিত, সমস্ত অলঙ্কার, সমস্ত সম্ভ্রম, সমস্ত স্বগণ, সমস্ত প্রজা, সমস্ত নট-নটী, সমস্ত তালাচর (অনুচর), সর্ব অবরোধ, সর্ব পুষ্পমাল্যালঙ্কার ভূষণ, সর্ব তূর্য-নিনাদ, মহতী সমৃদ্ধি, মহা জাঁকজমক, মহতী সেনা, যানবাহন, শ্রেষ্ঠ তূর্য, যমক, সমক প্রভৃতি বাদ্য, শঙ্খ, পণব, পটহ, ভেরি, ঝল্লরি, খরমুখী, দুন্দুভি প্রভৃতির শব্দে নগর মুখরিত করিয়া তিনি যাত্রা করিয়াছিলেন ॥ ১১৫ ॥

সেই শ্রেষ্ঠ অশোক পাদপের নিকট গিয়া ঐ বৃক্ষের তলায় শিবিকা নামাইলেন। নামাইয়া শিবিকা হইতে অবরোহণ করিলেন। তারপর স্বয়ং আভরণ-মাল্য-অলঙ্কার খুলিলেন। খুলিয়া স্বহস্তে পাঁচ মুষ্টিতে মস্তকের সমস্ত কেশ উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন। প্রতি তৃতীয় দিনে দিনে একবার পানীয়-বিহীন আহার-গ্রহণের ব্রত লইয়া উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে (চন্দ্রের) যোগ হইলে একখানিমাত্র দেব-দূষ্য (বস্ত্র) লইয়া একাকী অদ্বিতীয় তিনি মুণ্ডিত হইয়া আগার হইতে অনাগারিত্ব প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন ॥ ১১৬ ॥

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর এক সংবৎসর একমাস যাবৎ চীবর ধারণ করিয়াছিলেন। তারপর তিনি অ-চেল (অর্থাৎ নগ্ন) থাকিতেন এবং ভিক্ষাপাত্ররূপে নিজের করতল ব্যবহার করিতেন। শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর কিঞ্চিদধিক (সাতিরেক) দ্বাদশ বৎসর কাল নিত্য (সর্বক্ষণের জন্য) নিজ দেহ (অর্থাৎ দেহের যত্ন) ত্যাগ করিয়া (কষ্ট সহ্য করিবার জন্য) উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছিলেন। [ঐ সময়ে] যে-কোনও উপসর্গ (অর্থাৎ দুঃখকষ্ট বা বিপদ্) উৎপন্ন হইত, তাহা তিনি সর্বতোভাবে সহ্য করিতেন, ক্ষমা করিতেন, উপেক্ষা করিতেন এবং মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন; তা সে উপসর্গ যে-কারণেই উৎপন্ন হউক না কেন ?—দৈবকারণে, মনুষ্যকৃত কারণে, তির্যগ্‌যোনি-কৃত কারণে, অনুলোম অর্থাৎ স্বাভাবিক

বা পড়িলোমা বা—তে উপ্পন্নে সম্মং সহই খমই তিতিক্খই অহিয়াসেই ॥ ১১৭ ॥

তএ ণং সমণে ভগবং মহাবীরে অণগারে জাএ ইরিয়া-সমিএ ভাসা-সমিএ এসণা-সমিএ আয়াণ-ভংড-মত্ত-নিক্খেবণা-সমিএ উচ্চার-পাসবণ-খেল-সিংঘাণ-জল্ল-পারিট্ঠাবণিয়া-সমিএ মণ-সমিএ বয়-সমিএ কায়-সমিএ মণ-গুত্তে বয়-গুত্তে কায়-গুত্তে গুত্তিংদিএ গুত্ত-বম্ভয়ারী অকোহে অমাণে অমাএ অলোহে সংতে পসংতে উবসংতে পরিনিব্বুড়ে অণাসবে অমমে অকিংচণে ছিন্ন-গ্গংঠে নিরুবলেবে কংস-পাঈ ব মুক্ক-তোএ সংখো ইব নিরংজণে, জীবে ইব অপ্পড়িহয়-গঈ, গগণমিব নিরালংবণে, বায়ুর্ ইব অপ্পড়িবদ্ধে, সারয়-সলিলং ব সুদ্ধ-হিয়এ, পুক্খর-পত্তংপিব নিরুবলেবে, কুম্মো ইব গুত্তিংদিয়ে, খগ্গি-বিসাণং ব এগ-জাএ, বিহগ ইব বিপ্পমুক্কে, ভারুংড-পক্খী'ব অপ্পমত্তে, কুংজর ইব সোড়ীরে, বসভো ইব জায়-থামে, সীহো ইব দুদ্ধরিসে, মংদরো ইব অপ্পকংপে, সাগরো ইব গংভীরে, চংদো ইব সোম-লেসে, সূরো ইব দিত্ততেএ, জচ্চ-কণগং ব জায়-রূবে, বসুংধরা ইব সব্ব-ফাস-বিসহে, সুহুয়-হুয়াসণো ইব তেয়সা জলংতে। [ইমেসিং পয়াণং দোন্নি সংগহণ-গাহাও ঃ

কংসে সংখে জীবে
গগণে বাউ য় সরয়-সলিলে য়।
পুক্খর-পত্তে কুম্মে
বিহগে খগ্গে য় ভারুংডে ॥
কুংজর বসভে সীহে
নগরায়া চেব সাগরম্ অখোভে।

কারণেই হউক অথবা প্রতিলোম অর্থাৎ অস্বাভাবিক বা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কারণেই হউক ॥ ১১৭ ॥

তারপর শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর অনাগারিক হইলেন। [তিনি] ঈর্যা অর্থাৎ বিচরণ বিষয়ে সংযত, ভাষায় সংযত, এষণা অর্থাৎ ইচ্ছায় সংযত, গ্রহণ-সঞ্চয়-ত্যাগে সংযত, মল-মূত্র-নিষ্ঠীবন-শ্লেষ্মা-গাত্রমল-নিক্ষেপে সংযত, মনে সংযত, বাক্যে সংযত, কায়-কর্মে সংযত হইলেন। মনোগুপ্তি, বাক্যগুপ্তি, কায়গুপ্তি, ইন্দ্রিয়গুপ্তি ও ব্রহ্মচর্য্যগুপ্তি অভ্যস্ত হইল। [তিনি] ক্রোধশূন্য, মানশূন্য (মানাপমান-বোধশূন্য), মায়া-শূন্য, লোভশূন্য, শান্ত (শান্তিযুক্ত), প্রশান্ত (গম্ভীর), উপশান্ত (আসক্তি-বিহীন), পরিনির্বৃত্ত (সর্ব ব্যাপার হইতে নিরস্ত), অনাশ্রব (বাধ্যতা বিহীন), অমম (মমত্ব অর্থাৎ অহংকার বিহীন), অকিঞ্চন (রিক্ত), ছিন্নগ্রন্থ (সংসারগ্রন্থি যাঁহার ছিন্ন হইয়াছে) ও নিরুপলেপ হইলেন। কাংস্যপাত্র যেমন তোয় (অর্থাৎ জল) ত্যাগ করিয়া নিশ্চিহ্ন হয়, তিনিও তেমনি তোদ (পীড়া, যন্ত্রণা) ত্যাগ করিয়া মুক্ত হইলেন। শঙ্খ যেমন নিরঞ্জন (অর্থাৎ কালিমাশূন্য) তিনিও তেমনি নিরঞ্জন (অর্থাৎ মালিন্যমুক্ত) হইলেন। তিনি জীবের ন্যায় অপ্রতিহতগতি, গগনের ন্যায় নিরালম্বন (নিরাশ্রয়), বায়ুর ন্যায় অপ্রতিবদ্ধ, শারদ-সলিলের ন্যায় শুদ্ধহৃদয়, পদ্মপত্রের ন্যায় নিরুপলেপ, কূর্মবৎ গুপ্তেন্দ্রিয়, গণ্ডার শৃঙ্গের ন্যায় আজন্ম একাকী, বিহঙ্গের মত মুক্ত, ভারণ্ড পক্ষীর ন্যায় অপ্রমত্ত (ভারণ্ডপক্ষী যেমন সর্বদা জাগরিত থাকে, তিনি সব সময়েই ভ্রম-প্রমাদ-রহিত হইলেন) কুঞ্জরের ন্যায় শৌণ্ডীর (অর্থাৎ কুঞ্জরের শুঁড় থাকাতে সে যেমন শৌণ্ডীর তিনি তেমনি সর্বোচ্চ-স্থান-স্থিত হইয়া শৌণ্ডীর অর্থাৎ উচ্চ-স্থান-স্থিত হইলেন), বৃষভের ন্যায় জাত-স্থাম (বৃষভের যেমন স্থাম অর্থাৎ শক্তি তাঁহারও তেমনি স্থাম অর্থাৎ স্থৈর্য বা দৃঢ়তা জন্মিল) সিংহের ন্যায় দুর্ধর্ষ, মন্দর পর্বতের ন্যায় অপ্রকম্প, সাগরের ন্যায় গম্ভীর, চন্দ্রের ন্যায় সৌম্য-লেশ্য (চন্দ্রের লেশ্যা অর্থাৎ আভা যেমন সৌম্য অর্থাৎ শুভ্র, তাঁহারও লেশ্যা অর্থাৎ মানসিক বৃত্তি সৌম্য অর্থাৎ নিষ্পাপ হইল), সূর্যের ন্যায় দীপ্ত-তেজাঃ (সূর্যের

চংদে সূরে কণগে
বসুংধরা চেব সুহুয়-হুয়বহে ॥]

নত্থি ণং তস্‌স ভগবংতস্‌স কত্থই পড়িৰংধে। সে য় চউব্বিহে পন্নত্তে, তং জহা : দব্বও খিত্তও কালও ভাবও। দব্বও : সচিত্তাচিত্ত-মীসএসু দব্বেসু। খিত্তও : গামে বা নগরে বা অরন্নে বা খিত্তে বা খলে বা অংগণে বা। কালও : সমএ বা আবলিয়াএ বা আণা-পাণুএ বা থোবে বা খণে বা লবে বা পক্‌খে বা মুহুত্তে বা অহোরত্তে বা পক্‌খে বা মাসে বা উউএ বা অয়ণে বা সংবচ্ছরে বা অন্নয়রে বা দীহ-কাল-সংজোএ। ভাবও : কোহে বা মাণে বা মায়াএ বা লোভে বা ভএ বা হাসে বা পিজ্জে বা দোসে বা কলহে বা অব্‌-ভক্‌খাণে বা পেসুন্নে বা পর-পরিবাএ বা অরই-রঈ বা মায়ামোসে বা জাব মিচ্ছা-দংসণ-সল্লে বা (গ্রং° ৬০০) তস্‌স ণং ভগবংতস্‌স নো এবং ভবই ॥ ১১৮ ॥

সে ণং ভগবং বাসা-বাস-বজ্জং অট্‌ঠ গিম্‌হ-হেমংতিএ মাসে, গামে এগরাইএ, নগরে পংচ-রাইএ, বাসী-চংদণ-সমাণ-কপ্পে, সম-তিণ-মণি-লেট্‌ঠু-কংচণে সমত্তুক্‌খসুহে ইহ-

রশ্মি যেমন দীপ্ত অর্থাৎ উজ্জ্বল, তাঁহার প্রভাব তেমনি দীপ্ত অর্থাৎ প্রবল), জাত্য কাঞ্চনের ন্যায় জাতরূপ (আজন্ম বিশুদ্ধ), বসুন্ধরার ন্যায় সর্ব-স্পর্শ-সহ হইয়া তিনি সুহুত (অর্থাৎ ঘৃতযোগে দীপ্ত) হুতাশনের ন্যায় স্বতেজে উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতে লাগিলেন। [এই সব পদের দু'টি সংগ্রহণ গাথা :

কাংস্য, শঙ্খ, জীব, গগন, বায়ু, শারদ সলিল, পুষ্কর (পদ্ম) পত্র, কূর্ম, বিহগ, খড়্গী ও ভারুণ্ড ॥ ১

কুঞ্জর, বৃষভ, সিংহ, নগরাজ, অক্ষোভ, সাগর, চন্দ্র, সূর্য, কনক, বসুন্ধরা, সুহুত হুতবহ ॥ ২

ভগবান্ মহাবীরের আর কোথাও কোনও প্রতিবন্ধক রহিল না। প্রতিবন্ধক চতুর্বিধ উক্ত হইয়াছে। যথা : দ্রব্যপ্রতিবন্ধক, ক্ষিতি প্রতিবন্ধক, কালপ্রতিবন্ধক ও ভাবপ্রতিবন্ধক। দ্রব্য প্রতিবন্ধক : সচিত্ত, অচিত্ত ও মিশ্র দ্রব্যে। ক্ষিতিপ্রতিবন্ধক : গ্রামে, নগরে, অরণ্যে, ক্ষেত্রে, খামারে ও অঙ্গনে। কালপ্রতিবন্ধক : সময়, আবলিকা, আনাপানক (উচ্ছ্বসিত নিশ্বাসের সময়), স্তোক (সাত নিশ্বাস পরিমাণ সময়), ক্ষণ (বহুতর নিশ্বাস পরিমাণ সময়), লব (সাত স্তোক), পক্ষ (তিথি), মুহূর্ত (৭০ লব), অহোরাত্র, পক্ষ (অর্ধমাস), মাস, ঋতু, অয়ন (ছয় মাস), সংবৎসর বা অন্য কোনও প্রকার দীর্ঘ কাল সংযোগে প্রতিবন্ধক। ভাবপ্রতিবন্ধক : ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ, ভয়, হাস্য, [প্রেম, ঘৃণা, কলহ, অভ্যাখ্যান বা গালাগালি, পৈশুন্য বা খলতা, পর-পরিবাদ (পরনিন্দা) অরতি-রতি (বিরক্তি-আসক্তি), মায়া-মোষ (ধর্ম বিষয়ে বঞ্চনা)] মিথ্যাদর্শনশল্য (ভ্রান্ত ধর্মবিশ্বাসের শল্য) প্রভৃতির প্রতিবন্ধক।

সেই ভগবান্ মহাবীরের এ-সব কিছুই হয় না ॥ ১১৮ ॥

সেই ভগবান্ মহাবীর বর্ষাবাস ছাড়া গ্রীষ্ম ও হেমন্তের আট মাস এই ভাবে কাটাইতেন—গ্রামে থাকিলে এক রাত্রি মাত্র এক গ্রামে, নগরে পাঁচ রাত্রি। বিষ্ঠা-চন্দনে সমজ্ঞান, তৃণ, মণি, লেষ্টু (মৃৎপিণ্ড), ও কাঞ্চনে সমদৃষ্টি, দুঃখ-সুখে সমান, ইহলোক ও পরলোকে প্রতিবন্ধক-

লোগ-পরলোগ-অপ্পড়িবন্ধে জীবিয়-মরণে নিরবকংখে সংসার-পার-গামী কম্ম-সংগ-নিগ্ঘায়ণট্ঠাএ অব্ভুট্ঠিএ এবং চ ণং বিহরই ॥ ১১৯ ॥

তস্স ণং ভগবংতস্স অণুত্তরেণং নাণেণং অণুত্তরেণং দংসণেণং অণুত্তরেণং চরিত্তেণং অণুত্তরেণং আলএণং অণুত্তরেণং বিহারেণং অণুত্তরেণং বীরিয়েণং অণুত্তরেণং অজ্জবেণং অণুত্তরেণং মদ্দবেণং অণুত্তরেণং লাঘবেণং অণুত্তরাএ খংতীএ অণুত্তরাএ মুত্তীএ অণুত্তরাএ গুত্তীএ অণুত্তরাএ তুট্ঠীএ অণুত্তরাএ বুদ্ধীএ অণুত্তরেণং সচ্চ-সংজম-তব-সুচরিয়-সোবচিয় - ফলপরিনিব্বাণ-মগ্গেণং অপ্পাণং ভাবেমাণস্স দুবালস সংবচ্ছরাইং বিইক্কংতাইং তেরসমস্স অংতরা বট্টমাণস্স, জে সে গিম্হাণং দোচ্চে মাসে চউত্থে পক্খে বইসাহ-সুদ্ধে, তস্স ণং বইসাহ-সুদ্ধস্স দসমী-পক্খেণং পাঈণ-গামিণীএ ছায়াএ পোরিসীএ অভিনিবট্টাএ পমাণ - পত্তাএ সুব্বএণং দিবসেণং বিজএণং মুহুত্তেণং জংভিয়-গামস্স নগরস্স বহিয়া উজুবালিয়াএ নঈ-তীরে বিয়াবত্তস্স চেইয়স্স অদূর-সামংতে সামাগস্স গাহাবইস্স কট্ঠ-করণংসি সাল-পায়বস্স অহে গোদোহিয়াএ উক্কুড়ুয়-নিসিজ্জাএ আয়াবণাএ আয়াবেমাণস্স ২ ছট্ঠেণং ভত্তেণং আপাণএণং হত্থুত্তরাহিং নক্খত্তেণং জোগম্ উবাগএণং ঝাণং-তরিয়াএ বট্টমাণস্স অণংতে অণুত্তরে নিব্বাঘাএ নিরাবরণে কসিণে পড়িপুন্নে কেবল-বর-নাণ-দংসণে সমুপ্পন্নে ॥ ১২০ ॥

তএ ণং সমণে ভগবং মহাবীরে অরহা জাএ জিণে কেবলী সব্বন্নূ সব্বদরিসী, স-দেব-মনুয়াসুরস্স লোগস্স পরিয়ায়ং জাণই পাসই, সব্বলোএ সব্বজীবাণং আগইং গইং ঠিইং চবণং উববায়ং তক্কং মণো মাণসিয়ং ভুত্তং কড়ং পড়িসেবিয়ং আবী-

বিহীন, জীবন-মরণে আকাঙ্ক্ষাবিহীন, সংসারের পারগামী, কর্মসঙ্গ-বিনাশের জন্য অভ্যুত্থিত—এইভাবে তিনি কাল কাটাইতে লাগিলেন ॥ ১১৯ ॥

অনুত্তর জ্ঞান, অনুত্তর দর্শন, অনুত্তর চরিত্র, অনুত্তর আলয়, অনুত্তর বিহার (বিচরণ), অনুত্তর বীর্য, অনুত্তর আর্জব (সরলতা), অনুত্তর মার্দব, অনুত্তর লাঘব, অনুত্তর ক্ষান্তি, অনুত্তর মুক্তি, অনুত্তর গুপ্তি, অনুত্তর তুষ্টি, অনুত্তর বুদ্ধি এবং অনুত্তর সত্য, সংযম, তপস্যা, সুচরিতের উপচিত ফলস্বরূপ পরিনির্বাণের পথে আত্মার বিষয়ে ভাবনা করিতে করিতে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের দ্বাদশ সংবৎসর কাটিয়া গেল। ত্রয়োদশ সংবৎসরে গ্রীষ্মের দ্বিতীয় মাসে চতুর্থ পক্ষে বৈশাখের শুক্ল পক্ষে দশমী তিথিতে পূর্বাভিমুখিনী ছায়ার এক (পশ্চিম) পৌরুষী পরিমাণ পূর্ণ হইলে সুব্রত নামক দিবসে বিজয় মুহূর্তে জৃম্ভিকাগ্রাম নামক নগরের বাহিরে ঋজুপালিকা নদীর তীরে একটি পরিত্যক্ত চৈত্যের অদূরে শ্যামাক নামক একজন গৃহস্থের কৃষিক্ষেত্রে শালবৃক্ষের নীচে হস্তোত্তরা নক্ষত্রের সহিত (চন্দ্রের) যোগে, স্ব-অঙ্গে তাপ দিবার জন্য মাথা উঁচু করিয়া গোদোহন ছাঁদে বসিয়া যখন তাপ খাইতেছিলেন সেইরূপ সময়ে প্রতি তৃতীয় দিবসে একবারমাত্র পানীয়-বিহীন আহার গ্রহণের ব্রতে ব্রতী, ধ্যানমগ্ন অবস্থায় শ্রমণ ভগবান মহাবীর অনুত্তর নির্ব্যাঘাত নিরাবরণ কৃৎস্ন প্রতিপূর্ণ (সংপূর্ণ) 'কেবল' নামক শ্রেষ্ঠ জ্ঞান দর্শন লাভ করেন ॥ ১২০ ॥

তারপর শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর অর্হৎ হইলেন ; জিন, কেবলী, সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী হইলেন। [তখন] দেব, মনুষ্য ও অসুর সহ সর্বলোকের পর্যায় তিনি জানেন এবং দেখিতে পান ; সর্বলোকে সর্বজীবের অবস্থা তিনি জানেন ও দেখিতে পান ; তাহারা কোথা হইতে আসে, কোথায়

কম্মং রহো-কম্মং অরহা অ-রহস্‌স-ভাগী তং তং কালং মণ-বয়ণ-কায়-জোগে বট্টমাণাণং সব্বলোএ সব্বজীবাণং সব্বভাবে জাণমাণে পাসমাণে বিহরই ॥ ১২১ ॥

তেণং কালেণং তেণং সমএণং সমণে ভগবং মহাবীরে অট্‌ঠিয়-গ্‌গাম-নীসাএ পঢ়মং অংতরাবাসং বাসা-বাসং উবাগএ। চংপং চ পিট্‌ঠিচংপংচ নীসাএ তও অংতরাবাসে বাসাবাসং উবাগএ। বেসলিং নগরিং বাণিয়গ্‌গামং চ নীসাএ দুবালস অংতরাবাসে বাসাবাসং উবাগএ। রায়গিহং নগরং নালংদং চ বাহিরিয়ং নীসাএ চোদ্দস অংতরাবাসে বাসাবাসং উবাগএ। ছ মিহিলিয়াএ, দো ভদ্দিয়াএ, এগং আলভিয়াএ, এগং পণিয়-ভূমীএ, এগং সাবত্থীএ, এগং পাবাএ মজ্‌ঝিমাএ হত্থিপালস্‌স রন্নো রজ্জূসভাএ অপচ্ছিমং অংতরাবাসং বাসাবাসং উবাগএ ॥ ১২২ ॥

[তত্থ ণং জে সে পাবাএ মজ্‌ঝিমাএ হত্থিপালস্‌স রন্নো রজ্জূ - সভাএ অপচ্ছিমে অংতরাবাসে বাসাবাসং উবাগএ ॥ ১২৩ ॥]

তস্‌স ণং অংতরাবাসস্‌স জে সে বাসাণং চউত্থে মাসে সত্তমে পক্‌খে কত্তিয়-বহুলে, তস্‌স ণং কত্তিয়-বহুলস্‌স পন্নরসী পক্‌খেণং জা সা চরিমা রয়ণী, তং রয়ণিং চ ণং সমণে ভগবং মহাবীরে কালগএ বিইক্‌কংতে সমুজ্জাএ ছিন্ন-জাই-জরা-মরণ-বংধণে সিদ্ধে বুদ্ধে মুত্তে অংতগড়ে পরিনিব্বুড়ে সব্ব-দুক্‌খ-

যায়, কোথায় থাকে, কোথায় তাহারা কিরূপ জন্ম লাভ করে,—জীব-জন্ম লাভ করে, কি দেব ও তির্যক্ যোনি লাভ করে,—তাহাদের মনে যে ভাব, যে তর্ক, অথবা অন্য যে কোনও প্রকার মানসিক ভাব উৎপন্ন হয় তাহা তিনি জানেন ও দেখিতে পান। তাহারা কি খায়, কি করে, তাহাদের প্রকাশ্য কর্ম, গোপন কর্ম তিনি জানেন ও দেখিতে পান। যিনি অর্হৎ, তাঁহার নিকট কোনও রহস্য থাকে না, তিনি সেই-সব কালে, মন, বচন, কায় যোগে বর্তমান, তাই তিনি সর্বলোকে সর্ব জীবের সর্ব ভাব জানিয়া ও দেখিয়া বিহার করেন ॥ ১২১ ॥

সেইকালে সেই সময়ে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর অস্থিকা গ্রাম অবলম্বন করিয়া তাঁহার প্রথম বর্ষার রাত্রে বর্ষাবাস করিয়াছিলেন। তারপর চম্পা ও পৃষ্ঠি-চম্পা অবলম্বন করিয়া তিন বর্ষার রাত্রিতে বর্ষাবাস করিয়াছিলেন। বৈশালী নগরী ও বাণিজগ্রাম অবলম্বন করিয়া দ্বাদশ বর্ষার রাত্রিতে বর্ষাবাস করিয়াছিলেন। রাজগৃহ নগর এবং নালন্দার উপকণ্ঠে চতুর্দশ বর্ষায় বর্ষাবাস করিয়াছিলেন। মিথিলিকায় ছয় বর্ষা, ভদ্রিকায় দুই বর্ষা, আলভিকায় এক বর্ষা, পণিতভূমিতে এক বর্ষা, শ্রাবস্তীতে এক বর্ষা এবং পাপানগরের মধ্যভাগে হস্তিপাল রাজার রজ্জু (=লেখক)-সভায় এক বর্ষা বর্ষাবাস করিয়াছিলেন। সেইটিই তাঁহার শেষ বর্ষাবাস ॥ ১২২ ॥

[পাপানগরের মধ্যভাগে হস্তিপাল রাজার রজ্জু (=লেখক)-সভায় তিনি তাঁহার জীবনের অন্তিম বর্ষারাত্রিতে বর্ষাবাস করিয়াছিলেন।] ॥ ১২৩ ॥

সেই অন্তরাবাস অর্থাৎ বর্ষারাত্রিবাসের সময়ে বর্ষার চতুর্থ মাসে সপ্তম পক্ষে কার্ত্তিকের কৃষ্ণপক্ষে পঞ্চদশী তিথিতে, যে রজনী তাঁহার শেষ রজনী সেই রজনীতে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর কালগত হন, ব্যতিক্রান্ত হন, সংসার ত্যাগ করিয়া সমুদ্‌যাত হন, জাতি (জন্ম), জরা, মরণের বন্ধন ছিন্ন করেন, সিদ্ধ হন, বুদ্ধ হন, মুক্ত হন, অন্তকৃৎ (অর্থাৎ

প্পহীণে ; চংদে নামং সে দোচ্চে সংবচ্ছরে, পীইবদ্ধণে মাসে, নংদিবদ্ধণে পক্খে, সুব্বয়গ্গী নামং সে দিবসে উবসমি ত্তি পবুচ্চই, দেবাণংদা নামং সা রয়ণী নিরিতি ত্তি পবুচ্চই, অচ্চে লবে, মুত্তে পাণূ, থোবে সিদ্ধে, নাগে করণে, সব্বথসিদ্ধে মুহুত্তে, সাইণা নক্খত্তেণং জোগং উবাগএণ কালগএ বিইক্কংতে সমুজ্জাএ ছিন্ন-জাই-জরা-মরণ-বংধণে সিদ্ধে বুদ্ধে মুত্তে অংতগড়ে পরিনিব্বুড়ে সব্ব-দুক্খ-প্পহীণে ॥ ১২৪ ॥

জং রয়ণিং চ ণং সমণে ভগবং মহাবীরে কালগএ [পু০ বা০ ১৬। জি০ চ০ ১২৪] জাব সব্ব-দুক্খ-প্পহীণে, সা ণং রয়ণী বহূহিং দেবেহিং দেবীহি য় উবয়মাণেহি য় উপ্পয়মাণেহি য় উজ্জোবিয়া য়াবি হোত্থা ॥ ১২৫ ॥

জং রয়াণিং চ ণং সমণে ভগবং মহাবীরে কালগএ [পু০ বা০ ১৬। জি০ চ০ ১২৪] জাব সব্ব-দুক্খ-প্পহীণে, সা ণং রয়ণী বহূহিং দেবেহিং দেবীহি য় উবয়মাণেহি য় উপ্পয়মাণেহি য় উপ্পিংজলগ-ভূয়া কহকহগভূয়া য়াবি হোত্থা ॥ ১২৬ ॥

জং রয়ণিং চ ণং সমণে ভগবং মহাবীরে কালগএ [পু০ বা০ ১৬। জি০ চ০ ১২৪] জাব সব্ব-দুক্খ-প্পহীণে তং রয়ণিং চ ণং জেট্ঠস্স গোয়মস্স ইংদভূইস্স অণগারস্স অংতেবাসিস্স নায়এ পিজ্জ-বংধণে বোচ্ছিন্নে অণংতে অণুত্তরে [পু০ বা০ ১। জি০ চ০ ১২০] জাব কেবল-বর-নাণ-দংসণে সমুপ্পন্নে ॥ ১২৭ ॥

জং রয়ণিং চ ণং সমণে ভগবং মহাবীরে [পু০ বা০ ১৬।জি০ চ০ ১২৪] জাব সব্ব-দুক্খ-প্পহীণে, তং রয়ণিং চ ণং নব মল্লঈ নব

অন্ত রচনার অধিকারী) হন, পরিনির্বাণ (চিরমুক্তি) লাভ করেন এবং সর্বদুঃখহীন হন।

সেই (পঞ্চ বৎসরে গণিত) যুগের চন্দ্র নামক দ্বিতীয় বৎসরে প্রীতিবর্ধন মাসে, নন্দিবর্ধন পক্ষে, সুব্রতাগ্নি নামক দিনে, ঐ দিনের নামান্তর উপশমী, দেবানন্দা নামক রাত্রিতে, ঐ রাত্রির নামান্তর নির্ঋতি, অর্চ্য নামক লবে, মুক্ত নামক প্রাণকে (অর্থাৎ শ্বাসে). সিদ্ধ নামক স্তোকে, নাগ করণে সর্বার্থ-সিদ্ধ নামক মুহূর্তে, স্বাতী নক্ষত্রের (সহিত চন্দ্রের) যোগে তিনি কালগত হন, ব্যতিক্রান্ত হন, সংসার ত্যাগ করিয়া সমুদ্‌যাত হন, জাতি-জরা-মরণের বন্ধন ছিন্ন করেন, সিদ্ধ হন, বুদ্ধ হন, মুক্ত হন, অন্তকৃৎ হন, পরিনির্বাণ লাভ করেন এবং সর্বদুঃখহীন হন ॥ ১২৪ ॥

যে রজনীতে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর কালগত হন,……………সর্ব দুঃখহীন হন, সেই রজনীতে বহু দেব ও বহু দেবীর অবরোহণ ও উত্থানে জগৎ উদ্যোতিত হইয়া উঠিয়াছিল ॥ ১২৫ ॥

যে রজনীতে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর কালগত হন,………সর্বদুঃখ প্রহীন হন, সেই রজনীতে বহু দেব ও বহু দেবী অবরোহণ ও ঊর্ধ্বে গমন করিতে থাকায় জগৎ উৎপিঞ্জলভূত অর্থাৎ কলরব-মুখরিত হইয়াছিল এবং 'কি হইল-কেন হইল ?' রব উঠিয়াছিল ॥ ১২৬ ॥

যে রজনীতে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর কালগত হন,………সর্বদুঃখ-প্রহীন হন, সেই রজনীতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ অন্তেবাসী জ্ঞাতিজ গৌতম গোত্রীয় ইন্দ্রভূতির প্রিয়বন্ধন (ভগবান্ মহাবীরের সহিত প্রীতির বন্ধন) উচ্ছিন্ন হয় এবং তিনি অনুত্তর, নির্ব্যাঘাত, নিরাবরণ, কৃৎস্ন, প্রতিপূর্ণ 'কেবল' নামক শ্রেষ্ঠ জ্ঞান দর্শন লাভ করেন ॥ ১২৭ ॥

যে রজনীতে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর কালগত হন,………সর্বদুঃখ-প্রহীন হন, সেই রজনীতে কাশী ও কোশলের নয়জন মল্লকী ও নয়জন

লেচ্ছঈ কাসী-কোসলগা অট্‌ঠারস বি গণ-রায়াণো অমাবসাএ পারাভোয়ং পোসহোববাসং পট্‌ঠবইংস্যু: গএ সে ভাবুজ্জোএ দব্বুজ্জোয়ং করিস্‌সামো ॥ ১২৮ ॥

জং রয়ণিং চ সমণে [পু° বা° ১৬।জি° চ° ১২৪] জাব সব্ব-দুক্‌খ-প্‌পহীণে, তং রয়ণিং চ ণং খুদ্দাএ নাম ভাস-রাসী মহ-গ্‌গহে দো-বাস-সহস্‌স-ট্‌ঠিঈ সমণস্‌স ভগবও মহাবীরস্‌স জম্ম-নক্‌খত্তং সংকংতে ॥ ১২৯ ॥

জপ্‌ পভিইং চ ণং সে খুদ্দাএ ভাস-রাসী মহ-গ্‌গহে দো-বাস-সহস্‌সট্‌ঠিঈ সমণস্‌স ভগবও মহাবীরস্‌স জম্ম-নক্‌খত্তং সংকংতে, তপ্‌-পভিইং চ ণং সমণাণং নিগ্‌গংথাণং নিগ্‌গংথীণ য় নো উদিএ পূয়া-সক্কারে পবত্তই ॥ ১৩০ ॥

জয়া ণং সে খুদ্দাএ [পু° বা° ১৮। জি° চ° ১৩০] জাব জম্ম-নক্‌খত্তাও বিইক্কংতে ভবিস্‌সই, তয়া ণং নিগ্‌গংথাণং নিগ্‌গংথীণ য় উদিএ পূয়া-সক্কারে ভবিস্‌সই ॥ ১৩১ ॥

জং রয়ণিং চ ণং সমণে ভগবং মহাবীরে কালগএ [পু° বা° ১৬] জাব সব্ব-দুক্‌খ-প্‌পহীণে, তং রয়ণিং চ ণং কুংথু অণুদ্ধরী নামং সমুপ্‌পন্না: জা ঠিয়া অচলমাণা ছউমত্থাণং নিগ্‌গংথাণং নিগ্‌গংথীণ য় নো চক্‌খু-ফাসং হব্বম্‌ আগচ্ছই; জা অট্‌ঠিয়া চলমাণা ছউমত্থাণং নিগ্‌গংথাণং নিগ্‌গংথীণ য় চক্‌খু-ফাসং হব্বম্‌ আগচ্ছই ॥ ১৩২ ॥

জং পাসিত্তা বহূহিং নিগ্‌গংথেহিং নিগ্‌গংথীহি য় ভত্তাইং

লিচ্ছবি এই আঠার জন গণ-রাজা (সম্মিলিত মিত্র রাজা) অমাবস্যা তিথিতে দ্বারাভোগ পোষধ (দ্বারদেশ আলোক মালায় দর্শনীয় করিয়া যে উপবাস উৎসব অনুষ্ঠিত হয় সেই উৎসব) প্রবর্তিত করেন। [তাঁহারা বলিয়াছিলেন]: সেই ভাবোদ্যোত (জ্ঞানের আলোক) যখন গত হইয়াছে তখন আমরা দ্রব্যোদ্যোত (দ্রব্যজাত আলোক মালার উৎসব) করিব ॥ ১২৮ ॥

যে রজনীতে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর কালগত হন,.........সর্বদুঃখ-প্রহীন হন, সেই রজনীতে ভস্মরাশি সদৃশ (দৃশ্যমান) ক্ষুদ্রাত্মা নামক মহাগ্রহ, শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের জন্মনক্ষত্রে সংক্রমিত হয়। প্রতি রাশিতে এই মহা [পাপ] গ্রহের স্থিতিকাল দুই সহস্র বৎসর ॥ ১২৯ ॥

যখন হইতে ঐ দ্বি-সহস্রবর্ষ-স্থিতিক ভস্মরাশিতুল্য ক্ষুদ্রাত্মা নামক মহাগ্রহ শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের জন্মনক্ষত্রে সংক্রমিত হয়, তখন হইতেই শ্রমণগণ, নিগ্রন্থগণ ও নিগ্রন্থীগণের উদিত [অর্থাৎ শাস্ত্রোচিত] পূজা ও সৎকার প্রবর্তিত হইতেছে না ॥ ১৩০ ॥

যখন সেই দ্বি-সহর্ষবর্ষ-স্থিতিক ভস্মরাশিতুল্য ক্ষুদ্রাত্মা নামক মহাগ্রহ শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের জন্মনক্ষত্র হইতে নিক্রান্ত হইবে তখন নিগ্রন্থ ও নিগ্রন্থীগণের উদিত (অর্থাৎ শাস্ত্রোচিত) পূজা ও সৎকার প্রবর্তিত হইবে ॥ ১৩১ ॥

যে রজনীতে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর কালগত হন,.........সর্বদুঃখ-প্রহীন হন, সেই রজনীতে কুন্থু [অর্থাৎ ভূমিতে অবস্থানকারী] অনুদ্ধরী (প্রাণিত্বে উদ্ধার বা উন্নতি যাহার হয় না এমন সূক্ষ্ম কীট) সমুৎপন্ন হয়, যাহা অচল অবস্থায় স্থির হইলে অপরিণতবুদ্ধি (অজ্ঞান ছন্নাচ্ছন্ন) নিগ্রন্থ বা নিগ্রন্থীদের চোখে সহজে ধরা পড়ে না, কিন্তু অস্থির হইয়া চলিতে থাকিলে তাঁহাদের চোখে সহজেই ধরা পড়ে ॥ ১৩২ ॥

এই সূক্ষ্ম কীট দেখিয়া বহু নিগ্রন্থ ও নিগ্রন্থী আহার ত্যাগ (ভক্ত

পচ্চকৃখায়াইং। সে কিম্ আহু ভংতে ঃ অজ্জ-প্পভিইং তুরারাহএ সংজমে ভবিস্সই ॥ ১৩৩ ॥

তেণং কালেণং তেণং সমএণং সমণস্স ভগবও মহাবীরস্স ইংদভূই-পামোক্খাও চোদ্দস সমণসাহস্সীও উক্কোসিয়া সমণ-সংপয়া হোত্থা ॥ ১৩৪ ॥

সমণস্স ণং ভগবও মহাবীরস্স অজ্জ-চংদণা-পামোক্খাও ছত্তীসং অজ্জিয়া-সাহস্সীও উক্কোসিয়া অজ্জিয়া-সংপয়া হোত্থা ॥ ১৩৫ ॥

সমণস্স ণং ভগবও মহাবীরস্স সংখসয়গ - পামোক্খাণং সমণোবাসগাণং এগা সয়-সাহস্সী অউণট্ঠিং চ সহস্সা উক্কোসিয়া সমণোবাসগাণং সংপয়া হোত্থা ॥ ১৩৬ ॥

সমণস্স ণং ভগবও মহাবীরস্স সুলসা-রেবঈ-পামোক্খাণং সমণোবাসিয়াণং তিন্নি সয় - সাহস্সীও অট্ঠারস সহস্সা উক্কোসিয়া সমণোবাসিয়াণং সংপয়া হোত্থা ॥ ১৩৭ ॥

সমণস্স ণং ভগবও মহাবীরস্স তিন্নি সয়া চউদ্দস-পুব্বীণং অজিণাণং জিণসংকাসাণং সব্বক্খর-সন্নিবাঈণং জিণো বিব অবিতহং বাগরমাণাণং উক্কোসিয়া চোদ্দস পুব্বীণং সংপয়া হোত্থা ॥ ১৩৮ ॥

সমণস্স ণং ভগবও মহাবীরস্স তেরস সয়া ওহি-নাণীণং অই-সেস-পত্তাণং উক্কোসিয়া ওহি-নাণীণং সংপয়া হোত্থা ॥ ১৩৯ ॥

সমণস্স ণং ভগবও মহাবীরস্স সত্ত সয়া কেবল-নাণীণং সংভিন্ন-বর-নাণ-দংসণ-ধরাণং উক্কোসিয়া কেবল - নাণি - সংপয়া হোত্থা ॥ ১৪০ ॥

প্রত্যাখ্যান) করিয়াছেন। একথা কিজন্য বলা হইয়াছে ? ভদন্ত !—এখন হইতে সংযম দুরারাধ্য হইবে ॥ ১৩৩ ॥

সেইকালে সেই সময়ে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের চতুর্দশ সহস্র শ্রমণ লইয়া গঠিত একটি উৎকৃষ্ট শ্রমণ-সম্পদ ছিল। ইন্দ্রভূতি ছিলেন তাঁহাদের মুখ্য ॥ ১৩৪ ॥

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের ছত্রিশ সহস্র আর্যিকা লইয়া গঠিত একটি উৎকৃষ্ট আর্যিকা-সম্পদ্ ছিল। আর্যিকা চন্দনা ছিলেন তাঁহাদের মুখ্যা ॥ ১৩৫ ॥

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের একশত উনষষ্টি সহস্র শ্রমণোপাসক লইয়া গঠিত একটি উৎকৃষ্ট শ্রমণোপাসক-সম্পদ্ ছিল। শঙ্খশতক ছিলেন তাঁহাদের মুখ্য ॥ ১৩৬ ॥

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের তিন শত আঠার সহস্র শ্রমণোপাসিকা লইয়া গঠিত একটি শ্রমণোপাসিকা-সম্পদ্ ছিল। সুলসা ও রেবতী ছিলেন তাঁহাদের মুখ্যা ॥ ১৩৭ ॥

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের তিনশত চতুর্দশ-পূর্বী লইয়া গঠিত একটি উৎকৃষ্ট চতুর্দশ-পূর্বি-সম্পদ্ ছিল। ঐসকল চতুর্দশপূর্বীরা অ-জিন হইয়াও জিনসংকাশ ছিলেন, সর্ব অক্ষর-সন্নিপাত জানিতেন এবং জিনগণের মত অবিতথ ভাবেই সত্য ব্যাখ্যা (ব্যাকরণ) করিতেন ॥ ১৩৮ ॥

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের ত্রয়োদশ শত অবধি-জ্ঞানী লইয়া গঠিত একটি উৎকৃষ্ট অবধি-জ্ঞানি-সম্পদ্ ছিল। তাঁহারা অতি-শেষ-প্রাপ্ত (অবধি জ্ঞানের চরম, সর্বজ্ঞত্বের ঈষন্ন্যূন জ্ঞানসম্পন্ন) ছিলেন ॥ ১৩৯ ॥

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের সাত শত কেবল জ্ঞানী লইয়া গঠিত একটি উৎকৃষ্ট কেবল-জ্ঞানি-সম্পদ্ ছিল। তাঁহারা শ্রেষ্ঠ সংভিন্ন-জ্ঞান-দর্শন-ধর ছিলেন ॥ ১৪০ ॥

সমণস্স ণং ভগবও মহাবীরস্স সত্ত সয়া বেউব্বীণং অদেবাণং দেবিড্ঢী-পত্তাণং উক্কোসিয়া বেউব্বি-সংপয়া হোত্থা ॥ ১৪১ ॥

সমণস্স ণং ভগবও মহাবীরস্স পংচ সয়া বিউল-মঈণং অড্ঢাইজ্জেসু দীবেসু দোসু য় সমুদ্দেসু সন্নীণং পংচিদিয়াণং পজ্জত্তগাণং মণোগএ ভাবে জাণংতাণং উক্কোসিয়া বিউল-মঈণং সংপয়া হোত্থা ॥ ১৪২ ॥

সমণস্স ণং ভগবও মহাবীরস্স চত্তারি সয়া বাঈণং স-দেব-মণুয়াসুরাএ পরিসাএ বাএ অপরাজিয়াণং উক্কোসিয়া বাই-সংপয়া হোত্থা ॥ ১৪৩ ॥

সমণস্স ণং ভগবও মহাবীরস্স সত্ত অংতেবাসী-সয়াইং সিদ্ধাইং [পু০ বা০ ১৬] জাব সব্ব-দুক্খ-প্পহীণাইং চউদ্দস অজ্জিয়া-সয়াইং সিদ্ধাইং ॥ ১৪৪ ॥

সমণস্স ণং ভগবও মহাবীরস্স অট্ঠ সয়া অণুত্তরোব-বাইয়াণং গই - কল্লাণাণং ঠিই-কল্লাণাণং আগমেসি ভদ্দাণং উক্কোসিয়া অণুত্তরোববাইয়াণং সংপয়া হোত্থা ॥ ১৪৫ ॥

সমণস্স ণং ভগবও মহাবীরস্স দুবিহা অংতগড়-ভূমী হোত্থা ; তং জহা, জুগংতকড়-ভূমী য় পরিয়ায়ংত-কড়-ভূমী য় ; জাব তচ্চাও পুরিস-জুগাও জুগংত-কড়-ভূমী, চউবাস-পরিয়াএ অংতম্ অকাসী ॥ ১৪৬ ॥

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের সাত শত বৈভূত্যবিস্তাবিৎ লইয়া গঠিত একটি উৎকৃষ্ট বেউবিয়-সম্পদ্ ছিল। তাঁহারা দেবতা না হইলেও দেবতাদিগের ন্যায় ঋদ্ধি (ঐশ্বর্য) সম্পন্ন ছিলেন ॥ ১৪১ ॥

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের পাঁচশত বিপুল-মতি লইয়া গঠিত একটি উৎকৃষ্ট বিপুলমতি-সম্পদ্ ছিল। তাঁহারা আড়াই দ্বীপ ও দুই সমুদ্রে পর্যাপ্তবিকাশ, সংজ্ঞাবান্ ও পঞ্চেন্দ্রিয়বান্ যে সকল জীব আছে তাহাদের সকলের মনোগত ভাব জানিতেন ॥ ১৪২ ॥

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের চারিশত বাদী (তার্কিক, অধ্যাপক) লইয়া গঠিত একটি উৎকৃষ্ট বাদি-সম্পদ্ ছিল। তাঁহারা দেব, অসুর ও মনুষ্যদিগের পরিষদে বাদে (তর্কে, বক্তৃতায়) অপরাজিত ছিলেন ॥ ১৪৩ ॥

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের সাতশত সিদ্ধ অন্তেবাসী ছিলেন। তাঁহারা সিদ্ধ হইয়াছিলেন, বুদ্ধ হইয়াছিলেন, মুক্ত হইয়াছিলেন, অন্তকৃৎ হইয়াছিলেন, পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন এবং সর্বদুঃখহীন হইয়াছিলেন। এইরূপ চৌদ্দ শত সিদ্ধা আর্যিকা ছিলেন ॥ ১৪৪ ॥

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের আট শত অনুত্তরোপপাতিক লইয়া গঠিত একটি উৎকৃষ্ট অনুত্তরোপপাতিক-সম্পদ্ ছিল। তাঁহাদের স্থিতিতে কল্যাণ ছিল, গতিতে কল্যাণ ছিল এবং আগম (ভবিষ্যৎ প্রাপ্তি) সৌভাগ্যসূচক ছিল। তাঁহারা বিজয়াদি অনুত্তর বিমান প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১৪৫ ॥

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর দ্বিবিধ অন্তকৃৎ-ভূমি (অর্থাৎ অন্তকারী অবস্থায় তিনি দুইটি ভূমি বা কাল) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যথা: যুগান্তকৃৎ ভূমি ও পর্যায়ান্তকৃৎ ভূমি। তৃতীয় পুরুষ পর্যন্ত যুগটি যুগান্তকৃৎ ভূমি (মহাবীর হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার তীর্থে তৃতীয় পুরুষ পর্যন্ত যুগান্তকৃৎ ভূমি); কেবলিত্ব অর্জনের পর চারিবৎসর পর্যায়ান্তকৃৎ ভূমি। তৎপরে পর্যায়ের অন্ত করিয়াছেন ॥ ১৪৬ ॥

তেণং কালেণং তেণং সমএণং সমণে ভগবং মহাবীরে তীসং বাসাইং অগার-বাস-মজ্ঝে বসিত্তা সাইরেগাইং দুবালস বাসাইং ছউমত্থ-পরিয়ায়ং পাউণিত্তা দেসূণাইং তীসং বাসাইং কেবলি-পরিয়ায়ং পাউণিত্তা বায়ালীসং বাসাইং সামন্ন-পরিয়ায়ং পাউণিত্তা বাবত্তরিং বাসাইং সব্বাউয়ং পালয়িত্তা খীণে বেয়ণিজ্জাউয়-নাম-গোত্তে ইমীসে ওসপ্পিণীএ দূসম-সুসমাএ সমাএ বহু-বিইক্কংতাএ তীহিং বাসেহিং অদ্ধ-নবমেহি য় মাসেহিং সেসেহিং পাবাএ মজ্ঝিমাএ হত্থিপালগস্স রন্নো রজ্জূ-সভাএ এগে অবীএ ছট্ঠেণং ভত্তেণং অপাণএণং সাইণা নক্-খত্তেণং জোগম্ উবাগএণং পচ্চূস-কাল-সময়ংসি সংপলিয়ংক-নিসন্নে পণপন্নম্ অজ্ঝয়ণাইং পাব-ফল-বিবাগাইং ছত্তীসং চ অপুট্ঠবাগরণাইং বাগরিত্তা পহাণং নাম অজ্ঝয়ণং বিভাবেমাণে ২ কালগএ বিইক্কংতে সমুজ্জাএ ছিন্ন - জাই - জরা-মরণ-বংধণে সিদ্ধে বুদ্ধে মুত্তে অংতকড়ে পরিনিব্বুড়ে সব্ব-দুক্খ-প্পহীণে ॥ ১৪৭ ॥

সমণস্স ভগবও মহাবীরস্স [পু° বা° ১৬] জাব সব্ব-দুক্খ-প্পহীণস্স নব বাস-সয়াইং বিইক্কংতাইং, দসমস্স য় বাস-সয়স্স অয়ং অসীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই। বায়ণংতরে পুণ : অয়ং তেণউএ সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই ইতি ॥ ১৪৮ ॥

সেইকালে সেই সময়ে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর ত্রিশ বৎসর আগারবাস করিয়া কিঞ্চিদধিক দ্বাদশ বৎসর ছদ্মস্থ পর্যায় পাইয়াছিলেন। কিঞ্চিন্ন্যূন ত্রিশ বৎসর কেবলী পর্যায়ে ছিলেন। বিয়াল্লিশ বৎসর শ্রামণ্য পর্যায়ে ও সকল আয়ুষ্কাল ধরিয়া বাহাত্তর বৎসর তিনি ইহলোকে কাটাইয়াছিলেন। তারপর তাঁহার [কর্মফলে লব্ধ] বেদনীয় (যাহা এ সংসারে জানিতে হয়), আয়ু (জীবৎকালের কর্মফললব্ধ পরিমাণ), নাম ও গোত্র ক্ষয় হইলে এই অবসর্পিণী কালপ্রবাহে দুঃসম-সুষমা যুগের বহু সমা অতিক্রান্ত হইলে তিন বৎসর সাড়ে আট মাস শেষ থাকিতে পাপা নগরের মধ্যভাগে হস্তিপালক রাজার রজ্জু- (=লেখক-) সভায় একাকী অদ্বিতীয় (অর্থাৎ সঙ্গে কাহাকেও না লইয়া) তিনি প্রতি তৃতীয় দিনে একবারমাত্র পানীয়-বিহীন আহার গ্রহণের ব্রত পালন করিতে করিতে স্বাতী নক্ষত্রে [চন্দ্রের] যোগ হইলে প্রত্যূষকাল সময়ে সংপর্যংক অর্থাৎ পদ্মাসনে সমাসীন অবস্থায় [বিপাকসূত্র অঙ্গগ্রন্থের] পাপ-ফল-বিপাক বিষয়ে পঞ্চান্ন অধ্যয়ন (অধ্যায়) ও [উত্তরাধ্যয়ন অঙ্গগ্রন্থের] অস্ফুট-ব্যাখ্যাত ছত্রিশ অধ্যয়ন ব্যাখ্যা করিয়া তাহার প্রধান অধ্যয়ন (যেখানে মরুদেবের কথা আছে সেই অধ্যয়ন) ভাবনা করিতে করিতে কালগত হন, ব্যতিক্রান্ত (কর্মফলের পারগত) হন, সংসারত্যাগ করিয়া সমুদ্‌যাত হন, জন্ম-জরা-মরণের বন্ধন ছিন্ন করেন, সিদ্ধ হন, বুদ্ধ হন, মুক্ত হন, অন্তকৃৎ হন ও সর্বদুঃখ-প্রহীন হন ॥ ১৪৭ ॥

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের কালগমন, ব্যতিক্রান্তি, সমুদ্‌যান, জন্ম-জরা-মরণের বন্ধন ছেদন, সিদ্ধিলাভ, বুদ্ধত্বলাভ, মুক্তিলাভ, অন্তকৃৎত্ব লাভ ও সর্বদুঃখপ্রহীনতা প্রাপ্তির দিন হইতে নয় শত বৎসর ব্যতিক্রান্ত হইয়াছে, দশম বর্ষ-শতকের অশীতিতম সংবৎসর চলিতেছে। বাচনান্তরে আবার এখন ৯৩তম সংবৎসর চলিতেছে। ইতি ॥ ১৪৮ ॥

জিণচরিত্তং

পাসে।

জিনচরিত্র

পার্শ্বনাথ।

O. P. 93—15

তেণং কালেণং তেণং সমএণং পাসে অরহা পুরিসাদাণীএ পংচ-বিসাহে হোত্থা। তং জহা। বিসাহাহিং চুএ চইত্তা গব্ভং বক্কংতে। বিসাহাহিং জাএ। বিসাহাহিং মুংডে ভবিত্তা অগারাও অণগারিয়ং পব্বইএ। বিসাহাহিং অণংতে অণুত্তরে নিব্বাঘাএ নিরাবরণে কসিণে পড়িপুন্নে কেবল-বর-নাণ-দংসণে সমুপ্পন্নে। বিসাহাহিং পরিনিব্বুএ ॥ ১৪৯ ॥

পাসে

তেণং কালেণং তেণং সমএণং পাসে অরহা পুরিসাদাণীএ, জে সে গিম্হাণং পঢ়মে মাসে পঢ়মে পক্খে চিত্ত-বহুলে, তস্স ণং চিত্ত-বহুলস্স চউত্থীপক্খেণং পাণয়াও কপ্পাও বীসং-সাগরোবম-ট্ঠিইয়াও অণংতরং চয়ং চইত্তা ইহেব জংবুদ্দীবে দীবে ভারহে বাসে বাণারসীএ নয়রীএ আসসেণস্স রন্নো বম্মাএ দেবীএ পুব্বরত্তাবরত্ত-কাল-সময়ংসি বিসাহাহিং নক্খত্তেণং জোগমুবাগএণং আহার-বক্কংতীএ ভববক্কংতীএ (গ্রং ৭০০) সরীর-বক্কংতীএ কুচ্ছিংসি গব্ভত্তাএ বক্কংতে ॥ ১৫০ ॥

পাসে ণং অরহা পুরিসাদাণীএ তিন্নাণোবগএ য়াবি হোত্থা। তং জহা। চইস্সামি ত্তি জাণই, চয়মাণে ন জাণই, চুএমি ত্তি জাণই। তেণং চেব অভিলাবেণং সুবিণ-দংসণ-বিহাণেণং সব্বং জাব [পরিশিষ্ট ক] নিয়গ-গিহং অণুপবিট্ঠা (সয়ং ভবণং অণুপবিট্ঠা) জাব সুহংসুহেণং তং গব্ভং পরিবহই ॥ ১৫১ ॥

তেণং কালেণং তেণং সমএণং পাসে অরহা পুরিসাদাণীএ, জে সে হেমংতাণং দোচ্চে মাসে তচ্চে পক্খে পোসে-বহুলে, তস্স ণং পোস-বহুলস্স দসমী-পক্খেণং নবণ্হং মাসাণং বহু-পড়ি-

পার্শ্বনাথ

সেইকালে সেই সময়ে জনাদৃত অর্হৎ পার্শ্ব [নাথ] পঞ্চ-বিশাখ হইয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহার জীবনের পাঁচটি শুভ ঘটনা পাঁচটি বিশাখা নক্ষত্রযোগে ঘটিয়াছিল। যথা : বিশাখা নক্ষত্রযোগে বিমানলোক হইতে চ্যুত হইয়া গর্ভে প্রবেশ করেন, বিশাখা নক্ষত্রযোগে ভূমিষ্ঠ হন, বিশাখা নক্ষত্রযোগে মুণ্ডিত হইয়া আগার ত্যাগ পূর্বক অনাগারিত্ব প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, বিশাখা নক্ষত্রযোগে অনন্ত, অনুত্তর, নির্ব্যাঘাত, নিরাবরণ, কৃৎস্ন, প্রতিপূর্ণ শ্রেষ্ঠ কেবল-জ্ঞান-দর্শন লাভ করেন, বিশাখা নক্ষত্রযোগে পরিনির্বাণ লাভ করেন ॥ ১৪৯ ॥

সেইকালে সেই সময়ে জনাদৃত অর্হৎ পার্শ্ব গ্রীষ্মের প্রথম মাসে প্রথম পক্ষে চৈত্র মাসের কৃষ্ণ পক্ষে চতুর্থী তিথিতে বিশ সাগরোপম কাল অবস্থানের পর 'প্রাণক' নামক কল্পলোক হইতে চ্যুত হইয়া এখানে এই জম্বুদ্বীপ নামক দ্বীপে (মহাদেশে) ভারতবর্ষ নামক বর্ষে (দেশে) বারাণসী নগরীতে অশ্বসেন রাজার মহিষী বামা দেবীর কুক্ষিতে মধ্যরাত্রসময়ে বিশাখা নক্ষত্রের সহিত (চন্দ্রের) যোগ হইলে [দেবলোকে ভোগ্য] আহারক্ষয়, ভবক্ষয় ও শরীরক্ষয় হওয়াতে, গর্ভরূপে প্রবেশ করেন ॥ ১৫০ ॥

জনাদৃত অর্হৎ পার্শ্ব ত্রিজ্ঞানোপেত ছিলেন। অর্থাৎ 'চ্যুত হইব' একথা জানিতেন, চ্যুত হইবার কালে জানিতেন না, 'চ্যুত হইয়াছি' ইহা জানিতেন। সেই পূর্বনির্দিষ্ট বাক্যসমষ্টি প্রয়োগ দ্বারা 'মহাবীর' স্থানে 'পার্শ্ব' নামের উপযোগ পূর্বক স্বপ্নদর্শন বিধানাদি সবই বলিতে হইবে [পরিশিষ্ট ক] যাবৎ…নিজ ভবনে প্রবেশ করিলেন। …যাবৎ …গর্ভ বহন করিতে লাগিলেন ॥ ১৫১ ॥

সেইকালে সেই সময়ে জনাদৃত অর্হৎ পার্শ্ব হেমন্তের দ্বিতীয় মাসে তৃতীয় পক্ষে পৌষের কৃষ্ণ পক্ষে দশমী তিথিতে পূর্ণ নয় মাস সাড়ে সাত

পুন্নাণং অদ্ধ'ট্ঠমাণং রাইংদিয়াণং বিইক্কংতাণং পুব্ব-রত্তাবরত্ত-সময়ংসি বিসাহাহিং নক্‌খত্তেণং জোগম্ উবাগএণং আরোগ্‌গা-রোগ্‌গং দারয়ং পয়ায়া ॥ ১৫২ ॥

[জং রয়ণিং চ ণং অরহা পুরিসাদাণীএ জাএ, তং রয়ণিং চ ণং বহূহিং দেবেহিং দেবীহি য় উবয়ংতেহি য় উপ্‌পয়ংতেহি য় উজ্জোবিয়া বি হোত্থা।] জং রয়ণিং চ ণং পাসে অরহা পুরিসাদাণীএ জাএ তং রয়ণিং চ ণং বহূহিং দেবেহিং দেবীহি য় উবয়ংতেহিং উপ্‌পয়ংতেহিং (দেবুজ্জোএ এগালোএ লোএ দেব-সন্নিবায়া) উপ্‌পিংজলমাণ-ভূয়া কহ-কহগ-ভূয়া য়াবি হোত্থা ॥১৫৩॥

জম্মণং সব্বং পাসাভিলাবেণং ভাণিয়ব্বং

[পরিশিষ্ট খ]

জাব তং হোউ ণং কুমারে পাসে নামেণং ॥ ১৫৪ ॥

পাসে ণং অরহা পুরিসাদাণীএ দক্‌খে দক্‌খ-পাইন্নে পড়িরূবে অল্লীণে ভদ্দাএ বিণীএ তীসং বাসাইং অগার-বাস-মজ্‌ঝে বসিত্তা পুণরবি লোগংতিএহিং জীয়-কপ্‌পিয়েহিং দেবেহিং তাহিং ইট্‌ঠাহিং [পু° বা° ৬] জাব এবং বয়াসী ॥ ১৫৫ ॥

"জয় ২ নংদা! জয় ২ ভদ্দা! ভদ্দং তে খত্তিয়-বর-বসভা! বুজ্‌ঝাহি ভগবং লোগনাহা, সয়ল-জগজ্‌-জীব-হিয়ং পবত্তেহি

রাত্রিদিন গত হইলে মধ্যরাত্র সময়ে বিশাখা নক্ষত্রের (সহিত চন্দ্রের) যোগ হইলে সুস্থদেহা বামাদেবীর পুত্ররূপে সুস্থদেহে প্রসূত হন ॥১৫২॥

[যে রজনীতে জনাদৃত অর্হৎ পার্শ্ব ভূমিষ্ঠ হন, সেই রজনীতে বহু দেব ও বহু দেবীর অবপতনে ও উৎপতনে জগৎ আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল।] যে রজনীতে জনাদৃত অর্হৎ পার্শ্ব ভূমিষ্ঠ হন সেই রজনীতে বহু দেব ও বহু দেবীর অবপতন ও উৎপতনে (দেবলোকের আলোকমালায় ইহলোক আলোকিত করিয়া দেব-সন্নিপাত হইয়াছিল) উৎপিঞ্জল (অর্থাৎ রব-মুখরিত) হইয়াছিল এবং 'কি হইল? কেন হইল?' রবে কোলাহল উঠিয়াছিল ॥ ১৫৩ ॥

জন্ম বিবরণ সমস্ত 'পার্শ্ব' শব্দ যোগে বলিতে হইবে [পরিশিষ্ট খ]··· যাবৎ···সেইজন্য এই কুমারের নাম 'পার্শ্ব' রাখা হউক ॥ ১৫৪ ॥

দক্ষ, দক্ষপ্রতিজ্ঞ আদর্শ রূপবান্, আলীন (অর্থাৎ কূর্মবৎ আত্মগুপ্ত , ভদ্রক (সুলক্ষণ) ও বিনীত সেই জনাদৃত অর্হৎ পার্শ্ব ত্রিশ বৎসর আগারবাস (অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমে বাস) করিবার পর পুনরায় লোকান্তিক দেবগণ প্রচলিত আচারবিধি অনুসারে সেই ইষ্ট, কান্ত. প্রিয়, মনোজ্ঞ, মনোরম, উদার, কল্যাণকর. শুভ, ধন্য, মঙ্গলাকর, মিত-মধুর-শোভন হৃদয় গম্য, হৃদয়-প্রহ্লাদন, গম্ভীর, অপুনরুক্ত বাক্যে তাঁহাকে অনবরত অভিনন্দন করিতে করিতে ও স্তব করিতে করিতে এই কথা বলিলেন ॥ ১৫৫ ॥

জয় জয় হে নন্দক! জয় জয় হে ভদ্রক! তোমার মঙ্গল হউক, হে ক্ষত্রিয়-বর-বৃষভ! জাগরিত হও। হে ভগবন্! হে লোকনাথ! এমন ধর্মতীর্থ প্রবর্তন কর যে তাহা সর্বলোকে সর্বজীবের সর্বশ্রেষ্ঠ

ধম্ম-তিত্থং পর-হিয়-সুহ-নিস্সেয়স-করং সব্ব-লোএ সব্ব-জীবাণং ভবিস্সই !" ত্তি কট্টু জয়-জয়-সদ্দং পউংজংতি ॥ ১৫৬ ॥

পুব্বিং পি ণং পাসস্স অরহও পুরিসাদাণীয়স্স মাণুস্সগাও গিহত্থধম্মাও অণুত্তরে আহোহিএ অপ্পড়িবাঈ নাণ-দংসণে হোত্থা। তএ ণং পাসে অরহা পুরিসাদাণীএ তেণং অনুত্তরেণং আহোহিএণং নাণ-দংসণেণং অপ্পণো নিক্খমণ-কালং আভোএই। আভোএইত্তা চিচ্চা হিরন্নং, চিচ্চা সুবন্নং, চিচ্চা ধণং, চিচ্চা ধন্নং, চিচ্চা রজ্জং, চিচ্চা রট্ঠং, এবং বলং বাহণং কোসং কোট্ঠাগারং চিচ্চা, পুরং চিচ্চা, অংতেউরং চিচ্চা, জণবয়ং চিচ্চা, ধণ-কণগ-রয়ণ-মণি-মোত্তিয়-সংখ-সিল-প্পবাল - রত্তরয়ণমাইয়ং, সংত - সার - সাবএজ্জং বিচ্ছড্ডইত্তা বিগ্গোবইত্তা দাণং দায়ারেহিং পরিভাইত্তা, দাণং দাইয়াণং পরিভাইত্তা, জে সে হেমংতাণং দোচ্চে মাসে তচ্চে পক্খে পোস-বহুলে, তস্স ণং পোস-বহুলস্স ইক্কারসী দিবসেণং পুব্বণ্হ-কাল-সময়ংসি বিসালাএ সিবিয়াএ স-দেব-মণুয়াসুরাএ পরিসাএ সমণুগম্ম-মাণ-মগ্গে সংখিয়-চক্কিয়-মংগলিয়-মুহমংগলিয়-বদ্ধমাণ-পূসমাণ-ঘংটিয়-গণেহিং তাহিং ইট্ঠাহিং কংতাহিং পিয়াহিং মণুন্নাহিং মণামাহিং ওরালাহিং কল্লাণাহিং সিবাহিং ধন্নাহিং মংগল্লাহিং মিয়-মহুর-সস্সিরীয়াহিং হিয়য়-পল্হায়ণিজ্জাহিং অট্ঠ-সইয়াহিং অপুণরুত্তাহিং বগ্গূহিং অভিণংদমাণা ২ অভিসংথুণমাণা ২ য় এবং বয়াসী। "জয় ২ নংদা! জয় ২ ভদ্দা! ভদ্দং তে অভগ্গেহিং নাণ-দংসণ-চরিত্তেহিং অজিয়াইং জিণাহিং ইংদিয়াইং, জিয়ং চ পালেহি সমণ-ধম্মং জিয়-বিগ্ঘো বি য় বসাহিং তং দেব ! সিদ্ধি-মজ্ঝে। নিহণাহিং

হিতকর পরম সুখকর ও নিঃশ্রেয়স-কর হইবে। এই বলিয়া [তাঁহারা] জয় জয় ধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥ ১৫৬ ॥

জনাদৃত অর্হৎ পার্শ্ব মনুষ্য-ধর্ম-সুলভ গার্হস্থ গ্রহণ (অর্থাৎ বিবাহ) করিবার পূর্বেও তাঁহার অনুত্তর অপ্রতিপাতী আভোগিক জ্ঞানদর্শন ছিল। সেইজন্য জনাদৃত অর্হৎ পার্শ্ব সেই অনুত্তর আভোগিক জ্ঞানদর্শন-বলে আপন নিষ্ক্রমণকাল (প্রব্রজ্যা গ্রহণের কাল) দেখিতে পাইয়াছিলেন। দেখিতে পাইয়া তিনি তাঁহার সমস্ত হিরণ্য ত্যাগ করিয়াছিলেন, সুবর্ণ ত্যাগ করিয়াছিলেন, ধন ত্যাগ করিয়াছিলেন, ধান্য ত্যাগ করিয়াছিলেন, রাজ্য ত্যাগ করিয়াছিলেন, রাষ্ট্র ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং বল, বাহন, কোষ, কোষাগার, পুর, অন্তঃপুর ও জনপদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তারপর কনক, রত্ন, মণি, মৌক্তিক, শঙ্খ, শিলা, প্রবাল, রক্তরত্ন ইত্যাদি সমস্ত সারভূত সম্পদ ত্যাগ করিয়া, অবজ্ঞা করিয়া দাতৃগণের সাহায্যে বিলাইয়া দিয়াছিলেন এবং দায়গ্রস্ত (দরিদ্র) গণকে দান করিয়া বিলাইয়াছিলেন। তারপর হেমন্তের দ্বিতীয় মাসে তৃতীয় পক্ষে পৌষের কৃষ্ণ পক্ষে একাদশী তিথিতে পূর্বাহ্ণ সময়ে 'বিশালা' নামক শিবিকায় দেব-মনুষ্য ও অসুরগণের দ্বারা দলে দলে অনুগম্যমান হইয়া বারাণসী নগরীর মধ্য দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইতে লাগিলেন। শাঙ্খিক, চাক্রিক, মাঙ্গলিক, মুখমাঙ্গলিক, বর্ধমান (স্কন্ধে নর-বাহী মানুষ), পুষ্যমাণ (ভাট) এবং ঘাণ্টিক (ঘণ্টাবাদক) গণ চলিতেছিল। চলিতে চলিতে তাহারা সেই ইষ্ট, কান্ত, প্রিয়, মনোজ্ঞ, মনোরম, উদার, কল্যাণকর, শুভ, ধন্য, মঙ্গলাকর, মিত-মধুর-শোভন, হৃদয়-প্রহ্লাদন, একশো আট পুনরুক্তিদোষহীন বাক্যে অভিনন্দন করিতে করিতে ও স্তব করিতে করিতে এই কথা বলিল।

জয় জয় হে নন্দক ! জয় জয় হে ভদ্রক ! তোমার ভদ্র হউক। অভগ্ন জ্ঞানদর্শন ও চরিত্র দ্বারা তোমার অবিজিত ইন্দ্রিয়গুলি জয় কর। তোমার সম্যগ্ বিজিত শ্রমণ-ধর্ম পালন কর। হে দেব ! বিঘ্নসমূহ জয় করিয়া সিদ্ধিমধ্যে কাল কাটাও। তপস্যা প্রভাবে রাগদোষ

রাগ-দোস-মল্লে তবেণং ধিই-ধণিয়-বদ্ধ-কচ্ছে মদ্দাহি অট্ঠ-কম্ম-সত্তু ঝাণেণং উত্তমেণং সুক্কেণং অপ্পমত্তো হরাহি আরাহণা-পড়াগং চ, বীর! তেলুক্ক-রংগ-মজ্ঝে পাব য় বিতিমিরং অণুত্তরং কেবল-বর-নাণং, গচ্ছ য় মুক্খং পরং পয়ং জিণ-বরোবইট্ঠেণ মগ্গেণং অকুডিলেণং হংতা পরীসহ-চমুং! জয় ২ খত্তিয়-বর-বসভা! বহূইং দিবসাইং বহূইং পক্খাইং বহূইং মাসাইং বহূইং উউইং বহূইং অয়ণাইং বহূইং সংবচ্ছরাইং অভীএ পরীসহোবসগ্গাণং খংতি-খমে ভয়-ভেরবাণং, ধম্মে তে অবিগ্ঘং ভবউ! ত্তি কট্টু জয়-জয়-সদ্দং পউংজংতি॥ তএ ণং পাসে অরহা পুরিসাদাণীএ নয়ণ-মালা-সহস্সেহিং পিচ্ছিজ্জমাণে ২, বয়ণ-মালা-সহস্সেহিং অভি-থুব্বমাণে ২, হিয়য়-মালা-সহস্সেহিং উন্নংদিজ্জমাণে ২, মণোরহ-মালা-সহস্সেহিং বিচ্ছিপ্পমাণে ২, কংতি-রূব-গুণেহিং পচ্ছিজ্জ-মাণে ২, অংগুলিমালা-সহস্সেহিং দাইজ্জমাণে ২, দাহিণ-হত্থেণং বহূণং নর-নারী-সহস্সাণং অংজলি-মালা-সহস্সাইং পড়িচ্ছমাণে ২, ভবণ-পংতি-সহস্সাইং সমইচ্ছমাণে ২, তংতি-তল-তুড়িয়-ঘণ-মুইংগ-গীয়-বাইয়-রবেণং মহুরেণ য় মণহরেণং জয়-সদ্দ-ঘোস-মীসিএণং মংজু-মংজুণা ঘোসেণ য় পড়িবুজ্ঝমাণে ২, সব্বিড্ঢীএ, সব্ব-জুঈএ, সব্ব-বলেণং, সব্ব-বাহনেণং, সব্ব-সমুদএণং, সব্বায়রেণং, সব্ব-বিভূঈএ, সব্ব-বিভূসাএ, সব্ব-সংভমেণং, সব্ব-সংগমেণং, সব্বপগঈএহিং, সব্ব-নাড়এণং, সব্ব-তালয়রেহিং, সব্বারোহেণং, সব্ব-পুপ্ফ-

(আসক্তিদোষ) রূপ মল্লকে বিনাশ কর। ধৃতিরূপ ধটিকা দিয়া কাছা বাঁধিয়া উত্তম পবিত্র (শুক্ল) ধ্যানের সাহায্যে অষ্ট কর্মশত্রু মর্দন কর। অপ্রমত্ত হইয়া আরাধনা-পতাকা বহন কর। হে বীর! এই ত্রৈলোক্য-রঙ্গ [মঞ্চ]- মধ্যে সেই সবশ্রেষ্ঠ অনুত্তর কেবল-জ্ঞান-দর্শন লাভ কর, যাহাতে [অজ্ঞান-] তিমিরের আবিলতা নাই। শ্রেষ্ঠ জিনগণ কর্তৃক উপদিষ্ট অকুটিল মার্গে গমন করিয়া পরম পদ মোক্ষে উপনীত হও। বিঘ্ন সমূহের চমূ তুমি বিনাশ করিয়াছ। জয় জয় হে ক্ষত্রিয়-বর-বৃষভ! বহু দিবস, বহু পক্ষ, বহু মাস, বহু ঋতু, বহু অয়ন, বহু সংবৎসর ধরিয়া নানা বিঘ্ন ও নানা উপসর্গকে ভয় না করিয়া তুমি ভয় ও বিপদে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে সক্ষম হইয়াছ। তোমার ধর্মে অবিঘ্ন হউক। এই বলিয়া [তাহারা] জয়-জয়-ধ্বনি করিতে লাগিল।

তারপর জনাদৃত অর্হৎ পার্শ্ব বারাণসী নগরীর মধ্য দিয়া নির্গত হইয়া যেখানে আশ্রমপদ উদ্যানে সেই শ্রেষ্ঠ অশোক পাদপটি ছিল সেইখানে উপস্থিত হইলেন। যাইবার পথে সহস্র সহস্র নয়নমালা তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। সহস্র সহস্র বদনমালা তাঁহার স্তব করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র হৃদয়মালা তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে লাগিল সহস্র সহস্র মনোরথমালা তাঁহাকে বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। কান্তি, রূপ ও গুণের জন্য সকলে তাঁহাকে কামনা করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র অঙ্গুলিমালা তাঁহার দিকে নির্দেশ করিতে লাগিল। বহু সহস্র নরনারীর সহস্র সহস্র অঞ্জলি তিনি দক্ষিণ হস্ত দ্বারা প্রতিনন্দিত করিতে করিতে চলিলেন। সহস্র সহস্র ভবন-পংক্তি অতিক্রম করিয়া চলিলেন। তন্ত্রী, তলতাল (করতাল), তূর্য, ঘনমৃদঙ্গ (খোল) প্রভৃতি সহযোগে গীতবাদ্য হইতে লাগিল। তাহার সঙ্গে মধুর ও মনোহর জয়ধ্বনি-নির্ঘোষ মিশিতে লাগিল। সেই মঞ্জু-মধুর জয়ধ্বনিতে [নগরবাসিগণ] প্রতিবোধিত হইতে লাগিল। বিপুল ঐশ্বর্যের উপযোগী জাঁকজমক সহকারে সব বল, বাহন, লোকজন, অনুচরবর্গ লইয়া, সব আদর, বিভূতি, ভূষণ, সংভ্রম, সংযোগ, প্রগতি, নট-নটী, তালাচর, এবং সমস্ত অবরোধ, সমস্ত পুষ্পমালা অলংকার ভূষণাদি সহ

মল্লালংকার-বিভূসাএ, সব্ব-তুড়িয়-সদ্দ-সংনিণাএণং, মহয়া ইড্‌ঢীএ, মহয়া জুঈএ, মহয়া বলেণং, মহয়া বাহণেণং, মহয়া বর-তুড়িয়-জমগ-সমগ-প্‌পবাইএণং, সংখ-পণব-পড়হ-ভেরি-ঝল্লরি-খরমুহি-হুংহুহি-নিগ্‌ঘোস-নাইয়-রবেণং বাণারসিং নগরিং মজ্‌ঝংমজ্‌ঝেণং নিগ্‌গচ্ছই। নিগ্গচ্ছিত্তা জেণেব আসম-পএ উজ্জাণে জেণেব অসোগ-বর-পায়বে তেণেব উবাগচ্ছই। উবাগচ্ছিত্তা অসোগ-বর-পায়স্‌স অহে সীয়ং ঠাবেই। ঠাবিত্তা সীয়াও পচ্চোরুহই। পচ্চোরুহিত্তা সয়মেব আভরণ-মল্লালংকারং ওমুয়ই। ওমুইত্তা সয়মেব পংচ-মুট্‌ঠিয়ং লোয়ং করেই। করিত্তা অট্‌ঠমেণং ভত্তেণং অপাণএণং বিসাহাহিং নক্‌খত্তেণং জোগম্‌ উবাগএণং এগং দেব-দূসম্‌ আদায় তীহিং পুরিস-সএহিং সদ্ধিং মুংডে ভবিত্তা অগারাও অণগারিয়ং পব্বইএ ॥ ১৫৭ ॥

পাসে ণং অরহা পুরিসাদাণীএ তেসীইং রাইংদিয়াইং নিচ্চং বোসট্‌ঠ-কাএ চিয়ত্ত-দেহে, জে কেই উবসগ্‌গা উপ্পজ্জংতি—তং জহা: দিব্বা বা মাণুসা বা তিরিক্‌খ-জোণিয়া বা অণুলোমা বা পড়িলোমা বা—তে উপ্‌পন্নে সম্মং সহই তিতিক্‌খই খমই অহিয়াসেই ॥ ১৫৮ ॥

তএ ণং সে পাসে ভগবং অণগারে জাএ। ইরিয়া-সমিএ ভাসা-সমিএ এসণা-সমিএ আয়াণ-ভংড-মত্ত-নিক্‌খেবণা-সমিএ উচ্চার-পাসবণ-খেল-সিংঘাণ-জল্ল-পারিট্‌ঠাবণীয়া-সমিএ মণ-সমিএ বয়-সমিএ কায়-সমিএ, মণ-গুত্তে, বয়-গুত্তে, কায়-গুত্তে গুত্তিংদিয়ে

ঢাক-ঢোল বাদ্যনিনাদে নগর মুখরিত করিয়া চলিতে লাগিলেন। সেই সব জাঁক-জমক বলবাহন লোকজন তূর্য-যমক-সমগ-বাদ্য ও শঙ্খ, পণব, পটহ, ভেরি, ঝল্লরী, খরমুখী, দুন্দুভি প্রভৃতির নির্ঘোষ ও নিনাদে এবং লোকের কোলাহলে নগরী মুখরিত হইয়া উঠিল।

বারাণসী নগরীর বাহিরে আশ্রমপদ উদ্যানে সেই শ্রেষ্ঠ অশোক পাদপের নিকটে গিয়া সেই শ্রেষ্ঠ অশোকপাদপমূলে তিনি শিবিকা স্থাপন করাইলেন। তারপর শিবিকা হইতে নামিলেন। নামিয়া স্বয়ং আভরণ-মাল্যালঙ্কার খুলিয়া ফেলিলেন। খুলিয়া ফেলিয়া স্বয়ং পাঁচ মুষ্টিতে মস্তকের সমস্ত কেশ উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন। তারপর প্রতি চতুর্থ দিবসে একবারমাত্র পানীয়বিহীন-আহার গ্রহণের ব্রত লইয়া একখানি দেবদূষ্য বস্ত্র ও তিনশত পুরুষ (শ্রমণ) সঙ্গে লইয়া বিশাখা নক্ষত্রের (সহিত চন্দ্রের) যোগে মুণ্ডিত হইয়া আগার (গৃহস্থাশ্রম) ত্যাগ করিয়া অনাগারিত্ব প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন॥ ১৫৭॥

জনাদৃত অর্হৎ পার্শ্ব তিরাশি রাত্রিদিন ধরিয়া নিত্য (সর্বদা) দেহের যত্ন ত্যাগ করিয়া কষ্ট সহ্য করিবার জন্য নিজ দেহ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। যে কোনও উপসর্গ (দুঃখ-কষ্ট বা বিপদ্) উৎপন্ন হউক না কেন? তাহাই তিনি সর্বতোভাবে সহ্য করিতেন, ক্ষমা করিতেন, উপেক্ষা করিতেন ও মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন; তা সে উপসর্গ যে-কোনও কারণেই উৎপন্ন হউক না কেন?—দৈব-কারণে, মনুষ্যকৃত কারণে, তির্যগ্‌যোনিকৃত কারণে, অনুলোম অর্থাৎ স্বাভাবিক কারণেই হউক অথবা প্রতিলোম বা অস্বাভাবিক [বা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ] কারণেই হউক॥ ১৫৮॥

তারপর ভগবান্ পার্শ্ব অনাগারিক হইলেন। ঈর্যা অর্থাৎ বিচরণ বিষয়ে সংযত, ভাষায় সংযত, এষণা অর্থাৎ ইচ্ছা বিষয়ে সংযত, গ্রহণ, সঞ্চয় ও ত্যাগে সংযত, মল-মূত্র-নিষ্ঠীবন-শ্লেষ্মা-গাত্রমল নিক্ষেপে সংযত, মনে সংযত, বাক্যে সংযত, কায়ে সংযত হইলেন। মনোগুপ্তি, বাক্যগুপ্তি, কায়গুপ্তি, ইন্দ্রিয়গুপ্তি ও ব্রহ্মচর্য-গুপ্তিতে অভ্যস্ত হইলেন।

গুত্ত-বম্‌হয়ারী অকোহে অমাণে অমাএ অলোহে সংতে পসংতে উবসংতে পরিনিব্বুড়ে অণাসবে অমমে অকিংচণে ছিন্নগ্‌গংথে নিরুবলেবে। কংস-পাঈব মুক্ক-তোএ, সংখো ইব নিরংজণে, জীবে ইব অপ্‌পড়িহয়গঈ, গগণমিব নিরবলংবণে, বায়ুরিব অপ্‌পড়িবদ্ধে, সারয়-সলিলং ব সুদ্ধ-হিয়এ, পুক্‌খর-পত্তং পিব নিরুবলেবে, কুম্মো ইব গুত্তিংদিএ, খগ্‌গি-বিসাণং ব এগ-জাএ, বিহগ ইব বিপ্‌পমুক্কে, ভারুণ্ড-পক্‌খী ব অপ্‌পমত্তে, কুংজরো ইব সোড়ীরে, বসভো ইব জায়-থামে, সীহো ইব দুদ্ধরিসে, মংদরো ইব অপ্‌পকংপে, সাগরো ইব গংভীরে, চংদো ইব সোমলেসে, সূরো ইব দিত্ততেএ, জচ্চ-কণগং ব জায়-রূবে, বসুংধরা ইব সব্ব-ফাস-বিসহে, সুহুয়-হুয়াসণো ইব তেয়সা জলংতে। নত্থি ণং তস্‌স ভগবংতস্‌স কত্থই পড়িবংধে। সে য় চউব্বিহে পন্নত্তে। তং জহা। দব্বও খিত্তও, কালও, ভাবও। দব্বও : সচিত্তাচিত্ত-মীসএসু, দব্বেসু। খিত্তও : গামে বা নগরে বা অরন্নে বা খিত্তে বা খলে বা অংগণে বা। কালও : সমএ বা আবলিয়াএ বা আণা-পাণুএ বা থোবে বা খণে বা লবে বা মুহুত্তে বা অহোরত্তে বা পক্‌খে বা মাসে বা উউএ বা অয়ণে বা সংবচ্ছরে বা অন্নয়রে বা দীহ-কাল-সংজোএ। ভাবও : কোহে বা মাণে বা মায়াএ বা লোভে বা ভয়ে বা হাসে বা পিজ্জে বা দোসে বা কলহে বা অব্‌ভক্‌খাণে বা পেসুন্নে বা পর-পরিবাএ বা অরই-রঈ বা মায়া-মোসে বা মিচ্ছা-দংসণ-সল্লে বা। তস্‌স ণং ভগবংতস্‌স নো এবং ভবই। সে ণং ভগবং বাসা-বাস-বজ্জং অট্‌ঠ গিম্‌হ-হেমংতিএ মাসে, গামে এগ-রাইএ, নগরে পংচ-রাইএ, বাসী-চংদণ - সমাণ - কপ্‌পে, সম-তিণ-মণি-লেট্‌ঠু-কংচণে, সম-দুক্‌খ-সুহে, ইহলোগ - পরলোক-অপ্‌পড়িবংধে, জীবিয়-মরণে নিরব-

ক্রোধশূন্য, মান-শূন্য, মায়া-শূন্য, লোভশূন্য হইলেন। শান্ত, প্রশান্ত, উপশান্ত, পরিনির্বৃত, অনাস্রব, অমম, অকিঞ্চন, ছিন্নগ্রন্থি, নিরুপলেপ হইলেন। কাংস্যপাত্র যেমন তোয় অর্থাৎ জল ত্যাগ করিয়া নিশ্চিহ্ন হয় তিনিও তেমনি তোদ (যন্ত্রণা) ত্যাগ করিয়া মুক্ত হইলেন। শঙ্খ যেমন নিরঞ্জন (অর্থাৎ কালিমাশূন্য) তিনিও তেমনি নিরঞ্জন (অর্থাৎ মালিন্যমুক্ত) হইলেন। তিনি জীবের ন্যায় অপ্রতিহতগতি, গগনের ন্যায় নিরবলম্বন, বায়ুর ন্যায় অপ্রতিবদ্ধ, শারদ সলিলের ন্যায় শুদ্ধহৃদয়, পদ্মপত্রের ন্যায় নিরুপলেপ, কূর্মবৎ গুপ্তেন্দ্রিয়, গণ্ডারশৃঙ্গের ন্যায় আজন্ম একাকী, বিহঙ্গের ন্যায় মুক্ত, ভারণ্ড পক্ষীর ন্যায় অপ্রমত্ত, কুঞ্জরের ন্যায় শৌণ্ডীর (শুণ্ড আছে বলিয়া কুঞ্জর শৌণ্ডীর, উচ্চস্থানে স্থিত ছিলেন বলিয়া তিনি শৌণ্ডীর অর্থাৎ উচ্চস্থানস্থিত), বৃষভের ন্যায় জাতস্থাম (বৃষভের স্থাম বা শক্তির ন্যায় তাঁহার স্থাম বা স্থৈর্য্য অর্থাৎ অবিচলিত্ব), সিংহের ন্যায় দুর্ধর্ষ, মন্দর পর্বতের ন্যায় অপ্রকম্প, সাগরের ন্যায় গম্ভীর, চন্দ্রের ন্যায় সৌম্যলেশ্য (লেশ্যা বা আভায় সৌম্য বা শুভ্র চন্দ্র; লেশ্যা বা মনোবৃত্তিতে সৌম্য অর্থাৎ সাধু তিনি), সূর্যের ন্যায় দীপ্ত-তেজাঃ, জাত্য কাঞ্চনের ন্যায় জাতরূপ (আজন্ম-বিশুদ্ধ), বসুন্ধরার ন্যায় সর্বস্পর্শসহ হইয়া তিনি সুহুত (যাহাতে প্রচুর ঘি ঢালা হইয়াছে সেই যজ্ঞাদির) হুতাশনের ন্যায় তেজে (অগ্নিপক্ষে প্রবলভাবে, পার্শ্বপক্ষে তপোলব্ধ দৈহিক দীপ্তিতে) জ্বলিতে লাগিলেন।

ভগবান্ পার্শ্বের আর কোথাও প্রতিবন্ধক রহিল না। প্রতিবন্ধক চতুর্বিধ উক্ত হইয়াছে। যথা: দ্রব্যপ্রতিবন্ধক, ক্ষিতিপ্রতিবন্ধক, কালপ্রতিবন্ধক ও ভাবপ্রতিবন্ধক। দ্রব্যপ্রতিবন্ধক: সচিত্ত, অচিত্ত ও মিশ্রদ্রব্য বিষয়ক। ক্ষিতিপ্রতিবন্ধক: গ্রামে, নগরে, অরণ্যে, ক্ষেত্রে, খামারে ও অঙ্গনে উৎপন্ন প্রতিবন্ধক। কালপ্রতিবন্ধক: সময়, আবলিকা, আনাপানক, স্তোক, ক্ষণ, লব, মুহূর্ত, অহোরাত্র, পক্ষ (অর্ধমাস), মাস, ঋতু, অয়ন, সংবৎসর বা অন্য কোনও-প্রকার দীর্ঘ কাল সংযোগে প্রতিবন্ধক। ভাবপ্রতিবন্ধক: ক্রোধ, মান, মায়া,

কংখে, সংসার-পারগামী, কম্ম-সংগ-নিগ্‌ঘায়ণট্‌ঠাএ অব্‌ভুট্‌ঠিএ এবং চ ণং বিহরই। তস্‌স ণং ভগবংতস্‌স অণুত্তরেণং নাণেণং অণুত্তরেণং দংসণেণং অণুত্তরেণং চরিত্তেণং অণুত্তরেণং আলএণং অণুত্তরেণং বিহারেণং অণুত্তরেণং বীরিএণং অণুত্তরেণং অজ্জবেণং অণুত্তরেণং মদ্দবেণং অণুত্তরেণং লাঘবেণং অণুত্তরাএ কংতীএ অণুত্তরাএ মুত্তীএ অণুত্তরাএ গুত্তীএ অণুত্তরাএ তুট্‌ঠীএ অণুত্তরাএ ৰুদ্ধীএ অণুত্তরেণং সচ্চ-সংজম-তব-সুচরিয়-সোবচিয়-ফল-পরিনিব্বাণ-মগ্‌গেণং অপ্‌পাণং ভাবেমাণস্‌স তেসীইং রাইংদিয়াইং বিইক্‌কংতাইং। চউরাসীইমস্‌স রাইংদিয়স্‌স অংতরা বট্টমাণস্‌স জে সে গিম্‌হাণং পঢ়মে মাসে, পঢ়মে পক্‌খে চিত্ত-ৰহুলে, তস্‌স ণং চিত্ত-ৰহুলস্‌স চউত্থী-পক্‌খেণং পুব্ব্‌ণহ-কাল-সময়ংসি ধায়ই-পায়বস্‌স অহে ছট্‌ঠেণং ভত্তেণং অপাণএণং বিসাহাহিং নক্‌খত্তেণং জোগমুবাগএণং ঝাণংতরিয়াএ বট্টমাণস্‌স অণংতে অণুত্তরে নিব্বাঘাএ নিরাবরণে কসিণে পড়িপুন্নে কেবল-বর-নাণ-দংসণে সমুপ্‌পন্নে। তএ ণং পাসে অরহা পুরিসাদাণীএ অরহা জাএ জিণে কেবলী সব্বন্নূ সব্বদরিসী, স-দেব-মনুয়া-সুরস্‌স লোগস্‌স পরিয়ায়ং জাণই পাসই, সব্বলোএ সব্ব-

লোভ, ভয়, হাস্য, প্রেম, ঘৃণা কলহ, অভ্যাখ্যান, পৈশুন্য, পরপরিবাদ, অরতি রতি, মায়া-মোষ, মিথ্যা-দর্শন-শল্য। সেই ভগবান্ পার্শ্বের এ-সব কিছুই নাই।

সেই ভগবান্ পার্শ্ব বর্ষাবাস ছাড়া গ্রীষ্ম ও হেমন্তের আট মাস এইভাবে কাটাইতেন: গ্রামে থাকিলে এক রাত্রিমাত্র এক গ্রামে, নগরে পাঁচ রাত্রি। বিষ্ঠা-চন্দনে সমজ্ঞান, তৃণ, মণি, লেষ্টু (মৃৎপিণ্ড) ও কাঞ্চনে সমদৃষ্টি, দুঃখ-সুখে সমান, ইহলোক ও পরলোকে প্রতিবন্ধক-বিহীন, জীবন-মরণে আকাঙ্ক্ষাবিহীন, সংসারের পারগামী, কর্মসঙ্গ বিনাশের জন্য অভ্যুত্থিত,—এইভাবে তিনি কাল কাটাইতে লাগিলেন।

অনুত্তর জ্ঞান, অনুত্তর দর্শন, অনুত্তর চরিত্র, অনুত্তর আলয়, অনুত্তর বিহার, অনুত্তর বীর্য, অনুত্তর আর্জব, অনুত্তর মার্দব, অনুত্তর লাঘব, অনুত্তর কান্তি, অনুত্তর মুক্তি, অনুত্তর গুপ্তি, অনুত্তর তুষ্টি, অনুত্তর বুদ্ধি, অনুত্তর সত্য, সংযম, তপস্যা ও সুচরিতের উপচিত ফল স্বরূপ পরিনির্বাণের পথে আত্মার বিষয়ে ভাবনা করিতে করিতে তাঁহার তিরাশি রাত্রিদিন কাটিয়া গেল। চুরাশি রাত্রিদিনের মধ্যে গ্রীষ্মের প্রথম মাসে প্রথম পক্ষে চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষে চতুর্থী তিথিতে পূর্বাহ্ন-কালসময়ে ধাতকী-পাদপের নীচে বিশাখা নক্ষত্রের (সহিত চন্দ্রের) যোগে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় প্রতি তৃতীয় দিবসে একবার মাত্র পানীয়বিহীন আহার-গ্রহণের ব্রত-মধ্যে তাঁহার অনন্ত, অনুত্তর, নির্বাঘাত, নিরাবরণ, কৃৎস্ন, প্রতিপূর্ণ শ্রেষ্ঠ কেবল জ্ঞান-দর্শন সমুৎপন্ন হয়।

তারপর জনাদৃত অর্হৎ পার্শ্ব অর্হৎ হইলেন; জিন, কেবলী, সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী হইলেন। [তখন তিনি] দেব, মনুষ্য ও অসুর সহ সমস্ত লোকের পর্যায় জানেন এবং দেখিতে পান; তাহারা কোথা হইতে আসে, কোথায় যায়, কোথায় থাকে, কখন্ কোথায় কিরূপ জন্মলাভ করে,—মনুষ্য ও মর্ত্যজীবরূপে জন্মে কি দেব ও তির্যগ্ যোনি প্রাপ্ত হয়, তাহাদের মধ্যে যে ভাব, যে তর্ক, অথবা অন্য

জীবাণং আগইং গইং থিইং চবণং উববায়ং তক্কং মণো মাণসিয়ং ভুত্তং কড়ং পড়িসেবিয়ং আবী-কম্মং রহো-কম্মং অরহা অ-রহস্স-ভাগী তং তং কালং মণ-বয়ণ-কায়-জোগে বট্টমাণাণং সব্বলোএ সব্ব-জীবাণং সব্ব-ভাবে জাণমাণে পাসমাণে বিহরই ॥ ১৫৯ ॥

পাসস্স ণং অরহও পুরিসাদাণীয়স্স অট্ঠ গণা অট্ঠ গণহরা হোত্থা। তং জহা।

সুভে য় অজ্জঘোসে য় বসিট্ঠে বম্ভয়ারী য়।
সোমে সিরিহরে চেব বীরভদ্দে জসেবী য় ॥ ১৬০ ॥

পাসস্স ণং অরহও পুরিসাদাণীয়স্স অজ্জদিন্ন-পামুক্খাও সোলস সমণ-সাহস্সীও উক্কোসিয়া সমণ-সংপয়া হোত্থা ॥ ১৬১ ॥

পাসস্স ণং অরহও পুরিসাদাণীয়স্স পুপ্ফচূল-পামোক্খাও অট্ঠতীসং অজ্জিয়া-সাহস্সীও উক্কোসিয়া অজ্জিয়া-সংপয়া হোত্থা ॥ ১৬২ ॥

পাসস্স ণং অরহও পুরিসাদাণীয়স্স সুব্বয়-পামুক্খাণং সমণোবাসগাণং এগা সয়সাহস্সী চউসট্ঠিংচ সহস্সা উক্কোসিয়া সমণোবাসগাণং সংপয়া হোত্থা ॥ ১৬৩ ॥

পাসস্স ণং অরহও পুরিসাদাণীয়স্স সুণংদা-পামুক্খাণং সমণোবাসিয়াণং তিন্নি সয়-সাহস্সীও সত্তবীসং চ সহস্সা উক্কোসিয়া সমণোবাসিয়াণং সংপয়া হোত্থা ॥ ১৬৪ ॥

পাসস্স ণং অরহও পুরিসাদাণীয়স্স অদ্ধুট্ঠ-সয়া চউদ্দস-পুব্বীণং অজিণাণং জিণ-সংকাসাণং সব্বক্খর-সংনিবাঈণং জিণো বিব অবিতহং বাগরমাণাণং উক্কোসিয়া চউদ্দস পুব্বীণং সংপয়া হোত্থা ॥ ১৬৫ ॥

যে-কোনও প্রকার মানসিক ভাব উৎপন্ন হয় তাহা তিনি জানিতে পারেন ও দেখিতে পান। তাহারা কি খায়. কি করে, তাহাদের প্রকাশ্য কর্ম, গোপন কর্ম,—সব তিনি জানিতে পারেন ও দেখিতে পান। যিনি অর্হৎ তাঁহার নিকট কোনও রহস্য থাকে না। তিনি সেই-সব কাল, মন, বচন, কায় যোগে বর্ত্তমান। তাই তিনি সর্বলোকে সর্বজীবের সর্বভাব জানিয়া ও দেখিয়া বিহার করেন ॥ ১৫৯ ॥

জনাদৃত অর্হৎ পার্শ্বের অষ্ট গণ ও অষ্ট গণধর ছিলেন। যথা: শুভ, আর্যঘোষ, বশিষ্ঠ, ব্রহ্মচারী, সৌম্য, শ্রীধর, বীরভদ্র এবং যশস্বী ॥ ১৬০ ॥

জনাদৃত অর্হৎ পার্শ্বের ষোল সহস্র শ্রমণ লইয়া গঠিত একটি উৎকৃষ্ট শ্রমণ-সম্পদ্ ছিল। আর্যদত্ত ছিলেন তাঁহাদের মুখ্য ॥ ১৬১ ॥

জনাদৃত অর্হৎ পার্শ্বের আটত্রিশ সহস্র আর্যিকা লইয়া গঠিত একটি উৎকৃষ্ট আর্যিকাসম্পদ্ ছিল। পুষ্পচূলা ছিলেন তাঁহাদের মুখ্যা ॥ ১৬২ ॥

জনাদৃত অর্হৎ পার্শ্বের একশত চৌষট্টি সহস্র শ্রমণোপাসক লইয়া একটি উৎকৃষ্ট শ্রমণোপাসকসম্পদ্ ছিল। সুব্রত ছিলেন তাঁহাদের মুখ্য ॥ ১৬৩ ॥

জনাদৃত অর্হৎ পার্শ্বের তিনশো সাতাইস সহস্র শ্রমণোপাসিকা লইয়া একটি উৎকৃষ্ট শ্রমণোপাসিকাসম্পদ্ ছিল। সুনন্দা ছিলেন তাঁহাদের মুখ্যা ॥ ১৬৪ ॥

জনাদৃত অর্হৎ পার্শ্বের সাড়ে তিন শত চতুর্দশপূর্বী লইয়া একটি উৎকৃষ্ট চতুর্দশপূর্বি-সম্পদ্ ছিল। তাঁহারা জিন না হইলেও জিন-সঙ্কাশ ছিলেন, সর্ব অক্ষর-সন্নিপাত জানিতেন, জিনগণের ন্যায়ই অবিতথভাবে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন ॥ ১৬৫ ॥

পাসস্‌স ণং অরহও পুরিসাদাণীয়স্‌স চউদ্দসসয়া ওহী-নাণীণং, দসসয়া কেবল-নাণীণং, এক্কারসসয়া বেউব্বিয়াণং, ছস্‌সয়া রিউ-মঈণং, দসসয়া সিদ্ধা, বীসং অজ্জিয়া-সয়া সিদ্ধা, অদ্ধট্‌ঠম - সয়া বিউল - মঈণং, ছস্‌সয়া বাঈণং, বারস - সয়া অণুত্তরোববাইয়াণং ॥ ১৬৬ ॥

পাসস্‌স ণং অরহও পুরিসাদাণীয়স্‌স তুবিহা অংতগড়-ভূমী হোত্থা। তং জহা। জুগংতকড়-ভূমী য় পরিয়ায়ংতকড়-ভূমী য়, জাব চউত্থাও পুরিস-জুগাও জুগংতকড়-ভূমী, তি-বাস-পরিয়াএ অংতম্‌ অকাসী ॥ ১৬৭ ॥

তেণং কালেণং তেণং সমএণং পাসে অরহা পুরিসাদাণীএ তীসং বাসাইং অগার-বাস-মজ্‌ঝে বসিত্তা, তেসীইং রাইং-দিয়াইং ছউমত্থ-পরিয়ায়ং পাউণিত্তা, দেসূণাইং সত্তরি বাসাইং কেবলি-পরিয়ায়ং পাউণিত্তা, পড়িপুন্নাইং সত্তরি বাসাইং সামন্ন-পরিয়ায়ং পাউণিত্তা, এক্কং বাস-সয়ং সব্বাউয়ং পালইত্তা, খীণে বেয়ণিজ্জাউয়-নাম-গোত্তে ইমীসে ওসপ্‌পণীএ দূসম - সুসমাএ বহু-বিইক্কংতাএ, জে সে বাসাণং পঢ়মে মাসে দোচ্চে পক্‌খে সাবণ-সুদ্ধে, তস্‌স ণং সাবণ-সুদ্ধস্‌স অট্‌ঠমী-পক্‌খেণং উপ্‌পিং সম্মেয়-সেল-সিহরংসি অপ্‌প-চউত্তীসইমে মাসিএণং ভত্তেণং অপাণএণং বিসাহাহিং নক্‌খত্তেণং জোগমুবাগএণং পুব্বণ্‌হ-কাল-সময়ংসি বগ্‌ঘারিয়-পাণী কাল-গএ [পু০ বা০ ১৬] জাব সব্ব-তুক্‌খ-প্‌পহীণে ॥ ১৬৮ ॥

পাসস্‌স ণং অরহও পুরিসাদাণীয়স্‌স [পু০ বা০ ১৬] জাব সব্ব-তুক্‌খ-প্‌পহীণস্‌স তুবালস বাস - সয়াইং বিইক্‌কংতাইং, তেরসমস্‌স য় বাস-সয়স্‌স অয়ং তীসইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই ॥ ১৬৯ ॥

অনাদৃত অর্হৎ পার্শ্বের চৌদ্দশো অবধিজ্ঞানী, দশশো কেবলজ্ঞানী, এগারোশো বৈভূত্যবিদ্যাবিৎ, ছ'শো ঋজু-মতি, দশশো সিদ্ধ, বিশশো সিদ্ধা আর্যিকা, সাড়েসাতশো বিপুলমতি, ছ'শো বাদী, বারোশো অনুত্তরোপপাতী ছিলেন ॥ ১৬৬ ॥

অনাদৃত অর্হৎ পার্শ্বের দ্বিবিধ অন্তকৃৎ-ভূমি ছিল। যুগান্তকৃৎ-ভূমি ও পর্যায়ান্তকৃৎ-ভূমি। চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত যুগান্তকৃৎ-ভূমি। [কেবলিত্বের পর] তিন বৎসর পর্যায়ান্তকৃৎ-ভূমি করিয়াছিলেন ॥ ১৬৭ ॥

সেইকালে সেই সময়ে অনাদৃত অর্হৎ পার্শ্ব ত্রিশ বৎসর আগারবাসী ছিলেন। তিরাশি রাত্রিদিন ছদ্মস্থ পর্যায়ে ছিলেন। কিঞ্চিন্ন্যূন সত্তর বৎসর কেবলী পর্যায়ে ছিলেন। পূর্ণ সত্তর বৎসর শ্রামণ্য পর্যায়ে ছিলেন। মোট আয়ুকাল একশো বৎসর ছিল।

বেদনীয়, আয়ু, নাম ও গোত্র ক্ষয় হইবার পর এই অবসর্পিণী কালপ্রবাহের দুঃসম-সুষমা যুগের বহু অংশ গত হইলে বর্ষার প্রথম মাসে দ্বিতীয় পক্ষে, শ্রাবণ মাসের শুক্ল পক্ষে অষ্টমী তিথিতে বিশাখা নক্ষত্রের (সহিত চন্দ্রের) যোগে পূর্বাহ্নকাল সময়ে সম্মেত শৈল শিখরের উপরে প্রতি মাসান্তে একবারমাত্র পানীয়-বিহীন আহার গ্রহণের ব্রত পালন করিয়া আত্ম-চতুস্ত্রিংশে হস্তদ্বয় বিস্তারিত করিয়া তিনি কালগত হন, ব্যতিক্রান্ত হন, সংসার ত্যাগ করিয়া সমুদ্‌ঘাত হন, জন্ম-জরা-মরণের বন্ধন ছিন্ন করেন, সিদ্ধ হন, বুদ্ধ হন, মুক্ত হন, অন্তকৃৎ হন, পরিনির্বাণ লাভ করেন এবং সর্বদুঃখপ্রহীন হন ॥ ১৬৮ ॥

অনাদৃত অর্হৎ পার্শ্ব কালগত, ব্যতিক্রান্ত, সমুদ্‌যাত, ছিন্ন-জাতি-জরা-মরণ-বন্ধন, সিদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, অন্তকৃৎ, পরিনির্বাণপ্রাপ্ত, এবং সর্বদুঃখপ্রহীন হওয়ার পর দ্বাদশ শত বৎসর গত হইয়াছে, ত্রয়োদশ শতকের ত্রিংশ বর্ষ চলিতেছে ॥ ১৬৯ ॥

পরিশিষ্ট ক।

১৫১ সুত্তের অংশ

জং রয়ণিং চ ণং পাসে অরহা পুরিসাদাণীএ বম্মাএ দেবীএ কুচ্ছিংসি গব্‌ভত্তাএ বক্কংতে তং রয়ণিং চ ণং সা বম্মা দেবী সয়ণিজ্জংসি সুত্ত-জাগরা ওহীরমাণী ২ ইমে এয়ারূবে ওরালে কল্লাণে সিবে ধন্নে মংগল্লে সস্‌সিরীএ চোদ্দস মহাসুমিণে পাসিত্তা ণং পড়িবুদ্ধা। তং জহা।

গয় বসহ সীহ অভিসেয়
দাম সসি দিণয়রং ঝয়ং কুংভম্।
পউমসর সাগর বিমাণ-
ভবণ রয়ণুচ্চয় সিহিং চ॥

তএ ণং সা বম্মা দেবী তে সুমিণে পাসতি। তে সুমিণে পাসিত্তা ণং পড়িবুদ্ধা সমাণী হট্‌ঠ-তুট্‌ঠ-চিত্তমাণংদিয়া পীইমণা পরম-সোমণসিয়া হরিস-বস-বিসপ্‌পমাণ-হিয়য়া ধারাহয়-কয়ং-বুয়ং পিব সমুস্‌সসিয়-রোম-কূবা সুমিণোগ্‌গহং করেই। করিত্তা সয়ণিজ্জাও অব্‌ভুট্‌ঠেই। অব্‌ভুট্‌ঠিত্তা অতুরিয়ং অচবলং অবিলং-বিয়াএ রায়-হংস-সরিসীএ গঈএ জেণেব আসসেণে রাএ তেণেব উবাগচ্ছই। উবাগচ্ছিত্তা আসসেণং রায়ং জএণং বিজএণং বদ্ধাবেই। বদ্ধাবিত্তা ভদ্দাসণ-বর-গয়া আসত্থা বীসত্থা সুহাসণ-বর-গয়া করয়ল-পরিগ্‌গহিয়ং সিরসাবত্তং দস-নহং মত্থএ অংজলিং কট্‌টু এবং বয়াসী। "এবং খলু অহং, দেবাণুপ্‌পিয়া! অজ্জ সয়ণিজ্জংসি সুত্ত-জাগরা ওহীরমাণী ২ ইমে এয়ারূবে ওরালে জাব মহাসুমিণে পাসিত্তা ণং পড়িবুদ্ধা। তং জহা। গয় জাব সিহিং চ॥ এএসি ণং, দেবাণুপ্‌পিয়া! ওরালাণং জাব

পরিশিষ্ট ক

অনুবাদ

যে রজনীতে অনাদৃত অর্হৎ পার্শ্ব বামা দেবীর কুক্ষিতে গর্ভরূপে প্রবেশ করেন সেই রজনীতে বামা দেবী অর্ধ-সুপ্ত-অর্ধ-জাগরিত অবস্থায় শয্যায় ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া এই উদার, কল্যাণ, শিব, ধন্য, মাঙ্গল্য, সশ্রীক চতুর্দশ মহাস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠেন। সেগুলি এই:—গজ, বৃষভ, সিংহ, অভিষেক, [পুষ্প-] দাম, শশী, দিবাকর, ধ্বজ, কুম্ভ, পদ্মসরোবর, সাগর, বিমান-ভবন, রত্নোচ্চয় এবং [জলন্ত অগ্নি-] শিখা। তারপর সেই বামা দেবী সেই সব স্বপ্ন দেখিলেন। সেই সব স্বপ্ন দেখিয়া জাগরিত হইয়া হৃষ্ট-তুষ্ট-চিত্তা আনন্দিতা, প্রীতিযুক্তা, পরম সৌমনস্য সম্পন্না, হর্ষবশে প্রসারিতহৃদয়া, [বৃষ্টি -] ধারাহত-কদম্ববৎ সমুচ্ছ্বসিত-লোমকূপা হইয়া স্বপ্নগুলি অবধারণ করিলেন। করিয়া শয্যা হইতে উঠিলেন। উঠিয়া তিনি অত্বরিত, অচপল, অবিলম্বিত রাজহংসতুল্য গতিতে যেখানে অশ্বসেন রাজা ছিলেন সেইখানে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া 'জয় হউক', 'বিজয় হউক' বলিয়া অশ্বসেন রাজার সম্বর্ধনা করিলেন। তারপর আশ্বস্ত ও বিশ্বস্তভাবে ভদ্রাসনে সুখাসীন হইয়া করতলে বদ্ধ অঞ্জলির বিসারিত দশ নখ মাথায় ঠেকাইয়া এই কথা বলিলেন। "ওগো দেবানুপ্রিয়! আজ আমি শয্যায় অর্ধসুপ্ত অর্ধজাগরিত অবস্থায় ঘুমাইতে ঘুমাইতে এইরূপ উদার···যাবৎ মহাস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠি। সেগুলি এই: গজ···যাবৎ [জলন্ত অগ্নি-] শিখা। ওগো দেবানুপ্রিয়! এই সব উদার...যাবৎ চতুর্দশ মহাস্বপ্নে

চোদ্দসণ্হং মহাসুমিণাণং কে, মন্নে, কল্লাণে ফল-বিত্তি-বিসেসে ভবিস্সই ?" তএ ণং সে আসসেণে রায়া বম্মাএ দেবীএ অংতিএ এয়মট্ঠং সোচ্চা নিসম্ম হট্ঠতুট্ঠ জাব হিয়এ ধারাহয়-কলংবুয়ং পিব সমুস্সসিয়-রোম-কূবে সুমিণোগ্গহং করেই। করিত্তা ঈহং অণুপবিসই। -ত্তা অপ্পণো সাভাবিএণং মই-পুব্বএণং বুদ্ধি-বিন্নাণেণং তেসিং সুমিণাণং অত্থোগ্গহং করেই। করিত্তা বম্মং দেবিং এবং বয়াসী।- "ওরালা ণং তুমে, দেবাণুপ্পিয়ে! সুমিণা দিট্ঠা। কল্লাণা ণং তুমে দেবাণুপ্পিএ! সুমিণা দিট্ঠা। এবং সিবা ধন্না মংগল্লা সস্সিরীয়া আরোগ্গ-তুট্ঠি-দীহাউ-কল্লাণ-মংগল্ল-কারগা ণং তুমে, দেবাণুপ্পিএ! সুমিণা দিট্ঠা। অত্থলাভো, দেবাণুপ্পিএ! ভোগলাভো, দেবাণুপ্পিএ! পুত্তলাভো, দেবাণুপ্পিএ! সোক্খলাভো, দেবাণুপ্পিএ! রজ্জলাভো, দেবাণুপ্পিএ! এবং খলু তুমং, দেবাণুপ্পিএ! নবণ্হং মাসাণং বহু-পড়িপুন্নাণং অদ্ধট্ঠমাণং রাইংদিয়াণং বিইক্কংতাণং অম্হং কুলকেউং জাব পিয়দংসণং সুরূবং দারয়ং পয়াহিসি। সে বি য় ণং দারএ উম্মুক্কবালভাবে জাব রজ্জবঈ রায়া ভবিস্সই।" তং ওরালা ণং তুমে জাব দোচ্চং পি তচ্চং পি অণুবূহই। ততে ণং সা বম্মা দেবী আসসেণস্স রন্নো অংতিএ এয়মট্ঠং সোচ্চা নিসম্ম জাব অংজলিং কট্টু এবং বয়াসী। "এবমেয়ং সামী! অবিতহমেয়ং সামী! অসংদিদ্ধমেয়ং সামী! ইচ্ছিয়মেয়ং সামী! পড়িচ্ছিয়মেয়ং সামী! ইচ্ছিয়-পড়িচ্ছিয়মেয়ং সামী! সচ্চে ণং এসম্ অট্ঠে সে, জহেতং তুব্ভে বদহ" ত্তিকট্টু তে সুমিণে পড়িচ্ছই। -ত্তা আসসেণেণং রন্না অব্ভণুন্নায়া সমানী নাণামণি-রয়ণ-ভত্তি-চিত্তাও ভদ্দাসণাও অব্ভুট্ঠেই। —ত্তা অতুরিয়ং

কি কি বিশেষ কল্যাণকর ফলপ্রাপ্তি হইবে ?" তারপর সেই অশ্বসেন রাজা বামা দেবীর নিকটে এই কথা শুনিয়া ও বুঝিয়া হৃষ্টতুষ্ট…যাবৎ ধারাহত কদম্ববৎ সমুচ্ছ্বসিত-লোমকূপ হইয়া স্বপ্নাবধারণ করিলেন। তারপর চিন্তামগ্ন হইলেন। হইয়া আপন স্বাভাবিক বুদ্ধি ও বিচারশক্তি প্রভাবে এই সকল স্বপ্নের সূচিতার্থ নির্ণয় করিলেন। করিয়া বামা দেবীকে এইরূপ বলিলেন। "উদার স্বপ্ন তুমি দেখিয়াছ, দেবানুপ্রিয়ে! কল্যাণকর স্বপ্নই তুমি দেখিয়াছ, দেবানুপ্রিয়ে! এইভাবে নিশ্চয়ই শুভ, ধন্য, মঙ্গলাকর, শোভন, আরোগ্য-তুষ্টি-দীর্ঘায়ু মঙ্গলকারক তোমার দেখা এই স্বপ্নগুলি, দেবানুপ্রিয়ে! অর্থলাভ, দেবানুপ্রিয়ে! ভোগলাভ, দেবানুপ্রিয়ে! পুত্রলাভ, দেবানুপ্রিয়ে! সৌখ্যলাভ, দেবানুপ্রিয়ে! রাজ্যলাভ, দেবানুপ্রিয়ে! আজ হইতে পূর্ণ নয় মাস ও সাড়ে সাত রাত্রি-দিন গত হইলে তুমি, দেবানুপ্রিয়ে! আমাদের কুলকেতু…যাবৎ প্রিয়দর্শন পুত্রসন্তান প্রসব করিবে। সেই বালক বাল্য গত হইলে… যাবৎ রাজ্যপতি রাজা হইবে।" সুতরাং উদার স্বপ্ন তুমি দেখিয়াছ… যাবৎ দুইবার, তিনবার বুঝাইলেন। তারপর সেই বামা দেবী অশ্বসেন রাজার নিকট এই কথা শুনিয়া ও বুঝিয়া…যাবৎ অঞ্জলির দশনখ মাথায় ঠেকাইয়া এইরূপ বলিলেন। "একথা যথার্থ, স্বামিন্! একথা অবিতথ, স্বামিন্! একথা অসন্দিগ্ধ, স্বামিন্! ইহাই ঈপ্সিত, স্বামিন্! ইহাই প্রত্যভীপ্সিত, স্বামিন্! ইহাই ঈপ্সিতব্য ও প্রতীপ্সিতব্য, স্বামিন্! যেভাবে তুমি বলিলে, তাহাই ইহার নিশ্চিত সত্য অর্থ।" এই বলিয়া সেই স্বপ্নগুলি বরণ করিয়া লইলেন। লইয়া রাজা অশ্বসেনের অনুমতি লইয়া নানা-মণি-রত্ন-খচিত চিত্রশোভিত ভদ্রাসন হইতে উঠিলেন।

অচবলং অসংভংতাএ অবিলংৰিয়াএ রায়-হংস-সরিসীএ গঈএ, জেণেব সএ সয়ণিজ্জে তেণেব উবাগচ্ছই। -ত্তা এবং বয়াসী। “মা মে তে উত্তমা পহাণা মংগল্লা সুমিণা অন্নেহিং পাবসুমিণেহিং পড়িহম্মিস্সংতি” ত্তি কট্টু জাব পড়িজাগরমাণী ২ বিহরই। ততে ণং আসসেণে রায়া পচ্চুস-কাল-সময়ংসি কোড়ুংৰিয়-পুরিসে সদ্দাবেই। -ত্তা এবং বয়াসী। “খিপ্পমেব, ভো দেবাণুপ্পিয়া! অজ্জ সবিসেসং ৰাহিরিয়ং উবট্ঠাণ-সালং গংধো-দয়-সিত্তং সুইয়-সংমজ্জিওবলিত্তং সুগংধ-বর-পংচ-বন্ন-পুপ্ফোবয়ার-কলিয়ং কালাগুরু-পবর-কুংদুরুক্ক-তুরুক্ক-ডজ্ঝংত-ধূব-মঘমঘংত-গংধুদ্ধুয়াভিরামং জাব করেহ য় কারবেহ য়। করিত্তা য় কারবিত্তা য় জাব পচ্চপ্পিণহ।” ততে ণং তে কোড়ুংবিয়-পুরিসা আসসেণেণ রন্না এবং বুত্তা সমাণা হট্ঠ-তুট্ঠ জাব হিয়য়া করয়ল জাব কট্টু “এবং সামি!” ত্তি আণাএ বিণএণং বয়ণেণং পড়িস্সুণংতি। -ত্তা আসসেণস্স রন্নো অংতিআও পড়িনিক্খমংতি। -ত্তা জেণেব ৰাহিরিয়া উবট্ঠাণ-সালা তেণেব উবাগচ্ছংতি। -ত্তা খিপ্পমেব সবিসেসং জাব সীহাসণং রয়াবিংতি। -ত্তা জেণেব আসসেণে রায়া তেণেব উবাগচ্ছংতি। -ত্তা করয়ল-জাব অংজলিং কট্টু আসসেণস্স রন্নো তম্ আণত্তিয়ং পচ্চপ্পিণংতি। ততে ণং আসসেণে রায়া কল্লং পাউ-প্পভায়াএ রয়ণীএ ফুল্লুপ্পল-কমল-কোমলুম্মিল্লিয়ংসি অহ-পংডুরে পভাএ জাব সয়ণিজ্জাও অৰ্ভুট্ঠেই। -ত্তা পায়-পীঢ়াও পচ্চোরুহই। -ত্তা জেণেব অট্টণসালা তেণেব উবাগচ্ছই। -ত্তা অট্টণসালং অণুপবিসই। -ত্তা অণেগ-বায়াম-জোগ্গ-বগ্গণ-বামদ্দণ-মল্ল-জুদ্ধ-করণেহিং জাব অট্টণসালাও পড়িনিক্খমংতি। -ত্তা জেণেব মজ্জণঘরে জাব মজ্জণঘরাও

য়া অত্বরিত, অচপল, অবিহ্বল, অবিলম্বিত, রাজহংস-সদৃশ গতিতে যেখানে তাঁহার নিজের শয্যা সেইখানে উপস্থিত হইলেন। হইয়া এইরূপ বলিলেন। "[ঘুমাইয়া পড়িলে যেন] অন্ত পাপ স্বপ্ন [দেখা দিয়া] আমার এই সর্বোত্তম, সর্বপ্রধান, মঙ্গলাকর স্বপ্নগুলির ফল নষ্ট করিয়া না দেয়" এই বলিয়া জাগিয়া জাগিয়া বিহার করিতে লাগিলেন। তারপর অশ্বসেন রাজা প্রত্যুষকাল সময়ে কুটুম্বপুরুষগণকে ডাকিলেন। ডাকিয়া এই কথা বলিলেন। "ভো দেবানুপ্রিয়গণ! আজ বিশেষভাবে ও সত্বরতার সহিত বাহির উপস্থান-শালায় গন্ধোদক সেচন, সম্মার্জন ও উপলেপনাদি দ্বারা শুচি কর ও করাও। পঞ্চবর্ণ সুগন্ধি পুষ্প দ্বারা শোভিত কর ও করাও। কালাগুরু, কুন্দুরুক্ক, তুরুক্ক প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য জ্বালাইয়া ধূপ-গন্ধি ধূমাদি দ্বারা ঘর সুগন্ধে মহ-মহ করিয়া তোল··· যাবৎ আদেশ-প্রতিপালন-সংবাদ জ্ঞাপন কর। তারপর অশ্বসেন রাজা কর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া কুটুম্বপুরুষগণ হৃষ্ট-তুষ্ট···করতলে বদ্ধ অঞ্জলির দশনখ মাথায় ঠেকাইয়া "যে আজ্ঞা, স্বামিন্!" বলিয়া বিনয় বচনে আজ্ঞাপালন অঙ্গীকার করিল। করিয়া অশ্বসেন রাজার নিকট হইতে নিক্রান্ত হইল। হইয়া যেখানে বাহির উপস্থানশালা সেইখানে উপস্থিত হইল। হইয়া অতি শীঘ্র সবিশেষ····· যাবৎ সিংহাসন রচনা করাইল। করাইয়া যেখানে অশ্বসেন রাজা সেইখানে উপস্থিত হইল। হইয়া······করতলে বদ্ধ অঞ্জলির দশ নখ মাথায় ঠেকাইয়া রাজা অশ্বসেনের নিকট তাঁহার আদেশ-প্রতিপালন-সংবাদ জ্ঞাপন করিল। তারপর পরদিন রজনী প্রভাত হইলে অর্ধোজ্জ্বল প্রভা-তে উৎপল ও কোমল কমল প্রস্ফুটিত হইলে······রাজা অশ্বসেন······যাবৎ শয্যা হইতে উঠিলেন। উঠিয়া পাদপীঠ হইতে অবরোহণ করিলেন। করিয়া যেদিকে অট্টনশালা সেইদিকে চলিলেন। চলিয়া অট্টনশালায় প্রবেশ করিলেন। করিয়া অনেক রকম ব্যায়াম-যোগ্য লম্ফন, ব্যামর্দন, মল্লযুদ্ধাদি করিয়া······যাবৎ অট্টনশালা হইতে নিক্রান্ত হইলেন। হইয়া যেদিকে মার্জনগৃহ······যাবৎ মার্জনগৃহ হইতে বাহির হইলেন। হইয়া

পড়িনিক্খমংতি। -ত্তা জেণেব ৰাহিরিয়া উবট্ঠাণ-সালা জাব সীহাসণংসি পুরত্থাভিমুহে নিসীয়তি। -ত্তা জাব বিসিট্ঠং বম্মাএ দেবীএ ভদ্দাসণং রয়াবেই। -ত্তা কোড়ুংৰিয়-পুরিসে জাব এবং বয়াসী। "খিপ্পমেব ভো দেবাণুপ্পিয়া! জাব সুবিণ-লক্খণ-পাঢ়এ সদ্দাবেহ।" ততে জাব পড়িসুণংতি। -ত্তা আসসেণস্স রন্নো অংতিআও পড়িনিক্খমংতি। -ত্তা বাণারসিং নগরিং মজ্ঝংমজ্ঝেণং জাব সুবিণ-লক্খণ-পাঢ়এ সদ্দাবিংতি। তএ ণং তে সুবিণ-লক্খণ-পাঢ়গা আসসেণস্স রন্নো জাব জেণেব আসসেণস্স রন্নো ভবণ - বর-বড়িংসগ-পড়িদুবারে তেণেব উবাগচ্ছংতি। -ত্তা জাব জেণেব আসসেণে রায়া, তেণেব উবাগচ্ছংতি। করয়ল-পরিগ্গহিয়ং জাব আসসেণং রায়াণং জএণং বিজএণং বড্ঢাবেংতি। তএ ণং জাব ভদ্দা-সণেসু নিসীয়ংতি। তএ ণং আসসেণে রায়া বম্মং দেবিং জবণিয়ংতরিয়ং ঠবেই। -ত্তা জাব সুমিণ-লক্খণ-পাঢ়এ এবং বয়াসী। "এবং খলু দেবাণুপ্পিয়া! অজ্জ বম্মা দেবী জাব মহাসুমিণে পাসিত্তা ণং পড়িবুদ্ধা। তং জহা। গয় জাব সিহিং চ। তং তেসিং জাব কে মন্নে কল্লাণে ফল-বিত্তি-বিসেসে ভবিস্সই?" তএ ণং তে সুমিণ-লক্খণ-পাঢ়গা আসসেণস্স রন্নো এয়মট্ঠং সোচ্চা নিসম্ম জাব সুমিণে ওগিণ্হংতি। -ত্তা ঈহং অণুপবিসংতি। -ত্তা অন্নমন্নেণং সদ্ধিং সংলাবিংতি। -ত্তা জাব আসসেণস্স রন্নো পুরও এবং বয়াসী। 'এবং খলু দেবাণুপ্পিয়া! অম্হং সুবিণ-সত্থে ৰায়ালীসং সুমিণা জাব এগং পাসিত্তা ণং পড়িবুঝংতি। ইমেয়াণিং, দেবাণুপ্পিয়া! বম্মাএ দেবীএ চউদ্দস মহাসুমিণা দিট্ঠা। তং ওরালা ণং দেবাণুপ্পিয়া! জাব সূরে বীরে

যেদিকে বাহির উপস্থানশালা সেইদিকে……যাবৎ সিংহাসনে পূর্বাভিমুখে বসিলেন। বসিয়া……যাবৎ বামা দেবীর জন্য বিশিষ্ট ভদ্রাসন রচনা করাইলেন। করাইয়া……যাবৎ কুটুম্বপুরুষগণকে ডাকিয়া এই কথা বলিলেন। "ভো দেবানুপ্রিয়গণ!……যাবৎ স্বপ্নলক্ষণ-পাঠকদিগকে ডাক।" তারপর……যাবৎ আজ্ঞাপালন অঙ্গীকার করিল। করিয়া অশ্বসেন রাজার নিকট হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। যাইয়া……বারাণসী নগরীর মধ্য দিয়া……যাবৎ স্বপ্নলক্ষণ-পাঠকদিগকে ডাকিল। তারপর সেই স্বপ্নলক্ষণ-পাঠকগণ অশ্বসেন রাজার ……যাবৎ যেখানে রাজা অশ্বসেনের শ্রেষ্ঠ রাজভবনের সিংহদ্বার সেইখানে উপনীত হইলেন। হইয়া যেখানে অশ্বসেন রাজা সেইখানে গেলেন। করতলে আবদ্ধ অঞ্জলির……যাবৎ রাজা অশ্বসেনকে জয় শব্দে ও বিজয় শব্দে সম্বর্ধিত করিলেন। তারপর……যাবৎ ভদ্রাসনগুলিতে উপবেশন করিলেন। তারপর অশ্বসেন রাজা বামা দেবীকে যবনিকান্তরালে বসাইলেন। বসাইয়া স্বপ্ন-লক্ষণ-পাঠকগণকে এই কথা বলিলেন। "ভো দেবানুপ্রিয়গণ! আজ বামা দেবী……যাবৎ মহাস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠেন। সেগুলি এই : গজ……[জ্বলন্ত অগ্নি-] শিখা। তা সেই……যাবৎ কি কি বিশেষ ফলপ্রাপ্তি হইবে?" তারপর সেই স্বপ্নলক্ষণ-পাঠকগণ অশ্বসেন রাজার এই কথা শুনিয়া ও বুঝিয়া …যাবৎ স্বপ্নগুলি অবধারণ করিলেন। করিয়া চিন্তামগ্ন হইলেন। হইয়া পরস্পরের মধ্যে আলাপ করিলেন। করিয়া…… অশ্বসেন রাজার নিকট এই কথা বলিলেন। "ভো দেবানুপ্রিয়! আমাদের স্বপ্নশাস্ত্রে এইরূপ বিয়াল্লিশ স্বপ্ন……যাবৎ একটি দেখিয়া জাগরিত হন। ভো দেবানুপ্রিয়! এইগুলির মধ্যে চৌদ্দটি মহাস্বপ্নই বামা দেবী দেখিয়াছেন। সুতরাং দেবানুপ্রিয়! উদার……যাবৎ

বিক্কংতে বিত্থিন্ন-ৰল-বাহণে চাউরংত-চক্কবট্টী রজ্জ-বঈ রায়া ভবিস্‌সই। জিণে বা তেল্লোক্ক-নায়গে ধম্ম-বর-চাউরংত-চক্কবট্টী। তং ওরালা ণং জাব স্থুমিণা দিট্‌ঠা।” ততে সে আসসেণে রায়া তেসিং স্থুমিণ-লক্‌খণ-পাঢ়গাণং এয়মট্‌ঠং সোচ্চা নিসম্ম হট্‌ঠ-তুট্‌ঠ জাব ত্তি কট্টু তে স্থুমিণে সম্মং পড়িচ্ছই। -ত্তা তে স্থুমিণ-লক্‌খণ-পাঢ়এ বিউলেণং অসণেণং জাব সক্কারেতি সম্মাণেতি। সক্কারিত্তা সম্মাণিত্তা বিউলং জীবিয়ারিহং পীই-দাণং দলয়তি। -ত্তা পড়িবিসজ্জই। ততে ণং আসসেণে রায়া সীহাসণাও অৰ্‌ভুট্‌ঠেই। -ত্তা জেণেব বম্মা দেবী জবণিয়ংতরিয়া তেণেব উবাগচ্ছই। -ত্তা বম্মং দেবিং এবং বয়াসী। “এবং খলু দেবাণুপ্‌পিএ! স্থুমিণ-সত্থংসি ৰায়ালীসং স্থুবিণা জাব জিণে তেল্লোক্ক-নায়গে ধম্ম-বর-চক্কবট্টী।” ততে ণং সা বম্মা দেবী জাব তে স্থুমিণে সম্মং পড়িচ্ছই। -ত্তা আসসেণেণ রন্না অৰ্‌ভণুন্নায়া জাব সয়ং ভবণং অণুপবিট্‌ঠা। জপ্‌পভিইং পাসে অরহা পুরিসাদাণীএ আসসেণস্‌স রন্নো কুলং সাহরিএ তপ্‌পভিইং চ ণং ৰহবে বেসমণ-কুংড-ধারিণো তিরিয়-জংভয়া দেবা সক্ক-বয়ণেণং জাব তাইং আসসেণস্‌স রন্নো ভবণংসি সাহরংতি। জং রয়ণিং চ ণং পাসে অরহা পুরিসাদাণীএ আসসেণস্‌স রন্নো কুলং সাহরিএ তং রয়ণিং চ ণং আসসেণস্‌স রায়কুলং হিরন্নেণং বড্‌ঢিত্থা, স্থুবন্নেণং বড্‌ঢিত্থা, ধণেণং ধন্নেণং রজ্জেণং রট্‌ঠেণং বড্‌ঢিত্থা, ৰলেণং বাহণেণং কোসেণং কোট্‌ঠাগারেণং পুরেণং অংতে-উরেণং জণবএণং জস-বাএণং বড্‌ঢিত্থা। বিপুল-ধণ-কণগ-রয়ণ - মণি - মোত্তিয়-সংখ-সিল-প্‌পবাল-রত্তরয়ণমাইএণং সংত-সার-সাবইজ্জেণং অঈব পীই-সক্কার-সমুদএণং অভিবড্‌ঢিত্থা।

শূর, বীর, বিক্রান্ত, বিস্তীর্ণ বলবাহনসহ রাজ্যের অধীশ্বর চতুরন্ত চক্রবর্তী রাজা হইবে; অথবা ত্রৈলোক্যনায়ক ধর্মবর-চতুরন্ত-চক্রবর্তী জিন হইবে। সুতরাং উদার............যাবৎ বামাদেবীর দেখা স্বপ্নগুলি।" তারপর অশ্বসেন রাজা সেই স্বপ্নলক্ষণ-পাঠকদিগের এই কথা [কানে] শুনিয়া ও [ধ্যানে] ধারণা করিয়া হৃষ্ট-তুষ্ট......যাবৎ স্বপ্নগুলি সম্যক্ বরণ করিয়া লইলেন। লইয়া সেই স্বপ্নলক্ষণ-পাঠক-দিগকে অশন......যাবৎ সৎকার করিলেন ও সম্মানিত করিলেন। করিয়া জীবিকার উপযোগী বিপুল প্রীতিদান দেওয়াইলেন। দেওয়াইয়া বিদায় দিলেন। তারপর অশ্বসেন রাজা সিংহাসন হইতে উঠিলেন। উঠিয়া যেদিকে যবনিকান্তরিতা বামা দেবী সেইদিকে গেলেন। গিয়া বামাদেবীকে এইরূপ বলিলেন। "ওগো দেবানুপ্রিয়ে! স্বপ্নশাস্ত্রে বিয়াল্লিশ প্রকার স্বপ্ন.........যাবৎ ত্রৈলোক্য-নায়ক ধর্মবর-চক্রবর্তী হইবে।" তারপর সেই বামা দেবী...যাবৎ স্বপ্নগুলি সম্যক্ বরণ করিয়া লইলেন। লইয়া অশ্বসেন রাজার অনুমতি গ্রহণ করিয়া স্বভবনে প্রবেশ করিলেন। যখন হইতে জনাদৃত অর্হৎ পার্শ্ব অশ্বসেন রাজার কুলে প্রবেশ করেন তখন হইতে শক্রের আদেশে বহু বৈশ্রবণ-কুণ্ডধারী তির্যগ্‌যোনি জৃম্ভক দেবগণ......যাবৎ সেই সমস্ত [ধনরত্ন] অশ্বসেন রাজার [রাজ-] ভবনে রাখিতে লাগিল। যে রজনীতে জনাদৃত অর্হৎ পার্শ্ব অশ্বসেন রাজার রাজকুলে প্রবেশ করেন, সেই রজনীতে অশ্বসেনের রাজকুলে হিরণ্য [=রজত] বৃদ্ধি, সুবর্ণবৃদ্ধি, ধনবৃদ্ধি, ধান্যবৃদ্ধি, রাজ্যবৃদ্ধি, রাষ্ট্রবৃদ্ধি, বল-বৃদ্ধি, বাহনবৃদ্ধি, কোষবৃদ্ধি, কোষ্ঠাগারবৃদ্ধি, পুরবৃদ্ধি, অন্তঃপুরবৃদ্ধি, জনপদ বৃদ্ধি, যশোবাদবৃদ্ধি হইয়াছিল। বিপুল ধন, কনক, রত্ন, মণি, মৌক্তিক, শঙ্খ, শিলা, প্রবাল, রক্তরত্ন আদি প্রকৃত মূল্যবান্ সারসম্পদ্ সবই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। প্রীতিসৎকারাদি সৎকর্মও অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া-

ততে ণং পাসস্‌স অরহও পুরিসাদাণীয়স্‌স অম্মা-পিউণং অয়মেয়ারূবে অজ্‌ঝত্থিএ চিংতিএ পত্থিএ মণোগএ সংকপ্‌পে সমুপ্‌পজ্জিত্থা। তং জহা। জয়া ণং অম্হং এস দারএ জাএ ভবিস্‌সই, তয়া ণং অম্হে এয়স্‌স দারগস্‌স এয়াণুরূবং গুণ্ণং গুণনিপ্‌ফন্নং নামধিজ্জং করিস্‌সামো পাসে ত্তি॥ তএ ণং বম্মা দেবী ণ্‌হায়া কয়-বলি-কম্মা কয়-কোউয়-মংগল-পায়চ্ছিত্তা সব্বালংকার-বিভূসিয়া নাই-সীএহিং নাই-উণ্‌হেহিং নাই-তিত্তেহিং নাই-কড়ুএহিং নাই-কসাএহিং নাই-অংবিলেহিং নাই-মহুরেহিং নাই-নিদ্ধেহিং নাই-লুক্‌খেহিং নাই-উল্লেহিং নাই-সুক্‌খেহিং সব্বত্তু-ভয়মাণ - সুহেহিং ভোয়ণচ্ছায়ণ - গংধ-মল্লেহিং ববগয়-রোগ-সোগ-মোহ-ভয়-পরিস্‌সমা সা, জং তস্‌স গব্‌ভস্‌স হিয়ং মিয়ং পচ্ছং গব্‌ভ-পোসং, তং দেসে য় কালে য় আহারমাহারেমাণী বিবিত্ত-মউএহিং সয়ণাসণেহিং পইরিক্ক-সুহাএ মণাণুকূলাএ বিহার-ভূমীএ পসত্থ-দোহলা সংপুন্ন-দোহলা সংমাণিয়-দোহলা অবিমাণিয়-দোহলা বোচ্ছিন্ন-দোহলা বিবণীয়-দোহলা সুহংসুহেণং আসয়ই সয়ই চিট্‌ঠই নিসীয়ই তুয়ট্‌ঠই, সুহংসুহেণং তং গব্‌ভং পরিবহই॥ ৩-৯৫॥

ছিল। তারপর জনাদৃত অর্হৎ পার্শ্বের মাতাপিতার মনোমধ্যে ব্যাকুলভাবে এইরূপ একটি অভীষ্ট ব্যাকুল প্রার্থনা সংকল্পিত হইয়াছিল। তাহা এই : "যখন আমাদের এই পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবে তখন আমরা ইহার এইরূপ গুণের অনুরূপ গুণনিষ্পন্ন নাম রাখিব 'পার্শ্ব'।" তারপর বামা দেবী [প্রত্যহ] স্নান করেন, [বাস্তুদেবতাদিগের] বলিকর্ম করেন, কৌতুককর্ম [অর্থাৎ দূর্বাঙ্কুর, দধি-অক্ষত-সর্ষপাদি যোগে মঙ্গলাচরণ] এবং প্রায়শ্চিত্ত [অর্থাৎ দুঃস্বপ্নাদি-দোষ-নাশের জন্য অথবা নেত্রদোষপরিহারার্থ পাদস্পর্শাদি-কর্ম] করেন, সর্বালঙ্কারে দেহ বিভূষিত করেন, নাতি-শীত, নাতি-উষ্ণ, নাতি-তিক্ত, নাতি-কটু, নাতি-কষায়, নাতি-অম্ল, নাতি-মধুর, নাতি-স্নিগ্ধ, নাতি-রুক্ষ, নাতি-আর্দ্র, নাতি-শুষ্ক, সর্ব ঋতুতে সুখকর ভোজন, আচ্ছাদন এবং গন্ধমাল্যাদি ব্যবহার করেন। তার ফলে রোগ, শোক, মোহ, ভয় ও পরিশ্রম অপগত হয়। যেরূপ আহার তাঁহার গর্ভের পক্ষে হিতকর, পরিমিত, পথ্য, গর্ভপোষণক্ষম ও দেশকালের অনুরূপ, তাহাই আহার করেন। অনন্যস্পৃষ্ট, সুকোমল শয্যা ও আসনে [শয়ন ও উপবেশন করেন], বিরেচন-সুখকর ব্যবহার করেন, মনোরঞ্জন বিহার ভূমিতে বিচরণ করেন। তাঁহার সর্ববিধ দোহদ (সাধ) প্রশস্তভাবে, সম্পূর্ণভাবে সম্মানিত ও পালিত হয়। তাঁহার কোনও দোহদ উপেক্ষিত হয় না ; একটি একটি করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাঁহার প্রত্যেকটি দোহদ মিটানো হয়। শয়নের সুখ, অবস্থানের সুখ, উপ-বেশনের সুখ, আশ্রয়ের সুখ, ত্বক্ প্রসাধনের সুখ প্রভৃতি সর্বসুখে সুখিনী হইয়া তিনি গর্ভভার বহন করিতে লাগিলেন।

[পরিশিষ্ট খ]

১৫৪ সুত্রের অংশ

তএ ণং সে আসসেণে রায়া ভবণবই-বাণমংতর-জোইস-বেমাণিএহিং দেবেহিং তিত্থয়র-জম্মণ-অভিসেয়-মহিমাএ কয়াএ সমাণীএ পচ্চুস-কাল-সময়ংসি নগর-গুত্তিএ সদ্দাবেই। -ত্তা এবং বয়াসী॥ খিপ্পমেব ভো দেবাণুপ্পিয়া! বাণারসীএ নগরীএ চার-সোহণং করেহ। -ত্তা মাণুম্মাণ-বদ্ধণং করেহ। -ত্তা রাণারসিং নগরিং সব্ভিংতর-বাহিরিয়ং আসিয়-সংমজ্জি-উবলেবিয়ং সংঘাড়গ-তিয়-চউক্ক-চচ্চর-চউম্মুহ-মহাপহ-পহেসু সিত্ত - সুই - সংমট্ঠ-রচ্ছংতরাবণ-বীহিয়ং মংচাইমংচ-কলিয়ং নাণাবিহ-রাগ-ভূসিয়-জ্ঝয়-পড়াগ-মংডিয়ং লা-উল্লোইয়-মহিয়ং গোসীস-সরস-রত্ত-চংদণ-দদ্দর-দিন্ন-পংচংগুলিতলং উবচিয়-বংদণ-কলসং বংদণ-ঘড়-সুকয়-তোরণ-পড়িদুবার-দেসভাগং আসত্তোসত্ত-বিপুল-বট্ট-বগ্ঘাড়িয়-মল্ল-দাম-কলাবং পংচ-বন্ন-সরস-সুরভি-মুক্ক-পুপ্ফ-পুংজোবয়ার-কলিয়ং কালাগুরু-পবর-কুংদুরুক্ক-তুরুক্ক-ডজ্ঝংত-ধূব-মঘমঘংত-গংধুদ্ধুয়াভিরামং সুগংধ-বর-গংধিয়ং গংধবট্টি-ভূয়ং নড়-নট্টগ-জল্ল-মল্ল-মুট্ঠিয়-বেলংবগ-কহগ-পাঢ়গ-লাসগ-আরক্খগ-লংখ-মংখ-তূণইল্ল-তুংববীণিয়-অণেগ-তালায়রাণুচরিয়ং করেহ য় কারবেহ য়। করিত্তা য় কারবিত্তা য় জূয়-সহস্সং চ মুসল-সহস্সং চ উস্সবেহ উস্সবিত্তা মম এয়মাণত্তিয়ং পচ্চপ্পিণহ॥

পরিশিষ্ট খ

অনুবাদ

তারপর ভবনপতি, ব্যন্তর, জ্যোতিষিক, বৈমানিক ও দেবগণ তীর্থকর-জন্ম-মাহাত্ম্যের অভিষেক করিলে পর রাজা অশ্বসেন প্রত্যুষ কালে নগর-গোপ্তৃগণকে ডাকিলেন। ডাকিয়া এই কথা বলিলেন: "ভো দেবাণুপ্রিয়গণ! শীঘ্র বারাণসী নগরের কারাগার খুলিয়া বন্দিগণকে মুক্ত করিয়া দাও। দিয়া [বাজারের] মান ও মাপ বাড়াইয়া দাও। দিয়া বারাণসী নগরীর অভ্যন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত রাস্তার চৌমাথা, তেমাথা, চতুষ্কোণ স্থান, নগরচত্বর, চতুর্দ্বারগৃহ, মহাপথ (রাজপথ) প্রভৃতি সকল স্থানেই জলসেচন, সম্মার্জন ও উপলেপন করাও। বড় রাস্তার মাঝে মাঝে ও দোকানের পথে অসংখ্য মঞ্চ নির্মাণ করাও এবং সেই মঞ্চগুলিকে নানা বর্ণে বিভূষিত ধ্বজ ও পতাকায় মণ্ডিত করাও। লাজ-বিকিরণ, উল্লোচ (অর্থাৎ চন্দ্রাতপ) বিস্তারণ দ্বারা সর্বস্থান মহিত অর্থাৎ উৎসবিত করাও। সরস গোশীর্ষ (চন্দন-বিশেষ), রক্তচন্দন ও দর্দর নামক গন্ধদ্রব্য বাঁটিয়া তাহা লইয়া নানাস্থানে পঞ্চাঙ্গুলিযুক্ত করতলের ছাপ দেওয়াও। মঙ্গলকলসসকল স্থাপন করাও। প্রতি তোরণের দ্বারদেশভাগ বন্দন-ঘটে সুশোভিত করাও। ফুলের মালার সঙ্গে ফুলের মালা আলগা করিয়া ও ঘন করিয়া জড়াইয়া মোটা করিয়া সেই মোটা মালা দিয়া সব জায়গা সাজাইবার আদেশ দাও। শ্রেষ্ঠ কালাগুরু, কুন্দুরুক্ক, তুরুক্ক প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যের সহিত ধূপ পোড়াইয়া সমস্ত নগর সুগন্ধে মহ-মহ করিয়া তোল। আর গন্ধদ্রব্য ছড়াইয়া তাহার সুগন্ধে সমস্ত নগরটিকে একটি গন্ধবর্তিকাতুল্য করিয়া ফেল। নট, নর্তক, জল্ল, মল্ল, মুষ্টিক, বিড়ম্বক, কথক, পাঠক, লাসক, আরক্ষক, লঙ্ক, মঙ্ক, তূণবাদক, তুম্ব-বীণাবাদক ও তালাচর এবং তাহাদের বহু অনুচর নিযুক্ত কর ও করাও। তারপর যূপসহস্র ও মুসল-সহস্র সহ উৎসব আরম্ভ করিয়া দাও। উৎসব আরম্ভ করিয়া দিয়া আমার আদেশ-পালন-সংবাদ আমার নিকট জ্ঞাপন কর। তারপর সেই কুটুম্ব-

তএ ণং তে কোড়ুংৰিয়-পুরিসা আসসেণেণং রন্না এবং বুত্তা সমাণা হট্ঠতুট্ঠ [পু০ বা০ ৩] জাব হিয়য়া করয়ল- [পু০ বা০ ৫] জাব পড়িস্সুণিত্তা খিপ্পমেব বাণারসীএ নগরীএ চার-সোহণং [পু০ বা০ ১৩] জাব উস্সবিত্তা জেণেব আসসেণে রায়া তেণেব উবাগচ্ছংতি। -ত্তা করয়ল- [পু০ বা০ ৫] জাব কট্টু আসসেণস্স রন্নো এয়মাণত্তিয়ং পচ্চপ্পিণংতি॥ তএ ণং আসসেণে রায়া জেণেব অট্টণসালা তেণেব উবাগচ্ছই। -ত্তা সব্বোরোহেণ সব্ব-পুপ্ফ-গংধ-বত্থ-মল্লালংকার-বিভূসাএ সব্ব-তুড়িয়-সদ্দ-নিণাএণং মহয়া ইড্ঢীএ মহয়া জুঈএ মহয়া ৰলেণং মহয়া বাহণেণং মহয়া সমুদএণং মহয়া তুড়িয়-জমগ-সমগ-প্পবাইএণং সংখ-পণব-ভেরি-ঝল্লরি-খরমুহি-হুরুক্ক-মুরজ-মুইংগ-ডুংদুহি - নিগ্ঘোষ - নাইয়-রবেণং উস্সুক্কং উক্করং উক্কিট্ঠং অদিজ্জং অমিজ্জং অভড়-প্পবেসং অদংড-কোদংডিমং অধরিমং গণিয়া-বর-নাড়ইজ্জ-কলিয়ং অণেগ-তালায়রাণুচরিয়ং অণুদ্ধুয়-মুইংগ-অমিলায়-মল্ল-দামং পমুইয়-পক্কীলিয়-স-পুরজণ-জাণবয়ং দসদিবসং ঠিই-পড়িয়ং করেই॥ তএ ণং সে আসসেণে রায়া দসাহিয়াএ ঠিই-পড়িয়াএ বট্টমাণীএ সইএ য় সাহস্সিএ য় সয়সাহস্সিএ য় জাএ য় দাএ য় ভাএ য় দলমানে য় দবাবেমাণে য় সইএ য় সাহস্সিএ য় সয়-সাহস্সিএ য় লংভে পড়িচ্ছমাণে য় পড়িচ্ছাবেমাণে য় এবং বিহরই॥ তএ ণং পাসস্স অরহও পুরিসাদাণীয়স্স অম্মা-পিয়রো পঢ়মে দিবসে ঠিই-পড়িয়ং করেংতি, তইএ দিবসে চংদ-সূর-দংসণীয়ং করেংতি, ছট্ঠে দিবসে ধম্ম-জাগরিয়ং করেংতি, ইক্কারসমে দিবসে

পুরুষগণ অশ্বসেন রাজার নিকট এইরূপ আদেশ পাইয়া হৃষ্টতুষ্ট······যাবৎ আদেশ শুনিয়া বারাণসী নগরীর চার-শোধন (বন্দিমুক্তি) করিয়া······ যাবৎ যেখানে অশ্বসেন রাজা সেইখানে উপস্থিত হইল। হইয়া করতলে বদ্ধ অঞ্জলির দশনখ মাথায় ঠেকাইয়া অশ্বসেন রাজার আদেশ প্রতিপালন সংবাদ জ্ঞাপন করিল। তারপর রাজা অশ্বসেন যেখানে অট্টনশালা সেইখানে চলিলেন। যাইয়া সমস্ত অবরোধ (অর্থাৎ রাজকুল-নারীবর্গ) লইয়া পুষ্প, গন্ধবস্ত্র, মাল্যালঙ্কারাদি ভূষণ সহযোগে, ঢাক-ঢোল বাজাইয়া, বিপুল ঐশ্বর্য্যের অনুরূপ জাঁকজমক সহকারে অসংখ্য সেনা, যান-বাহন ও অনুচরবর্গের সহিত ও বহু দলবল লইয়া [রাজা অশ্বসেনের পুত্রজন্ম উপলক্ষে] দশ-দিন-ব্যাপী 'স্থিতি প্রতীজ্যা' উৎসব সম্পাদন করিলেন : ঐ উৎসবে তুড়ি, যমক, গমক, শঙ্খ, পণব, ভেরি, ঝল্লরি, খরমুখী, হুড়ুক্ক, মুরজ, মৃদঙ্গ, দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্য বাজিতে লাগিল। নানাবাদ্যের নানারবে নগর মুখরিত হইয়া উঠিল। সর্ববিধ শুল্ক, সর্ববিধ রাজকর ও সর্ববিধ কৃষিকর উঠাইয়া দেওয়া হইল। [ক্রয়-বিক্রয় না থাকায়] দোকানে আদান প্রদান ও মাপ করা বা ওজন করার কাজ উঠিয়া গেল। অদণ্ড-কুদণ্ড উঠিয়া গেল। প্রজার গৃহে ভটের (সিপাহীর) প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল। শ্রেষ্ঠ গণিকাদিগের নৃত্য চলিতে লাগিল। নৃত্যাদির তালে তালে মৃদঙ্গ বাজিতে লাগিল। টাটকা ফুলের মালা ম্লান হইতে পায় নাই। পৌর জনগণ ও জানপদগণ সহ সমস্ত রাজ্যের লোক আনন্দ-উৎসবে ও খেলায় মাতিয়া রহিল। তারপর রাজা অশ্বসেন দশদিনব্যাপী 'স্থিতি প্রতীজ্যা' উৎসব-কালে শত, সহস্র, লক্ষ যাগ (দক্ষিণাদান), শত, সহস্র, লক্ষ দায় (উপঢৌকনাদি) শত, সহস্র লক্ষ ভাগ (সম্পত্তির অংশ) দান করিলেন এবং দান করিবার আদেশ দিলেন; [এই উপলক্ষে] তিনি শত, সহস্র ও লক্ষ উপহার (দান) বরণ করিয়া লইলেন ও বরণ করিয়া লইবার আদেশ দিলেন। তারপর জনাদৃত অর্হৎ পার্শ্বের মাতাপিতা [জন্মের] প্রথম দিবসে 'স্থিতি প্রতীজ্যা' সম্পাদন করিলেন, তৃতীয় দিবসে চন্দ্র-সূর্য্য-প্রদর্শন কর্ম্ম করিলেন, ষষ্ঠ দিবসে ধর্ম্ম-জাগর্য্যা বিধি পালন করিলেন।

বিইক্কংতে নিব্বত্তিএ অসুই-জম্ম-কম্ম-করণে সংপত্তে বারসাহ-দিবসে বিউলং অসণ-পাণ-খাইম-সাইমং উবক্খরাবিংতি। -ত্তা মিত্ত-নাই-নিয়গ-সয়ণ-সংবংধি-পরিজণং খত্তিএ য় আমংতিত্তা তও পচ্ছা ণ্হায়া কয়-বলি-কম্মা কয়-কোউয়-মংগল-পায়চ্ছিত্তা মংগল্লাইং পবরাইং বত্থাইং পরিহিয়া অপ্প-মহগ্ঘাভরণালংকিয়-সরীরা ভোয়ণ-বেলাএ ভোয়ণ-মংডবংসি সুহাসণ-বর-গয়া তেণং মিত্ত-নাই-নিয়গ-সংবংধি-পরিজণেণং সদ্ধিং তং বিউলং অসণ-পাণ-খাইম-সাইমং আসাএমাণা বিসাএমাণা পরিভাএমাণা পরিভুংজে-মাণা বিহরংতি॥ জিমিয়-ভুত্তুত্তরাগয়া বি য় ণং সমাণা আয়ংতা চোক্খা পরম-সুই-ভূয়া তং মিত্ত-নাই-নিয়গ-সয়ণ-সংবংধি-পরিজণং খত্তিএ য় বিউলেণং পুপ্ফ-বত্থ-গংধমল্লালংকারেণং সক্কারিংতি সম্মাণিংতি, সক্কারিত্তা সম্মাণিত্তা তস্সেব মিত্ত-নাই-নিয়গ-সয়ণ-সংবংধি-পরিজণস্স খত্তিয়াণ য় পুরও এবং বয়াসী॥ পুব্বিং পি ণং দেবাণুপ্পিয়া! অম্হং এয়ংসি দারগংসি গব্ভং বক্কংতংসি সমাণংসি ইমে এয়ারূবে অজ্ঝত্থিএ চিংতিএ পত্থিএ মণোগএ সংকপ্পে সমুপ্পজ্জিত্থা। তং জহা ঃ জয়া ণং অম্হং এস দারএ জাএ ভবিস্সই, তয়া ণং এয়স্স দারগস্স ইমং এয়াণুরূবং গুন্নং গুণ-নিপ্ফন্নং নামধিজ্জং করিস্সামো। তং হোউ ণং অম্হং কুমারে পাসে নামেণং॥

একাদশ দিবসে জাতাশৌচান্তবিধি অনুষ্ঠিত হইবার পর দ্বাদশ দিবস উপনীত হইলে প্রচুর অশনীয়, পানীয়, সুখাদ্য ও সুস্বাদ্য বস্তু প্রস্তুত করাইলেন। করাইয়া মিত্র, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, স্বজন, সম্বন্ধীজন, পরিজন ও নায়কগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তার পরে স্নান করিয়া [বাস্তুদেবতাদিগের] বলিকর্ম সমাপ্ত করিয়া, কৌতুকমঙ্গল (অর্থাৎ তিলকাদি রচনা, ধান-দূর্বা-দধি-সর্ষপাদি স্পর্শ, ইত্যাদি) ও প্রায়শ্চিত্ত (অশুভ নিবারণার্থে পাদস্পর্শ প্রভৃতি) সারিয়া, মঙ্গলজনক শ্রেষ্ঠ বস্ত্র পরিধান করিয়া, অল্প অথচ মহার্ঘ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া ভোজনবেলা সমাগত হইলে ভোজন মণ্ডপে গিয়া ঐ সকল মিত্র, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, সম্বন্ধীজন ও পরিজন গণকে লইয়া তাঁহাদের সঙ্গে সেই বিপুল অশনীয়, পানীয়, সুখাদ্য ও সুস্বাদ্য বস্তুরাশি আহার করিয়া স্বাদ-বিস্বাদ বুঝিয়া পরিভাজন (ভাগ করিয়া পরিবেশন) ও পরিভুঞ্জন (সকলের সঙ্গে ভোজন) করিয়া বিহার করিলেন। আহারের পর আচমন ও দন্তাদি পরিষ্কার পূর্বক পুনরাচমনান্তে পরম শুচি হইয়া তাঁহারা (উপস্থানশালায়) সমবেত হইলেন। তারপর বিপুল পুষ্প, বস্ত্র, গন্ধমাল্য ও অলঙ্কারাদি দিয়া সেই সব মিত্র, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, স্বজন, সম্বন্ধী, পরিজন ও ক্ষত্রিয়গণকে সৎকারিত ও সম্মানিত করিয়া তাঁহাদের নিকট এই কথা বলিলেন :

"ভো দেবাণুপ্রিয়গণ! পূর্বে যখন আমাদের এই বালক গর্ভে ছিল তখনই আমাদের মনোমধ্যে এইরূপ ব্যাকুল প্রার্থনা সংকল্পিত হইয়াছিল। আমাদের এই বালক যখন ভূমিষ্ঠ হইবে তখন এইসব গুণের অনুরূপ গুণ-নিষ্পন্ন নাম রাখিব। সুতরাং আমাদের কুমার নামে হউক 'পার্শ্ব'।

জিণচরিত্তং

অরিট্ঠনেমী

জিনচরিত্র

অরিষ্টনেমি

অরিট্ঠনেমী

তেণং কালেণং তেণং সমএণং অরহা অরিট্ঠনেমী পংচ-চিত্তে হোত্থা। তং জহা। চিত্তাহিং চুএ চইত্তা গব্ভং বক্কংতে। চিত্তাহিং জাএ। চিত্তাহিং মুংডে ভবিত্তা অগারাও অণগারিয়ং পব্বইএ। চিত্তাহিং অণংতে অণুত্তরে নিব্বাঘাএ নিরাবরণে কসিণে পড়িপুন্নে কেবল-বর-নাণ-দংসণে সমুপ্পন্নে। চিত্তাহিং পরিনিব্বুএ॥ ১৭০॥

তেণং কালেণং তেণং সমএণং অরহা অরিট্ঠনেমী, জে সে বাসাণং চউত্থে মাসে সত্তমে পক্খে কত্তিয়-বহুলে, তস্স ণং কত্তিয়-বহুলস্স বারসী পক্খেণং অপরাজিয়াও মহাবিমাণাও ছত্তীসং সাগরোবম-ট্ঠিইয়াও অণংতরং চয়ং চইত্তা, ইহেব জংবুদ্দীবে দীবে ভারহে বাসে সোরিয়পুরে নয়রে সমুদ্দবিজয়স্স রন্নো ভারিয়াএ সিবাএ দেবীএ পুব্ব-রত্তাবরত্ত-কাল-সময়ংসি চিত্তাহিং নক্খত্তেণং জোগমুবাগএণং আহার-বক্কংতীএ ভব-বক্কংতীএ সরীর-বক্কংতীএ কুচ্ছিংসি গব্ভত্তাএ বক্কংতে। [সব্বং তহেব সুবিণ-দংসণ-দবিণ-সংহরণাইয়ং এত্থ ভাণিয়ব্বং] [পরিশিষ্ট গ। ॥ ১৭১ ॥

তেণং কালেণং তেণং সমএণং অরহা অরিট্ঠনেমী, জে সে বাসাণং পঢ়মে মাসে দোচ্চে পক্খে সাবণ-সুদ্ধে, তস্স ণং সাবণ-সুদ্ধস্স পংচমী পক্খেণং নবণ্হং মাসাণং বহুপড়িপুন্নাণং অদ্ধট্ঠমাণং রাইংদিয়াণং বিইক্কংতাণং [উচ্চট্ঠাণগএসু গহেসু, পঢ়মে চংদ-জোগে, সোমাসু দিসাসু বিতিমিরাসু বিসুদ্ধাসু, জইএসু সব্ব-সউণেসু, পয়াহিণাণুকূলংসি ভূমি-সপ্পিংসি মারুয়ংসি পবায়ংসি, নিপ্ফন্ন-মেয়ণিয়ংসি কালংসি, পমুইয়-পক্কিলিএসু

অরিষ্টনেমি

সেইকালে সেইসময়ে অর্হৎ অরিষ্টনেমি পঞ্চচিত্র হইয়াছিলেন [অর্থাৎ তাঁহার জীবনের পাঁচটি শুভ ঘটনা চিত্রানক্ষত্রযোগে ঘটিয়াছিল।] যথা : চিত্রানক্ষত্রযোগে তিনি বিমানলোক হইতে চ্যুত হইয়া গর্ভে প্রবেশ করেন। চিত্রানক্ষত্রযোগে ভূমিষ্ঠ হন। চিত্রানক্ষত্রযোগে মুণ্ডিত হইয়া আগার ত্যাগপূর্বক অনাগারিত্ব প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। চিত্রানক্ষত্রযোগে অনন্ত, অনুত্তর, নির্ব্যাঘাত, নিরাবরণ, কৃৎস্ন, প্রতিপূর্ণ শ্রেষ্ঠ কেবল জ্ঞানদর্শন লাভ করেন। চিত্রানক্ষত্রযোগে পরিনির্বৃত্ত হন ॥ ১৭০ ॥

সেইকালে সেইসময়ে অর্হৎ অরিষ্টনেমি বর্ষার চতুর্থ মাসে সপ্তম পক্ষে কার্তিক মাসের কৃষ্ণ পক্ষে দ্বাদশী তিথিতে অপরাজিত নামক মহাবিমানে ছত্রিশ সাগরোপম কাল অবস্থানের পর চ্যুত হইয়া এই জম্বুদ্বীপ নামক দ্বীপে ভারতবর্ষ নামক বর্ষে সৌরিকপুর নগরে সমুদ্রবিজয় রাজার ভার্যা শিবা দেবীর কুক্ষিতে মধ্যরাত্র সময়ে চিত্রা নক্ষত্রের (সহিত চন্দ্রের) যোগে [বিমানলোকে ভোগ্য] আহারক্ষয়, ভবক্ষয় ও শরীরক্ষয় হওয়াতে গর্ভরূপে প্রবেশ করেন। [পূর্বোক্ত-রূপে, স্বপ্নদর্শন, দ্রবিণ-সংহরণ প্রভৃতি সব এখানে বলিতে হইবে] [পরিশিষ্ট গ] ॥ ১৭১ ॥

সেইকালে সেইসময়ে অর্হৎ অরিষ্টনেমি বর্ষার প্রথম মাসে দ্বিতীয় পক্ষে শ্রাবণ মাসের শুক্ল পক্ষে পঞ্চমী তিথিতে পূর্ণ নয় মাস সাড়ে সাত দিন গত হইলে [গ্রহগণ উচ্চস্থানগত হইলে প্রথম চন্দ্রযোগে, দিক্‌সকল সৌম্য বিতিমির এবং বিশুদ্ধ হইলে জ্যোতিষ অনুসারে সর্ব শুভ শকুনযোগে যখন অনুকূল দক্ষিণ পবন ভূমি স্পর্শ করিয়া মন্দ মন্দ বহিতেছিল, সর্বজনপদবাসিগণ যখন প্রমুদিত হইয়া ক্রীড়ারত

সব্ব-জাণবএস্থ] পুব্বরত্তাবরত্ত-কাল-সময়ংসি চিত্তাহিং নক্খত্তেণং জোগমুবাগএণং আরোগ্গারোগ্গং দারয়ং পয়ায়া। জম্মণং সমুদ্দবিজয়াভিলাবেণং নেয়ব্বং জাব [পরিশিষ্ট ঘ] তং হোউ কুমারে অরিট্ঠনেমী নামেণং।

অরহা অরিট্ঠনেমী দক্খে (দক্খ-পইন্নে পড়িরূবে আলীণে ভদ্দএ বিণীএ * * * অম্মা-পিইহিং দেবত্ত-গএহিং গুরু-মহত্তরএহিং অব্ভণুন্নাএ সমত্ত-পইন্নে পুণরবি লোয়ংতিএহিং জীয়কপ্পিএহিং দেবেহিং তাহিং ইট্ঠাহিং কংতাহিং পিয়াহিং মণুন্নাহিং মণামাহিং ওরালাহিং কল্লাণাহিং সিবাহিং ধন্নাহিং মংগল্লাহিং মিয়-মহুর-সস্সিরীয়াহিং অপুণরুত্তাহিং বগ্গূহিং অণবরয়ং অভিনংদমাণা য় অভিত্থুণমাণা য় এবং বয়াসী॥ "জয় নংদা! জয় ভদ্দা! ভদ্দং তে খত্তিয়-বর-বসভা! বুজ্ঝাহি ভগবং লোগ-নাহা, সয়ল-জগজ্-জীব-হিয়ং পবত্তেহি ধর্ম্মতিত্থং, পরহিয়-সুহ-নিস্সেয়স-করং সব্বলোএ সব্বজীবাণং ভবিস্সই!" ত্তি কট্টু জয়-জয়-সদ্দং পউংজংতি॥ পুব্বিং পি ণং অরহও অরিট্ঠনেমিস্স মাণুস্সাও গিহত্থ-ধম্মাও অণুত্তরে আভোইএ অপ্পড়িবাঈ নাণ-দংসণে হোত্থা। তএ ণং অরহা অরিট্ঠনেমী তেণং অণুত্তরেণং আহোইএণং নাণ-দংসণেণং অপ্পণো নিক্খমণ-কালং আভোএই। -ত্তা চিচ্চা হিরন্নং, চিচ্চা সুবন্নং, চিচ্চা ধণং, চিচ্চা ধন্নং, চিচ্চা রজ্জং, চিচ্চা রট্ঠং, এবং বলং বাহণং কোসং কোট্ঠাগারং চিচ্চা, পুরং চিচ্চা, অংতেউরং চিচ্চা, জণবয়ং চিচ্চা, ধণ-কণগ-রয়ণ-মৈণি-মোত্তিয়-সংখ-সিল-প্পবাল-রত্তরয়ণমাইয়ং সংত-সার-সাবএজ্জং বিচ্ছড্ডইত্তা বিগ্গোবইত্তা দাণং দায়ারেহিং পরিভাইত্তা, দাণং দাইয়াণং পরিভাইত্তা॥ ১৭২॥

ছিল সেইকালে] মধ্যরাত্রসময়ে চিত্রানক্ষত্রের [সহিত চন্দ্রের] যোগে সুস্থ-দেহা শিবা দেবীর পুত্রসন্তানরূপে সুস্থদেহে প্রসূত হন ॥

জন্মকথা সমুদ্রবিজয়ের নাম দিয়া বলিয়া যাইতে হইবে... [পরিশিষ্ট ঘ]...যাবৎ...সুতরাং এই কুমার নামে অরিষ্টনেমি হউক ॥

অর্হৎ অরিষ্টনেমি দক্ষ, দক্ষপ্রতিজ্ঞ, আদর্শ রূপবান্, কূর্মবৎ আত্ম-গুপ্ত, সুলক্ষণ, বিনীত হইয়া......মাতাপিতার দেবত্বপ্রাপ্তি হইলে গুরুজন ও মহৎ ব্যক্তিগণের অনুমতি লইয়া স্বপ্রতিজ্ঞা সমাপ্ত করেন [অর্থাৎ পূর্বপ্রতিজ্ঞারূপ অনাগারিত্ব প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন]। আবার প্রচলিত আচার অনুসারে লোকান্তিক দেবগণ সেই ইষ্ট, কান্ত, প্রিয়, মনোজ্ঞ, মনোরম, উদার, কল্যাণকর, শুভ, ধন্য, মঙ্গলাকর, মিত-মধুর-শোভন, অপুনরুক্ত বাক্যে অনবরত অভিনন্দন করিতে করিতে ও স্তব করিতে করিতে এই কথা বলিলেন।

জয় জয় হে নন্দক ! জয় জয় হে ভদ্রক ! তোমার ভদ্র হউক, হে ক্ষত্রিয়-বর-বৃষভ ! জাগরিত হও হে ভগবন্ লোকনাথ ! সকল জগজ্-জীবের হিতকর ধর্মতীর্থ প্রবর্তন কর। ইহা সর্ব লোকে সর্ব জীবের শ্রেষ্ঠ হিতকর, সুখকর ও নিঃশ্রেয়সকর হইবে। এই বলিয়া তাঁহারা জয়-জয়-ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

অর্হৎ অরিষ্টনেমি মনুষ্যধর্মসুলভ গার্হস্থ্য ধর্ম গ্রহণ (অর্থাৎ বিবাহ) করিবার পূর্বেও তাঁহার অনুত্তর অপ্রতিপাতী আভোগিক জ্ঞানদর্শন ছিল। সেইজন্য তখন অর্হৎ অরিষ্টনেমি সেই অনুত্তর আভোগিক জ্ঞানদর্শনবলে আপন নিষ্ক্রমণ-কাল দেখিতে পাইয়াছিলেন। দেখিতে পাইয়া তিনি তাঁহার সমস্ত হিরণ্য ত্যাগ করিয়াছিলেন, সুবর্ণ ত্যাগ করিয়াছিলেন, ধন ত্যাগ করিয়াছিলেন, ধান্য ত্যাগ করিয়াছিলেন, রাজ্যত্যাগ, রাষ্ট্রত্যাগ, বলত্যাগ, বাহনত্যাগ, কোষত্যাগ, কোষ্ঠাগার-ত্যাগ, পুরত্যাগ, অন্তঃপুরত্যাগ ও জনপদত্যাগ করিয়াছিলেন। কনক, রত্ন, মণি, মৌক্তিক, শঙ্খ, শিলা, প্রবাল, রক্তরত্নাদি সমস্ত সারধন ত্যাগ করিয়া, অবজ্ঞা করিয়া দাতৃগণের সাহায্যে বিলাইয়া দিয়াছিলেন এবং দায়গ্রস্ত (দরিদ্র) দিগের মধ্যে দান করিয়াবিলাইয়াছিলেন ॥ ১৭২ ॥

জে সে বাসাণং পঢ়মে মাসে দোচ্চে পক্খে সাবণ-সুদ্ধে, তস্স ণং সাবণসুদ্ধস্স ছট্ঠী-পক্খেণং পুব্বণ্হ-কাল-সময়ংসি উত্তর-কুরাএ সীয়াএ স-দেব-মণুয়াসুরাএ পরিসাএ অণুগম্মমাণ-মগ্গে (সংখিয়-চক্কিয়-মংগলিয়-মুহ-মংগলিয়- বদ্ধমাণ- পূসমাণ- ঘংটিয়-গণেহিং তাহিং ইট্ঠাহিং কংতাহিং পিয়াহিং মণুন্নাহিং মণামাহিং ওরালাহিং কল্লাণাহিং সিবাহিং ধন্নাহিং মংগল্লাহিং মিয়-মহুর-সস্সিরীয়াহিং হিয়য়-পল্হায়ণিজ্জাহিং অট্ঠ-সইয়াহিং অ-পুণরুত্তাহিং বগ্গূহিং গিরাহিং অণবরয়ং অভিনংদমাণা অভিসং-থুণমাণা য় এবং বয়াসী॥ "জয় নংদা! জয় ভদ্দা! ভদ্দং তে, অভগ্গেহিং নাণ-দংসণ-চারিত্তেহিং অজিয়াইং জিণাহিং ইংদিয়াইং জিয়ং চ পালেহি সমণ-ধম্মং জিয়বিগ্ঘো বি য় বসাহিং তং দেব! সিদ্ধি-মজ্ঝে নিহণাহিং রাগ-দোস-মল্লে তবেণং ধিই-ধণিয়-বদ্ধ-কচ্ছে মদ্দাহি অট্ঠ-কম্ম-সত্তু ঝাণেণং উত্তমেণং সুক্কেণং, অপ্পমত্তো হরাহি আরাহণা-পড়াগং চ, বীর! তেলুক্ক-রংগ-মজ্ঝে পাব য় বিতিমিরং অণুত্তরং কেবল-বর-নাণং, গচ্ছ য় মুক্খং পরং পয়ং জিণ-বরোবইট্ঠেণ মগ্গেণং অকুটিলেণং হংতা পরী-সহ-চমুং! জয় খত্তিয়-বর-বসভা! বহূইং দিবসাইং বহূইং পক্খাইং বহূইং উউইং বহূইং অয়ণাইং বহূইং সংবচ্ছরাইং অভীএ পরীসহোব-সগ্গাণং, খংতি-খাম-ভয়-ভেরবাণং, ধম্মে তে অবিগ্ঘং ভবউ!" ত্তি কট্টু জয়-জয়-সদ্দং পউংজংতি॥ তএ ণং অরহা অরিট্ঠনেমী নয়ণ-মালা-সহস্সেহিং পিচ্ছিজ্জমাণে২ বয়ণ-মালা-সহস্সেহিং অভিথুব্বমাণে২ হিয়য়-মালা-সহস্সেহিং উন্নংদিজ্জমাণে২ মণোরহ-

বর্ষার প্রথম মাসে দ্বিতীয় পক্ষে শ্রাবণ মাসের শুক্ল পক্ষে ষষ্ঠী তিথিতে পূর্বাহ্ণ সময়ে উত্তরকুরা নামক শিবিকায় আরোহণ করিয়া দ্বারাবতী নগরীর মধ্য দিয়া নির্গত হন। দেব, মনুষ্য ও অসুরগণ দলে দলে তাঁহার অনুগমন করেন। শাঙ্খিক, চাক্রিক, মাঙ্গলিক, মুখমাঙ্গলিক, বর্ধমান (নরবাহী নর), পূষ্যমাণ (ভাট), ও ঘাণ্টিকগণ সেই ইষ্ট, কান্ত, প্রিয়, মনোজ্ঞ, মনোরম, উদার, কল্যাণকর, শুভ, ধন্য, মঙ্গলাকর, মিত-মধুর-শোভন, হৃদয়প্রহ্লাদন, অষ্টোত্তরশত অপুনরুক্ত বাক্যে অনবরত অভিনন্দন করিতে করিতে ও স্তব করিতে করিতে এই কথা বলিল ॥ জয় জয় হে নন্দক ! জয় জয় হে ভদ্রক ! তোমার ভদ্র হউক। অভগ্ন (অখণ্ড) জ্ঞানদর্শন ও চরিত্রদ্বারা তোমার অবিজিত ইন্দ্রিয়গুলি জয় কর। তোমার সম্যগ্‌বিজিত শ্রমণধর্ম পালন কর। হে দেব ! বিঘ্নসমূহ জয় করিয়া সিদ্ধি মধ্যে কাল কাটাও। তপস্যাপ্রভাবে রাগ (আসক্তি) -দোষ রূপ মল্লকে বিনাশ কর। ধৃতি রূপ ধটিকা দিয়া কাছা বাঁধিয়া উত্তম পবিত্র ধ্যান দ্বারা অষ্ট কর্মশত্রু মর্দন কর। অপ্রমত্ত হইয়া আরাধনা-পতাকা বহন কর। হে বীর ! এই ত্রৈলোক্য রঙ্গ [মঞ্চ] মধ্যে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ অনুত্তর কেবল-জ্ঞানদর্শন লাভ কর, যাহাতে [অজ্ঞান] তিমিরের আবিলতা নাই। শ্রেষ্ঠ জিনগণ কর্তৃক উপদিষ্ট অকুটিল মার্গে গমন করিয়া পরমপদ মোক্ষে উপনীত হও। বিঘ্নসমূহের চমূ তুমি বিনাশ করিয়াছ। জয় জয় হে ক্ষত্রিয়-বর-বৃষভ ! বহু দিবস, বহু পক্ষ, বহু মাস, বহু ঋতু, বহু অয়ন, বহু সংবৎসর ধরিয়া নানা বিঘ্ন ও নানা উপসর্গকে ভয় না করিয়া তুমি ভয় ও বিপদে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে সক্ষম হইয়াছ। তোমার ধর্মে অবিঘ্ন হউক। এই বলিয়া [তাঁহারা] জয়-জয়-ধ্বনি করিতে লাগিলেন। তারপর [অর্হৎ অরিষ্টনেমির নগর-নিষ্ক্রান্তি-পথে] সহস্র সহস্র নয়নমালা তাঁহাকে দেখিতে লাগিল, সহস্র সহস্র বদনমালা তাঁহার স্তব করিতে লাগিল, সহস্র সহস্র হৃদয়মালা তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে লাগিল, সহস্র সহস্র মনোরথমালা তাঁহাকে বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। কান্তি, রূপ ও গুণের জন্য সকলে তাঁহাকে কামনা করিতে লাগিল।

মালা-সহস্সেহিং বিচ্ছিপ্পমাণেং কংতি-রূব-গুণেহিং পচ্ছিজ্জমাণেং অংগুলি-মালা-সহস্সেহিং দাইজ্জমাণেং দাহিণ-হত্থেণং ৰহূণং নর-নারি-সহস্সাণং অংজলি-মালা-সহস্সাইং পড়িচ্ছমাণেংভবণ-পংতি-সহস্সেহিং সমইচ্ছমাণেং তংতি-তল-তাল-তুড়িয়ং-ঘণ-মুইংগ-গীয়-বাইয়-রবেণং মহুরেণ য় মণহরেণং জয়-সদ্দ-ঘোস-মীসিএণং মংজু-মংজুণা ঘোসেণ য় পড়িৰুজ্ঝমাণে সব্বিড্টীএ সব্বজুঈএ সব্ব-ৰলেণং সব্ব-বাহণেণং সব্ব-সমুদয়েণং সব্বায়রেণং সব্ব-বিভূঈএ সব্ব-বিভূসাএ সব্ব-সংভমেণং সব্ব-সংগমেণং সব্ব-পগঈএহিং সব্ব-নাড়এণং সব্ব-তালায়রেহিং সব্বোরোহেণং সব্ব-পুপ্ফ-মল্লালংকার-বিভূসাএ সব্ব-তুড়িয়-সদ্দ-সংনিণাএণং মহয়া ইড্টীএ মহয়া জুঈএ মহয়া ৰলেণং মহয়া ৰাহণেণং মহয়া বর-তুড়িয়-জমগ - সমগ-প্পবাইএণং সংখ-পণব-পড়হ-ভেরি-ঝল্লরি-খরমুহি-হুংহুহি-নিগ্ঘোস-নাইয়-রবেণং) ৰারবীএ নগরীএ মজ্ঝংমজ্ঝেণং নিগ্গচ্ছই। -ত্তা জেণেব রেবইএ উজ্জাণে, তেণেব উবাগচ্ছই॥ -ত্তা অসোগ-বর-পায়বস্স অহে সীয়ং ঠাবেই। -ত্তা সীয়াও পচ্চোরুহই। -ত্তা সয়মেব আভরণ-মল্লালংকারং ওমুয়ই। -ত্তা সয়মেব পংচ-মুট্ঠিয়ং লোয়ং করেই। -ত্তা ছট্ঠেণং ভত্তেণং অপাণএণং চিত্তাহিং নক্খত্তেণং জোগমুবাগএণং এগং দেবদূসং আদায় এগেণং পুরিস-সহস্সেণং সদ্ধিং মুংডে ভবিত্তা অগারাও অণগারিয়ং পব্বইএ॥ ১৭৩॥

সে অরহা ণং অরিট্ঠনেমী চউপ্পন্নং রাইংদিয়াইং নিচ্চং

সহস্র সহস্র অঙ্গুলিমালা তাঁহার দিকে নির্দেশ করিতে লাগিল। বহু সহস্র নরনারীর সহস্র সহস্র অঞ্জলিমালা তিনি দক্ষিণ হস্তে প্রতিনন্দিত করিতে করিতে চলিলেন। সহস্র সহস্র ভবনপংক্তি অতিক্রম করিয়া চলিলেন। তন্ত্রী (বীণা) করতাল, তূর্য, ঘনমৃদঙ্গ প্রভৃতি সহযোগে গীতবাদ্য হইতে লাগিল। তাহার সঙ্গে মধুর ও মনোহর জয়ধ্বনি মিশিতে লাগিল। সেই মঞ্জু মধুর জয়ধ্বনিতে [নগরবাসিগণ] প্রতিবোধিত হইতে লাগিল। বিপুল ঐশ্বর্যের উপযোগী জাঁক-জমকসহকারে, সব বল, বাহন, লোকজন ও অনুচরবর্গ লইয়া, সব আদর, বিভূতি, ভূষণ, সম্ভ্রম, সংযোগ, প্রগতি, নট-নটী, তালাচর এবং সমস্ত অবরোধ (অন্তঃপুর), সমস্ত পুষ্পমাল্য, অলঙ্কার, ভূষণাদিসহ ঢাক-ঢোল বাদ্যনিনাদে নগর মুখরিত করিয়া চলিতে লাগিলেন। সেইসব জাঁকজমক বলবাহন লোকজন তূর্য যমক-সমগ-বাদ্য ও শঙ্খ, পণব, পটহ, ভেরী, ঝল্লরী, খরমুখী, দুন্দুভি প্রভৃতির নির্ঘোষ ও নিনাদে ও লোকের কোলাহলে নগরী মুখরিত হইয়া উঠিল।

দ্বারাবতী নগরীর মধ্য দিয়া তিনি নগরীর বাহিরে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নির্গত হইয়া রেবতিকা নামক উদ্যানে শ্রেষ্ঠ অশোক-পাদপের নীচে শিবিকা স্থাপন করাইলেন। শিবিকা স্থাপন করাইয়া শিবিকা হইতে অবরোহণ করিলেন। অবরোহণ করিয়া স্বয়ং আভরণ মাল্যালঙ্কারাদি খুলিয়া ফেলিলেন। খুলিয়া ফেলিয়া স্বয়ং পাঁচ মুষ্টিতে মাথার সব কেশ উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন। তারপর প্রতি তৃতীয় দিবসে একবারমাত্র পানীয়-বিহীন আহার গ্রহণের ব্রত লইয়া চিত্রা নক্ষত্রের [সহিত চন্দ্রের] যোগে একখানি মাত্র দেবদূষ্য (বস্ত্র) লইয়া এক সহস্র পুরুষসহ মুণ্ডিত হইয়া আগার (গৃহবাস) ত্যাগ করিয়া অনাগারিত্ব প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন॥ ১৭৩॥

অর্হৎ অরিষ্টনেমি চুয়ান্ন রাত্রিদিন ধরিয়া সর্বক্ষণের জন্য খোলা-

বোসট্ঠ-কাএ চিয়ত্ত-দেহে, [বাসী-চংদণ-সমাণ-কপ্পে সম-তিণ-মণি-লেট্ঠু-কংচণে সম-তুক্খ-সুহে ইহলোগ-পরলোগ-অপ্পড়িবদ্ধে জীবিয়-মরণে নিরবকংখে সংসার-পারগামী কম্ম-সংগ-নিগ্ঘায়ণট্ঠাএ অব্ভুট্ঠিএ এবং চ ণং বিহরই। তস্স ণং ভগবংতস্স] পণপন্নইমস্স রাইংদিয়স্স অংতরা বট্টমাণস্স, জে সে বাসাণং তচ্চে মাসে পংচমে পক্খে আসোয়-বহুলে, তস্স ণং আসোয়-বহুলস্স পন্নরসী পক্খেণং দিবসস্স পচ্ছিমে ভাগে উজ্জিংত-সেল-সিহরে বেড়স- [বড-] পায়বস্স অহে অট্ঠমেণং ভত্তেণং অপাণএণং চিত্তাহিং নক্খত্তেণং জোগ-মুবাগএণং ঝাণং-তরিয়াএ বট্টমাণস্স অণংতে অণুত্তরে নিব্বাঘাএ নিরাবরণে কসিণে পড়িপুন্নে কেবল-বর-নাণ-দংসণে সমুপ্পন্নে। [তএ ণং ভগবং অরিট্ঠনেমী অরহা জাএ, জিণে কেবলী সব্বন্নূ সব্বদরিসী স-দেব-মণুয়াসুরস্স লোগস্স পরিয়ায়ং জাণই পাসই, সব্ব-লোএ সব্ব-জীবাণং আগইং গইং থিইং চবণং উববায়ং তক্কং মণো মাণসিয়ং ভুত্তং কড়ং পড়িসেবিয়ং আবী-কম্মং রহো-কম্মং অরহা অরহস্সভাগী তং তং কালং মণ-বয়ণ-কায়-জোগে বট্টমাণাণং] সব্ব-লোএ সব্ব-জীবাণং ভাবে জাণমাণে পাসমাণে বিহরই ॥ ১৭৪ ॥

অরহও ণং অরিট্ঠনেমিস্স অট্ঠারস গণা অট্ঠারস গণহরা হোত্থা ॥ ১৭৫ ॥

গায়ে দেহের যত্ন ত্যাগ করিয়া স্বদেহ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। [বিষ্ঠা-চন্দনে সমান জ্ঞান, তৃণ-মণি-লোষ্ট্র-কাঞ্চনে সমান, দুঃখ-সুখে উদাসীন, ইহলোক-পরলোকে অপ্রতিবদ্ধ, জীবন-মরণে আকাঙ্ক্ষাবিহীন, সংসার-পারগামী, কর্ম-সঙ্গ বিনাশের জন্য অভ্যুত্থিত—এই ভাবে বিহার করিতে লাগিলেন। সেই ভগবান্ অরিষ্টনেমির] পঞ্চান্ন দিনের দিনে বর্ষার তৃতীয় মাসে পঞ্চম পক্ষে আশ্বিনের কৃষ্ণ পক্ষে পঞ্চদশী (অমাবস্যা) তিথিতে দিবসের শেষ ভাগে উজ্জিন্ত শৈল শিখরে বেতস [পাঠান্তরে বট] পাদপমূলে প্রতি চতুর্থ দিবসে একবারমাত্র পানীয়বিহীন আহার গ্রহণের ব্রত লইয়া চিত্রা নক্ষত্রের [সহিত চন্দ্রের] যোগে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অনন্ত, অনুত্তর, নির্ব্যাঘাত, নিরাবরণ, কৃৎস্ন, প্রতিপূর্ণ 'কেবল' নামক জ্ঞানদর্শন সমুৎপন্ন হয়।

[তখন অর্হৎ অরিষ্টনেমি অর্হৎ হইলেন, জিন হইলেন, কেবলী হইলেন, সর্বজ্ঞ হইলেন, সর্বদর্শী হইলেন। তখন তিনি দেব, মনুষ্য ও অসুরগণ সহ সর্ব লোকের পর্যায় জানিতে পারেন ও দেখিতে পান। সর্বলোকে সর্বজীবের পর্যায় জানেন। কে কোথা হইতে আসিতেছে, কোথায় যাইতেছে, কোথায় আছে, কোন্ জন্মে (মনুষ্য, পশু বা অন্য কোনও মর্ত্যজীব অথবা দেবতা, অসুর বা তির্য্যগ্ যোনিতে) কে কি করিতেছে, কোথায় কাহার উপপাত হইতেছে, কে কি তর্ক করিতেছে, কে কি মনে ভাবিতেছে, কে কি মানসিক (ইচ্ছা) করিতেছে, কে কি খাইয়াছে বা খাইতেছে, কে কি করিয়াছে বা করিতেছে, কি কাহার ইচ্ছা, প্রকাশ্য কর্ম, গোপন কর্ম সমস্তই তিনি জানিতে পারেন ও দেখিতে পান। অর্হতের নিকট কোনও রহস্য (গোপন) থাকে না। তাই সেই-সেই কাল, মন, বচন ও কায় যোগে তিনি বর্ত্তমানবৎ দেখিতে পান।] সর্ব-লোকে সর্বজীবের সর্বভাব জানিয়া ও দেখিয়া তিনি বিহার করেন ॥ ১৭৪ ॥

অর্হৎ অরিষ্টনেমির আঠারো গণ ও আঠারো গণধর ছিল ॥ ১৭৫ ॥

O. P. 93—21

অরহও ণং অরিট্‌ঠনেমিস্‌স বরদত্ত-পামোক্‌খাও অট্‌ঠারস সমণ-সাহস্‌সীও উক্কোসিয়া সমণ-সংপয়া হোত্থা ॥ ১৭৬ ॥

অরহও ণং অরিট্‌ঠনেমিস্‌স অজ্জ - জক্‌খিণী-পামোক্‌খাও চত্তালীসং অজ্জিয়া - সাহস্‌সীও উক্কোসিয়া অজ্জিয়া - সংপয়া হোত্থা ॥ ১৭৭ ॥

অরহও ণং অরিট্‌ঠনেমিস্‌স নংদ-পামোক্‌খাণং সমণোবাস-গাণং এগা সয়-সাহস্‌সী অউণত্তরিং চ সহস্‌সা উক্কোসিয়া সমণোবাসগ-সংপয়া হোত্থা ॥ ১৭৮ ॥

অরহও ণং অরিট্‌ঠনেমিস্‌স মহাসুব্বয়-পামোক্‌খাণং তিন্নি সয় - সাহস্‌সীও অউণত্তরিং চ সহস্‌সা উক্কোসিয়া সমণো-বাসিয়াণং সংপয়া হোত্থা ॥ ১৭৯ ॥

অরহও ণং অরিট্‌ঠনেমিস্‌স চত্তারি সয়া চউদ্দস-পুব্বীণং অজিণাণং জিণসংকাসাণং সব্বক্‌খর - সন্নিবাঈণং জিণো বিব অবিতহং বাগরমাণাণং উক্কোসিয়া চউদ্দসপুব্বীণং সংপয়া হোত্থা ॥ ১৮০ ॥

পন্নরস সয়া ওহি-নাণীণং, পন্নরস সয়া বেউব্বিয়াণং, দস সয়া বিউল-মঈণং, অট্‌ঠসয়া বাঈণং, সোলসসয়া অণুত্তরোব-বাইয়াণং, পন্নরস সমণসয়া সিদ্ধা, তীসং অজ্জিয়া - সয়াইং সিদ্ধাইং। অরহও ণং অরিট্‌ঠনেমিস্‌স দুবিহা অংতগড়- ভূমী হোত্থা। তং জহা। জুগংতগড়-ভূমী য় পরিয়ায়ংতগড়-ভূমী য়। জাব অট্‌ঠমাও পুরিস-জুগাও জুগংত-কড়-ভূমী, দুবালস-পরিয়াএ অংতমকাসী ॥ ১৮১ ॥

তেণং কালেণং তেণং সমএণং অরহা অরিট্‌ঠনেমী তিন্নি বাস-সয়াইং কুমার-বাস-মজ্ঝে বসিত্তা চউপন্নং রাইংদিয়াইং ছউমত্থ-পরিয়ায়ং পাউণিত্তা, দেসূণাইং সত্তবাস-সয়াইং কেবলি-

অর্হৎ অরিষ্টনেমির অষ্টাদশ সহস্র শ্রমণ লইয়া একটি উৎকৃষ্ট শ্রমণ-সম্পদ্ ছিল। বরদত্ত ছিলেন তাঁহাদের মুখ্য ॥ ১৭৬ ॥

অর্হৎ অরিষ্টনেমির চল্লিশ সহস্র আর্যিকা লইয়া একটি উৎকৃষ্ট আর্যিকা-সম্পদ্ ছিল। আর্যা যক্ষিণী ছিলেন তাঁহাদের মুখ্যা ॥ ১৭৭ ॥

অর্হৎ অরিষ্টনেমির একশত উনসত্তর সহস্র শ্রমণোপাসক লইয়া একটি উৎকৃষ্ট শ্রমণোপাসকসম্পদ্ ছিল। নন্দ ছিলেন তাঁহাদের মুখ্য ॥ ১৭৮ ॥

অর্হৎ অরিষ্টনেমির তিন শত উনসত্তর সহস্র শ্রমণোপাসিকা লইয়া একটি উৎকৃষ্ট শ্রমণোপাসিকাসম্পদ্ ছিল। মহাসুব্রতা ছিলেন তাঁহাদের মুখ্যা ॥ ১৭৯ ॥

অর্হৎ অরিষ্টনেমির চারিশত চতুর্দশপূর্বী লইয়া একটি উৎকৃষ্ট চতুর্দশপূর্বী-সম্পদ্ ছিলেন। তাঁহারা জিন না হইলেও জিন-সঙ্কাশ ছিলেন এবং সর্ববিধ অক্ষরসন্নিপাত জানিতেন। জিনগণের ন্যায়ই তাঁহারা অবিতথভাবে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেন ॥ ১৮০ ॥

পঞ্চদশ শত অবধি-জ্ঞানী, পঞ্চদশ শত বৈভূত্যবিদ্যাবিৎ, দশ শত বিপুলমতি, অষ্টশত বাদী, ষোল শত অনুত্তরোপপাতী, পঞ্চদশ শত সিদ্ধ শ্রমণ, ত্রিশ শত সিদ্ধা আর্যিকা ছিলেন। অর্হৎ অরিষ্টনেমির দ্বিবিধ অন্তকৃৎ ভূমি ছিল। যুগান্তকৃৎ ভূমি ও পর্যায়ান্তকৃৎ ভূমি। অষ্টম পুরুষ পর্যন্ত যুগান্তকৃৎ ভূমি এবং দ্বাদশ বর্ষ পর্যায়ান্তকৃৎ ভূমি তিনি করিয়াছিলেন ॥১৮১ ॥

সেইকালে সেই সময়ে অর্হৎ অরিষ্টনেমি তিনশত বৎসর কুমার ছিলেন, চুয়ান্ন রাত্রিদিন ছদ্মস্থ পর্য্যায়ে ছিলেন, কিঞ্চিন্ন্যূন সাতশত বৎসর কেবলী পর্য্যায়ে ছিলেন, মোট সহস্র বৎসর তাঁহার আয়ুষ্কাল

পরিয়ায়ং পাউণিত্তা, এগং বাস-সহস্‌সং সব্বাউয়ং পালইত্তা, খীণে বেয়ণিজ্জাউয়-নাম-গোত্তে ইমীসে ওসপ্পিণীএ দূসম-সুসমাএ সমাএ বহু-বিইক্‌কংতাএ, জে সে গিম্‌হাণং চউত্থে মাসে অট্‌ঠমে পক্‌খে আসাঢ়-সুদ্ধে, তস্‌স ণং আসাঢ়-সুদ্ধস্‌স অট্‌ঠমী-পক্‌খেণং উপ্‌পিং উজ্জিংত-সেল-সিহরংসি পংচহিং ছত্তীসেহিং অণগার-সএহিং সদ্ধিং মাসিএণং ভত্তেণং অপাণএণং চিত্তানক্‌খত্তেণং জোগমুবাগএণং পুব্ব - রত্তাবরত্ত - কাল - সময়ংসি নেসজ্জিএ কালগএ [গ্র০ ৮০০] বিইক্‌কংতে সমুজ্জাএ ছিন্ন-জাই-জরা-মরণ-বংধণে সিদ্ধে বুদ্ধে মুত্তে অংতগড়ে পরিনিব্বুড়ে সব্ব-দুক্‌খ-প্‌পহীণে ॥ ১৮২ ॥

অরহও ণং অরিট্‌ঠনেমিস্‌স কালগয়স্‌স বিইক্‌কংতস্‌স সমুজ্জাঅস্‌স ছিন্ন-জাই-জরা - মরণ - বংধণস্‌স সিদ্ধস্‌স বুদ্ধস্‌স মুত্তস্‌স অংতগড়স্‌স পরিনিব্বুড়স্‌স সব্ব - দুক্‌খ-প্‌পহীণস্‌স চউরাসীইং বাস-সহস্‌সাইং বিইক্‌কংতাইং, পংচাসীইমস্‌স বাস-সহস্‌সস্‌স নব বাস-সয়াইং বিইক্‌কংতাইং, দসমস্‌স য় বাস-সয়স্‌স অয়ং অসীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই ॥ ১৮৩ ॥

ছিল। এই আয়ুষ্কালের অন্তে বেদনীয়-নাম-গোত্র [নিঃশেষে] ক্ষয় হইলে এই অবসর্পিণী কালপ্রবাহে দুঃসম-সুষমা যুগের বহু সমা গত হইলে গ্রীষ্মের চতুর্থ মাসে অষ্টম পক্ষে আষাঢ় মাসের শুক্ল পক্ষে অষ্টমী তিথিতে উজ্জিন্ত শৈলশিখরে পাঁচশত ছত্রিশজন অনগারের সঙ্গে প্রতি মাসান্তে একবারমাত্র পানীয়বিহীন আহার গ্রহণের ব্রত লইয়া চিত্রানক্ষত্রের [সহিত চন্দ্রের] যোগে মধ্যরাত্র সময়ে উপবিষ্ট অবস্থায় কালগত হন, ব্যতিক্রান্ত হন, সমুদ্‌যাত হন, জন্ম-জরা-মরণের বন্ধন ছেদন করেন, সিদ্ধ হন, বুদ্ধ হন, মুক্ত হন, অন্তকৃৎ হন, পরিনির্বাণ লাভ করেন, সর্বদুঃখপ্রহীন হন ॥ ১৮২ ॥

অর্হৎ অরিষ্টনেমির কালগত, ব্যতিক্রান্ত, সমুদ্‌যাত, ছিন্ন-জরা-মরণ-বন্ধন, সিদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, অন্তকৃৎ, পরিনির্বাণপ্রাপ্ত এবং সর্বদুঃখ-প্রহীন হইবার পর চুরাশি সহস্র বৎসর গত হইয়াছে। পঁচাশি সহস্র বৎসরের নয় শত বৎসর কাটিয়াছে, দশম শতকের অশীতিতম বৎসর চলিতেছে ॥ ১৮৩ ॥

পরিশিষ্ট গ

১৭১ সুত্তের অংশ

অরহা ণং অরিট্‌ঠনেমী তিন্নাণোবগএ য়াবি হোত্থা। চইস্‌সামি ত্তি জাণই, চয়মাণে ন জাণই, চুএ মি ত্তি জাণই। জং রয়ণিং চ ণং অরহা অরিট্‌ঠনেমী সিবাএ দেবীএ কুচ্ছিংসি গব্‌ভত্তাএ বক্কংতে, তং রয়ণিং চ ণং সা সিবা দেবী সয়ণিজ্জংসি সুত্ত-জাগরা ওহীরমাণী২ ইমে এয়ারূবে ওরালে কল্লাণে সিবে ধন্নে মংগল্লে সস্‌সিরীএ চোদ্দস মহাসুমিণে পাসিত্তা ণং পড়িবুদ্ধা॥ তং জহা:

গয় বসহ সীহ অভিসেয়
দাম সসি দিণয়রং ঝয়ং কুংভং।
পউমসর সাগর বিমাণ
ভবণ রয়ণুচ্চয় সিহিং চ॥

তএ ণং সা সিবা দেবী তে সুমিণে পাসতি। তে সুমিণে পাসিত্তা ণং পড়িবুদ্ধা সমাণী হট্‌ঠ-তুট্‌ঠ-চিত্তমাণংদিয়া পীইমণা পরম-সোমণসিয়া হরিস-বস-বিসপ্‌পমাণ-হিয়য়া ধারা-হয়-কয়ংবুয়ং পিব সমুস্‌সসিয়-রোমকূবা সুমিণোগ্‌গহং করেই। করিত্তা সয়ণিজ্জাও অব্‌ভুট্‌ঠেই। অব্‌ভুট্‌ঠিত্তা অতুরিয়ং অচবলং অবিলংবিয়াএ রায়হংস-সরিসীএ গঈএ জেণেব সমুদ্দবিজয়ে রায়া তেণেব উবাগচ্ছই। উবাগচ্ছিত্তা সমুদ্দবিজয়ং রায়াণং জএণং বিজএণং বদ্ধাবেই। বদ্ধাবিত্তা ভদ্দাসণ-বর-গয়া আসত্থা বীসত্থা সুহাসণ-বর-গয়া করয়ল-পরিগ্‌গহিয়ং সিরসাবত্তং দস-নহং মত্থএ অংজলিং কট্টু এবং বয়াসী॥ "এবং খলু অহং দেবাণুপ্‌পিয়া! অজ্জ সয়ণিজ্জংসি সুত্ত-জাগরা ওহীরমাণী

পরিশিষ্ট গ

১৭১ সূত্রের অংশ

অরহা অরিষ্টনেমি ত্রি-জ্ঞানোপেত ছিলেন। 'চ্যুত হইব' ইহা জানিতেন,'চ্যুত হইতেছি' ইহা জানিতেন না,'চ্যুত হইয়াছি' ইহা জানিতেন। যে রজনীতে অরহা অরিষ্টনেমি শিবা দেবীর কুক্ষিতে গর্ভরূপে প্রবেশ করেন, সেই রজনীতে সেই শিবা দেবী শয্যায় শুইয়া অর্দ্ধ সুপ্ত অর্দ্ধ-জাগরিত অবস্থায় ঘুমাইতে ঘুমাইতে এই উদার, কল্যাণ, শিব, ধন্য, মাঙ্গল্য, সশ্রীক চতুর্দশ মহাস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠেন। সেগুলি এই: গজ, বৃষভ, সিংহ, অভিষেক, [পুষ্প-] দাম, শশী, দিবাকর, ধ্বজ, কুম্ভ, পদ্ম-সরোবর, সাগর, বিমান-ভবন, রত্নোচ্চয় এবং [জ্বলন্ত অগ্নি] শিখা। তারপর শিবা দেবী সেই সব স্বপ্ন দেখিলেন। সেই সব স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিয়া হৃষ্ট-তুষ্ট-চিত্তা, আনন্দিতা, প্রীতিমনা, পরম-সৌমনস্য-সম্পন্না, হর্ষবশে প্রসারিত-হৃদয়া, [বৃষ্টি-] ধারাহত-কদম্ববৎ উচ্ছ্বসিত-লোমকূপা হইয়া স্বপ্নগুলি অবধারণ করিলেন। করিয়া শয্যা হইতে উঠিলেন। উঠিয়া অত্বরিত, অচপল, অবিলম্বিত রাজহংসতুল্য গতিতে যেখানে সমুদ্রবিজয় রাজা ছিলেন সেইখানে উপস্থিত হইলেন। হইয়া সমুদ্রবিজয় রাজাকে 'জয় হউক', 'বিজয় হউক' বলিয়া সম্বর্ধনা করিলেন। তারপর আশ্বস্ত ও বিশ্বস্তভাবে ভদ্রাসনে সুখাসীন হইয়া করতলে বদ্ধ অঞ্জলির দশ নখ মাথায় ঠেকাইয়া এই কথা বলিলেন। "ওগো দেবানুপ্রিয়! আজ আমি শয্যায় অর্ধ-সুপ্ত অর্ধ-জাগরিত অবস্থায় ঘুমাইতে ঘুমাইতে এই সকল উদার, কল্যাণ, শিব, ধন্য, মাঙ্গল্য, সশ্রীক চতুর্দশ মহাস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠি। সেগুলি এই: গজ······যাবৎ

ওহীরমাণী ইমে এয়ারূবে ওরালে কল্লাণে সিবে ধন্নে মংগল্লে সস্সিরীএ চোদ্দস মহাসুমিণে পাসিত্তা ণং পড়িবুদ্ধা। তং জহা। গয় জাব সিহিং চ॥ এএসি ণং দেবাণুপ্পিয়া! ওরালাণং জাব চোদ্দসণ্হং মহাসুমিণাণং কে মন্নে কল্লাণে ফলবিত্তিবিসেসে ভবিস্সই ?”

তএ ণং সে সমুদ্দবিজয়ে রায়া সিবাএ দেবীএ অংতিএ এয়মট্ঠং সোচ্চা নিসম্ম হট্ঠ-তুট্ঠ জাব হিয়এ ধারা-হয়-কলংবুয়ং পিব সমূসসিয়-রোম-কূবে সুমিণোগ্গহং করেই। করিত্তা ঈহং অণুপবিসই। -ত্তা অপ্পণো সাভাবিএণং মই-পুব্বেণং বুদ্ধিবিন্নাণেণং তেসিং সুমিণাণং অত্থোগ্গহং করেই। করিত্তা সিবং দেবিং এবং বয়াসী॥

“ওরালা ণং তুমে, দেবাণুপ্পিএ! সুমিণা দিট্ঠা, কল্লাণা ণং সিবা ধন্না মংগল্লা সস্সিরীয়া আরোগ্গ-তুট্ঠি-দীহাউ-কল্লাণ-মংগল্ল-কারগা ণং তুমে, দেবাণুপ্পিএ! সুমিণা দিট্ঠা। তং জহা। অত্থ-লাভো, দেবাণুপ্পিএ! ভোগলাভো, সুক্খলাভো, দেবাণুপ্পিএ! পুত্তলাভো, এবং খলু তুমং দেবাণুপ্পিএ! নবণ্হং মাসাণং বহু-পড়িপুন্নাণং অদ্ধট্ঠমাণং রাইংদিয়াণং বিইক্কংতাণং সুকুমাল-পাণি-পায়ং অহীণ-পড়িপুন্ন-পংচিংদিয় - সরীরং লক্খণ - বংজণ - গুণোববেয়ং মাণুম্মাণ - প্পমাণ - পড়িপুন্ন - সুজায় - সব্বংগ-সুংদরংগং সসি-সোমাকারং কংতং পিয়দংসণং সুরূবং দারয়ং পয়াহিসি॥ সেবি য় ণং দারএ উম্মুক্ক - বাল - ভাবে বিন্নায় - পরিণয় - মিত্তে জোব্বণগমণুপ্পত্তে রিউব্বেয়-জউব্বেয়-সামবেয়-অথব্বণবেয়-ইতিহাস-পঞ্চাণং নিগ্ঘংট-ছট্ঠাণং সংগোবংগাণং স-রহস্সাণং চউণ্হং বেয়াণং সারএ পারএ ধারএ সড়ংগবী সট্ঠি-তংত-বিসারএ

[জলন্ত অগ্নি-] শিখা। ওগো দেবানুপ্রিয়! এই সব উদার……
যাবৎ চতুর্দশ মহাস্বপ্নে কি কি কল্যাণকর ফল সূচনা করিতেছে?"
তারপর সেই সমুদ্রবিজয় রাজা শিবা দেবীর নিকট এই কথা শুনিয়া
ও বুঝিয়া হৃষ্টচিত্ত…… [বৃষ্টি-] ধারাহত কদম্ববৎ সমুচ্ছ্বসিত-রোমকূপ
হইয়া স্বপ্নগুলি অবধারণ করিলেন। করিয়া [ঐ বিষয়ে] চিন্তামগ্ন
হইলেন। তারপর আপনার স্বাভাবিক বুদ্ধি ও বিচারশক্তি প্রভাবে
ঐ সব স্বপ্নের অর্থ নির্ণয় করিলেন। করিয়া শিবা দেবীকে এইরূপ
বলিলেন। "উদার স্বপ্ন তুমি দেখিয়াছ দেবানুপ্রিয়ে! নিশ্চয়ই
কল্যাণকর, শুভ, ধন্য, মঙ্গলাকর, আরোগ্য, তুষ্টি, দীর্ঘায়ু ও অশেষ
সৌভাগ্যের সূচক তোমার এই স্বপ্নগুলি। ওগো দেবানুপ্রিয়ে!
অর্থলাভ, ভোগলাভ, ও পুত্রলাভ [সূচিত হইতেছে]। ওগো
দেবানুপ্রিয়ে! আজ হইতে পূর্ণ নয় মাস ও সাড়ে সাত রাত্রিদিন গত
হইলে তুমি সুকুমার হস্ত-পদবিশিষ্ট, ত্রুটিহীন তীক্ষ্ণপঞ্চেন্দ্রিয়, সুগঠিত-
দেহ, চন্দ্রতুল্য সৌম্যদর্শন, কমনীয়, প্রিয়দর্শন ও রূপবান্ পুত্র প্রসব
করিবে। সে শুভলক্ষণ ও শুভব্যঞ্জক গুণোপেত এবং আয়তনে,
উচ্চতায় ও মাপে প্রত্যঙ্গ-পরিপূর্ণ-দেহ, সুজাত ও সুন্দরাঙ্গ হইবে।
তারপর সেই বালকের বাল্য (অর্থাৎ সাত বৎসর বয়স) গত হইলে
সে [ধীরে ধীরে বয়োজন্য] জ্ঞান ও [সর্বাঙ্গের] মাত্রায় পরিণত যৌবন
লাভ করিবে। তখন সে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ এবং
তৎসহ পঞ্চম স্থানীয় ইতিহাস ও ষষ্ঠ স্থানীয় নির্ঘণ্ট, তাহাদের অঙ্গ,
উপাঙ্গ এবং রহস্য, এই সমস্ত গ্রন্থের সার অবগত হইবে, পারদর্শী হইবে
এবং [সকল গ্রন্থের তন্ত্র-] ধারক হইবে। সে [কপিলীয়] ষষ্টিতন্ত্রে

সংথাণে সিক্‌খাণে সিক্‌খা কপ্‌পে বাগরণে ছংদে নিরুত্তে জোইসাময়ণে অন্নেস্থ য় বহুস্থ বংভন্নএস্থ পরিব্‌বায়এস্থ নয়েস্থ সুপরিনিট্‌ঠিএ আবি ভবিস্‌সই ॥ তং ওরালা ণং জাব আরোগ্‌গ-তুট্‌ঠি-দীহাউয়-মংগল্ল-কল্লাণ-কারগা ণং তুমে, দেবাণুপ্‌পিএ! সুমিণা দিট্‌ঠা। ত্তি কট্‌টু ভুজ্জো২ অণুবূহই ॥

তএ ণং সা সিবা দেবী সমুদ্দবিজয়স্‌স রন্নো অংতিএ এয়মট্‌ঠং সোচ্চা নিসম্ম হট্‌ঠ-তুট্‌ঠ জাব হিয়য়া করয়ল-পরিগ্‌গহিয়ং দসণহং সিরসাবত্তং মত্থএ অংজলিং কট্‌টু সমুদ্দবিজয়ং রায়াণং এবং বয়াসী ॥ "এবমেয়ং, দেবাণুপ্‌পিয়া! তহমেয়ং, দেবাণুপ্‌পিয়া! অবিতহমেয়ং, দেবাণুপ্‌পিয়া! অসংদিট্‌ঠ-মেয়ং, দেবাণুপ্‌পিয়া! ইচ্ছিয়মেয়ং, দেবাণুপ্‌পিয়া! পড়িচ্ছিয়-মেয়ং, দেবাণুপ্‌পিয়া! সচ্চে ণং এসমট্‌ঠে জহেয়ং তুব্‌ভে বয়হ" ত্তি কট্‌টু তে সুমিণে সম্মং পড়িচ্ছই। তে সুমিণে সম্মং পড়িচ্ছিত্তা সমুদ্দবিজয়েণ রন্না অব্‌ভুন্নায়া সমাণী নাণামণি-রয়ণ-ভত্তি-চিত্তাও ভদ্দাসণাও অব্‌ভুট্‌ঠেই। -ত্তা অতুরিয়ং অচবলং অসংভংতাএ অবিলংবিয়াএ রায়-হংস-সরিসীএ গঈএ জেণেব সএ সয়ণিজ্জে তেণেব উবাগচ্ছই। -ত্তা এবং বয়াসী ॥ "মা মে তে উত্তমা পহাণা মংগল্লা সুমিণা অন্নেহিং পাব-সুমিণেহিং পড়িহম্মিংস্‌সংতি" -ত্তি কট্‌টু দেবয়-গুরুজণ-সংবদ্ধাহিং পসত্থাহিং মংগল্লাহিং ধম্মিয়াহিং লট্‌ঠাহিং কহাহিং সুমিণ-জাগরিয়ং পড়িজাগরমাণী বিহরই ॥ ততে ণং সমুদ্দবিজয়ে রায়া পচ্চূস-কাল-সময়ংসি কোড়ুংবিয়-পুরিসে সদ্দাবেই। -ত্তা এবং বয়াসী ॥ "খিপ্‌পমেব, ভো দেবাণুপ্‌পিয়া! অজ্জ সবিসেসং বাহিরিয়ং উবট্‌ঠাণ-সালং গংধোদয়-সিত্তং সুইয়-সংমজ্জিওবলিত্তং সুগংধ - বর-পংচ-বন্ন - পুপ্‌ফোবয়ার-কলিয়ং

বিশারদ হইবে, সংখ্যাশাস্ত্র, শিক্ষা, নীতি, শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ-ছন্দো-নিরুক্ত-জ্যোতিষ এই ষড়ঙ্গ শাস্ত্র, অন্য বহু ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র [পারিব্রাজক শাস্ত্র] ও নীতিশাস্ত্রে সুপরিনিষ্ঠিত ও সুপরিপক্বও হইবে। সেইজন্য বলিতেছি দেবানুপ্রিয়ে !······যাবৎ আরোগ্য-তুষ্টি-দীর্ঘায়ু-মঙ্গল-কল্যাণ-কারক। এই বলিয়া বারে বারে বুঝাইলেন। তখন সেই শিবা দেবী সমুদ্রবিজয় রাজার নিকট এই সব কথা [কান দিয়া] শুনিয়া ও [মন দিয়া] বুঝিয়া······যাবৎ করতলে বদ্ধ অঞ্জলির বিসারিত দশ নখ মস্তকে ঠেকাইয়া এই কথা বলিলেন। এ কথা যথার্থ দেবানুপ্রিয় ! এ কথা প্রকৃত দেবানুপ্রিয় ! ইহাতে সন্দেহ নাই দেবানুপ্রিয় ! ইহাই অভীপ্সিত দেবানুপ্রিয় ! ইহাই প্রত্যভীপ্সিত দেবানুপ্রিয় ! তুমি যাহা বলিলে তাহাই ইহার যথার্থ সূচিতার্থ। এই বলিয়া তিনি স্বপ্নগুলি বরণ করিয়া লইলেন। স্বপ্নগুলি সম্যক্ বরণ করিয়া লইয়া রাজা সমুদ্র-বিজয়ের অনুমতি লইয়া নানা-মণি-রত্ন-খচিত চিত্র-শোভিত ভদ্রাসন হইতে উঠিলেন। উঠিয়া অত্বরিত, অচপল, অবিলম্বিত রাজহংস-সদৃশ গতিতে যেখানে তাঁহার নিজের শয্যা সেইখানে গেলেন। [ঘুমাইয়া পড়িলে পাছে] অন্য পাপ স্বপ্ন [দেখা দিয়া] আমার এই সর্বোত্তম, সর্ব-প্রধান মঙ্গলাকর স্বপ্নগুলির ফল নষ্ট করিয়া দেয় এই ভয়ে দেবগুরুজন-বিহিত প্রশস্ত, মঙ্গলকর, ধর্মসম্মত, মনোরম কথা শুনিতে শুনিতে স্বপ্ন-জাগরণ ব্রত পালন করিয়া বিহার করিতে লাগিলেন। তারপর সমুদ্রবিজয় রাজা প্রত্যুষকালে কুটুম্বপুরুষগণকে ডাকিলেন। ডাকিয়া এই কথা বলিলেন। ভো দেবানুপ্রিয়গণ ! আজ বিশেষভাবে ও সত্বরতার সহিত বাহির উপস্থানশালায় (অর্থাৎ বৈঠকখানায়) গন্ধোদক-সেচন সম্মার্জন, উপলেপনাদি দ্বারা [সেই উপস্থানশালা] শুচি কর ও করাও। পঞ্চবর্ণ সুগন্ধি পুষ্প দ্বারা সে স্থান শোভিত কর

কালাগুরু - পবর-কুংতুরুক্ক-তুরুক্ক-ডজ্ঝংত-ধূব-মঘমঘংত-গংধুদ্ধু-য়াভি-রামং সুগংধ-বর-গংধিয়ং গংধবট্টি-ভূয়ং করেহ কারবেহ। করিত্তা কারবিত্তা য় সীহাসণং রয়াবেহ। -ত্তা মমেয়ং আণত্তিয়ং খিপ্পং এব পচ্চপ্পিণহ॥

ততে ণং তে কোড়ুংবিয়-পুরিসা সমুদ্দবিজয়েণং রন্না এবং বুত্তা সমাণা হট্ঠ-তুট্ঠ জাব হিয়য়া করয়ল-জাব অংজলিং কট্টু "এবং সামি!" ত্তি আণাএ বিণএণং বয়ণং পড়িসুণংতি। -ত্তা সমুদ্দবিজয়স্স রন্নো অংতিআও পড়িনিক্খমংতি! -ত্তা জেণেব ৰাহিরিয়া উবট্ঠাণ-সালা, তেণেব উবাগচ্ছংতি। -ত্তা খিপ্পমেব সবিসেসং ৰাহিরিয়ং উবট্ঠাণসালং গংধোদয়-সিত্তং জাব সীহাসণং রয়াবিংতি! -ত্তা জেণেব সমুদ্দবিজয়ে রায়া তেণেব উবাগচ্ছংতি। -ত্তা করয়ল-পরিগ্গহিয়ং দসণহং সিরসাবত্তং অংজলিং কট্টু সমুদ্দবিজয়স্স রন্নো তং আণত্তিয়ং পচ্চপ্পিণংতি॥ ততে ণং সমুদ্দবিজয়ে রায়া পাউ-প্পভায়াএ রয়ণীএ ফুল্লুপ্পল-কমল-কোমলুম্মিলিয়ংমি অহ-পংডুরে পভাএ রত্তাসোগ-প্পগাস-কিংসুয়-সুয়-মুহ-গুংজদ্ধ-রাগ-সরিসে [ৰংধু-জীবগ - পারাবণ - চলণ-নয়ণ- পরহুয় - সুরত্ত - লোয়ণ-জাসুয়ণ-কুসুম-রাসি-হিংগুলয়-নিয়রাইরেয়-রেহংত - সরিসে] কমলায়র-সংড-ৰোহএ উট্ঠিয়ংমি সূরে সহস্স-রস্সিংমি দিণয়রে তেয়সা জলংতে [অহক্কমেণ উইএ দিবায়রে তস্স য় কর-পহরাপরদ্ধংমি অংধয়ারে ৰালায়ব-কুংকুমেণং খচিয়ব্ব জীব-লোএ] সয়ণিজ্জাও অব্ভুট্ঠেই॥ -ত্তা পায় - পীঢ়াও পচ্চোরুহই। -ত্তা জেণেব অট্টণসালা, তেণেব উবাগচ্ছই। -ত্তা অট্টণসালং অণুপবিসই। -ত্তা অণেগ - বায়াম - জোগ্গ - বগ্গণ-বামদ্দণ-মল্লজুদ্ধ-করণেহিং সংতে পরিস্সংতে সয় - পাগ - সহস্স-পাগেহিং সুগংধ - তিল্ল

ও করাও। কালাগুরু, কুন্দুরুক্ক, তুরুক্ক প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য জ্বালাইয়া ধূপগন্ধি ধূমাদি দ্বারা ঘর সুগন্ধে মহ মহ করিয়া তোল। সুগন্ধ পুষ্প-নির্যাসাদি ছড়াইয়া ঘর সুবাসিত কর। সমস্ত ঘরটি যেন একটি গন্ধ-বর্তিকাতুল্য হইয়া উঠে। এই সব কর্ম সমাপ্ত হইলে [ঐ ঘরে] সিংহাসন রচনা করাইবে। করাইয়া আমার এই আদেশ প্রতিপালনের সংবাদ আমার নিকট শীঘ্র জ্ঞাপন করিবে। তখন কুটুম্বপুরুষগণ রাজা সমুদ্রবিজয় কর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া হৃষ্ট-তুষ্ট……যাবৎ করতলে বদ্ধ অঞ্জলির দশ নখ মাথায় ঠেকাইয়া "যে আজ্ঞা স্বামিন্!" বলিয়া সবিনয়ে আজ্ঞা-পালন অঙ্গীকার করিল। করিয়া সমুদ্রবিজয় রাজার নিকট হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। তারপর বাহির উপস্থানশালায় উপস্থিত হইল। তারপর তাড়াতাড়ি উপস্থানশালায় গন্ধোদক সেচন ……যাবৎ সিংহাসন রচনা করাইল। তারপর যেখানে সমুদ্রবিজয় রাজা ছিলেন সেইখানে উপস্থিত হইল। হইয়া করতলে বদ্ধ অঞ্জলির দশ নখ মাথায় ঠেকাইয়া সমুদ্রবিজয় রাজার আদেশ-পালন-সংবাদ জ্ঞাপন করিল। পরদিন রজনী প্রভাত হইলে অর্ধোজ্জ্বল প্রভা-তে কোমল কমল ও উৎপল প্রস্ফুটিত হইলে, রক্তাশোকতুল্য, কিংশুক-তুল্য, শুকমুখতুল্য এবং গুঞ্জার্ধ (কুঁচফলের কৃষ্ণাংশবর্জিত অপরাংশ) তুল্য রক্তবর্ণ, [পারাবতের চরণ ও নয়নতুল্য, পরভৃতের সুরক্ত লোচনতুল্য, জবাকুসুমরাশিবৎ এবং হিঙ্গুলপুঞ্জ অপেক্ষা অধিক রক্তবর্ণে শোভমান] কমল সমূহের বোধনকারী নিজের তেজে জ্বলন্ত সহস্ররশ্মি সূর্যদেব উদিত হইলে [যথাক্রমে অর্থাৎ যথাসময়ে দিবাকর উদিত হইলে তাহারই করপ্রহারে অন্ধকার দণ্ডিত হইলে ও তরুণ রৌদ্রের কুংকুমে জীবলোক খচিতবৎ হইলে] রাজা সমুদ্রবিজয় শয্যা হইতে উঠিলেন। উঠিয়া পাদপীঠ হইতে অবরোহণ করিলেন। করিয়া যেখানে অট্টনশালা [ব্যায়ামাগার] সেইখানে গেলেন। গিয়া প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া অনেক প্রকার ব্যায়াম-যোগ্য লম্ফন, ব্যামর্দন (পেশীসঞ্চালনাদি) ও মল্লযুদ্ধ করার পর শ্রান্ত ও পরিশ্রান্ত হইলে প্রীতিকর, দীপক, মদনবর্ধক, বৃংহণ, বলকর, সর্বেন্দ্রিয় ও সর্ব গাত্রের প্রহ্লাদন এবং অভ্যঞ্জন শতপাক ও সহস্রপাক বহুবিধ সুগন্ধ

মাইএহিং পীণণিজ্জেহিং দীবণিজ্জেহিং ময়ণিজ্জেহিং বিংহণিজ্জেহিং দপ্পণিজ্জেহিং সব্বিংদিয়-গায়-পল্হায়ণিজ্জেহিং অব্ভংগিএ তিল্লচম্মংসি নিউণেহিং পড়িপুন্ন - পাণি-পায়-সুকুমাল-কোমল-তলেহিং পুরিসেহিং অব্ভংগণ - পরিমদ্দণুব্বলন - করণ - গুণ-নিম্মাএহিং ছেএহিং দক্খেহিং পট্ঠেহিং কুসলেহিং মেহাবীহিং জিয়-পরিস্সমেহিং অট্ঠিসুহাএ মংস-সুহাএ তয়া-সুহাএ রোম-সুহাএ চউব্বিহাএ সুহ-পরিকম্মণাএ সংবাহণাএ সংবাহিএ সমাণে অবগয়পরিস্সমে অট্টণসালাও পড়িনিক্খমই ॥ -ত্তা জেণেব মজ্জণ-ঘরে তেণেব উবাগচ্ছই। -ত্তা মজ্জণ-ঘরং অণুপবিসই। -ত্তা স-মুত্তা-জালাকুলাভিরামে বিচিত্ত-মণি-রয়ণ-কোট্টিম-তলে রমণিজ্জে ন্হাণ-মংডবংসি নাণা-মণি-রয়ণ-ভত্তি-চিত্তংসি ন্হাণ-পীঢ়ংসি সুখ-নিসন্নে পুপ্ফোদএহি য় গংধোদএহি য় উসিণোদএহি য় সুদ্ধোদ-এহি য় কল্লাণ-করণ-পবর-মজ্জণ-বিহীএ মজ্জিএ তত্থ কোউয়-সএহিং বহুবিহেহিং কল্লাণগ-পবর-মজ্জণাবসাণে পম্হল-সুকুমাল-গংধ-কাসাইয়-লূহিয়ংগে অহয়-সুমহগ্ঘ-দূস-রয়ণ-সুসংবুড়ে সরস-সুরভি-গোসীস-চংদণাণুলিত্ত-গত্তে সুই-মালা-বন্নগ-বিলেবণে আবিদ্ধ-মণি-সুবন্নে কপ্পিয়-হারদ্ধহার-তিসরয়-পালংব-পলংবমাণে কড়ি-সুত্তয়-কয়-সোভে পিণিদ্ধ-গেবিজ্জে অংগুলিজ্জগ-ললিয়-কয়াভরণে বর-কড়গ-তুড়িয়-থংভিয়-ভুএ অহিয়-রূব-সস্সিরীএ কুংডল-উজ্জোবিয়াণণে মউড়-দিত্ত-সিরএ হারোত্থয়-সুকয়-রইয়-বচ্ছে মুদ্দিয়া-পিংগলংগুলিএ পালংব-পলংবমাণ-সুকয়-পড়-উত্তরিজ্জে নাণা- মণি- কণগ- রয়ণ- বিমল- মহরিহ- নিউণোবিয়-মিসিমিসিংত-বিরইয়-সুসিলিট্ঠ-বিসিট্ঠ-নদ্ধ-আবিদ্ধ- বীর-বলএ ; কিং বহুণা কপ্প-রুক্খএ চেব অলংকিয়-বিভূসিএ নরিংদে স-কোরিংত-মল্ল-দামেণং ছত্তেণং ধরিজ্জমাণেণং সেয়-বর-চামরাহিং

তৈলাদি দ্বারা নিপুণ, শিক্ষিত, সুদক্ষ, প্রধান, [স্বকার্যে] কুশল, মেধাবী ও পরিশ্রমে অকাতর সেবকগণ তাঁহার অঙ্গসংবাহন করিতে লাগিল। ঐ সেবকগণের করতল ও পদতল সুকুমার ও কোমল এবং উহারা সম্পূর্ণাঙ্গ-দেহবিশিষ্ট। তাহারা অভ্যঙ্গনকর্মে, পরিমর্দন-কর্মে ও উদ্‌বলন (অর্থাৎ বলবর্ধন) কর্মে অভ্যস্ত ও এই সকল কর্মের ফলাভিজ্ঞ। তাহারা তৈলচর্মে সমুদ্রবিজয়কে বসাইয়া অস্থিসুখকর, মাংসসুখকর চর্মসুখকর ও লোমসুখকর এই চতুর্বিধ অঙ্গসুখকর পরিকর্মণা (অর্থাৎ তৈলম্রক্ষণ) ও সংবাহনাদি অঙ্গ সেবা করিতে লাগিল। তাহাদের সংবাহনাদি ও পরিকর্মণায় শ্রান্তি ও পরিশ্রম অপগত হইলে তিনি অট্টনশালা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। হইয়া যেখানে মজ্জনঘর (মার্জনাগৃহ) সেইখানে গেলেন ও মজ্জনঘরে প্রবেশ করিলেন। সে গৃহ খচিত মুক্তাজালে অভিরামদর্শন। তাহার কুট্টিমে বিচিত্র মণিরত্ন খচিত থাকায় কুট্টিমতল অতি রমণীয়। স্নানমণ্ডপে নানা মণিরত্ন খচিত ও নানা চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। সেখানে তিনি স্নান-পীঠিকায় সুখাসীন হইলেন। পুষ্পোদক, গন্ধোদক, উষ্ণোদক ও ও শুদ্ধোদকে কল্যাণকর শ্রেষ্ঠ স্নানবিধি অনুসারে তিনি স্নান করিলেন। উদ্‌গতপক্ষ্ম (অর্থাৎ সূতার খাইতোলা) সুকোমল গন্ধকাষায়িকা (অর্থাৎ রক্তবর্ণ সুগন্ধ তোয়ালে) দ্বারা অঙ্গ মার্জিত করা হইল। তারপর তিনি বহুমূল্য বস্ত্ররত্নে দেহ সুসংবৃত করিলেন। সরস ও সুরভি গোশীর্ষ ও চন্দন গাত্রে অনুলেপন করা হইল। তারপর স্নানান্তর অনুষ্ঠেয় শত শত কৌতুকমঙ্গল সম্পাদিত ও বহুবিধ কল্যাণকর বিধি অনুষ্ঠিত হইল। তারপর চন্দন-লেপনে শুচি পুষ্পমাল্য ও মণিবিদ্ধ স্বর্ণহার পরান হইল। হারে সংলগ্ন তে-নরী অর্ধহারে প্রালম্ব (অর্থাৎ দোলক বা লকেট) প্রলম্বিত রহিয়াছে। কটিদেশের শোভা কটিসূত্র, গ্রীবায় গ্রৈবেয়, ললিত অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়, ভুজদ্বয়ের স্তম্ভনস্বরূপ শ্রেষ্ঠ কটক ও ত্রুটিক, আননোজ্জ্বলকারী কুণ্ডল, দীপ্তশীর্ষ মুকুট, এই সব [আভরণে] তাঁহার সুন্দর দেহ অধিকতর রূপশ্রীসম্পন্ন হইল। আবৃত হারস্তবকে বক্ষঃস্থল দ্যুতিমান, পিঙ্গলবর্ণ মুদ্রিকায় অঙ্গুলি পিঙ্গলবর্ণ, পট্টবস্ত্রের উত্তরীয় হইতে [মুক্তার] প্রালম্ব প্রলম্বমান। নানা মহার্হ মণিরত্ন-খচিত বীরবলয়দ্বয় বিমল কনকে সুনিপুণ মণিকার কর্তৃক নির্মিত, গ্রথিত, বিদ্ধ, সুশ্লিষ্ট, বিশেষিত, শোভনীকৃত ও উজ্জ্বলীকৃত। অধিক কি ? কল্পবৃক্ষের মতই তিনি অলঙ্কৃত ও বিভূষিত হইয়া নরগণের প্রধানরূপে বিরাজমান। কোরিন্ত পুষ্পের মাল্যে বিভূষিত রাজচ্ছত্র [মস্তকের উপরিভাগে] ধৃত রহিয়াছে। শ্রেষ্ঠ শ্বেত চামরে ব্যজন করা হইতেছে।

উদ্ধুব্বমাণীহিং মংগল-জয়-সদ্দ-কয়ালোএ অণেগ-গণ-নায়গ-দংডনায়গ - রাঈসর-তলবর-মাড়ংবিয়-কোড়ুংবিয়-মংতি-মহামংতি-গণগ-দোবারিয়-অমচ্চ-চেড়-পীঢ়মদ্দ-নগর-নিগম- সিট্ঠি-সেণাবই-সত্থবাহ-দূয়-সংধিপাল সদ্ধিং সংপরিবুড়ে ধবল-মহামেহ-নিগ্গএ ইব গহ-গণ-দিপ্পংত-রিক্খ-তারা-গণাণ মজ্ঝে সসিব্ব পিয়-দংসণে নর-বঈ নরিংদে নর-বসহে নর-সীহে অব্ভহিয়-রায়-তেয়-লচ্ছীএ দিপ্পমাণে মজ্জণ-ঘরাও পড়িনিক্খমই ॥ -ত্তা জেণেব বাহিরিয়া উবট্ঠাণ-সালা, তেণেব উবাগচ্ছই। -ত্তা সীহাসণংসি পুরত্থা-ভিমুহে নিসীয়তি ॥ -ত্তা অপ্পণো উত্তর-পুরত্থিমে দিসীভাএ অট্ঠ ভদ্দাসণাইং সেয়-বত্থ-পচ্চুত্থুয়াইং সিদ্ধত্থয়-কয়-মংগলোবয়ারাইং রয়াবেতি। -ত্তা অপ্পণো অদূর-সামংতে নাণা-মণি-রয়ণ-মংডিয়ং অহিয়-পেচ্ছণিজ্জং মহগ্ঘ-বর-পট্টণুগ্গয়ং সণ্হ-পট্ট-ভত্তি-সয়-চিত্ত-তাণং ঈহামিয়- উসভ- তুরয়-নর-মগর-বিহগ-বালগ-কিন্নর-রুরু-সরভ-চমর-কুংজর-বণলয়-পউমলয়-ভত্তি-চিত্তং অব্ভিংতরিয়ং জবণিয়ং অংছাবেই। -ত্তা নাণা-মণি-রয়ণ-ভত্তি-চিত্তং অত্থরয়-মিউ-মসূরগোত্থয়ং সেয়-বত্থ-পচ্চুত্থুয়ং সুমউয়ং অংগ-সুহ-ফরিসগং বিসিট্ঠং সিবাএ দেবীএ ভদ্দাসণং রয়াবেই। -ত্তা কোড়ুংবিয়-পুরিসে সদ্দাবেই। -ত্তা এবং বয়াসী ॥ খিপ্পমেব ভো দেবাণুপ্পিয়া! অট্ঠংগ-মহানিমিত্ত-সুত্তত্থ-ধারএ বিবিহসত্থ-কুসলে সুবিণ-লক্খণ-পাঢ়এ সদ্দাবেহ। ততে ণং তে কোড়ুংবিয়-পুরিসা সমুদ্দবিজয়েণং রন্না এবং বুত্তাসমাণা হট্ঠ-তুট্ঠ-জাব--হিয়য়া করয়ল জাব পড়িসুণংতি ॥ -ত্তা সমুদ্দবিজয়স্স রন্নো অংতিআও পড়িনিক্খমংতি। -ত্তা সোরিয়পুরং নগরং মজ্ঝং-মজ্ঝেণং জেণেব সুবিণ-লক্খণ-পাঢ়গাণং গেহাইং তেণেব উবা-গচ্ছংতি। -ত্তা সুবিণ-লক্খণ-পাঢ়এ সদ্দাবিংতি ॥ তএ ণং তে

দেখিবামাত্র লোকে মঙ্গলকর জয়ধ্বনি করিতেছে। অনেক গণনায়ক, রাজা, তলবর, মাণ্ডপ্য, কৌটুম্বিক, মন্ত্রী, মহামন্ত্রী, গণক, দৌবারিক, অমাত্য, চেট, পীঠমর্দ, নাগর, নিগম, শ্রেষ্ঠী, সেনাপতি, সার্থবাহ, দূত ও সন্ধিপাল কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি ধবল মহামেঘ হইতে নিষ্ক্রান্ত দীপ্যমান গ্রহ, ঋক্ষ ও তারাগণের মধ্যে প্রিয়দর্শন শশীর ন্যায় [শোভা পান]। অত্যধিক রাজপ্রতাপলক্ষ্মীতে দীপ্যমান [সেই] নরপতি, নরেন্দ্র, নরবৃষভ. নরসিংহ মার্জনগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নিষ্ক্রান্ত হইয়া যেখানে বাহির উপস্থানশালা সেইখানে গমন করিলেন। যাইয়া সিংহাসনে পূর্বদিকে মুখ করিয়া উপবেশন করিলেন। তারপর তিনি আপনার উত্তরপূর্ব দিগ্‌ভাগে শ্বেত বস্ত্রে আবৃত, সিদ্ধার্থ দ্বারা কৃত-মঙ্গলোপচার আটটি ভদ্রাসন রচনা করাইলেন। তারপর আপনার সিংহাসনের অদূরে এক প্রান্তে একটি আভ্যন্তরিক যবনিকা সংস্থাপন করাইলেন। সেই যবনিকা নানা মণিরত্নে মণ্ডিত, অত্যধিক মনোরম-দর্শন, শ্রেষ্ঠ পট্টনে নির্মিত বলিয়া মহার্ঘ, সীবন করা শতচিত্রশোভিত সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্রে নির্মিত এবং তাহাতে ঈহামৃগ (বৃক), বৃষভ, তুরগ, নর, মকর, বিহগ, ব্যাল, কিন্নর, রুরু, শরভ, চমর, কুঞ্জর, বনলতা ও পদ্মলতার চিত্র চিত্রিত। শিবা দেবীর জন্য একটি বিশিষ্ট ভদ্রাসন রচনা করাইলেন। তাহা নানা মণিরত্নে খচিত, শ্বেতবস্ত্রে আচ্ছাদিত, সুকোমল স্পর্শে অঙ্গসুখকর এবং মৃদু মসূরকাকীর্ণ উপাধান ও আস্তরণে শোভিত। তারপর কুটুম্বপুরুষগণকে ডাকিয়া এই কথা বলিলেন। ভো দেবানু-প্রিয়গণ! শীঘ্র গিয়া যাঁহারা অষ্টাঙ্গসহ নিমিত্তশাস্ত্রের সূত্রার্থ জানেন ও যাঁহারা বিবিধ শাস্ত্রে বিশারদ এমন স্বপ্নলক্ষণপাঠকদিগকে ডাকিয়া আন। তারপর সেই কুটুম্বপুরুষগণ রাজা সমুদ্রবিজয় কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া হৃষ্ট-তুষ্ট......যাবৎ আদেশ পালন অঙ্গীকার করিল। তারপর সমুদ্রবিজয়ের নিকট হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। হইয়া সৌরিকপুর নগরের মধ্য দিয়া যেখানে স্বপ্নলক্ষণপাঠকদিগের গৃহ সেইখানে উপস্থিত হইল। হইয়া স্বপ্নলক্ষণপাঠকগণকে ডাকিল। তখন সেই স্বপ্নলক্ষণ-

সুবিণ-লক্‌খণ-পাঢ়গা সমুদ্দবিজয়স্‌স রন্নো কোডু্বিয়-পুরিসেহিং সদ্দাবিয়া সমাণা হট্‌ঠ-তুট্‌ঠ জাব হিয়য়া ণ্হায় কয়-বলি-কম্মা কয়-কোউয়-মংগল-পায়চ্ছিত্তা সুদ্ধ-প্পবেসাইং মংগল্লাইং বত্থাইং পবরাইং পরিহিয়া অপ্প-মহগ্‌ঘাভরণালংকিয়-সরীরা সিদ্ধত্থয়-হরিয়ালিয়া-কয়-মংগল-মুদ্ধাণা সএহিং২ গেহেহিংতো নিগ্‌গচ্ছংতি। -ত্তা সোরিয়পুরং নগরং মজ্ঝংমজ্ঝেণং জেণেব সমুদ্দবিজয়স্‌স রন্নো ভবণ-বর-বড়িংসগ-পড়িদুবারে তেণেব উবাগচ্ছংতি॥ -ত্তা ভবণ-বর-বড়িংসগ-পড়িদুয়ারে এগও মিলংতি। জেণেব বাহিরিয়া উবট্‌ঠাণ-সালা জেণেব সমুদ্দবিজয়ে রায়া তেণেব উবাগচ্ছংতি। করয়ল-পরিগ্‌গহিয়ং জাব কট্টু সমুদ্দবিজয়ং রায়াণং জএণং বিজএণং বড্‌ঢাবেংতি॥ তএ ণং তে সুবিণ লক্‌খণ-পাঢ়গা সমুদ্দ-বিজয়েণ রন্না বংদিয়-পূইয়-সক্কারিয়-সম্মাণিয়া সমাণা পত্তেয়ং পত্তেয়ং পুব্ব-ন্নত্থেসু ভদ্দাসণেসু নিসীয়ংতি॥ তএ ণং সমুদ্দ-বিজয়ে রায়া সিবং দেবিং জবণিয়ংতরিয়ং ঠবেই। -ত্তা পুপ্‌ফ-ফল-পড়িপুন্ন-হত্থে পরেণং বিণএণং তে সুমিণ-লক্‌খণ-পাঢ়এ এবং বয়াসী॥ এবং খলু দেবাণুপ্পিয়া! অজ্জ সিবা দেবী তংসি তারিসগংসি জাব সুত্ত-জাগরা ওহীরমাণী ওহীরমাণী ইমে এয়ারূবে ওরালে চোদ্দস মহাসুমিণে পাসিত্তা ণং পড়িবুদ্ধা॥ তং জহা। গয় উসভ গাহা॥ তং তেসিং চোদ্দসণ্হং মহাসুমিণাণং, দেবাণুপ্পিয়া! ওরালাণং কে, মন্নে, কল্লাণে ফল-বিত্তি-বিসেসে ভবিস্‌সই?" তএ ণং তে সুমিণ-লক্‌খণ-পাঢ়গা সমুদ্দবিজয়স্‌স রন্নো এয়মট্‌ঠং সোচ্চা নিসম্ম হট্‌ঠ-তুট্‌ঠ জাব হিয়য়া তে সুমিণে ওগ্‌গি-হংতি। -ত্তা ঈহং অণুপবিসংতি। -ত্তা অন্নমন্নেণং সদ্ধিং সংলাবিংতি॥ -ত্তা তেসিং সুমিণাণং লদ্ধট্‌ঠা গহিয়ট্‌ঠা পুচ্ছিয়ট্‌ঠা বিণিচ্ছিয়ট্‌ঠা অভিগয়ট্‌ঠা সমুদ্দবিজয়স্‌স রন্নো পুরও সুমিণ-সত্থাইং উচ্চারেমাণা

পাঠকগণ রাজা সমুদ্রবিজয়ের কৌটুম্বিক-পুরুষগণ কর্তৃক আহূত হইয়া হৃষ্ট তুষ্ট……স্নান করিয়া বলিকর্ম সারিয়া কৌতুকমঙ্গল ও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ ও রাজসভায় প্রবেশযোগ্য মঙ্গলকর শুভবস্ত্র পরিয়া আপন আপন অল্প ও মহার্ঘ আভরণে শরীর অলঙ্কৃত করিয়া সিদ্ধার্থ (সর্ষপ) ও হরিতালিকা (দূর্বাঙ্কুর) সহযোগে মঙ্গলকর্ম সমাপনান্তে স্ব স্ব গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তারপর সৌরিকপুর নগরের মধ্য দিয়া যেখানে সমুদ্রবিজয় রাজার শ্রেষ্ঠ রাজভবনের সিংহদ্বার সেইখানে উপনীত হইলেন। তারপর সেই শ্রেষ্ঠ রাজভবনের সিংহদ্বারে একে একে মিলিত হইলেন। তারপর যেখানে বাহির উপস্থানশালা এবং যেখানে সমুদ্রবিজয় রাজা ছিলেন সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তারপরে করতলে বদ্ধ……মাথায় ঠেকাইয়া সমুদ্রবিজয় রাজাকে 'জয় হউক', 'বিজয় হউক' বলিয়া সম্বর্ধনা করিলেন। তখন সেই স্বপ্নলক্ষণপাঠকগণ সমুদ্রবিজয় রাজা কর্তৃক বন্দিত, পূজিত, সৎকৃত ও সম্মানিত হইয়া প্রত্যেকে পূর্বন্যস্ত ভদ্রাসনগুলিতে বসিলেন। তখন রাজা সমুদ্রবিজয় শিবাদেবীকে যবনিকান্তরালে বসাইলেন। তারপর পুষ্প ও ফলে পরিপূর্ণ হস্তে পরম বিনয় সহকারে সেই স্বপ্নলক্ষণপাঠকদিগকে এই কথা বলিলেন। ভো দেবানুপ্রিয়গণ! আজ শিবা দেবী সেই তাদৃশ শয্যায়……যাবৎ সুপ্তজাগরিত অবস্থায় ঘুমাইতে ঘুমাইতে মধ্যরাত্রসময়ে এই সব উদার, কল্যাণকর, শুভশংসী, ধন্য, মঙ্গলাকর, শোভন শ্রীসম্পন্ন চতুর্দশ মহাস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠেন। সেগুলি এই : গজ বৃষভ গাথা। তা বলুন দেবানুপ্রিয়গণ! সেই চতুর্দশ উদার মহাস্বপ্নে কি কি বিশেষ কল্যাণকর ফললাভ হইবে? তখন সেই স্বপ্নলক্ষণপাঠকগণ সমুদ্রবিজয় রাজার এই কথা [কানে] শুনিয়া ও [মনে] বুঝিয়া হৃষ্টচিত্ত…… স্বপ্নগুলি অবধারণ করিলেন। করিয়া চিন্তামগ্ন হইলেন। তারপর পরস্পরের মধ্যে আলাপ করিলেন। তারপর সেই স্বপ্নগুলির সূচিতার্থ, বিতর্কের পর গৃহীত অর্থ, জিজ্ঞাসাবাদে লব্ধ অর্থ, বিনিশ্চিত অর্থ ও অভিগত অর্থ রাজা সমুদ্রবিজয়ের নিকট স্বপ্নশাস্ত্র সমূহ পাঠ করিয়া করিয়া সমুদ্রবিজয় রাজাকে এই কথা বলিলেন। ভো দেবানু-

উচ্চারেমাণ। সমুদ্দবিজয়ং রায়াণং এবং বয়াসী ॥ “এবং খলু, দেবাণু-প্পিয়া! অরহংত-মায়রো বা চক্কবট্টি-মায়রো বা অরহংতংসি বা চক্কহরংসি বা গব্ভং বক্কমাণংসি এএসিং তীসাএ মহাসুমিণাণং ইমে চউদ্দস মহাসুমিণে পাসিত্তা ণং পড়িবুজ্ঝংতি ॥ তং জহা। গয় গাহা ॥ বাসুদেব-মায়রো বাসুদেবংসি গব্ভং বক্কমাণংসি এএসিং চউদ্দসণ্হং মহাসুমিণাণং অন্নয়রে সত্ত মহাসুমিণে পাসিত্তা ণং পড়িবুজ্ঝংতি ॥ বলদেব-মায়রো• বা বলদেবংসি গব্ভং বক্কমাণংসি এএসিং চোদ্দসণ্হং মহাসুমিণাণং অন্নয়রে চত্তারি মহাসুমিণে পাসিত্তা ণং পড়িবুজ্ঝংতি ॥ মংডলিয়-মায়রো বা মংডলিয়ংসি গব্ভং বক্কংতে সমাণে এএসিং চউদ্দ-সণ্হং মহাসুমিণাণং অন্নয়রং মহাসুমিণং এগং পাসিত্তা ণং পড়িবুজ্ঝংতি ॥ ইমেয়াণিং দেবাণুপ্পিয়া! সিবাএ দেবীএ চউদ্দস মহাসুমিণে দিট্ঠা। তং ওরালা ণং দেবাণুপ্পিয়া! সিবাএ দেবীএ সুমিণা দিট্ঠা। জাব মংগল্ল-কারগা ণং দেবাণুপ্পিয়া! সিবাএ দেবীএ সুমিণা দিট্ঠা। তং জহা। অত্থলাভো, দেবাণুপ্পিয়া! ভোগলাভো দেবাণুপ্পিয়া! পুত্তলাভো দেবাণুপ্পিয়া! সুক্খলাভো দেবাণুপ্পিয়া! রজ্জলাভো দেবাণুপ্পিয়া! এবং খলু দেবাণুপ্পিয়া! সিবা দেবী নবণ্হং মাসাণং বহু-পড়িপুন্নাণং অদ্ধট্ঠমাণং রাইংদিয়াণং বিইক্কংতাণং তুম্হং কুলকেউং কুলদীবং কুলপব্বয়ং কুলবড়িংসগং কুলতিলয়ং কুলকিত্তিকরং কুলদিণয়রং কুল-আধারং কুল-নংদি-করং কুল-জস-করং কুল-পায়বং কুল-বিবদ্ধণ-করং সুকুমাল-পাণি-পায়ং অহীণ-পড়িপুন্ন-পংচিংদিয়-সরীরং লক্খণ - বংজণ-গুণোবেয়ং মাণুম্মাণ-পপমাণ-সব্বংগ-সুংদরংগং সসিসোমাকারং কংতং পিয়-দংসণং সুরূবং দারয়ং পয়াহিতি ॥ তং ওরালা ণং

প্রিয়! অর্হৎগণের মাতারা অথবা চক্রবর্তিগণের মাতারা যখন তাঁহাদের কুক্ষিমধ্যে কোনও অর্হৎ বা চক্রধর প্রবেশ করেন তখন এই ত্রিশটি মহাস্বপ্নের মধ্যে এই চৌদ্দটি দেখিয়া জাগিয়া উঠেন। সেগুলি গজ-গাথা। বাসুদেবেরা গর্ভে প্রবেশ করিবার সময় বাসুদেবমাতারা এই চৌদ্দটি মহাস্বপ্নের মধ্যে যে-কোনও সাতটি দেখিয়া জাগরিত হন। বলদেবমাতারা কোনও বলদেব গর্ভে প্রবেশ করিবার সময় এই চৌদ্দটি মহাস্বপ্নের মধ্যে যে-কোনও চারিটি দেখিয়া জাগরিত হন। কোনও মাণ্ডলিক গর্ভে প্রবেশ করিবার সময় এই চৌদ্দটি মহাস্বপ্নের মধ্যে যে-কোনও একটি মহাস্বপ্ন দেখিয়া জাগরিত হন। শিবা দেবী এই চৌদ্দটি মহাস্বপ্নের সবগুলিই দেখিয়াছেন। সুতরাং ভো দেবানুপ্রিয়! অতি উদার শিবা দেবীর দেখা এই স্বপ্নগুলি।......মঙ্গলকারক শিবা দেবীর দেখা এই স্বপ্নগুলি। অর্থলাভ সূচিত হইতেছে দেবানুপ্রিয়! ভোগলাভ দেবানুপ্রিয়! পুত্রলাভ দেবানুপ্রিয়! সৌখ্যলাভ দেবানুপ্রিয়! রাজ্যলাভ দেবানুপ্রিয়! সুতরাং দেবানুপ্রিয়! শিবা দেবী পূর্ণ নয় মাস সাড়ে সাত রাত্রিদিন গত হইলে আপনাদের কুলকেতু, কুলপ্রদীপ, কুলপর্বত, কুলাবতংস, কুলকীর্তিকর, কুলদিনকর, কুলাধার, কুলনন্দন, কুলযশস্কর, কুলপাদপ, কুলবিবর্ধন, সুকুমার হস্তপদযুক্ত, পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও দেহের হীনতা বা ন্যূনতাবিহীন, সুলক্ষণ ও শুভব্যঞ্জক গুণযুক্ত, দৈর্ঘ্য, উচ্চতা, ওজন প্রভৃতিতে প্রমাণানুরূপ, সর্বাঙ্গসুন্দর, শশীর ন্যায় সৌম্যদর্শন, কান্ত, প্রিয়দর্শন এবং সুরূপ একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিবেন।

দেবাণুপ্‌পিয়া ! সিবাএ দেবীএ সুমিণা দিট্‌ঠা। জাব আরোগ্‌গ-তুট্‌ঠি-দীহাউ-কল্লাণ-মংগল্ল-কারগা ণং দেবাণুপ্‌পিয়া ! সিবাএ দেবীএ সুমিণা দিট্‌ঠা ॥

ততে সে সমুদ্দবিজয়ে রায়া তেসিং সুমিণ-লক্‌খণ-পাঢ়গাণং এয়মট্‌ঠং সোচ্চা নিসম্ম হট্‌ঠতুট্‌ঠ জাব তে সুমিণ-লক্‌খণ-পাঢ়গে এবং বয়াসী ॥ "এবমেয়ং দেবাণুপ্পিয়া ! তহমেয়ং দেবাণুপ্পিয়া ! অবিতহমেয়ং দেবাণুপ্পিয়া ! ইচ্ছিয়মেয়ং, পড়িচ্ছিয়-মেয়ং, ইচ্ছিয়-পড়িচ্ছিয়মেয়ং দেবাণুপ্পিয়া ! সব্বে ণং এসং অট্‌ঠে সে, জহেয়ং তুব্‌ভে ৰয়হ" ত্তি কট্‌টু তে সুমিণে সম্মং পড়িচ্ছই। -ত্তা সুমিণ-লক্‌খণ-পাঢ়এ বিউলেণং অসণেণং পুপ্‌ফ-বত্থ-গংধ-মল্লালংকারেণং সক্কারেতি সম্মাণেতি। সক্কারিত্তা সম্মাণিত্তা বিউলং জীবিয়ারিহং পীইদানং দলয়তি। -ত্তা পড়িবিসজ্জেই ॥

ততে ণং সমুদ্দবিজয়ে রায়া সীহাসণাও অব্‌ভুট্‌ঠেই। অব্‌ভুট্‌ঠিত্তা জেণেব সিবা দেবী জবণিয়ংতরিয়া তেণেব উবাগচ্ছই। উবাগচ্ছিত্তা সিবং দেবিং এবং বয়াসী ॥ "এবং খলু দেবাণুপ্পিএ ! সুমিণসত্থংসি ৰায়ালীসং সুমিণা জাব এগং মহাসুমিণং পাসিত্তা ণং পড়িবুজ্‌ঝংতি ॥ জাব ধম্ম-বর-চক্কবট্টী ॥" ততে ণং সিবা দেবী এয়মট্‌ঠং সোচ্চা নিসম্ম হট্‌ঠ-তুট্‌ঠ জাব তে সুমিণে সম্মং পড়িচ্ছই। পড়িচ্ছিত্তা সমুদ্দ-বিজয়েণং রন্না অব্‌ভণুন্নায়া সমাণী নাণা-মণি-রয়ণ-ভত্তি-চিত্তাও

দেবানুপ্রিয়! কাজেই শিবা দেবীর দেখা স্বপ্নগুলি আরোগ্য, তুষ্টি, কল্যাণ ও মঙ্গলের কারক। তারপর সমুদ্রবিজয় রাজা সেই স্বপ্ন-লক্ষণ-পাঠকগণের এই কথা [কানে] শুনিয়া ও [ধ্যানে] ধারণা করিয়া হৃষ্ট-তুষ্ট······যাবৎ······স্বপ্নলক্ষণ পাঠকগণকে এই কথা বলিলেন। "ভো দেবানুপ্রিয়গণ! এ কথা যথার্থ! ভো দেবানুপ্রিয়গণ! এ কথা প্রকৃত। ভো দেবানুপ্রিয়গণ! এ কথাই সত্য। ভো দেবানুপ্রিয়গণ! ইহাতে সন্দেহ নাই। ভো দেবানুপ্রিয়গণ! ইহাই অভীপ্সিত। ভো দেবানুপ্রিয়গণ! আপনারা যাহা বলিলেন তাহা সবই সত্য।" এই বলিয়া তিনি স্বপ্নগুলি সম্যক্ বরণ করিয়া লইলেন। লইয়া সেই স্বপ্নলক্ষণপাঠকদিগকে বিপুল অশন, পুষ্প-বস্ত্র-গন্ধমাল্য অলঙ্কারাদি দিয়া সৎকৃত ও সম্মানিত করিলেন। করিয়া জীবিকার উপযোগী বিপুল প্রীতিদান দেওয়াইলেন। তারপর তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। তারপর সমুদ্রবিজয় রাজা সিংহাসন হইতে উঠিলেন। উঠিয়া যেখানে যবনিকান্তরালে শিবা দেবী ছিলেন সেইখানে গেলেন। গিয়া শিবা দেবীকে এই কথা বলিলেন। "ওগো দেবানুপ্রিয়ে! স্বপ্নশাস্ত্রে বেয়াল্লিশটি স্বপ্ন······যাবৎ······একটিমাত্র দেখিয়া জাগরিত হন।······যাবৎ·· ···ধর্ম্মবর চক্রবর্ত্তী জিন হইবে।" তারপর শিবা দেবী এই কথা শুনিয়া ও বুঝিয়া হৃষ্টতুষ্টা···যাবৎ··· স্বপ্নগুলি সম্যক্ বরণ করিয়া লইলেন। বরণ করিয়া লইয়া সমুদ্রবিজয় রাজার অনুমতি লইয়া তিনি নানা মণিরত্নে খচিত বিবিধ চিত্রে

ভদ্দসণাও অব্‌ভুট্‌ঠেই। অব্‌ভুট্‌ঠিত্তা অতুরিয়ং অচবলং অসংভংতাএ অবিলংবিয়াএ রায়হংস-সরিসীএ গঈএ জেণেব সএ ভবণে তেণেব উবাগচ্ছতি। উবাগচ্ছিত্তা সয়ং ভবণং অণুপবিট্‌ঠা ॥

জপ্‌পভিইং চ ণং অরহা অরিট্‌ঠনেমী সমুদ্দবিজয়স্‌স রন্নো কুলং বক্কংতে তপ্‌পভিইং চ ণং বহবে বেসমণ-কুংড-ধারিণো তিরিয়-জংভয়া দেবা সক্ক-বয়ণেণং সে জাইং পুরা-পোরাণাইং মহানিহাণাইং ভবংতি—তং জহা: পহীণ-সমিয়াইং পহীণ-সেউয়াইং পহীণ-গোত্তাগারাইং উচ্ছিন্ন-সমিয়াইং উচ্ছিন্ন-সেউয়াইং উচ্ছিন্ন-গোত্তাগারাইং গামাগর-নগর-খেড়-কব্‌বড়-মড়ংব-দোণমুহ-পট্টণাসম-সংবাহা-সন্নিবেসেসু সিংঘাড়এসু বা তিএসু বা চউক্কেসু বা চচ্চরেসু বা চউমুহেসু বা মহাপহেসু বা গামট্‌ঠাণেসু বা আবণেসু বা দেবকুলেসু বা সভাসু বা পবাসু বা আরামেসু বা উজ্জাণেসু বা বণেসু বা বণ-সংডেসু বা সুসাণ - সুন্নাগার - গিরি-কংদর-সংতি-সংধি-সেলোবট্‌ঠাণ-ভবণ-গিহেসু বা সংনিক্‌খিত্তাইং চিট্‌ঠংতি—তাইং সমুদ্দবিজয়স্‌স রায়-ভবণংসি সাহরংতি ॥ জং রয়ণিং চ ণং অরহা অরিট্‌ঠনেমী সমুদ্দবিজয়স্‌স রন্নো কুলংসি অণুপবিট্‌ঠে তং রয়ণিং চ ণং তস্‌স রন্নো কুলং হিরন্নেণং বড্‌ঢিত্থা, সুবন্নেণং বড্‌ঢিত্থা ধণেণং ধন্নেণং রজ্জেণং রট্‌ঠেণং বড্‌ঢিত্থা, বলেণং বাহণেণং কোসেণং কোট্‌ঠাগারেণং পুরেণং অংতেউরেণং জণবয়েণং জসবায়েণং বড্‌ঢিত্থা। বিপুল - ধণ - কণগ - রয়ণ-মণি-মোত্তিয়-সংখ-সিল-প্‌পবাল-রত্তরয়ণমাইএণং সংত-সার-সাবইজ্জেণং অঈব পীই-সক্কার-সমুদএণং অভিবড্‌ঢিত্থা। ততে ণং অরহংতস্‌স অরিট্‌ঠনেমিস্‌স অম্মা-পিউণং অয়মেয়ারূবে অজ্ঝত্থিএ চিংতিএ

চিত্রিত ভদ্রাসন হইতে উঠিলেন। উঠিয়া অত্বরিত, অচপল, অবিহ্বল, অবিলম্বিত রাজহংসতুল্য গতিতে যেখানে নিজের ভবন সেইখানে গেলেন। গিয়া স্বভবনে প্রবেশ করিলেন। যখন হইতে অর্হৎ অরিষ্টনেমি সমুদ্রবিজয় রাজার কুলে প্রবেশ করেন, তখন হইতে শক্রের আদেশে বহু বৈশ্রবণ কুণ্ডধারী তির্যগ্‌যোনি জৃম্ভক দেবগণ পুরাকালীন পুরাতন বহু ধনরত্ন আনিয়া সমুদ্রবিজয় রাজার গৃহে রাখিতে লাগিল। সেগুলির বিবরণ এইরূপ: যে-সব ধনরত্নের অধিকারী, সেবক বা গোত্ররক্ষক উচ্ছিন্ন হইয়াছে সেইসব ধনরত্ন। গ্রামে, আকরে, নগরে, খেটে, কর্বটে, মড়ম্বপট্টনে, আশ্রমে, সংবাহে, সন্নিবেশে, সিংঘাটকে, ত্রিকোণে, চতুষ্কোণে, চত্বরে, চৌমাথায়, মহাপথে, বিলুপ্ত ভিটায়, লুপ্ত নগরের ভিটায়, গ্রামের জলনির্গমপথে, নগরের জলনির্গমপথে, আপণে, দেউলে, সভাস্থলে, প্রপাতস্থলে, আরামে, উদ্যানে, বনে, ঝাড়-ঝোঁপে (বনখণ্ডে), শ্মশানে, শূন্যগৃহে, গিরিকন্দরে, শান্তিগৃহে, সন্ধিগৃহে, শৈলোপস্থানগৃহে অথবা শৈলভবনে সঞ্চিত বা নিক্ষিপ্ত যে-সব ধনরত্ন। যে রজনীতে অর্হৎ অরিষ্টনেমি সমুদ্রবিজয় রাজার কুলে প্রবেশ করেন সেই রজনীতেই ঐ রাজার কুলে হিরণ্যবৃদ্ধি, সুবর্ণ-বৃদ্ধি, ধনবৃদ্ধি, ধান্যবৃদ্ধি, রাজ্যবৃদ্ধি, রাষ্ট্রবৃদ্ধি, বলবৃদ্ধি, বাহনবৃদ্ধি, কোষবৃদ্ধি, কোষ্ঠাগারবৃদ্ধি, পুরবৃদ্ধি, অন্তঃপুরবৃদ্ধি, জনপদবৃদ্ধি, যশোবাদ বৃদ্ধি হইয়াছিল; এবং বিপুল ধন, কনক, রত্ন, মণি, মৌক্তিক, শঙ্খ, শিলা, প্রবাল, রক্তরত্ন আদি প্রকৃত মূল্যবান্ সারসম্পদ্ সবই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। প্রীতিসৎকারাদি সৎকর্মও অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তারপর অর্হৎ অরিষ্টনেমির মাতাপিতার মনোমধ্যে

পত্থিএ মণোগএ সংকপ্পে সমুপ্পজ্জিত্থা ॥ "জপ্পভিইং চ ণং অম্হং এস দারএ কুচ্ছিংসি গব্ভত্তাএ বক্কংতে তপ্পভিইং চ ণং অম্হে হিরন্নেণং বড্ঢামো সুবন্নেণং বড্ঢামো, ধণেণং ধন্নেণং রজ্জেণং রট্‌ঠেণং বলেণং বাহণেণং কোসেণং কোট্‌ঠাগারেণং পুরেণং অংতেউরেণং জণবএণং জস-বায়েণং বড্ঢামো বিপুল - ধণ - কণগ - রয়ণ - মণি - মোত্তিয় - সংখ-সিল- প্পবাল-রত্তরয়ণমাইএণং সংত-সার-সাবএজ্জেণং পীই-সক্কারেণং অঈব অভি-বড্ঢামো তং জয়া ণং অম্হং এস দারএ জাএ ভবিস্সই, তয়া ণং অম্হে এয়স্স দারগস্স এয়াণুরূবং গোন্নং গুণ-নিপ্ফন্নং নামধিজ্জং করিস্সামো অরিট্‌ঠনেমি ত্তি ॥

তএ ণং সা সিবা দেবী ন্হায়া কয়-বলি কম্মা কয়-কোউয়-মংগল-পায়চ্ছিত্তা সব্বালংকার-বিভূসিয়া নাই-সীএহিং নাই-উণ্হেহিং নাই-তিত্তেহিং নাই-কড়ুএহিং নাই-কসাএহিং নাই-অংবিলেহিং নাই-মহুরেহিং নাই-নিদ্ধেহিং নাই-লুক্খেহিং নাই-উল্লেহিং নাই-সুক্খেহিং সব্বত্তু-ভয়মাণ-সুহেহিং ভোয়ণচ্ছায়ণ-গংধ-মল্লেহিং ববগয়-রোগ-সোগ-মোহ-ভয়-পরিস্সমা সা, জং তস্স গব্ভস্স হিয়ং মিয়ং পচ্ছং গব্ভ-পোসণং, তং দেসে য় কালে য় আহারমাহারেমাণী বিবিত্ত-মউএহিং সয়ণাসণেহিং পইরিক্কসুহাএ মণাণুকূলাএ বিহারভূমীএ পসত্থ-দোহলা সংপুন্ন-দোহলা সংমাণিয়-দোহলা অবিমাণিয়-দোহলা বোচ্ছিন্ন-দোহলা বিবণীয়-দোহলা সুহংসুহেণং আসয়ই সয়ই চিট্‌ঠই নিসীয়ই তুয়ট্টই, সুহংসুহেণং তং গব্ভং পরিবহই ॥

ব্যাকুলভাবে এইরূপ একটি অভীষ্ট প্রার্থনা সংকল্পিত হইয়াছিল: যখন আমাদের এই বালক কুক্ষিমধ্যে আসিয়াছে তখন হইতেই আমাদের হিরণ্যবৃদ্ধি, সুবর্ণবৃদ্ধি, ধনবৃদ্ধি, ধান্যবৃদ্ধি, রাজ্যবৃদ্ধি, রাষ্ট্রবৃদ্ধি, বলবৃদ্ধি, বাহনবৃদ্ধি, কোষবৃদ্ধি, কোষ্ঠাগারবৃদ্ধি, পুরবৃদ্ধি, অন্তঃপুরবৃদ্ধি, জনপদ-বৃদ্ধি হইয়াছে এবং ধন, কনক, রত্ন, মণি, মৌক্তিক, শঙ্খ, শিলা, প্রবাল, রক্তরত্ন আদি প্রকৃত মূল্যবান্ সারসম্পদ্ (স্বাপতেয়) সবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রীতি সৎকারাদি সৎকর্মেও আমরা অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছি। সেজন্য যখন এই বালক ভূমিষ্ঠ হইবে তখন এই সর্বগুণান্বিত, সর্বগুণসম্পন্ন বালকের এই সকল গুণের অনুরূপ নাম 'অরিষ্টনেমি' রাখিব। তারপর সেই শিবা দেবী [প্রত্যহ] স্নান করেন, বলিকর্ম করেন, কৌতুককর্ম এবং প্রায়শ্চিত্ত করেন, সর্বালঙ্কারে দেহ বিভূষিত করেন, নাতি-শীত, নাতি-উষ্ণ, নাতি-তিক্ত, নাতি-কটু, নাতি-কষায়, নাতি-অম্ল, নাতি-মধুর, নাতি-স্নিগ্ধ, নাতি-রুক্ষ, নাতি-আর্দ্র, নাতি-শুষ্ক, সর্ব ঋতুতে সুখকর, ভোজন, আচ্ছাদন এবং গন্ধমাল্যাদি ব্যবহার করেন। তার ফলে রোগ, শোক, মোহ, ভয় ও পরিশ্রম অপগত হয়। যেরূপ আহার তাঁহার গর্ভের পক্ষে হিতকর, পরিমিত, পথ্য, গর্ভপোষণক্ষম ও দেশকালের অনুরূপ, তাহাই আহার করেন। অনন্যস্পৃষ্ট, সুকোমল শয্যা ও আসনে [শয়ন ও উপবেশন করেন], বিরেচন-সুখকর ব্যবহার করেন। মনোরঞ্জন বিহারভূমিতে বিচরণ করেন। তাঁহার সর্ববিধ দোহদ প্রশস্তভাবে সম্পূর্ণভাবে সম্মানিত ও পালিত হয়। তাঁহার কোনও দোহদ উপেক্ষিত হয় নাই; একটি একটি করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাঁহার প্রত্যেকটি দোহদ মিটানো হয়। শয়নের সুখ, অবস্থানের সুখ, উপবেশনের সুখ, আশ্রয়ের সুখ, ত্বক্প্রসাধনের সুখ প্রভৃতি সর্ব সুখে সুখিনী হইয়া তিনি গর্ভভার বহন করিতে লাগিলেন।

পরিশিষ্ট ঘ

১৭২ সুত্তের অংশ

[জং রয়ণিং চ ণং অরহা অরিট্‌ঠনেমী জাএ, তং রয়ণিং চ ণং ৰহূহিং দেবেহিং দেবীহি য় উবয়ংতেহি য় উপ্‌পয়ংতেহি য় উজ্জোবিয়া বি হোত্থা।] জং রয়ণিং চ ণং অরহা অরিট্‌ঠনেমী জাএ, তং রয়ণিং চ ণং ৰহূহিং দেবেহিং দেবীহি য় উবয়ংতেহিং (দেবুজ্জোএ এগালোএ লোএ দেব-সন্নিবায়া) উপ্পিংজলমাণ-ভূয়া কহকহগভূয়া য়াবি হোত্থা॥ জং রয়ণিং চ ণং অরহা অরিট্‌ঠনেমী জাএ, তং রয়ণিং চ ণং ৰহবে বেসমণ-কুংডধারী তিরিয়-জংভগা দেবা সমুদ্দবিজয়স্‌স রায়-ভবণংসি হিরন্নবাসং চ সুবন্নবাসং চ বইর-বাসং চ বত্থবাসং চ আভরণ-বাসং চ পত্তবাসং চ পুপ্‌ফবাসং চ ফলবাসং চ বীয়বাসং চ মল্লবাসং চ গংধবাসং চ বন্নবাসং চ চুন্নবাসং চ বসুহার-বাসং চ বাসিংসু। ['পিয়ট্‌ঠয়াএ পিয়ং নিবেএমো, পিয়ং তে ভবউ মউড়-বজ্জং জহা মালিয়ং উমোয়ং মত্থএ ধোয়ই।']॥

তএ ণং সে সমুদ্দবিজয়ে রায়া ভবণ-বই-বাণ-মংতর-জোইস-বেমাণিএহিং দেবেহিং তিত্থয়র-জম্মণ-অভিসেয়-মহিমাএ কয়াএ সমাণাএ পচ্চূস-কাল-সময়ংসি নগর-গুত্তিএ সদ্দাবেই। সদ্দাবিত্তা এবং বয়াসী॥ "খিপ্‌পমেব ভো দেবাণুপ্পিয়া" সোরিয়পুরে নগরে চারগ-সোহণং করেহ। করিত্তা মাণুম্মাণ-বদ্ধণং করেহ। -ত্তা সোরিয়পুরং নগরং সৰ্‌ভিংতর-ৰাহিরিয়ং আসিয়-সংমজ্জি-উবলেবিয়ং সংঘাড়গ-তিয়-চউক্ক-চচ্চর - চউম্মুহ-মহাপহ-পহেসু সিত্ত-সুই-সংমট্‌ঠ-রচ্ছংতরাবণ-বীহিয়ং মংচাইমংচ-কলিয়ং নাণা-বিহ-রাগ-ভূসিয়-জ্ঝয়-পড়াগ-মংডিয়ং লা-উল্লোইয়-

পরিশিষ্ট ঘ

১৭২ সুত্রের অংশ

[যে রজনীতে অর্হৎ অরিষ্টনেমি ভূমিষ্ঠ হন, সেই রজনীতে বহু দেব ও বহু দেবীর অবতরণ ও উৎপতনে সর্বস্থান উদ্যোতিত হইয়াছিল।] যে রজনীতে অর্হৎ অরিষ্টনেমি ভূমিষ্ঠ হন, সেই রজনীতে বহু দেব ও বহু দেবী নিম্নে আগমন ও উর্ধ্বে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া (দেব-দ্যুতিতে আলোকিত জগতে দেবসন্নিপাত ঘটিয়াছিল) [সমস্ত জগৎ] ভয়চকিত ও 'কি হইল, কেন হইল?' শব্দে শব্দায়মান হইয়াছিল। যে রজনীতে অর্হৎ অরিষ্টনেমি ভূমিষ্ঠ হন, সেই রজনীতে বৈশ্রবণ কুবেরের আজ্ঞাধারী বহু তির্যক্ ও জৃম্ভক দেবগণ (অর্থাৎ কিন্নরগণ) রাজা সমুদ্রবিজয়ের রাজভবনে হিরণ্য (=রজত) বর্ষণ, স্বুবর্ণ-বর্ষণ, বজ্র (=হীরক)-বর্ষণ, বস্ত্র-বর্ষণ, আভরণ-বর্ষণ, পত্র-বর্ষণ, ফল-বর্ষণ, বীজ-বর্ষণ, মাল্যবর্ষণ, গন্ধদ্রব্য-বর্ষণ, বর্ণ (=চন্দন)-বর্ষণ, চূর্ণ বর্ষণ ও বসুধারা বর্ষণ করিয়াছিল। ['প্রিয়-প্রয়োজনে প্রিয় নিবেদন করি, তোমার প্রিয় হউক'—এই বলিয়া (পরিচারিকারা) মাথার মাল্যযুক্ত মুকুট খুলিয়া রাখিয়া মাথা ধোওয়াইল। তারপর ভবনপতি, ব্যন্তর, জ্যোতিষিক, বৈমানিক ও দেবগণ তীর্থকর-জন্ম-মাহাত্ম্য-জন্য কৃত্য সম্পাদন করিলে পর রাজা সমুদ্রবিজয় প্রত্যূষকালে নগর-গোপ্তৃ-গণকে ডাকিলেন। ডাকিয়া এই কথা বলিলেন। ভো দেবানু-প্রিয়গণ! শীঘ্র সৌরিকপুর নগরের চারশোধন (বন্দিমুক্তি) করিয়া দাও। [বাজারের] মান ও মাপ (অর্থাৎ ওজন ও পরিমাপ) বাড়াইয়া দাও। সৌরিকপুর নগরের অভ্যন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত রাস্তার চৌমাথা, তেমাথা, চতুষ্কোণস্থান, নগরচত্বর, চতুর্দ্বার গৃহ, মহাপথ প্রভৃতি সকল স্থানেই জলসেচন, সম্মার্জন ও উপলেপন করাও। বড় রাস্তার মাঝখানে ও দোকানের পথে অসংখ্য মঞ্চ নির্মাণ করাও এবং সেই মঞ্চগুলিকে নানাবর্ণে বিভূষিত ধ্বজ ও পতাকায় মণ্ডিত

মহিয়ং গোসীস-সরস-রত্ত-চংদণ-দদ্দর - দিন্ন - পংচংগুলি - তলং উবচিয়-বংদণ-কলসং বংদণ - ঘড় - সুকয়-তোরণ-পরিত্থবার-দেস-ভাগং আসত্তোসত্ত - বিপুল - বট্ট - বগ্ঘারিয় - মল্ল-দাম-কলাবং পংচ-বন্ন-সরস-সুরভি-মুক্ক-পুপ্ফ-পুংজোবয়ার-করিয়ং কালাগুরু-পবর - কুংদুরুক্ক - তুরুক্ক - ডজ্ঝংত-ধুব-মঘমঘংত-গংধুদ্ধুয়াভিরামং সুগংধ-বর-গংধিয়ং গংধবট্টি-ভূয়ং নড় - নট্টগ-জল্ল-মল্ল-মুট্ঠিয়-বেলংবগ - কহগ - পাঢ়গ - লাসগ - আরক্খগ - লংখ-মংখ-তূণইল্ল-তুংববীণিয়-অণেগ-তালায়রাণুচরিয়ং করেহ য় কারবেহ য়। করিত্তা কারবিত্তা য় জুয়-সহস্সং চ মুসল-সহস্সং চ উস্সবেহ। উস্সবিত্তা মম এয়ং আণত্তিয়ং পচ্চপ্পিণহ॥” তএ ণং তে কোড়ুংবিয়-পুরিসা সমুদ্দবিজয়েণং রন্না এবং বুত্তা সমাণা হট্ঠ - তুট্ঠ - জাব পড়িস্সুণংতি। পড়িস্সুণিত্তা খিপ্পমেব সোরিয়পুরে নগরে চারগ-সোহণং জাব উস্সবিত্তা জেণেব সমুদ্দবিজয়ে রায়া, তেণেব উবাগচ্ছংতি। উবাগচ্ছিত্তা জাব সমুদ্দবিজয়স্স রন্নো এয়মাণত্তিয়ং পচ্চপ্পিণংতি॥

তএ ণং সমুদ্দবিজয়ে রায়া জেণেব অট্টণসালা, তেণেব উবাগচ্ছই। উবাগচ্ছিত্তা সব্বোরোহেণং সব্ব - পুপ্ফ - মল্লালংকার - বিভূসাএ সব্ব-তুড়িয় - সদ্দ - সংনিণাএণং মহয়া ইড্টীএ মহয়া জুঈএ মহয়া বলেণং মহয়া বাহণেণং মহয়া বর-তুড়িয়-জমগ-সমগ-প্পবাইএণং সংখ - পণব - পড়হ - ভেরি-

করাও। লাজ বিকিরণ ও উল্লোচ (=চন্দ্রাতপ) বিস্তারণ দ্বারা মহিত (অর্থাৎ উৎসবিত) করাও। সরস গোশীর্ষ, রক্তচন্দন ও দর্দর নামক গন্ধদ্রব্য বাঁটিয়া তাহা লইয়া নানাস্থানে পঞ্চাঙ্গুলিযুক্ত করতলের ছাপ দেওয়াও। মঙ্গলকলসসকল স্থাপন করাও। প্রতি তোরণের দ্বারদেশভাগ বন্দনঘটে সুশোভিত করাও। ফুলের মালার সঙ্গে ফুলের মালা আলগা করিয়া ও ঘন করিয়া জড়াইয়া মোটা করিয়া সেই মোটা মালা দিয়া সব জায়গা সাজাইবার আদেশ দাও। শ্রেষ্ঠ কালাগুরু, কুন্দুরুক, তুরুষ্ক প্রভৃতির সহিত ধূপ পোড়াইয়া সমস্ত নগর সুগন্ধে মহ মহ করিয়া তোল, আর গন্ধদ্রব্য ছড়াইয়া তাহার সুগন্ধে সমস্ত নগরটিকে একটি গন্ধবর্তিকাতুল্য করিয়া ফেল। নট, নর্তক, জল্ল, মল্ল, মুষ্টিক, বিড়ম্বক, কথক, পাঠক, লাসক, আরক্ষক, লঙ্খ, মঙ্খ, তূণবাদক, তুম্ব-বীণাবাদক এবং তালাচর ও তাহাদের বহু অনুচর নিযুক্ত কর। তারপর যূপসহস্র ও মুসলসহস্র সহ উৎসব আরম্ভ করিয়া দাও। উৎসব আরম্ভ করিয়া দিয়া আমার আদেশপালনসংবাদ আমার নিকট জ্ঞাপন কর।

তারপর সেই কুটুম্বপুরুষগণ সমুদ্রবিজয় রাজা কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া হৃষ্টতুষ্ট······যাবৎ······আদেশ গ্রহণ করিল। করিয়া সত্বর সৌরিকপুর নগরের চারশোধন (বন্দি-মুক্তি) করিয়া······যাবৎ······ উৎসব আরম্ভ করিয়া দিয়া যেখানে সমুদ্রবিজয় রাজা সেইখানে উপস্থিত হইল। হইয়া সমুদ্রবিজয় রাজার নিকট এই আজ্ঞা প্রতিপালনের সংবাদ জ্ঞাপন করিল।

তারপর সমুদ্রবিজয় রাজা যেখানে অট্টনশালা (ব্যায়ামাগার) সেইখানে চলিলেন। সমস্ত অবরোধ (নারীবর্গ) লইয়া পুষ্প, গন্ধবস্ত্র, মাল্যালঙ্কারাদি ভূষণ সহযোগে, ঢাক-ঢোল বাজাইয়া, বিপুল ঐশ্বর্যের অনুরূপ জাঁকজমক সহকারে অসংখ্য সেনা, যানবাহন ও অনুচরবর্গের সহিত ও বহু দল-বল লইয়া [রাজা সমুদ্রবিজয় পুত্রজন্ম উপলক্ষে] দশ-দিন-ব্যাপী স্থিতি-প্রতীজ্যা উৎসব সম্পাদন করিলেন। ঐ উৎসবে তুড়ি, যমক, গমক, শঙ্খ, পণব, ভেরি, ঝল্লরি, খরমুখী, হুড়ুক্ক, মুরজ,

ঝল্লরি - খরমুহি - হুড়ুক্ক - মুরজ - মুইংগ-তুংহুহি-নিগ্ঘোস-নাইয়-রবেণং উস্সুক্কং উক্করং উক্কিট্ঠং অদিজ্জং অমিজ্জং অভড়প্প-বেসং অদংড - কোদংডিমং অধরিমং গণিয়া - বর-নাড়ইজ্জ-কলিয়ং অণেগ-তালায়রাণুচরিয়ং অণুদ্ধুয়-মুইংগং অমিলায়-মল্ল-দামং পমুইয়-পক্কীলিয়-স-পুরজণ-জাণবয়ং দসদিবসং ঠিই-পড়িয়ং করেই॥ তএ ণং সে সমুদ্দবিজয়ে রায়া দসাহিয়াএ ঠিই-পড়িয়াএ বট্টমাণীএ সইএ য় সাহস্সিএ য় সয়-সাহস্সিএ য় জাএ য় দাএ য় ভাএ য় দলমাণে য় দবাবেমাণে য় সইএ য় সাহস্সিএ য় সয়-সাহস্সিএ য় লংভে পড়িচ্ছমাণে য় পড়িচ্ছাবেমাণে য় এবং বিহরই॥ তএ ণং অরহংতস্স অরিট্ঠনেমিস্স অম্মা-পিয়রো পঢ়মে দিবসে ঠিই-পড়িয়ং করেংতি, তইএ দিবসে চংদ-সূর-দংসণিয়ং করেংতি, ছট্ঠে দিবসে ধম্ম-জাগরিয়ং করেংতি, ইক্কারসমে দিবসে বিইক্কংতে, নিব্বত্তিএ অসুই-জম্ম-কম্ম-করণে, সংপত্তে বারসাহ-দিবসে বিউলং অসণ-পাণ-খাইম-সাইমং উবক্খরাবিংতি। -ত্তা মিত্ত-নাই-নিয়গ-সয়ণ-সংবধি-পরিজণং নায়এ য় খত্তিএ য় আমংতিত্তা, তও পচ্ছা ন্হায়া কয়-বলি-কম্মা কয়-কোউয়-মংগল-পায়চ্ছিত্তা সুদ্ধ-প্পাবেসাইং মংগল্লাইং পবরাইং বত্থাইং পরিহিয়া অপ্প-মহগ্ঘাভরণালংকিয়-সরীরা ভোয়ণ-বেলাএ ভোয়ণ-মংডবংসি সুহাসণ-বর-গয়া তেণং মিত্ত-নাই-নিয়গ-সয়ণ-সংবংধি-পরিজণেণং

মৃদঙ্গ, দুন্দুভি প্রভৃতি নানা বাদ্য বাজিতে লাগিল। নানা বাদ্যের নানা রবে নগর মুখরিত হইয়া উঠিল। সর্ববিধ শুল্ক, সর্ববিধ রাজকর ও সর্ববিধ কৃষিকর উঠাইয়া দেওয়া হইল। [ক্রয়-বিক্রয় না থাকায়] দোকানে দেওয়া-নেওয়া ও মাপ করা বা ওজন করার কাজ উঠিয়া গেল। অদণ্ড-কুদণ্ড (লঘুপাপে গুরুদণ্ড বা আইন-বিরুদ্ধ দণ্ড) উঠিয়া গেল। ঋণ উঠিয়া গেল। প্রজার গৃহে ভটের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল। শ্রেষ্ঠ গণিকাদিগের নৃত্য চলিতে লাগিল। নৃত্যাদির তালে তালে মৃদঙ্গ বাজিতে লাগিল। টাটকা ফুলের মালা ম্লান হইতে পায় নাই। পৌরগণ ও জানপদগণ সহ সমস্ত রাজ্যের লোক আনন্দ-উৎসবে ও খেলায় মাতিয়া রহিল। তারপর সেই সমুদ্রবিজয় রাজা দশ-দিন-ব্যাপী স্থিতি-প্রতীজ্যা উৎসবের কালে শত, সহস্র ও লক্ষ যাগ করিয়াছিলেন, শত, সহস্র ও লক্ষ দায় উদ্ধার করিয়া দিয়াছিলেন, শত, সহস্র ও লক্ষ ভাগ (অর্থাৎ সম্পত্তির অংশদান) করিয়াছিলেন এবং দান করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি শত, সহস্র ও লক্ষ উপহার (লাভ) বরণ করিয়া লইয়াছিলেন ও বরণ করিয়া লইবার আদেশ দিয়াছিলেন। তারপর অর্হৎ অরিষ্টনেমির মাতাপিতা প্রথম দিবসে স্থিতিপ্রতীজ্যা (আরম্ভ) করেন, তৃতীয় দিবসে চন্দ্রসূর্যপ্রদর্শন করেন ও ষষ্ঠ দিবসে ধর্মজাগর্য্যা বিধি পালন করেন। তারপর জাতাশৌচান্তকর্ম নিবৃত্ত হইবার পর একাদশ দিবস গত হইলে দ্বাদশ দিবস আসিলে [তাঁহারা] প্রচুর অশনীয়, পানীয়, সুখাদ্য ও সুস্বাদু বস্তু প্রস্তুত করাইলেন। করাইয়া মিত্র, জ্ঞাতি, নিজক-জন, স্বজন, সংবন্ধীজন, পরিজন, নায়ক এবং ক্ষত্রিয়গণকে আমন্ত্রণ করিলেন এবং পশ্চাৎ স্নাত হইয়া, বলিকর্ম সমাপ্ত করিয়া, কৌতুকমঙ্গল এবং প্রায়শ্চিত্ত সারিয়া, [অশৌচান্তে] শুদ্ধির উপযোগী, মঙ্গলজনক, শ্রেষ্ঠ বস্ত্র পরিয়া, অল্প অথচ মহার্ঘ অলঙ্কারে শরীর অলঙ্কৃত করিয়া, ভোজন-বেলা সমুপস্থিত হইলে ভোজন-মণ্ডপে গিয়া শ্রেষ্ঠ সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া ঐ সকল মিত্র জ্ঞাতি, নিজক-জন, স্বজন, সংবন্ধিজন, ও পরিজনগণের সহিত সেই

সদ্ধিং তং বিউলং অসণ-পাণ-খাইম - সাইমং আসাএমাণা বিসাএমাণা পরিভাএমাণা পরিভুংজেমাণা বিহরংতি ॥ জিমিয়-ভুত্তুত্তরাগয়া বি য় ণং সমাণা আয়ংতা চোক্‌খা পরম-সুই-ভূয়া তং মিত্ত-নাই-নিয়গ-সয়ণ-সংৰংধি-পরিজণং বিউলেণং পুপ্‌ফ-বত্থ-গংধ-মল্লালংকারেণং সক্কারিংতি সম্মাণিংতি। সক্কারিত্তা সম্মাণিত্তা তস্‌সেব মিত্ত - নাই-নিয়গ-সয়ণ-সংৰংধি-পরিজণস্‌স য় পুরও এবং বয়াসী ॥ পুব্বিং পি ণং দেবাণুপ্‌পিয়া ! অম্‌হং এয়ংসি দারগংসি গৰ্‌ভং বক্কংতংসি সমাণংসি ইমে এয়ারূবে অজ্ঝত্থিএ চিংতিএ পত্থিএ জাব সমুপ্‌পজ্জিত্থা ঃ জপ্‌পভিইং চ ণং অম্‌হং এস দারএ কুচ্ছিংসি গৰ্‌ভত্তাএ বক্কংতে, তপ্‌পভিইং চ ণং অম্‌হে হিরন্নেণং বড্‌ঢামো, সুবন্নেণং বড্‌ঢামো, ধণেণং জাব সাবইজ্জেণং পীই-সক্কারেণং অঈব অঈব অভিবড্‌ঢামো, সামংত-রায়াণো বসমাগয়া য় ॥ তং জয়া ণং অম্‌হং এস দারএ জাএ ভবিস্‌সই, তয়া ণং এয়স্‌স দারগস্‌স ইমং এয়াণুরূবং গুন্নং গুণ-নিপ্‌ফন্নং নামধিজ্জং করিস্‌সামো অরিট্‌ঠনেমি ত্তি। তা অজ্জ অম্‌হং মণোরহ-সংপত্তী জায়াঃ তং হোউ ণং অম্‌হং কুমারে অরিট্‌ঠনেমী নামেণং ॥

বিপুল অশনীয়, পানীয়, সুখাদ্য ও সুস্বাদ্য বস্তুসকল স্বাদ-বিস্বাদ বুঝিয়া বুঝিয়া, ভাগপূর্বক পরিবেশন করিয়া করিয়া [সকলে মিলিয়া] পরিভুঞ্জন করিয়া বিহার করিলেন। আহার ও ভোজনের পর আচমন করিয়া পরিষ্কার (চোক্ষ) ও পরমশুচি হইয়া সেই সব মিত্র, জ্ঞাতি, নিজজন, স্বজন, সংবন্ধিজন ও পরিজনদিগকে বিপুল পুষ্প, বস্ত্র, গন্ধমাল্য ও অলংকার দিয়া সৎকৃত ও সম্মানিত করিলেন। সৎকার ও সম্মাননার পর সেই মিত্র, জ্ঞাতি, নিজজন, স্বজন, সংবন্ধী ও পরিজনবর্গের সামনে এই কথা বলিলেন। ভো দেবানুপ্রিয়গণ! পূর্বে যখন আমাদের এই বালক গর্ভে ছিল তখনই আমাদের মনোমধ্যে এইরূপ ব্যাকুল প্রার্থনা সংকল্পিত হইয়াছিল; যখন হইতে আমাদের এই বালক গর্ভে আসিয়াছে তখন হইতেই আমাদের হিরণ্যবৃদ্ধি, সুবর্ণ-বৃদ্ধি, ধনবৃদ্ধি, ধান্যবৃদ্ধি……যাবৎ……স্বাপতেয় বাড়িয়াছে, প্রীতি-সৎকারও বাড়িয়াছে এবং সামন্ত রাজারাও বশে আসিয়াছে। সুতরাং যখন আমাদের এই বালক ভূমিষ্ঠ হইবে তখন এই বালকের এই সকল গুণের অনুরূপ গুণ-নিষ্পন্ন নাম 'অরিষ্টনেমি' রাখিব। আর আজ আমাদের মনোরথ সিদ্ধি ঘটিয়াছে; সুতরাং আমাদের কুমার নামে হউক 'অরিষ্টনেমি'।

জিণচরিত্তং

বীসং তিত্থগরাণং

জিনচরিত্র

বিংশতি তীর্থংকর

নমিস্‌স ণং অরহও কালগয়স্‌স বিইক্কংতস্‌স সমুজ্জাঅস্‌স ছিন্ন-জরা-জাই-মরণ-বংধণস্‌স সিদ্ধস্‌স বুদ্ধস্‌স মুত্তস্‌স অংত-গড়স্‌স পরিনিব্বুড়স্‌স সব্বতুক্‌খ-প্‌পহীণস্‌স পংচ-বাস-সয়-সহস্‌সাইং চউরাসীইং চ বাস-সহস্‌সাইং বিইক্‌কংতাইং, নব চ বাস-সয়াইং বিইক্‌কংতাইং। দসমস্‌স য় বাস-সয়স্‌স অয়ং অসীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই ॥ ১৮৪ ॥

মুনিসুব্বয়স্‌স ণং অরহও কালগয়স্‌স জাব সব্বতুক্‌খপ্প-হীণস্‌স এক্কারস বাস-সয়-সহস্‌সাইং চউরাসীইং চ বাস-সহস্‌সাইং নব য় বাস-সয়াইং বিইক্‌কংতাইং। দসমস্‌স য় বাস-সয়স্‌স অয়ং অসীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই ॥ ১৮৫ ॥

মল্লিস্‌স ণং অরহও কাল-গয়স্‌স বিইক্‌কংতস্‌স সমুজ্জা-অস্‌স ছিন্ন-জরা-জাই-মরণ-বংধণস্‌স সিদ্ধস্‌স বুদ্ধস্‌স মুত্তস্‌স অংতগড়স্‌স পরিনিব্বুড়স্‌স সব্ব-তুক্‌খ-প্‌পহীণস্‌স পন্নট্‌ঠিং বাস-সয়-সহস্‌সাইং চউরাসীইং চ বাস-সহস্‌সাইং নব য় বাস-সয়াইং বিইক্‌কংতাইং। দসমস্‌স য় বাস-সয়স্‌স অয়ং অসীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই ॥ ১৮৬ ॥

অরস্‌স ণং অরহও কালগয়স্‌স জাব সব্ব-তুক্‌খ-প্পহীণস্‌স এগে বাস-কোড়ি-সহস্‌সে বিইক্‌কংতে। পন্নট্‌ঠিং বাস-সয়-সহস্‌সাইং চউরাসীইং চ বাস-সহস্‌সাইং নব য় বাস-সয়াইং বিইক্কংতাইং, দসমস্‌স য় বাস-সয়স্‌স অয়ং অসীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই। তং চ এয়ং ঃ পংচ-সট্‌ঠিং লক্‌খা চউরাসীইং সহস্‌সা বিইক্‌কংতা, তংমি সমএ মহাবীরো নিব্বুও। তও পরং নব য় বিইক্‌কংতা দসমস্‌স য় বাস-সয়স্‌স অসীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই। [এবং অগ্‌গও জাব সেয়ংসো তাব দট্‌ঠব্বং] ॥ ১৮৭ ॥

মধ্যবর্তী তীর্থকরগণের কাল

অর্হৎ নমি কালগত······সর্বদুঃখপ্রহীন হইবার পর পাঁচ লক্ষ চুরাশি হাজার বৎসর কাটিয়াছে। তারপর দশম শতকের এই অশীতিতম বৎসর চলিতেছে ॥ ১৮৪ ॥

অর্হৎ মুনিসুব্রত কালগত······হইবার পর এগারো লক্ষ চুরাশি হাজার ন'শো বৎসর কাটিয়াছে। তারপর দশম শতকের এই অশীতিতম বৎসর চলিতেছে ॥ ১৮৫ ॥

অর্হৎ মল্লি কালগত······হইবার পর পঁয়ষট্টি লক্ষ চুরাশি হাজার ন'শো বৎসর কাটিয়াছে। তারপর দশম শতকের এই অশীতিতম বৎসর চলিতেছে ॥ ১৮৬ ॥

অর্হৎ অর কালগত······হইবার পর এক সহস্র কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ চুরাশি হাজার ন'শো বৎসর কাটিয়াছে। তারপর দশম শতকের অশীতি-তম সংবৎসর চলিতেছে। তাঁহার এই পঁয়ষট্টি লক্ষ চুরাশি হাজার বৎসর গত হইলে মহাবীরের নির্বাণ হয়। তারপর নয় শতক কাটিয়াছে; দশম শতকের এই অশীতিতম সংবৎসর চলিতেছে। [ইহার পর শ্রেয়াংস পর্যন্ত এইরূপই দ্রষ্টব্য] ॥ ১৮৭ ॥

কুংথুস্‌স ণং অরহও জাব -প্পহীণস্‌স এগে চউ-ভাগে পলিওবমে বিইক্‌কংতে পংচসট্‌ঠিং চ সয়-সহস্‌সা চউরাসীইং চ বাস-সহস্‌সা বিইক্‌কংতা ; তংমি সময়ে মহাবীরো নিব্বুও ; তও পরং নব য় বিইক্‌কংতাইং বাস-সয়াইং। দসমস্‌স য় বাস-সয়স্‌স অয়ং অসীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই ॥ ১৮৮ ॥

সংতিস্‌স ণং অরহও জাব প্পহীণস্‌স এগে চউভাগ্‌-উণে পলিওবমে বিইক্‌কংতে ; পন্নট্‌ঠিং চ সয়-সহস্‌সা চউরাসীইং চ বাস-সহস্‌সাইং নব য় বাস-সয়াইং। দসমস্‌স য় বাস-সয়স্‌স অয়ং অসীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই ॥ ১৮৯ ॥

ধম্মস্‌স ণং অরহও জাব প্পহীণস্‌স তিন্নি সাগরোবমাইং বিইক্‌কংতাইং পন্নট্‌ঠিং চ সয়-সহস্‌সা চউরাসীইং চ বাস-সহস্‌সাইং নব য় বাস-সয়াইং। দসমস্‌স য় বাস-সয়স্‌স অয়ং অসীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই ॥ ১৯০ ॥

অণংতস্‌স ণং অরহও জাব প্পহীণস্‌স সত্ত সাগরোবমাইং বিইক্‌কংতাইং পন্নট্‌ঠিং চ সয়-সহস্‌সা চউরাসীইং চ বাস-সহস্‌সাইং নব য় বাস-সয়াইং। দসমস্‌স য় বাস-সয়স্‌স অয়ং অসীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই ॥ ১৯১ ॥

বিমলস্‌স ণং অরহও জাব -প্পহীণস্‌স সোলস সাগরো-বমাইং বিইক্‌কংতাইং পন্নট্‌ঠিং চ সয়-সহস্‌সা চউরাসীইং চ বাস-সহস্‌সাইং নব য় বাস-সয়াইং। দসমস্‌স য় বাস-সয়স্‌স অয়ং অসীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই ॥ ১৯২ ॥

বাসুপুজ্জস্‌স ণং অরহও জাব -প্পহীণস্‌স ছায়ালীসং সাগরোবমাইং বিইক্‌কংতাইং পন্নট্‌ঠিং চ সয়-সহস্‌সা চউরা-সীইং চ বাস-সহস্‌সাইং নব য় বাস-সয়াইং। দসমস্‌স য় বাস-সয়স্‌স অয়ং অসীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই ॥ ১৯৩ ॥

অর্হৎ কুন্থু কালগত……হইবার পর এক পলিয়োপম কালের চতুর্থাংশ কাটিয়াছে। তারপর পঁয়ষট্টি লক্ষ চুরাশি হাজার বৎসর কাটিয়াছে। সেই সময়ে মহাবীরের নির্বাণ হয়। তারপর নয় শতক কাটিয়াছে। দশম শতকের এই অশীতিতম সংবৎসর চলিতেছে ॥ ১৮৮ ॥

অর্হৎ শান্তি কালগত……হইবার পর এক পলিয়োপম কালের তিনচতুর্থাংশ কাটিয়াছে। তারপর পঁয়ষট্টি লক্ষ চুরাশি হাজার ন'শো বৎসর কাটিয়াছে। তারপর দশম শতকের এই অশীতিতম সংবৎসর চলিতেছে ॥ ১৮৯ ॥

অর্হৎ ধর্ম কালগত……হইবার পর তিন সাগরোপম কাল কাটিয়াছে। তারপর পঁয়ষট্টি লক্ষ চুরাশি হাজার ন'শো বৎসর কাটিয়াছে। তারপর দশম শতকের এই অশীতিতম সংবৎসর চলিতেছে ॥ ১৯০ ॥

অর্হৎ অনন্ত কালগত……হইবার পর সাত সাগরোপম কাল কাটিয়াছে। তারপর পঁয়ষট্টি লক্ষ চুরাশি হাজার ন'শো বৎসর কাটিয়াছে। তারপর দশম শতকের এই অশীতিতম সংবৎসর চলিতেছে ॥ ১৯১ ॥

অর্হৎ বিমল কালগত……হইবার পর ষোল সাগরোপম কাল কাটিয়াছে। তারপর পঁয়ষট্টি লক্ষ চুরাশি হাজার ন'শো বৎসর কাটিয়াছে। তারপর দশম শতকের এই অশীতিতম সংবৎসর চলিতেছে ॥ ১৯২ ॥

অর্হৎ বাসুপূজ্য কালগত……হইবার পর ছেচল্লিশ সাগরোপম কাল গত হইয়াছে। তারপর পঁয়ষট্টি লক্ষ চুরাশি হাজার ন'শো বৎসর কাটিয়াছে। তারপর দশম শতকের এই অশীতিতম সংবৎসর চলিতেছে ॥ ১৯৩ ॥

সেজ্জংসস্স ণং অরহও জাব -প্পহীণস্স এগে সাগ-রোবম-সএ বিইক্কংতে পন্নট্ঠিং চ সয়-সহস্সা চউরাসীইং চ বাস-সহস্সাইং নব য় বাস-সয়াইং। দসমস্স য় বাস-সয়স্স অয়ং অসীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই ॥ ১৯৪ ॥

সীয়লস্স ণং অরহও জাব প্পহীণস্স এগা সাগরোবম-কোড়ী তিবাস-অদ্ধনব-মাসাহিয় - বায়ালীস - বাস - সহস্সেহিং উণিয়া বিইক্কংতা, এয়ংমি সমএ বীরে নিব্বুএ, তও বি য় ণং পরং নব-বাস-সয়াইং বিইক্কংতাইং। দসমস্স য় বাস-সয়স্স অয়ং অসীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই ॥ ১৯৫ ॥

সুবিহিস্স ণং অরহও পুপ্ফদংতস্স জাব প্পহীণস্স দস সাগরোবম-কোড়ীও বিইক্কংতাও, তিবাস-অদ্ধনব-মাসাহিয় বায়ালীস-বাস-সহস্সেহিং উণিয়া। এয়ংমি সমএ বীরে নিব্বুএ, তও বি য় ণং পরং নব-বাস-সয়াইং বিইক্কংতাইং। দসমস্স য় বাস-সয়স্স অয়ং অসীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই ॥ ১৯৬ ॥

চংদপ্পহস্স ণং অরহও জাব -পহীণস্স এগং সাগরোবম-কোড়ী-সয়ং বিইক্কংতং তিবাস-অদ্ধনব-মাসাহিয়-বায়ালীস-বাস-সহস্সেহিং উণগং ; এয়ংমি সমএ বীরে নিব্বুএ, তও বি য় ণং পরং নব-বাস-সয়াইং বিইক্কংতাইং। দসমস্স য় বাস-সয়স্স অয়ং অসীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই ॥ ১৯৭ ॥

সুপাসস্স ণং অরহও জাব পহীণস্স এগে সাগরোবম-কোড়ী-সহস্সা বিইক্কংতা তিবাস-অদ্ধনব-মাসাহিয়-বায়ালীস-সহস্সেহিং উণিয়া ; এয়ংমি সমএ বীরে নিব্বুএ, তও বি য় ণং পরং নব বাস-সয়াইং বিইক্কংতাইং। দসমস্স য় বাস-সয়স্স অয়ং অসীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই ॥ ১৯৮ ॥

পউমপ্পভস্স ণং অরহও জাব পহীণস্স দস সাগরোবম-

অর্হৎ শ্রেয়াংস কালগত······হইবার পর এক শত সাগরোপম কাল কাটিয়াছে। তারপর পঁয়ষট্টি লক্ষ চুরাশি হাজার ন'শো বৎসর কাটিয়াছে। তারপর দশম শতকের এই অশীতিতম সংবৎসর চলিতেছে॥ ১৯৪॥

অর্হৎ শীতল কালগত······হইবার পর বিয়াল্লিশ হাজার তিন বৎসর সাড়ে আট মাস কম এক কোটি সাগরোপম কাল গত হইলে বীর (মহাবীর স্বামী) নির্বাণ লাভ করেন। তারপর নয় শত বৎসর কাটিয়াছে। দশম শতকের এই অশীতিতম সংবৎসর চলিতেছে॥ ১৯৫॥

অর্হৎ সুবিধি পুষ্পদন্ত কালগত······হইবার পর বিয়াল্লিশ হাজার তিন বৎসর সাড়ে আট মাস কম দশ কোটি সাগরোপম কাল গত হইলে বীরের নির্বাণ হয়। তারপর নয় শত বৎসর কাটিয়াছে; দশম শতকের এই অশীতিতম সংবৎসর চলিতেছে॥ ১৯৬॥

অর্হৎ চন্দ্রপ্রভ কালগত······হইবার পর বিয়াল্লিশ হাজার তিন বৎসর সাড়ে আট মাস কম একশো কোটি সাগরোপম কাল গত হইলে বীরের নির্বাণ হয়। তারপর নয় শত বৎসর গত হইয়াছে। দশম শতকের এই অশীতিতম সংবৎসর চলিতেছে॥ ১৯৭॥

অর্হৎ সুপার্শ্ব কালগত······হইবার পর বিয়াল্লিশ হাজার তিন বৎসর সাড়ে আট মাস কম এক সহস্র কোটি সাগরোপম কাল গতে বীরের নির্বাণ হয়। তারপর নয় শত বৎসর কাটিয়াছে। দশম শতকের এই অশীতিতম সংবৎসর চলিতেছে॥ ১৯৮॥

অর্হৎ পদ্মপ্রভ কালগত······হইবার পর বিয়াল্লিশ হাজার তিন

কোড়ী-সহস্সা বিইক্কংতা তিবাস-অদ্ধনব-মাসাহিয়-ৰায়ালীস-সহস্সেহিং উণিয়া ; এয়ংমি সমএ বীরে নিব্বুএ ; তও বি য় ণং পরং নব বাস-সয়াইং বিইক্কংতাইং। দসমস্স য় বাস-সয়স্স অয়ং অসীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই ॥ ১৯৯ ॥

সুমইস্স ণং অরহও জাব প্পহীণস্স এগে সাগরোবম-কোড়ি- সয় - সহস্সে বিইক্কংতে তিবাস - অদ্ধনব - মাসাহিয়-ৰায়ালীস-সহস্সেহিং উণগে ; এয়ংমি সমএ বীরে নিব্বুএ ; তও বি য় ণং পরং নব বাস-সয়াইং বিইক্কংতাইং। দসমস্স য় বাস-সয়স্স অয়ং অসীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই ॥ ২০০ ॥

অভিনংদণস্স ণং অরহও জাব পহীণস্স দস সাগরোবম-কোড়ি-সয়-সহস্সা বিইক্কংতা তিবাস - অদ্ধনব - মাসাহিয় - ৰায়ালীস সহস্সেহিং উণিয়া ; এয়ংমি সমএ বীরে নিব্বুএ ; তও বি য় ণং পরং নব-বাস-সয়াইং বিইক্কংতাইং। দসমস্স য় বাস-সয়স্স অয়ং অসীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই ॥ ২০১ ॥

সংভবস্স ণং অবহও জাব পহীণস্স বীসং সাগরোবম-কোড়ি- সয় - সহস্সা বিইক্কংতা তিবাস - অদ্ধনব - মাসাহিয় - ৰায়ালীস- সহস্সেহিং উণিয়া ; এয়ংমি সমএ বীরে নিব্বুএ ; তও বি য় ণং পরং নব-বাস-সয়াইং বিইক্কংতাইং। দসমস্স য় বাস-সয়স্স অয়ং অসীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই ॥ ২০২ ॥

অজিয়স্স ণং অরহও জাব পহীণস্স পন্নাসং সাগরোবম-কোড়ি-সয়-সহস্সা বিইক্কংতা তিবাস-অদ্ধনব-মাসাহিয়-ৰায়ালীস-সহস্সেহিং উণিয়া ; এয়ংমি সমএ বীরে নিব্বুএ ; তও বি য় ণং পরং নব বাস-সয়াইং বিইক্কংতাইং। দসমস্স য় বাস-সয়স্স অয়ং অসীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই ॥ ২০৩ ॥

বৎসর সাড়েআট মাস কম দশ সহস্র সাগরোপম কাল গতে বীরের নির্বাণ। তারপর নয় শত বৎসর গত হইয়াছে। দশম শতকের এই অশীতিতম সংবৎসর চলিতেছে ॥ ১৯৯ ॥

অর্হৎ সুমতি কালগত……হইবার পর বিয়াল্লিশ হাজার তিন বৎসর সাড়েআট মাস কম এক লক্ষ কোটি সাগরোপম কাল গতে বীরের নির্বাণ। তারপর নয় শত বৎসর গত হইয়াছে। দশম শতকের এই অশীতিতম সংবৎসর চলিতেছে ॥ ২০০ ॥

অর্হৎ অভিনন্দন কালগত……হইবার পর বিয়াল্লিশ হাজার তিন বৎসর সাড়েআট মাস কম দশ লক্ষ কোটি সাগরোপম কাল গতে বীরের নির্বাণ। তারপর নয় শত বৎসর কাটিয়াছে। দশম শতকের অশীতিতম সংবৎসর চলিতেছে ॥ ২০১ ॥

অর্হৎ সম্ভব কালগত……হইবার পর বিয়াল্লিশ হাজার তিন বৎসর সাড়েআট মাস কম বিশ লক্ষ কোটি সাগরোপম কাল গতে বীরের নির্বাণ। তারপর নয় শত বৎসর কাটিয়াছে। দশম শতকের এই অশীতিতম সংবৎসর চলিতেছে ॥ ২০২ ॥

অর্হৎ অজিত কালগত……হইবার পর বিয়াল্লিশ হাজার তিন বৎসর সাড়েআট মাস কম পঞ্চাশ লক্ষ কোটি সাগরোপম কাল গত হইলে মহাবীর নির্বাণ লাভ করেন। তারপর নয় শত বৎসর কাটিয়াছে। দশম শতকের এই অশীতিতম সংবৎসর চলিতেছে ॥ ২০৩ ॥

জিণচরিত্তং

উসভে

জিনচরিত্র

ঋষভদেব

উসভে

তেণং কালেণং তেণং সমএণং উসভে অরহা কোসলিএ চউ-উত্তরাসাঢ়ে অভীই- পংচমে হোত্থা ॥ ২০৪ ॥

তং জহা। উত্তরাসাঢ়াহি চুএ চইত্তা গব্ভং বক্কংতে। উত্তরাসাঢ়াহিং জাএ। উত্তরাসাঢ়াহিং মুংডে ভবিত্তা অগারাও অণগারিয়ং পব্বইএ। উত্তরাসাঢ়াহিং অণংতে অণুত্তরে নিব্বাঘাএ নিরাবরণে কসিণে পড়িপুন্নে কেবল-বর-নাণ-দংসণে সমুপ্পন্নে। অভীইণা পরিনিব্বএ ॥ ২০৫ ॥

তেণং কালেণং তেণং সমএণং উসভে ণং অরহা কোসলিএ, জে সে গিম্হাণং চউত্থে মাসে সত্তমে পক্খে আসাঢ়-বহুলে, তস্স ণং আসাঢ়-বহুলস্স চউত্থীপক্খেণং সব্বত্থসিদ্ধাও মহাবিমাণাও তিত্তীসং-সাগরোবম-ট্ঠিইয়াও অণংতরং চয়ং চইত্তা ইহেব জংবুদ্দীবে দীবে ভারহে বাসে ইক্খাগ-ভূমীএ নাভিস্স কুলগরস্স মারুদেবীএ ভারিয়াএ পুব্বরত্তাবরত্ত-কাল-সময়ংসি আহার-বক্কংতীএ ভব-বক্কংতীএ সরীর-বক্কংতীএ উত্তরা-ষাঢ়ানক্খত্তেণং জোগমুবাগএণং কুচ্ছিংসি গব্ভত্তাএ বক্কংতে ॥ ২০৬ ॥

উসভে ণং অরহা কোসলীএ তিন্নাণোবগএ হোত্থা। তং জহা। 'চইস্সামি' ত্তি জাণই, চয়মাণে ন জাণই, 'চুএমি' ত্তি জাণই। জং রয়ণিং চ ণং অরহা উসভে নাভিস্স কুলগরস্স ভারিয়াএ মারু-দেবীএ কুচ্ছিংসি গব্ভত্তাএ বক্কংতে, তং রয়ণিং ণং সা মারু দেবী সয়ণিজ্জংসি সুত্ত-জাগরা ওহীরমাণী ২ ইমে এয়ারূবে ওরালে কল্লাণে সিবে ধন্নে মংগল্লে সস্সিরীএ চোদ্দস

সেইকালে সেইসময়ে কোশলীয় অর্হৎ ঋষভের জীবনের প্রধান শুভ ঘটনাগুলির চারিটি উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রযোগে ও পঞ্চমটি অভিজিৎ নক্ষত্রযোগে সংঘটিত হইয়াছিল ॥ ২০৪ ॥

সেগুলি এই। উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রযোগে তিনি বিমানলোক হইতে চ্যুত হইয়া গর্ভে প্রবেশ করেন। উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রযোগে তিনি ভূমিষ্ঠ হন। উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রযোগে তিনি মুণ্ডিত হইয়া আগার ত্যাগপূর্বক অনাগারিত্ব প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রযোগে তিনি অনন্ত, অনুত্তর, নির্ব্যাঘাত, নিরাবরণ, কৃৎস্ন, প্রতিপূর্ণ 'কেবল' নামক জ্ঞানদর্শন লাভ করেন। অভিজিৎ নক্ষত্রযোগে তিনি পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন ॥ ২০৫ ॥

সেইকালে সেইসময়ে কোশলীয় অর্হৎ ঋষভ গ্রীষ্মের চতুর্থ মাসে সপ্তম পক্ষে আষাঢ় মাসের কৃষ্ণ পক্ষে চতুর্থী তিথিতে সর্বার্থসিদ্ধ নামক বিমান হইতে তেত্রিশ সাগরোপম কাল সেখানে অবস্থানের পর চ্যুত হইয়া এই জম্বুদ্বীপ নামক দ্বীপে ভারতবর্ষ নামক বর্ষে ইক্ষ্বাকু-ভূমিতে কুলকর (অর্থাৎ স্ববংশের রাজা) নাভির ভার্যা মারুদেবীর কুক্ষিতে মধ্যরাত্র সময়ে তাঁহার বিমানভোগ্য আহার, ভব ও শরীর ক্ষয় হওয়াতে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের (সহিত চন্দ্রের) যোগে গর্ভরূপে প্রবেশ করেন ॥ ২০৬ ॥

কোশলীয় অর্হৎ ঋষভ ত্রিজ্ঞানোপেত ছিলেন। যথা: 'চ্যুত হইব' ইহা জানিতেন, চ্যুত হইবার সময়ে জানিতেন না, 'চ্যুত হইয়াছি' ইহা জানিতেন। যে রজনীতে কোশলীয় অর্হৎ ঋষভ কুলকর নাভির ভার্যা মারুদেবীর কুক্ষিতে গর্ভরূপে প্রবেশ করেন, সেই রজনীতে ঐ মারুদেবী শয়নে অর্ধসুপ্ত অর্ধ-জাগরিত অবস্থায় ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া এইরূপ উদার, কল্যাণকর, শুভ, ধন্য, মঙ্গলাকর ও শোভনশ্রী

মহাস্থমিণে পাসই। তং জহা। গয় বসহ গাহা। [সব্বং তহে'ব ; নবরং পঢ়মং উসহং মুহেণ আইংতং পাসই, সেসাও গয়ং ; নাভিকুলগরস্স সাহই ; স্থবিণ-পাঢ়গা নত্থি, নাভি-কুলগরো সয়ম্ এব বাগরেই] [পরিশিষ্ট ঙ।] ॥ ২০৭ ॥

তেণং কালেণং তেণং সমএণং উসভে ণং, জে সে গিম্হাণং পঢ়মে মাসে পঢ়মে পক্খে চিত্ত-বহুলে, তস্স ণং চিত্ত-বহুলস্স অট্ঠমী-পক্খেণং নবণ্হং মাসাণং বহু-পড়িপুন্নাণং অদ্ধট্ঠমাণং রাইংদিয়াণং বিইক্কংতাণং [উচ্চট্ঠাণ-গএস্থ গহেস্থ জইএস্থ সব্ব-সউণেস্থ পয়াহিণাণুকূলংসি ভূমী-সপ্পিংসি মারুয়ংসি পবায়ংসি নিপ্ফন্ন-মেয়ণীংসি কালংসি পমুইয়-পক্কীলিএস্থ সব্ব-জণবএস্থ] পুব্বরত্তাবরত্ত-কাল-সময়ংসি উত্তরাসাঢ়াহিং নক্খত্তেণং জোগমুবা-গএণং আরোগ্গারোগ্গং দারগং পয়ায়া ॥ ২০৮ ॥

জং রয়ণিং চ ণং উসভে জাএ, তং রয়ণিং চ ণং বহূহিং দেবেহিং দেবীহি য় উবয়ংতেহিং উপ্পয়ংতেহি য় (দেবু-জ্জোএ এগালোএ লোএ দেব-সংনিবায়া) উপিপংজলমাণ-ভূয়া কহ-কহগ-ভূয়া য়াবি হোত্থা॥ জং রয়ণিং চ ণং উসভে জাএ, তং রয়ণিং চ ণং বহবে বেসমণ-কুংড-ধারি-তিরিয়-জংভগা দেবা দেবীও য় নাভিকুলগরস্স ভবণংসি হিরন্ন-বাসং চ স্থবন্ন-বাসং চ বইর-বাসং চ বত্থ-বাসং চ আভরণ-বাসং চ পত্ত-বাসং চ পুপ্ফ-বাসং চ ফল-বাসং চ বীয়-বাসং চ মল্ল-বাসং চ গংধ-বাসং চ বন্ন-বাসং চ চুন্ন-বাসং চ বস্থহার-বাসং চ বাসিংস্থ। [সেসং তহেব চারগ-সোহণং মাণুম্মাণবদ্ধণং উস্সুংকমাইয়ং ঠিই-পড়িয়-জূব-বজ্জং সব্বং ভাণিয়ব্বং] [পরিশিষ্ট চ] ॥ ২০৯ ॥

উসভে ণং অরহা কোসলিএ কাসবে গোত্তেণং। তস্স

চতুর্দশ মহাস্বপ্ন দেখিতে পান। যথা: গজ বৃষভ গাথা। [মহাবীরের মতই সব: কেবল প্রথমে বৃষভ মুখ তুলিয়া আক্রমণ করিতে আসিতেছে দেখিলেন, শেষে গজ দেখিলেন; মারুদেবী কুলকর নাভিকে স্বপ্নের কথা বলিলেন; স্বপ্ন-পাঠক নাই, কুলকর স্বয়ং ব্যাখ্যা করিলেন।] [পরিশিষ্ট ঙ]॥ ২০৭ ॥

সেইকালে সেইসময়ে অর্হৎ ঋষভ গ্রীষ্মের প্রথম মাসে প্রথম পক্ষে চৈত্র মাসের কৃষ্ণ পক্ষে অষ্টমী তিথিতে পূর্ণ নয় মাস সাড়ে সাত রাত্রিদিন গত হইলে [গ্রহগণ উচ্চ স্থানে স্থিত, জ্যোতিষ্ক সকল শুভ-শকুন, অনুকূল দক্ষিণ মারুত ভূমি স্পর্শ করিয়া বহিতেছে, মেদিনী শস্যপূর্ণ থাকা কালে সর্বজনপদের লোক আনন্দে ক্রীড়ারত রহিয়াছে এমন কালে] মধ্যরাত্র সময়ে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের (সহিত চন্দ্রের) যোগে সুস্থদেহা মারুদেবীর সুস্থদেহ পুত্র সন্তানরূপে প্রসূত হন॥ ২০৮ ॥

যে রজনীতে ঋষভ ভূমিষ্ঠ হন, সেই রাত্রে বহু দেব ও বহু [ঊর্ধ্বলোক হইতে] অবতরণ করিতেছিলেন ও উপরে উঠিতেছিলেন বলিয়া (দেবালোক ও মর্ত্যালোকে এক হইয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আলোকিত হইয়া উঠিল, দেবসন্নিপাতে) জগৎ ভয়াকুল হইল এবং সর্বত্র 'কি হইল? কেন হইল?' রবে কোলাহল উঠিল।

যে রজনীতে ঋষভ ভূমিষ্ঠ হন, সেই রজনীতে বহু বৈশ্রমণ (কুবেরের) কুণ্ডধারী (আদেশপালক) তির্যগ্‌যোনি ও জৃম্ভক দেব-দেবীগণ কুলকর নাভির ভবনে হিরণ্য (রজত)-বর্ষণ, সুবর্ণ-বর্ষণ, বজ্র (হীরক)-বর্ষণ, বস্ত্রবর্ষণ, আভরণবর্ষণ, পত্রবর্ষণ, পুষ্পবর্ষণ ফল-বর্ষণ, বীজবর্ষণ, মাল্যবর্ষণ, গন্ধবর্ষণ, বর্ণবর্ষণ, চূর্ণবর্ষণ, এবং বসুধারা-বর্ষণ করিয়াছিল। [অবশেষে মহাবীরের পত্রিকথার অনুরূপ; বন্দি-মুক্তি, মাপ ও ওজন বর্ধন, শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া প্রভৃতি স্থিতপ্রতীজ্যা ও যূপ-ব্যতীত সবই বলিতে হইবে] [পরিশিষ্ট চ] ॥ ২০৯ ॥

কোশলীয় অর্হৎ ঋষভ গোত্রে কাশ্যপ ছিলেন। তাঁহার পাঁচ

ণং পংচ নামধেজ্জা এবমাহিজ্জংতি। তং জহা। উসভে ই বা, পঢ়ম-রায়া ই বা, পঢ়ম-ভিক্‌খাচরে ই বা, পঢ়ম-জিণে ই বা, পঢ়ম-তিত্থয়রে ই বা ॥ ২১০ ॥

উসভে ণং অরহা কোসলিএ দক্‌খে দক্‌খ-পইন্নে পড়িরূবে অল্লীণে ভদ্দএ বিণীএ বীসং পুব্ব-সয়-সহস্‌সাইং কুমার-বাস-মজ্ঝে বসই। বসিত্তা তেবট্‌ঠিং পুব্‌ব-সয়-সহস্‌সাইং রজ্জ-বাস-মজ্ঝে বসই, তেবট্‌ঠিং পুব্‌ব-সয়-সহস্‌সাইং রজ্জ-বাস-মজ্ঝে বসমাণে লেহাইয়াও গণিয়-প্‌পহাণাও সউণ-রুয়-পজ্জবসাণাও বাবত্তরিং কলাও চউসট্‌ঠিং চ মহিলা-গুণে, সিপ্‌প-সয়ং চ, কম্মাণং তিন্নি বি পয়া-হিয়াএ উবদিসই, উবদিসইত্তা পুত্ত-সয়ং রজ্জ-সএ অভিসিংচই, অভিসিংচইত্তা পুণরবি লোয়ংতিএহিং জিয়-কপ্পি-এহিং দেবেহিং তাহিং ইট্‌ঠাহিং কংতাহিং পিয়াহিং মণুন্নাহিং মণামাহিং ওরালাহিং কল্লাণাহিং সিবাহিং ধন্নাহিং মংগল্লাহিং মিয়-মহুর-সস্‌সিরীয়াহিং হিয়য়-গমণিজ্জাহিং হিয়য়-পল্‌হায়ণি-জ্জাহিং গংভীরাহিং অপুণরুত্তাহিং বগ্‌গূহিং অণবরয়ং অভিনন্দ-মাণা য় অভিত্থুণমাণা য় এবং বয়াসী॥ "জয় জয় নংদা! জয় জয় ভদ্দা! ভদ্দং তে খত্তিয়-বর-বসভা! বুজ্ঝাহি ভগবং লোগ-নাহা! সয়ল-জগজ্‌-জীব-হিয়ং পবত্তেহি ধম্ম-তিত্থং পর-হিয়-সুহ-নিস্‌সেয়স-করং সব্‌ব-লোএ সব্‌ব-জীবাণং ভবিস্‌সই!" ত্তি কট্টু জয়-জয়-সদ্দং পউংজংতি॥ পুব্‌বিং পি ণং অরহও উসভস্‌স কোসলিয়স্‌স মাণুস্‌সাও গিহত্থ-ধম্মাও অণুত্তরে আভোইএ অপ্‌পড়িবাঈ নাণ-দংসণে হোত্থা। তএ ণং উসভে তেণং অণুত্তরেণং আভোইএণং নাণ-দংসণেণং অপ্‌পণো নিক্‌খমণ-কালং আভোএই, আভোএইত্তা চিচ্চা হিরন্নং চিচ্চা সুবন্নং চিচ্চা ধণং চিচ্চা ধন্নং চিচ্চা রজ্জং চিচ্চা রট্‌ঠং এবং বলং বাহণং কোসং

নাম আখ্যাত আছে। যথা: ঋষভ, প্রথম রাজা, প্রথম ভিক্ষাচর, প্রথম জিন ও প্রথম তীর্থংকর ॥ ২১০ ॥

দক্ষ, দক্ষপ্রতিজ্ঞ, অতিরূপবান্, আত্মগুপ্ত, ভদ্রক ও বিনীত কোশলীয় অর্হৎ ঋষভ বিশ লক্ষ পূর্ব (কালের বৎসর) ধরিয়া কুমার (অর্থাৎ রাজপুত্র) ছিলেন। তারপর তেষট্টি লক্ষ পূর্ব ধরিয়া রাজ্য মধ্যে বাস করেন (অর্থাৎ রাজত্ব করেন)। রাজত্ব করিবার কালে প্রজাদিগের হিতার্থে বাহাত্তর কলা, চৌষট্টি মহিলাগুণ, শতপ্রকার শিল্প ও তিনপ্রকার কর্ম বিষয়ে উপদেশ দিলেন। ঐ বাহাত্তর কলার আদি অর্থাৎ প্রথমটি লেখা, প্রধানটি গণিত এবং সর্বশেষটি শকুনের ভাষার অর্থনির্ণয়। প্রজাদিগকে উপদেশ দিয়া শত পুত্রকে শত রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অভিষিক্ত করার পর আবার প্রচলিত রীতি অনুসারে লোকান্তিক দেবগণ সেই ইষ্ট, কান্ত, প্রিয়, মনোজ্ঞ, মনোরম, উদার, কল্যাণকর, শুভ, ধন্য, মঙ্গলাকর, মিত-মধুর-শোভন হৃদয়-গম্য, হৃদয়-প্রহ্লাদন, গম্ভীর, অপুনরুক্ত বাক্যে অনবরত অভিনন্দন করিতে করিতে ও স্তব করিতে করিতে এইরূপ বলিলেন।

জয় জয় হে নন্দক! জয় জয় হে ভদ্রক! তোমার ভদ্র হউক, হে ক্ষত্রিয়-বর-বৃষভ! জাগ হে ভগবন্ লোকনাথ! সকল জগজ্জীবের হিতকর ধর্মতীর্থ প্রবর্তন কর। তাহা সর্বলোকে সর্বজীবের পরম হিতকর, সুখকর, ও নিঃশ্রেয়সকর হইবে। এই বলিয়া জয়-জয়-ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

মনুষ্য-জন্ম-সুলভ গৃহস্থ ধর্ম গ্রহণ (অর্থাৎ বিবাহ) করিবার পূর্বেও কোশলীয় অর্হৎ ঋষভের অনুত্তর ও অপ্রতিপাতী আভোগিক নামক জ্ঞানদর্শন ছিল। তখন সেই অনুত্তর আভোগিক জ্ঞানদর্শনবলে ঋষভ আপন নিষ্ক্রমণ কাল (অর্থাৎ প্রব্রজ্যা গ্রহণের কাল) দেখিতে পান। দেখিতে পাইয়া তিনি হিরণ্য ত্যাগ করেন, সুবর্ণ ত্যাগ করেন, ধন ত্যাগ করেন, ধান্য ত্যাগ করেন, রাজ্য ত্যাগ করেন, রাষ্ট্র ত্যাগ

কোট্‌ঠাগারং চিচ্চা পুরং চিচ্চা অংতেউরং চিচ্চা ধণ-কণগ-রয়ণ মণি-মোত্তিয়-সংখ-সিল - প্‌পবাল - রত্তরয়ণমাইয়ং সংত-সার-সাবএজ্জং বিচ্ছাড়ইত্তা বিগ্‌গোবইত্তা দাণং দায়ারেহিং পরিভাইত্তা, দাণং দাইয়াণং পরিভাইত্তা, জে সে গিম্‌হাণং পঢ়মে মাসে পঢ়মে পক্‌খে চিত্ত-বহুলে, তস্‌স ণং চিত্ত-বহুলস্‌স অট্‌ঠমী পক্‌খেণং দিবসস্‌স পচ্ছিমে ভাগে সুদংসণাএ সিবিয়াএ স - দেব - মণুয়াসুরাএ পরিসাএ ' সমণুগম্মমাণ-মগ্‌গে সংখিয় - চক্কিয় - মংগলিয় - মুহ-মংগলিয়-বদ্ধমাণ-পূসমাণ-ঘংটিয় - গণেহিং তাহিং ইট্‌ঠাহিং কংতাহিং পিয়াহিং মণুন্নাহিং মণামাহিং ওরালাহিং কল্লাণাহিং সিবাহিং ধন্নাহিং মংগল্লাহি মিয়-মহুর-সস্‌সিরীয়াহিং হিয়য়-পল্‌হায়ণিজ্জাহিং অট্‌ঠসইয়াহিং অপুণরুত্তাহিং বগ্‌গূহিং অভিনংদমাণা অভিসংথুণমাণা য় এবং বয়াসী। জয় জয় নংদা! জয় জয় ভদ্দা! ভদ্দং তে অভগ্‌গেহিং নাণ-দংসণ-চরিত্তেহিং অজিয়াইং জিণাহিং ইংদিয়াইং জিয়ং চ পালেহি সমণধম্মং জিয়-বিগ্‌ঘো বি য় বসাহিং তং, দেব! সিদ্ধি-মজ্ঝে, নিহণাহিং রাগ-দোস-মল্লে তবেণং, ধিই-ধণিয়-বদ্ধ-কচ্ছে মদ্দাহি অট্‌ঠ-কম্ম-সত্তূ ঝাণেণং উত্তমেণং সুক্কেণং, অপ্‌পমত্তো হরাহি আরাহণাপড়াগং চ, বীর! তেল্লোক্ক-রংগমজ্ঝে পাব য় বিতিমিরং অণুত্তরং কেবল-বর-নাণং, গচ্ছ য় মুক্‌খং পরং পয়ং জিণ-বরোবইট্‌ঠেণ মগ্‌গেণং অকুডিলেণং হংতা পরীসহ-চমুং! জয় জয় খত্তিয়-বর-বসভা! বহূইং দিবসাইং বহূইং পক্‌খাইং বহূইং মাসাইং বহূইং উউইং বহূইং অয়ণাইং বহূইং সংবচ্ছরাইং অভীএ পরীসহোবসগ্‌গাণং খংতি - খমে ভয়-ভেরবাণং, ধম্মে তে

করেন; এইরূপে বল, বাহন, কোষ, কোষ্ঠাগার, পুর, অন্তঃপুর ও জনপদ সমস্ত ত্যাগ করেন। ধন, কনক, রত্ন, মণি, মৌক্তিক, শঙ্খ, শিলা, প্রবাল, রক্তরত্ন প্রভৃতি সারদ্রব্য ত্যাগ করিয়া অবজ্ঞা করিয়া দাতৃগণের সাহায্যে বিলাইয়া দেন এবং দায়গ্রস্ত (দরিদ্র) দিগকে দান করিয়া বিলাইয়া দেন।

গ্রীষ্মের প্রথম মাসে প্রথম পক্ষে চৈত্র মাসের কৃষ্ণ পক্ষে অষ্টমী তিথিতে দিবসের শেষ ভাগে সুদর্শনা নামক শিবিকায় আরোহণ করিয়া পথে পথে দেব, মনুষ্য ও অসুরগণ কর্তৃক দলে দলে অনুগম্যমান হইয়া রাজধানী বিনীতা নগরীর মধ্য দিয়া নির্গত হইয়া তিনি সিদ্ধার্থবন নামক উদ্যানে যেখানে সেই শ্রেষ্ঠ অশোক পাদপ ছিল সেইখানে উপস্থিত হইলেন। [রাজধানীর পথে যাত্রাকালে] শাঙ্খিক, চাক্রিক, মাঙ্গলিক, মুখমাঙ্গলিক, বর্ধমান (স্কন্ধে নরবাহী নর), পুষ্যমাণ (ভাট) ও ঘান্টিকগণ সেই ইষ্ট, কান্ত, প্রিয়, মনোজ্ঞ, মনোরম, উদার, কল্যাণকর, শুভ, ধন্য, মঙ্গলাকর, মিত-মধুর-শোভন, হৃদয়গ্রাহী, হৃদয়-প্রহ্লাদন, অষ্টোত্তর শত অপুনরুক্ত বাক্যে অভিনন্দন করিতে করিতে ও স্তব করিতে করিতে এইরূপ বলিতে লাগিল।

জয় জয় হে নন্দক! জয় জয় হে ভদ্রক! তোমার ভদ্র হউক। অভগ্ন জ্ঞানদর্শন ও চরিত্রবলে অবিজিত ইন্দ্রিয়গুলি জয় কর, তোমার বিজিত শ্রামণ্য ধর্ম পালন কর! হে দেব! তুমি জিত-বিঘ্ন হইয়া সিদ্ধি মধ্যে বাস কর। ধৃতিরূপ ধটিকায় কাছা বাঁধিয়া তপস্যা প্রভাবে রাগ (আসক্তি)-দোষ রূপ মল্লকে নিধন কর ও উত্তম ও পবিত্র ধ্যানবলে অষ্ট কর্মশত্রু মর্দন কর। অপ্রমত্ত ভাবে আরাধনা পতাকা বহন কর। হে বীর! এই ত্রৈলোক্য-রঙ্গ [-মঞ্চ]-মধ্যে অনাচ্ছন্ন অনুত্তর 'কেবল' নামক জ্ঞানদর্শন লাভ কর ও পরম পদ মোক্ষ প্রাপ্ত হও। শ্রেষ্ঠ জিনগণ কর্তৃক উপদিষ্ট অকুটিল মার্গে গমন কর। তুমি পরীষহ (উৎপাত)-চমূ বিনাশ করিয়াছ। জয় জয় হে ক্ষত্রিয়-বর-বৃষভ! বহু দিবস, বহু পক্ষ, বহু মাস, বহু ঋতু, বহু অয়ন, বহু সংবৎসর ধরিয়া নির্ভয় থাক; পরীষহ ও উপসর্গসমূহকে ভয় করিও

অবিগ্ঘং ভবউ ! ত্তি কট্টু জয়-জয়-সদ্দং পউংজংতি ॥ তএ ণং উসভে কোসলিএ নয়ণ-মালা-সহস্সেহিং পিচ্ছিজ্জমাণে পিচ্ছিজ্জমাণে, বয়ণ-মালা-সহস্সেহিং অভিথুব্বমাণে অভিথুব্বমাণে, হিয়য়-মালা-সহস্সেহিং উন্নংদিজ্জমাণে উন্নংদিজ্জমাণে, মণোরহমালা-সহস্সেহিং বিচ্ছিপ্পমাণে বিচ্ছিপ্পমাণে, কংতি-রূব-গুণেহিং পচ্ছিজ্জমাণে পচ্ছিজ্জমাণে, অংগুলি-মালা-সহস্সেহিং দাইজ্জমাণে দাইজ্জমাণে, দাহিণ-হত্থেণং বহূণং নর-নারী-সহস্সাণং অংজলি-মালা-সহস্সাইং পড়িচ্ছমাণে পড়িচ্ছমাণে, ভবণ-পংতি-সহস্সাইং সমইচ্ছমাণে সমইচ্ছমাণে, তংতি-তল-তাল-তুড়িয়-ঘণ-মুইংগ-গীয়-বাইয়-রবেণং মহুরেণ য় মণহরেণং জয়-সদ্দ-ঘোস-মীসিএণং মংজু-মংজুণা ঘোসেণ য় পড়িবুজ্ঝমাণে পড়িবুজ্ঝমাণে, সব্বিডট্টীএ সব্ব-জুঈএ সব্ব-বলেণং সব্ব-বাহণেণং সব্ব-সমুদএণং সব্বায়রেণং সব্ব-বিভূঈএ সব্ব-বিভূসাএ সব্ব-সংভমেণং সব্ব-সংগমেণং সব্ব-পগঈএহিং সব্ব-নাড়এণং সব্ব-তালায়রেহিং সব্বোরোহেণং সব্ব-পুপ্ফ-মল্লালংকার-বিভূসাএ সব্ব-তুড়িয়-সদ্দ-সংনিণাএণং মহয়া ইডট্টীএ মহয়া জুঈএ মহয়া বলেণং মহয়া বাহণেণং মহয়া বর-তুড়িয়-জমগ-সমগ-প্পবাইএণং সংখ-পণব-পড়হ-ভেরি-ঝল্লরি-খরমুহি-হুংহুহি-নিগ্ঘোস-নাইয়-রবেণং বিণীয়ং-রায়হাণিং মজ্ঝংমজ্ঝেণং নিগ্গেচ্ছই। নিগ্গচ্ছিত্তা জেণেব সিদ্ধত্থ-বণে উজ্জাণে, জেণেব অসোগ-বর-পায়বে, তেণেব উবাগচ্ছই। উবাগচ্ছিত্তা অসোগ-বর-পায়বস্স অহে সীয়ং ঠাবেই। ঠাবিত্তা সীয়াও পচ্চোরুহই। পচ্চোরুহিত্তা সয়মেব

না; তুমি ভয় ও বিপদ্‌কে সহ্য করিতে সক্ষম। তোমার ধর্মে অবিঘ্ন হউক। এই বলিয়া জয়-জয়-ধ্বনি করিতে লাগিল।

যাইবার পথে সহস্র সহস্র নয়নমালা তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। সহস্র সহস্র বদনমালা তাঁহার স্তব করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র হৃদয়মালা তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র মনোরথমালা তাঁহাকে বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। কান্তি, রূপ ও গুণের জন্য সকলে তাঁহাকে কামনা করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র অঙ্গুলি-মালা তাঁহার দিকে নির্দেশ করিতে লাগিল। বহু সহস্র নরনারীর সহস্র সহস্র অঞ্জলি তিনি দক্ষিণ হস্তদ্বারা প্রতিনন্দিত করিতে করিতে চলিলেন। সহস্র সহস্র ভবনপংক্তি অতিক্রম করিয়া করিয়া চলিলেন। তন্ত্রী (বীণা), করতাল, তূর্য, ঘনমৃদঙ্গ প্রভৃতি সহযোগে গীতবাদ্য হইতে লাগিল। তাহার সঙ্গে মধুর ও মনোহর জয়ধ্বনিনির্ঘোষ মিশিতে লাগিল। সেই মঞ্জু, মধুর জয় ধ্বনিতে [নগরবাসিগণ] প্রতিবোধিত হইতে লাগিল। বিপুল ঐশ্বর্যের উপযোগী সমস্ত জাঁক-জমক সহকারে, সমস্ত সেনা, সমস্ত যান-বাহন ও সমস্ত অনুচরবর্গের সহিত, সব দল-বলের সঙ্গে, সর্ব সমাদরে, সমস্ত বিভবের সহিত, সমস্ত অলঙ্কার, সমস্ত সম্ভ্রম, সমস্ত স্বগণ, সমস্ত প্রজা, সমস্ত নট-নটী, সমস্ত তালাচর (অনুচর), সর্ব অবরোধ (অন্তঃপুর), সর্ব পুষ্প-মাল্যালঙ্কার-ভূষণ, সর্ব তূর্যনিনাদ, মহতী সমৃদ্ধি, মহা জাঁকজমক, মহতী সেনা, বিপুল যান-বাহন, শ্রেষ্ঠ তূর্য, যমক, সমগ প্রভৃতি বাদ্য, শঙ্খ, পণব, পটহ, ভেরী, ঝল্লরী, খরমুখী, দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্যধ্বনি ও নিনাদে নগর মুখরিত করিয়া তিনি যাত্রা করিলেন।

সিদ্ধার্থবন নামক উদ্যানে সেই শ্রেষ্ঠ অশোক পাদপের তলায় তিনি শিবিকা স্থাপন করাইলেন। তারপর শিবিকা হইতে অবরোহণ করিলেন। অবরোহণ করিয়া স্বহস্তে আভরণ ও মাল্যালঙ্কার খুলিয়া

O.P. 93—28

আভরণ-মল্লালংকারং ওমুয়ই, ওমুয়িত্তা সয়মেব চউ-মুট্‌ঠিয়ং লোয়ং করেই। লোয়ং করিত্তা ছট্‌ঠেণং ভত্তেণং অপাণএণং উত্তরা-সাঢ়াহিং নক্‌খত্তেণং জোগমুবাগএণং উগ্‌গাণং ভোগাণং রাইন্নাণং চ খত্তিয়াণং চ চউহিং সহস্‌সেহিং সদ্ধিং এগং দেব-দূসমাদায় মুংডে ভবিত্তা অগারাও অণগারিয়ং পব্‌বইএ ॥ ২১১ ॥

উসভে ণং অরহা কোসলিএ এগং বাস-সহস্‌সং নিচ্চং বোসট্‌ঠ-কাএ চিয়ত্ত-দেহে, জে কেই উপসগ্‌গা উপ্‌পজ্জংতি—তং জহা : দিব্বা বা মাণুসা বা তিরিক্‌খ-জোণিয়া বা অণুলোমা বা পড়িলোমা বা—তে উপ্‌পন্নে সম্মং সহই, খমই, তিতিক্‌খই, অহিয়াসেই ॥ তএ ণং উসভে অরহা কোসলিএ অণগারে জাএ, ইরিয়া-সমিএ ভাসা-সমিএ এসণা-সমিএ আয়াণ-ভংড-মত্ত-নিক্‌খেবণা-সমিএ মণ-সমিএ বয়-সমিএ কায়-সমিএ মণ-গুত্তে বয়-গুত্তে কায়-গুত্তে গুত্তিংদিএ গুত্ত-বংভয়ারী অকোহে

ফেলিলেন। তারপর চারি মুষ্টিতে মস্তকের সমস্ত কেশ উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন। তারপর প্রতি তৃতীয় দিনে একমাত্র আহার গ্রহণ করিবার ও কোনও প্রকার পানীয় গ্রহণ না করিবার ব্রত লইয়া উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের (সহিত চন্দ্রের) যোগে উগ্র (অর্থাৎ উচ্চ) বংশীয়, ভোগ (অর্থাৎ ভোগৈশ্বর্যসম্পন্ন) বংশীয়, রাজন্যবংশীয় এবং ক্ষত্রিয়বংশীয় চারি সহস্র সঙ্গীসহ একখানিমাত্র দেবদুষ্য (বস্ত্র) লইয়া মুণ্ডিত হইয়া আগার (গৃহস্থাশ্রম) ত্যাগ করিয়া অনাগারিকপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন ॥ ২১১ ॥

কোশলীয় অর্হৎ ঋষভ এক সহস্র বৎসর কাল নিজ দেহের যত্ন ত্যাগ করিয়া কষ্ট সহ্য করিবার জন্য মুক্ত-নিশান দেহ নিত্য উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই সময়ে যে-কোন উপসর্গ (দুঃখ ও কষ্ট বা বিপদ) উৎপন্ন হইত, তাহা তিনি সর্বতোভাবে সহ্য করিতেন, ক্ষমা করিতেন এবং মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তা সে উপসর্গ যে-কোনও কারণেই উৎপন্ন হউক না কেন?—দৈব কারণেই হউক, মনুষ্যকৃত কারণেই হউক, তির্যগ্‌যোনিকৃত কারণেই হউক, অনুলোম অর্থাৎ স্বাভাবিক কারণেই হউক আর প্রতিলোম অর্থাৎ প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কারণেই হউক।

তারপর কোশলীয় অর্হৎ ঋষভ অনাগারিক হইলেন। তিনি ঈর্যা অর্থাৎ বিচরণে সংযত, ভাষায় সংযত, এষণা অর্থাৎ ইচ্ছায় সংযত, গ্রহণ-সঞ্চয়-ত্যাগে সংযত, মনে সংযত, বাক্যে সংযত, কায়ে সংযত হইলেন। মনোগুপ্তি, বাক্যগুপ্তি, কায়গুপ্তি, ইন্দ্রিয়গুপ্তি, ব্রহ্মচর্যগুপ্তি

অমাণে অমাএ অলোহে সংতে পসংতে উবসংতে পরিনিব্বুড়ে অণাসবে অমমে অকিংচণে ছিন্ন-গ্গংঠে নিরুবলেবে ঃ কংস-পাঈব মুক্ক-তোএ, সংখো ইব নিরংজণে, জীবে ইব অপ্পড়িহয়-গঈ, গগণমিব নিরালংবণে, বায়ুরিব অপ্পড়িবন্ধে, সারয়-সলিলং ব সুদ্ধ-হিয়এ, পুক্খর-পত্তং পিব নিরুবলেবে, কুম্মো ইব গুত্তিংদিয়ে, খগ্গি-বিসাণং ব এগ-জাএ, বিহগ ইব বিপ্পমুক্কে, ভারুংড-পক্খী ব অপ্পমত্তে, কুংজর ইব সোড়ীরে, বসভো ইব জায়-থামে, সীহো ইব দুদ্ধরিসে, মংদরো ইব অপ্পকংপে, সাগরো ইব গংভীরে, চংদো ইব সোম-লেসে, সূরো ইব দিত্ত-তেএ, জচ্চ-কণগং ব জায়-রূবে, বসুংধরা ইব সব্ব-ফাস-বিসহে, সুহুয়-হুয়াসণো ইব তেয়সা জলংতে। নত্থি ণং তস্স অরহও উসভস্স কোসলিয়স্স কত্থই পড়িবংধে। সে য় চউব্বিহে

অত্যন্ত হইল। তিনি ক্রোধশূন্য, মানশূন্য, মায়াশূন্য, লোভশূন্য, শান্ত, প্রশান্ত, উপশান্ত, পরিনির্বৃত, অনাস্রব, অমম, অকিঞ্চন, ছিন্নগ্রন্থি, নিরুপলেপ হইলেন।

কাংস্যপাত্র যেমন তোয় অর্থাৎ জল ত্যাগ করিয়া নিশ্চিহ্ন হয়, তিনিও তেমনি তোদ অর্থাৎ ব্যথা ত্যাগ করিয়া মুক্ত হইলেন। শঙ্খ যেমন নিরঞ্জন অর্থাৎ কালিমা-বর্জিত তিনিও তেমনি নিরঞ্জন অর্থাৎ মালিন্যশূন্য। তিনি জীবের ন্যায় অপ্রতিহতগতি, গগনের ন্যায় নিরালম্বন, বায়ুর ন্যায় অপ্রতিবদ্ধ, শারদ সলিলের ন্যায় শুদ্ধহৃদয় (শারদসলিলের অভ্যন্তরে কর্দমাদিস্পর্শজন্য মালিন্য নাই, তাঁহারও হৃদয়ে বাসনাদি-স্পর্শজন্য মালিন্য নাই), পদ্মপত্রের ন্যায় নিরুপলেপ (পদ্মপত্রে যেমন জলাদির উপলেপ লাগে না তাঁহার মনেও তেমনি কামক্রোধাদি জন্য উপলেপ স্পর্শে না), কূর্মবৎ গুপ্তেন্দ্রিয় (কূর্ম হাত-পা গুটাইয়া লুকাইয়া রাখে, তিনি ইন্দ্রিয় দ্বারা কোনও কাজ করেন না), গণ্ডার-শৃঙ্গের ন্যায় আজন্ম একাকী, বিহঙ্গের ন্যায় মুক্ত, ভারণ্ডপক্ষীর ন্যায় অপ্রমত্ত, কুঞ্জরের ন্যায় শৌণ্ডীর (কুঞ্জরের শুণ্ড আছে বলিয়া সে শৌণ্ডীর, তিনি উচ্চ স্থানে স্থিত বলিয়া শৌণ্ডীর অর্থাৎ উর্ধ্ব স্থিত), বৃষভের ন্যায় জাতস্থাম (বৃষ আজন্ম স্থাম অর্থাৎ শক্তিযুক্ত, তিনি আজন্ম স্থৈর্য সম্পন্ন), সিংহের ন্যায় দুর্ধর্ষ, মন্দর পর্বতের ন্যায় অপ্রকম্প (মন্দরের দেহ কাঁপে না, তাঁহার প্রতিজ্ঞা টলেনা), সাগরের ন্যায় গম্ভীর (সাগরে জলের গভীরতা, তাঁহাতে মনের গাম্ভীর্য), চন্দ্রের ন্যায় সৌম্য-লেশ্য (চন্দ্রের লেশ্যা অর্থাৎ আভা সৌম্য অর্থাৎ শুভ্র, তাঁহার লেশ্যা অর্থাৎ মনোবৃত্তি সৌম্য অর্থাৎ শুক্ল বা পবিত্র), সূর্যের ন্যায় দীপ্ততেজাঃ (সূর্য উজ্জ্বল রশ্মিতে দীপ্ত, তিনি মনঃশক্তি-প্রভাবে দীপ্ত), জাত্য কাঞ্চনের ন্যায় জাতরূপ (আজন্ম বিশুদ্ধ), বসুন্ধরার ন্যায় সর্ব-স্পর্শ-সহ হইয়া তিনি সুহুত (অর্থাৎ যাহাতে প্রচুর ঘি ঢালা হইয়াছে সেই) হুতাশনের (যজ্ঞাগ্নির) ন্যায় স্বতেজে উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতে লাগিলেন॥

কোশলীয় অর্হৎ ঋষভের আর কোথাও কোনও প্রতিবন্ধক রহিল

পন্নত্তে, তং জহা। দব্বও, খিত্তও, কালও, ভাবও। দব্বও: সচিত্তাচিত্ত-মীসএস্থু দব্বেসু। খিত্তও: গামে বা নগরে বা অরন্নে বা খিত্তে বা খলে বা অংগণে বা। কালও: সমএ বা আবলিয়াএ বা আণা-পাণুএ বা থোবে বা খণে বা লবে বা মুহুত্তে বা অহোরত্তে বা পক্খে বা মাসে বা উউএ বা অয়ণে বা সংবচ্ছরে বা অন্নয়রে বা দীহ-কালসংজোএ। ভাবও: কোহে বা মাণে বা মায়াএ বা লোভে বা ভএ বা হাসে বা পিজ্জে বা দোসে বা কলহে বা অব্ভক্খাণে বা পেস্নুন্নে বা পর-পরিবাএ বা অরই-রঈ বা মায়া-মোসে বা মিচ্ছা-দংসণ-সল্লে বা তস্স ণং অরহও উসভস্স নো এবং ভবই॥ সে ণং অরহা উসভে বাসা-বাস-বজ্জং অট্ঠ গিম্হ-হেমংতিএ মাসে গামে এগ-রাইএ, নগরে পংচ-রাইএ, বাসী-চংদণ-সমাণ-কপ্পে, সম-তিণ-মণি-লেট্ঠু-কংচণে, সম-দুক্খ-সুহে, ইহলোগ - পরলোগ - অপ্পড়িবদ্ধে, জীবিয় - মরণে নিরবকংখে, সংসার - পার-গামী কম্ম-সংগ-নিগ্ঘায়ণট্ঠাএ অব্ভুট্ঠিএ এবং চ ণং বিহরই॥ তস্স ণং অরহও উসভস্স অণুত্তরেণং নাণেণং অণুত্তরেণং দংসণেণং অণুত্তরেণং চরিত্তেণং অণুত্তরেণং আলএণং অণুত্তরেণং বীরিএণং অণুত্তরেণং অজ্জবেণং অণুত্তরেণং মদ্দবেণং অণুত্তরেণং লাঘবেণং অণুত্তরাএ খংতীএ অণুত্তরাএ বুদ্ধীএ অণুত্তরেণং সচ্চ-সংজম-তব-সুচরিয় - সোবচিয় - ফল - পরিনিব্বাণ-মগ্গেণং অপ্পাণং ভাবেমাণস্স এক্কং বাস-সহস্সং বিইক্কংতং। তও ণং জে সে হেমংতাণং চউত্থে মাসে সত্তমে পক্খে ফগ্গুণ-বহুলে, তস্স ণং ফগ্গুণ-বহুলস্স এগারসী-পক্খেণং পুব্বণ্হ-কাল-সময়ংসি পুরিম-তালস্স নগরস্স বহিয়া সগড়মুহংসি উজ্জাণংসি নিগ্গোহ-বর-পায়বস্স অহে অট্ঠমেণং ভত্তেণং অপাণএণং আসাঢ়াহিং

না। সে প্রতিবন্ধক চতুর্বিধ উক্ত হইয়াছে। যথা : দ্রব্য-প্রতিবন্ধক, ক্ষেত্র-প্রতিবন্ধক, কাল-প্রতিবন্ধক, এবং ভাব-প্রতিবন্ধক। দ্রব্য-প্রতিবন্ধক : সচিত্ত, অচিত্ত ও মিশ্র দ্রব্যে। ক্ষেত্র-প্রতিবন্ধক : গ্রামে, নগরে, অরণ্যে, ক্ষেত্রে, খামারে বা অঙ্গনে। কাল-প্রতিবন্ধক : সময়, আবলিকা, আনাপানক, স্তোক, ক্ষণ, লব, মুহূর্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, সংবৎসর বা অন্য কোনও প্রকার দীর্ঘকাল সংযোগে। ভাব-প্রতিবন্ধক : ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ, ভয়, হাস্য, প্রেম, ঘৃণা, কলহ, অভ্যাখ্যান, পৈশুন্য, পরপরিবাদ, অরতি-রতি, মায়া-মোষ ও মিথ্যা-দর্শন-শল্য। সেই অর্হৎ ঋষভের এ-সব কিছুই নাই॥

সেই অর্হৎ ঋষভ বর্ষাবাস ছাড়া গ্রীষ্ম ও হেমন্তের আটমাস এইভাবে কাটান। গ্রামে থাকিলে এক গ্রামে অনধিক এক রাত্রি, নগরে পাঁচ রাত্রি। বিষ্ঠাচন্দনে সমজ্ঞান, তৃণ-মণি-লেষ্টু-(মৃৎপিণ্ড)-কাঞ্চনে সমদৃষ্টি, দুঃখ-সুখে সমান (অবিচল), ইহলোক-পরলোকে অপ্রতিবদ্ধ, জীবন বা মরণে আকাঙ্ক্ষাবিহীন, সংসার-পারগামী, কর্ম-সঙ্গ-নির্ঘাতনের জন্য অভ্যুত্থিত (কৃতোদ্যম) হইয়া তিনি বিহার করিতে লাগিলেন॥

অনুত্তর জ্ঞান, অনুত্তর দর্শন, অনুত্তর চরিত্র, অনুত্তর আলয়, অনুত্তর বিহার, অনুত্তর বীর্য, অনুত্তর আর্জব (ঋজুতা), অনুত্তর মার্দব (কোমলতা), অনুত্তর লাঘব, অনুত্তর ক্ষান্তি, অনুত্তর বুদ্ধি, অনুত্তর সত্য-সংযম-তপস্যা-সুচরিত্রের উপচিত ফলস্বরূপ পরিনির্বাণের মার্গে আত্মার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার এক সহস্র বৎসর কাটিল॥

তারপর হেমন্তের চতুর্থ মাসে সপ্তম পক্ষে ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণ পক্ষে একাদশী তিথিতে পূর্বাহ্ণ সময়ে পুরিমতাল নগরের বাহিরে শকটমুখ নামক উদ্যানে সেই শ্রেষ্ঠ ন্যগ্রোধ পাদপের ছায়াতলে প্রতি চতুর্থ দিবসে একবার মাত্র আহার গ্রহণ করিবার এবং কোনও প্রকার পানীয় গ্রহণ না করিবার ব্রত লইয়া উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের (সহিত চন্দ্রের) যোগে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তাঁহার অনন্ত, অনুত্তর, নির্ব্যাঘাত, নিরাবরণ, কৃৎস্ন, প্রতিপূর্ণ, কেবল, নামক শ্রেষ্ঠ জ্ঞানদর্শন সমুৎপন্ন হয়॥

তখন সেই কোশলীয় অর্হৎ ঋষভ জিন হইলেন. কেবলী হইলেন,

নক্‌খত্তেণং জোগমুবাগএণং ঝাণংতরিয়াএ বট্টমাণস্‌স অণংতে অণুত্তরে নিব্‌বাঘাএ নিরাবরণে কসিণে পড়িপুন্নে কেবল-বর-নাণ-দংসণে সমুপ্‌পন্নে॥ তএ ণং উসভে অরহা কোসলিএ জিণে কেবলী সব্‌বন্নূ সব্‌ব-দরিসী স - দেব-মণুয়াসুরস্‌স লোগস্‌স পরিয়ায়ং জাণই পাসই। সব্‌বলোএ সব্‌বজীবাণং আগইং গইং থিইং চবণং উববায়ং তক্‌কং মণো মাণসিয়ং ভুত্তং কড়ং পড়িসেবিয়ং আবী-কম্মং রহো-কম্মং অ-রহা অ-রহস্‌স-ভাগী তং তং কালং মণ-বয়ণ-কায়-জোগে বট্টমাণাণং সব্‌বলোএ সব্‌বজীবাণং সব্‌বভাবে জাণমাণে পাসমাণে বিরহই ॥ ২১২ ॥

উসভস্‌স ণং অহরও কোসলিয়স্‌স চউরাসীই গণা চউরাসীই গণহরা য় হোত্থা ॥ ২১৩ ॥

উসভস্‌স ণং অরহও কোসলিয়স্‌স উসভসেণ-পামোক্‌খাও চউরাসীই সমণ-সাহস্‌সীও উক্কোসিয়া সমণ-সংপয়া হোত্থা ॥ ২১৪ ॥

উসভস্‌স ণং অরহও কোসলিয়সস বংভিসুংদরী-পামোক্‌-খাণং অজ্জিয়াণং তিন্নি সয়-সাহস্‌সীও উক্কোসিয়া অজ্জিয়া-সংপয়া হোত্থা ॥ ১১৫ ॥

উসভস্‌স ণং অরহও কোসলিয়স্‌স সেজ্জংস-পামোক্‌খাণং সমণোবাসয়াণং তিন্নি সয়-সাহস্‌সীও পংচ সহস্‌সা উক্কোসিয়া সমণোবাসগ-সংপয়া হোত্থা ॥ ২১৬ ॥

উসভস্‌স ণং অরহও কোসলিয়স্‌স সুভদ্দা-পামোক্‌খাণং সমণোবাসিয়াণং পংচ সয়-সাহস্‌সীও চউপন্নং চ সহস্‌সা উক্কোসিয়া সমণোবাসিয়াণং সংপয়া হোত্থা ॥ ২১৭ ॥

উসভস্‌স ণং অরহও কোসলিয়স্‌স চত্তারি সহস্‌সা সত্ত

সর্বজ্ঞ হইলেন সর্বদর্শী হইলেন। তখন তিনি দেব, মনুষ্য ও অসুর সহ সমস্ত লোকের পর্যায় (অবস্থা) জানিতে পারেন এবং দেখিতে পান। সর্বলোকে সর্ব জীবগণের মধ্যে কে কখন্ কোথা হইতে আসিতেছে, কোথায় যাইতেছে, কোথায় থাকিতেছে, কোথায় কোন্ যোনিতে জন্ম লইতেছে, উর্ধ্বে দেবলোকে যাইতেছে না নিম্নে জীবযোনি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাদের মনে কি তর্ক, কি ভাবনা ও কি বাসনা হইতেছে, তাহারা কি খাইতেছে, কি করিতেছে, তাহাদের অনুষ্ঠিত প্রকাশ্য কর্ম বা গোপন কর্ম, সমস্তই তিনি জানিতে পারেন ও দেখিতে পান। অর্হৎ-গণের নিকট কোনও রহস্য থাকে না। তিনি সেই সেই কাল, মন, বচন ও কায়যোগে বর্তমানবৎ সর্ব লোকে সর্ব জীবের সর্ব ভাব জানিয়া ও দেখিয়া বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ২১২ ॥

কোশলীয় অর্হৎ ঋষভের চুরাশি গণ ও চুরাশি গণধর ছিলেন ॥ ২১৩ ॥

কোশলীয় অর্হৎ ঋষভের চুরাশি সহস্র শ্রমণ লইয়া একটি উৎকৃষ্ট শ্রমণসম্পদ্ ছিল। ঋষভসেন ছিলেন তাঁহাদের মুখ্য ॥ ২১৪ ॥

কোশলীয় অর্হৎ ঋষভের তিন লক্ষ আর্যিকা লইয়া একটি উৎকৃষ্ট আর্যিকাসম্পদ্ ছিল। ব্রাহ্মী সুন্দরী ছিলেন তাঁহাদের মুখ্যা ॥ ২১৫ ॥

কোশলীয় অর্হৎ ঋষভের তিন লক্ষ পাঁচ সহস্র শ্রমণোপাসক লইয়া একটি উৎকৃষ্ট শ্রমণোপাসকসম্পদ্ ছিল। শ্রেয়াংস ছিলেন তাঁহাদের মুখ্য ॥ ২১৬ ॥

কোশলীয় অর্হৎ ঋষভের পাঁচলক্ষ চুয়ান্ন সহস্র শ্রমণোপাসিকা লইয়া একটি উৎকৃষ্ট শ্রমণোপাসিকাসম্পদ্ ছিল। সুভদ্রা ছিলেন তাঁহাদের মুখ্যা ॥ ২১৭ ॥

কোশলীয় অর্হৎ ঋষভের চার হাজার সাতশো পঞ্চাশ জন চতু

সয়া পন্নাসা চউদ্দসপুব্বীণং অজিণাণং জিণ-সংকাসাণং উক্কোসিয়া চউদ্দসপুব্বী-সংপয়া হোত্থা ॥ ২১৮ ॥

উসভস্স ণং অরহও কোসলিয়স্স নব সহস্সা ওহি-নাণীণং উক্কোসিয়া সংপয়া হোত্থা ॥ ২১৯ ॥

উসভস্স ণং অরহও কোসলিয়স্স বীস সহস্সা কেবল-নাণীণং উক্কোসিয়া সংপয়া হোত্থা ॥ ২২০ ॥

উসভস্স ণং অরহও কোসলিয়স্স বীস সহস্সা ছচ্চ সয়া বেউব্বিয়াণং উক্কোসিয়া সংপয়া হোত্থা ॥ ২২১ ॥

উসভস্স ণং অরহও কোসলিয়স্স বারস সহস্সা ছচ্চ সয়া পন্নাসা বিউল-মঈণং অড্ঢাইজ্জেসু দীব-সমুদ্দেসু সন্নীণং পংচিংদিয়াণং পজ্জত্তগাণং মণোগএ ভাবে জাণমাণাণং উক্কোসিয়া সংপয়া হোত্থা ॥ ২২২ ॥

উসভস্স ণং অরহও কোসলিয়স্স বারস সহস্সা ছচ্চ সয়া পন্নাসা বাঈণং উক্কোসিয়া সংপয়া হোত্থা ॥ ২২৩ ॥

উসভস্স ণং অরহও কোসলিয়স্স বীসং অংতেবাসি-সহস্সা সিদ্ধা, চত্তালীসং অজ্জিয়া-সাহস্সীও সিদ্ধাও ॥ ২২৪ ॥

উসভস্স ণং অরহও কোসলিয়স্স বাবীস সহস্সা নব সয়া অণুত্তরোববাইয়াণং গই-কল্লাণাণং উক্কোসিয়া সংপয়া হোত্থা ॥ ২২৫ ॥

উসভস্স ণং অরহও কোসলিয়স্স দুবিহা অংতগড়-ভূমী হোত্থা, তং জহা। জুগংতকড়-ভূমী য় পরিয়ায়ংতকড়-ভূমী য়। জাব অসংখিজ্জাও পুরিস-জুগাও জুগংতকড়-ভূমী, অংতো-মুহুত্ত-পরিয়াএ অংতং অকাসী ॥ ২২৬ ॥

তেণং কালেণং তেণং সমএণং উসভে অরহা কোসলিএ

লইয়া একটি উৎকৃষ্ট চতুর্দশপূর্বী-সম্পদ্ ছিল। তাঁহারা জিন না হইলেও জিন-সংকাশ ছিলেন, সর্ববিধ অক্ষর-সন্নিপাত জানিতেন এবং জিনগণের ন্যায় অবিতথভাবে শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেন ॥ ২১৮ ॥

কোশলীয় অর্হৎ ঋষভের নয় সহস্র অবধিজ্ঞানী লইয়া একটি উৎকৃষ্ট অবধি-জ্ঞানি-সম্পদ্ ছিল ॥ ২১৯ ॥

কোশলীয় অর্হৎ ঋষভের বিশ সহস্র কেবল জ্ঞানী লইয়া একটি উৎকৃষ্ট কেবল-জ্ঞানি-সম্পদ্ ছিল ॥ ২২০ ॥

কোশলীয় অর্হৎ ঋষভের বিশ হাজার ছ'শো বৈভূত্য-বিদ্যাবিৎ লইয়া একটি উৎকৃষ্ট বৈভূত্য-বিদ্যাবিৎ-সম্পদ্ ছিল ॥ ২২১ ॥

কোশলীয় অর্হৎ ঋষভের বারো হাজার ছ'শো পঞ্চাশজন বিপুলমতি লইয়া একটি উৎকৃষ্ট বিপুলমতি-সম্পদ্ ছিল। তাঁহারা আড়াই দ্বীপ ও দুই সমুদ্রে অবস্থিত পর্যাপ্তবিকাশ সংজ্ঞাবান্ ও পঞ্চেন্দ্রিয়বান্ যে-সকল জীব আছে তাহাদের সকলের মনোগত ভাব জানিতেন ॥ ২২২ ॥

কোশলীয় অর্হৎ ঋষভের বারোহাজার ছ'শো পঞ্চাশজন বাদী লইয়া একটি উৎকৃষ্ট বাদি-সম্পদ্ ছিল ॥ ২২৩ ॥

কোশলীয় অর্হৎ ঋষভের বিশ সহস্র অন্তেবাসী সিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং চল্লিশ সহস্র আর্যিকা অন্তেবাসী সিদ্ধা হইয়াছিলেন। ॥ ২২৪ ॥

কোশলীয় অর্হৎ ঋষভের বাইশ হাজার ন'শো অনুত্তরোপপাতী লইয়া একটি উৎকৃষ্ট অনুত্তরোপপাতি-সম্পদ্ ছিল। তাঁহাদের কল্যাণকর গতি হইয়াছিল (অর্থাৎ তাঁহারা কল্যাণকর বিমান লোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) ॥ ২২৫ ॥

কোশলীয় অর্হৎ ঋষভের দ্বিবিধ অন্তকৃৎ-ভূমি ছিল। যথা: যুগান্তকৃৎ ভূমি ও পর্যায়ান্তকৃৎ ভূমি। অসংখ্য পুরুষ যাবৎ যুগান্তকৃৎ ভূমি; অন্তর্মুহূর্তে পর্যায় ভূমির অন্ত করিয়াছেন ॥ ২২৬ ॥

সেই কালে সেই সময়ে কোশলীয় অর্হৎ ঋষভ বিশ লক্ষ পূর্ব ধরিয়া

বীসং পুব্ব-সয়-সহস্সাইং কুমার-বাস-মজ্ঝে বসিত্তাণং তেবট্ঠিং পুব্ব-সয়-সহস্সাইং রজ্জ-বাস-মজ্ঝে বসিত্তাণং তেসীইং পুব্ব-সয়-সহস্সাইং অগার-বাস-মজ্ঝে বসিত্তাণং এগং বাস-সহস্সং ছউমত্থ-পরিয়ায়ং পাউণিত্তা, এগং পুব্ব-সয়-সহস্সং বাস-সাহস্সূণং কেবলি-পরিয়ায়ং পাউণিত্তা, পড়িপুন্নং পুব্ব-সয়-সহস্সং সামন্ন-পরিয়ায়ং পাউণিত্তা, চউরাসীইং পুব্ব-সয়-সহস্সাইং সব্বাউয়ং পালইত্তা খীণে বেয়ণিজ্জাউয়-নাম-গোত্তে ইমীসে ওসপ্পিণীএ সুসম-দুস্সমাএ সমাএ বিইক্কংতাএ তীহিং বাসেহিং অদ্ধ-নবমেহি য় মাসেহিং সেসেহিং, জে সে হেমং তাণং তচ্চে মাসে পংচমে পক্খে মাহ-বহুলে, তস্স ণং মাহ-বহুলস্স [গ্র০ ৯০০] তেরসী পক্খেণং উপ্পিং অট্ঠাবয়-সেল-সিহরংসি দসহিং অণগার-সহস্সেহিং সদ্ধিং চউদ্দসমেণং ভত্তেণং অপাণএণং অভীইণা নক্খত্তেণং জোগমুবাগএণং পুব্বণ্হ-কাল-সময়ংসি সংপলিয়ংক-নিসন্নে কালগএ বিইক্কংতে সমুজ্জাএ ছিন্ন-জাই-জরা-মরণ-বংধণে সিদ্ধে বুদ্ধে মুত্তে অংতগড়ে পরি-নিব্বুড়ে সব্ব-দুক্খ-পপ্পহীণে ॥ ২২৭ ॥

উসভস্স ণং অরহও কোসলিয়স্স কালগয়স্স জাব সব্ব-দুক্খ-পপ্পহীণস্স তিন্নি বাসা অদ্ধনব মাসা বিইক্কংতা, তও বি পরং এগা য় সাগরোবম-কোড়াকোড়ী তিবাস-অদ্ধনব-মাসাহিয়-বায়ালীসাএ বাস-সহস্সেহিং ঊণিয়া বিইক্কংতা, এয়ংসি সমএ সমণে ভগবং মহাবীরে পরিনিব্বুএ, তও বি পরং নব-বাস-সয়া বিইক্কংতা, দসমস্স য় বাস-সয়স্স অয়ং অসীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই ॥ ২২৮ ॥

কুমার (অর্থাৎ রাজপুত্র) ছিলেন, তেষট্টি লক্ষ পূর্ব ধরিয়া রাজ্য মধ্যে (অর্থাৎ রাজা) ছিলেন, তিরাশি লক্ষ পূর্ব ধরিয়া আগারবাসী (অর্থাৎ গৃহী) ছিলেন, এক সহস্র বৎসর ধরিয়া ছদ্মস্থ (শ্রমণ) ছিলেন এবং একলক্ষ পূর্ব ও একসহস্র বৎসর ধরিয়া তিনি কেবলী পর্যায়ে ছিলেন। পূর্ণ একলক্ষ পূর্ব শ্রামণ্যপর্যায়ে এবং সর্বায়ুষ্কাল ধরিয়া মোট চুরাশি লক্ষ পূর্ব তিনি এ জগতে ছিলেন। তারপর বেদনীয় ও নাম-গোত্র সম্পূর্ণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে এই অবসর্পিণী কালপ্রবাহে সুষম-দুঃসমা যুগের অন্ত হইতে তিন বৎসর সাড়ে আট মাস শেষ থাকিতে হেমন্তের তৃতীয় মাসে পঞ্চমপক্ষে মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী তিথিতে অষ্টাপদ শৈলশিখরে দশসহস্র অনাগার সহ প্রতি সপ্তম দিনে একবার মাত্র আহার গ্রহণ করিবার এবং কোনও প্রকার পানীয় গ্রহণ না করিবার ব্রত লইয়া অভিজিৎ নক্ষত্রের (সহিত চন্দ্রের) যোগে পূর্বাহ্ণ সময়ে সম্পর্যঙ্ক আসনে আসীন থাকিয়া কালগত হন, ব্যতিক্রান্ত হন, সমুদ্‌যাত হন, জন্ম, জরা ও মরণের বন্ধন ছিন্ন করেন, সিদ্ধ হন, বুদ্ধ হন, মুক্ত হন, অন্তকৃৎ হন, পরিনির্বাণ লাভ করেন, সর্বদুঃখপ্রহীন হন ॥ ২২৭ ॥

কোশলীয় অর্হৎ ঋষভ কালগত.........সর্বদুঃখপ্রহীন হইবার পর তিন বৎসর সাড়ে আটমাস গত হইয়াছে, তারপর আবার বিয়াল্লিশ হাজার তিন বৎসর সাড়ে আটমাস কম এক কোটি-কোটি সাগরোপম কাল গত হইয়াছে—এমন সময়ে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর পরিনির্বাণ লাভ করেন। তারপর নয়শত বৎসর গত হইয়াছে, দশম শতকের এই আশীতিতম সংবৎসর চলিতেছে ॥ ২২৮ ॥

পরিশিষ্ট ঙ

২০৭ সুত্তের অংশ

তএ ণং মারু দেবী সুত্ত-জাগরা ওহীরমাণী ২ পঢ়মং উসভং মুহেণং আইংতং পাসই। তএ ণং সা মারু দেবী সীহং পাসই। এবং চ ণং সা তেসিং চোদ্দসণ্হং মহাসুমিণাণং অন্নয়রমেগং পাসই। এবং অহক্কমেণং তেরস সুমিণে পাসই।. সেসও গয়ং পাসই। পাসিত্তা ণং পড়িবুজ্ঝই। পড়িবুদ্ধা সমাণী হট্ঠ-তুট্ঠমাণংদিয়া পীইমণা পরম-সোমণসিয়া হরিস-বস-বিসপ্পমাণ-হিয়য়া ধারা-হয়-কয়ংবুয়ং পিব সমুস্সসিয়-রোম-কূবা সুমিণোগ্গহং করেই। করিত্তা সয়ণিজ্জাও অব্ভুট্ঠেই। অব্ভুট্ঠিত্তা অতুরিয়ং অচবলং অসংভংতাএ অবিলংবিয়াএ রায়হংস-সরিসীএ গঈএ জেণেব নাভী কুলগরো তেণেব উবাগচ্ছই। উবাগচ্ছিত্তা নাভিং কুলগরং তাহিং ইট্ঠাহিং কংতাহিং মণুন্নাহিং মণামাহিং ওরালাহিং কল্লাণাহিং সিবাহিং ধন্নাহিং মংগল্লাহিং সস্সিরীয়াহিং হিয়য়-গমণিজ্জাহিং হিয়য়-পল্হায়ণিজ্জাহিং মিয়-মহুর-মংজুলাহিং গিরাহিং সংলবমাণী ২ পড়িবোহেই। তএ ণং সা মারু দেবী নাভিকুলগরেণং অব্ভণুন্নায়া সমাণী নানা-মণি-রয়ণ-ভত্তি-চিত্তংসি ভদ্দাসণংসি নিসীয়ই। নিসীইত্তা আসত্থা বীসত্থা সুহাসণ-বর-গয়া নাভি-কুলগরং তাহিং ইট্ঠাহিং জাব গিরাহিং এবং বয়াসী॥

“এবং খলু অহং, সামী! অজ্জ সয়ণিজ্জংসি সুত্ত-জাগরা ওহীরমাণী ২ ইমে এয়ারূবে ওরালে কল্লাণে সিবে ধন্নে মংগল্লে সস্সিরীএ সুভে সোমে সুরূবে চোদ্দস মহাসুমিণে পাসিত্তা ণং পড়িবুদ্ধা। তং জহা। উসভ সীহ অভিসেয় দাম সসি দিণয়র

পরিশিষ্ট ঙ

২০৭ সূত্রের অংশ

তারপর মারু দেবী অর্ধ-সুপ্ত অর্ধ-জাগরিত অবস্থায় ঘুমাইতে ঘুমাইতে প্রথমে দেখিলেন একটি বৃষভ মুখ তুলিয়া [উঁচাইয়া] আসিতেছে। তারপর সেই মারু দেবী সিংহ দেখিলেন। এইরূপে তিনি সেই চতুর্দশ মহাস্বপ্নের এক-একটি দেখিতে লাগিলেন এবং যথাক্রমে ত্রয়োদশ স্বপ্নটি দেখিলেন। শেষে গজ দেখিলেন। দেখিয়াই জাগিয়া উঠিলেন। জাগিয়া উঠিয়া হৃষ্টচিত্তা আনন্দিতা প্রীতিমনাঃ এবং পরম সৌমনস্যবশে বিসর্পিত-হৃদয়া ও [বৃষ্টি-] ধারাহত-কদম্ববৎ সমুচ্ছ্বসিত-হৃদয়া হইয়া স্বপ্নবরণ করিয়া লইলেন। লইয়া শয্যা হইতে উঠিলেন। উঠিয়া অত্বরিত, অচপল, অবিহ্বল, অবিলম্বিত রাজহংস-সদৃশ গতিতে যেখানে কুলকর নাভি ছিলেন সেইখানে গেলেন। গিয়া নাভি কুলকরকে সেই ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, মনোমোহন, উদার, কল্যাণকর, শুভ, ধন্য, মাঙ্গল্য, শোভন-শ্রী, হৃদয়-গ্রাহ্য, হৃদয়-প্রহ্লাদন, মিত-মধুর-মঞ্জুল বাক্যে সংলাপ করিতে করিতে জাগাইলেন। তারপর সেই মারু দেবী নাভি কুলকর কর্তৃক অভ্যনুজ্ঞাত হইয়া নানা-মণিরত্ন-খচিত ও বহুচিত্রে চিত্রিত ভদ্রাসনে বসিলেন। বসিয়া আশ্বস্ত ও বিশ্বস্তভাবে সুখাসন-বরে আসীনা হইয়া নাভিকুলকরকে সেই ইষ্ট কান্ত······যাবৎ বাক্যে এই কথা বলিলেন। "ওগো স্বামিন্! আমি আজ শয্যায় অর্ধসুপ্ত অর্ধজাগরিত অবস্থায় ঘুমাইতে ঘুমাইতে এইরূপ উদার, কল্যাণ, শিব, ধন্য, মাঙ্গল্য, শোভনশ্রী, সৌম্য ও সুরূপ চৌদ্দটি মহাস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিয়াছি। সেগুলি এই: ঋষভ, সিংহ, অভিষেক, [পুষ্প-] দাম, শশী, দিনকর, ধ্বজ, কুম্ভ, পদ্ম

ঝয় কুংভ পউমসর সাগর বিমাণ-ভবণ রয়ণুচ্চয় সিহী গয়॥ তং এএসিং, সামী! ওরালাণং চোদ্দসণ্হং মহাসুমিণাণং কে মন্নে কল্লাণে ফলবিত্তিবিসেসে ভবিসস্‌ই?" তএ ণং নাভি-কুল-গরো মারু দেবীএ অংতিএ এয়মট্‌ঠং সোচ্চা নিসম্ম হট্‌ঠ-তুট্‌ঠ-চিত্তে আণংদিএ পীইমণে পরম-সোমণস্‌সিএ হরিস-বস-বিসপ্পমাণ-হিয়এ ধারা - হয় - নীৰ - সুরহি-কুসুম-চংচুমালইয়-রোম-কূবে তে সুমিণে ওগিণ্হই। ওগিণ্হইত্তা ঈহং পবিসই। পবিসিত্তা অপ্পণো সাহাবিএণং মই-পুব্বএণং বুদ্ধি-বিন্নাণেণং তেসিং সুমিণাণং অত্থোগ্গহং করেই। করিত্তা মারুং দেবিং তাহিং ইট্‌ঠাহিং জাব মংগল্লাহিং মিয়-মহুর-সস্‌সিরীয়াহিং বগ্গূহিং গিরাহিং সংলবমাণে ২ এবং বয়াসী॥ "ওরালা ণং তুমে, দেবাণুপ্পিএ! সুমিণা দিট্‌ঠা। জাব সসি-সোমাকারং কংতং পিয়দংসণং সুরূবং দারয়ং পয়াহিসি॥ সে বি য় ণং দারএ উম্মুক্ক-ৰালভাবে বিন্নায়-পরিণয়-মিত্তে জোব্বণগমণুপ্পত্তে সূরে বীরে বিক্কংতে বিত্থিন্ন-বিউল-ৰল-বাহণে রজ্জবঈ রায়া ভবিস্‌সই। জিণে বা তেল্লোক-নায়গে ধম্ম-বর-চাউরংত-চক্কবট্টী॥" ততে ণং সা মারু দেবী এয়মট্‌ঠং সোচ্চা নিসম্ম হট্‌ঠ-তুট্‌ঠ -জাব হিয়য়া করয়ল-পরিগ্গহিয়ং দসনহং সিরসাবত্তং মত্থএ অংজলিং কট্টু তে সুমিণে সম্মং পড়িচ্ছই। পড়িচ্ছিত্তা নাভি-কুলগরেণং অৰ্ভণুন্নায়া সমাণী নাণা-মণি-রয়ণ-ভত্তি-চিত্তাও ভদ্দাসণাও অৰ্ভুট্‌ঠেই। অৰ্ভুট্‌ঠিত্তা অতুরিয়ং অচবলং অসংভংতাএ অবিলংৰিয়াএ রায়হংস-সরিসীএ গঈএ জেণেব সএ ভবণে, তেণেব উবাগচ্ছই। উবাগচ্ছিত্তা সয়ং ভবণং অণুপ্পবিট্‌ঠা॥

সরোবর, সাগর, বিমান-ভবন, রত্নোচ্চয়, অগ্নিশিখা ও গজ। তা, স্বামিন্! এই সব উদার চৌদ্দটি মহাস্বপ্নে কি কি কল্যাণকর ফলবিত্তি সূচনা করিতেছে?” তখন নাভি কুলকর মারু দেবীর নিকট এই কথা শুনিয়া ও অবধারণ করিয়া হৃষ্ট-তুষ্ট, আনন্দিত, প্রীতিমনাঃ, পরম সৌমনস্য-বশে বিসর্পিতহৃদয় [বৃষ্টি-] ধারাহত সুরভি-নীপ-কুসুমের চঞ্চুর ন্যায় উচ্ছ্বসিত-লোমকূপ হইয়া সেই স্বপ্নগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেন। দেখিয়া ঈহা অর্থাৎ বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। হইয়া নিজের স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের সাহায্যে স্বপ্নগুলির অর্থ গ্রহণ করিলেন। করিয়া মারু দেবীকে সেই ইষ্ট, কান্ত…যাবৎ…মিত মধুর-সশ্রীক বল্গু (মনোহর) বাক্যে আলাপ করিতে করিতে এই কথা বলিলেন। “ওগো, দেবানুপ্রিয়ে! উদার স্বপ্ন তুমি দেখিয়াছ! ……যাবৎ……শশীর ন্যায় সৌম্যাকার, কান্ত, প্রিয়দর্শন ও সুরূপ পুত্র প্রসব করিবে। সেই বালকটি তাহার বাল্য গত হইলে যৌবনে উপনীত হইয়া বিজ্ঞানে পরিণতি হইবামাত্র শূর, বীর, বিক্রান্ত, বিস্তীর্ণ-বিপুল-বল-বাহন-সম্পন্ন রাজ্যপতি রাজা হইবে। অথবা ত্রৈলোক্য-নায়ক ধর্মবর চাতুরন্ত চক্রবর্তী জিন হইবে।” তারপর মারু দেবী এই কথা শুনিয়া ও বুঝিয়া হৃষ্টতুষ্ট……যাবৎ…...করতলে বদ্ধ অঞ্জলির দশ নখ মাথায় ঠেকাইয়া সেই স্বপ্নগুলি বরণ করিযা লইলেন। লইয়া নাভি কুলকরের অনুমতি লইয়া নানা-মণি-রত্ন-খচিত ও চিত্রিত ভদ্রাসন হইতে উঠিলেন। উঠিয়া অত্বরিত, অচপল, অবিহ্বল, অবিলংবিত, রাজহংসতুল্য গতিতে যেখানে নিজের ভবন সেইখানে গেলেন। গিয়া নিজের ভবনে প্রবেশ করিলেন।

পরিশিষ্ট চ

২০৯ সুত্তের অংশ

তএ ণং সে নাভিকুলগরো ভবণবই-বাণমংতর-জোইস-বেমাণিএহিং দেবেহিং তিত্থয়র-জম্মণ-অভিসেয়-মহিমাএ কয়াএ সমাণীএ পচ্চূস-কাল-সময়ংসি নগর-গুত্তিএ সদ্দাবেই। সদ্দাবিত্তা এবং বয়াসী। "খিপ্পমেব ভো দেবাণুপ্পিয়া! পুরিমতাল নগরে চারগ-সোহণং করেহ। করিত্তা মাণুম্মাণ-বদ্ধণং করেহ। উস্সুংকং চ উক্করং চ করেহ নগরং। করিত্তা পুরিমতালং নগরং সব্ভিংতর-বাহিরিয়ং আসিয়-সম্মজ্জি-উবলেবিয়ং সংঘাড়গ-তিয়-চউক্ক-চচ্চর-চউম্মুহ-মহাপহ-পহেসু সিত্ত-সুই-সংমট্ঠ-রচ্ছংতরাবণ-বীহিয়ং মংচাইমংচ-কলিয়ং নাণাবিহ রাগ-ভূসিয়-জ্ঝয়-পড়াগ-মংডিয়ং লা-উল্লোইয়-মহিয়ং গোসীস-সরস-রত্ত-চংদণ-দদ্দর-দিন্ন-পংচংগুলি-তলং উবচিয়.- বংদণ-কলসং বংদণ-ঘড়-সুকয়-তোরণ-পড়িহুবার-দেস-ভাগং আসত্তোসত্ত-বিপুল-বট্ট-বগ্ঘাড়িয়-মল্লদাম-কলাবং পংচ-বন্ন-সরস-সুরভি-মুক্ক-পুপ্ফ-পুংজোবয়ার-কলিয়ং কালাগুরু-পবর-কুংদুরুক্ক-তুরুক্ক-ডজ্ঝংত-ধূব-মঘমঘংত-গংধুদ্ধুয়াভিরামং সুগংধ-বর-গংধিয়ং গংধবট্টি-

পরিশিষ্ট চ

২০৭ সূত্রের অংশ

তারপর ভবনপতি, ব্যন্তর, জ্যোতিষ ও বৈমানিক দেবগণ কর্তৃক তীর্থকর-জন্ম-মাহাত্ম্য-জন্য কৃত্য সম্পাদিত হইলে পর নাভি কুলকর প্রত্যূষকালে নগর-গোপ্তৃগণকে ডাকিলেন। ডাকিয়া এই কথা বলিলেন। "ভো দেবানুপ্রিয়গণ! শীঘ্র পুরিমতাল নগরে চারক-শোধন (কারাগার খুলিয়া বন্দিগণের মুক্তিদান) করিয়া দাও। দিয়া [বাজারের] মান ও মাপ (অর্থাৎ ওজন ও পরিমাপ) বাড়াইয়া দাও। নগরের শুল্ক ও কর উঠাইয়া দাও। দিয়া পুরিমতাল নগরের অভ্যন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত রাস্তার চৌমাথা (শৃঙ্গাটক), তেমাথা (ত্রিক), চতুষ্কোণ স্থান (চতুষ্ক), নগর-চত্বর, আটচালা (চতুর্দ্বার গৃহ, চতুর্মুখ), মহাপথ প্রভৃতি সর্বত্র জলসিক্ত, সম্মার্জিত ও উপলেপিত করাও। বড় রাস্তার (রথ্যার) মধ্যস্থান ও তৎসংলগ্ন আপণ-বীথিকা (সারিবদ্ধ দোকান) -গুলি সিক্ত, শুচি ও সংমৃষ্ট করাও। মঞ্চে মঞ্চে সংলগ্ন করিয়া সর্বস্থান মঞ্চভূষিত কর। সেগুলিকে নানাবিধ বর্ণে ভূষিত ধ্বজপতাকায় মণ্ডিত কর। লাজ-বিকিরণ ও উল্লোচ (চন্দ্রাতপ) উত্তোলন দ্বারা উৎসবিত কর। গোশীর্ষ (চন্দন-বিশেষ), রক্তচন্দন ও দর্দর (নামক গন্ধদ্রব্য) সরস করিয়া বাঁটিয়া তাহাতে পঞ্চাঙ্গুলিযুক্ত করতলের ছাপ দেওয়াও। বহু মঙ্গল কলস স্থাপন কর এবং প্রতি তোরণের দ্বার-দেশ-ভাগে বন্দন-ঘট স্থাপন করাও। ফুলের মালার সঙ্গে ফুলের মালা আলগা করিয়া ও ঘন করিয়া জড়াইয়া মোটা করিয়া সেই মোটা মালা দিয়া সব জায়গা মাল্যদাম-কলাপিত করাও। পঞ্চবর্ণ সরস সুরভিযুক্ত পুষ্পের পুঞ্জে [উৎসবের] উপচার করাও। শ্রেষ্ঠ কালাগুরু, কুন্দুরুক্ক, তুরুক্ক প্রভৃতির সহিত ধূপ পোড়াইয়া সমস্ত নগর সুগন্ধে মহ-মহ করিয়া তোল, আর গন্ধদ্রব্য ছড়াইয়া তাহার সুগন্ধে সমস্ত নগরটিকে একটি গন্ধবর্তিকাতুল্য

ভূয়ং নড় - নট্টগ - জল্ল-মল্ল-মুট্ঠিয়-বেলংবগ-কহগ-পাঢ়গ-লাসগ-আরক্খগ - লংখ-মংখ-তূণইল্ল-তুংববীণিয়-অণেগ-তালায়রাণুচরিয়ং করেহ য় কারবেহ য়। করিত্তা য় কারবিত্তা য় মম এয়মাণত্তিয়ং পচ্চপ্পিণহ। তএ ণং তে কোড়ুংবিয়-পুরিসা কুলগরেণং এবং বুত্তা সমাণা হট্ঠ-তুট্ঠ- জাব পড়িস্সুণিত্তা খিপ্পমেব পুরিমতাল-নগরে চারগসোহণং করেংতি কারবেংতি য়। করিত্তা কারবিত্তা য় মাণুম্মাণবদ্ধণং করেংতি কারবেংতি য়। করিত্তা কারবিত্তা য় পুরিমতাল-নগরং সব্ভিংতর-বাহিরিয়ং জাব তালায়রাণুচরিয়ং করেংতি কারবেংতি য়। করিত্তা কারবিত্তা য় জেণেব নাভি কুলগরে তেণেব উবাগচ্ছংতি। উবাগচ্ছিত্তা করয়ল- জাব কট্টু কুলগরস্স এয়মাণত্তিয়ং পচ্চপ্পিণংতি॥ তএ উসভস্স ণং অরহও কোসলিয়স্স অম্মাপিয়রো তইএ দিবসে চংদ-সূর-দংসণিয়ং করেংতি ছট্ঠে দিবসে ধম্ম-জাগরিয়ং করেংতি, ইক্কারসমে দিবসে বিইক্কংতে, নিব্বত্তিএ অসুই-জম্ম-কম্ম-করণে, সংপত্তে বারসাহদিবসে বিউলং অসণ-পাণ-খাইম-সাইমং উবক্খড়াবিংতি। উবক্খড়াবিত্তা মিত্ত-নাই-নিয়গ-সয়ণ- সংবংধি - পরিজণং আমং-তিত্তা, তও পচ্ছা ন্হায়া কয় - বলি-কম্মা কয়-কোউয়-মংগল-পায়চ্ছিত্তা সুদ্ধ-প্পাবেসাইং মংগল্লাইং পবরাইং বত্থাইং পরিহিয়া অপ্প- মহগ্ঘাভরণালংকিয় - সরীরা ভোয়ণ - বেলাএ ভোয়ণ-মংডবংসি সুহাসণ-বর-গয়া তেণং মিত্ত-নাই-নিয়গ-সয়ণ-সংবংধি-পরিজণেণং সদ্ধিং তং বিউলং অসণ-পাণ-খাইম-সাইমং আসাএ-মাণা বিসাএমাণা পরিভাএমাণা পরিভুংজেমাণা বিহরংতি।

করিয়া ফেল। নট, নর্তক, জল্ল, মল্ল, মুষ্টিক, বিড়ম্বক, কথক, পাঠক, লাসক, আরক্ষক, লজ্ঝ, মজ্ঝ, তূণবাদক, তুম্ববীণাবাদক এবং তালাচর ও তাহাদের অনুচরগণকে উৎসবে নিযুক্ত কর। করিয়া ও করাইয়া আমার এই আদেশ পালনের সংবাদ আমার নিকট জ্ঞাপন কর। তখন সেই কৌটুম্বিক পুরুষগণ কুলকর কর্তৃক এই ভাবে আদিষ্ট হইয়া হৃষ্ট-তুষ্ট······যাবৎ······আদেশ গ্রহণ করিয়া সত্বর পুরিমতাল নগরে চারক-শোধন (কারাগারের বন্দিমুক্তি) করিল ও করাইল। তারপর (বাজারের) মান ও মাপ বাড়াইয়া দিল ও দেওয়াইল। তারপর পুরিমতাল নগরের অভ্যন্তরে ও বাহিরে······যাবৎ তালাচর ও তাহাদের অনুচরবর্গকে উৎসবে নিযুক্ত করিল ও করাইল। তারপর যেখানে নাভি কুলকর ছিলেন সেইখানে গেল। গিয়া করতলে বদ্ধ অঞ্জলির দশনখ মাথায় ঠেকাইয়া কুলকরের নিকট এই আদেশ-প্রতিপালন-সংবাদ জ্ঞাপন করিল। তখন ঋষভের মাতাপিতা চন্দ্র-সূর্য-প্রদর্শন করিলেন, ষষ্ঠ দিবসে ধর্ম-জাগর্য্যা করিলেন। এগারো দিন গত হইলে, জাতাশৌচান্ত কৃত্য নিবৃত্ত হওয়ার পর দ্বাদশ দিবস আসিলে বিপুল অশনীয়, পানীয়, খাদ্য, সুস্বাদ্য বস্তু প্রস্তুত করাইলেন। প্রস্তুত করাইয়া মিত্র, জ্ঞাতি, নিজজন, স্বজন, সম্বন্ধীজন ও পরিজনগণকে আমন্ত্রণ করিয়া তারপর স্নাত হইয়া, বলিকর্ম করিয়া, কৌতুকমঙ্গল ও ও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া অশৌচান্তে পরিধানযোগ্য শুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ মঙ্গলবস্ত্র পরিয়া অল্প অথচ মহার্ঘ অলঙ্কারে দেহ অলঙ্কৃত করিয়া ভোজন-বেলায় ভোজন-মণ্ডপে গিয়া শ্রেষ্ঠ সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া সেই মিত্র, জ্ঞাতি, নিজজন, স্বজন, সম্বন্ধীজন ও পরিজনগণের সহিত সেই বিপুল অশনীয়, পানীয়, খাদ্য ও সুস্বাদ্য বস্তুসমূহ আস্বাদন করিয়া, স্বাদ-বিস্বাদ বুঝিয়া, ভাগ করিয়া একত্র ভোজন করিয়া বিহার করিলেন।

পরিশিষ্ট ছ

৩৩—৪৬ সূত্রের পাঠান্তর

তএ ণং সা তিসলা খত্তিয়াণী ইক্কং চ ণং মহং পংডরং ধবলং সেয়ং সংখউল - বিমল -দধি-ঘণ-গো-খীর-ফেণ-রয়-নিকর-পয়াসং থির - লট্ঠ - পউট্ঠ - পীবর - সুসিলিট্ঠ -বিসিট্ঠ-তিক্‌খ-দাঢ়া-বিড়ংবিয়-মুহং রত্তোপ্পল-পত্ত-পউম - নিল্লালিয়গগ - জীহং বট্ট - পড়িপুন্ন - পসত্থ - নিদ্ধ -মহু-গুলিয়-পিংগলক্‌খং পড়িপুন্ন-বিউল -সুজায় - খংধং নিম্মল-বর-কেসর-ধরং সোসিয়-সুনিম্মিয়-সুজায়-অপ্‌ফোড়িয়-লংগূলং সোমং সোমাকারং লীলায়ংতং জংভায়ংতং গগণ-তলাও উবয়মাণং সীহং অভিমুহং মুহে পবিসমাণং পাসিত্তা ণং পড়িবুদ্ধা ॥ ১ ॥

এক্কং চ ণং মহং পংডরং ধবলং সেয়ং সংখউল-বিমল-সন্নিকাসং বট্ট-পড়িপুন্ন-কন্নং পসত্থ-নিদ্ধ-মহু-গুলিয়-পিংগলক্‌খং অব্‌ভুগ্‌গয়-মল্লিয়া-ধবল-দংতং কংচণ-কোসী-পবিট্ঠ-দংতং আণামিয় - চাব-রুইল-সংবিল্লিয়গ্‌গ-সোংডং অল্লীণ - পমাণ - জুত্ত - পুচ্ছং সেয়ং চউদ্দংতং হত্থি-রয়ণং সুমিণে পাসিত্তা ণং পড়িবুদ্ধা ॥ ২ ॥

এক্কং চ ণং মহং পংডুরং ধবলং সেয়ং সংখউল - বিউল-সন্নিকাসং বট্ট -পড়িপুন্ন-কংঠং বেল্লিয় - কক্কড়চ্ছং বিসমুন্নয় - বস-

পরিশিষ্ট ছ

৩৩-৪৬ সূত্রের পাঠান্তর

তখন সেই ত্রিশলা ক্ষত্রিয়াণী দেখিলেন যে একটি মহান্ সৌম্য, সৌম্যাকার, ক্রীড়মান, জৃম্ভায়মান, পাণ্ডুর, ধবল ও শ্বেতবর্ণ সিংহ গগনতল হইতে লাফাইতে লাফাইতে তাঁহার অভিমুখে আসিয়া মুখে প্রবেশ করিতেছে,—দেখিয়া তিনি জাগিয়া উঠিলেন। শঙ্খকুলের (রাশীকৃত শঙ্খের) ন্যায়, বিমল দধির ন্যায়, ঘন গোদুগ্ধের ন্যায়, ফেনময় জলস্রোত-নিকরের ন্যায় তাহার প্রকাশ (বর্ণ)। স্থির, লষ্ট (=মনোরম-দর্শন), প্রকৃষ্ট (উৎকৃষ্ট), পীবর (স্থূল), সুশ্লিষ্ট (=সুসংবদ্ধ), বিশিষ্ট (লক্ষণীয়) এবং তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রায় তাহার মুখ বিড়ম্বিত (চিহ্নিত)। রক্তোৎপলের পত্র (দল) অথবা পদ্মতুল্য, অগ্রভাগে লালাযুক্ত তাহার জিহ্বা। বৃত্তাকার, প্রতিপূর্ণ, প্রশস্ত, স্নিগ্ধ, মধুনির্মিত ক্ষুদ্র গোলকের ন্যায় এবং পিঙ্গলবর্ণ তাহার অক্ষি। প্রতিপূর্ণ, সুজাত (সুন্দর) তাহার স্কন্ধ। নির্মল ও শ্রেষ্ঠ তাহার কেশর। সুন্দরভাবে উচ্ছ্রিত, সুনির্মিত, সুজাত ও আস্ফোটিত তাহার লাঙ্গুল ॥ ১ ॥

একটি মহান্ পাণ্ডুর ধবল শ্বেত চতুর্দন্ত হস্তিরত্ন স্বপ্নে দেখিয়া [ত্রিশলা] জাগিয়া উঠিলেন। শঙ্খকুল (শাঁখের রাশি) তুল্য বিমল ও সুপ্রকাশ তাহার বর্ণ। বৃত্তাকার ও প্রতিপূর্ণ তাহার কর্ণ। প্রশস্ত, স্নিগ্ধ ও মধুনির্মিত ক্ষুদ্র গোলকের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ তাহার অক্ষি। অভ্যুদ্গত (বহিরাগত) ও মল্লিকার ন্যায় ধবল তাহার দন্ত। সেই দন্ত কাঞ্চন-নির্মিত কোশী অর্থাৎ আধারে প্রবিষ্ট। ঈষৎ অবনমিত, চাপতুল্য রুচির, বিদলিতাগ্র তাহার শুণ্ড। আলীন (=শয়ান) বৎ প্রমাণানুরূপ ও দেহে সংযুক্ত তাহার পুচ্ছ ॥ ২ ॥

একটি মহান্ পাণ্ডুর ধবল শ্বেত বৃষভ স্বপ্নে দেখিয়া [ত্রিশলা জাগিয়া ...]ন। বিপুল শঙ্খরাশির ন্যায় তাহার [শুভ্র] বর্ণ। বৃত্তাকার

হোট্‌ঠং চল-চবল-পীণ-ককুহং অল্লীণ-পমাণ-জুত্ত-পুচ্ছং সেয়ং ধবলং বসহং সুমিণে পাসিত্তা ণং পড়িবুদ্ধা ॥ ৩ ॥

এক্কং চ ণং মহং সিরিয়াভিসেয়ং সুমিণে পাসিত্তা ণং পড়িবুদ্ধা ॥ ৪ ॥

এক্কং চ ণং মহং মল্লদামং বিবিহ-কুসুমোবসোহিয়ং পাসিত্তা ণং পড়িবুদ্ধা ॥ ৫ ॥

এক্কং চ ণং চংদিম-সূরিম-গণং উভও পাসে উগ্গয়ং সুবিণে পাসিত্তা ণং পড়িবুদ্ধা ॥ ৬ । ৭ ॥

এক্কং চ ণং মহং মহিংদজ্ঝয়ং অণেক-কুড়ভী-সহস্স-পরিমংডিয়াভিরামং সুবিণে পাসিত্তা ণং পড়িবুদ্ধা ॥ ৮ ॥

এক্কং চ ণং মহং মহিংদ-কুংভং বর-কমল-পইট্‌ঠাণং সুরহি-বর-বারি-পুন্নং পউমুপ্পল-পিহাণং আবিদ্ধ-কংঠ-গুণং সুবিণে পাসিত্তা ণং পড়িবুদ্ধা ॥ ৯ ॥

এক্কং চ ণং মহং পউমসরং বহুপ্পল-কুমুয়-নলিণ-সয়বত্ত-সহস্সবত্ত-কেসর-ফুল্লোবচিয়ং সুমিণে পাসিত্তা ণং পড়িবুদ্ধা ॥ ১০ ॥

এক্কং চ ণং সাগরং বীচী-তরংগং উম্মী-পউরং সুমিণে পাসিত্তা ণং পড়িবুদ্ধা ॥ ১১ ॥

এক্কং চ ণং মহং বিমাণং দিব্বং তুড়িয়-সদ্দ-সংপণদ্দিয়ং সুমিণে পাসিত্তা ণং পড়িবুদ্ধা ॥ ১২ ॥

এক্কং চ ণং মহং রয়ণুচ্চয়ং সব্ব-রয়ণাময়ং সুমিণে পাসিত্তা ণং পড়িবুদ্ধা ॥ ১৩ ॥

ও প্রতিপূর্ণ তাহার কণ্ঠ। বেল্লিত [কম্পমান] কর্কটের ন্যায় তাহার অক্ষি। বিষম ও ক্রমোন্নত তাহার বৃষভোষ্ঠ। চঞ্চল, চপল ও পীন (স্থূল, মাংসল) তাহার ককুদ। আলীন ও প্রমাণানুরূপ তাহার যুক্ত পুচ্ছ ॥ ৩ ॥

একটি মহৎ শ্রীযুক্ত অভিষেক স্বপ্নে দেখিয়া [ত্রিশলা] জাগিয়া উঠিলেন ॥ ৪ ॥

একটি মহৎ বিবিধ-কুসুমোপহিত মাল্যদাম দেখিয়া [ত্রিশলা] জাগিয়া উঠিলেন ॥ ৫ ॥

উভয় পার্শ্বে উদ্‌গত একটি মহৎ চন্দ্রালোকের ও সূর্য্যালোকের গণ স্বপ্নে দেখিয়া [ত্রিশলা] জাগিয়া উঠিলেন ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

অনেক সহস্র কুড়ভী (?) তে পরিমণ্ডিত অভিরামদর্শন একটি মহৎ মহেন্দ্র-ধ্বজ স্বপ্নে দেখিয়া [ত্রিশলা] জাগিয়া উঠিলেন ॥ ৮ ॥

একটি মহৎ মহেন্দ্র-কুম্ভ স্বপ্নে দেখিয়া [ত্রিশলা] জাগিয়া উঠিলেন। তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কমলসমূহ প্রবিষ্ট রহিয়াছে। সেই কুম্ভ সুরভি ও শ্রেষ্ঠ বারিতে পূর্ণ। পদ্ম ও উৎপল তাহার পিধান অর্থাৎ আচ্ছাদন। কণ্ঠে তাহার গুণ অর্থাৎ সূতা আবিদ্ধ অর্থাৎ বাঁধা রহিয়াছে ॥ ৯ ॥

একটি মহৎ পদ্ম-সরোবর স্বপ্নে দেখিয়া [ত্রিশলা] জাগিয়া উঠিলেন। তাহাতে বহু উৎপল, কুমুদ, নলিন, শতপত্র, সহস্রপত্র প্রভৃতি প্রস্ফুটিত পুষ্পের কেশর উপচিত (স্তূপীকৃত) রহিয়াছে ॥ ১০ ॥

প্রচুর বীচি, তরঙ্গ ও উর্ম্মিতে পূর্ণ একটি মহান্ সাগর স্বপ্নে দেখিয়া [ত্রিশলা] জাগিয়া উঠিলেন ॥ ১১ ॥

ত্রুটিক-শব্দে সংপ্রনর্দিত (শব্দিত) একটি মহৎ দিব্য বিমান স্বপ্নে দেখিয়া [ত্রিশলা] জাগিয়া উঠিলেন ॥ ১২ ॥

একটি মহান্ সর্ব্বরত্নময় রত্নোচ্চয় স্বপ্নে দেখিয়া [ত্রিশলা] জাগিয়া উঠিলেন ॥ ১৩ ॥

একং চ ণং মহং জলণ-সিহিং নিদ্ধূমং সুমিণে পাসিত্তা ণং পড়িবুদ্ধা ॥ ১৪ ॥

একটি নির্ধূম মহতী জ্বলন-শিখা স্বপ্নে দেখিয়া [ত্রিশলা] জাগিয়া উঠিলেন ॥ ১৪ ॥

জিণচরিত্তং

থেরাবলী

জিনচরিত্র

স্থবিরাবলী

থেরাবলী

তেণং কালেণং তেণং সময়েণং সমণস্স ভগবও মহাবীরস্স নব গণা ইক্কারস গণহরা হোত্থা। "সে কেণট্ঠেণং ভংতে! এবং বুচ্চই: সমণস্স ভগবও মহাবীরস্স নব গণা ইক্কারস গণহরা হোত্থা?" "সমণস্স ভগবও মহাবীরস্স জেট্ঠে ইংদভূঈ অণগারে গোয়ম-গোত্তেণং পংচ সমণ-সয়াইং বাএই; মজ্ঝিমে অগ্নিভূঈ অণগারে গোয়ম-গোত্তেণং পংচ সমণ-সয়াইং বাএই; কণীয়সে অণগারে বাউভূঈ নামেণং গোয়ম-গোত্তেণং পংচ সমণ-সয়াইং বাএই; থেরে অজ্জ-বিয়ত্তে ভারদ্দাএ গোত্তেণং পংচ সমণ-সয়াইং বাএই; থেরে অজ্জ-সুহম্মে অগ্‌গিবেসায়ণ-গোত্তেণং পংচ সমণ-সয়াইং বাএই; থেরে মংডিয়পুত্তে বাসিট্ঠ-গোত্তেণং অদ্ধুট্ঠাইং সমণ-সয়াইং বাএই; থেরে মোরিয়পুত্তে কাসব-গোত্তেণং অদ্ধুট্ঠাইং সমণ-সয়াইং বাএই; থেরে অকংপিএ গোয়ম-গোত্তেণং থেরে অয়লভায়া হারিয়ায়ণ-গোত্তেণং, তে দুন্নি বি থেরা তিন্নি তিন্নি সমণ-সয়াইং বাএংতি; থেরে মেয়জ্জে থেরে পভাসে, এএ দুন্নি বি থেরা কোডিন্ন-গোত্তেণং তিন্নি তিন্নি সমণ-সয়াইং বাএংতি। সে তেণং অট্ঠেণং অজ্জো! এবং বুচ্চই; সমণস্স ভগবও মহাবীরস্স নব গণা ইক্কারস গণহরা হোত্থা" ॥ ১ ॥

স্থবিরাবলী

সেই কালে সেই সময়ে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের নব গণ ও একাদশ গণধর ছিলেন।

কিজন্ত একথা বলা হইয়াছে, ভদন্ত! যে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের নব গণ ও একাদশ গণধর ছিলেন?

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের জ্যেষ্ঠ অনাগারিক গৌতম-গোত্রীয় ইন্দ্রভূতি পাঁচ শত শ্রমণকে শাস্ত্রবাচন করাইতেন;

মধ্যম অনাগারিক গৌতম-গোত্রীয় অগ্নিভূতি পাঁচ শত শ্রমণকে শাস্ত্রবাচন করাইতেন;

কনিষ্ঠ অনাগারিক গৌতম-গোত্রীয় বায়ুভূতি পাঁচ শত শ্রমণকে শাস্ত্রবাচন করাইতেন।

ভারদ্বাজ-গোত্রীয় স্থবির আর্যব্যক্ত পাঁচ শত শ্রমণকে শাস্ত্রবাচন করাইতেন।

অগ্নি-বৈশ্যায়ন-গোত্রীয় স্থবির আর্য সুধর্মা পাঁচ শত শ্রমণকে শাস্ত্র-বাচন করাইতেন।

বাশিষ্ঠ-গোত্রীয় স্থবির মণ্ডিক-পুত্র আড়াই শত শ্রমণকে শাস্ত্রবাচন করাইতেন।

কাশ্যপ-গোত্রীয় স্থবির মৌর্যপুত্র আড়াই শত শ্রমণকে শাস্ত্রবাচন করাইতেন।

গৌতম-গোত্রীয় স্থবির অকম্পিত ও হারিতায়ন-গোত্রীয় স্থবির অচলভ্রাতা ইঁহারা দুজন স্থবির তিন তিন শত শ্রমণকে শাস্ত্রবাচন করাইতেন।

কৌণ্ডীন্ত-গোত্রীয় স্থবির মৈতার্য ও কৌণ্ডীন্ত-গোত্রীয় স্থবির প্রভাস; ইঁহারা দুজন স্থবির তিন তিন শত শ্রমণকে শাস্ত্রবাচনা করাইতেন।

এই কারণে, আর্য! এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের নব গণ ও একাদশ গণধর ছিলেন॥ ১॥

সব্বে এএ সমণস্‌স ভগবও মহাবীরস্‌স ইক্কারস বি গণহরা তুবালসংগিণো চউদ্দস-পুব্বিণো সমত্ত-গণি-পিড়গ-ধারগা রায়গিহে নগরে মাসিএণং ভত্তেণং অপাণএণং কালগয়া বিইক্কংতা সমুজ্জায়া ছিন্ন-জাই-জরা-মরণ-ৰংধণা সিদ্ধা মুত্তা অংত-গড়া পরিনিব্বুড়া সব্ব-তুক্‌খ-প্‌পহীণা। থেরে ইংদভূঈ থেরে অজ্জ-সুহম্মে সিদ্ধি-গএ মহাবীরে পচ্ছা তুন্নি বি থেরা পরিনিব্বুয়া। জে ইমে অজ্জত্তাএ সমণা নিগ্‌গংঠা, এএ সব্বে অজ্জ-সুহম্মস্‌স অণগারস্‌স অবচ্চেজ্জা, অবসেসা গণহরা নিরবচ্চা বোচ্ছিন্না ॥ ২ ॥

সমণে ভগবং মহাবীরে কাসব-গোত্তেণং। সমণস্‌স ভগবও মহাবীরস্‌স কাসব-গোত্তস্‌স অজ্জ-সুহম্মে থেরে অংতেবাসী অগ্‌গি-বেসায়ণ-সগোত্তে। থেরস্‌স ণং অজ্জ-সুহম্মস্‌স অগ্‌গি-বেসায়ণ-সগোত্তস্‌স অজ্জ-জংবূ-নামে থেরে অংতেবাসী কাসবগোত্তে। থেরস্‌স ণং অজ্জ-জংবূনামস্‌স কাসব-গোত্তস্‌স অজ্জ-প্‌পভবে থেরে অংতেবাসী কচ্চায়ণ-সগোত্তে। থেরস্‌স ণং অজ্জ-সিজ্জংভবে থেরে অংতেবাসী মণগ-পিয়া বচ্ছ-সগোত্তে। থেরস্‌স ণং অজ্জ-সিজ্জংভবস্‌স মণগ-পিউণো বচ্ছ-সগোত্তস্‌স থেরে অংতেবাসী অজ্জ-জসভদ্দে তুংগিয়ায়ণ-সগোত্তে ॥ ৩ ॥

সংখিত্ত-বায়ণাএ অজ্জ-জসভদ্দাও অগ্‌গও এবং থেরাবলী ভণিয়া, তং জহা: থেরস্‌স ণং অজ্জ-জসভদ্দাও তুংগিয়ায়ণ-সগোত্তস্‌স অংতেবাসী তুবে থেরা। থেরে অজ্জ-সংভূয়বিজএ মাঢর-সগোত্তে, থেরে অজ্জ-ভদ্দ-বাহু পাঈণ-সগোত্তে। থেরস্‌স ণং অজ্জ-সংভূয়বিজয়স্‌স মাঢর-সগোত্তস্‌স অংতেবাসী থেরে

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের এই এগারো জন গণধরের সকলেই দ্বাদশ অঙ্গ, চতুর্দশ পূর্ব ও গণি- (অর্থাৎ গণধর-) গণের সমগ্র পিটক (ধর্মশাস্ত্র) সমূহে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহারা সকলেই মাসান্তে একবারমাত্র আহার গ্রহণ করিবার ও কোনও প্রকার পানীয় গ্রহণ না করিবার ব্রত লইয়া রাজগৃহ নগরে কালগত হইয়াছেন, ব্যতিক্রান্ত হইয়াছেন, সমুদ্‌যাত হইয়াছেন, জন্ম, জরা ও মরণের বন্ধন কাটিয়াছেন, সিদ্ধ হইয়াছেন, বুদ্ধ হইয়াছেন, মুক্ত হইয়াছেন, অন্তকৃৎ হইয়াছেন, পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছেন ও সর্বদুঃখপ্রহীন হইয়াছেন। মহাবীরের (পরিনির্বাণের) পর স্থবির ইন্দ্রভূতি ও স্থবির আর্যসুধর্মা দু'জনেই পরিনির্বাণ লাভ করেন। অদ্যতনীয় যে-সকল নির্গ্রন্থ শ্রমণ আছেন তাঁহারা সকলেই অনাগার আর্য সুধর্মার ধর্মাপত্য। অন্য গণধরেরা নিরপত্য ও ব্যবচ্ছিন্ন ॥ ২ ॥

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর কাশ্যপ-গোত্রীয় ছিলেন। কাশ্যপ-গোত্রীয় শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের অন্তেবাসী স্থবির আর্যসুধর্মা অগ্নিবৈশায়ন-গোত্রীয় ছিলেন। অগ্নিবৈশায়নগোত্রীয় আর্য সুধর্মার অন্তেবাসী আর্য জম্বুনামা কাশ্যপ-গোত্রীয়। কাশ্যপ-গোত্রীয় স্থবির আর্য জম্বুনামার অন্তেবাসী স্থবির আর্যপ্রভব কাত্যায়ন-গোত্রীয়। স্থবির (আর্যপ্রভবের) অন্তেবাসী আর্য শয্যম্ভব স্থবির বাৎস্য-গোত্রীয়; তিনি মনগের পিতা। মনগ-পিতা বাৎস্য-গোত্রীয় স্থবির আর্য-শয্যম্ভবের অন্তেবাসী স্থবির আর্য যশোভদ্র তুংগিকায়ন-গোত্রীয় ॥ ৩ ॥

সংক্ষিপ্ত বাচনায় আর্য যশোভদ্রের পরে স্থবিরাবলী এইরূপ উক্ত হইয়াছে। যথা: তুংগিকায়ন-গোত্রীয় স্থবির আর্য যশোভদ্রের অন্তেবাসী দু'জন স্থবির: মাঠর-গোত্রীয় স্থবির আর্য সংভূতবিজয় এবং প্রাচীন-গোত্রীয় স্থবির আর্য ভদ্রবাহু। মাঠর-গোত্রীয় স্থবির আর্য সংভূতবিজয়ের অন্তেবাসী স্থবির আর্য স্থূলভদ্র গৌতম-গোত্রীয়।

অজ্জ-থূলভদ্দে গোয়ম-সগোত্তে। থেরস্‌স ণং অজ্জ-থূলভদ্দস্‌স গোয়ম-সগোত্তস্‌স অংতেবাসী দুবে থেরা। থেরে অজ্জ-মহাগিরী এলাবচ্চ-সগোত্তে, থেরে অজ্জ-সুহত্থী বাসিট্‌ঠ-সগোত্তে। থেরস্‌স ণং অজ্জ-সুহত্থিস্‌স বাসিট্‌ঠ-সগোত্তস্‌স অংতেবাসী দুবে থেরা সুট্‌ঠিয়-সুপ্পড়িবুদ্ধা কোড়িয়-কাকংদগা বগ্‌ঘাবচ্চ-সগোত্তা। থেরাণং সুট্‌ঠিয়-সুপ্পড়িবুদ্ধাণং কোড়িয়-কাকংদগাণং বগ্‌ঘাবচ্চ-সগোত্তাণং অংতেবাসী থেরে অজ্জ-ইংদ-দিন্নে কোসিয়-সগোত্তে। থেরস্‌স ণং অজ্জ-ইংদদিন্নস্‌স কোসিয়-সগোত্তস্‌স অংতেবাসী অজ্জ-দিন্নে গোয়ম-সগোত্তে। থেরস্‌স ণং অজ্জদিন্নস্‌স গোয়ম-সগোত্তস্‌স অংতেবাসী থেরে অজ্জ-সীহগিরী জাঈসরে কোসিয়-সগোত্তে। থেরস্‌স ণং অজ্জ-সীহগিরিস্‌স জাঈসরস্‌স কোসিয়-সগোত্তস্‌স অংতেবাসী থেরে অজ্জ-বইরে গোয়ম-সগোত্তে। থেরস্‌স ণং অজ্জ-বইরস্‌স গোয়ম-সগোত্তস্‌স (অংতেবাসী থেরে অজ্জ-বইরসেণে উক্কোসিয়-গোত্তে। থেরস্‌স ণং অজ্জ-বইরসেণস্‌স উক্কোসিয়-গোত্তস্‌স) অংতেবাসী চত্তারি থেরা। থেরে অজ্জ-নাইলে, থেরে অজ্জ-বোমিলে, থেরে অজ্জ-জয়ংতে, থেরে অজ্জ-তাবসে। থেরাও অজ্জ-নাইলাও অজ্জ-নাইলা সাহা নিগ্‌গয়া। থেরাও অজ্জ-বোমিলাও অজ্জ-বোমিলা সাহা নিগ্‌গয়া। থেরাও অজ্জ-জয়ংতাও অজ্জ-জয়ংতী সাহা নিগ্‌গয়া। থেরাও অজ্জ-তাবসাও অজ্জ-তাবসী সাহা নিগ্‌গয়া ত্তি ॥ ৪ ॥

বিত্থর-বায়ণাএ পুণ অজ্জ-জসভদ্দাও পরও থেরাবলী এবং পলোইজ্জই, তং জহা: থেরস্‌স ণং অজ্জ-জসভদ্দস্‌স ইমে দো থেরা অংতেবাসী অহাবচ্চা অভিন্নায়া হোত্থা। তং জহা: থেরে অজ্জ-ভদ্দবাহূ পাঈণ-সগোত্তে, থেরে সংভূয়বিজএ মাঢর-

গৌতম গোত্রীয় আর্য স্থূলভদ্রের অন্তেবাসী দু'জন স্থবির: ঐলাপত্য-গোত্রীয় স্থবির আর্য মহাগিরি এবং বাশিষ্ঠ-গোত্রীয় স্থবির আর্য সুহস্তী। বাশিষ্ঠ-গোত্রীয় স্থবির আর্য সুহস্তীর অন্তেবাসী দুজন স্থবির: ব্যাঘ্রাপত্য-গোত্রীয় সুস্থিত ও সুপ্রতিবুদ্ধ; তাঁহাদের নামান্তর যথাক্রমে কোটিক ও কাকন্দক। ব্যাঘ্রাপত্য-গোত্রীয় স্থবির সুস্থিত ও সুপ্রতিবুদ্ধ নামান্তরে কোটিক ও কাকন্দকীয়—ইঁহাদের অন্তেবাসী কৌশিক-গোত্রীয় স্থবির আর্য ইন্দ্রদত্ত। কৌশিক গোত্রীয় স্থবির আর্য ইন্দ্রদত্তের অন্তেবাসী গৌতম-গোত্রীয় আর্যদত্ত। গৌতম-গোত্রীয় স্থবির আর্যদত্তের অন্তেবাসী কৌশিক-গোত্রীয় স্থবির আর্য সিংহগিরি জাতিস্মর। কৌশিক-গোত্রীয় স্থবির জাতিস্মর আর্য সিংহগিরির অন্তেবাসী গৌতম-গোত্রীয় স্থবির আর্য বজ্র। গৌতম-গোত্রীয় স্থবির আর্য বজ্রের (অন্তেবাসী উৎকৃষ্ট গোত্রীয় স্থবির আর্য বজ্রসেন। উৎকৃষ্ট-গোত্রীয় স্থবির আর্য বজ্রসেনের) অন্তেবাসী চারিজন স্থবির: স্থবির আর্য নাগিল, স্থবির আর্য বোমিল, স্থবির আর্য জয়ন্ত, স্থবির আর্য তাপস। স্থবির আর্য নাগিল হইতে আর্য-নাগিলা শাখা নির্গত হইয়াছে। স্থবির আর্য বোমিল হইতে আর্য-বোমিলা শাখা নির্গত হইয়াছে। স্থবির আর্য জয়ন্ত হইতে আর্য-জয়ন্তী শাখা নির্গত হইয়াছে। স্থবির আর্য তাপস হইতে আর্য-তাপসী শাখা নির্গত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

বিস্তর বাচনায় পুনরায় আর্য যশোভদ্রের পরবর্তী স্থবিরাবলী এইরূপ প্রোক্ত হইয়াছে। যথা: স্থবির আর্য যশোভদ্রের এই দুইজন স্থবির অন্তেবাসী অপত্যতুল্য ও অভিন্নাত্মা ছিলেন: প্রাচীন-গোত্রীয় স্থবির আর্য ভদ্রবাহু ও মাঠর-গোত্রীয় স্থবির সংভূতবিজয়। প্রাচীন গোত্রীয়

সগোত্তে। থেরস্স ণং অজ্জ-ভদ্দবাহুস্স পাঈণ-সগোত্তস্স ইমে চত্তারি থেরা অংতেবাসী অহাবচ্চা অভিন্নায়া হোত্থা। তং জহা: থেরে গোদাসে, থেরে অগ্গিদত্তে, থেরে জণদত্তে, থেরে সোমদত্তে কাসব-গোত্তেণং। থেরেহিংতো ণং গোদাসেহিংতো কাসব-গোত্তেহিংতো এত্থ ণং গোদাস-গণে নামং গণে নিগ্গএ; তস্স ণং ইমাও চত্তারি সাহাও এবমাহিজ্জংতি, তং জহা: তামলিত্তিয়া, কোডীবরিসিয়া, পোংডবদ্ধণিয়া, দাসীখব্বড়িয়া। থেরস্স ণং অজ্জ-সংভূয়বিজয়স্স মাঢর-সগোত্তস্স ইমে দুবালস থেরা অংতেবাসী অহাবচ্চা অভিন্নায়া হোত্থা। তং জহা:

নংদণভদ্দে থেরে
উবনংদে তীসভদ্দ জসভদ্দে।
থেরে য় সুমণভদ্দে
মণিভদ্দে পুন্নভদ্দে য়। ১।
থেরে য় থুলভদ্দে
উজ্জুমঈ জংবুনামধিজ্জে য়।
থেরে য় দীহভদ্দে
থেরে তহ পংডুভদ্দে। ২।

থেরস্স ণং অজ্জ-সংভূয়বিজয়স্স মাঢর-সগোত্তস্স ইমাও সত্ত অংতেবাসিণীও অহাবচ্চাও অভিন্নায়াও হোত্থা। তং জহা:

জক্খা য় জক্খদিন্না
ভূয়া তহ চেব ভূয়দিন্না য়।
সেণা বেণা রেণা
ভগিণীও থূলভদ্দস্স। ৩। ॥ ৫ ॥

থেরস্স ণং অজ্জ-থুলভদ্দস্স গোয়ম-সগোত্তস্স ইমে দো থেরা অহাবচ্চা অভিন্নায়া হোত্থা। তং জহা: থেরে

স্থবির আর্য ভদ্রবাহুর এই চারিজন স্থবির অন্তেবাসী অপত্যতুল্য ও অভিন্নাত্মা ছিলেন। যথা: স্থবির গোদাস, স্থবির অগ্নিদত্ত, স্থবির জনদত্ত, স্থবির সোমদত্ত—গোত্রে কাশ্যপ। কাশ্যপ-গোত্রীয় স্থবির গোদাস হইতে এখানে গোদাস গণ নামে গণ নির্গত হইয়াছে। তাহার এই চারিটি শাখা এইরূপ আখ্যাত হইয়াছে। যথা: তাম্রলিপ্তিকা, কোটিবর্ষীয়া, পৌণ্ড্রবর্ধনীয়া, দাসীখর্বটিকা। মাঠর-গোত্রীয় স্থবির আর্য সংভূতবিজয়ের এই দ্বাদশ স্থবির অন্তেবাসী অপত্যতুল্য ও অভিন্নাত্মা ছিলেন। যথা: নন্দনভদ্র, উপনন্দ, তিষ্যভদ্র, যশোভদ্র, সুমনোভদ্র, মণিভদ্র, পুণ্যভদ্র, স্থূলভদ্র, ঋজুমতি, জম্বু, দীর্ঘভদ্র এবং পাণ্ডুভদ্র।

মাঠর-গোত্রীয় স্থবির আর্য সংভূতবিজয়েয় এই অন্তেবাসিনীগণ অপত্যতুল্যা ও অভিন্নাত্মা ছিলেন। যথা: যক্ষা, যক্ষদত্তা, ভূতা, ভূতদত্তা, সেনা, বেনা রেণা—ইঁহারা স্থূলভদ্রের ভগিনী ॥ ৫ ॥

গৌতম-গোত্রীয় স্থবির আর্য স্থূলভদ্রের এই দু'জন স্থবির অপত্য তুল্য ও অভিন্নাত্মা ছিলেন। যথা: ঐলাপত্য-গোত্রীয় স্থবির আর্য

মহাগিরী এলাবচ্চ-সগোত্তে, থেরে অজ্জ-সুহত্থী বাসিট্‌ঠ-সগোত্তে। থেরস্‌স ণং অজ্জ-মহাগিরিস্‌স এলাবচ্চ-সগোত্তস্‌স ইমে অট্‌ঠ থেরা অংতেবাসী অহাবচ্চা অভিন্নায়া হোত্থা। তং জহা: থেরে উত্তরে, থেরে বলিস্‌সহে, থেরে ধণড্‌ঢে, থেরে সিরিড্‌ঢে, থেরে কোডিন্নে, থেরে নাগে, থেরে নাগমিত্তে, থেরে ছলুএ রোহগুত্তে কোসিয়-গোত্তেণং। থেরেহিংতো ণং ছলুএহিংতো রোহগুত্তেহিংতো কোসিয়-গোত্তেহিংতো তত্থ ণং তেরাসিয়া সাহা নিগ্‌গয়া। থেরেহিংতো ণং উত্তর-বলিস্‌সেহিংতো তত্থ ণং উত্তর বলিস্‌সহগণে নামং গণে নিগ্‌গএ। তস্‌স ণং ইমাও চত্তারি সাহাও এবমাহিজ্জংতি, তং জহা: কোসংবিয়া, সোইত্তিয়া, কোড্ডবাণী, চংদনাগরী। থেরস্‌স ণং অজ্জ-সুহত্থিস্‌স বাসিট্‌ঠ-সগোত্তস্‌স ইমে দুবালস থেরা অংতেবাসী অহাবচ্চা অভিন্নায়া হোত্থা। তং জহা:

থের'জ্জ-রোহণে ভ
দ্দজসে মেহে গণী য় কামিড্‌ঢী।
সুট্‌ঠিয়-সুপ্‌পড়িবুদ্ধে
রক্‌খিয় তহ রোহগুত্তে য়। ৪।
ইসিগুত্তে সিরিগুত্তে
গণী য় বংভে গণী য় তহ সোমে।
দস দো য় গণহরা খলু
এএ সীসা সুহত্থিস্‌স। ৫। ॥ ৬॥

থেরেহিংতো ণং অজ্জ-রোহণেহিংতো কাসব-গোত্তেহিংতো তত্থ ণং উদ্দেহগণে নামং গণে নিগ্‌গএ। তস্‌স ইমাও চত্তারি সাহাও নিগ্‌গয়াও ছচ্চ কুলাইং এবং আহিজ্জংতি। সে কিং তং সাহাও? সাহাও এবমাহিজ্জংতি, তং জহা: উড়ুংবরিজ্জিয়া,

মহাগিরি এবং বাশিষ্ঠ-গোত্রীয় স্থবির আর্য সুহস্তী। ঐলাপত্য গোত্রীয় স্থবির আর্য মহাগিরির এই আটজন অন্তেবাসী স্থবির অপত্য-তুল্য ও অভিন্নাত্মা ছিলেন। যথা: স্থবির উত্তর, স্থবির বলিস্সহ, স্থবির ধনাঢ্য, স্থবির শিরর্ধি, স্থবির কোডিন্ন, স্থবির নাগ, স্থবির নাগমিত্র ও কৌশিক-গোত্রীয় স্থবির ছলুক রোহগুপ্ত। কৌশিক-গোত্রীয় স্থবির ছলুক রোহগুপ্ত হইতে ত্রৈরাশিকা শাখা নির্গত হইয়াছে। স্থবির উত্তর এবং স্থবির বলিস্সহ হইতে উত্তর-বলিস্সহ গণ নামে গণ নির্গত হইয়াছে। তাহার এই চারিটি শাখা এইরূপে অখ্যাত হইয়াছে। যথা: কৌশাম্বিকা, সৌতপ্তিকা, কৌটুম্বিনী, চন্দ্রনাগরী। বাশিষ্ঠ-গোত্রীয় স্থবির আর্য সুহস্তীর এই বারোজন স্থবির অন্তেবাসী অপত্যতুল্য ও অভিন্নাত্মা ছিলেন। যথা: আর্য-রোহণ, ভদ্রযশাঃ, মেঘ, কামর্ধি, সুস্থিত, সুপ্রতিবুদ্ধ, রক্ষিত, রোহগুপ্ত, ঋষিগুপ্ত, শ্রীগুপ্ত, ব্রহ্মা গণী, সোম গণী। এই দশ আর দু'য়ে বারো জন গণধর স্থবির সুহস্তীর শিষ্য ॥ ৬ ॥

কাশ্যপগোত্রীয় স্থবির আর্যরোহণ হইতে উদ্দেহ গণ নামক গণ নির্গত হইয়াছে। তাহার এই চারিটি শাখা আর ছয়টি কুল এইরূপ আখ্যাত হইয়াছে। কি কি সেই শাখা-গুলি? শাখাগুলি এইরূপ আখ্যাত হইয়াছে। যথা: ঔদুম্বরীয়া,

মাসপূরিয়া, মইপত্তিয়া, সুন্নপত্তিয়া। সে তং সাহাও। সে কিং তং কুলাইং ? কুলাইং এবমাহিজ্জংতি ; তং জহা :

পঢ়মং চ নাগভূয়ং
বীয়ং পুণ সোমভূইয়ং হোই।
অহ উল্লগচ্ছ তইয়ং
চউত্থয়ং হত্থিলিজ্জং তু। ৬।

পংচমগং নংদিজ্জং
ছট্‌ঠং পুণ পারিহাসয়ং হোই।
উদ্দেহ গণস্‌সেএ
ছচ্চ কুলা হোংতি নায়ব্বা। ৭।

থেরেহিংতো ণং সিরিগুত্তেহিংতো হারিয়-সগোত্তেহিংতো এত্থ ণং চারণগণে নামং গণে নিগ্‌গএ ; তস্‌স ণং ইমাও চত্তারি সাহাও সত্ত য় কুলাইং এবমাহিজ্জংতি। সে কিং তং সাহাও ? সাহাও এবমাহিজ্জংতি, তং জহা : হারিয়মালাগারী, সংকাসিয়া গবেধুয়া, বজ্জণাগারী। সে তং সাহাও। সে কিং তং কুলাইং ? কুলাইং এবমাহিজ্জংতি, তং জহা :

পঢ়মেত্থ বচ্ছলিজ্জং
বীয়ং পুণ পীইধম্মিয়ং হোই।
তইয়ং পুণ হালিজ্জং
চউত্থং পূসমিত্তিজ্জং। ৮।
পংচমগং মলিজ্জং
ছট্‌ঠং পুণ অজ্জ-চেডয়ং হোই।
সত্তমগং কন্‌হসহং
সত্ত কুলা চারণগণস্‌স। ৯।॥ ৭॥

মাসপুরিয়া, মতিপ্রাপ্তিকা, শুল্কপ্রাপ্তিকা। এইগুলি সেই শাখা। কুল কি কি? কুলগুলি এইরূপ আখ্যাত হইয়াছে। যথা: প্রথম নাগভূত, দ্বিতীয় সোমভূতিক, তৃতীয় উল্লগচ্ছ (আর্দ্রকচ্ছ?), চতুর্থ হস্তিলীয়, পঞ্চম নন্দীয়, ষষ্ঠ পারিহাসক। উদ্দেহগণের এই ছয়টি কুল জানিতে হইবে।

হারিতগোত্রীয় স্থবির শ্রীগুপ্ত হইতে এখানে চারণগণ নামে গণ নির্গত হইয়াছে। তাহার এই চারিটি শাখা আর সাতটি কুল এইরূপ আখ্যাত হইয়াছে। শাখা কি কি? শাখা এইরূপ আখ্যাত হইয়াছে। যথা: হারিতমালাকারী, সাংকাশ্যা, গবেধুকা, বজ্রনাগারী। এইগুলি শাখা।

কুল কি কি? কুল এইরূপ আখ্যাত হইয়াছে। যথা: প্রথম বৎসলীয়, দ্বিতীয় প্রীতি-ধার্মিক, তৃতীয় হালীয়, চতুর্থ পৌষমৈত্রেয়, পঞ্চম মালেয়, ষষ্ঠ আর্যচেটক, সপ্তম কৃষ্ণসখ,—চারণ গণের এই সাত কুল ॥ ৭ ॥

থেরেহিংতো ভদ্দজসেহিংতো ভারদ্দায়-সগোত্তেহিংতো এত্থ ণং উড়ুবাড়িয়গণে নামং গণে নিগ্গএ। তস্স ণং ইমাও চত্তারি সাহাও তিন্নি য় কুলাইং এবমাহিজ্জংতি। সে কিং তং সাহাও? সাহাও এবমাহিজ্জংতি, তং জহা: চংপিজ্জিয়া, ভদ্দিজ্জিয়া, কাকংদিয়া, মেহলিজ্জিয়া; সে তং সাহাও। সে কিং তং কুলাইং? কুলাইং এবমাহিজ্জংতি তং জহা:

ভদ্দজসিয়ং তহ ভদ্দ—
গুত্তিয় তইয়ং চ হোই জসভদ্দং।
এয়াইং উড়ুবাড়িয়—
গণস্স তিন্নে'ব য় কুলাইং। ১০।

থেরেহিংতো ণং কামিড্ঢীহিংতো কুংডল- ['কোডিন্ন'—পাঠান্তরে] সগোত্তেহিংতো এত্থ ণং বেসবাড়িয়গণে নামং গণে নিগ্গএ। তস্স ণং ইমাও চত্তারি সাহাও চত্তারি কুলাইং এবমাহিজ্জংতি। সে কিং তং সাহাও? সাহাও এবমাহিজ্জংতি, তং জহা: সাবত্থিয়া, রজ্জপালিয়া, অংতরিজ্জিয়া, খেমলিজ্জিয়া, সে তং সাহাও। সে কিং তং কুলাইং? কুলাইং এবমাহিজ্জংতি, তং জহা:

গণিয়ং মেহিয় কামিড্
ঢিয়ং চ তহ হোই ইংদপুরগং চ।
এয়াই বেসবাড়িয়
গণস্স চত্তারি য় কুলাইং। ১১। ॥ ৮ ॥

থেরেহিংতো ণং ইসিগুত্তেহিংতো কাকংদিয়েহিংতো বাসিট্ঠ-সগোত্তেহিংতো এত্থ ণং মাণবগণে নামং গণে নিগ্গএ। তস্স ণং ইমাও চত্তারি সাহাও তিন্নি য় কুলাইং এবমাহিজ্জংতি। সে কিং তং সাহাও? সাহাও এবমাহিজ্জংতি, তং জহা:

ভারদ্বাজ-গোত্রীয় স্থবির ভদ্রযশাঃ হইতে এখানে উড়ুবাড়িয় গণ নামে একটি গণ নির্গত হইয়াছে। তাহার এই চারিটি শাখা ও তিনটি কুল এইরূপ আখ্যাত আছে। শাখা কি কি? শাখাগুলি আখ্যাত হইতেছে। যথা: চম্পীয়া, ভদ্রীয়া, কাকন্দিয়া, মেখলীয়া। এই চারিটি শাখা। কুল কি কি? কুলগুলি এইরূপ আখ্যাত হইতেছে। যথা: ভদ্রযশস্য, ভদ্রগুপ্তীয়, এবং তৃতীয় হইতেছেন যশোভদ্র—এই তিনটি উড়ুবাড়িয় গণের কুল।

কুণ্ডল- [পাঠান্তরে কৌণ্ডীন্য-] গোত্রীয় স্থবির কামর্ধি হইতে এখানে বেসবাড়িয় গণ নামক গণ নির্গত হইয়াছে। তাহার এই চারিটি শাখা এবং চারিটি কুল আখ্যাত হয়। শাখা কি কি? শাখাগুলি এই আখ্যাত হইতেছে। যথা: শ্রাবস্তিকা, রাজ্যপালিকা, অন্তরীয়া, ক্ষেমলীয়া। এই চারিটি শাখা। কি কি কুল? কুলগুলি এইরূপ আখ্যাত হইতেছে। যথা: গণিক, মেহিয়, কামর্ধিক, ইন্দ্রপূরক—বেসবাড়িয় গণের এই চারিটি কুল ॥ ৮ ॥

বাশিষ্ঠ-গোত্রীয় স্থবির ঋষিগুপ্ত কাকন্দিক হইতে এখানে মানব গণ নামক একটি গণ নির্গত হইয়াছে। তাহার এই চারিটি শাখা ও তিনটি কুল এইরূপ আখ্যাত হয়। সেই শাখাগুলি কি কি? শাখাগুলি

কাসবিজ্জিয়া, গোয়মিজ্জিয়া, বাসিট্‌ঠিয়া, সোরট্‌ঠিয়া ; সে তং সাহাও। সে কিং তং কুলাইং ? কুলাইং এবমাহিজ্জংতি, তং জহা :

ইসিগুত্তিয়ত্থ পঢ়মং
ৰিইয়ং ইসিদত্তিয়ং মুণেয়ব্বং।
তইয়ং চ অভিজসং তং
তিন্নি কুলা মাণবগণস্‌স। ১২।

থেরেহিংতো সুট্‌ঠিয়-সুপ্‌পড়িৰুদ্ধেহিংতো কোড়িয়-কাকংদ-এহিংতো বগ্‌ঘাবচ্চ-সগোত্তেহিংতো এত্থ ণং কোড়িয়গণে নামং গণে নিগ্‌গএ। তস্‌স ণং ইমাও চত্তারি সাহাও চত্তারি কুলাইং এবমাহিজ্জংতি। সে কিং তং সাহাও ? সাহাও এবমাহিজ্জংতি, তং জহা :

উচ্চনাগরী বিজ্জা
হরী য় বইরী য় মজ্‌ঝিমিল্লা য়।
কোড়িয়গণস্‌স এয়া
হবংতি চত্তারি সাহাও। ১৩।

সে তং সাহাও। সে কিং তং কুলাইং ? কুলাইং এবমাহিজ্জংতি, তং জহা :

পঢ়মিত্থ ৰংভলিজ্জং
ৰিইয়ং নামেণ বচ্ছলিজ্জং তু।
তইয়ং পুণ বাণিজ্জং
চউত্থয়ং পণ্‌হবাহণয়ং। ১৪। ॥ ৯॥

থেরাণং সুট্‌ঠিয় - সুপ্‌পড়িৰুদ্ধাণং কোড়িয় - কাকংদগাণং বগ্‌ঘাবচ্চ - সগোত্তাণং ইমে পংচ থেরা অংতেবাসী অহাবচ্চা অভিন্নায়া হোত্থা। তং জহা : থেরে অজ্জ-ইংদদিন্নে, থেরে

এইরূপ। যথা : কাশ্যপীয়া, গৌতমীয়া, বাশিষ্ঠ্য, সৌরাষ্ট্রীয়া। এই চারিটি শাখা। সেই কুলগুলি কি কি? কুলগুলি এইরূপ আখ্যাত হয়। যথা : প্রথম ঋষিগুপ্তীয়, দ্বিতীয় ঋষিদত্তীয়, তৃতীয় অভিযশা :—এই তিন কুল মানবগণের।

ব্যাঘ্রাপত্যগোত্রীয় স্থবিরদ্বয় সুস্থিত (নামান্তরে কোটিক) ও সুপ্রতিবুদ্ধ (নামান্তরে কাকন্দক) হইতে কোটিক গণ নামে একটি গণ নির্গত হইয়াছে। তাহার এই চারিটি শাখা ও চারিটি কুল এইরূপ আখ্যাত আছে। সেই শাখাগুলি কি কি? শাখাগুলি এইরূপ আখ্যাত আছে। যথা : উচ্চানাগরী, বিদ্যাধরী, বজ্রী, মাধ্যমিলা।—কোটিক গণের এই চারিটি শাখা।

কুলগুলির নাম কি কি? কুলগুলি এইরূপ আখ্যাত আছে। যথা : প্রথম ব্রহ্মলীয়া, দ্বিতীয় বাৎসলীয়া, তৃতীয় বাণিজ্য ও চতুর্থ প্রশ্নবাহনক ॥ ৯ ॥

ব্যাঘ্রাপত্য-গোত্রীয় স্থবিরদ্বয় সুস্থিত (নামান্তরে কোটিক) ও সুপ্রতিবুদ্ধ (নামান্তরে কাকন্দক)—ইঁহাদের দু'জনের এই পাঁচজন অন্তেবাসী অপত্যতুল্য ও অভিন্নাত্মা ছিলেন। যথা : স্থবির আর্য ইন্দ্রদত্ত,

পিয়গংঠে, থেরে বিজ্জাহরগোবালে. কাসব-গোত্তেণং, থেরে ইসিদত্তে, থেরে অরিহদত্তে। থেরেহিংতো ণং পিয়গংঠেহিংতো এত্থ ণং মজ্ঝিমা সাহা নিগ্‌গয়া; থেরেহিংতো বিজ্জাহরগোবালেহিংতো তত্থ ণং বিজ্জাহরী সাহা নিগ্‌গয়া। থেরস্‌স ণং অজ্জ-ইংদদিন্নস্‌স কাসব-গোত্তস্‌স অজ্জ-দিন্নে থেরে অংতেবাসী গোয়ম-সগোত্তে। থেরস্‌স ণং অজ্জ-দিন্নস্‌স গোয়ম-সগোত্তস্‌স ইমে দো থেরা অংতেবাসী অহাবচ্চা অভিন্নায়া হোত্থা; থেরে অজ্জ-সংতিসেণিএ মাঢর-সগোত্তে: থেরে অজ্জ-সীহগিরী জাঈসরে কোসিয়গোত্তে। থেরেহিংতো ণং অজ্জ সংতিসেণিএহিংতো মাঢর-সগোত্তেহিংতো এত্থ ণং উচ্চনাগরী সাহা নিগ্‌গয়া ॥ ১০ ॥

থেরস্‌স ণং অজ্জ-সংতিসেণিয়স্‌স মাঢর-সগোত্তস্‌স ইমে চত্তারি থেরা অংতেবাসী অহাবচ্চা অভিন্নায়া হোত্থা, [গ্রং০ ১০০০] তং জহা: থেরে অজ্জসেণিএ, থেরে অজ্জ-তাবসে, থেরে অজ্জ-কুবেরে, থেরে অজ্জ-ইসিপালিএ। থেরেহিংতো ণং অজ্জ-সেণিএহিংতো এত্থ ণং অজ্জসেণিয়া সাহা নিগ্‌গয়া; থেরেহিংতো ণং অজ্জ তাবসেহিংতো এত্থ ণং অজ্জতাবসী সাহা নিগ্‌গয়া; থেরেহিংতো ণং অজ্জ-কুবেরেহিংতো এত্থ ণং অজ্জকুবেরা সাহা নিগ্‌গয়া; থেরেহিংতো ণং অজ্জ-ইসিপালিএহিংতো এত্থ ণং অজ্জ-ইসিপালিয়া সাহা নিগ্‌গয়া। থেরস্‌স ণং অজ্জ-সীহগিরিস্‌স জাঈসরস্‌স কোসিয়-গোত্তস্‌স ইমে চত্তারি থেরা অংতেবাসী অহাবচ্চা অভিন্নায়া হোত্থা; তং জহা: থেরে ধণগিরী, থেরে অজ্জ-বইরে, থেরে অজ্জ-সমিএ, থেরে অরিহ-দিন্নে। থেরেহিতো ণং অজ্জ-সমিএহিংতো গোয়ম-সগোত্তেহিংতো এত্থ ণং বংভদীবিয়া সাহা নিগ্‌গয়া; থেরেহিংতো ণং অজ্জ-বইরেহিংতো গোয়ম-

স্থবির প্রিয়গ্রন্থ, কাশ্যপ-গোত্রীয় স্থবির বিদ্যাধরগোপাল, স্থবির ঋষিদত্ত, স্থবির অর্হদ্দত্ত। স্থবির প্রিয়গ্রন্থ হইতে মধ্যম শাখা নির্গত হইয়াছে। স্থবির বিদ্যাধরগোপাল হইতে বিদ্যাধরী শাখা নির্গত হইয়াছে। কাশ্যপ-গোত্রীয় স্থবির আর্য ইন্দ্রদত্তের অন্তেবাসী গৌতম-গোত্রীয় স্থবির আর্যদত্ত। গৌতম-গোত্রীয় স্থবির আর্যদত্তের অন্তেবাসী এই দুইজন স্থবির অপত্যতুল্য ও অভিন্নাত্মা ছিলেন: মাঠর-গোত্রীয় স্থবির শান্তিসৈনিক ও কৌশিক-গোত্রীয় স্থবির আর্যসিংহগিরি জাতিস্মর। মাঠর-গোত্রীয় স্থবির আর্যসৈনিক হইতে উচ্চনাগরী শাখা নির্গত হইয়াছে॥ ১০॥

মাঠর-গোত্রীয় স্থবির আর্য শান্তিসৈনিকের এই চারিজন স্থবির অন্তেবাসী অপত্যতুল্য ও অভিন্নাত্মা ছিলেন। যথা: স্থবির আর্য সৈনিক, স্থবির আর্যতাপস, স্থবির আর্যকুবের ও স্থবির ঋষিপালিত। স্থবির আর্যসৈনিক হইতে আর্যসৈনিক শাখা নির্গত হইয়াছে। স্থবির আর্যতাপস হইতে আর্যতাপসী শাখা নির্গত হইয়াছে। স্থবির আর্য কুবের হইতে আর্যকুবেরা শাখা নির্গত হইয়াছে। স্থবির আর্য ঋষিপালিত হইতে আর্য-ঋষিপালিতা শাখা নির্গত হইয়াছে। কৌশিক-গোত্রীয় স্থবির আর্য সিংহগিরি জাতিস্মরের এই চারিজন স্থবির অন্তেবাসী অপত্যতুল্য ও অভিন্নাত্মা ছিলেন। যথা: স্থবির ধনগিরি, স্থবির আর্য-বজ্র, স্থবির আর্য-সমিত, স্থবির অর্হদ্দত্ত। গৌতম-গোত্রীয় স্থবির আর্য-সমিত হইতে ব্রহ্মদীপিকা শাখা নির্গত হইয়াছে।

সগোত্তেহিংতো এত্থ ণং অজ্জ-বইরা সাহা নিগ্‌গয়া। থেরস্‌স ণং অজ্জ-বইরস্‌স গোয়ম-সগোত্তস্‌স ইমে তিন্নি থেরা অংতেবাসী অহাবচ্চা অভিন্নায়া হোত্থা ; তং জহা : থেরে অজ্জ-বইরসেণিএ, থেরে অজ্জ-পউমে, থেরে অজ্জ-রহে। থেরেহিংতো ণং অজ্জ-বইর সেণিএহিংতো এত্থ ণং অজ্জ-নইলী সাহা নিগ্গয়া ; থেরেহিংতো ণং অজ্জ-পউমেহিংতো এত্থ ণং অজ্জ-পউমা সাহা নিগ্গয়া ; থেরেহিংতো ণং অজ্জ-রহেহিংতো এত্থ ণং অজ্জজয়ংতী সাহা নিগ্‌গয়া। থেরস্‌স ণং অজ্জ-রহস্‌স বচ্ছ-সগোত্তস্‌স অজ্জ-পূসগিরী থেরে অংতেবাসী কোসিয়-সগোত্তে। থেরস্‌স ণং অজ্জ-পূসগিরিস্‌স কোসিয়-সগোত্তস্‌স অজ্জ-ফগ্‌গুমিত্তে থেরে অংতেবাসী গোয়ম-সগোত্তে ॥ ১১ ॥

[থেরস্‌স ণং অজ্জ - ফগ্‌গুমিত্তস্‌স গোয়ম - সগোত্তস্‌স অজ্জ-ধণগিরী থেরে অংতেবাসী বাসিট্ঠ - সগোত্তে। থেরস্‌স ণং অজ্জ-ধণগিরিস্‌স বাসিট্ঠ-সগোত্তস্‌স অজ্জ-সিবভূঈ থেরে অংতেবাসী কুচ্ছ-সগোত্তে। থেরস্‌স ণং অজ্জ-সিবভূইস্‌স কুচ্ছ-সগোত্তস্‌স অজ্জ-ভদ্দে থেরে অংতেবাসী কাসব-গোত্তে। থেরস্‌স ণং অজ্জ-ভদ্দস্‌স কাসব-গোত্তস্‌স অজ্জ-নক্‌খত্তে থেরে অংতেবাসী কাসব-গোত্তে। থেরস্‌স ণং অজ্জ-নক্‌খত্তস্‌স কাসবগোত্তস্‌স অজ্জ-রক্‌খে থেরে অংতেবাসী কাসব-গোত্তে। থেরস্‌স ণং অজ্জ-রক্‌খস্‌স কাসব-গোত্তস্‌স অজ্জ-নাগে থেরে অংতেবাসী গোয়ম-সগোত্তে। থেরস্‌স ণং অজ্জ-নাগস্‌স গোয়ম-সগোত্তস্‌স অজ্জ-জেহিলে থেরে অংতেবাসী বাসিট্ঠ-সগোত্তে। থেরস্‌স ণং অজ্জ-জেহিলস্‌স বাসিট্ঠ-সগোত্তস্‌স অজ্জ-বিন্‌হু থেরে অংতেবাসী মাঢর-সগোত্তে। থেরস্‌স ণং অজ্জ-বিন্‌হুস্‌স মাঢর-সগোত্তস্‌স অজ্জ-কালএ থেরে অংতেবাসী গোয়ম-সগোত্তে।

গৌতম-গোত্রীয় স্থবির আর্য-বজ্র হইতে আর্য-বজ্রা শাখা নির্গত হইয়াছে। গৌতম-গোত্রীয় স্থবির আর্য-বজ্রের এই তিনজন স্থবির অন্তেবাসী, পুত্রতুল্য ও অভিন্নাত্মা ছিলেন। যথা: স্থবির আর্যবজ্র-সৈনিক, স্থবির আর্য-পদ্ম, স্থবির আর্য-রথ। স্থবির আর্য-বজ্রসৈনিক হইতে আর্য-নইলী শাখা নির্গত হইয়াছে। স্থবির আর্য-পদ্ম হইতে আর্য-পদ্মা শাখা নির্গত হইয়াছে। স্থবির আর্য-রথ হইতে আর্য-জয়ন্তী শাখা নির্গত হইয়াছে। বাৎস্য-গোত্রীয় স্থবির আর্যরথের অন্তেবাসী কৌশিক-গোত্রীয় আর্য পৌষ্যগিরি। কৌশিক-গোত্রীয় স্থবির আর্য পৌষ্যগিরির অন্তেবাসী গৌতম-গোত্রীয় স্থবির আর্য ফল্গুমিত্র ॥ ১১ ॥

[গৌতমগোত্রীয় স্থবির আর্য ফল্গুমিত্রের অন্তেবাসী বাশিষ্ঠ-গোত্রীয় স্থবির আর্য ধনগিরি। বশিষ্ঠ-গোত্রীয় স্থবির আর্য ধনগিরির অন্তেবাসী কৌৎস-গোত্রীয় স্থবির আর্য শিবভূতি। কৌৎস-গোত্রীয় স্থবির আর্য শিবভূতির অন্তেবাসী কাশ্যপগোত্রীয় স্থবির আর্যভদ্র। কাশ্যপ-গোত্রীয় স্থবির আর্য-ভদ্রের অন্তেবাসী কাশ্যপ-গোত্রীয় স্থবির আর্য-নক্ষত্র। কাশ্যপগোত্রীয় স্থবির আর্য-নক্ষত্রের অন্তেবাসী কাশ্যপগোত্রীয় স্থবির আর্য-রক্ষ। কাশ্যপগোত্রীয় স্থবির আর্য-রক্ষের অন্তেবাসী গৌতম-গোত্রীয় স্থবির আর্য-নাগ। গৌতম-গোত্রীয় স্থবির আর্য-নাগের অন্তেবাসী বাশিষ্ঠ-গোত্রীয় স্থবির আর্য-জেহিল (পাঠান্তরে আর্য জেট্‌ঠিল, আর্য জ্যেষ্ঠ)। বাশিষ্ঠ-গোত্রীয় স্থবির আর্য-জেহিলের অন্তেবাসী মাঠর-গোত্রীয় স্থবির আর্য বিষ্ণু। মাঠর-গোত্রীয় স্থবির আর্য বিষ্ণুর অন্তেবাসী গৌতমগোত্রীয় স্থবির আর্য-কালক। গৌতম-

থেরস্স ণং অজ্জ-কালগস্স গোয়ম-সগোত্তস্স ইমে দো থেরা অংতেবাসী গোয়ম-সগোত্তা; থেরে অজ্জ-সংপলিএ, থেরে অজ্জ-ভদ্দে। এএসিং দুন্হ বি থেরাণং গোয়ম-সগোত্তাণং অজ্জ-বুড্ঢে থেরে অংতেবাসী গোয়ম-সগোত্তে। থেরস্স ণং অজ্জ-বুড্ঢস্স গোয়ম-সগোত্তস্স অজ্জ-সংঘপালিএ থেরে অংতেবাসী গোয়ম-সগোত্তে। থেরস্স ণং অজ্জ-সংঘপালিয়স্স গোয়ম-সগোত্তস্স অজ্জ-হত্থী থেরে অংতেবাসী কাসব-গোত্তে। থেরস্স ণং অজ্জ-হত্থিস্স কাসব-গোত্তস্স অজ্জ-ধম্মে থেরে অংতেবাসী সুব্বয়-গোত্তে। থেরস্স ণং অজ্জ-ধম্মস্স সুব্বয়-গোত্তস্স অজ্জ-সীহে থেরে অংতেবাসী কাসব-গোত্তে। থেরস্স ণং অজ্জ-সীহস্স কাসব-গোত্তস্স অজ্জ ধম্মে থেরে অংতেবাসী কাসব-গোত্তে। থেরস্স ণং অজ্জ-ধম্মস্স কাসব-গোত্তস্স অজ্জ-সংডিল্লে থেরে অংতেবাসী ॥ ১২ ॥]

বংদামি ফগ্গুমিত্তং
চ গোয়মং ধণগিরিং চ বাসিট্ঠং।
কুচ্ছং সিবভূইং পি য়
কোসিয়ঃদুজ্জিংত-কন্হে য় ॥ ১ ॥
তং বংদিউণ সিরসা
ভদ্দং বংদামি কাসবং গোত্তং।
নক্খং কাসব-গোত্তং
রক্খং পি য় কাসবং বংদে ॥ ২ ॥
বংদামি অজ্জ-নাগং
চ গোয়মং জেহিলং চ বাসিট্ঠং।
বিণ্হুং মাঢর-গোত্তং
কালগং অবি গোয়মং বংদে ॥ ৩ ॥

গোত্রীয় স্থবির আর্যকালকের অন্তেবাসী গৌতম-গোত্রীয় এই দুইজন স্থবির : স্থবির আর্য সংপলিত ও স্থবির আর্যভদ্র। গৌতম-গোত্রীয় এই দুইজন স্থবিরের অন্তেবাসী গৌতম-গোত্রীয় স্থবির আর্যবৃদ্ধ। গৌতম-গোত্রীয় স্থবির আর্যবৃদ্ধের অন্তেবাসী গৌতম-গোত্রীয় স্থবির আর্য সংঘপালিত। গৌতম-গোত্রীয় স্থবির আর্য সংঘপালিতের অন্তেবাসী কাশ্যপ-গোত্রীয় স্থবির আর্যহস্তী। কাশ্যপ-গোত্রীয় স্থবির আর্যহস্তীর অন্তেবাসী সুব্রত-গোত্রীয় স্থবির আর্যধর্ম। সুব্রত-গোত্রীয় স্থবির আর্য-ধর্মের অন্তেবাসী কাশ্যপগোত্রীয় স্থবির আর্য-সিংহ। কাশ্যপ গোত্রীয় স্থবির আর্য সিংহের অন্তেবাসী কাশ্যপ-গোত্রীয় স্থাবর আর্য-ধর্ম। কাশ্যপ-গোত্রীয় স্থবির আর্যধর্মের অন্তেবাসী স্থবির আর্য শাণ্ডিল্য ॥ ১২ ॥]

গৌতমগোত্রীয় [স্থবির] ফল্গুমিত্রের বন্দনা করি
বাশিষ্ঠগোত্রীয় [স্থবির] ধনগিরির বন্দনা করি।
কৌৎসগোত্রীয় [স্থবির] শিবভূতির বন্দনা করি।
কৌশিকগোত্রীয় [স্থবির] দুর্দান্তকৃষ্ণের বন্দনা করি ॥ ১ ॥

নত মস্তকে তাঁহাদের বন্দনা করিয়া
কাশ্যপগোত্রীয় [স্থবির] ভদ্রের বন্দনা করি।
কাশ্যপগোত্রীয় [স্থবির] নক্ষের (নক্ষত্রের) বন্দনা করি।
কাশ্যপগোত্রীয় [স্থবির] রক্ষের বন্দনা করি ২ ॥

গৌতমগোত্রীয় [স্থবির] আর্যনাগের বন্দনা করি।
বাশিষ্ঠ-গোত্রীয় [স্থবির] জেহিলের বন্দনা করি।
মাঠরগোত্রীয় [স্থবির] বিষ্ণুর বন্দনা করি।
গৌতমগোত্রীয় [স্থবির] কালকের বন্দনা করি ॥ ৩ ॥

গোয়ম-গোত্ত-কুমারং
সংপলিয়ং তহ য় ভদ্দয়ং বংদে ।
থেরং চ অজ্জ-বুড্‌ঢং
গোয়ম-গোত্তং নমংসামি ॥ ৪ ॥

তং বংদিউণ সিরসা
থির-সত্ত-চরিত্ত-নাণ-সংপন্নং ।
থেরং চ সংঘবালিয়
কাসব-গোত্তং পণিবয়ামি ॥ ৫ ॥

বংদামি অজ্জ-হত্থিং
চ কাসবং খংতি-সাগরং ধীরং ।
গিম্‌হাণ পঢ়ম মাসে
কালগয়ং চিত্ত-সুদ্ধস্‌স ॥ ৬ ॥

বংদামি অজ্জ-ধম্মং
চ সুব্বয়ং সীল-লদ্ধি-সংপন্নং ।
জস্‌স নিক্‌খমণে দেবো
ছত্তং বরং উত্তমং বহই ॥ ৭ ॥

হত্থং কাসব-গোত্তং
ধম্মং সিব-সাহগং পণিবয়ামি ।
সীহং কাসব-গোত্তং
ধম্মং পি য় কাসবং বংদে ॥ ৮ ।

[তং বংদিউণ সিরসা
থির-সত্ত-চরিত্ত-নাণ-সংপন্নং ।
থেরং চ অজ্জ-জংবুং
গোয়ম-গোত্তং নমংসামি ॥ ৯ ।

গৌতম-গোত্রীয় কুমার সংপলিত ও
[গৌতমগোত্রীয়] ভদ্রকের বন্দনা করি।
গৌতমগোত্রীয় স্থবির
আর্য বৃদ্ধকে নমস্কার করি ॥ ৪ ॥

নতমস্তকে তাঁহাদের বন্দনা করিয়া
স্থির-সত্ত্ব, চরিত্র ও জ্ঞান-সম্পন্ন
কাশ্যপগোত্রীয় স্থবির
সংঘপালিতকে প্রণিপাত করি ॥ ৫ ॥

কাশ্যপগোত্রীয় আর্য হস্তীর বন্দনা করি।
তিনি ছিলেন ক্ষান্তিসাগর ও ধীর।
গ্রীষ্মের প্রথম মাসে চৈত্রমাসের
শুক্লপক্ষে তিনি কালগত হইয়াছেন ॥ ৬ ॥

সুব্রতগোত্রীয় আর্য-ধর্মের বন্দনা করি।
তিনি ছিলেন শীল-ঋদ্ধি-সম্পন্ন।
যিনি নিষ্ক্রান্ত হইলে দেবতা[রা]
[তাঁহার মাথায়] উত্তম ছত্র ধরিয়া বহন করিতেন ॥ ৭ ॥

কাশ্যপগোত্রীয় হস্ত ও
শিব (=শুভ)-সাধক ধর্মকে প্রণিপাত করি।
কাশ্যপগোত্রীয় সিংহ ও
কাশ্যপগোত্রীয় ধর্মকেও বন্দনা করি ॥ ৮ ॥

[ভূমিতে মাথা দিয়া বন্দনা করিয়া
স্থির-সত্ত্ব ও চরিত্র ও জ্ঞান-সম্পন্ন
গৌতমগোত্রীয় স্থবির
আর্য জম্বুকে নমস্কার করি ॥ ৯ ॥

মিউ-মদ্দব-সংপন্নং
উবউত্তং নাণ-দংসণ-চরিত্তে।
থেরং চ নংদিয়ং পি য়
কাসব-গোত্তং পণিবয়ামি ॥ ১০ ॥

তত্তো অ থির-চরিত্তং
উত্তম-সংমত্ত-সত্ত-সংজুত্তং।
দেসিগণি-খমাসমণং
কাসব-গোত্তং নমংসামি ॥ ১১ ॥

তত্তো অণুওগধরং
ধীরং মই-সাগরং মহাসত্তং।
থিরগুত্ত-খমাসমণং
বচ্ছ-সগোত্তং পণিবয়ামি ॥ ১২ ॥

তত্তো অ নাণ-দংসণ
চরিত্ত-তব-সুট্‌ঠিয়ং গুণ-মহংতং।
থেরং কুমার-ধম্মং
বংদামি গণিং গুণোবেয়ং ॥ ১৩ ॥]

সুত্তত্থ-রয়ণ-ভরিএ
খম-দম-মদ্দব-গুণেহি সংপন্নে।
দেবিড্‌টি-খমাসমণে
কাসব-গোত্তে পণিবয়ামি ॥ ১৪ ॥ ১৩

মৃদু-মার্দব-সম্পন্ন
জ্ঞান-দর্শন-চরিত্র-যুক্ত উপগুপ্তকে
কাশ্যপ-গোত্রীয় স্থবির
নন্দিতকে প্রণিপাত করি ॥ ১০ ॥

ততোঽধিক স্থিরচরিত্র
উত্তম-সম্যক্ত্ব ও সত্ত্ব-সংযুক্ত
কাশ্যপগোত্রীয় দেশি-গণী
ক্ষমাশ্রমণকে নমস্কার করি ॥ ১১ ॥

ততোঽধিক অনুযোগ-ধর
ধীর, মতিসাগর, মহাসত্ত্ব
বাৎস্যগোত্রীয় [স্থবির]
স্থিরগুপ্ত ক্ষমাশ্রমণকে প্রণিপাত করি ॥ ১২ ॥

ততোঽধিক জ্ঞান-দর্শন-
চরিত্র-তপস্যা-সুস্থিত, গুণে মহত্ত্ব
স্থবির কুমার ধর্মকে বন্দনা করি
তিনি [নানা-] গুণোপেত গণী (অর্থাৎ গণধর) ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ-রত্ন-পূর্ণ
ক্ষমা-দম-মার্দব-গুণে সম্পন্ন
কাশ্যপগোত্রীয় দেবর্ধি
ক্ষমাশ্রমণকে প্রণিপাত করি ॥ ১৪ ॥

পজ্জোসবণা কপ্পো

সামাচারী
পর্যুষণা কল্প

O.P. 93—35

পজ্জোসাবণা কপ্পো

তেণং কালেণং তেণং সমএণং সমণে ভগবং মহাবীরে বাসাণং স-বীসই-রাএ মাসে বিইক্কংতে বাসাবাসং পজ্জোসবেই। 'সে কেণ'ট্ঠেণং ভংতে এবং বুচ্চই: সমণে ভগবং মহাবীরে বাসাণং স-বীসই-রাএ মাসে বিইক্কংতে বাসাবাসং পজ্জোসবেই?' ॥ ১ ॥

"জও ণং পাএণং অগারিণং অগারাইং কড়িয়াইং উক্কং-পিয়াইং ছন্নাইং লিত্তাইং ঘট্ঠাইং মট্ঠাইং সংপধূমিয়াইং খাওদগাইং খায়নিদ্ধমণাইং অপ্পণো অট্ঠাএ কড়াইং পরি-ভুত্তাইং পরিণামিয়াইং ভবংতি, সে তেণ'ট্ঠেণং এবং বুচ্চই: সমণে ভগবং মাহাবীরে বাসাণং স-বীসই-রাএ মাসে বিইক্কংতে বাসাবাসং পজ্জোসবেই ॥ ২ ॥

জহা ণং সমণে ভগবং মহাবীরে বাসাণং স-বীসই-রাএ মাসে বিইক্কংতে বাসাবাসং পজ্জোসবেই, তহা ণং গণহরা বি বাসাণং স-বীসই-রাএ মাসে বিইক্কংতে বাসাবাসং পজ্জোসবিংতি ॥ ৩ ॥

জহা ণং গণহরা বি বাসাণং স-বীসই-রাএ মাসে বিইক্কংতে বাসাবাসং পজ্জোসবিংতি, তহা ণং গণহর-সীসা বি বাসাণং স-বীসই-রাএ মাসে বিইক্কংতে বাসাবাসং পজ্জোসবিংতি ॥ ৪ ॥

জহা ণং গণহর-সীসা বি বাসাণং স-বীসই-রাএ মাসে বিইক্কংতে বাসাবাসং পজ্জোসবিংতি, তহা ণং থেরা বি বাসাণং স-বীসই-রাএ মাসে বিইক্কংতে বাসাবাসং পজ্জোসবিংতি, তহা

সামাচারী পর্যুষণা কল্প

সেই কালে সেই সময়ে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর বর্ষা ঋতুর একমাস বিংশতি রাত্রি গত হইলে বর্ষাবাস পর্যুষণা করিয়া থাকেন। তা কি অর্থে এরূপ বলা হয় যে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর বর্ষা ঋতুর একমাস বিংশতি রাত্রি গত হইলে বর্ষাবাস পর্যুষণা করিয়া থাকেন? ॥ ১ ॥

যে হেতু গৃহীরা প্রায়ই [এই সময়ের মধ্যে] আপন আপন গৃহে কট-সজ্জা, [চূণ-বালি বা মাটির] শুভ্র প্রলেপ রচনা, ছাদন কর্ম, লেপন কর্ম, ঘর্ষণ ও মার্জনাদি দ্বারা সংস্কার [ঘষা মাজা], সুবাসিত ধূম্র প্রয়োগ [দ্বারা মশকাদি-বিতাড়ন], জলের খাত-খনন, পয়ঃপ্রণালী খনন, প্রভৃতি কর্ম সমাপ্ত করিয়া ফেলে, সুসজ্জিত করিয়া ফেলে ও দোষ-ত্রুটি-হীন করিয়া ফেলে, সেইহেতু বলা হইয়াছে যে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর বর্ষা ঋতুর একমাস বিংশতি রাত্রি গত হইলে বর্ষাবাস পর্যুষণা করিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর স্বামী যেমন বর্ষাঋতুর একমাস বিংশতি রাত্রি গতে বর্ষাবাস পর্যুষণা করিয়া থাকেন তেমনি গণধরেরাও বর্ষাঋতুর একমাস বিংশতি রাত্রি গত হইলে বর্ষাবাস পর্যুষণা করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

গণধরেরা যেমন বর্ষাঋতুর একমাস বিংশতি রাত্রি গত হইলে বর্ষাবাস পর্যুষণা করিয়া থাকেন গণধর-শিষ্যেরাও তেমনি বর্ষা ঋতুর একমাস বিংশতি রাত্রি গত হইলে বর্ষাবাস পর্যুষণা করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

গণধর-শিষ্যেরা যেমন বর্ষাঋতুর একমাস বিংশতি রাত্রি গত হইলে

ণং থেরা বি বাসাণং স-বীসই-রাএ মাসে বিইক্কংতে বাসাবাসং পজ্জোসবিংতি ॥ ৫ ॥

জহা ণং থেরা বি বাসাণং স-বীসই-রাএ মাসে বিইক্কংতে বাসাবাসং পজ্জোসবিংতি, তহা ণং জে অজ্জত্তাএ সমণা নিগ্‌গংঠা বিহরংতি, এএ বি য় ণং বাসাণং স-বীসই-রাএ মাসে বিইক্কংতে বাসাবাসং পজ্জোসবিংতি ॥ ৬ ॥

জহা ণং জে অজ্জত্তাএ সমণা নিগ্‌গংঠা বিহরংতি বাসাণং স-বীসই-রাএ মাসে বিইক্কংতে বাসাবাসং পজ্জোসবিংতি, তহা ণং অম্‌হং আয়রিয়া উবজ্ঝায়া স-বীসই-রাএ মাসে বিইক্কংতে বাসাবাসং পজ্জোসবিংতি ॥ ৭ ॥

জহা ণং অম্‌হং পি আয়রিয়া উবজ্ঝায়া বাসাণং স-বীসই-রাএ মাসে বিইক্কংতে বাসাবাসং পজ্জোসবিংতি, তহা ণং অম্‌হে বি বাসাণং স-বীসই-রাএ মাসে বিইক্কংতে বাসাবাসং পজ্জোসবেম। অংতরা বি য় সে কপ্‌পই পজ্জোসবিত্তএ, নো সে কপ্‌পই তং রয়ণিং উবায়ণাবিত্তএ ॥ ৮ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়াণং কপ্‌পই নিগ্‌গংঠাণ বা নিগ্‌গংঠীণ বা সব্বও সমংতা স-কোসং জোয়ণং উগ্‌গহং ওগিণ্‌হিত্তা ণং চিট্‌ঠিউং, অহা-লংদং অবি উগ্‌গহে ॥ ৯ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়াণং কপ্‌পই নিগ্‌গংঠা বা নিগ্‌গংঠীণ বা সব্বও সমংতা স-কোসং জোয়ণং ভিক্‌খায়রিয়াএ গংতুং পড়িনিয়ত্তএ ॥ ১০ ॥

জত্থ ণং নঈ নিচ্চোয়গা নিচ্চ-সংদণা, নো সে কপ্‌পই

বর্ষাবাস পর্যুষণা করিয়া থাকেন স্থবিরগণও তেমনি বর্ষাঋতুর একমাস বিংশতি রাত্রি গত হইলে বর্ষাবাস পর্যুষণা করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

স্থবিরগণ যেমন বর্ষাঋতুর একমাস বিংশতি রাত্রি গত হইলে বর্ষাবাস পর্যুষণা করিয়া থাকেন তেমনি যে-সকল শ্রমণ ও নিগ্রন্থ আজ পর্যন্ত [অথবা আর্যত্বের নিদর্শন স্বরূপ] বিহার করিতেছেন, তাঁহারাও তেমনি বর্ষাঋতুর একমাস বিংশতি রাত্রি গত হইলে বর্ষাবাস পর্যুষণা করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

আজ পর্যন্ত [বা আর্যত্বের নিদর্শন স্বরূপ] যে-সকল শ্রমণ ও নিগ্রন্থ বিহার করিতেছেন তাঁহারা যেমন বর্ষাঋতুর একমাস বিংশতি রাত্রি গত হইলে বর্ষাবাস পর্যুষণা করিয়া থাকেন, তেমনি আমাদের আচার্য ও উপাধ্যায়গণও বর্ষাঋতুর একমাস বিংশতি রাত্রি গত হইলে বর্ষাবাস পর্যুষণা করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

আমাদের আচার্য ও উপাধ্যায়গণ যেমন বর্ষাঋতুর একমাস বিংশতি রাত্রি গত হইলে বর্ষাবাস পর্যুষণা করিয়া থাকেন, আমরাও তেমনি বর্ষাঋতুর একমাস বিংশতি রাত্রি গত হইলে বর্ষাবাস পর্যুষণা করিব। [এই কাল গত হইবার] পূর্বে পর্যুষণা আরম্ভ করা যায়, কিন্তু সেই রজনী অতিক্রম করা যায় না ॥ ৮ ॥

বর্ষাবাস পর্যুষণে রত নিগ্রন্থ বা নিগ্রন্থীদের চতুর্দিকে মোটের উপর ক্রোশাধিক এক যোজন দূরে বিচ্ছিন্ন থাকা অনুমোদিত। মল ত্যাগের জন্য যত দূর বিচ্ছিন্ন থাকা আবশ্যক হয় ততদূর বিচ্ছিন্ন থাকাও অনুমোদিত ॥ ৯ ॥

বর্ষাবাস পর্যুষণে রত নিগ্রন্থ ও নিগ্রন্থীগণের চতুর্দিকে মোটের উপর ক্রোশাধিক এক যোজন [দূর পর্যন্ত] ভিক্ষার্থ গমন ও প্রত্যাবর্তন অনুমোদিত ॥ ১০ ॥

যেখানে নিত্যোদকা ও নিত্যপ্রবাহা নদী মধ্যে পড়ে, সেখানে

সব্বও সমংতা স-কোসং জোয়ণং ভিক্খায়রিয়াএ গংতুং পড়িনিয়ত্তএ ॥ ১১ ॥

এরাবঈ কুণালাএ জত্থ চক্কিয়া সিয়া এগং পায়ং জলে কিচ্চা এগং পায়ং থলে কিচ্চা এবং চক্কিয়া এব ণ্হং কপ্পই সব্বও সমংতা স-কোসং জোয়ণং ভিক্খায়রিয়াএ গংতুং পড়িনিয়ত্তএ ॥১২॥

এবং নো চক্কিয়া, এবং সে নো কপ্পই সব্বও সমংতা স-কোসং জোয়ণং ভিক্খায়রিয়াএ গংতুং পড়িনিয়ত্তএ ॥ ১৩ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়াণং অত্থেগইয়াণং এবং বুত্ত-পুব্বং ভবই : দাবে, ভংতে! এবং সে কপ্পই দাবিত্তএ, নো সে কপ্পই পড়িগাহিত্তএ ॥ ১৪ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়াণং অত্থেগইয়াণং এবং বুত্ত-পুব্বং ভবই : পড়িগাহে, ভংতে! এবং সে কপ্পই পড়িগাহিত্তএ, নো সে কপ্পই দাবিত্তএ ॥ ১৫ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসেবিয়াণং অত্থেগইয়াণং. এবং বুত্ত-পুব্বং ভবই : দাবে ভংতে! পড়িগাহে ভংতে! এবং সে কপ্পই দাবিত্তএ পড়িগাহিত্তএ বা ॥ ১৬ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়াণং নো কপ্পই নিগ্গংঠাণ বা নিগ্গংঠীণ বা হট্ঠাণং আরোগ্গাণং বলিয়-সরীরাণং ইমাও নব রস-বিগঈও অভিক্খণং অভিক্খণং আহারিত্তএ, তং জহা : খীরং, দহিং নবণীয়ং, সপ্পিং. তেল্লং, গুড়ং, মহুং, মজ্জং, মংসং ॥ ১৭ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়াণং অত্থেগইয়াণং এবং বুত্ত-পুব্বং ভবই : "অট্ঠো, ভংতে! গিলাণস্স ?" সে য় বএজ্জা :

ভিক্ষার্থ চতুর্দিকে ক্রোশাধিক এক যোজন [পথ] গমন ও প্রত্যাবর্তন অনুমোদিত নহে ॥ ১১ ॥

ইরাবতী কুনালার [ন্যায় ক্ষুদ্র নদীর] যেখানে বেড় [চক্রিকা] থাকে, যেরূপ বেড় এক পা জলে রাখিয়া এক পা স্থলে রাখিয়া পার হওয়া যায়, সেখানে [নদী থাকা সত্বেও] ভিক্ষার্থ চতুর্দিকে ক্রোশাধিক এক যোজন পথ যাওয়া এবং ফিরিয়া আসা অনুমোদিত হয় ॥ ১২ ॥

কিন্তু এইরূপ [এক পা জলে ও এক পা স্থলে রাখিয়া পারে যাইবার যোগ্য] নদীর বেড় যদি না হয় [অর্থাৎ নদী যদি বিপুলাকার হয়], তবে সেখানে ভিক্ষার্থ চতুর্দিকে ক্রোশাধিক এক যোজন পথ যাওয়া ও ফিরিয়া আসা অনুমোদিত হয় না ॥ ১৩ ॥

বর্ষাবাস-পর্যুষণা-বিধায়ক আচার্য প্রথমে বলিবেন : "দাও, ভদন্ত !" তাহা হইলে [ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য] দেওয়া চলিবে, গ্রহণ করা চলিবে না ॥ ১৪ ॥

বর্ষাবাস-পর্যুষণা-বিধায়ক আচার্য প্রথমে বলিবেন : "ভদন্ত ! গ্রহণ কর।" তাহা হইলে [ভিক্ষালব্ধ খাদ্য] গ্রহণ করা চলিবে, দেওয়া চলিবে না ॥ ১৫ ॥

বর্ষাবাস-পর্যুষণা-বিধায়ক আচার্য প্রথমে বলিবেন : "ভদন্ত ! দাও, ভদন্ত ! গ্রহণ কর।" তাহা হইলে দেওয়া ও গ্রহণ করা দুইই চলিবে ॥ ১৬ ॥

বর্ষাবাস-পর্যুষণে রত পুষ্টাঙ্গ, অরুগ্ণ-দেহ ও বলিষ্ঠ-শরীর নিগ্রন্থ ও নিগ্রন্থীগণের রস-বিকৃতি-কারক এই নয়টি দ্রব্য ঘন ঘন আহার অনুমোদিত নহে : ক্ষীর, দধি, নবনীত, ঘৃত, তৈল, গুড়, মধু, মদ্য ও মাংস ॥ ১৭ ॥

বর্ষাবাস-পর্যুষণা-বিধায়ক আচার্যের নিকট [ভিক্ষু কর্তৃক] প্রথমে এইরূপ বলা হয় : "ভদন্ত ! অসুস্থ গ্লান ব্যক্তির জন্য কি প্রয়োজন

"অট্ঠো"—সে য় পুচ্ছেয়ব্বে "কেবইএণং অট্ঠো ?" সে য় বএজ্জা : "এবইএণং অট্ঠো গিলাণস্স : জং সে পমাণং বয়ই, সে পমাণে ওঘেত্তব্বে" সে য় বিন্নবেজ্জা, সে য় বিন্নবেমাণে লভেজ্জা, সে য় পমাণ-পত্তে : "হোউ ! অলাহি !" ইই বত্তব্বং সিয়া : "সে কিমাহু ভংতে ?" "এবইএণং অট্ঠো গিলাণস্স।" সিয়া ণং এণং বয়ংতং পরো বএজ্জা : "পড়িগাহেহি অজ্জো ! তুমং পচ্ছা ভোক্খসি বা, পাহিসি বা,—এবং সে কপ্পই পড়িগাহিত্তএ, নো সে কপ্পই গিলাণস্স নীসাএ পড়িগাহিত্তএ ॥ ১৮ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়াণং অত্থিণং থেরাণং তহ-প্পগারাইং কুলাইং কড়াইং পত্তিয়াইং থেজ্জাইং বেসাসিয়াইং সংময়াইং বহুময়াইং অণুময়াইং ভবংতি, জত্থ সে নো কপ্পই অদক্খু বইত্তএ : অত্থি তে, আউসো ! ইমং বা ইমং বা ?—"কিমাহু ভংতে ! ?" "সড্ঢী গিহী গিণ্হই বা, তেণিয়ং পি কুজ্জা" ॥ ১৯ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়স্স নিচ্চ-ভত্তিস্স ভিক্খুস্স কপ্পই এগং গোয়র-কালং গাহাবই-কুলং ভত্তাএ বা পাণাএ বা নিক্-

আছে ?” তিনি [আচার্য] বলিবেন, “হাঁ, প্রয়োজন আছে।” পুনরায় [ভিক্ষু] জিজ্ঞাসা করিবে, “কি-পরিমাণ প্রয়োজন ?” তদুত্তরে আচার্য বলিবেন, “এই-পরিমাণ দ্রব্য অসুস্থ (গ্লান) ব্যক্তির জন্য প্রয়োজন।” যে-পরিমাণ আচার্য বলিবেন সেই-পরিমাণ দ্রব্য [ভিক্ষুর] গ্রহণ করা চলিবে [তদধিক নহে]। [তখন] সে [গৃহস্থগণকে] জানাইবে, [গৃহস্থগণকে] জানান হইলে সে [ভিক্ষু] [ভিক্ষা দ্রব্য] পাইবে। পরিমাণ-মত পাওয়া হইলে তাহাকে বলিতে হইবে “বাস্! আর দরকার নাই।” [যদি গৃহস্থ বলে] “তাহা কি-জন্য বলিতেছ, ভদন্ত!?” “এই পরিমাণ [খাদ্য দ্রব্য] গ্লান (অসুস্থ) ব্যক্তির জন্য আবশ্যক ছিল, [সে প্রয়োজন মিটিয়াছে, সুতরাং আর দরকার নাই]। এই কথা বলিবার পর যদি অপর ব্যক্তি [গৃহস্থ] বলে, “আর্য! গ্রহণ কর। [অসুস্থ ব্যক্তির আহারের] পরে তুমি নিজে খাইবে, বা পান করিবে।” যদি এরূপ ঘটে [অর্থাৎ গৃহস্থ ঐরূপ অনুরোধ করে] তবে প্রতিগ্রহণ অনুমোদিত হয়। কিন্তু অসুস্থ (গ্লান) ব্যক্তির নাম করিয়া [নিজে] গ্রহণ অনুমোদিত হয় না ॥ ১৮ ॥

বর্ষাবাস-পর্যুষণা-বিধায়ক আচার্য ও স্থবিরগণের দ্বারা [ভিক্ষাটনের জন্য] সংযত, বহু-মত, ও অনুমত হয় সেই-প্রকার সব [গৃহীর] গৃহ, যাহারা [তীর্থ-ধর্মে] দীক্ষিত, প্রত্যয়-ভাজন, স্থৈর্য-সম্পন্ন এবং বিশ্বাস-যোগ্য। [কিন্তু] [সেরূপ গৃহে গিয়া] না দেখিয়া [অর্থাৎ সে গৃহে যে বস্তু স্ব-চক্ষে দেখা যাইতেছে না, সেরূপ বস্তুর উল্লেখ পূর্বক] “আয়ুষ্মন্! অমুক বস্তু, বা অমুক অমুক বস্তু কি তোমার ঘরে আছে ?” এরূপ প্রশ্ন করা অনুমোদিত নহে। “সে কথা কেন বলা হইয়াছে, ভদন্ত ?”—“শ্রদ্ধা-সম্পন্ন গৃহী তাহা [ভিক্ষুকে দিবার জন্য] কিনিতে পারে, অথবা চুরি করিতেও পারে” ॥ ১৯ ॥

বর্ষাবাস-পর্যুষণে রত ভিক্ষু নিত্য একাহারী হইবে। খাদ্য ও পানীয়ের জন্য গৃহ-পতিদিগের গৃহে [তাহার] প্রবেশ বা তথা হইতে

খমিত্তএ বা পবিসিত্তএ বা। নন্নথা আয়রিয়-বেয়াবচ্চেণ বা, এবং উবজ্ঝায়-তবস্‌সি-গিলাণ-বেয়াবচ্চেণ বা, খুড্ড - খুড্ডিয়াএ এবং অবংজণ-জায়এণং ॥ ২০ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়স্‌স চউত্থ-ভত্তিয়স্‌স ভিক্‌খুস্‌স অয়ম্ এবইএ বিসেসে, জং সে পাও নিক্‌খম্ম পুব্বামেব বিয়ড়গং ভোচ্চা পচ্ছা পড়িগ্‌গহং সংলিহিয় সংপমজ্জিয় সে য় সংথরিজ্জা, কপ্‌পই সে তদ্‌দিবসং তেণেব ভত্তট্‌ঠেণং পজ্জোসবিত্তএ; সে য় নো সংথরিজ্জা, এবং সে কপ্‌পই দোচ্চং পি গাহাবই-কুলং ভত্তাএ বা পাণাএ বা নিক্‌খমিত্তএ বা পবিসিত্তএ বা ॥ ২১ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়স্‌স ছট্‌ঠ - ভত্তিয়স্‌স ভিক্‌খুস্‌স কপ্‌পংতি দো গোয়র-কালা গাহাবই-কুলং ভত্তাএ বা পাণাএ বা নিক্‌খমিত্তএ বা পবিসিত্তএ বা ॥ ২২ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়স্‌স অট্‌ঠম-ভত্তিয়স্‌স ভিক্‌খুস্‌স কপ্‌পংতি তও গোয়র-কালা গাহাবই-কুলং ভত্তাএ বা পাণাএ বা নিক্‌খমিত্তএ বা পবিসিত্তএ বা ॥ ২৩ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়স্‌স বিগিট্‌ঠ-ভত্তিয়স্‌স ভিক্‌খুস্‌স

নিষ্ক্রমণ একটা নির্দিষ্ট গোচর-কালে [অর্থাৎ সাধারণতঃ প্রাতঃকালে আচার্যকর্তৃক সূত্র-পৌরুষী ও অর্থ-পৌরুষী পাঠের পর] বিহিত হয়। ইহার অন্যথাচরণ [অর্থাৎ দিনে দুইবার আহার] অনুমোদিত হয়, যদি সে ভিক্ষু আচার্যের পরিচর্য্যায় ব্যাপৃত থাকে [অর্থাৎ তজ্জন্য অধিক পরিশ্রম করিতে হয়], অথবা যদি সে উপাধ্যায়, তপস্বী বা রোগীর [পরিচর্যায়] ব্যাপৃত থাকে [অর্থাৎ তজ্জন্য অধিক পরিশ্রম করিতে হয়], অথবা যদি সে উপাধ্যায়, তপস্বী বা রোগীর [পরিচর্যায়] ব্যাপৃত থাকে, অথবা যাহাদের বয়সের ব্যঞ্জনা [অর্থাৎ বস্তি, কূর্চ, কক্ষা প্রভৃতি স্থানে রোমোদ্‌গম] উৎপন্ন হয় নাই এমন অল্পবয়স্ক বা অল্পবয়স্কাদিগের পরিচর্যায় যদি সে ব্যাপৃত থাকে ॥ ২০ ॥

বর্ষাবাস-পর্যুষণে রত কোনও ভিক্ষু যদি একদিন অন্তর একবার মাত্র আহার করে, তবে তাহার জন্য এই মাত্র বিশেষ বিধি বিহিত আছে যে সে প্রাতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাহার পূর্বসঞ্চিত খাদ্য আহার করিবে। তারপর প্রতিগ্রহ-[ভিক্ষা-]পাত্র ঘষিয়া মাজিয়া পরিষ্কার করিবে। সেই আহার যদি তাহার [পেট-ভরা] পূর্ণ আহার হয়, তবে সেদিন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া পর্যুষণ কর্ম করিবে। কিন্তু যদি সে আহার তাহার পূর্ণ আহার না হয়, তবে আহার ও পানীয়ের জন্য [ভিক্ষার্থ] তাহার দ্বিতীয়বার গৃহ-পতি-কুলে প্রবেশ বা [তথা হইতে] নির্গম অনুমোদিত হয় ॥ ২১ ॥

বর্ষাবাসপর্যুষণে রত কোনও ভিক্ষু যদি প্রতি তৃতীয় দিনে একবার মাত্র আহার করে, তবে তাহার খাদ্য ও পানীয়ের জন্য গৃহপতিকুলের গৃহে [ভিক্ষার্থ] প্রবেশ ও নির্গমের জন্য দুইটি গোচর-কাল অনুমোদিত হয় ॥ ২২ ॥

বর্ষাবাসপর্যুষণে রত কোনও ভিক্ষু যদি প্রতি চতুর্থ দিনে একবার মাত্র আহার করে, তবে তাহার খাদ্য ও পানীয়ের জন্য গৃহপতিকুলের গৃহে [ভিক্ষার্থ] প্রবেশ ও নির্গমের জন্য তিনটি গোচর-কাল অনুমোদিত হয় ॥ ২৩ ॥

বর্ষাবাসপর্যুষণে রত কোনও ভিক্ষু যদি [ইহা অপেক্ষা] দীর্ঘ-

কপ্‌পংতি সব্বে বি গোয়র-কালা গাহাবই-কুলং ভত্তাএ বা পাণাএ বা নিক্‌খমিত্তএ বা পবিসিত্তএ বা ॥ ২৪ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়স্‌স নিচ্চ-ভত্তিয়স্‌স ভিক্‌খুস্‌স কপ্‌পংতি সব্বাইং পাণগাইং পড়িগাহিত্তএ। বাসাবাসং পজ্জোসবিয়স্‌স চউত্থ-ভত্তিয়স্‌স কপ্‌পংতি তও পাণগাইং পড়িগাহিত্তএ। তং জহা: উস্‌সেইমং বা, সংসেইমং বা, চাউলোদগং বা। বাসাবাসং পজ্জোসবিয়স্‌স ছট্‌ঠ-ভত্তিয়স্‌স ভিক্‌খুস্‌স কপ্‌পংতি তও পাণগাইং পড়িগাহিত্তএ। তং জহা: তিলোদগং বা, তুসোদগং বা, জবোদগং বা। বাসাবাসং পজ্জোসবিয়স্‌স অট্‌ঠম-ভত্তিয়স্‌স ভিক্‌খুস্‌স কপ্‌পংতি তও পাণগাইং পড়িগাহিত্তএ। তং জহা: আয়ামং বা, সোবীরং বা, সুদ্ধবিয়ড়ং বা। বাসাবাসং পজ্জোসবিয়স্‌স বিগিট্‌ঠ-ভত্তিয়স্‌স ভিক্‌খুস্‌স কপ্‌পই এগে উসিণ-বিয়ড়ে পড়িগাহিত্তএ, সে বি য় ণং অসিত্থে, নো বি য় ণং স-সিত্থে। বাসাবাসং পজ্জোসবিয়স্‌স ভত্ত-পড়িয়াইক্‌খিয়স্‌স ভিক্‌খুস্‌স কপ্‌পই এগে উসিণ-বিয়ড়ে পড়িগাহিত্তএ, সে বি য় ণং অ-সিত্থে, নো বি য় ণং স-সিত্থে, সে বি য় ণং পরিপূএ, নো চেব ণং অপরিপূএ, সে বি য় ণং পরি-নিমিএ, নো চেব ণং অ-পরিনিমিএ, সে য় ণং বহু-সংপুন্নে, নো চেব ণং অ-বহু-সংপুন্নে ॥ ২৫ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়স্‌স সংখা-দত্তিয়স্‌স ভিক্‌খুস্‌স কপ্‌পংতি পংচ দত্তীও ভোয়ণস্‌স পড়িগাহিত্তএ, পংচপাণগস্‌স, অহবা চত্তারি ভোয়ণস্‌স, পংচ পাণগস্‌স; অহবা পংচ ভোয়ণস্‌স চত্তারি পাণগস্‌স। তত্থ এগা দত্তী লোণা সায়ণ-মিত্তং অবি

কাল-বিলম্বিত উপবাসের পর একবার মাত্র আহার করে, তবে তাহার খাদ্য ও পানীয়ের জন্য গৃহপতি-কুলের গৃহে [ভিক্ষার্থ] প্রবেশ ও নির্গমের জন্য সর্ব গোচর-কালই অনুমোদিত হয় ॥ ২৪ ॥

বর্ষাবাসপর্যুষণে রত ভিক্ষুগণের মধ্যে যাহারা প্রত্যহ একবার আহার গ্রহণ করে তাহাদের জন্য সর্বপ্রকার পানীয় গ্রহণ অনুমোদিত। বর্ষাবাসপর্যুষণে রত যে-সকল ভিক্ষু প্রতি দ্বিতীয় দিবসে একবার মাত্র আহার গ্রহণ করে তাহাদের গ্রহণ জন্য তিনটি পানীয় অনুমোদিত। যথা : (১) যে জলে পিষ্টকাদি সিদ্ধ করা হয় সেই জল, (২) খোসা-ছাড়ান তিল-ধোওয়া জল এবং (৩) চাউল-ধোওয়া জল। প্রতি তৃতীয় দিবসে আহার-গ্রহণকারী ভিক্ষুদিগের জন্য এই তিন প্রকার পানীয় গ্রহণ অনুমোদিত (১) তিলোদক, (২) তুষোদক [অর্থাৎ চাউলের কুঁড়া-ধোওয়া জল] এবং (১৩) যবোদক। প্রতি চতুর্থ দিবসে আহার-গ্রহণকারী ভিক্ষুগণের জন্য এই তিন প্রকার পানীয় গ্রহণ অনুমোদিত : (১) উবুসনি জল (২) কাঞ্জী [আমানি], ও (৩) শুদ্ধোদক। ইহা অপেক্ষা অধিক-দিন ব্যবধানের পর আহার-গ্রহণকারী ভিক্ষুগণের পানীয়-রূপে গ্রহণের জন্য একমাত্র উষ্ণফেন [ভাতের মাড়] অনুমোদিত। তাহাও সিকৃথবিহীন [অর্থাৎ অন্নের খণ্ডিত অংশ যুক্ত নহে] হওয়া চাই, সিকৃথযুক্ত নহে। বর্ষাবাসপর্যুষণে রত যে ভিক্ষু একেবারে আহার-প্রত্যাখ্যান করে তাহার গ্রহণের জন্য একটি মাত্র পানীয় অনুমোদিত : উষ্ণ মণ্ড [বা ভাতের মাড়]। তাহাও সিকৃথ (অর্থাৎ অন্নকণা)-বিহীন হওয়া চাই, সিকৃথ-যুক্ত না হয়। তাহাও পরিপূত (অর্থাৎ ছাঁকা) হওয়া চাই, আছাঁকা না হয়। তাহাও পরিমিত হওয়া চাই, অপরিমিত নহে। [এইরূপ উষ্ণ মণ্ড] পূর্ণ মাত্রায় [অর্থাৎ পেট ভরিয়া] পান করা অনুমোদিত, অর্ধমাত্রায় [অর্থাৎ পেট খালি রাখিয়া] নহে ॥ ২৫ ॥

বর্ষাবাসপর্যুষণে রত যে ভিক্ষুর [গৃহ-] সংখ্যা নির্দেশ পূর্বক ভিক্ষা গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়, সে পাঁচ ঘরে ভোজন পাঁচ ঘরে পানীয়, অথবা চারি গৃহে ভোজন পাঁচ গৃহে পানীয়, অথবা পাঁচ গৃহে ভোজন ও চারি গৃহে পানীয় গ্রহণ করিতে পারে। ইহা ছাড়া সে

পড়িগাহিয়া সিয়া। কপ্পই সে তদ্দিবসং তেণেব ভত্তট্ঠেণং পজ্জোসবিত্তএ, নো সে কপ্পই দোচ্চং পি গাহাবই-কুলং ভত্তাএ বা পাণাএ বা নিক্খমিত্তএ বা পবিসিত্তএ বা ॥ ২৬ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়াণং নো কপ্পই নিগ্গংঠাণ বা নিগ্গংঠীণ বা জাব উবস্সয়াও সত্ত-ঘরংতরং সংখড়িং সংনিয়ট্ট-চারিস্স ইত্তএ। এগে এবমাহংসু: নো কপ্পই জাব উবস্সয়াও পরেণং সত্ত-ঘরংতরং সংখড়িং সংনিয়ট্ট-চারিস্স ইত্তএ; এগে পুণ এবমাহংসু: নো কপ্পই জাব উবস্সয়াও পরংপরেণং সত্ত-ঘরংতরং সংখড়িং সংনিয়ট্ট-চারিস্স ইত্তএ ॥ ২৭ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়স্স নো কপ্পই পাণি-পড়িগ্গহিয়স্স ভিক্খুস্স কণগ-ফুসিয়-মিত্তম্ অবি বুট্ঠি-কায়ংসি নিবয়মাণংসি গাহাবই-কুলং ভত্তাএ বা পাণাএ বা নিক্খমিত্তএ বা পবিসিত্তএ বা ॥ ২৮ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়স্স পাণি-পড়িগ্গহিয়স্স ভিক্খুস্স নো কপ্পই অগিহংসি পিংডবায়ং পড়িগাহিত্তা পজ্জোসবিত্তএ; পজ্জোসবেমাণস্স সহসা বুট্ঠি-কাএ নিবএজ্জা, দেসং ভোচ্চা দেস-মাদায় সে পাণিণা পাণিং পরিপিহিত্তা উরংসি বা ণং নিলিজ্জিজ্জা, কক্খংসি বা ণং সমাহড়িজ্জা, অহাছন্নাণি বা লেণাণি বা উবাগচ্ছিজ্জা, রুক্খ-মূলাণি বা উবাগচ্ছিজ্জা, জহা সে পাণিংসি দএ বা, দগ-রএ বা, দগ-ফুসিয়া বা নো পরিয়াবজ্জই ॥ ২৯ ॥

যতটুকু তাহার ভোজ্য স্বাদ-যুক্ত করিবার জন্য আবশ্যক ততটুকু লবণ আর-এক দানে গ্রহণ করিতে পারে। সেই ভোজন ও পানীয় তাহার পর্যুষণ-কালে একদিনের পর্য্যাপ্ত প্রয়োজন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। [অল্প হইলেও] দ্বিতীয় বার আহার্য ও পানীয়ের জন্য [ভিক্ষার্থ] গৃহ-পতিগণের গৃহে প্রবেশ ও নির্গম তাহার পক্ষে অনুমোদিত নহে ॥ ২৬ ॥

[স্পর্শদোষ ভয়ে] সংবৃত ভাবে রন্ধন-কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তির গৃহ নিজের উপ্রাশ্রয়গৃহ হইতে সপ্ত-গৃহান্তরে হইলে বর্ষাবাসপর্যুষণে রত নিগ্রর্ন্থ বা নিগ্র´ন্থী সেদিকে যাইতে পারিবে না। কেহ কেহ বলেন: উপাশ্রয়-গৃহের পর সপ্ত গৃহের মধ্যে [স্পর্শভয়ে] সংনিবৃত্তভাবে রন্ধন-ভোজনকারীর নিকট কোনও নিগ্রর্ন্থ বা কোনও নিগ্র´ন্থী যাইতে পারিবে না। আবার কেহ কেহ বলেন: উপাশ্রয়গৃহ হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর সপ্ত গৃহান্তরে সংনিবৃত্তভাবে রন্ধন-ভোজনকারীর নিকট কোনও নিগ্রর্ন্থ বা কোনও নিগ্র´ন্থী যাইতে পারিবে না ॥ ২৭ ॥

বর্ষাবাসপর্যুষণে রত যে ভিক্ষু ভিক্ষাপাত্ররূপে নিজের করতল ব্যবহার করে, তাহার জন্য বিধান এই যে কণিকা-স্পর্শ-মাত্র বৃষ্টি পড়িতে থাকিলে ঐ ভিক্ষুর আহার বা পানীয়-ভিক্ষার্থ গৃহপতিগণের গৃহে প্রবেশ বা তথা হইতে নির্গম অনুমোদিত নহে ॥ ২৮ ॥

বর্ষাবাসপর্যুষণে রত যে ভিক্ষু আপন করতলকেই ভিক্ষাপ্রতিগ্রহ পাত্ররূপে ব্যবহার করে তৎকর্তৃক ভিক্ষা-গ্রহণের পর গৃহের বাহিরে অবস্থান অনুমোদিত নহে। কারণ পর্যুষণ কর্ম করিবার সময়ে সহসা বৃষ্টিপতন আরম্ভ হইতে পারে। [সে অবস্থায়] [ভিক্ষালব্ধ ভোজ্যের] কিয়দংশ খাইয়া অবশিষ্টাংশ হাতের উপর হাত ঢাকা দিয়া বক্ষঃস্থলে রক্ষা করা উচিত, অথবা কক্ষাতলে (অর্থাৎ বগলে) সমাবৃত করিয়া রাখা উচিত, অথবা উত্তমরূপে আচ্ছাদিত স্থানে বা লয়নে আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত, অথবা বৃক্ষমূলে উপনীত হওয়া উচিত, যাহাতে তাহার হস্তে জল, জলবিন্দু বা শিশিরবৎ জলকণিকা পতিত না হয় ॥ ২৯ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়স্স পাণি-পড়িগ্গহিয়স্স ভিক্খুস্স জং কিং চি কণগ-ফুসিয়-মিত্তং পি নিবড়ই, নো সে কপ্পই ভত্তাএ বা পাণাএ বা নিক্খমিত্তএ বা পবিসিত্তএ বা ॥ ৩০ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়স্স পড়িগ্গহ-ধারিস্স ভিক্খুস্স নো কপ্পই বগ্ঘারিয়-বুট্‌ঠি-কায়ংসি গাহাবই-কুলং ভত্তাএ বা পাণাএ বা নিক্খমিত্তএ বা পবিসিত্তএ বা। কপ্পই সে অপ্প-বুট্‌ঠি-কায়ংসি সংতরুত্তরংসি গাহাবই-কুলং ভত্তাএ বা পাণাএ বা নিক্খমিত্তএ বা পবিসিত্তএ বা ॥ ৩১ ॥ [গ্রং ১১০০]

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়স্স নিগ্গংঠস্স য় গাহাবই-কুলং পিংডবায়-পড়িয়াএ অণুপবিট্‌ঠস্স নিগিজ্ঝিয় নিগিজ্ঝিয় বুট্‌ঠি-কাএ নিবইজ্জা, কপ্পই সে অহে আরামংসি বা, অহে উবস্সয়ংসি বা, অহে বিয়ড়-গিহংসি বা, অহে রুক্খ-মূলংসি বা, উবাগচ্ছিত্তএ ॥ ৩২ ॥

তত্থ সে পুব্বাগমণেণং পুব্বাউত্তে চাউলোদণে পচ্ছাউত্তে ভিলিংগ-সূবে, কপ্পই সে চাউলোদণে পড়িগাহিত্তএ, নো সে কপ্পই ভিলিংগ-সূবে পড়িগাহিত্তএ ॥ ৩৩ ॥

তত্থ সে পুব্বাগমণেণং পুব্বাউত্তে ভিলিংগ-সূবে পচ্ছাউত্তে চাউলোদণে, কপ্পই সে ভিলিংগ-সূবে পড়িগাহিত্তএ, নো সে কপ্পই চাউলোদণে পড়িগাহিত্তএ ॥ ৩3 ॥

তত্থ সে পুব্বাগমণেণং দো বি পুব্বাউত্তাইং বট্টংতি, কপ্পংতি সে দোবি পড়িগাহিত্তএ। তত্থ সে পুব্বাগমণেণং দো বি

বর্ষাবাস-পর্যুষণ-রত যে ভিক্ষু ভিক্ষাপাত্ররূপে স্ব-করতল ব্যবহার করে তাহার জন্য বিধান এই যে যদি কণামাত্র বা বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িতে থাকে তবে সে আহার বা পানীয়ের জন্য (ভিক্ষার্থ) গৃহস্থদিগের গৃহে প্রবেশ করিতে বা তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারিবে না ॥ ৩০ ॥

বর্ষাবাস-পর্যুষণ-রত ভিক্ষাপাত্র-ধারী ভিক্ষুর জন্য বিধান এই যে অবিরত-ধারায় বৃষ্টি পড়িতে থাকিলে সে গৃহস্থগৃহে আহার বা পানীয় ভিক্ষার্থ বাহির হইতে পারিবে না ; কিন্তু অল্প-বৃষ্টিপাত-সময়ে অন্তরীয় ও উত্তরীয় উভয়বিধ প্রাবরণে প্রাবৃত হইয়া প্রবেশ করিতে বা বাহির হইতে পারিবে ॥ ৩১ ॥

বর্ষাবাস-পর্যুষণে রত নির্গ্রন্থ ভিক্ষা-গ্রহণার্থ গৃহস্থ-গৃহে প্রবেশ করার পর যদি থামিয়া থামিয়া বৃষ্টি পড়া আরম্ভ হয়, তবে সে নির্গ্রন্থ উদ্যানে, উপাশ্রয়গৃহে, জলের ঘরে, অথবা বৃক্ষমূলে যাইয়া আশ্রয় লইবে ॥ ৩২ ॥

ভিক্ষার্থ গৃহস্থ-গৃহে ভিক্ষু আসিবার পূর্বে যদি গৃহস্থগৃহে চাউলোদন রন্ধন করা আরম্ভ হইয়া থাকে, এবং পরে যদি ভিলিংগ-সূপ রন্ধন করা আরম্ভ হয়, তবে ভিক্ষু ঐ চাউলোদন গ্রহণ করিতে পারিবে, ভিলিঙ্গসূপ গ্রহণ করিতে পারিবে না ॥ ৩৩ ॥

ভিক্ষার্থ গৃহস্থ-গৃহে ভিক্ষু আসিবার পূর্বে যদি ভিলিঙ্গ-সূপ রন্ধন করা আরম্ভ হয়, এবং পরে চাউলোদন রন্ধন করা আরম্ভ হয়, তবে সে ভিক্ষু ভিলিঙ্গ-সূপ গ্রহণ করিতে পারে, চাউলোদন গ্রহণ করিতে পারে না ॥ ৩৪ ॥

ভিক্ষার্থ গৃহস্থ-গৃহে ভিক্ষু আসিবার পূর্বে যদি ঐ দুই দ্রব্যই রন্ধন করা আরম্ভ হইয়া থাকে, তবে সে ভিক্ষু দুইটিই গ্রহণ করিতে পারে। যদি ভিক্ষু আসিবার পর ঐ দুইটিই রন্ধন আরম্ভ করা হয়, তবে সে

পচ্ছাউত্তাইং, নো সে কপ্পংতি দো বি পড়িগাহিত্তএ। জে সে তত্থ পুব্বাগমণেণং পুব্বাউত্তে, সে কপ্পই পড়িগাহিত্তএ; জে সে তত্থ পুব্বাগমণেণং পচ্ছাউত্তে, নো সে কপ্পই পড়িগাহিত্তএ॥ ৩৫॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়স্স নিগ্গংঠস্স গাহাবই-কুলং পিংডবায়-পড়িয়াএ পবিট্ঠস্স নিগিজ্ঝিয় নিগিজ্ঝিয় বুট্ঠি-কাএ নিবইজ্জা, কপ্পই সে অহে আরামংসি বা, অহে উবস্সয়ংসি বা, অহে বিয়ড়-গিহংসি বা, অহে রুক্খ-মূলংসি বা উবাগচ্ছিত্তএ। নো সে কপ্পই পুব্বগহিএণং ভত্তপাণেণং বেলং উবায়ণাবিত্তএ; কপ্পই সে পুব্বামেব বিয়ড়গং ভোচ্চা পচ্ছা পড়িগ্গহং সংলিহিয় সংলিহিয় সংপমজ্জিয় সংপমজ্জিয় এগায়য়ং ভংডগং কট্টু সাব-সেসে সূরিএ, জেণেব উবস্সএ তেণেব উবাগচ্ছিত্তএ, নো সে কপ্পই তং রয়ণিং তত্থেব উবায়ণাবিত্তএ॥ ৩৬॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়স্স নিগ্গংঠস্স গাহাবই-কুলং পিংড-বায়-পড়িয়াএ অণুপবিট্ঠস্স নিগিজ্ঝিয় নিগিজ্ঝিয় বুট্ঠি-কাএ নিবইজ্জা, কপ্পই সে অহে আরামংসি বা, অহে উবস্সয়ংসি বা, অহে বিয়ড-গিহংসি বা, অহে রুক্খমূলংসি বা উবাগচ্ছিত্তএ॥৩৭॥

তত্থ নো কপ্পই এগস্স নিগ্গংঠস্স এগাএ নিগ্গংঠীএ এগয়ও চিট্ঠিত্তএ; তত্থ নো কপ্পই এগস্স নিগ্গংঠস্স দুণ্হ য় নিগ্গংঠীণং এগয়ও চিট্ঠিত্তএ; তত্থ নো কপ্পই দুণ্হং নিগ্গংঠাণং এগাএ নিগ্গংঠীএ এগয়ও চিট্ঠিত্তএ; তত্থ নো কপ্পই দুণ্হং নিগ্গংঠাণং দুণ্হ য় নিগ্গংঠীণং এগয়ও চিট্ঠিত্তএ; অত্থি য় ইত্থ কেই পংচমে, খুড্ডএ বা খুড্ডিয়া বা অন্নেসিং বা সংলোএ স পড়িদুবারে, এব ণ্হং কপ্পই এগয়ও চিট্ঠিত্তএ॥ ৩৮॥

ঐ দুইটির কোনওটিই গ্রহণ করিতে পারিবে না। যাহা ভিক্ষু আসিবার পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইতে থাকিবে তাহাই ভিক্ষু গ্রহণ করিতে পারিবে, যাহা পরে আরম্ভ হইবে তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে না ॥ ৩৫ ॥

বর্ষাবাস-পর্যুষণ-রত নিগ্রর্ন্থ ভিক্ষাগ্রহণার্থ গৃহস্থগৃহে উপস্থিত হইবার পর যদি থামিয়া থামিয়া বৃষ্টি পড়িতে থাকে, তবে সে নিগ্রর্ন্থ উদ্যানে, উপাশ্রয়গৃহে, জলের ঘরে অথবা বৃক্ষমূলে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিবে। কিন্তু সে পূর্বগৃহীত ভোজ্য ও পানীয় দ্বারা বেলা কাটাইতে পারিবে না। পূর্বসংগৃহীত ভোজ্য (মূলে 'বিয়ড়গ') ভোজন করিয়া তারপর সূর্য থাকিতে থাকিতে ভিক্ষাপাত্র ঘষিয়া ঘষিয়া মাজিয়া মাজিয়া তাহাকে পাত্রাদি একত্র করিয়া বাঁধিতে হইবে। তারপর যেদিকে নিজের উপাশ্রয়গৃহ সেই দিকে যাইতে হইবে। সে রাত্রি সে সেখানে কাটাইতে পারিবে না ॥ ৩৬ ॥

বর্ষাবাস-পর্যুষণ-রত নিগ্রর্ন্থ ভিক্ষাগ্রহণার্থ গৃহস্থগৃহে প্রবেশ করিবার পর যদি থামিয়া থামিয়া বৃষ্টি পড়িতে থাকে, তবে সে উদ্যানে, উপাশ্রয়-গৃহে, জলের ঘরে অথবা বৃক্ষমূলে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিবে ॥ ৩৭ ॥

সেখানে কিন্তু একজন নিগ্রর্ন্থ ও একজন নিগ্রর্ন্থী একত্র থাকিতে পারিবে না। একজন নিগ্রর্ন্থ ও দু'জন নিগ্রর্ন্থীও সেখানে একত্র থাকিতে পারিবে না। দু'জন নিগ্রর্ন্থ ও একজন নিগ্রর্ন্থীও সেখানে একত্র থাকিতে পারিবে না। দু'জন নিগ্রর্ন্থ ও দু'জন নিগ্রর্ন্থীও সেখানে একত্র থাকিতে পারিবে না। যদি সেখানে কোনও পঞ্চম ব্যক্তি থাকে,—সে পঞ্চম ব্যক্তি একজন শিষ্য বা শিষ্যা হইতে পারে—, এবং যদি সে স্থান অন্য লোকজনের দৃষ্টিগোচর হয়, এবং যদি সেদিকে অন্য গৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটিত থাকে, তবে তাহারা সকলে সেখানে একসঙ্গে থাকিতে পারে ॥ ৩৮ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়স্‌স নিগ্‌গংঠস্‌স গাহাবই-কুলং পিংডে-বায়-পড়িয়াএ অণুপবিট্‌ঠস্‌স নিগিজ্মিয় নিগিজ্মিয় বুট্‌ঠি-কাএ নিবইজ্জা, কপ্‌পই সে অহে আরামংসি বা, অহে উবস্‌সয়ংসি বা, অহে বিয়ড়-গিহংসি বা, অহে রুক্‌খমূলংসি বা, উবাগচ্ছিত্তএ। তত্থ নো কপ্পই এগস্‌স নিগ্‌গংঠস্‌স এগাএ অগারীএ এগয়ও চিট্‌ঠিত্তএ ; এবং চউভংগো। অত্থি য় ইত্থ কেই পংচমে, থেরে বা থেরিয়া বা, অন্নেসিং বা সংলোএ স-পড়িদুবারে, এবং কপ্পই এগয়ও চিট্‌ঠিত্তএ। এবং চেব নিগ্‌গংঠীএ অগারস্‌স য় ভাণিয়ব্বং ॥ ৩৯ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়াণং নো কপ্পই নিগ্‌গংঠাণ বা নিগ্‌গং-ঠীণ বা অপরিন্নএণং অপরিন্নয়স্‌স অট্‌ঠাএ অসণং বা পাণং বা খাইমং বা সাইমং বা পড়িগাহিত্তএ ॥ ৪০ ॥

সে কিমাহু ভংতে ? ইচ্ছাপরো অপরিন্নএ ভুংজিজ্জা, ইচ্ছা-পরো ন ভুংজিজ্জা ॥ ৪১ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়াণং নো কপ্পই নিগ্‌গংঠাণ বা নিগ্‌গং-ঠীণ বা উদ-উল্লেণ বা স-সিণিদ্ধেণ বা কাএণং অসণং বা পাণং বা খাইমং বা সাইমং বা আহারিত্তএ ॥ ৪২ ॥

সে কিমাহু ভংতে ? সত্ত সিণেহায়য়ণা পন্নত্তা ; তং জহা : পাণী, পাণি-লেহা, নহা, নহসিহা, ভমুহা, অহরোট্‌ঠা, উত্তরোট্‌ঠা। অহ পুণ এবং জাণিজ্জা ; বিগওদএ সে কাএ, ছিন্ন-সিণেহে ; এবং সে কপ্‌পই অসণং বা পাণং বা খাইমং বা সাইমং বা আহারিত্তএ ॥ ৪৩ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়াণং ইহ খলু নিগ্‌গংঠাণ বা নিগ্‌গংঠীণ বা ইমাইং অট্‌ঠ সুহুমাইং, জাইং ছউমত্থেণং নিগ্‌গংঠেণ বা

বর্ষাবাস-পর্যুষণ-রত নিগ্রন্থ ভিক্ষাগ্রহণার্থ গৃহস্থগৃহে প্রবেশ করিলে যদি থামিয়া থামিয়া বৃষ্টি পড়িতে থাকে, তবে সে উদ্যানে, উপাশ্রয় গৃহে, জলের ঘরে বা বৃক্ষমূলে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিবে। সেখানে কিন্তু একজন নিগ্রন্থ ও একজন আগারিণী (গৃহী স্ত্রীলোক) একত্র থাকিতে পারিবে না। এইরূপ [৩৮ সূত্রে যেমন বর্ণিত হইয়াছে সেইরূপ] চারিজন পর্যন্ত ব্যক্তির একত্রাবস্থান নিষিদ্ধ। যদি সেখানে কোনও পঞ্চম ব্যক্তি—স্থবির বা স্থবিরা—থাকে, যদি সে স্থান অন্য লোকজনের দৃষ্টি-গোচর হয় এবং যদি সেদিকে অন্য গৃহীর দ্বার উদ্‌ঘাটিত থাকে, তবেই তাহারা সকলে একত্র থাকিতে পারিবে। গৃহী ব্যক্তি ও নিগ্রন্থীর বিষয়েও এইরূপই বিধান ॥ ৩৯ ॥

বর্ষাবাস-পর্যুষণ-রত কোনও নিগ্রন্থ বা নিগ্রন্থী যে [অনুরোধ] জানায় নাই তাহার জন্য কোনও অশনীয়, পানীয়, খাদনীয় বা স্বাদনীয় বস্তু গ্রহণ করিতে পারিবে না, যদি সে স্বয়ং তাহাকে [খাদ্য সংগ্রহ করিবার প্রতিশ্রুতি] না জানাইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

সে কথা কেন বলা হইল, ভদন্ত? যে ব্যক্তিকে পূর্বে জানান হয় নাই, সে ইচ্ছা হইলে খাইতে পারে, ইচ্ছা না হইলে না খাইতেও পারে ॥ ৪১ ॥

বর্ষাবাস-পর্যুষণ-রত নিগ্রন্থ বা নিগ্রন্থীরা উদকার্দ্র বা শীতল দেহে অশনীয়, পানীয়, খাদ্য বা স্বাদ্য বস্তু আহার করিতে পারিবে না ॥ ৪২ ॥

সে কথা কেন বলা হইল, ভদন্ত? জানান হইয়াছে যে আর্দ্রতার আশ্রয়স্থান সাতটি। যথাঃ হস্ত, হস্ত-রেখা, নখ, নখশিখা, ভ্রূ-যুগল, অধরোষ্ঠ ও উর্ধ্বোষ্ঠ। অতএব ইহা জানা উচিত। যদি দেহ বিগতোদক বা শুষ্ক হয়, আর্দ্রতা না থাকে, তবেই অশনীয়, পানীয়, খাদ্য বা স্বাদ্য বস্তু আহার করিতে পারে ॥ ৪৩ ॥

আট প্রকার সূক্ষ্ম আছে, যাহা পর্যুষণরত প্রত্যেক অপরিণতবুদ্ধি নিগ্রন্থ ও নিগ্রন্থীর সর্বদা জানা চাই, দেখা চাই ও মানসপটে অঙ্কিত

নিগ্গংঠীএ বা অভিক্খণং অভিক্খণং জাণিয়ব্বাইং পাসিয়ব্বাইং পড়িলেহিয়ব্বাইং ভবংতি, তং জহা : পাণ-সুহুমং, পণগ-সুহুমং, বীয়-সুহুমং, হরিয়-সুহুমং, পুপ্ফ-সুহুমং, অংড-সুহুমং, লেণ-সুহুমং, সিণেহ-সুহুমং।

সে কিং তং পাণ-সুহুমে? পাণ-সুহুমে পংচবিহে পন্নত্তে, তং জহা : কিন্হে, নীলে, লোহিএ, হালিদ্দে, সুক্কিলে। অত্থি কুংথু অণুদ্ধরী নামং, জা ঠিয়া অচল-মাণা ছউমত্থাণং নিগ্গংথাণ বা নিগ্গংথীণ বা নো চক্খু-ফাসং হব্বমাগচ্ছই, জা ছউমত্থেণং নিগ্গংথেণ বা নিগ্গংথীএ বা অভিক্খণং অভিক্খণং জাণিয়ব্বা পাসিয়ব্বা পড়িলেহিয়ব্বা ভবই। সে তং পাণ-সুহুমে ॥ ৪৪ ॥

সে কিং তং পণগ-সুহুমে? পণগ-সুহুমে পংচবিহে পন্নত্তে। তং জহা : কিন্হে, নীলে, লোহিএ, হালিদ্দে, সুক্কিলে। অত্থি পণগ-সুহুমে তদ্দব্ব-সমাণ-বন্নএ নামং পন্নত্তে, জে ছউমত্থেণং নিগ্গংথেণ বা নিগ্গংথীএ বা অভিক্খণং অভিক্খণং জাণিয়ব্বে পাসিয়ব্বে পড়িলেহিয়ব্বে ভবই। সে ণং, পণগ-সুহুমে ॥

সে কিং তং বীয়-সুহুমে? বীয়-সুহুমে পংচবিহে পন্নত্তে, তং জহা : কিন্হে, নীলে, লোহিএ, হালিদ্দে, সুক্কিলে। অত্থি বীয়-সুহুমে কণিয়া-সমাণ-বন্নএ নামং পন্নত্তে, জে ছউমত্থেণং নিগ্গংথেণ বা নিগ্গংথীএ বা অভিক্খণং অভিক্খণং জাণিয়ব্বে পাসিয়ব্বে পড়িলেহিয়ব্বে ভবই। সে তং বীয়সুহুমে ॥

সে কিং তং হরিয়-সুহুমে? হরিয়-সুহুমে পংচবিহে পন্নত্তে; তং জহা : কিন্হে, নীলে, লোহিএ, হালিদ্দে, সুক্কিলে। অত্থি

করিয়া রাখা চাই : (১) সূক্ষ্ম প্রাণী, (২) সূক্ষ্ম কীট (উই, মৎকুণ প্রভৃতি), (৩) বীজ মধ্যস্থ সূক্ষ্মজীবন, (৪) হরিৎ (নবোদ্‌গত অঙ্কুরাদির মধ্যস্থিত) সূক্ষ্মজীবন, (৫) (বট, ডুমুর প্রভৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন) পুষ্পসূক্ষ্ম (৬) (মক্ষিকা-মৎকুণাদির) অণ্ডসূক্ষ্ম (৭) (নানা কীটের নির্মিত আশ্রয় বা) সূক্ষ্ম লয়ন ও (৮) সূক্ষ্ম আর্দ্রতা।

প্রাণ-সূক্ষ্ম বা সূক্ষ্মজীব কি প্রকার বস্তুকে বলা হয়? সূক্ষ্মজীব পঞ্চবিধ উক্ত হইয়াছে : কৃষ্ণ, নীল, লোহিত, পীত, ও শুক্ল। কুন্থু অনুদ্ধরী নামে এক প্রকার ক্ষুদ্র জীব আছে। তাহারা যখন স্থির থাকে, চলে না, তখন তাহারা অপরিণতবুদ্ধি নির্গ্রন্থ বা নির্গ্রন্থীর চোখে সহজে ধরা পড়ে না; কিন্তু যখন তাহারা অস্থির ভাবে চলিতে থাকে, তখন তাহারা অপরিণতবুদ্ধি নির্গ্রন্থ বা নির্গ্রন্থীর চোখে সহজেই ধরা পড়ে। বারে বারে চেষ্টা করিয়া অপরিণতবুদ্ধি (অজ্ঞতাচ্ছন্ন) নির্গ্রন্থ ও নির্গ্রন্থীদিগের সর্বদা ইহা জানা চাই, দেখা চাই ও মানসপটে আঁকিয়া রাখা চাই। এই হইল সূক্ষ্ম প্রাণ বা প্রাণীর কথা ॥ ৪৪ ॥

সূক্ষ্ম কীট কাহাকে বলা হইয়াছে? সূক্ষ্মকীট পঞ্চবিধ উক্ত হইয়াছে : কৃষ্ণ, নীল, লোহিত, পীত ও শুক্ল। (যে দ্রব্যের উপর থাকে) সেই দ্রব্যের সমান বর্ণবিশিষ্ট সূক্ষ্ম কীটের কথা উক্ত হইয়াছে। অপরিণতবুদ্ধি (অজ্ঞতাচ্ছন্ন) নির্গ্রন্থ ও নির্গ্রন্থীর সর্বদা তাহা জানা চাই, দেখা চাই ও মানসপটে অঙ্কিত করিয়া রাখা চাই। এই হইল সূক্ষ্মকীটের কথা ॥

বীজমধ্যস্থ সূক্ষ্মজীবন কাহাকে বলা হইয়াছে? বীজমধ্যস্থ সূক্ষ্ম জীবন পঞ্চবিধ উক্ত হইয়াছে : কৃষ্ণ, নীল, লোহিত, পীত ও শুক্ল। এক প্রকার সূক্ষ্ম বীজের কথা বলা হইয়াছে যাহার বর্ণ শস্যকণিকার ন্যায়। অপরিণতবুদ্ধি নির্গ্রন্থ ও নির্গ্রন্থীর সর্বদা এইসব জানা চাই, দেখা চাই এবং মানসপটে অঙ্কিত করিয়া রাখা চাই। এই হইল বীজমধ্যস্থ সূক্ষ্ম জীবনের কথা ॥

হরিৎ সূক্ষ্মজীবন কাহাকে বলা হইয়াছে? হরিৎ সূক্ষ্মজীবন পঞ্চবিধ উক্ত হইয়াছে : কৃষ্ণ, নীল, লোহিত, পীত ও শুক্ল। পৃথিবীর

হরিয়-সুহুমে পুঢ়বী-সমাণ-বন্নএ নামং পন্নত্তে, জে ছউমত্থেণং নিগ্গংথেণ বা নিগ্গংথীএ বা অভিক্খণং অভিক্খণং জাণিয়ব্বে পাসিয়ব্বে পড়িলেহিয়ব্বে ভবই। সে তং হরিয়-সুহুমে ॥

সে কিং তং পুপ্ফ-সুহুমে? পুপ্ফ-সুহুমে পংচবিহে পন্নত্তে; তং জহা: কিন্হে, নীলে, লোহিএ, হালিদ্দে, সুক্কিলে। অত্থি পুপ্ফ-সুহুমে রুক্খ-সমাণ-বন্নএ নামং পন্নত্তে, জে ছউমত্থেণং নিগ্গংথেণ বা নিগ্গংথীএ বা অভিক্খণং অভিক্খণং জাণিয়ব্বে পাসিয়ব্বে পড়িলেহিয়ব্বে ভবই। সে তং পুপ্ফ-সুহুমে ॥

সে কিং তং অংড-সুহুমে? অংডসুহুমে পংচবিহে পন্নত্তে, তং জহা: উদ্দংসংডে, উক্কলিয়ংডে, পিপীলিয়ংডে, হলিয়ংডে, হল্লোহলিয়ংডে, জে ছউমত্থেণং নিগ্গংথেণ বা নিগ্গংথীএ বা অভিক্খণং অভিক্খণং জাণিয়ব্বে পাসিয়ব্বে পড়িলেহিয়ব্বে ভবই। সে তং অংড-সুহুমে ॥

সে কিং তং লেণ-সুহুমে? লেণ-সুহুমে পংচবিহে পন্নত্তে, তং জহা: উত্তিংগলেণে, ভিংগুলেণে, উজ্জুএ, তালমূলএ, সংবুক্কাবট্টে নামং পংচমে, জে ছউমত্থেণং নিগ্গংথেণ বা নিগ্গংথীএ বা অভিক্খণং অভিক্খণং জাণিয়ব্বে পাসিয়ব্বে পড়িলেহিয়ব্বে ভবই। সে তং লেণ-সুহুমে ॥

সে কিং তং সিণেহ-সুহুমে? সিণেহ-সুহুমে পংচবিহে পন্নত্তে, তং জহা: উস্সা, হিমএ, মহিয়া, করএ, হর-তণুএ, জে

সমান বর্ণবিশিষ্ট হরিৎ সূক্ষ্মজীবনের [অঙ্কুরাদির] কথা উক্ত হইয়াছে। অপরিণতবুদ্ধি নিগ্রন্থ ও নিগ্রন্থীর সর্বদা এইসব জানা চাই, দেখা চাই এবং মানসপটে অঙ্কিত করিয়া রাখা চাই। এই হইল হরিৎ সূক্ষ্ম জীবনের কথা ॥

সূক্ষ্ম পুষ্পের কথা কি বলা হইয়াছে? সূক্ষ্ম পুষ্প পঞ্চবিধ উক্ত হইয়াছে: কৃষ্ণ, নীল, লোহিত, পীত ও শুক্ল। বৃক্ষের বর্ণ-সমান বর্ণবিশিষ্ট সূক্ষ্ম পুষ্পের কথা উক্ত হইয়াছে। অপরিণতবুদ্ধি নিগ্রন্থ ও নিগ্রন্থীর সর্বদা এইসব জানা চাই, দেখা চাই এবং মানসপটে অঙ্কিত করিয়া রাখা চাই। এই হইল সূক্ষ্ম পুষ্পের কথা ॥

সূক্ষ্ম অণ্ড বিষয়ে কি বলা হইয়াছে? সূক্ষ্ম অণ্ড পঞ্চবিধ উক্ত হইয়াছে: উদ্দংশ অণ্ড (অর্থাৎ মক্ষিকা মৎকুণাদি দংশনকারী কীটের অণ্ড), উৎকলিক অণ্ড (অর্থাৎ পুটীকৃত মাকড়সার অণ্ড), পিপীলিকাণ্ড, হলিকাণ্ড (অর্থাৎ বোলতা প্রভৃতির ফলকিত অণ্ড) এবং হল্লোহলিকাণ্ড (অর্থাৎ টিকটিকি প্রভৃতির অণ্ড)। অপরিণত-বুদ্ধি নিগ্রন্থ ও নিগ্রন্থীর সর্বদা এইসব জানা চাই, দেখা চাই এবং মানসপটে অঙ্কিত করিয়া রাখা চাই। এই হইল সূক্ষ্ম অণ্ড বিষয়ক কথা ॥

সূক্ষ্ম লয়নের কথা কি বলা হইয়াছে? সূক্ষ্ম লয়ন (আশ্রয়, বাসা) পঞ্চবিধ উক্ত হইয়াছে: উত্তিংগলয়ন (উইচিংড়ের বাসা), ভৃঙ্গ লয়ন (ভিমরুল বা বোলতার চাক), ঋজু লয়ন (পিপীলিকাদির সোজা গর্ত), তালমূল লয়ন (নীচে চওড়া, উপরে তালগাছের মত সূক্ষ্ম বাসা) এবং পঞ্চম হইল শম্বুকাবর্ত লয়ন (শামুকাদির গর্ত)। অপরিণতবুদ্ধি নিগ্রন্থ ও নিগ্রন্থীর সর্বদা এইসব জানা চাই, দেখা চাই এবং মানসপটে অঙ্কিত করিয়া রাখা চাই। এই হইল সূক্ষ্ম লয়নের কথা ॥

সূক্ষ্ম আর্দ্রতার কথা কি বলা হইয়াছে? সূক্ষ্ম আর্দ্রতা পঞ্চবিধ উক্ত হইয়াছে: অবশ্যায় (বা তুষার), হিম (বা শিশির), মিহিকা

ছউমত্থেণং নিগ্গংথেণ বা নিগ্গংথীএ বা অভিক্খণং অভিক্খণং জানিয়ব্বে পাসিয়ব্বে পড়িলেহিয়ব্বে ভবই। সে তং সিণেহ-সুহুমে ॥ ৪৫ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিএ ভিক্খু য় ইচ্ছিজ্জা গাহাবই-কুলং ভত্তাএ বা পাণাএ বা নিক্খমিত্তএ বা পবিসিত্তএ বা, নো সে কপ্পই অণাপুচ্ছিত্তা আয়রিয়ং বা উবজ্ঝায়ং বা থেরং পবত্তিং গণিং গণহরং গণাবচ্ছেয়য়ং জং বা পুরও-কাউং বিহরই ; কপ্পই সে আপুচ্ছিউং আয়রিয়ং বা উবজ্ঝায়ং বা থেরং পবত্তিং গণিং গণহরং গণাবচ্ছেয়য়ং জং বা পুরও-কাউং বিহরই ; ইচ্ছামি ণং তুব্ভেহিং অব্ভণুন্নাএ সমাণে গাহাবইকুলং ভত্তাএ বা পাণাএ বা নিক্খমিত্তএ বা পবিসিত্তএ বা ; তে য় সে বিয়রেজ্জা ; এবং সে কপ্পই গাহাবই-কুলং ভত্তাএ বা পাণাএ বা নিক্খমিত্তএ বা পবিসিত্তএ বা ; তে য় সে নো বিয়রেজ্জা ; এবং সে নো কপ্পই গাহাবই-কুলং ভত্তাএ বা পাণাএ বা নিক্খমিত্তএ বা পবিসিত্তএ বা। সে কিমাহু ভংতে ? আয়রিয়া পচ্চবায়ং জাণংতি ॥ ৪৬ ॥

এবং বিহারভূমিং বা বিয়ারভূমিং বা অন্নং বা জং কিংচি পওয়ণং এবং গামাণুগামং দূইজ্জত্তএ ॥ ৪৭ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিএ ভিক্খূ য় ইচ্ছিজ্জা অন্নয়রিং বিগইং আহারিত্তএ, নো সে কপ্পই অণাপুচ্ছিত্তা আয়রিয়ং বা উবজ্ঝায়ং বা থেরং পবত্তিং গণিং গণহরং গণাবচ্ছেয়য়ং বা জং বা পুরও-কাউং বিহরই ; কপ্পই সে আপুচ্ছিত্তাণং আয়রিয়ং বা উবজ্ঝায়ং বা থেরং পবত্তিং গণিং গণহরং গণাবচ্ছেয়য়ং বা জং বা

(কুয়াসা), করকা (শিলা) এবং হরতনু (ভূমিস্পৃষ্ট তৃণাদি ও যবাঙ্কুরের অগ্রভাগে লগ্ন আর্দ্রতা)। অপরিণতবুদ্ধি নিগ্রন্থ ও নিগ্রন্থীর সর্বদা এইসব জানা চাই, দেখা চাই, এবং মানসপটে অঙ্কিত করিয়া রাখা চাই। এই হইল সূক্ষ্ম আর্দ্রতার কথা ॥ ৪৫ ॥

বর্ষাবাস-পর্যুষণে রত ভিক্ষুর যদি আহার ও পানীয়ের জন্য ভিক্ষার্থ গৃহস্থগৃহে যাইবার ইচ্ছা হয় তবে তাহার আচার্য, উপাধ্যায়, স্থবির, প্রবর্ত্তক, গণী, গণধর, গণাবচ্ছেদক অথবা অন্য যে-কেহ তাহার প্রধান রূপে অধিষ্ঠিত থাকেন তাঁহাকে না বলিয়া সে ভিক্ষার্থ বাহির হইতে পারিবে না। তাহার আচার্য, উপাধ্যায়, স্থবির, প্রবর্ত্তক, গণী, গণধর, গণাবচ্ছেদক বা যে-কেহ তাহার প্রধান রূপে অধিষ্ঠিত থাকেন তাঁহার নিকট তাহাকে বলিতে হইবে: "আপনার অনুমতি পাইলে আমি ভিক্ষার্থ গৃহস্থগৃহে যাইতে ইচ্ছা করি।" তিনি যদি অনুমোদন (বিতরণ) করেন, তবে সে গৃহস্থগৃহে ভিক্ষার্থ যাইতে পারিবে। এইরূপ তিনি যদি অনুমোদন না করেন, তবে সে ভিক্ষার্থ গৃহস্থগৃহে যাইতে পারিবে না। এ কথা কেন বলা হইয়াছে? ভদন্ত!—আচার্যেরাই অপায় ও তাহার প্রতিকারের উপায় জানেন ॥ ৪৬ ॥

বিহার ভূমি (বিদ্যায়তন) বা বিচারভূমি (মলত্যাগাদি প্রয়োজনে বিচরণস্থান) বা অন্য কোনও প্রয়োজনের জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা (অর্থাৎ অনুমতি লইতে হইবে)। গ্রামে গ্রামে পর্যটনের জন্যও অভিন্ন ব্যবস্থা ॥ ৪৭ ॥

বর্ষাবাস-পর্যুষণে রত ভিক্ষুর যদি কোনও নূতন ঔষধ ইচ্ছা হয়, তবে তাহার আচার্য, উপাধ্যায়, স্থবির, প্রবর্ত্তক, গণী, গণধর, গণাবচ্ছেদক বা যে-কেহ তাহার প্রধানরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাঁহার অনুমতি না লইয়া সে কোনও নূতন ঔষধ ব্যবহার করিতে পারিবে না। তাহার আচার্য, উপাধ্যায়, স্থবির, প্রবর্ত্তক, গণী, গণধর,

পুরও-কাউং বিহরই : "ইচ্ছামি ণং ভংতে! তুব্ভেহিং অব্ভণু-ন্নাএ সমাণে অন্নয়রিং বিগইং আহারিত্তএ, তং জহা : এবইয়ং বা এবই-খুত্তো বা।" তে য় সে বিয়রেজ্জা, এবং সে কপ্পই অন্নয়রিং বিগইং আহারিত্তএ। সে কিমাহু ভংতে! আয়রিয়া পচ্চবায়ং জাণংতি ॥ ৪৮ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিএ ভিক্খূ য় ইচ্ছিজ্জা অন্নয়রিং তেইচ্ছিং আউট্টিত্তএ ; নো সে কপ্পই অণাপুচ্ছিত্তা আয়রিয়ং বা উবজ্ঝায়ং বা থেরং পবত্তিং গণিং গণহরং গণাবচ্ছেয়য়ং জং বা পুরও-কাউং বিহরই ; কপ্পই সে আপুচ্ছিউং আয়রিয়ং বা উবজ্ঝায়ং বা থেরং পবত্তিং গণিং গণহরং গণাবচ্ছেয়য়ং বা জং বা পুরও-কাউং বিহরই ; ইচ্ছামি ণং তুব্ভেহিং অব্ভণুন্নাএ সমাণে অন্নয়রিং তেইচ্ছিং আউট্টিত্তএ ; তং জহা : এবইয়ং বা এবই-খুত্তো বা।" তে য় সে বিয়রেজ্জা ; এবং সে কপ্পই অন্নয়রিং তেইচ্ছিং আউট্টিত্তএ, তে য় সে নো বিয়রেজ্জা ; এবং সে নো কপ্পই অন্নয়রিং তেইচ্ছিং আউট্টিত্তএ। সে কিমাহু ভংতে? আয়রিয়া পচ্চবায়ং জাণংতি ॥ ৪৯ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিএ ভিক্খূ য় ইচ্ছিজ্জা অন্নয়রং ওরালং তবোকম্মং উবসংপজ্জিত্তা ণং বিহরিত্তএ ; নো সে কপ্পই অণাপুচ্ছিত্তা আয়রিয়ং বা উবজ্ঝায়ং বা থেরং পবত্তিং গণিং গণহরং গণাবচ্ছেয়য়ং বা জং বা পুরও-কাউং বিহরই ; কপ্পই সে আপুচ্ছিউং আয়রিয়ং বা উবজ্ঝায়ং বা থেরং পবত্তিং গণিং গণহরং গণাবচ্ছেয়য়ং বা জং বা পুরও-কাউং বিহরই। "ইচ্ছামি ণং তুব্ভেহিং অণুন্নাএ সমাণে অন্নয়রং ওরালং তবোকম্মং উবসংপজ্জিত্তাএ। তং জহা : এবইয়ং এবইখুত্তো বা।" তে য়

গণাবচ্ছেদক বা যে-কেহ তাহার প্রধানরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাঁহাকে বলিতে হইবে ! "আপনার অনুমতি পাইলে আমি একটি নূতন ঔষধ ব্যবহার করিতে চাই,—এই পরিমাণে এবং এতবার করিয়া।" যদি তিনি অনুমোদন করেন, তবে সে সেই নূতন ঔষধ ব্যবহার করিতে পারিবে। কিন্তু তিনি যদি অনুমোদন না করেন তবে সে সেই নূতন ঔষধ ব্যবহার করিতে পারিবে না। এ কথা কেন বলা হইয়াছে? ভদন্ত !—আচার্যেরাই অপায় এবং তাহার প্রতিকারের উপায় জানেন ॥ ৪৮ ॥

বর্ষাবাস-পর্যুষণ-রত কোনও ভিক্ষুর যদি কোন নূতন রকমের চিকিৎসা করাইবার ইচ্ছা হয়, তবে তাহার আচার্য, উপাধ্যায়, স্থবির, প্রবর্তক, গণী, গণধর, গণাবচ্ছেদক বা যে-কেহ তাহার প্রধান-রূপে অধিষ্ঠিত থাকেন তাঁহার অনুমতি না লইয়া সে তাহা করাইতে পারিবে না। তাহার আচার্য, উপাধ্যায়, স্থবির, প্রবর্তক, গণী, গণধর, গণাবচ্ছেদক বা যে-কেহ তাহার প্রধানরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাঁহাকে বলিতে হইবে: "আপনার অনুমতি পাইলে আমি নূতন-রকম চিকিৎসা করাইতে চাই: এই পরিমাণে এবং এতবার।" তিনি যদি অনুমোদন করেন, তবে সে চিকিৎসা করাইতে পারিবে। কিন্তু তিনি যদি অনুমোদন না করেন, তবে সে সে চিকিৎসা করাইতে পারিবে না। এ কথা কেন বলা হইয়াছে? ভদন্ত !—আচার্যেরাই অপায় ও তাহার প্রতিকারের উপায় জানেন ॥ ৪৯ ॥

বর্ষাবাস-পর্যুষণ-রত কোনও ভিক্ষুর যদি ইচ্ছা হয় যে সে কোনও এক উদার তপঃকর্ম সম্পন্ন করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবে, তবে সে তাহার আচার্য, উপাধ্যায়, স্থবির, প্রবর্তক, গণী, গণধর, গণাবচ্ছেদক বা যে-কেহ তাহার প্রধানরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন তাঁহার অনুমতি না লইয়া করিতে পারিবে না। সে তাহার আচার্য, উপাধ্যায়, স্থবির, প্রবর্তক, গণী, গণধর, গণাবচ্ছেদক বা যে-কেহ তাহার প্রধানরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন তাঁহাকে বলিবে: "আপনার অনুমতি পাইলে আমি একটি উদার তপঃকর্ম সম্পন্ন করিতে চাই; তাহা এই পরিমাণ

উবসংপজ্জিত্তাএ। তে য় সে নো বিয়রেজ্জা: এবং সে নো সে বিয়রেজ্জা: এবং সে কপ্পই অন্নয়রং ওরালং তবোকম্মং কপ্পই অন্নয়রং ওরালং তবোকম্মং উবসংপজ্জিত্তাএ॥ সে কিমাহু ভংতে? আয়রিয়া পচ্চবায়ং জাণংতি॥ ৫০॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিএ ভিক্খূ য় ইচ্ছিজ্জা অপচ্ছিম-মারণংতিয়-সংলেহণা-জোসণা-জুসিএ ভত্ত - পাণ- পড়িয়াইক্খিএ পাওবগএ কালং অণবকংখমাণে বিহরিত্তএ বা, নিক্খমিত্তএ বা, পবিসিত্তএ বা, অসণং বা পাণং বা খাইমং বা সাইমং বা আহারিত্তএ বা উচ্চারং বা পাসবণং বা পরিট্ঠাবিত্তএ, সজ্ঝায়ং বা কারিত্তএ, ধম্ম-জাগরিয়ং বা জাগরিত্তএ, নো সে কপ্পই অণাপুচ্ছিত্তা আয়রিয়ং বা উবজ্ঝায়ং বা থেরং পবত্তিং গণিং গণহরং গণাবচ্ছেয়য়ং বা জং বা পুরও-কাউং বিহরই। কপ্পই সে আপুচ্ছিউং আয়রিয়ং বা উবজ্ঝায়ং বা থেরং পবত্তিং গণিং গণহরং গণাবচ্ছেয়য়ং বা জং বা পুরও-কাউং বিহরই: ইচ্ছামি ণং তুব্ভেহিং অব্ভণুন্নাএ সমাণে অপচ্ছিম-জাব জাগরিত্তএ।" তে য় সে বিয়রেজ্জা এবং সে কপ্পই অপচ্ছিম-জাব জাগরিত্তএ।" তে য় সে বিয়রেজ্জা এবং সে কপ্পই অপচ্ছিম-জাব জাগরিত্তএ; তে য় সে নো বিয়রেজ্জা, এবং সে নো কপ্পই জাব জাগরিত্তএ। সে কিমাহু ভংতে? আয়রিয়া পচ্চবায়ং জাণংতি॥ ৫১॥

বাসাবাসং পজ্জোসেবিএ ভিক্খূ য় ইচ্ছিজ্জা বত্থং বা পড়িগ্গহং বা কংবলং বা পায়পুংছণং বা অন্নয়রং বা উবহিং আয়াবিত্তএ বা পায়াবিত্তএ বা। নো সে কপ্পই এগং বা অণেগং বা অপড়িন্ন-

ও এত-বার হইবে।" তিনি যদি অনুমোদন করেন, তবে সে ঐ তপঃকর্ম করিতে পারিবে। আর তিনি যদি অনুমোদন না করেন, তবে সে তাহা করিতে পারিবে না। এ কথা কেন বলা হইয়াছে? ভদন্ত!—আচার্যগণই অপায় ও তাহা হইতে মুক্তির উপায় জানেন ॥ ৫০ ॥

বর্ষাবাস-পর্যুষণে-রত কোনও ভিক্ষুর যদি ইচ্ছা হয় যে অপশ্চিম-মরণান্তিক-সংলেখনা নামক তপস্যা সাধন দ্বারা অথবা পানাহার বর্জন করিয়া অথবা পাদপের ন্যায় নিঃস্পন্দ থাকিয়া শেষ দিনের প্রতীক্ষা করিবে, অথবা অশনীয়, পানীয়, খাদ্য বা স্বাদ্য আহার করিবার জন্য বাহির হইবে, অথবা মল-মূত্র ত্যাগ করিবার জন্য নিষ্ক্রান্ত হইবে, অথবা স্বাধ্যায় ব্রত গ্রহণ করিবে অথবা ধর্মজাগরণ ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে,—তাহা হইলে সে তাহার আচার্য, উপাধ্যায়, স্থবির, প্রবর্তক গণী, গণধর, গণাবচ্ছেদক অথবা যে-কেহ তাহার প্রধানরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাঁহাকে না বলিয়া (এই সব কর্মের কোনওটি) করিতে পারিবে না। সে তাহার আচার্য, উপাধ্যায়, স্থবির, প্রবর্তক, গণী, গণধর, গণাবচ্ছেদক বা যে-কেহ তাহার প্রধানরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাঁহাকে বলিবে: "আপনার অনুমতি পাইলে আমি অপশ্চিম-মরণান্তিক-সংলেখনা নামক তপস্যা সাধন দ্বারা, অথবা পানাহার বর্জন দ্বারা অথবা পাদপের ন্যায় নিঃস্পন্দ থাকিয়া শেষ দিনের প্রতীক্ষা করিতে চাই, অথবা অশনীয়, পানীয়, খাদ্য বা স্বাদ্য আহারের উদ্দেশ্যে বাহিরে যাইতে চাই, অথবা মল-মূত্র ত্যাগ করিবার জন্য নিষ্ক্রান্ত হইতে চাই. অথবা স্বাধ্যায় ব্রত গ্রহণ করিতে চাই, অথবা ধর্মজাগরণ ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে চাই।" তিনি যদি অনুমোদন করেন, তবেই সে এইসব করিতে পারিবে। কিন্তু তিনি যদি অনুমোদন না করেন, তবে সে এসব করিতে পারিবে না। এ কথা কেন বলা হইয়াছে? ভদন্ত! আচার্যেরাই অপায় ও তাহা হইতে মুক্তির উপায় জানেন ॥ ৫১ ॥

বর্ষাবাস-পর্যুষণ-কালে যদি কোনও ভিক্ষু তাহার বস্ত্র, ভিক্ষাপাত্র (প্রতিগ্রহ), কম্বল, পা-পোঁছা বা অন্য কোনও উপধি শুকাইতে বা তাতাইতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে সে একজন বা বহুজনকে না

বিত্তা গাহাবই-কুলং ভত্তাএ বা পাণাএ বা নিক্খমিত্তএ বা পবিসিত্তএ বা অসণং বা আহারিত্তএ, ৰহিয়া বিয়ার-ভূমিং ৰা বিহার-ভূমিং বা সজ্ঝায়ং বা করিত্তএ, কা-উস্সগ্গং বা ঠাণং বা ঠাইত্তএ। অত্থি য় ইত্থ কেই অহা-সন্নিহিএ এগে বা অণেগা বা, কপ্পই সে এবং বদিত্তএ : 'ইমং তা, অজ্জো! মুহুত্তগং জাণাহি জাব তাব অহং গাহাবই-কুলং ভত্তাএ বা পাণাএ বা নিক্খমিত্তএ ৰা পবিসিত্তএ বা অসণং বা আহারিত্তএ, ৰহিয়া বিয়ারভূমিং বা বিহার-ভূমিং বা সজ্ঝায়ং বা করিত্তএ কাউস্সগ্গং বা ঠাণং ৰা ঠাইত্তএ।' সে য় সে পড়িস্সুণিজ্জা, এবং সে কপ্পই গাহাবই-কুলং তং চেব; সে য় সে নো পড়িস্সুণিজ্জা, এবং সে নো কপ্পই গাহাবই-কুলং জাব কা-উস্সগ্গং বা ঠাণং বা ঠাইত্তএ ॥ ৫২ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়াণং নো কপ্পই নিগ্গংথাণ বা নিগ্গংথীণ বা অণভিগ্গহিয়-সেজ্জাসণিএণং হোত্তএ, আয়াণ মেয়ং : অণভিগ্গহিয়-সেজ্জাসণিয়স্স অণুচ্চা-কুইয়স্স অণট্ঠা-ৰংধিস্স অমিয়াসণিয়স্স অণাতাবিয়স্স অসমিয়স্স অভিক্খণং অভিক্খণং অপড়িলেহণা-সীলস্স অপমজ্জণা-সীলস্স তহা তহা ণং সংজমে দুরারাহয়ে ভবই ॥ ৫৩ ॥

অণায়াণমেয়ং : অভিগ্গহিয়-সেজ্জাসণিয়স্স উচ্চা-কুইয়স্স অট্ঠা-ৰংধিস্স মিয়াসণিয়স্স আয়াবিয়স্স সমিয়স্স অভিক্খণং

জানাইয়া তাহা করিতে পারিবে না; আহার বা পানীয়ের জন্য ভিক্ষার্থ গৃহস্থগৃহে প্রবেশ করিতে বা তথা হইতে নিক্রান্ত হইতে পারিবে না; অশনীয় আহার করিতে পারিবে না; বাহির হইয়া বিহারভূমি (শাস্ত্রানুশীলন স্থান) অথবা বিচরণ-ভূমিতে যাইতে পারিবে না; স্বাধ্যায় বা শাস্ত্রাধ্যয়ন আরম্ভ করিতে পারিবে না; কায়োৎসর্গের জন্য নির্দিষ্ট উচ্চস্থানে স্থিত হইতে পারিবে না। সেখানে অতিসন্নিহিত স্থানে এক বা অনেক ব্যক্তি যাঁহারা থাকিবেন তাঁহার বা তাঁহাদিগের নিকট এইরূপ বলিতে হইবে: আর্য! এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া এই কথাটা শুনুন। আমি আহার বা পানীয়ের জন্য ভিক্ষার্থ বাহির হইতে চাই; আমি অশনীয়, পানীয়, খাদ্য, বা স্বাদ্য আহার করিতে যাইতে চাই; বাহির হইয়া বিহারভূমিতে যাইতে চাই; বিচরণ ভূমিতে (মলমূত্রত্যাগার্থ) যাইতে চাই; স্বাধ্যায় আরম্ভ করিতে চাই; অথবা কায়োৎসর্গের জন্য নির্দিষ্ট উচ্চ স্থানে স্থিত হইতে চাই।" যদি তিনি বা তাঁহারা তাহার কথা শোনেন (অর্থাৎ অনুমতি দেন), তবে সে ঐসব করিতে পারিবে। কিন্তু যদি তিনি বা তাঁহারা তাহার কথা না শোনেন, তবে সে ঐসব করিতে পারিবে না ॥ ৫২ ॥

বর্ষাবাসপর্যুষণে রত প্রত্যেক নিগ্রন্থ ও প্রত্যেক নিগ্রন্থীর আপন আপন শয্যা ও আসন থাকা চাই। না থাকা অনুমোদিত নহে। এ বিষয়ে গ্রহণীয় বিধি এই: যে নিজের জন্য পৃথক্ শয্যা ও পৃথক্ আসন গ্রহণ করে নাই, যাহার মেরুদণ্ড (কুক্ষি) উচ্চ নহে (বক্র), যে অষ্টাঙ্গ বন্ধন পূর্বক (বীরাসন যোগাসনাদি) আসনে অধিষ্ঠিত নহে, যে তপশ্চরণদুঃখ সহ্য করে নাই, যে প্রতিজ্ঞাপূর্বক ব্রত গ্রহণ করে নাই, ঘন ঘন যাহার স্ব-ক্রটি-পর্য্যবেক্ষণে যে অভ্যস্ত নহে, স্নান-মার্জনাদিতে যে অভ্যস্ত নহে, তাহার পক্ষে সংযম দুঃসাধ্য হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

এ বিষয়ে বিধিবিরুদ্ধ এই: যে নিজের জন্য পৃথক্ শয্যা ও পৃথক্ আসন গ্রহণ করে, যাহার মেরুদণ্ড উচ্চ (বক্র নহে), যে অষ্টাঙ্গ বাঁধিয়া আসনে অধিষ্ঠিত থাকে, যে মধ্যে মধ্যে তপশ্চরণদুঃখ সহ্য করিতে অভ্যস্ত, যে প্রতিজ্ঞাপূর্বক ব্রত গ্রহণ করে, ঘন ঘন তপশ্চরণের

অভিক্‌খণং পড়িলেহণা-সীলস্‌স পমজ্জণা-সীলস্‌স তহা তহা ণং সংজমে সুআরাহএ ভবই ॥ ৫৪ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়াণং কপ্‌পই নিগ্‌গংথাণ বা নিগ্‌গংথীণ বা তও উচ্চার-পাসবণ-ভূমীও পড়িলেহিত্তএ ; ন তহা হেমংত-গিম্‌হাসু জহা ণং বাসাসু। সে কি মাহু ভংতে? বাসাসু ণং ওসন্নং পাণা য় তণা য় বীয়া য় পণগা য় হরিয়াণি য় ভবংতি ॥ ৫৫ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়াণং কপ্‌পই নিগ্‌গংথাণ বা নিগ্‌গংথীণ বা তও মত্তগাইং গিণ্‌হিত্তএ, তং জহা : উচ্চার-মত্তএ, পাসবণ-মত্তএ, খেল-মত্তএ ॥ ৫৬ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়াণং নো কপ্‌পই নিগ্‌গংথাণ বা নিগ্‌গংথীণ বা পরং পজ্জোসবণাও গো-লোম-প্‌পমাণ-মিত্তা বি কেসা তং রয়ণিং উবায়ণাবিত্তএ, অজ্জেণং খুর-মুংডেণ বা লুক্ক-সিরএণ বা হোয়ব্বং সিয়া ; পক্‌খিয়া আরোবণা, মাসিএ খুরা-মুংডে, অদ্ধ-মাসিএ কত্তরি-মুংডে, ছম্মাসিএ লোএ, সংবচ্ছরিএ বা থের-কপ্‌পে ॥ ৫৭ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়াণং নো কপ্পই নিগ্গংথাণ বা নিগ্গংথীণ বা পরং পজ্জোসবণাও অহিগরণং বইত্তএ ; জে ণং নিগ্‌গংথো বা নিগ্‌গংথী বা পরং পজ্জোসবণাও অহিগরণং বয়ই, সে ণং : অকপ্‌পেণং, অজ্জো! বয়সি ত্তি বত্তব্বে সিয়া। জে ণং নিগ্গংথো বা নিগ্গংথী বা পরং পজ্জোসবণাও অহিগরণং বয়ই, সে ণং নিজ্জূহিয়ব্বে সিয়া ॥ ৫৮ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়াণং ইহ খলু নিগ্‌গংথাণ বা নিগ্‌গংথীণ বা অজ্জে ব কক্‌খড়ে কড়ুএ বিগ্‌গহে সমুপ্‌পজ্জিজ্জা, সেহে

ক্রটি-পর্য্যবেক্ষণে যাহার অভ্যাস আছে, স্নান-মার্জনাদিতে যে সু-অভ্যস্ত, তাহার পক্ষে সংযম সহজ-সভ্য হইয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥

বর্ষাবাসপর্যুষণে রত নিগ্রন্থ বা নিগ্রন্থীর মল-মূত্র-ত্যাগের জন্ত তিনটি স্থান নির্দিষ্ট থাকা চাই, হেমন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে না হইলেও বর্ষাকালে ইহা একান্ত আবশ্যক। একথা কেন বলা হইল? ভদন্ত! বর্ষাকালে অনেক ক্ষুদ্র প্রাণী, ক্ষুদ্র তৃণ, বীজ, উই প্রভৃতি ক্ষুদ্র জীব এবং ক্ষুদ্র উদ্ভিদ জন্মিয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥

বর্ষাবাসপর্যুষণে রত নিগ্রন্থ ও নিগ্রন্থীদিগের তিনটি পাত্র রাখা চাই: মল ত্যাগের পাত্র, মূত্র ত্যাগের পাত্র ও নিষ্ঠীবন ত্যাগের পাত্র ॥ ৫৬ ॥

বর্ষাবাসপর্যুষণে রত নিগ্রন্থ ও নিগ্রন্থীদিগের মস্তকে যদি গো-লোম-প্রমাণও কেশ থাকে, তবে পর্যুষণের পর তাহারা এক রাত্রিও সে অবস্থায় কাটাইতে পারিবে না। আর্যেরা (অর্থাৎ নিগ্রন্থ বা ভিক্ষুরা) ক্ষুর-মুণ্ডিত বা লুপ্ত-শিরস্য থাকিতে পারিবেন। (নিগ্রন্থীরা) পক্ষে পক্ষে বেণী আরোপণ বা স্থাপন করিবেন। (মুণ্ডন বিষয়ে) স্থবির-কল্প (স্থবিরদিগের ব্যবস্থা) এই যে প্রতিমাসে ক্ষুর-মুণ্ডন, অর্ধমাসে কর্তন (কাঁচি দিয়া কাটা) এবং ছ'মাস বা বৎসরান্তে লোচ বা উৎপাটন করিতে হইবে ॥ ৫৭ ॥

বর্ষাবাসপর্যুষণে রত নিগ্রন্থ বা নিগ্রন্থীরা পর্যুষণের পর পরুষ ভাষায় কথা কহিবে না। যে নিগ্রন্থ বা নিগ্রন্থী পর্যুষণের পর পরুষ ভাষায় কথা কহে, তাহাকে বলিতে হইবে: "আর্য! তুমি শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ (অ-কল্প) ভাষায় কথা কহিতেছ।" যে নিগ্রন্থ বা নিগ্রন্থী (ইহার পরও) পর্যুষণান্তে পরুষ কথা কহিবে, তাহাকে সংঘ-বহিষ্কৃত [নির্ব্যূহীকৃত] করিতে হইবে ॥ ৫৮ ॥

বর্ষাবাসপর্যুষণে রত নিগ্রন্থ ও নিগ্রন্থীরা উপহাসাত্মক তীব্র বাদ-বিসংবাদ [বাগ্‌যুদ্ধ] অবিলম্বে বর্জ্জন করিবে। শিষ্য জ্যেষ্ঠকে

রাইণিয়ং খামিজ্জা, রাইণিএ বি সেহং খামিজ্জা। [গ্রং০ ১২০০] খমিয়ব্বং, খমাবিয়ব্বং, উবসমিয়ব্বং, উবসমাবিয়ব্বং, সম্মুই-সংপুচ্ছণা-বহুলেণ হোয়ব্বং, জো উবসমই, তস্স অত্থি আরাহণা; জো ন উবসমই, তস্স নত্থি আরাহণা, তম্হা অপ্পণা চেব উবসমিয়ব্বং। সে কিমাহু ভংতে? উবসম-সারং খু সামন্নং ॥ ৫৯ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়াণং কপ্পই নিগ্গংথাণ বা নিগ্গংথীণ বা তও উবস্সয়া গিণ্হিত্তএ; তং বেউব্বিয়া পড়িলেহা সাইজ্জিয়া পমজ্জণা ॥ ৬০ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়াণং কপ্পই নিগ্গংথাণ বা নিগ্গংথীণ বা অন্নয়রিং দিসিং বা অণুদিসিং বা অবগিজ্ঝিয় অবগিজ্ঝিয় ভত্ত-পাণং গবেসিত্তএ। সে কিমাহু ভংতে? ওসন্নং সমণা ভগবংতো বাসাসু তব-সংপউত্তা ভবংতি। তবস্সী দুব্বলে কিলংতে মুচ্ছিজ্জ বা পবড়িজ্জ বা, তামেব দিসিং বা অণুদিসিং বা সমণা ভগবংতো পড়িজাগরংতি ॥ ৬১ ॥

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়াণং কপ্পই নিগ্গংথাণ বা নিগ্গংথীণ বা জাব চত্তারি পংচ জোয়ণাইং গংতুং পড়িনিয়ত্তএ, অংতরা বি য় সে কপ্পই বত্থএ, নো সে কপ্পই তং রয়ণিং তত্থেব উবায়ণা-বিত্তএ ॥ ৬২ ॥

ইচ্চেয়ং সংবচ্ছরিয়ং থের-কপ্পং অহা-সুত্তং অহা-কপ্পং অহা-মগ্গং অহা-তচ্চং সম্মং কাএণ ফাসিত্তা পালিত্তা সোভিত্তা তীরিত্তা কিট্টিত্তা আরাহিত্তা আণাএ অণুপালিত্তা, অত্থেগইয়া

[রাত্নিককে] ক্ষমা করিবে এবং জ্যেষ্ঠও শিষ্যকে ক্ষমা করিবে। ক্ষমা করা চাই, ক্ষমা করান চাই, শান্ত হওয়া চাই, শান্ত করা চাই। বেশি বেশি করিয়া প্রীতিকর কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসাদি করা চাই। যে শান্ত হয় তাহারই হয় আরাধনা। যে শান্ত না হয় তাহার আরাধনা হয় না। সেইজন্ত নিজে নিজে স্বচেষ্টায় শান্ত হইবে। এ কথা কেন বলা হইয়াছে? ভদন্ত! শান্তিই শ্রামণ্যের সার ॥ ৫৯ ॥

বর্ষাবাসপর্যুষণরত নিগ্রন্থ ও নিগ্রন্থীদের প্রত্যেকের তিনটি করিয়া উপাশ্রয় (বা আশ্রয়গৃহ) থাকা চাই। সেইগুলিতে ঘন ঘন পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে এবং ঘন ঘন প্রমার্জনা করিতে হইবে ॥ ৬০ ॥

বর্ষাবাসপর্যুষণরত নিগ্রন্থ বা নিগ্রন্থী যখন আহার্য ও পানীয়ের অন্বেষণে নিক্রান্ত হইবেন তখন তাঁহারা যে দিকে বা যে বিদিকে যাইবেন তাহা জানাইয়া জানাইয়া যাইতে হইবে। এ কথা কেন বলা হইয়াছে? ভদন্ত!—ভগবান্ শ্রমণেরা বর্ষাকালে প্রায়ই তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। তপস্বী দুর্বল ও ক্লান্ত হইয়া যদি পথে মূর্চ্ছিত বা ভূপতিত হইয়া পড়েন, তবে (যে দিক বা বিদিকের কথা তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন) সেই দিক বা বিদিকে অন্য শ্রমণেরা সর্বদা লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন ॥ ৬১ ॥

বর্ষাবাসপর্যুষণে রত নিগ্রন্থ বা নিগ্রন্থী চারি বা পাঁচ যোজন পথ যাইতে এবং যাইয়া ফিরিয়া আসিতে পারে। মধ্যবর্তী স্থানে অর্থাৎ মধ্য পথে তাহারা কিছুক্ষণ বাস করিতে পারে, কিন্তু সেইখানে সেই রাত্রি কাটাইয়া দিতে পারে না ॥ ৬২ ॥

এই সংবৎসরীয় স্থবির-কল্প সূত্রানুসারে, বিধানানুসারে, সৎপথ অনুসরণ করিয়া, প্রকৃত তথ্য মানিয়া, নিজ দেহের দ্বারা সম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়া, সম্যক্ পালন করিয়া, শোভন ভাবে অনুষ্ঠানাদি সাজাইয়া, সম্পূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করিয়া, ধর্মের গুণগান কীর্তন করিয়া এবং শাস্ত্রাদেশ অনুসারে সমস্ত বিধি পালন করিয়া আচার্যগণ, শ্রমণগণ

সমণা নিগ্গংথা তেণেব ভব-গ্গহণেণং সিজ্ঝংতি বুজ্ঝংতি মুচ্চংতি পরি-নিব্বইংতি সব্ব-দুক্খাণং অংতং করেংতি, অত্থেগইয়া দোচ্চেণং ভবগ্গহণেণং সিজ্ঝংতি বুজ্ঝংতি মুচ্চংতি পরি-নিব্বইংতি সব্ব-দুক্খাণং অংতং করেংতি, অত্থেগইয়া তচ্চেণং ভবগ্গহণেণং সিজ্ঝংতি বুজ্ঝংতি মুচ্চংতি পরি-নিব্বইংতি সব্ব-দুক্খাণং অংতং করেংতি, সত্ত-ট্ঠ ভব-গ্গহণাইং নাইক্কমংতি ॥ ৬৩ ॥

তেণং কালেণং তেণং সমএণং সমণে ভগবং মহাবীরে রায়গিহে নগরে গুণসিলএ চেইএ বহূণং সমণাণং বহূণং সমণীণং বহূণং সাবয়াণং বহূণং সাবিয়াণং বহূণং দেবাণং বহূণং দেবীণং মজ্ঝ-গএ চেব এবম্ আইক্খই, এবং ভাসই, এবং পন্নবেই, এবং পরূবেই পজ্জোসবণা-কপ্পং নামং অজ্ঝয়ণং স-অট্ঠং স-হেউয়ং স-কারণং স-সুত্তং স-অত্থং স-উভয়ং স-বাগরণং ভুজ্জো ভুজ্জো উবদংসেই ত্তি বেমি ॥ ৬৪ ॥

পজ্জোসবণা-কপ্পো সমত্তো

বা নিগ্রন্থগণ এই জন্মেই (অর্থাৎ জন্মান্তর পরিগ্রহ না করিয়াই) সিদ্ধি লাভ, বুদ্ধত্ব লাভ, মুক্তি লাভ, পরিনির্বাণ লাভ করিয়া সর্ব দুঃখের অন্ত করিয়া থাকেন। কেহ কেহ দ্বিতীয় জন্মে (অর্থাৎ জন্মান্তরে) অথবা তৃতীয় জন্মে এইরূপ সিদ্ধিলাভ, বুদ্ধত্বলাভ, মুক্তিলাভ ও পরিনির্বাণ লাভ করিয়া সর্ব দুঃখের অন্ত করিয়া থাকেন। সাত-আট জন্মের অধিক কাহাকেও অপেক্ষা করিতে (বা সাত-আট জন্ম অতিক্রম করিতে) হয় না॥ ৬৩॥

সেইকালে সেই সময়ে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর রাজগৃহ নগরে গুণশিলক নামক চৈত্যে বহু শ্রমণ, বহু শ্রমণী, বহু শ্রাবক, বহু শ্রাবিকা, বহু দেব ও বহু দেবীর মধ্য-গত হইয়া উদ্দেশ্য সহ, যুক্তি সহ, ইতিবৃত্ত সহ, সূত্রার্থ সহ, পুনরায় সূত্র ও অর্থ সহ এবং অর্থগত ও ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ সহ এই পর্যুষণাকল্প নামক অধ্যয়ন (অধ্যায়) পুনঃ পুনঃ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন (ভাষ্য করিয়াছেন), বিদিত করিয়াছেন এবং স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া প্রয়োগরীতি বুঝাইয়া দিয়াছেন॥ এই বলিলাম॥ ৬৪॥

পর্যুষণা-কল্প সমাপ্ত।